বৃহৎ সচিত্র

আরব্য উপন্যাস।

বা

পারস্যপতির শ্রবণার্থ তৎপরিণীত অমাত্যদুহিতা

কর্ত্তৃক কথিত একাধিকসহস্ররজনীক

উপন্যাস।

ইংরাজী আরেবিয়ান্ নাইট্‌স্ নামক গ্রন্থ হইতে

ডবেটন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক

শ্রীকেদারনাথ বসু এম, এ, বি, এল্,

কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত।

কলিকাতা,

নাপিতের দ্বিতীয় ভ্রাতার কথা। পৃষ্ঠা—১১১

শ্রীনটবিহারী মজুমদার। ১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সম্রাট শাহরিয়র এবং মন্ত্রীকন্যা শাহারজাদী। উপক্রমণিকা।

শ্রীভূতবিহারী মজুমদার। ১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সিন্দাবাদের তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রা। পৃষ্ঠা—১৭

শ্রীনটবিহারী মজুমদার। ১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বদরুদ্দীন হোসেনের স্ত্রীর সহিত পুনর্ম্মিলন। পৃষ্ঠা—১৪২

খৃষ্টীয়ান বণিকের কথা। পৃষ্ঠা—১৪৩

শ্রীভূতিবিহারী মজুমদার। ১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

[illegible] আল র.সদের প্রধানা মাহলী জোবেদী প্রিয়তম মুসলমান তাওবাকে রমন খাওয়ায় জন্ত ভর্ৎসনা করিতেছেন। পৃষ্ঠা—১৮৮

শ্রীবটবিহারী মজুমদার। ১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

যুবরাজ আমজিয়াদ ও যুবরাজ আসাদের ইতিহাস। পৃষ্ঠা—২৩৫

শ্রীঘুটবিহারী মজুমদার। ১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নুরুদ্দীন ও পারস্যসুন্দরী। পৃষ্ঠা—২৫১

শ্রী...বিহারী মজুমদার। ১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অত্যাশ্চর্য্য মায়াময় ঘোটক। পৃষ্ঠা—৩৮৮

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা।

অতি প্রাচীনকালে পারস্য-দেশে সেসানিয়ান্ বংশীয় রাজারা বহুকাল রাজত্ব করেন; তাঁহাদের অধিকারকালে পারস্যরাজ্যের সীমা গঙ্গার অপর পার্শ্ব হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁহাদিগের ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে কালক্রমে উক্তবংশে এক অতি প্রবলপ্রতাপ নরপতি প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রভাবে সন্নিহিত রাজগণ নিরন্তর শঙ্কিত থাকিত। তিনি অসাধারণ দক্ষতার সহিত শাসন করিতেন এবং তাঁহার অধীনে প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। তাঁহার দুই পুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠের নাম সাহ্রিয়ার এবং কনিষ্ঠের নাম সাজেমান। উভয়েই পিতার সমুদায় উৎকৃষ্ট গুণ অধিকার করিয়াছিলেন।

বহুকাল সুশাসনের পর পূর্ব্বোক্ত নরপতি মানবলীলা সম্বরণ করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। দেশীয় নিয়মানুসারে যদিও কনিষ্ঠ পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত হইলেন, তথাপি তিনি তাহাতে অণুমাত্র ক্ষুব্ধ কিংবা জ্যেষ্ঠের অতুল ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষাপরবশ হইলেন না। বরং যাহাতে জ্যেষ্ঠের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়, কায়মনোবাক্যে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সাজেমানও পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ ভোগ করিতে পান এই মানসে তিনি তাতার রাজ্যের শাসনভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সাজেমান জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সমরকন্দ নগরে নিজ রাজধানী স্থাপন করিলেন।

প্রায় দশ বৎসর ভ্রাতাদ্বয়ের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। অনন্তর সুলতান কনিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ মানসে বহুসংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে ভ্রাতার নিকট দূতস্বরূপ নিজ উজিরকে প্রেরণ করিলেন। সমরকন্দের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উজির নিজ আগমনবার্ত্তা সাজেমানকে বিজ্ঞাপিত করিলে সমরকন্দপতি পারিষদ্বর্গ সমভিব্যাহারে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার অভিনন্দনার্থ পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং তাঁহাকে সাতিশয় সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিব্বতাধিপতি অগ্রেই ভ্রাতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উজির তাঁহার কৌতূহল নিবারণ করিয়া সুলতানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সাজেমান ভ্রাতার অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিয়া এবং তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন শুনিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং উজিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমার ভ্রাতা সুলতান যে মানস করিয়াছেন ইহা অপেক্ষা জগতে আমার প্রিয়তর কিছুই নাই। তাঁহার সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার আমি অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই। সময়গুণে আমার ভক্তির কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই।

এক্ষণে আমার রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে; আপনি দশ দিন কাল-মাত্র অপেক্ষা করুন, আমি সমুদয় আয়োজন করিয়া আপনার সহিত যাত্রা করিব। এই অত্যল্পকালের জন্ত আপনাকে নগরপ্রবেশের ক্লেশ দিতে চাহি না। আপনি পুরীর বহির্ভাগে শিবির সংস্থাপন করুন। যাহাতে আপনার কোন বিষয়ে কোন রূপ কষ্ট না হয়, আমি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।” এই কথা বলিয়া সাজেমান পুরে পুনঃ প্রবেশ করিয়া দূর যাত্রার উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। একজন বিশ্বাসী ও উপযুক্ত মন্ত্রীর হস্তে সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিলেন। নিয়মিত দিনে, রাজমহিষীর নিকট বিদায় লইয়া, পরিমিত অনুচর সঙ্গে লইয়া, সন্ধ্যাকালে সমরকণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন। উজিরের শিবিরে উপস্থিত হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কথোপকথনে অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু পুনরায় প্রেয়সী মহিষীর আলিঙ্গনলাভ মানসে রাত্রিকালে একাকী গুপ্তভাবে পুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। রাজার শীঘ্র প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া মহিষী বাটীর এক সামান্য ভৃত্যকে নিজগৃহে গ্রহণ করেন। এবং কিয়ৎক্ষণ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া, এক্ষণে উভয়ে এক শয্যায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন।

রাণীর চরিত্রবিষয়ে রাজার কখন সন্দেহ হয় নাই। তাঁহার হঠাৎ আগমনে তিনি কতই আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইবেন ভাবিয়া রাজা নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভাবিয়া দেখ, পর পুরুষকে নিজ মহিষীর ক্রোড়ে শয়ান দেখিয়া তাঁহার কিরূপ বিস্ময় জন্মিল। তিনি ক্ষণকালের জন্ত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; নিজ চক্ষুকে তাঁহার প্রত্যয় হইল না। অবশেষে সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মিলে, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “আমি এখনও নগরপ্রাচীরের বাহিরে যাই নাই, ইহারি মধ্যে ইহারা আমাকে এরূপ অবমানিত করিতে সাহস করিয়াছে।” ‘রে পাপিষ্ঠগণ! তোদের সমুচিত শাস্তি বিধান করিতেছি,’ এই বলিয়া তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া শয্যার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং এক আঘাতে উক্ত পাপাচারীদিগের নিদ্রাকে মহানিদ্রায় পরিবর্ত্তিত করিলেন। পরে একে একে উভয়কে তুলিয়া গবাক্ষের নীচে প্রাচীরের পার্শ্ব-বর্ত্তী খাতমধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

নিজ জিঘাংসা পরিতৃপ্ত করিয়া, রাজা পুনরায় গুপ্তভাবে নগর হইতে বাহির হইলেন এবং ধীরে ধীরে উজিরের শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়াও উক্ত ঘটনা কাহার নিকট ব্যক্ত না করিয়া, শিবির-ভঙ্গের আদেশ করিলেন এবং প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই স্বদল সহিত যাত্রা করিলেন। সকলেই প্রফুল্লচিত্ত, কেবল রাজা মহিষীসংক্রান্ত বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়া বিষণ্ণভাবে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

পারস্যরাজ্যের রাজধানীর সন্নিহিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান স্বকীয় পারিষদগণ সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ বহির্গত হইয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বয় মিলিত হইয়া উভয়ে কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন কে বলিতে পারে। তাঁহারা অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন।

বহুক্ষণ পরস্পর বাহুপাশে বদ্ধ থাকিয়া পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাজেমানের জন্য যে বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাই তাঁহার বাসের জন্য নিরূপিত হইল। ঐ বাটীর সহিত রাজবাটীর কেবল একখানি বাগান ব্যবধান। উদ্যানটী বিবিধ বৃক্ষে ও লতায় সুশোভিত। উক্ত উদ্যানে সমুদায় রাজকীয় উৎসবাদি সম্পন্ন হইত। এক্ষণে উদ্যানের শোভা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। সারিয়ার স্নানাদি ও বেশ পরিবর্ত্তন জন্য নিজ মন্দিরে গমন করিলেন এবং উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন। এক কৌচে উপবিষ্ট হইয়া উভয় ভ্রাতা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অমাত্যগণ অদূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় একত্রে ভোজন করিলেন এবং আহার সমাপনান্তে পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; অবশেষে রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া ভ্রাতাকে বিশ্রাম করিবার আদেশ করিয়া সারিয়ার প্রস্থান করিলেন।

হতভাগ্য সাজেমান্ শয্যায় শয়ন করিলেন। ভ্রাতার সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত থাকিয়া তাঁহার আন্তরিক দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল, এক্ষণে সকল দুঃখ দ্বিগুণবেগে তাঁহার হৃদয় পীড়িত করিতে লাগিল। [illegible] শ্বাসের কথা মনে হইতে লাগিল, ততই [illegible] দুঃখ বাড়িতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে দুঃখাবেগে তাঁহার [illegible] লুপ্তপ্রায় হইয়া আ[illegible] সমস্ত রাত্রি বিনা নিদ্রায় যাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রির জাগরণে ও চিন্তায় তাঁহার মুখ এরূপ রুক্ষ ও মলিন হইয়াছিল যে তাঁহাকে দেখিয়াই সুলতান বুঝিতে পারিলেন যে তিনি অতি [illegible] অতিবাহিত করিয়াছেন। কি কারণে তাঁহার মন এরূপ দুঃখিত হইয়াছে সুলতান ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; একবার মনে করিলেন বুঝি আমার অভিনন্দনের কিছু ক্রটি হইয়াছে [illegible] ভাবিয়া কিছু দোষ দেখি[illegible] পাইলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন, নিজ রাজ্য ও [illegible] বিচ্ছেদই কষ্টের মূল। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাকে বিদায় দিবার [illegible] যে সকল উপঢৌকন দিবার মানস করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে [illegible] করিতে [illegible]লেন। পরদিন প্রাতেই অভিপ্রেত উপহারের কিয়দংশ [illegible] করিলেন। এই উপহারের মধ্যে ভারতবর্ষে যে সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য, [illegible] [illegible] দিল। এই সকল দ্রব্যজাত দর্শন করিয়া তাঁহার শোকাবেগ নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

এক দিবস প্রভাতে সারিয়ার নগর হইতে দুই দিনের পথ এক বনে মৃগয়ার্থ যাইবার আদেশ প্রচার করিলেন। সাজেমান পীড়ার ভান করিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। সুলতান তাঁহার সন্তোষের জন্য তাঁহাকে রাখিয়া স্বয়ং অনুচরবর্গের সহিত মৃগয়ার যাত্রা করিলেন। সমরকণ্ডপতি উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া চিত্তবিনোদন করিবার মানসে গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া উদ্যানের শোভা কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল পৃথিবীর মধ্যে তিনিই একমাত্র অসুখী এই ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন; অবশেষে নিম্নলিখিত ঘটনায় তাঁহার চৈতন্য হইল। হঠাৎ সুলতানের প্রাসাদের একটী গুপ্ত দ্বার উদ্‌ঘাটিত

হইল; অমনি কুড়িটী স্ত্রীলোক বহির্গত হইলেন; তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিনীর আকার ও বেশ দর্শনে বোধ হইল যে তিনিই সুলতানের মহিষী। তিব্বতাধিপতি মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন ভাবিয়া মহিষী তদীয় গবাক্ষের নিকট আসিতে সংকুচিত হইলেন না। তাঁহারা কি করেন দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া সাজেমান গবাক্ষের পার্শ্বে লুক্কায়িত হইলেন। মহিষীর সঙ্গীগণ আপাদমস্তক যে বেশে আবৃত করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিল। রাজকুমার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, যাহাদিগকে প্রথমে তিনি রমণী বোধ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে দশজন কাফ্রি এবং তাহারা প্রত্যেকে এক একটী কামিনীর সহিত মিলিত হইল। মহিষীকেও অধিকক্ষণ প্রিয়বিরহ সহিতে হইল না। তিনি করতালি দিয়া "মসুদ! মসুদ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন এবং একজন কাফ্রি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া বেগে রাণীর দিকে ধাবমান হইল।

অনন্তর যাহা ঘটিল তাহা বিবৃত করা অনাবশ্যক। যাহা হউক, সাজেমান যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশে অধিক সুখী নহেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে মহিষীর সঙ্গিগণ পূর্ব্ববেশ পরিধান করিল এবং পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বার দিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেল। মসুদ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বপথে প্রস্থান করিল।

এই সমুদায় ঘটনা অবলোকন করিয়া সাজেমানের মনে নানা ভাব উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে জগতে একমাত্র আমিই অসুখী নহি; যখন এতাদৃশ বিশাল রাজত্বের অধীশ্বর আমার ভ্রাতারও এই দশা, তখন স্বামীমাত্রেরই যে এই দশা অপরিহার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। তবে আমার এরূপ কাতর হওয়া নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র; আর আমি এরূপ শোকার্ত্ত হইব না। 'মনুষ্যমাত্রেরই এই দশা' এই কথা আমার মনে নিয়ত জাগরূক থাকিয়া চিন্তাকে স্থান বা আমার মনের শান্তিভঙ্গ করিতে দিবে না। অধিক কি, এই দিন হইতে তাঁহার বিষণ্ণভাব অবগত হইল। অদ্য তিনি আনন্দের সহিত আহার করিলেন। সমরকন্দ হইতে আসিয়া অবধি আহারে তাঁহার আনন্দ অনুভব হইত না; আহারকালীন বাদ্যও আজ তাঁহার প্রীতি বিধান করিল।

সুলতান মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইলে, সাজেমান তাঁহাকে প্রচুর আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। শারিয়ার প্রথমে ভ্রাতার ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন নাই। মৃগয়ায় কতগুলি মৃগ বধ করিয়াছেন তিনি তাহাই ভ্রাতাকে বলিলেন। প্রত্যুত্তরদানকালে সাজেমান নিজ স্বাভাবিক রসিকতার সহিত কথা কওয়াতে সুলতানের উহা লক্ষ্য হইল। তিনি বলিলেন "হে ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ করি; আমি তোমারই প্রসাদে ভ্রাতার বিষণ্ণভাব প্রসন্নতায় পরিবর্ত্তিত দেখিলাম।" অনন্তর ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভাই, তোমার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে; ভরসা করি তুমি আমার প্রণয় ভঙ্গ করিবে না।" সাজেমান বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আপনার কি অভিপ্রায় বলুন, আমি জানিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি।" সুলতান কহিলেন "যে অবধি তুমি এখানে আসিয়াছ সেই অবধি তোমাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি। আমি মনে করিয়াছিলাম যে নিজরাজ্য হইতে দূরদেশে আসাতেই

তোমার মন এরূপ দুঃখিত হইয়াছে; এবং নিরুপম রূপলাবণ্যবতী সমরকন্দ-মহিষীর বিচ্ছেদও কতক অংশে তোমার মনঃকষ্টের কারণ। এইরূপ ভাবিয়াই পাছে তোমার ক্লেশের বৃদ্ধি হয় এই ভয়ে তোমাকে কারণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি নাই; অদ্য মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াই হঠাৎ তোমার ভাবান্তর দেখিয়া, কারণ জানিতে অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে: অতএব কি কারণেই বা তোমার মন এত দুঃখিত ছিল, কিসেই বা সে দুঃখের সহসা উপশম হইল বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সাজেমান কহিলেন আপনি আমার প্রভু ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তথাপি প্রার্থনা করি এবিষয়ে আমায় অনুরোধ করিবেন না। সুলতান পুনরায় জেদ্ করাতে সাজেমান অবশেষে সম্মত হইলেন। তিনি সমরকন্দ-মহিষীর অসতীত্বের বিষয় যথাবৎ বর্ণন করিয়া কহিলেন, এই আমার বিষণ্ণতার কারণ। শুনিয়া সুলতান কহিলেন তোমার দুঃখের যথেষ্ট কারণ আছে বটে। অনন্তর তিনি তাঁহাকে হঠাৎ ভাবান্তরের কারণ বলিতে আদেশ করিলেন।

সাজেমান কহিলেন এক্ষণে যে কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা অধিকতর বিস্ময়কর এবং ইহা শ্রবণে আপনার নিরতিশয় ক্লেশ হইবে। কিন্তু আপনি স্বয়ং আমাকে ইহাতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, ভরসা করি আমার অপরাধ লইবেন না। সুলতান কহিলেন "তোমার কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তোমার কোন চিন্তা নাই, স্বচ্ছন্দে বল। তিব্বতাধিপতি তখন যাহা যাহা দেখিয়াছেন সমুদায় অবিকল বর্ণনা করিলেন; স্ত্রীবেশধারী কাফ্রিগণ ও মসায়ুদ প্রভৃতি কোন ঘটনাই গোপন করিলেন না। আরও বলিলেন যে এই ঘটনা দেখিয়া আমার বোধ হইল স্ত্রীজাতেরই স্বভাব এইরূপ, কোন রমণীই উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তি দমন করিতে পারে না। অতএব যে সকল পুরুষের সুখ তাহাদের সতীত্বের উপর নির্ভর করে, তাহারা অতি অর্ব্বাচীন। এইরূপ বিবিধ ভাব মনে উদয় হইতে লাগিল, অবশেষে স্থির করিলাম এবিষয়ের আলোচনা না করাই শ্রেয়ঃ। যদি আপনি আমার মতে অনুমোদন করেন, আপনিও আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।"

যদিও এই উপদেশ অতিশয় উৎকৃষ্ট, তথাপি সুলতান তাহার অনুবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "কি! ইহা কি কখন সম্ভব হয় যে ভারতবর্ষের রাজ্ঞী বেশ্যাবৎ নীচ আচরণ করিবে? না, না, ভাই, আমি ইহা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বিশ্বাস করিতে পারি না। নিশ্চয়ই তোমার ভ্রম ঘটিয়াছে, ইহা কদাচ সত্য হইতে পারে না। এসকল বিষয় নিশ্চিত প্রমাণ না পাইলে প্রত্যয় করা যায় না।" সাজেমান কহিলেন "যদি একান্তই আপনি চাক্ষুষ প্রমাণ চান্ তাহাও কিছু দুরূহ ব্যাপার নহে। ঘোষণা করিয়া দিন যে পুনরায় মৃগয়ায় যাত্রা করিবেন। আমরা উভয়ে অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইব। সমস্ত দিবস শিবির-মধ্যে অপেক্ষা করিয়া রাত্রিতে আমরা দুইজনে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিব। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে এরূপ করিলে পূর্ব্ব ঘটনা পুনরায় দেখিতে পাওয়া যাইবে।" সুলতান এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ মৃগয়ায় পুনর্গমনের আদেশ প্রচারিত হইল। সুতরাং নির্দ্দিষ্টস্থানে পুনরায় শিবির সন্নিবেশ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে উভয় রাজা স্বদল সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সমস্ত দিবস শিবিরে যাপন করিলেন। সায়ংকালে সারিয়ার উজিরকে তাঁহার নিজের অনুপস্থিতি-কালে প্রতিনিধির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কাহাকেও কোন কারণে শিবিরত্যাগের অনুমতি দিতে নিষেধ করিলেন। অনন্তর দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া শিবিরবাসীদিগের অজ্ঞাতসারে নগরাভিমুখে গমন করিলেন। সাজেমানের বাস জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে উপস্থিত হইয়া সে রাত্রি তথায় যাপন করিলেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্বোক্ত গবাক্ষের নিকট বসিয়া উভয়ে মৃদু মন্দ প্রভাত সমীর সেবন করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পক্ষদ্বারের দিকে ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং পূর্ব্ববর্ণিত সকল ঘটনাই একে একে ঘটিতে লাগিল। সুলতান কহিয়া উঠিলেন 'হা ঈশ্বর! একপ পরাক্রান্ত নরপতির মহিষী কি এরূপ কুৎসিত দোষে দূষিত হইতে পারে! উঃ কি ভয়ানক! এই সকল দেখিয়া কোন্ নরপতি বলিতে পারেন যে তিনি সুখী। অনন্তর ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "আইস ভাই, আমরা এই পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাই বিশ্বাস এ সংসার হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই মুহূর্ত্তে বিশ্বাস আমাদিগকে আনন্দিত করিতেছে, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই আমরা ইহা হারাইতেছি। এস, আমরা এই রাজত্ব ত্যাগ করিয়া কোন নিভৃত স্থানে সামান্য লোকের ন্যায় বাস করিয়া আপনাদিগের অপমান লুকাইতে চেষ্টা করি।" সাজেমান এই প্রস্তাবে আন্তরিক অনুমোদন করিলেন না, কিন্তু ভ্রাতার আত্যন্তিক কাতরতা দেখিয়া তাঁহার মতের প্রকাশ্যরূপে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বলিলেন "ভ্রাতঃ, তোমার যে ইচ্ছা আমারও সেই ইচ্ছা। আপনি যেখানে ইচ্ছা চলুন। আমি অনুসরণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার নিকট একটী প্রতিশ্রুত হউন, যখন আমাদের অপেক্ষা অধিক হতভাগ্য লোক দেখিতে পাইবেন, তখন রাজ্যে পুনরাগমন করিবেন।" 'তথাস্তু' বলিয়া তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং কহিলেন বোধ করি এরূপ লোকের সহিত আমাদের কদাচ সাক্ষাৎ হইবে না। সাজে-মান কহিলেন আমার তাহা বোধ হয় না, বোধ করি আমাদিগের শীঘ্রই ফিরিতে হইবে। অনন্তর তাঁহারা গুপ্তভাবে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত চলিলেন এবং এক বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এক সুন্দর প্রান্তরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তথা হইতে কিয়দ্দূরে এক অতি উন্নত ও নিবিড় বৃক্ষাবলী দৃষ্ট হইল। তাঁহারা বিশ্রামার্থ এক তরুতলে উপবেশন করিলেন এবং আহারে প্রবৃত্ত হইলেন ও মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, সমুদ্রের দিক হইতে এক অতি ভীষণ চীৎকার তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল এবং সহসা অতি উচ্চ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের মনে মনে ভয় সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্র বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং ইহা হইতে একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ স্তম্ভ নির্গত হইতে লাগিল; স্তম্ভের অগ্রভাগ মেঘমধ্যে অদৃশ্য হইল। তদ্দর্শনে তাঁহাদের ভয়

দ্বিগুণ হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে উঠিয়া এক বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া অপবারিত শরীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই কৃষ্ণবর্ণ স্তম্ভ মানবজাতির চিরশত্রু দৈত্যের আকার ধারণ করিল। দৈত্যের মস্তকে কাচের সিন্দুক, তাহাতে উজ্জ্বল ইস্পাতের চারিটি কুলুপ লাগান। তাঁহারা যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন সে সিন্দুকটী সেই বৃক্ষতলে নামাইল। তাঁহারা আপনাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত জানিয়া জীবনে হতাশ্বাস হইলেন।

তখন সেই দুরন্ত দৈত্য সিন্দুক উদ্‌ঘাটিত করিল এবং তাহার মধ্য হইতে পরম সুন্দরী অপূর্ব্ব বেশে সুসজ্জিতা এক নারী বাহির হইল। দৈত্য কামিনীকে নিজপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া তাহার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি করিতে করিতে কহিল, "সুন্দরি! তুমি রূপবতী কামিনীকুলের গর্ব্বহারিণী। আমি বিবাহের দিন তোমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছি এবং তদবধি তোমার প্রেমপাশে বদ্ধ আছি। এক্ষণে আমায় একটু বিশ্রাম করিতে অনুমতি কর। নিদ্রায় কাতর হইয়া আমি এই স্থান মনোনীত করিয়াছি।" এই বলিয়া সে নিজ প্রকাণ্ড মস্তক রমণীর কোমল ক্রোড়দেশে স্থাপিত করিয়া সুদীর্ঘ পদদ্বয় সমুদ্র-কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল; এরূপ ঘোর রবে তাহার নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল, যে সমুদ্রকূলে তাহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

রমণী ঊর্দ্ধদৃষ্টে দর্শন করিতে করিতে হঠাৎ ভ্রাতৃদ্বয়কে বৃক্ষে দেখিতে পাইল, অমনি নিঃশব্দে অবরোহণ করিবার সঙ্কেত করিল। তাঁহারা রমণীর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাদের আর ভয়ের ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহারা সঙ্কেতে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া জানাইলেন যে আমাদিগকে এইস্থানে অবস্থান করিতে অনুমতি দেওয়া হউক, কিন্তু রমণী ধীরে ধীরে দৈত্যের মস্তক নিজ উরুদেশ হইতে নামাইয়া ভূমিতে রাখিল এবং গাত্রোত্থান করিয়া অনুচ্চস্বরে তাঁহাদিগকে বলিল, "নামিয়া আইস; বিশেষ প্রয়োজন আছে।" তাঁহারা নানা প্রকারে প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার সমভি-ব্যাহারী দৈত্যের বিকট আকার দর্শনে তাঁহাদের মনে বিষম ভয়সঞ্চার হইয়াছে; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। রমণী পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কহিল, "যদি তোমরা ইতস্ততঃ কর, আমি এখনি দৈত্যের নিদ্রাভঙ্গ করিব এবং তোমাদের বিনাশার্থ তাহাকে অনুমতি প্রদান করিব।"

এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের এমন ভয় জন্মিল যে, তাঁহারা সাবধানে এবং সত্বর বৃক্ষ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া রমণীর নিকট আসিলেন। কামিনী তাঁহাদের হস্ত ধরিয়া কতিপয় বৃক্ষের অন্তরালে লইয়া গিয়া অতি কুৎসিত প্রস্তাব করিল। প্রথমে তাঁহারা অস্বীকার করিলেন, কিন্তু কামুকী নানা ভয় প্রদর্শন করাতে অবশেষে সম্মত হইলেন। নিজ মনোরথ চরিতার্থ হইলে, রমণী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রত্যেকের অঙ্গুলিতে এক একটী অঙ্গুরী দেখিয়া তাঁহাদের নিকট উহা চাহিল। উক্ত অঙ্গুরীদ্বয় পাইবামাত্র রমণী একটী ছোট কৌটা হইতে এক ছড়া আংটীর মালা বাহির করিল এবং নৃপতিদিগকে উহা দেখাইয়া কহিল "ইহার মর্ম্ম কি জান?" তাঁহারা কহিলেন, "না"। রমণী বলিল, "যে সকল ব্যক্তিকে আমি নিজ প্রেম বিতরণ করিয়াছি, ইহা তাহাদিগের অঙ্গুরী।

ইহাদের সংখ্যা ঠিক আটানব্বই এবং একণে তোমাদের লইয়া একশত পূর্ণ হইল। এই হতভাগ্য আমাকে কত সাবধানে রাখিয়াছে, একবার মাত্র আমার সঙ্গ ত্যাগ করে না, দেখ, তথাপি আমার প্রেমিক সংখ্যা একশত পূর্ণ হইয়াছে। যদি আমাকে গ্লাসকেশে আবদ্ধ রাখে বা সমুদ্রগর্ভে লুকাইয়া রাখে, তথাপি আমি তাহার চেষ্টা বিফল করিব। ইহাতে তোমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, যদি কোন রমণী একবার কোন ইচ্ছা করে, কি স্বামী কি প্রিয় ব্যক্তি কেহই তাহার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতে পারে না। পুরুষের উচিত স্ত্রীলোকের উপর বল প্রয়োগ না করে এবং ইহাই তাহাদিগকে সৎপথে রাখিবার উৎকৃষ্ট উপায়।" এই কথা বলিয়া রমণী অঙ্গুরীয়র উক্ত মালায় আবদ্ধ করিল। অনন্তর সে পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিয়া দৈত্যের মস্তক নিজ উরুদেশে তুলিয়া লইল এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিল।

ভ্রাতৃদ্বয় সত্বরগমনে পূর্ব্বপথে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই বিকটা-কার দৈত্য দৃষ্টিপথের অতীত হইলে সারিয়ার কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! উপস্থিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তোমার কি এরূপ প্রতীতি হয় না যে রমণীর বিদ্বেষানল অতি প্রচণ্ড?" সাজেমান কহিলেন, "সত্য, এবং বোধ করি আপনি ইহাও স্বীকার করিবেন যে, দৈত্য আমাদের অপেক্ষাও অধিক হতভাগ্য। এতদিন যাহার সন্ধান করিতেছিলাম, অদ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম; আসুন, একণে স্বীয় স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করি ও পুনরায় দারপরিগ্রহ করি। কিরূপে পতির সতীত্ব রক্ষা হইবে, আমি তাহার উপায় স্থির করিয়াছি। তাহা আপনার নিকট একণে ব্যক্ত করিব না, কিন্তু পশ্চাৎ আপনি তাহা অবগত হইবেন।" সুলতান ভ্রাতার পরামর্শে সম্মত হইলেন। উভয়ে তিন দিবস পরে পুনর্ব্বার শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

সুলতানের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হইলে অমাত্যবর্গ সাক্ষাৎমানসে প্রভাতে রাজশিবিরে উপস্থিত হইলেন। রাজা সাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সকলের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর শিবির-ভঙ্গের আদেশ দিয়া স্বয়ং প্রথমেই নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই প্রথমে সুলতান মহিষীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মহিষীকে বন্ধন করিতে অনুমতি দিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ জন্য মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী মহিষীর অপরাধ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান না করিয়া রাজাজ্ঞা পালন করিলেন। ব্যভিচারিণী মহিষীর সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়াও তাঁহার ক্রোধানল শমিত হইল না। তিনি স্বহস্তে মহিষীর পরি-চারিকাগণের মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন। প্রকৃত পতিব্রতা রমণী জগতে নাই নিশ্চয় করিয়া তিনি স্থির করিলেন, প্রত্যহ এক এক বালিকার পাণিগ্রহণ করিবেন এবং প্রভাতে তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন। ভ্রাতার স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই এই অদ্ভুত মানস পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় তিনি ভ্রাতাকে বিবিধ উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিলেন।

সাজেমান গমন করিলে, সুলতান নিজ অন্যতম সেনাপতির কন্যাকে আনয়নার্থ উজিরকে আদেশ করিলেন; উজির প্রভুর নির্দেশ প্রতিপালন

করিলেন। সুলতান সমস্ত রাত্রি তাহার সহিত অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে মস্তকচ্ছেদনার্থ তাহাকে মন্ত্রির করে অর্পণ করিলেন এবং পররাত্রের জন্ত অন্ত কোন কন্তা আনিবার আদেশ করিলেন। অতিশয় নৃশংস হইলেও উজির প্রভু-আজ্ঞাপালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইলেন না। সুলতান প্রতিদিন এক এক কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন এক এক রমণীর বধসাধন হইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত অমানুষ ব্যাপার ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িলে নগরমধ্যে হলস্থূল পড়িয়া গেল। কোন স্থানে হতভাগ্য পিতা কন্তাবিয়োগশোকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কোথাও বা দুহিতৃবৎসলা মাতা নিজকন্তার এতাদৃশ ভীষণ বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া ক্রন্দনধ্বনিতে গগন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। এই কারণে প্রজাগণ রাজার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং পূর্ব্ববৎ প্রশংসা বা আশীর্ব্বাদ করা দূরে থাকুক, নিয়ত তদুদ্দেশে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন।

এই সমুদায় ভীষণ হত্যাকাণ্ড পূর্ব্বোক্ত উজিরকেই সম্পাদন করিতে হইল। তিনি যথেচ্ছাচারী প্রভুর অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। অবনতমস্তকে সমুদায় নৃশংস নৃপতির অনুমতিই প্রতিপালন করিতে হইল। তাঁহার দুই কন্তা ছিল, জ্যেষ্ঠার নাম সাহারজাদি এবং কনিষ্ঠার নাম দুনিয়ারজাদি। কনিষ্ঠা কোন গুণেই জ্যেষ্ঠার ন্যূন ছিলেন না। কিন্তু জ্যেষ্ঠা স্ত্রীজাতিদুর্লভ এরূপ সাহস, জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভৃতিতে অলঙ্কৃতা ছিলেন, যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার এরূপ চমৎকারিণী মেধা ছিল যে, যাহা একবারমাত্র অভ্যাস করিয়াছেন, জন্মাবচ্ছিন্নে তাহা বিস্মৃত হইতেন না। তিনি বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইতিহাস ও শিল্পবিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তদ্রচিত কবিতা তদানীন্তন অনেকানেক বিখ্যাত কবির রচনা অপেক্ষাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইত। তাঁহার রূপলাবণ্যও অলৌকিক।

উজির এতাদৃশ গুণবতী কন্তাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। একদিন কথোপকথনকালে কন্তা পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আপনার নিকট আমার এক প্রার্থনা আছে, ভরসা করি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বাধিত করিবেন।" পিতা কহিলেন, "তোমার প্রার্থনা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হইলে অবশ্য পূর্ণ করিব।" কন্তা কহিলেন, "আমার প্রার্থনা যে যুক্তিসঙ্গত তাহা আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে। সুলতান এতন্নগরীয় লোকগণের উপর যে ভয়ানক অত্যাচার করিতেছেন তাহার নিবারণই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। মাতাগণ কন্তার কুশলার্থ সর্ব্বদা যে চিন্তায় অভিভূত সেই চিন্তাকে তাঁহাদের মন হইতে উন্মূলিত করাই আমার অভিপ্রায়।" উজির কহিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য অতিশয় প্রশংসনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তুমি কি উপায় স্থির করিয়াছ? আমার বিবেচনায় ইহার প্রতিকার দুঃসাধ্য।" সাহারজাদি বিনীতভাবে কহিলেন, "শুনিলাম, প্রতিদিন নূতন কন্তাসংগ্রহের ভার সুলতান আপনার উপরেই অর্পণ করিয়াছেন। অতএব আপনার নিকট আমার প্রার্থনা যে একদিন

আপনি আমার সহিত সুলতানের বিবাহ দেন। ভরসা করি, এই প্রণয়ভঙ্গ করিয়া আপনি আমার মনোব্যথা দিবেন না।” এই কথা শুনিয়া উজির দুঃখে ও বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন, “হায়, তোমার কি বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে যে এরূপ দুঃসাহসিক অসঙ্গত প্রস্তাব করিতেছ? সুলতান প্রতিরাত্রে এক একটী রমণীর পানিগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পরদিন প্রত্যূষে তাহার বধার্থ অনুমতি প্রদান করেন, তাহা কি অবগত আছ? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমার সেই নরঘাতকের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে? তুমি এ অসদভিপ্রায় ত্বরায় পরিত্যাগ কর। এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমায় যে যে বিপদে পতিত হইতে হইবে তাহা একবার গণনা করিয়া দেখ।” ধার্ম্মিকা কন্যা উত্তর করিল, “আমার যে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, কিন্তু প্রবল ইচ্ছাকে কোনরূপেই প্রতিহত করিতে পারিতেছি না। যদিও আমার মৃত্যু হয়, তথাপি সে মৃত্যুও প্রশংসনীয় এবং যদি আমি সফল হইতে পারি, তাহা হইলে আমার দ্বারা দেশের এক মহৎ উপকার সাধিত হইবে।” উজির কহিলেন, “তুমি এরূপ বিবেচনা করিও না যে তোমার এইরূপ প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া আমি তোমার উদ্দেশ্যের অনুমোদন করিব এবং তোমাকে তথাবিধ বিষম বিপদে পাতিত করিব। যখন সুলতান তোমার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা প্রবেশিত করিতে আমায় অনুমতি করিবেন, তখন আমি কিরূপে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব? পিতার পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভীষণ কার্য্য আর কি আছে? যদি তোমার মৃত্যুতে ভয় না থাকে, তথাপি যাহাতে আমাকে এই বৃদ্ধবয়সে তোমার ঘাতক হইতে না হয়, যাহাতে তোমার শোণিতে আমার হস্ত রঞ্জিত করিতে না হয়, অন্ততঃ তজ্জন্য এই বিষম ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও।” সাহারজাদি কহিলেন, “হে পিতঃ! পুনরপি আপনাকে আমার কামনা পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।” তাঁহার পিতা কহিলেন, “তোমার পুনঃপুনঃ উপরোধে আমার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। কেন তুমি নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিতেছ? ইচ্ছা করিয়া কেন জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাইতেছ? যাহারা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কোন বিপৎসঙ্কুল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহাদিগের কার্য্যের পরিণাম কখনই শুভকর হয় না। আমার বোধ হয় গর্দ্দভের যে দশা ঘটিয়াছিল, তোমারও সেই দশা ঘটিবে।” সাহারজাদি গর্দ্দভের কি দশা ঘটিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে উজির গর্দ্দভের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আরব্য উপন্যাস।

গর্দ্দভ, বৃষ ও কৃষকের কথা।

কোন এক ধনাঢ্য বণিকের কোন গ্রামে কতিপয় বাটী ছিল। উক্ত বাটীতে নানাজাতীয় পশু প্রতিপালিত হইত। একদা নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান জন্য তিনি স্ত্রীপুত্রগণ সহিত এক বাটীতে আসিয়া অবস্থান করিলেন। এই বণিক্ পশুগণের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে বলিয়া তিনি এতাবৎকাল তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

দৈবক্রমে তিনি এক গর্দ্দভ ও এক বৃষকে একগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন উক্ত গৃহের নিকটে বসিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বৃষ গর্দ্দভকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, "যখনই আমি ভাবি যে তোমাকে কেমন অল্প পরিশ্রম করিতে হয় এবং তুমি কেমন অধিক বিশ্রাম করিয়া থাক, তখনই আমার মনে হয় যে তোমার কি সৌভাগ্য। একজন ভৃত্য তোমার সেবায় নিযুক্ত আছে, সে তোমার গাত্র ধৌত করিয়া দেয় এবং নিয়মিত সময়ে তোমার জন্য উত্তম উত্তম খাদ্য আনিয়া দেয়; অতি পরিষ্কার স্বচ্ছজল তোমার পানীয়। তোমার কার্য্যের মধ্যে কেবল প্রভু যদি কখন বাহিরে যাইতে অভিলাষ করেন, তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করা। এতদ্ভিন্ন তোমায় কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ হইয়া থাকে, আমার প্রতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তোমার যেমন সৌভাগ্য, আমার তেমনি দুর্ভাগ্য। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না হইতেই তাহারা আমায় লাঙ্গলে যুড়িয়া দেয় এবং সমস্ত দিন আমায় চষিতে হয়, শীঘ্র শীঘ্র গমন করিবার জন্য কৃষক নিয়ত আমায় কশাঘাত করিতে থাকে; প্রভাত হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও আমি পর্য্যাপ্ত আহার পাই না, তাহার উপর এক অতি অপরিষ্কার গৃহে আমায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। ইহাতে বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার সৌভাগ্য ঈর্ষ্যা করিবার আমার কারণ আছে কি না?" যতক্ষণ বৃষ বলিতেছিল গর্দ্দভ কোন বাধা দেয় নাই, এক্ষণে তাহার কথা সমাপ্ত হইলে গর্দ্দভ কহিল, "লোকে তোমায় যে নির্ব্বোধ বলে তাহা অকারণ নহে। যেহেতু নিজে কিসে সুখী হইবে তাহা তুমি একবারও ভাব না, তাহারা তোমায় যে অবস্থায় রাখে তুমি সেই অবস্থায়ই থাক। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এত অপমান সহ্য করিয়া তুমি কি উপকার পাও? যাহাদের জন্য খাটিয়া খাটিয়া তুমি নিজের দেহ মাটী কর, তাহারা একবারও তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তোমার যেরূপ বল আছে, যদি সেরূপ সাহস

থাকিত তবে কখনই তোমার প্রতি তাহারা এরূপ আচরণ করিত না। বল দেখি, যখন তোমায় লাঙ্গলে যুড়িয়া দেয়, তখন তুমি কদাচ প্রতিবন্ধক দিয়াছ কি না? কখন শৃঙ্গ বিধূনন বা ভূমিতে পদাঘাত করিয়া তাহাদের মনে ভয় জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছ কি না? লোকের নিকট সম্মান পাইবার জন্য ঈশ্বর তোমায় যে সকল উপায় দিয়াছেন, তাহার ব্যবহার না করাতেই তোমার এই দুর্দশা। তাহারা তোমায় অতি অপকৃষ্ট তুষ খাইতে দেয়। আজ অবধি তুমি তাহা আহার করিও না, কেবল আঘ্রাণ করিয়া পরিত্যাগ করিও। যদি তুমি আমার পরামর্শ শুন, দুই একদিনের মধ্যেই ইহার সুফল দেখিতে পাইবে এবং তজ্জন্য আমায় ধন্যবাদ প্রদান করিবে।” এই কথা শুনিয়া বৃষ পরম পুলকিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিল, “প্রিয় বন্ধু! তুমি আমায় যেরূপ উপদেশ দান করিলে আমি তাহাই করিব।” এইরূপ কথোপকথনের পর তাহারা নিস্তব্ধ হইল।

পরদিন প্রভাতে কৃষক বৃষকে লাঙ্গলে যুড়িয়া পূর্ব্ববৎ চষিতে আরম্ভ করিল। বৃষ পূর্ব্বরাত্রের উপদেশ স্মরণ করিয়া সে দিন অতিশয় অবাধ্য হইল। পরে যখন সন্ধ্যাকালে কৃষক তাহাকে গোশালায় বন্ধন করিতে আসিল, সে শৃঙ্গ দ্বারা কৃষককে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; এবং গর্দ্দভ কর্ত্তৃক যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিল। পরদিন আসিয়া কৃষক দেখিল, গামলায় যেরূপ তুষ ইত্যাদি দিয়াছিল সব পড়িয়া রহিয়াছে, বৃষ কিছুই আহার করে নাই, পরন্তু পা ছড়াইয়া পড়িয়া এক অদ্ভুত চীৎকার করিতেছে। ইহা দেখিয়া কৃষক ভাবিল বৃষের কোন অসুখ হইয়া থাকিবে; সুতরাং চাসের জন্য তাহাকে লইয়া যাওয়া বৃথা। অতএব সে এই বিষয় বণিকের গোচর করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

বণিক্ সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, গর্দ্দভের উপদেশই সকল অনর্থের মূল। অতএব তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য বৃষের পরিবর্ত্তে গর্দ্দভকে লাঙ্গলে যুড়িতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে গর্দ্দভকে সমস্ত দিন লাঙ্গল টানিতে হইল এবং অভ্যাস না থাকায় সে বৃষ অপেক্ষা অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এতদ্ভিন্ন তাহার এমনি পরিষ্কাররূপ উত্তম মধ্যম হইল যে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার নিজ শরীরবহন করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

এদিকে বৃষ পরম সুখ অনুভব করিতেছিল। গামলায় যত খাদ্য ছিল সমুদায় সে উদরসাৎ করিয়াছিল এবং সমস্ত দিন বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। গর্দ্দভের উপদেশ স্মরণ করিয়া মনে মনে তাহাকে শত সহস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। অনন্তর গর্দ্দভ ফিরিয়া আসিলে সে তাহাকে পুনর্ব্বার ধন্যবাদ করিতে লাগিল। সমস্তদিনের পরিশ্রমে ও কষ্টে গর্দ্দভ এরূপ বিরক্ত হইয়াছিল যে বৃষের কথায় কোন প্রত্যুত্তর দিল না, কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “যে আমার নিজের নির্বুদ্ধিতাই সকল কষ্টের মূল। আমি দিব্য সুখে ছিলাম, যাহা ইচ্ছা করিতাম তাহাই পাইতাম, আমার কোন বস্তুরই অভাব ছিল না। যদি এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আমি কোন কৌশল উদ্ভাবন করিতে না পারি, তবে আমার বিনাশ নিশ্চিত।” মনে মনে এই কথা বলিয়া সে মৃতবৎ আপনার বাসগৃহে শুইয়া পড়িল।

এক্ষণে উজির সাহারজাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিল "বৎসে, বৃথা ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রকাশ করিতে গিয়া এই গর্দ্দভ যেরূপ বিপদে পড়িয়াছে তোমারও সেইরূপ বিপদ ঘটিবে। আমার কথা শুন, নিজের বিপদ নিজে অনুসন্ধান করিয়া আনিও না।" সাহারজাদি কহিল "পিতঃ, আপনার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তেও আমার অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। যতক্ষণ না আপনি আমায় সুলতানকে সমর্পণ করেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে ক্ষান্ত হইব না।" এই কথা শুনিয়া উজির কহিল, "যদি তুমি কিছুতেই নিজের ব্যবসায় পরিত্যাগ না কর, তবে উক্ত বণিক আপনার স্ত্রীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হইব।" কন্যা কহিল "সে কিরূপ?" উজির পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

গর্দ্দভের অবসন্নতার বিষয় শুনিয়া বৃষের সহিত তাহার কিরূপ কথোপকথন হয় শুনিবার জন্য বণিকের অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তিনি আহারান্তে নিজ সহধর্ম্মিণীর সহিত চন্দ্রালোকে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া এক সন্নিহিত স্থানে উপবেশনানন্তর গর্দ্দভ ও বলিবর্দ্দের এইরূপ কথোপকথন শুনিলেন। খর বৃষকে বলিল, "ভাই, কল্য যখন কৃষক তোমার আহার আনয়ন করিবে, তখন তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ?" বৃষ কহিল "কেন? তুমি যেরূপ উপদেশ দিয়াছ সেইরূপই করিব। প্রথমে মুখ ফিরাইয়া লইব, পশ্চাৎ জানু পাতিয়া শৃঙ্গ নামাইয়া অতিশয় পীড়ার ভান করিব।" রাসভ কহিল "কদাচ এমন কার্য করিও না, তাহাতে তোমার সমূহ বিপদের আশঙ্কা। অদ্য আসিবার সময় আমাদিগের প্রভুর মুখে যে কথা শুনিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া এখনও আমার হৃৎকম্প হইতেছে।" বৃষ অতি ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "কি শুনিয়াছ? কিছু গোপন না করিয়া প্রকাশ করিয়া বলিলে পরম বাধিত হইব।" গর্দ্দভ কহিল "আমাদের প্রভু কৃষককে বলিলেন যে 'যদি ঐ বৃষটা কিছুই খাইতে বা কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেছে না, তবে কল্য ঐ অকর্ম্মণ্য বৃষটাকে কাটিয়া ফেল; উহার মাংস দরিদ্রদিগকে বিতরণ করা যাইবে এবং উহার চামড়া চর্ম্মকারের নিকট পাঠান যাইবে। অতএব কসাইকে ডাকিয়া আনিতে ভুলিও না।' এই কথা শুনিয়া অবধি আমি তোমার জন্য বড়ই চিন্তিত আছি। আমি যে তোমার পরম হিতৈষী, বোধ করি তাহা তোমার অবিদিত নাই। অতএব আমার পরামর্শ শুন, কল্য আহার আনিবামাত্র মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিও। এইরূপ করিলে প্রভু মনে করিবেন তুমি আরাম হইয়াছ, সুতরাং তোমার বধাজ্ঞাও রহিত হইবে। আমার বিবেচনায় তোমার জীবনরক্ষার এই একমাত্র উপায় আছে, নচেৎ তোমার রক্ষা নাই।"

এই কথাতেই গর্দ্দভের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইল। বৃষ অতিশয় ভীত হইল এবং জীবনাশঙ্কায় চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল। বণিক্ এতক্ষণ আগ্রহের সহিত খরবৃষের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া এমনি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল যে তাহার পত্নী চমকিত হইয়া উঠিলেন, তিনি বণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি নিমিত্ত এত হাস্য করিয়া উঠিলে, বল। আমার শুনিবার [illegible] হইয়াছে।"

বণিক্ কহিল "কারণ কিছুই নাই।" তাহাতে তাঁহার স্ত্রী অসন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহাকে উপরোধ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "আমি কিছুতেই ছাড়িব না; ইহার অবশ্যই কোন কারণ আছে এবং তাহা তোমাকে বলিতে হইবেই হইবে।" বণিক্ কহিল "আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে গর্দ্দভ ও বৃষভের কথোপকথন শুনিয়া আমি হাস্য করিয়াছি; ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু বলিতে পারিব না, কারণ বলিলে আমার প্রাণহানি হইবে।" তাহার ভার্য্যা কহিল "তুমি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ। ইহা কি কখন সম্ভব হয় যে কোন কথা প্রকাশ করিলে তোমার প্রাণ যাইবে? আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি আমায় সকল কথা ভাঙ্গিয়া না বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমা হইতে পৃথক্ হইব।"

এই কথা বলিয়াই বণিক্পত্নী এক প্রকোষ্ঠে আরোহণ করিয়া গৃহে গমন করিল এবং সমস্ত রজনী রোদনে অতিবাহিত করিল। বণিক্ একাকী শয়ন করিলেন এবং পরদিনও ভার্য্যাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন "বৃথা আত্মাকে এইরূপে কেন কষ্ট দিতেছ? সেই বিষয় জানিবার তোমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার জীবন তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। আমি তোমায় মিনতি করিতেছি এমন অন্যায় ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত হও।" তাহার ভার্য্যা কহিলেন "যতক্ষণ না তুমি আমার কৌতূহল নিবারণ করিবে, আমি কিছুতেই রোদন করিতে ক্ষান্ত হইব না।" বণিক্ কহিল "আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে তোমার এই অসদভিপ্রায় চরিতার্থ করিতে গেলে আমার জীবন নষ্ট হইবে। তথাপি তুমি নিবৃত্ত হইবে না। তোমার মত নির্ব্বোধ আমি জন্মাবচ্ছিন্নে দেখি নাই।" তাহার স্ত্রী কহিল "ভগবানের ইচ্ছায় যাহা আছে তাহাই হইবে, কিন্তু আমি না শুনিয়া ছাড়িব না।" বণিক্ কহিল "দেখিতেছি তুমি আপনার কোট ছাড়িবে না এবং এই জন্য আমার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আচ্ছা, তোমার পুত্রগণকে ডাক। তাহারা দেখুক তোমার অসঙ্গত কৌতূহল নিবারণার্থে আমি তোমার ও তাহাদের সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করি।" অনন্তর বণিক্ আপনার পরিবার-বর্গকে ও নিজপত্নীর পিতামাতাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং স্ত্রীকে এইরূপ অন্যায় সংকল্প হইতে নিরস্ত করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই তাঁহার স্ত্রীর মন বিচলিত করিতে পারিল না। বণিক্পত্নী নিজপ্রাণ পরিত্যাগ বা কৌতূহল নিবারণ দুএর এক পণ করিল। বণিকের পুত্রগণ যখন দেখিল যে তাহাদের মাতার ব্যবসায় নিবৃত্ত হইবার নহে, তখন তাহারা করুণস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। বণিক কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া নিজদ্বারে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা দয়িতার প্রাণরক্ষার অনুরোধে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দিব কি না?

এই বণিকের ৫০টী কুক্কুটী ও একটী মাত্র কুক্কুট ছিল এবং তিনি একটী প্রভুভক্ত কুক্কুরও পুষিয়াছিলেন। যখন বণিক্ দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন তাহার কুক্কুর, কুক্কুটকে কুক্কুটীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়া তাহার অভিমুখে গমন করিল

এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "কুক্কুট, যদি তুমি অদ্য এইরূপ কার্য্য করিতে লজ্জাবোধ না কর, তবে তোমার জীবনে ধিক্।" কুক্কুট ক্রোধে কম্পিত হইয়া নখে ক্ষিতি বিদারণ করিতে করিতে কহিল "অদ্য কিংবা অন্য কোন সময়ে আমি যথেচ্ছ বিহার করিব, কাহার সাধ্য আমায় নিবারণ করে?" কুক্কুর কহিল "তবে কি তুমি আমাদের প্রভুর বিপদের বিষয় অবগত নও? তাহার ভার্য্যা এরূপ এক গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন যে তাহা প্রকাশ করিলে প্রভুর প্রাণ বিয়োগ হইবে এবং প্রভুও নিজ পত্নীকে প্রাণতুল্য ভালবাসেন বলিয়া তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তাহার এই অভূতপূর্ব্ব বিপৎ-পাতে আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি। কেবল তুমি স্বচ্ছন্দে বেড়াইতেছ এবং নিজ পত্নীর সহিত আমোদে মত্ত আছ। ইহা কি তোমার উচিত?"

কুক্কুট কহিল "তাহা হইলে আমাদের প্রভুর ন্যায় নির্ব্বোধ আর কুত্রাপি নাই! তাঁহার একটী মাত্র স্ত্রী এবং ইহাতেই তিনি নিজ মত বজায় রাখিতে পারিতেছেন না; কিন্তু আমার পঞ্চাশটী স্ত্রী এবং তথাপি যাহা ইচ্ছা তাহাই করি। তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে।" কুক্কুর কহিল "তাহার কি করা উচিত?" কুক্কুট কহিল "তিনি একগাছি বড় রকমের বেত লইয়া গৃহে প্রবেশ করুন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ প্রহার দিন, তাহা হইলেই আর তাঁহার স্ত্রী তাহাকে বিরক্ত করিবে না।" বণিক্ এই কথা শুনিবামাত্র গাত্রোত্থান করিলেন এবং একগাছি দীর্ঘ বেত্র গ্রহণ করিয়া যে গৃহে তাঁহার স্ত্রী রোদন করিতেছিলেন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং এমনি কঠিন প্রহার আরম্ভ করিলেন যে ক্ষণকাল পরেই তাঁহার স্ত্রী বলিয়া উঠিল "স্বামিন্, ক্ষমা করুন, যথেষ্ট হইয়াছে, আর আমি আপনাকে এই বিষয় লইয়া বিরক্ত করিব না।" এই কথা শুনিয়া তিনি প্রহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমস্ত পরিবার গৃহস্বামিনীকে পূর্ব্বমত প্রকৃতিস্থ দেখিয়া পরম আনন্দিত হইল। অনন্তর উজির বলিলেন "বৎসে, বণিকের স্ত্রীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল তুমিও তাহার উপযুক্ত।"

সাহারজাদি কহিল "আপনি আমাকে অন্যথা ভাবিবেন না। আপনি যতই কেন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করুন না, আমার ব্যবসায় বিচলিত হইবার নহে। আমিও আপনাকে এমন অনেক প্রত্যুদাহরণ দেখাইতে পারি, যাহাতে আপনিও আমার এই অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিবেন। আমাকে বাধা দিবার জন্য আপনি যত চেষ্টা করিলেন, সকলই বিফল হইল বলিয়া আমার অপরাধ লইবেন না। যদি সন্ততি স্নেহে অন্ধ হইয়া আপনি আমার কামনা চরিতার্থ না করেন, আমি স্বয়ং সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট নিজ মনোরথ ব্যক্ত করিব।" কন্যার অধ্যবসায় অবিচলিত দেখিয়া অবশেষে উজির তাহার ইচ্ছা সাধন করিতে সম্মত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুলতানকে নিবেদন করিলেন যে "আগামী রাত্রে মদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে আসিবে।"

প্রধান অমাত্যের এই অদ্ভুত ব্যাপারে সুলতান অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

তিনি কহিলেন "তুমি নিজ কন্যাকে কিরূপে এরূপ বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছ?" মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ! কন্যা স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া বিপদকে আহ্বান করিতেছেন; এই পরিণয়ের কি ভীষণ পরিণাম তাহা জানিয়াও তিনি এই অনাসুষ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না। এক রাত্রির জন্যও সুলতানমহিষী হইবার সম্মান তাহার জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর।" সুলতান কহিলেন "তোমার কন্যা বলিয়া আমি কিছুই ইতর-বিশেষ করিব এরূপ আশা মনোমধ্যে কখন স্থান দিও না। কল্য প্রাতে যখন তোমার হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিব, তখন তিনি বধোদ্দেশেই সমর্পিত হইবেন জানিও; যদি তুমি সেই অনুমতি সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হও, নিশ্চয় জানিও যে তাহা হইলে তোমারও শিরশ্ছেদ হইবে।" উজীর ধীর অথচ স্থির স্বরে কহিলেন "যদিও আপনার আজ্ঞাপালনে আমার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, তথাপি আমি প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। মানবজাতির বিলাপ অতি অকিঞ্চিৎকর। যদিও আমি তাহার পিতা তথাপি আমি বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় আদেশপালনে সঙ্কুচিত হইব না। সুলতান সম্মত হইলেন এবং অমাত্যাত্মজাকে যে দিন ইচ্ছা আনিতে অনুমতি দিলেন।

যখন উজীর কন্যাকে এই সংবাদ দিলেন, কন্যাকে এরূপ প্রফুল্লচিত্ত বোধ হইল যেন ইহা এক অতি সুখের খবর। তিনি পিতার নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পিতাকে অতিশয় কাতর দেখিয়া এই বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন যে, এই বিবাহ পরিণামে সুফলপ্রসূ হইবে এবং তাহার নিরতিশয় আনন্দ বিধান করিবে।

কি বেশে সুলতানকে অভিনন্দন করিবেন অমাত্যকন্যা সেই বিষয়ে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদে যাইবার পূর্ব্বে তিনি নিজ কনিষ্ঠাকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিলেন "প্রিয় ভগিনি, এক গুরুতর কার্য্যে তোমাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে। ভরসা করি, তুমি আমার প্রণয় ভঙ্গ করিবে না। আমি সুলতানকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় পিতা আমায় রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইতেছেন। এই সংবাদে তুমি ভীত হইও না, আমি যাহা বলি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমি সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই তাঁহার কাছে এই ভিক্ষা চাহিব যেন তিনি দয়া করিয়া তোমাকে আমাদের শয়ন-গৃহে থাকিতে অনুমতি করেন, কারণ তাহা হইলে আমি জন্মের মত প্রিয়ভগিনীর সহিত শেষ কথোপকথন সুখ অনুভব করিয়া মরিতে পারি। অবশ্য তিনি আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। তাহা হইলে, তুমি রাত্রি প্রভাতের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমাকে জাগাইয়া কহিও 'দিদি, যদি তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া তুমি যে সুন্দর গল্প জান, তার একটী আমায় শুনাও।" দেখিও, যেন আমায় জাগাইতে বিস্মৃত হইও না। আমার বিলক্ষণ ভরসা আছে এই উপায়ে দেশের এক প্রধান ভয়ের কারণ উন্মূলিত করিতে পারিব।" দিনারজাদি ভগিনীর প্রার্থনা পরিপূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনন্তর যথাকালে উজীর, কন্যাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন। মন্ত্রী বিদায় হইবামাত্র

সুলতান সাহাজাদীকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে অনুমতি করিলেন। সম্রাট তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে যেমন মুগ্ধ হইলেন তেমনি তাঁহার নয়ন প্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কন্যা কহিল "রাজন্, আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, তাহাকে আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি এবং সেও আমাকে তদ্রূপ স্নেহ ও ভক্তি করে। অন্তিমকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না এই ভাবনায় আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে এই গৃহে বাস করিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি জন্মের মত তাহার নিকট শেষ বিদায় লইতে পারি। আপনি কি ইহাতে সম্মত হইবেন?" সম্রাট কহিলেন "ইহাতে আমার আপত্তি নাই।" তদনুসারে মন্ত্রীর কনিষ্ঠা কন্যা তৎক্ষণাৎ তথায় আনীত হইলেন। সুলতান জ্যেষ্ঠার সহিত পারসিক রাজা-দিগের প্রথানুসারে এক উচ্চ পালঙ্কে শয়ন করিলেন এবং দিনারজাদী তদৰ্দ্ধ ভূমিমোপরি সজ্জিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন।

রজনী অবসান হইবার প্রায় এক ঘটিকা পূর্ব্বে দুনীয়ারজাদির নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি পূর্ব্ব সঙ্কেতানুসারে ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দিদি, যদি জাগরিত হইয়া থাক, তবে তোমার একটী মনোহর উপন্যাস শুনাইয়া আমায় তৃপ্ত কর। হায়! তোমার মুখ হইতে এই আমার শেষ গল্প শুনা হইবে।"

সাহারজাদি ভগিনীর কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া কহিল "মহাশয়, আমার ভগিনীর মনোরথ সফল করিবার বিষয়ে কি অনুমতি হয়?" সুলতান কহিলেন "তুমি অনায়াসে করিতে পার, আমার কিছু আপত্তি নাই।" তখন সাহারজাদি ভগিনীকে অবহিত হইতে আদেশ করিয়া এবং সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

বণিক্ ও দৈত্যের উপাখ্যান।

মহারাজ, প্রাচীনকালে এক অতি সমৃদ্ধিশালী বণিক্ বাস করিত, তাহার নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবসায় এবং অনেক ভূ-সম্পত্তি ও প্রভূত অর্থ ছিল। বহুসংখ্যক মুহুরি, কৃষক ও ক্রীতদাস তাহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিলে কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দূরদেশে যাত্রা করিতে হইত। একদা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি এক ব্যাগের মধ্যে খানকতক বিস্কুট ও কতিপয় খেজুর লইয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করি-লেন। উক্ত স্থানে যাইতে হইলে এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; তথায় অন্য কোন রূপ খাদ্য পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত আহার সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি নিরাপদে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং কার্য্যসমাপনান্তে স্বভবনোদ্দেশে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। চতুর্থ দিবসে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে তাপিত ভূমির উত্তাপে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া দূরবর্ত্তী কতকগুলি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে শীতল স্বচ্ছতোয় একটী প্রস্রবণ দেখিয়া বণিক্ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল এবং অশ্বের বল্গা বৃক্ষের

আশ্বের বন্ধ করিয়া, কতকগুলি বিস্কুট ও খেজুর আহার করিবার মানসে প্রস্রবণের তীরে উপবিষ্ট হইল। আহারকালে তিনি খর্জ্জুরের আঁটি আনন্দে অতিবেগে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আহারান্তে মুখ ও হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া তিনি প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় নমাজ আরম্ভ করিলেন।

ভজনা সমাপন হইতে না হইতেই সে দেখিল এক প্রকাণ্ড দৈত্য অসি উলঙ্গিত করিয়া তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। বার্দ্ধক্যে দৈত্যের সমুদায় কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে; তাহার আকার এরূপ ভয়ানক যে দেখিলে অতি সাহসিকেরও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সন্নিহিত হইয়াই দৈত্য কোপপরুষস্বরে কহিল "ওঠ, প্রস্তুত হও, আমি এই অসি প্রহারে পুত্র-হন্তার শিরঃ স্কন্ধবিযুক্ত করিয়া ফেলিব," এই কথা বলিয়া দৈত্য এমনি হুঙ্কার করিয়া উঠিল যে, বণিক্ ভয়ে বিহ্বল হইলেন। তিনি ভয়-কম্পিত স্বরে কহিলেন "প্রভো, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে আপনি আমার প্রাণদণ্ড বিধান করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" দৈত্য কহিল "তুই আমার পুত্রকে হত্যা করিয়াছিস্, আমি শপথ করিতেছি তোর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব।" বণিক্ পূর্ব্ববৎ কাতরভাবে কহিলেন "আমি কিরূপে তাহার হত্যা করিলাম? আমি কখনও তাহাকে জানি না এবং দোষ নাই।" দৈত্য কহিল "তুই কি ইতিপূর্ব্বে খেজুরের আঁটি চারিদিকে নিক্ষেপ করিতেছিলি না?" বণিক কহিল "হাঁ, একথা সত্য, আমি অস্বীকার করিতেছি না।" দৈত্য কহিল "যখন তুই আঁটি ছুড়িতেছিলি, আমার পুত্র এই স্থান দিয়া যাইতেছিল, একটা আঁটি তাহার চক্ষে প্রবেশ করায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অতএব তুই তার হন্তা।" বণিক্ কহিলেন "আমায় ক্ষমা করুন।" দৈত্য কহিল "আমার নিকট দয়া বা ক্ষমা নাই। যে হত্যা করিয়াছে তাহার কি প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত নয়?" বণিক্ কহিল "সত্য বটে; কিন্তু আমি ত আপনার সন্তান হত্যা করি নাই এবং যদিও করিয়া থাকি অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকিবে। অতএব আপনি আমার জীবন ভিক্ষা দিন।" দৈত্য পূর্ব্ববৎ অবিচলিতভাবে কহিল "তাহা কিছুতেই হইবে না। যে আমার পুত্রহত্যা করিয়াছে আমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিবই করিব।" এই বলিয়া সে দৃঢ়মুষ্টিতে বণিক্‌কে ধরিয়া ধরাশায়ী করিল এবং একই আঘাতে শিরশ্ছেদ করিবার মানসে কুঠার উঠাইল।

বণিক্ অশ্রুপূর্ণনয়নে নিজ নির্দ্দোষিতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং দৈত্যের মনে দয়া উৎপাদন করিবার মানসে স্ত্রীপুত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া ক্রন্দনস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দৈত্য অসি পাতিত না করিয়া পরিবেদনা শ্রবণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তাহার মনে অণুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না। সে কহিল "যতই কেন তুমি বিলাপ কর না আমার মন কিছুতেই ফিরিবে না। তোমার অরণ্যে রোদন সার হইল।" বণিক্ কহিল "তবে কি নির্দ্দোষী ব্যক্তির শোণিত পান না করিয়া তোমার জিঘাংসা নিবৃত্তি হইবে না?" দৈত্য কহিল "হাঁ, আমার মন অটল।"

এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া এবং সুলতান প্রাতেই উপাসনা করিয়া সভামণ্ডপে আসীন হন জানিয়া, সাহারজাদি গল্প হইতে বিরত হইলেন।

দুনিয়ারজাদি কহিল "দিদি, কি আশ্চর্য্য গল্পই আরম্ভ করিয়াছ?" সাহারজাদি কহিল "ইহার শেষ ভাগ আরো চমৎকার; যদি সুলতান আর একদিনের জন্য আমার প্রাণরক্ষা করেন তবে কল্য প্রত্যূষে ইহার শেষভাগ প্রকাশ করিতে পারি।" সাহারিয়ার গল্পের চমৎকারিতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কল্য গল্পের অবশিষ্ট ভাগ শুনিয়া বধাজ্ঞা দিবেন স্থির করিয়া, তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং উপাসনান্তে সভামন্দিরে গমন করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে উজীর দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন; প্রাতে স্বহস্তে কন্যার ঘাতকের কার্য্য করিতে হইবে ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি বিনা নিদ্রায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ কি ভয়ানক ভাবিতে ভাবিতে তিনি সম্রাটের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তিনি বধের বিষয় উল্লেখ না করায় মন্ত্রীর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

অন্যান্য দিবসের ন্যায় সুলতান সমস্ত দিন রাজকার্য্য দর্শন করিয়া রাত্রিকালে সাহারজাদির সহিত নিজবাসভবনে প্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে দুনিয়ারজাদি ভগ্নীকে পূর্ব্ববৎ গল্পের বিষয় স্মরণ করাইয়া বলিলেন, "দিদি, যদি নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে প্রভাত হইবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ করিয়া তোমার গল্প আরম্ভ কর।" সুলতান, সাহারজাদির অনুমতি প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "দৈত্য ও বণিকের উপন্যাস শেষ কর; শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।" [মূল আরব্যগ্রন্থে প্রভাত নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে গল্পের বিচ্ছেদ আছে। তাহাতে গল্পের সৌন্দর্য্য কিছুই বৃদ্ধি হয় না, পরন্তু পাঠকবর্গের বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। এই জন্য সে সমুদায় পরিত্যক্ত হইল।] সাহারজাদি তৎক্ষণাৎ গল্প আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ, যখন বণিক্ দেখিলেন যে দৈত্য তাহার বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন "আমার আর একটী কথা শুনুন। অনুগ্রহ করিয়া আমায় কিছু সময় দিন। আমি অদ্যাপি উইল করি নাই, পাছে উত্তরকালে বিষয় লইয়া কোন গোলযোগ ঘটে, এইজন্য আমার পুত্রগণ ও স্ত্রীকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া আসিতে ও তাহাদের নিকট অন্তিম বিদায় লইতে যে কয়েক দিন লাগে, অন্ততঃ সেই কয়েক দিনের জন্য আমায় সময় দিন। কার্য্য সমাধা হইলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পুনরায় এই স্থানে ফিরিয়া আসিব। তখন আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। আপনার বিশ্বাসার্থে আমি ঈশ্বর ও স্বর্গের দিব্য করিয়া বলিতেছি, ঠিক্ এক বৎসর পরে আমি আপনার জন্য এই বৃক্ষের তলে অপেক্ষা করিব। এক বৎসরের কমে আপনার সমুদায় বন্দোবস্ত হইয়া উঠিবে না।" এই কথায় দৈত্য সম্মত হইল এবং হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হইল।

বণিক্ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিয়া শূন্যমনে গৃহাভিমুখে চলিলেন। এক দিকে বিষম বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইলেন বলিয়া তাঁহার যেমন আহ্লাদ হইতে লাগিল, অপর দিকে দুর্ভেদ্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছেন স্মরণ করিয়া সেইরূপ বিষাদ হইতে লাগিল। বাটিতে উপস্থিত হইবামাত্র তদীয় স্ত্রী ও পুত্রগণ তাঁহার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু বণিক্ প্রত্যালিঙ্গন প্রভৃতি করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত প্রভূত অশ্রু বিসর্জ্জন

করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক শোকহেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকলেই মনে করিল কি অভূতপূর্ব্ব অনর্থই ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অবশেষে তাঁহার পত্নী কহিলেন 'নাথ! আপনার আগমনে আমরা সকলেই আহ্লাদিত হইয়া উৎসব করিতেছিলাম; কিন্তু আপনার ভাব দর্শনে আমরা সকলেই ভীত হইয়াছি; আপনার শোকের কারণ প্রকাশ করিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করুন।" বণিক কহিল, "যখন এক বৎসর পরে আমাকে নিশ্চয়ই প্রাণ-ত্যাগ করিতে হইবে, তখন আমার শোক ভিন্ন আর কি হইতে পারে।" তখন তিনি দৈত্যের সহিত সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত তাহাদের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। এই শোকের কাহিনী শুনিয়া সকলেই কাতর হইল। বণিকৃপত্নী কেশ ছিন্ন করিয়া ও বক্ষে করাঘাত করিয়া অতিশয় কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল; পুত্রগণের করুণধ্বনিতে বাসভবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; পিতা অনন্যোপায় হইয়া পুত্রগণের সহিত অবিরল স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অধিক কি, বণিকমন্দির শোকমন্দির হইয়া উঠিল।

পরদিন বণিক্ নিজ বিষয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমেই নিজের ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন; বন্ধুবান্ধবদিগকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত উপঢৌকন পাঠাইতে লাগিলেন, দরিদ্রদিগকে প্রভূত ধন দান করিতে লাগিলেন; অনেক ক্রীত দাস ও দাসীদিগের দাসত্ব মোচন করিলেন; প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগের মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া দিলেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগের বিষয়ে তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিলেন; স্ত্রী বিবাহকালীন পিতৃভবন হইতে যে যৌতুক আনিয়াছিলেন, সমুদায় তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্ত্রীকে যত ধন দেওয়া আইনসঙ্গত, নিজকোষ হইতে তত অর্থ দিলেন।

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল এবং তিনি মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি সমাধিস্থ হইতে মানস করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পরিচ্ছদ ব্যাগের ভিতর লইলেন। স্ত্রী ও পুত্রগণের নিকট বিদায় লইতে গিয়া তিনি শোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তাহারা তাঁহার চিরবিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইবে বলিয়া তাঁহার অনুগমনে কৃতনিশ্চয় হইল। অবশেষে তিনি কোনরূপে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন "বৎসগণ, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনার্থে আমি তোমাদিগকে অকালে পরিত্যাগ করিতেছি। তোমরা আমার অনুকরণ কর, অবশ্যম্ভাবী-বিপদে কাতর বা অধীর না হইয়া বরং সহিষ্ণুতাসহকারে তাহার আক্রমণ সহ্য করিতে শিক্ষা কর। সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ করিও যে, মানবজাতির মৃত্যু নিশ্চিত।" এই কথা বলিয়া তিনি কথঞ্চিৎ তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন এবং প্রতিশ্রুত দিবসে পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া প্রস্রবণের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং দৈত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অবস্থিত আছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ একটী কুকুরী সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। পরস্পর ভদ্রোচিত সম্ভাষণের পর বৃদ্ধ

কহিল, "ভ্রাতঃ, এরূপ দৈত্যগণসেবিত বিপদসঙ্কুল মরুভূমিময় প্রদেশে আপনি কি কারণে আগমন করিয়াছেন? আপাততঃ দেখিলে বোধ হইতে পারে বটে যে, এখানে লোকের অধিবাস ছিল, কিন্তু বাস্তবিক ইহা জনসমাগমশূন্য প্রান্তর, এস্থানে অধিকক্ষণ থাকিলে বিপদের আশঙ্কা আছে।"

বণিক্ নিজ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বৃদ্ধের কৌতূহল নিবারণ করিলে, বৃদ্ধ কহিল, "তোমার ঘটনা অপেক্ষা জগতে অধিক বিস্ময়কর ব্যাপার বিরল। দৈত্যের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত আমি এইস্থানে অপেক্ষা করিব।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় আর এক বৃদ্ধ দুইটি কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া উঁহাদিগের তাদৃশ স্থানে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রথম বৃদ্ধ, বণিকের ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিলে দ্বিতীয় বৃদ্ধও দৈত্যের আগমন কাল প্রতীক্ষায় তথায় উপবিষ্ট হইল। অনন্তর আর এক বৃদ্ধ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে বণিকের বিষণ্ণভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধদ্বয় তাহার আশুভাবী বিপদের বিষয় তাহাকে জানাইল। এই ঘটনা তাহার এরূপ আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল যে, সেও পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধদ্বয়ের সহিত দৈত্যের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তিন বৃদ্ধ উৎসুকচিত্তে দৈত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে দূরে একটা ধূমাকার মেঘ দৃষ্ট হইল। উক্ত মেঘ ক্রমশঃ সন্নিহিত হইয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত দৈত্য আবির্ভূত হইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে বণিকের কেশাকর্ষণ করিয়া তাহার বধার্থ অসি উত্তোলন করিল। তদ্দর্শনে বৃদ্ধত্রয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অনন্তর প্রথম বৃদ্ধ দৈত্যকে বধোদ্যত দেখিয়া তাহার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া বলিল "দৈত্যরাজ, আপনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আমার ও মৎসহচর কুক্কুরীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন; যদি ইহা এই বণিকের ঘটনা অপেক্ষা বিস্ময়কর বোধ হয় তবে ইহার অপরাধের তৃতীয়াংশ মার্জ্জনা করিবেন অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ স্বীকার করুন।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, দৈত্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে প্রথম বৃদ্ধ গল্প আরম্ভ করিল।

প্রথম বৃদ্ধ ও কুক্কুরীর কথা।

হে দৈত্যরাজ, এই যে কুক্কুরীকে দেখিতেছেন, এইটী আমার জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা। ইহার দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমি ইহাকে বিবাহ করি। পরিণয়ের বিংশতিবৎসর পর পর্য্যন্ত সন্তান সন্ততি না হওয়ায় আমি সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় এক দাসী রাখিলাম। কালক্রমে উক্ত দাসীর গর্ভে আমার একটী পুত্র জন্মিল। আমার এই স্ত্রী সেই সন্তান ও তাহার প্রসূতির প্রতি মনে মনে বিলক্ষণ দ্বেষ করিত, ইহা আমার বিদিত ছিল না। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পুত্রটী যখন দ্বাদশ-বর্ষবয়স্ক হইয়া উঠিল, তখন কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমার বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় আমি এই স্ত্রীর হস্তে সন্তানটী ও তাহার মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া বাটী হইতে যাত্রা করিলাম। এই অবকাশে আমার পত্নী ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার বলে মদীয় সন্তানকে বৎস ও তাহার জননীকে গাভী করিয়া গোরক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিল এবং বলিয়া দিল যে উপযুক্ত আহার দানে ইহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট কর।

বৎসরান্তে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্র ও তাহার মাতাকে না দেখিয়া আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহারা কোথায়?" কুহকিনী উত্তর করিল যে তোমার পরিণীতা দাসীর মৃত্যু হইয়াছে এবং সেই শোকে অদ্য দুই মাস হইল তোমার পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছে? এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। দাসীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমি অতিশয় শোকাকুল হইলাম। কিন্তু পুত্রের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণে, জীবিত আছে কালে সন্ধান হইতে পারিবে মনে করিয়া ক্রমাগত আট মাস ধরিয়া সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। অবশেষে সে বিষয়ে একরূপ হতাশ হইলাম। কিছু-দিন পরে উৎসব দিবসে একটী গাভী বলিদান করিবার মানসে গোরক্ষককে কোন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ সুলক্ষণ গাভী আনিতে আদেশ করিলাম। গোপালক এক স্থূলদেহ গাভী আনিয়া উপস্থিত করিল। যখন আমি উক্ত গাভীকে হত্যা করিতে যাইলাম, সে অবিরল অশ্রুপাত করিতে লাগিল এবং এরূপ কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে শুনিয়া আমার মনে স্নেহ ও করুণার সঞ্চার হইল। আমি গোপালকে তৎপরিবর্ত্তে অন্য এক গাভী আনয়ন করিতে আদেশ করি-লাম। তচ্ছ্রবণে আমার বণিতা কুপিত হইয়া কহিল "এ আপনার কি প্রকার বিবেচনা, এরূপ সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন গবী আর কোথায় পাওয়া যাইবে?" পত্নীর তিরস্কার বাক্যে আমি লজ্জিত হইয়া ঐ গাভীবধই স্থির করিলাম, কিন্তু স্বয়ং তাহার শিরশ্ছেদে অশক্ত হইয়া গোপকে উক্ত কর্ম্ম সমাধা করিতে অনুমতি করিলাম। ত্বগুন্মোচনের পর দেখা গেল যে ঐ গাভীর শরীরে মাংসের লেশ-মাত্র নাই, সর্ব্বাঙ্গ কেবল অস্থিময়। তদ্দর্শনে আমি গোপকে কহিলাম "ইহার দ্বারা কার্য্য চলিবে না। যদি কোন স্থূলাঙ্গ বৎস থাকে তবে আনয়ন কর।" গোপাল গোরূপধারী আমার পুত্রকে উপস্থিত করিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া বলিতে পারি না কি কারণে আমার হৃদয় গলিয়া গেল। এবং বৎসও আমার নিকট আসিবার জন্য এত ব্যগ্র হইল যে রজ্জু ছিন্ন করিয়া একেবারে আমার চরণের উপর আসিয়া পড়িল এবং সে যে আমার পুত্র ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া স্নেহপরবশ হইয়া আমি অন্য এক বৎস আনিবার জন্য গোপালককে আজ্ঞা দিলাম এবং বলিয়া দিলাম এই বৎসকে অতিশয় যত্নের সহিত প্রতিপালন করিও। আমার বনিতা পূর্ব্ব-বৎ ব্যঙ্গ করিতে ও কটুবাক্য প্রয়োগে ত্রুটি করিল না। অবশেষে তাহার উত্তেজনায় আমি অসি হস্তে বৎসের সন্নিহিত হইলাম। কিন্তু সে সজলনয়নে এরূপ কাতরভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, যে দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। অসি হস্ত হইতে খসিয়া ভূতলে পড়িল। অনেক বুঝা-ইয়া ভার্য্যাকে শান্ত করিলাম এবং অঙ্গীকার করিলাম আগামী বৎসর ইহাকে বলিদান দিব। অনন্তর অন্য এক বৎসকে হত্যা করিয়া পর্ব্ব নির্ব্বাহ হইল।

পরদিন প্রভাতে আমি উপবিষ্ট আছি এমন সময়ে গোপাল আসিয়া আমায় স্থানান্তরে লইয়া গিয়া গোপনে কহিল "ইন্দ্রজাল বিদ্যায় নিপুণা আমার এক কন্যা কল্য আমার সহিত এখানে আসিয়াছিল। সে উক্ত বৎসকে দেখিয়া প্রথমতঃ হাস্য করিল, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই রোদন করিতে লাগিল। আমি এইরূপ যুগপৎ হাস্য ও ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা

কন্যায় সে কহিল 'এই বৎস আমাদিগের জমিদারের পুত্র, এ যে হত্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া আমি হাস্য করিয়াছি, কিন্তু তাহার মাতা যে হত হইয়াছে পরক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া আমি রোদন সম্বরণ করিতে পারি নাই।' কন্যা একথাও বলিল যে আমাদিগের ভূম্যধিকারীর বনিতাই সকল অনর্থের মূল। তাহার ঐন্দ্রজাল প্রভাবে দাসী ও তৎপুত্র গরুর আকারে পরিণত হইয়াছে।" গোরক্ষকের এই সকল কথায় আমার যে কিরূপ বিস্ময় ও মর্ম্মবেদনা জন্মিল তাহা বর্ণনাতীত। আমি তৎক্ষণাৎ গোশালায় গিয়া গোরূপধারী পুত্রকে সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। বৎসও এরূপ ভাব প্রকাশ করিল যে এ যে আমার পুত্র এবিষয়ে আমার আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। গোপকন্যাকে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ গোপকে পাঠাইলাম। সে আসিলে বলিলাম "যদি তুমি আমার পুত্রকে মনুষ্যদেহ প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করিব।" গোপাত্মজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "আপনি আমাদিগের প্রভু, আমরা আপনার অন্নে প্রতিপালিত, আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা প্রতিপালন করা আমাদের পরম ধর্ম্ম। তজ্জন্য অন্য পারিতোষিকের প্রার্থনা করি না। কিন্তু আমার দুইটী প্রার্থনা আছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহা পালনে প্রতিশ্রুত হইলে আমি আপনার পুত্রকে পুনর্ব্বার মনুষ্যদেহে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। আমার প্রথম প্রার্থনা এই, যে আপনার এই পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দেন; এবং দ্বিতীয়, যাহার জন্য আপনার পুত্রের এই শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে তাহাকে আমার ইচ্ছামত দণ্ড প্রদান করিব, আপনি কোনরূপ প্রতিবন্ধক দিতে পারি-বেন না।" এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম যে আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিতে আমার কোন আপত্তি নাই এবং আমার ভার্য্যা যখন এমন গুরুতর কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিতেও আমার অমত নাই; তবে তাহাকে প্রাণে নষ্ট না করিয়া অন্য কোন প্রকারে প্রতিফল দাও এই আমার ইচ্ছা।

অনন্তর গোপালদুহিতা এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল লইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল "যদি ঈশ্বর তোমায় বৎস করিয়া থাকেন, তবে তুমি সেই অবস্থায় থাক, কিন্তু যদি কোন ইন্দ্রজাল প্রভাবে তোমার এরূপ রূপান্তর হইয়া থাকে তবে তুমি ঈশ্বরাজ্ঞায় এখনি নিজ প্রকৃত দেহ ধারণ কর"; এই কথা বলিয়া সে মন্ত্রপূত বারি তাহার গাত্রে প্রক্ষেপ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৎস গোদেহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ নরদেহ ধারণ করিল। আমি পুত্রকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলাম এবং কহিলাম তোমার বিমাতার কুহকে তোমার ও তোমার জননীর এইরূপ গোদেহ হইয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় এই যুবতী তোমায় মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে তোমার সহিত তোমার গোদেহ-মোচনকারিণীর বিবাহ দিব। পুত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার অঙ্গীকার পালনে সম্মত হইল। অনন্তর গোপাত্মজা আমার বনিতার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাহাকে মন্ত্রপ্রভাবে কুকুরী করিয়া দিল। এই সেই কুকুরী তদবধি আমার সহিত রহিয়াছে।

ইহার কতিপয় বৎসর পরে আমার পুত্রবধূ মানবলীলা সম্বরণ করিলে পুত্র দেশান্তরে গমন করিল। কিয়ৎকাল তাহার কোন সংবাদ না পাইয়া তাহার অনুসন্ধানের জন্য আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছি। নিজ ইতিবৃত্ত শেষ করিয়া বৃদ্ধ দৈত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল "দৈত্যনাথ, আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, এক্ষণে বিবেচনা করিয়া বল ইহা বিস্ময়কর কি না?" দৈত্য কহিল "হাঁ, ইহা আশ্চর্য্য বটে; আমি পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার অনুসারে বণিকের অপরাধের তৃতীয়াংশ ক্ষমা করিলাম।"

অনন্তর দ্বিতীয় বৃদ্ধ কহিল "দৈত্যরাজ, আমিও আমার ও মৎসমভিব্যাহারী কুকুরদ্বয়ের বিবরণ বলিতে ইচ্ছা করি। ইহা আরও চমৎকার বলিয়া বোধ হইলে আপনি বণিকের অপরাধের দ্বিতীয় অংশ মার্জ্জনা করিবেন যদি অঙ্গীকার করেন, তবে আমি তাহা বিবৃত করিতে পারি।" দৈত্য সম্মত হইলে বৃদ্ধ গল্প আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও তাহার কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের কথা।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ কহিল, আমার নিকট যে কুকুর দুইটি দেখিতেছেন ইহারা আমার সহোদর। পিতার মৃত্যুর পর তদীয় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া প্রত্যেকে এক এক সহস্র মুদ্রা অংশ পাইলাম। প্রত্যেকেই উক্ত টাকা লইয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। কিছুদিন পরে মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (অর্থাৎ এই কুকুর) বিদেশে ব্যবসায় সুবিধা হইবে ভাবিয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দেশান্তরে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন আর তাঁহার সংবাদ পাইলাম না। অনন্তর এক দিন কোন এক ব্যক্তি অতি দীনবেশে আমার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিক্ষুক বোধে আমি তাহাকে কহিলাম "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" অজ্ঞাত ব্যক্তি কহিল "ঈশ্বর তোমারও কল্যাণ করুন, তুমি কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না?" এই কথা শুনিয়া আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে আপন জ্যেষ্ঠ বলিয়া চিনিতে পারিয়া সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলাম, তোমার দীন বেশ দেখিয়া চিনিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করিও। অনন্তর তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া শারীরিক ও বৈষয়িক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় জ্যেষ্ঠ কহিলেন ভাই ও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেন আমায় বৃথা কষ্ট দিতেছ? আমার বেশই ত বিষয় কর্ম্মের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। তাহাকে স্নান করাইয়া ও নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া আহার করাইলাম। আহারান্তে হিসাব করিয়া দেখিলাম আমার মূলধন দ্বিগুণ হইয়াছে। আমি তাহার অর্দ্ধেক জ্যেষ্ঠকে দিয়া কহিলাম ইহার দ্বারা পুনরায় ব্যবসায় আরম্ভ কর। তিনি তদ্রূপ করিলেন। কিয়ৎ দিন পরে আমার মধ্যম ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনিও বাণিজ্যার্থ বিদেশ গমন করিয়াছিলেন। তিনি আমার শরণাপন্ন হওয়ায় তাঁহাকে মূলধন হইতে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিয়া দিলাম। অনন্তর একদা ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে অনুরোধ করিলেন, চল, বিদেশে বাণিজ্য করা যাউক, তথায় লাভাধিক্য আছে। আমি তাহাদিগকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া কহিলাম "একবার বিদেশে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত

হইয়া আসিয়াছ আবার আমায় সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছ। তোমাদের পরামর্শ শুনিলে আমারও তাদৃশ দুরবস্থা ঘটিবে।” এই কথা বলিয়া আমি তাহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমাগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া স্বদেশে ব্যবসা চালাইতে লাগিলাম। অবশেষে তাহাদের নিরন্তর উত্তেজনায় বিদেশগমনে কৃতসংকল্প হইলাম। তদর্থ পণ্য দ্রব্য ক্রয়কালে লোকপরম্পরায় জানিতে পারিলাম ভ্রাতৃদ্বয়ের মদ্দত্ত সহস্র মুদ্রার এক কপর্দ্দকও অবশিষ্ট নাই, সকলই নষ্ট হইয়াছে। তৎকালে আমার ছয় সহস্র মুদ্রা সংস্থাপন ছিল। বিবেচনা করিলাম সমুদয় টাকা বাণিজ্যে নিক্ষেপ না করিয়া অর্দ্ধেক ব্যবসায়ে খাটাই এবং অর্দ্ধেক গুপ্তভাবে মৃত্তিকাগর্ভে লুক্কায়িত রাখি। কি জানি যদি ব্যবসায়ে লোকসান হয়, গুপ্তধন বাহির করিয়া তদ্দ্বারা ব্যবসা করিয়া পুনর্লাভ করিতে পারিব। এইরূপ স্থির করিয়া তিন সহস্র মুদ্রা গৃহমধ্যে নিখাত করিয়া অবশিষ্ট টাকায় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া অর্ণবপোতারোহণে প্রস্থান করিলাম। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া সমুদয় বাণিজ্যদ্রব্য দশ গুণ মূল্যে বিক্রয় করিলাম। উক্ত অর্থ দ্বারা যে সকল দ্রব্য স্বদেশে বিক্রীত হইতে পারিবে তাহাই ক্রয় করিলাম। যৎকালে আমি অর্ণবযানে আরোহণ করি, তখন সমুদ্রতটে ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা একটী যুবতী আমার সন্নিহিত হইয়া আমার হস্ত চুম্বন করিয়া কহিল “আমায় বিবাহ করুন।” আমি তাহার প্রার্থনা বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া তাহার কথায় উপহাস করিলাম দেখিয়া রমণী কাতর “আমায় দীনহীন দেখিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। আমার বিবাহ করিলে ভবিষ্যতে আপনার উপকার হইবে।” এই কথা বলিয়া সে এরূপ বিনয় ও কাতরতা প্রদর্শন করিল যে অবশেষে আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, এবং তাহাকে তুলিয়া লইয়া জাহাজ চালাইতে দিলাম।

ঐ যুবতী দিন দিন আমার প্রতি অতিশয় অনুরাগ করিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে আমি তাহার গুণে বশীভূত হইয়া পড়িলাম। আমার সহোদরেরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের দুই জনের জীবন নাশের জন্য গোপনে পরামর্শ করিয়া একদিন নিশাযোগে নিদ্রিতাবস্থায় আমাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। অকস্মাৎ বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া সন্তরণপটু হইয়াও জীবনে হতাশ হইয়া আত্মরক্ষার্থে কোন চেষ্টাই করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার পত্নী আমার ন্যায় বিহ্বল না হইয়া আমাকে লইয়া সন্তরণ করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে আমরা একদ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া আমার পত্নী কহিল “নাথ। দেখ, আমাকে বিবাহ করিয়া, তোমার কি উপকার হইল। ইতিপূর্ব্বে আমি তোমাকে আমার প্রকৃত পরিচয় দিই নাই। আমি একটী পরি, সাগরতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার অলৌকিক রূপে মোহিত হইয়া ছদ্মবেশে তোমার নিকট গিয়া বিবাহার্থে অনুরোধ করি। তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছ; এবং সদ্ব্যবহার দ্বারা আমাকে পরম প্রীতি প্রদান করিয়াছ: এই সকল কারণে আমি তোমার এই প্রত্যুপকার করিলাম। কিন্তু তোমার ভ্রাতৃদ্বয় অতিশয় কৃতঘ্ন; তাহাদের প্রাণবিনাশ না করিলে আমার কোপানল নির্ব্বাণ হইবে না।” আমি তাহার কোপশান্তির নিমিত্ত বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলাম। সে আমার কথায়

কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া আমায় ক্রোড়ে লইয়া শূন্যপথে প্রস্থান করিল এবং মুহূর্ত মধ্যে সাগর পার হইয়া আমার গৃহের ছাদের উপর রাখিয়া অদৃশ্য হইল। ছাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্ব প্রোথিত ধন বাহির করিয়া তদ্দ্বারা কিরূপ ব্যবসা আরম্ভ করিব এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুকুর বিনীতভাবে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি প্রকৃত বিষয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া রহিলাম। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত পরী আসিয়া বলিল, "নাথ, যে দুইটী কুকুর দেখিতেছেন ইহারা আপনার সহোদর; ইহাদের পাপের সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য আমি ইহাদের রূপান্তর করিয়াছি। পাঁচ বৎসর কাল ইহাদিগকে এই অবস্থায় থাকিতে হইবে। তৎপরে আমি আসিয়া ইহাদের কুকুরাকৃতি মোচন করিব।" সেই অবধি ইহারা আমার সহিত আছে। সম্প্রতি পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে আমি উক্ত পরীর সন্ধানে বহির্গত হইয়াছি। গল্প সমাপ্ত হইলে দৈত্য কহিল "হাঁ, তোমার বৃত্তান্ত আরও অদ্ভুত বটে। আমি সদাগরের অপরাধের অবশিষ্ট দুই অংশের এক অংশ মার্জ্জনা করিলাম।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধের গল্প সমাপ্ত হইলে তৃতীয় বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ নিয়মে তাহার বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। তাহা আরও চমৎকার বোধ হওয়াতে দৈত্য বণিকের অবশিষ্ট অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কহিল তোমাদের তিন জনের অনুগ্রহে বণিকের প্রাণরক্ষা হইল, নচেৎ ইহাকে এতক্ষণ শমনসদনে বিরাজ করিতে হইত। এই কথা বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইলে বণিক নিজপ্রাণদাতা বৃদ্ধত্রয়ের নিকট অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। অনন্তর তিন বৃদ্ধ স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিল, বণিকও পরিবারবর্গের প্রচুর আনন্দ বিধান করিয়া নিজগৃহে দর্শন দিল এবং সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

ধীবরের উপন্যাস।

পূর্ব্বোল্লিখিত গল্প সমাপ্ত করিয়া সাহারজাদী সুলতানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে এক বৃদ্ধ ধীবর ছিল। সে এমনি দরিদ্র যে আপনার, স্ত্রীর এবং তিনটী পুত্রের আহারও সমস্ত দিনে উপায় করিতে পারিত না। সে প্রতিদিন প্রত্যূষে স্বীয়কার্য্যে বাহির হইত এবং তাহার এই নিয়ম ছিল যে সমস্ত দিনে চারি বারের অধিক জাল ফেলিবে না।

এক দিবস চন্দ্রাস্তের পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া জাল ক্ষেপণ করিল। উত্তোলনকালীন জাল বিলক্ষণ ভারি বোধ হওয়ায়, অদ্য অনেক মৎস্য পাইব ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। কিন্তু এক মৃত গর্দ্দভ জালে পড়িয়াছে দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইল। গর্দ্দভের ভারে জালের যে যে স্থান ছিন্ন হইয়াছিল তাহা সারিয়া দ্বিতীয় বার জাল ফেলিল। সেবারেও জাল বিশেষ ভারি বোধ হইল। কিন্তু তুলিয়া দেখিল জালে কেবল কর্দ্দমে ও শম্বুকে পরিপূর্ণ এক ঝুড়ি উঠিয়াছে। অনন্তর সে আক্ষেপ করিয়া কহিল "হে দৈব! তুমি কেন আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দাও? আমি নিয়ত তোমার উপাসনা করি, তথাপি তুমি আমার প্রতি কিজন্য বাম হইয়াছ? অথবা তোমার নিকট অনুনয় করা বৃথা। তুমি ধার্ম্মিক লোককে কষ্ট দিতে ও

পাপিষ্ঠদিগকে উন্নত করিতে বড় ভালবাস। হায় কপাল! আমি মৎস্য ধরিয়া কোনরূপে দিনপাত করি, আজ বিধাতা তাহাতেও বিবাদী হইয়াছেন।”

এইরূপ খেদ করিয়া সে জাল ধৌত করিল এবং তৃতীয়বার জাল নিক্ষেপ করিল। সেবারেও কতকগুলা শম্বুক, প্রস্তর এবং কর্দ্দম উঠিল। তাহাতে সে এরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িল, যে চতুর্থবার জাল ফেলিতে আর তাহার সাহস হইল না। পরে রজনী প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় জাল নিক্ষেপ করিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার অপেক্ষা জাল এবারে বিষম ভারি বোধ হওয়াতে জালুকের মনে মনে আশা হইল যে এবার অনেক মৎস্য পড়িয়াছে। অনেক কষ্টের পর জাল তটস্থ হইলে দেখা গেল যে একটা বৃহৎ তাম্রকলস জালে পড়িয়াছে। ইহার মুখ শিসা দিয়া বদ্ধ এবং তদুপরি মুদ্রাঙ্কন রহিয়াছে। ঐ কলস ভারি বোধ হওয়াতে এবং তাহার মুখ আবদ্ধ দেখিয়া ধীবরের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল ইহার মধ্যে অবশ্য কোন বহুমূল্য দ্রব্য আছে। যদিও কিছু না থাকে অন্ততঃ কলসটা বিক্রয় করিলেও সে দিন তাহার আহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে, এইরূপ ভাবিয়া কলসের মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সে অস্ত্র দ্বারা ঐ মুদ্রা ভঙ্গ করিল। কিন্তু কলসমধ্যে কোন দ্রব্য দেখিতে পাইল না। ক্ষণকাল পরে ঐ কলসের অভ্যন্তর হইতে অবিশ্রান্ত ধূম নির্গত হইতে লাগিল; ধূম এত গাঢ় যে ধীবর নিকটে থাকিতে না পারিয়া কলস হইতে চারি পাঁচ হস্ত অন্তরে দণ্ডায়মান হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ধূমগগনপথে আরোহণ করিয়া সমুদ্র ও তটভূমি আচ্ছন্ন করিল দেখিয়া ধীবর অতিশয় শঙ্কিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ ধূম একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া এক বিকটাকার দৈত্যের রূপ ধারণ করিয়া ধীবরকে ভীতগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করিয়া কহিল, “প্রভো সোলেমান, আমায় ক্ষমা করুন, আমি আর কখন আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিব না, অবনত মস্তকে আপনার সকল আজ্ঞা সম্পাদন করিব।” ধীবর দৈত্যের আকার দেখিয়া প্রথমতঃ মহাভীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ঈদৃশ উক্তিতে সাহস পাইয়া এক্ষণে কহিল “অরে নির্ব্বোধ, তুই কি প্রলাপ বকিতেছিস্? প্রায় ১৮০১ বৎসর গত হইল সোলেমান মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কি জন্য তুই এই তাম্র কলস মধ্যে আবদ্ধ ছিলি, কি জন্যই বা সোলেমানকে আহ্বান করিতেছিস্?”

দৈত্য ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত ধীবরকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল “তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখিতেছি? আমার সহিত এইরূপ উদ্ধত ভাবে কথা কহিতে তোর সাহস হইতেছে? জানিস্, এখনি তোর প্রাণসংহার করিব? যতক্ষণ জীবিত থাকিস্, বিনীতভাবে কথাবার্ত্তা ক।” ধীবর কহিল “আমি তোমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিলাম তাহার কি এই পুরস্কার?” দৈত্য কহিল “সে উপকারের জন্য আমি তোমার প্রাণদান করিতে পারি না, তবে তোমার প্রতি এতদূর অনুগ্রহ করিতে পারি যে তোমার যেরূপে মরিতে ইচ্ছা হয় সেইরূপে তোমাকে হত্যা করিব। কি কারণে আমি তোমার বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়াছি তাহা আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। সেই বিবরণ প্রকাশ করি, শ্রবণ কর।”

একজন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সকল দৈত্যই ঈশ্বরের প্রিয় প্রচারক সোলেমানের বশবর্ত্তী হইল, কেবল আমি ও সাকর এরূপ হীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলাম না। সোলেমান ক্রোধান্ধ হইয়া আমায় ধরিয়া ঈশ্বর সন্নিধানে উপস্থিত করিল। তিনি আমায় বশ্যতা স্বীকার করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় অবশেষে আমায় সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য এই কলসে আবদ্ধ করিয়া এবং কলসের মুখ স্বনামচিহ্নিত মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। তদবধি আমি সাগরগর্ভে নিহিত আছি। আবদ্ধ অবস্থায় আমি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করি, যদি কেহ এক শত বৎসর মধ্যে আমায় মোচন করে আমি তাহাকে অতুল বিভব দান করিব। কিন্তু সে একশত বৎসরের মধ্যে কেহই আমায় তুলিল না। পরে আমি স্থির করিলাম যে দ্বিতীয় একশত বৎসর মধ্যে যে আমায় পরিত্রাণ করিবে, তাহাকে পৃথিবীর যাবতীয় ধনদান করিব। সে ১০০ বৎসর মধ্যেও কেহ তুলিল না। তৃতীয় বার শপথ করিলাম, যে আমায় নিষ্কৃতি প্রদান করিবে তাহাকে সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধিশ্বর করিয়া দিব। কিন্তু সে ১০০ বৎসরও পূর্ব্ববৎ কাটিয়া গেল। বার বার হতাশ হইয়া অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, অতঃপর যে আমায় তুলিবে তাহার প্রাণসংহার করিব, কিন্তু এই মাত্র করিব যে তাহার যেরূপ মৃত্যু ইচ্ছা হইবে তাহাকে সেইরূপেই বিনাশ করিব। তুই এইবার আমায় মুক্ত করিয়াছিস্, বল্ তোরে কিরূপে বিনাশ করিব।" ধীবর এই কথা শুনিয়া ক্ষণমাত্র অজ্ঞানবৎ রহিল। কিয়ৎকাল পরে সাহসই রক্ষার একমাত্র উপায় নিশ্চয় করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিল "যদি তুমি আমাকে বিনাশ করিবে এরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তবে আমার মরণ স্থির। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে আমি তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহার জবাব দাও।" দৈত্য ধীবরের কথা শুনিয়া সশঙ্কিত হইয়া কহিল কি কথা জিজ্ঞাসা কর। ধীবর কহিল, তুমি যে কলসের মধ্যে ছিলে ইহা শপথ করিয়া বলিতে পার? দৈত্য কহিল, হাঁ, আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি আমি ইহার মধ্যে নিহিত ছিলাম। ধীবর কহিল "এ কথা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? তোমার এত বড় প্রকাণ্ড দেহ এই ক্ষুদ্র কলসমধ্যে কিছুতেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যদি তুমি আমার সাক্ষাতে পুনরায় ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পার, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া দৈত্য মহা আনন্দিত হইয়া পুনরায় ধূমাকার হইয়া কলস মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং ধীবরকে কহিল "কেমন রে অবিশ্বাসিন্, এখন কি তোর বিশ্বাস হয়?" ধীবর দৈত্যের কথায় কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া সীসার ঢাকনি লইয়া কলসের মুখ পূর্ব্ববৎ আবদ্ধ করিয়া কহিল "কেমন রে দৈত্য, তুই না আমারে প্রাণবধ করিতে যাইতেছিলি? এখন আমি তোর জীবনসংহার করি। তোর কিরূপে মরিতে সাধ হয় বল্। অথবা তোকে বধ করিয়া তোর কষ্টের এককালে পর্য্যবসান করা হইবে না। তোকে পুনরায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিব, তথায় অনন্তকাল কষ্ট পাইবি ইহাই তোর সমুচিত দণ্ড।"

ধীবরের এই উপহাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণে দৈত্য ক্রোধে অন্ধ হইয়া কলস

হইতে বাহির হইবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা পাইল। কিন্তু সোলেমানের নামাঙ্কিত মুদ্রায় কলসের মুখ আবদ্ধ থাকায় তাহার সকল প্রয়াস বিফল হইয়া গেল। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া কৌশলে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিল "ভাই ধীবর! আমি তোমার পরিহাস করিতেছিলাম। তুমি আমার মহোপকার করিয়াছ; আমি কি তাদৃশ বন্ধুর অপকার করিতে পারি?" ধীবর কহিল, আমি আর তোর ছলনায় ভুলি না। তুই নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক। আমি যদি তোর কথায় প্রত্যয় করি, তবে গ্রীসদেশীয় ভূপতি, দৌবাননামক চিকিৎসকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল বোধ হয় তুইও আমার সহিত সেইরূপ আচরণ করিবি। এই বলিয়া ধীবর দৌবনের ইতিহাস আরম্ভ করিল।

গ্রীসদেশীয় রাজা ও দৌবান নামক চিকিৎসকের কথা।

পারস্যদেশের অন্তর্গত জৌমান নগরে এক নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার প্রজাবর্গ প্রথমে গ্রীকজাতীয় ছিল। তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া বহুদেশ হইতে বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করান; কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে দৌবান নামে এক অতি বিচক্ষণ চিকিৎসক তাঁহার সভায় উপস্থিত হন। তিনি গ্রীক, লাটিন, পারস্ত, তুরকী, আরব্য এবং হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় যাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করায় চিকিৎসা-কার্য্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে ও উদ্ভিদগণের দোষগুণ পরীক্ষায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি রাজার অচিকিৎস্য পীড়ার সংবাদ শুনিয়া রাজসন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ. শুনিলাম অনেকানেক বৈদ্য আপনার পীড়া শান্তি করিতে অক্ষম হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। যদি অনুগতি করেন তবে আমি বিনা ঔষধপ্রয়োগে আপনাকে আরোগ্য করিতে পারি।" রাজা এই কথা শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়া কহিলেন "যদি তুমি আমায় নীরোগ করিতে পার, তবে আমি তোমাকে এরূপ সম্পত্তি দান করিব যে তোমার পুত্রপৌত্রও তাহা নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এতদ্ভিন্ন তুমি আমার প্রিয় সহচর হইবে।" অনন্তর চিকিৎসক বিদায় হইলেন।

গৃহে গমন করিয়া দৌবান এক ফাঁপা মুদ্গর প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে নানাবিধ ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং সেইরূপ ফাঁপা কাষ্ঠনির্ম্মিত গোলা ঔষধে পূর্ণ করিলেন। পরদিন প্রভাতে ঐ দুইটি সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, মহারাজকে একবার অশ্বারোহণে ব্যায়ামশালায় যাইতে হইবে। রাজা চিকিৎসকের কথায় তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া চিকিৎসক রাজাকে কহিলেন "যতক্ষণ না স্বেদনির্গম হয় ততক্ষণ এই মুদ্গর ও গোলা লইয়া ক্রীড়া করুন। ইহার মধ্যে নানাবিধ বীর্য্যবান ঔষধ নিহিত আছে, স্বেদজলের সহিত উহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আপনার পীড়া শান্তি করিবে। ঘর্ম্ম বাহির হইলে বাটী যাইয়া গাত্রধৌত করিয়া শয়ন করিবেন, পরদিন নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিবেন রোগের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। রাজা চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে যতক্ষণ না স্বেদ নির্গত হইল, ততক্ষণ অবিশ্রান্ত

মুদগরক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাটী গিয়া অবগাসন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই গাত্রে রোগের লেশমাত্র নাই। এমন কি কখন তাদৃশ ভয়ানক রোগ হইয়াছিল তাহা কেহ সহজে অনুমান করিতে পারে না। ইহাতে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সভায় আসীন হইলেন; সভ্যেরা তাঁহাকে বীতরোগ হেরিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর দৌবান উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া স্বীয় অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া সকলকে তাঁহার পরিচয় দিলেন এবং অতি পরিচিত প্রিয় সুহৃদের ন্যায় তাঁহার সহিত একত্র পান ভোজন করিলেন। অনন্তর সভাভঙ্গ হইলে রাজা তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। দিন দিন তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া, কিসে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে অনুক্ষণ তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আপনার দুরভিসন্ধিসাধনের জন্য সে একদিন রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল "মহাশয়. এক অতি গুপ্ত বিষয় আপনার গোচর করিতে বাঞ্ছা করি।" রাজা কহিলেন "এ স্থান অতি নিভৃত, যাহা বলিবার থাকে সচ্ছন্দে বল।" মন্ত্রী কহিল "রাজন্, আপনি অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে অধিক বিশ্বাস করিবেন না। আপনি দৌবান চিকিৎসকের প্রতি বিশ্বস্ত অমাত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক, আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অবশেষে একদিন আপনাকে হত্যা করিবে এই তাহার অভিসন্ধি।" রাজা গম্ভীরস্বরে কহিলেন "তুমি কি সাহসে আমার নিকট এরূপ অসম্ভব কথা প্রস্তাব করিতেছ। আমি মিথ্যাবাদী লোকদিগের প্রতি কিরূপ দণ্ডবিধান করি, তাহা কি তুমি অবগত নও? বিশেষ তুমি আমার প্রাণদাতা চিকিৎসকের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছ, সাবধান হইয়া কথা কও।" মন্ত্রী কহিল "মহারাজ, আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ পাইয়াছি যে দৌবান শুদ্ধ এই পাপ সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই এতদূর পর্য্যটন করিয়া এখানে আসিয়াছে।" রাজা কহিলেন "তুমি যাহাকে ঘোর পাপী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, আমার বিশ্বাস আছে তাহার ন্যায় ধার্ম্মিক ও প্রভুপরায়ণ জগতে আর নাই। সে ব্যক্তি আমার প্রাণদান করিয়াছে বলিয়া আমি তাহাকে মাসিক একসহস্র মুদ্রা বৃত্তি দিব স্থির করিয়াছি এবং তাহাকে বিশেষরূপ সম্মান করিয়া থাকি. এইজন্যই নিঃসন্দেহ তাহার প্রতি তোমায় বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। কিন্তু তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও পরশুভদ্বেষী ব্যক্তির কথা আমার কর্ণে কখন স্থান পাইবে না। সিন্ধাবাদ নামক রাজার মন্ত্রী, রাজকুমারের হত্যা নিবারণার্থ আপন প্রভুকে যাহা বলিয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে।" মন্ত্রী সেই গল্প শুনিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া কহিল "মহারাজ, সিন্ধাবাদের মন্ত্রী রাজপুত্রের বিনাশ স্থগিত করিবার জন্য কি বলিয়াছিল প্রকাশ করিয়া অধীনকে বাধিত করিতে আজ্ঞা হউক।" রাজা কহিলেন "বিমাতার বাক্যে পুত্রকে একেবারে অংহার না করিয়া কিছু দিন অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। কারণ কিছুদিন পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে। তখন তাঁহাকে ও আপনাকে

বিস্তর বৃথা আক্ষেপ করিতে হইবে, সিন্ধাবাদকে এই কথা বলিয়া তদীয় মন্ত্রী যে ইতিহাস বিবৃত করে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

এক স্ত্রৈণপুরুষ ও শুকপক্ষীর উপন্যাস।

কোন এক গৃহস্থের এক পরমাসুন্দরী স্ত্রী ছিল। সে তাহাকে এত ভালবাসিত যে এক নিমেষও তাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিত না। দৈবাৎ একদিন স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন হওয়াতে সে এক পক্ষী-বিক্রয়ের স্থানে উপস্থিত হইল। তথায় একটী শুকপক্ষী মনুষ্যের মত কথা কহিতে এবং তাহার সমক্ষে যে সমস্ত কথা হইত তৎসমুদায় অবিকল বলিতে পারিত দেখিয়া তাহাকে ক্রয় করিয়া আনিল। একটী পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া সে আপনার স্ত্রীর হস্তে পক্ষীটী সমর্পণ করিয়া কহিল, এইটী তোমার গৃহে রাখিয়া দাও এবং যতদিন আমি ফিরিয়া না আসি ততদিন উহাকে যত্নে প্রতিপালন করিও। এই কথা বলিয়া পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া সে বিদেশে যাত্রা করিল।

কার্য্য সমাধা হইলে গৃহী বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া শুককে জিজ্ঞাসা করিল, আমার অনুপস্থিতি কালে কি কি ঘটনা হইয়াছিল? পক্ষী তাহার স্ত্রীর এমন কতকগুলি দোষ বলিল যে তজ্জন্য তাহাকে স্বামীর নিকট লাঞ্ছনা ও তিরস্কার খাইতে হইল। দাসদাসী কর্ত্তৃকই তাহার দোষ ব্যক্ত হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার পত্নী তাহাদিগকে বলিল "তোদের দোষেই আজ আমাকে এরূপ অপমানিত হইতে হইল।" তাহারা শপথ করিয়া কহিল যে তাহারা ইহার বাষ্পও জানে না, শুকই সকল কথা বলিয়া দিয়াছে। শুকের দ্বারা নিজ রহস্য প্রকাশ হইয়াছে শুনিয়া, রমণী শুকের প্রতি জাতক্রোধ হইল এবং কিসে তাহার বিনাশ সাধন করিবে নিয়ত তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনন্তর কোন কর্ম্মোপলক্ষে গৃহী এক দিবস স্থানান্তরে গমন করায়, ঐ পাপীয়সী এক দাসীকে শুকের পিঞ্জরের নীচে ঘর ঘর শব্দে যাঁতা ঘুরাইতে আদেশ করিল। অপর এক জনকে কহিল এমন ভাবে শুকের পিঞ্জরে জলের ছিটা দাও যাহাতে পক্ষীর মনে ধারণা হয় যে বৃষ্টি পড়িতেছে। তৃতীয়কে প্রদীপের নিকট এমনি ভাবে দর্পণ চালনা করিতে অনুমতি করিল যেন দর্পণ-নিঃসৃত আভা পক্ষীর চক্ষুর উপর পড়ে। দাসীরা গৃহিণীর অনুমতি মত সমুদায় অনুষ্ঠান করিল। পরদিন গৃহী প্রত্যাগত হইয়া শুককে পূর্ব্বমত পূর্ব ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে কহিল, কল্য সমস্ত রাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি ও ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ-স্ফূরণ হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত নিশা আমাকে বিনা নিদ্রায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। গৃহী দেখিল বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নাই। অতএব শুক নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিতেছে স্থির করিয়া এবং তাহারই কথায় নিরপরাধা ভার্য্যাকে তিরস্কার করিয়াছে স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পিঞ্জর হইতে বাহিরে আনিয়া এরূপ সজোরে ভূতলে নিক্ষেপ করিল যে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিবেশীদিগের প্রমুখাৎ নিজ পত্নীর দুশ্চরিত্রতা ও শঠতার বিষয় অবগত হইয়া নিরপরাধী শুকের প্রাণদণ্ড করিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল।

গ্রীসদেশীয় রাজা শুকের গল্প শেষ করিয়া মন্ত্রীকে কহিল, তুমি এই পাপীয়সীর ন্যায় যৌবনের সৌভাগ্যে অনুরাগপরবশ হইয়া আমাকে এই অনুচিত

কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছ; আমি কদাচ তোমার কথা শুনিব না। মন্ত্রী কহিল "মহারাজ, শুকপক্ষীর মৃত্যু তুচ্ছ বিষয়, তাহার সহিত আপনার তুলনা হইতে পারে না। প্রাকৃত লোকের ন্যায় আপনার জীবন মূল্যহীন নহে। আমি যে চিকিৎসকের দ্বেষ করিয়া এরূপ বলিতেছি তাহা নহে। কেবল মহাশয়ের শুভাকাঙ্ক্ষাই আমাকে ঈদৃশ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। আরও দেখুন, মহারাজ, যাহা হইতে আপনার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে, তাহাকে বিনাশ করা শাস্ত্রসম্মত, বিশেষ দোবান শুরু এই অভিপ্রায়ে আপনার সভায় উপস্থিত হইয়াছে। নিয়ত মহাশয়ের শুভানুধ্যান করি বলিয়াই এরূপ বলিতেছি, নতুবা দোবানের প্রতি আমার কোন দ্বেষ নাই। যদি আমি মিথ্যাবাক্যে আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকি, তবে পূর্ব্বকালে এক মন্ত্রী এই পাপে যেরূপ দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন আপনিও আমার প্রতি সেই দণ্ডবিধান করিবেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "সে কিরূপ?" মন্ত্রী বলিতে আরম্ভ করিল।

দণ্ডিত উজিরের কথা।

পূর্ব্বকালে কোন এক নৃপতির পুত্র অতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিল। রাজা পুত্রকে মৃগয়া হইতে নিবৃত্তি না করিয়া বরঞ্চ উৎসাহ দিতেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে তিনি নিয়ত রাজকুমারের সহচর থাকেন, কখন কোন কারণে তাহার সঙ্গ ত্যাগ না করেন।

এক দিবস মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া কুমার এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; মন্ত্রীও তাহার অনুবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু রাজকুমার এরূপ বেগে অশ্ব চালাইলেন যে কেহই তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিল না। সকলেই একে২ দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। অবশেষে রাজতনয় একাকী পড়িলেন। তদ্দর্শনে কুমার অশ্বের বেগ মন্দীভূত করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, ইতস্ততঃ তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন এক রমণী আলুলায়িতকেশে কাতরস্বরে রোদন করিতেছেন। যুবতী দেখিতে সুন্দরী নহেন বটে, কিন্তু কুৎসিতাও নহেন। দয়ার্দ্রচিত্ত কুমার তাহাকে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সে কহিল "আমি ভারতবর্ষীয় এক নরপতির কন্যা, অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি অশ্ব কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না।" রাজপুত্র কহিলেন, আমি তোমার দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইলাম। যদি তুমি আমার পশ্চাতে উপবেশন করিতে স্বীকার কর, তবে আমি তোমায় লইয়া যাইতে পারি। রমণী সম্মত হইল।

উভয়ে কিছু দূর আসিলে রমণী কোন স্থানে এক ভগ্নাবশেষ বাটীর নিকট নামিল এবং রাজকুমারও অশ্বের বল্গা করে ধারণ করিয়া রমণীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ভাবিয়া দেখুন, রমণী যখন হঠাৎ বলিয়া উঠিল "বৎসগণ, তোমাদের আহারের জন্য এক সুন্দর যুবক আনিয়াছি" তখন রাজপুত্রের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল। রমণীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বালকগণ বলিয়া উঠিল, "মাতঃ, শীঘ্র আনয়ন কর, আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি।" অনন্তর রাজপুত্র কোনরূপে এই রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পিতার নিকট

আসিয়া বলিলেন কেবল মন্ত্রীর দোষে তিনি কিরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিত, তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপ অভাবনীয় বিপদে পড়িতে হইত না। রাজা এই কথা শুনিয়া মন্ত্রীর প্রতি এমনি ক্রুদ্ধ হইলেন যে তখনি তাহার শিরশ্ছেদের অনুমতি করিলেন।

গ্রীসদেশীয় ভূপতি স্বাভাবিক অতিশয় ভীত ও নির্ব্বোধ ছিল। মন্ত্রীর এই সকল কথা শুনিয়া সে ভাবিল "হবেও বা।" অনন্তর মন্ত্রীকে কহিল 'তুমি যাহা বলিয়াছ সমুদায় সত্য বলিয়া এখন আমার বিশ্বাস হইতেছে। বোধ করি কোন বিষাক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া দৌবান আমার প্রাণ সংহার করিবে। এক্ষণে উপায় কি? কিরূপে এই পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?" নরাধম মন্ত্রী, ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া কহিল "মহারাজ, ভয় কি, এখনি তাহার ছিন্নমুণ্ড আনিয়া দিতেছি। যে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, তাহাকে এক মুহূর্ত্তও জীবিত রাখা উচিত নহে।" রাজা বলিলেন "ঠিক বলিয়াছ, অদ্যই তাহার প্রাণসংহার করিতে হইবে।" তৎক্ষণাৎ দৌবানকে ডাকিতে লোক প্রেরিত হইল। নিরপরাধ দৌবান ভাল মন্দ কিছুই জানে না, আজ্ঞামাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিবামাত্র রাজা কহিলেন "তোমায় কিজন্য আহ্বান করা গিয়াছে জান? অদ্য তোমার মস্তকচ্ছেদন হইবেক।" দৌবান বিনীতবচনে কহিল "মহারাজ, আমার অপরাধ কি?" রাজা কহিলেন "আমি অতি বিশ্বস্ত লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, তুমি আমার জীবনসংহারের জন্য এখানে আসিয়াছ; সেই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তোমার মস্তকচ্ছেদন করা যাইবে।" দৌবান নিজ নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, মহারাজ, আমি আপনাকে করাল ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত করিলাম, তাহার কি এই পুরস্কার? রাজা তাহার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া জল্লাদকে আদেশ করিলেন এই দণ্ডে ইহার শিরশ্ছেদ কর তখন দৌবান ভূতলে জানুদ্বয় বিন্যাস করিয়া করপুটে কহিল "মহারাজ, আমি নিরপরাধ। কিন্তু যদি আপনি নির্দ্দোষীর রুধিরপাতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে অদ্যকার মত আমায় নিষ্কৃতি দিন। আমি বাটী যাইয়া পুত্র কলত্রের নিকট বিদায় লইয়া আসি এবং আমার বিষয়ের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দি, আর আমার যে সমস্ত উত্তম উত্তম পুস্তকাদি আছে তাহা উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে দি; কারণ তদ্দ্বারা জগতের অনেক উপকার হইতে পারিবে। আরও মহারাজ, আমার একখানি অতি চমৎকার গ্রন্থ আছে, তাহা মহারাজকে দিবার মানস করিয়াছি। তাহার অসাধারণ গুণ এই যে যখন আমার মুণ্ড দেহবিচ্ছিন্ন হইবে, যদি তখন মহারাজ উক্ত পুস্তকের ষষ্ঠ পত্র উন্মোচিত করিয়া তৃতীয় পংক্তি পাঠ করেন তবে আমার মস্তক কথা কহিবে এবং তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন সে তাহার সদুত্তর প্রদান করিবে।" রাজা এই আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া সে দিনের মত তাহার শিরশ্ছেদ স্থগিত করিলেন এবং রক্ষিবর্গ-পরিবেষ্টিত করিয়া তাহাকে বাটীতে পাঠাইলেন। এদিকে ছিন্ন মস্তক কথা কহিবে এই জনরব জনগণমধ্যে রাষ্ট্র হওয়ায় আবালবৃদ্ধবনিতা কৌতুক দেখিবার জন্য যাতস্থলে

প্রস্তুত হইল। পরদিন যথাকালে দৌবান বধ্যবসনে পরিহিত হইয়া সর্বক-মণ্ডলীর মধ্যে আনীত হইল। সে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বস্ত্রপ্রান্ত হইতে এক বৃহৎ গ্রন্থ বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিয়া কহিল, মহারাজ, একটু জল আনিতে আদেশ করুন। জল আনীত হইল। জল মন্ত্রপূত করিয়া বস্ত্রখানি জলপাত্রের উপর রাখিল। অনন্তর রাজাকে কহিল "যখন আমার মস্তক ছেদন করা হইবে, তখন ছিন্ন মস্তক এই বস্ত্রের উপর স্থাপিত করাইবেন, পরে এই গ্রন্থ খুলিয়া কাটা মুণ্ডকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন সে তাহারই উত্তর করিবে।" অনন্তর জল্লাদ এরূপ নিপুণতার সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিল যে মস্তক আপনা আপনি বস্ত্রের উপর আসিয়া পড়িল। ছিন্নমুণ্ড পাত্রে পড়িবা-মাত্র চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিল, মহারাজ, পুস্তক খুলিয়া দেখুন। রাজা অঙ্গুলি জিহ্বাগ্রে প্রদান করিয়া এক পাত উল্টাইলেন, পুনশ্চ অঙ্গুলি জিহ্বাসংলিপ্ত করিয়া আর এক পাত উল্টাইলেন, এইরূপে ক্রমান্বয়ে উল্টাইয়া দেখিলেন পত্রে কিছুই লেখা নাই। মুণ্ডকে জিজ্ঞাসা করায় মুণ্ড কহিল, যতক্ষণ না লেখা দেখিতে পান ততক্ষণ পাত উল্টাইতে থাকুন। রাজা তাহাই করিতে লাগিলেন। অঙ্গুলি পুনঃ পুনঃ জিহ্বাস্পৃষ্ট হওয়ায় পত্রলিপ্ত বিষ জিহ্বাসংযোগে রাজার শরীরে প্রবেশ করিয়া অবশেষে তাঁহার চৈতন্য হরণ করিল। তখন মুণ্ড হাস্য করিয়া কহিল "তুই যেমন নিরপরাধে আমার প্রাণদণ্ড করিয়াছিস্, তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইলি। সর্ব্বোপরি যে একজন ঈশ্বর আছেন ইহা কি তুই জানিস্ না? তিনি সকলকে সমান চক্ষে দেখেন। তাঁহার কাছে, দরিদ্র, ধনী, পণ্ডিত, মূর্খ নাই। তিনি পাপের প্রতিফল দিয়া থাকেন, পাপ করিয়া তাঁহার নিকট এড়াবার যো নাই।" দৌবান এই কথা বলিতে না বলিতে রাজা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন এবং সে নিজেও পঞ্চত্ব পাইল।

গল্প শেষ করিয়া ধীবর দৈত্যকে কহিল "এই নরপতির সহিত দৌবানের যে সম্বন্ধ তোর সহিত আমারও সেইরূপ। পরের মন্দ চেষ্টা করিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি বাম হন। অতএব তোরে সমুদ্রে নিক্ষেপই স্থির ও উচিত। আমি যখন তোর নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, তুই তখন আমার অনু-নয়ে কর্ণপাত করিস্ নাই; সুতরাং তোর প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা কোথায়?" তখন দৈত্য করুণবচনে বলিল "আমার অবশিষ্ট বাক্য শ্রবণ কর। আমি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমার প্রাণবধ করিব না; বরঞ্চ যাহাতে সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিনযাপন হয়। এরূপ উপায় করিয়া দিব।" নির্ধনের নিকট ধনলোভ যেমন বলবান্ হয় এমন আর কিছুই নহে। ধীবর চিরকাল কষ্টে দিনপাত করিত; ধনের কথা শুনিয়া আর লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল "তোর কথায় প্রত্যয় কি? তুই যদি অঙ্গীকার পালন না করিস্, তবে আমি কার কি করিব? তবে বিশ্বাস করিতে পারি যদি তুই ঈশ্-রের দিব্য করিয়া বলিতে পারিস্ আমার কোন রূপ অনিষ্ট করিবি না এবং যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিস্ তাহা দিবি। তবে তোকে উন্মুক্ত করিতে পারি।" দৈত্য তাহাই করিল। তখন ধীবর ধীরে ধীরে মুখ খুলিয়া দিল। পূর্ব্ববৎ অবিরল ধূম নির্গত হইয়া দৈত্যের আকারে পরিণত হইল। দৈত্য আকার ধারণ করিয়াই পদাঘাত দ্বারা কলস চূর্ণ করিল। তদ্দর্শনে ধীবরের মনে মহা

ভয়সঞ্চার হইল। তখন দৈত্য ধীবরের ভাব বুঝিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "তোমার ভয় নাই, আমি বিদ্রূপ করিতেছি; নিজ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব না। জাল লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, তোমাকে অগাধ ধন দান করিব।" ধীবর কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া দৈত্যের অনুগমন করিল। কিন্তু একেবারে শঙ্কাশূন্য হইতে পারিল না। নগর পার হইয়া এক পর্ব্বতে উঠিল, তথা হইতে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর পার হইয়া উভয়ে এক পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইল। ধীবর দেখিল, সরোবর বিবিধ বর্ণের মৎস্যে পরিপূর্ণ, কেহ শ্বেত কেহ রক্ত কেহ কৃষ্ণ কেহ হরিৎ। দেখিয়া ধীবর প্রফুল্লচিত্তে জাল ক্ষেপণ করিল। প্রথমেই চারিবর্ণের চারিটী মৎস্য ধরিল। ইতিপূর্ব্বে এরূপ মৎস্য তাহার নয়ন-গোচর হয় নাই, এজন্য সে অতিশয় চমৎকৃত হইল। দৈত্য কহিল. তুমি এই কয়টী মৎস্য রাজাকে উপঢৌকন দাও। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে প্রচুর পারিতোষিক দিবেন। তুমি প্রত্যহ এই স্থানে মৎস্য ধরিতে আসিও। কিন্তু দেখিও, এক বারের অধিক জাল ফেলিও না, তাহা হইলেই বিষম বিপদে পড়িবে। ধীবর স্বীকার হইল এবং মৎস্য লইয়া একেবারে রাজবাটী উপস্থিত হইয়া মীনগুলি রাজাকে উপহার দিল। রাজা অদৃষ্টপূর্ব্ব নানারঙ্গে রঞ্জিত মৎস্য অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন এবং ধীবরকে চারিশত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিতে আদেশ করিলেন। ধীবর কস্মিন্‌কালে এত টাকা একত্র দেখে নাই, পাইয়া আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, চীনদেশীয় নরপতি যে উৎকৃষ্টা পাচিকা পাঠাইয়াছেন, তাহারই দ্বারা এই অপূর্ব্ব মৎস্য পাক করাইয়া লও। আজ্ঞামাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

পাচিকা মৎস্য কয়টীর আঁইশ ছাড়াইয়া তপ্ত তৈলের খোলায় ভাজিবার জন্য চড়াইল। একদিক ভাজা হইলে অন্যদিক উল্টাইয়া দিল। অন্যদিক উল্টানের কিঞ্চিৎ পরে এক পরমাসুন্দরী রমণী দেয়াল ভেদ করিয়া তথায় আবির্ভূত হইল। কন্যা কড়ার সন্নিহিত হইয়া লৌহদণ্ড দ্বারা প্রত্যেক মৎস্যকে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "অরে মৎস্যগণ, তোরা তোদের কর্ত্তব্য করিতেছিস্?" মৎস্যগণ একবাক্যে কহিল 'হাঁ হাঁ, যদি তোমরা গণনা কর, আমরাও করিব, যদি তোমরা নিজের ঋণ পরিশোধ কর, আমরাও করিব। যদি তোমরা পালাও, আমরা সুখী এবং জয়ী হইব।' এই কথা বলিবামাত্র রমণী কড়া উল্টাইয়া দিয়া প্রাচীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, দেওয়াল পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপ রহিল। ঈদৃশ ঘটনা দর্শনে পাচিকা মূর্চ্ছিতা হইল; পরে যখন চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া মৎস্যগুলি তুলিতে গেল, তখন দেখিল যে তাহারা অঙ্গার বর্ণ হইয়া গিয়াছে। এত যত্নের মৎস্য এইরূপে নষ্ট হইয়াছে দেখিয়া রাজা কি বলিবেন এই ভাবনায় পাচিকা রোদন করিতে লাগিল। এমন সময়ে প্রধান মন্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মৎস্য প্রস্তুত হইয়াছে কি না? পাচিকা তাবৎ ঘটনা মন্ত্রীর গোচর করিলে তাঁহার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। মন্ত্রী রাজাকে ঈদৃশ অদ্ভুত ঘটনার বিষয় কিছু না জানাইয়া কৌশলক্রমে সে দিবস তাঁহাকে মৎস্য ভোজনে বিরত রাখিলেন। তিনি ধীবরকে ডাকাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর চারিটি মৎস্য আনিতে আদেশ করিলেন। ধীবর দৈত্যের উপদেশের কথা গোপন করিয়া

তাহার পর যে পুষ্করিণী হইতে আমি ঐ মৎস্য ধরিয়া থাকি তাহা এখান হইতে অনেক দূর, সুতরাং অদ্য কিছুতেই মৎস্য আনিতে পারিব না। কল্য প্রাতে নিশ্চয়ই আনিয়া দিব।”

পরদিন যথাকালে ধীবর বিচিত্র বর্ণের মৎস্য আনিয়া মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত করিল। মন্ত্রী স্বয়ং পাকশালায় প্রবেশ করিয়া পাচিকাকে রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। মৎস্যগুলি একদিক ভাজা হইলে যেমন পাচিকা উল্টাইয়া দিল, অমনি পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেই রমণী দেওয়াল ভেদ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে এক একটী মৎস্যকে স্পর্শ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিল; তাহারাও পূর্ব্বমত প্রত্যুত্তর করিল। তখন রমণী গতদিনের ন্যায় কড়া উল্টাইয়া দিয়া পুনরায় দেয়ালে প্রবেশ করিল, দেয়াল পুনর্ব্বার যুড়িয়া গেল। এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া, মন্ত্রী অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন এবং এ সকল ঘটনা আর রাজার অবিদিত রাখা উচিত নয় স্থির করিয়া, স্বয়ং তাঁহার নিকট সমুদয় যথাযথ বর্ণনা করিলেন। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া ধীবরকে আর চারিটী তাদৃশ মৎস্য আনিতে আদেশ করিলেন। ধীবর পরদিন মৎস্য আনয়ন করিলে, রাজা তাহাকে চারিশত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর তিনি মৎস্য নিজ প্রকোষ্ঠে আনিয়া মন্ত্রীকে রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। এক পিঠ ভাজা হইলে যেমন মন্ত্রী আর এক দিক উল্টাইতে গেলেন, অমনি প্রকোষ্ঠের দেয়াল বিদীর্ণ হইয়া গেল। এবারে পূর্ব্বদৃষ্ট রমণীর পরিবর্ত্তে এক কৃষ্ণবর্ণ দাসগণের বেশধারী বিকটাকার পুরুষ প্রকাণ্ড সবুজ-বর্ণের যষ্টিহস্তে আবির্ভূত হইয়া উক্ত যষ্টি দ্বারা মৎস্যগণকে স্পর্শ করিয়া রমণী যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল মৎস্যগণকে সেইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। তাহারাও সেইরূপ উত্তর প্রদান করিল। তখন সেই মসিবর্ণ পুরুষ কড়া উল্টাইয়া দেওয়াতে মৎস্যগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। অনন্তর সেই পুরুষ ভীষণ চীৎকার করিয়া দেয়ালে প্রবেশ করিল; দেয়াল পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া গেল।

উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া রাজা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া গেল। কহিলেন “মন্ত্রীবর! ইহার অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে। যে পর্য্যন্ত না আমি তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত আমার মন সুস্থির হইতেছে না।” অনন্তর ধীবরকে ডাকাইয়া আনিয়া রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি যে মৎস্যগুলি আমায় দিয়াছিলে, তাহারা আমার অতিশয় অশুভ উৎপাদন করিয়াছে. তুমি কোন পুষ্করিণীতে তাহা ধরিয়াছ?” সে কহিল “এখান হইতে যে পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, তাহার পশ্চাতে আরও চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। তাহার মধ্যে যে একটী পুকুর আছে, তাহাতেই আমি এই কয়টি মৎস্য ধরিয়াছি।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন “সে এখান হইতে কত দূর?” ধীবর কহিল “প্রায় তিন ঘন্টার পথ।” এই কথা শুনিয়া রাজা পারিষদগণ সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ সেই পুষ্করিণীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, ধীবর অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল।

তাহারা সকলে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তাহার অপরপার্শ্বে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইল। কারণ ইতিপূর্ব্বে কেহই তথায় তাদৃশ প্রান্তর দেখে নাই। প্রান্তর পার হইয়া তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি চতুষ্

ইয়ের সন্নিহিত হইয়া তন্মধ্যে একটী পুষ্করিণী দেখিলে। তাহার জল এত স্বচ্ছ যে পুষ্করিণীর বিচিত্র বর্ণের তাবৎ মৎস্যই দেখা যাইতেছে।

রাজা পুষ্করিণীর তীরে অবতীর্ণ হইয়া সভাসদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই পুষ্করিণী নগরের এত নিকট, অথচ তোমরা কেহই ইহার কথা শুন নাই, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। তাহারা সকলেই বলিল, আমরা এই পুকুরের কথা কখন শুনি নাই। রাজা বলিলেন "যখন তোমরা সকলেই একবাক্যে বলিতেছ যে ইতিপূর্ব্বে তোমরা এই পুষ্করিণী দেখ নাই, তখন এই পুষ্করিণী কিরূপে এখানে হইল? কি কারণেই বা ইহাতে চারি বর্ণের মৎস্য বিচরণ করিতেছে? অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। যে পর্য্যন্ত আমি সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে না পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত নগরে ফিরিব না।" এই কথা বলিয়া তিনি অনুচরগণকে পুষ্করিণীর সমীপে শিবির স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর রাত্রিযোগে যখন সকলেই নিদ্রায় অভিভূত হইল, তখন রাজা ভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অসিহস্তে একাকী শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া অপর পার্শ্বে একটী প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। সেই প্রান্তর পার হইতে রজনী প্রভাত হইল। সূর্য্যালোকে দূরে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিয়া এখানে অভিপ্রেত বিষয়ের কোন সন্ধান পাইতে পারিব ভাবিয়া তাঁহার মনে মনে আহ্লাদ হইল। অট্টালিকার সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, ইহা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং দর্পণবৎ নির্ম্মল ইস্পাতে আবৃত। অট্টালিকার একটা দ্বারের এক খণ্ড মুক্ত ছিল, কিন্তু অজ্ঞাত ব্যক্তির বাটীতে সহসা প্রবেশ করা অন্যায় বিবেচনায় দ্বারে আঘাত করিলেন। কোন উত্তর পাইলেন না। পুনঃ পুনঃ অধিক বল পূর্ব্বক আঘাত করিয়াও কোন উত্তর না পাইয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এমন চমৎকার অট্টালিকা অথচ ইহাতে জন মানব নাই, একি আশ্চর্য্যের বিষয়! কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন; চাঁদনীর নিকট হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা কে আছ, পথশ্রান্ত অতিথিকে আশ্রয় দানে বাধিত কর।" কিন্তু কেবল প্রতিধ্বনিই তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিল। তখন তিনি প্রাঙ্গণ পার হইয়া বৃহৎ দালানে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, উহার মেজে উৎকৃষ্ট রেসমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত; গৃহগুলি স্বর্ণরৌপ্য-মণ্ডিত বিবিধ সামগ্রীতে সুসজ্জিত। চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে অবশেষে এক বৈটকখানায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, উহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী ফোয়ারা এবং তাহার চারিকোণে চারিটী স্বর্ণময় সিংহ। সিংহগণের মুখ হইতে অবিরল জলধারা নির্গত হইতেছে এবং ঐ জলধারা পতনকালে সহস্র সহস্র হীরক ও মুক্তাকারে পরিণত হইয়া ফোয়ারার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে এবং ফোয়ারার মুখে পতিত হইয়া স্তম্ভাকারে উঠিয়া ছাদ স্পর্শ করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও মনুষ্যের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর বাটীর পশ্চাৎভাগে একটী উদ্যান দেখিলেন। উদ্যান মধ্যে বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, কলনাদী বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে গান করিতেছে; বিবিধ লতিকা মৃদুল পবনহিল্লোলে তালে তালে

নাচিতেছে, ফোয়ারার জল অবিরত ঝর ঝর ধ্বনিতে পড়িতেছে। দেখিলে নয়ন জুড়ায়। রাজা অতৃপ্ত নেত্রে উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন এবং যে সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু নয়নগোচর করিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ কোন মনুষ্যকণ্ঠনির্গত কাতরোক্তি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রাজা নিশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে লাগিলেন এবং এই কয়টী স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন "হে দৈব, তুমি অধিক দিন আমাকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে দিলে না, তুমি আমায় সকল মনুষ্য অপেক্ষা হতভাগ্য করিয়াছ। ইহাতেও কি তোমার তৃপ্তি হয় নাই? মিনতি করি, আর আমায় কষ্ট দিও না। যাহাতে শীঘ্র মৃত্যু ঘটে এরূপ কর। আমি সকল যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাই।" যে স্থান হইতে ঐ শব্দ আসিতেছিল, রাজা সেইদিকে চলিলেন এবং এক প্রকাণ্ড দালানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দালানের দ্বারবিলম্বিত পরদা তুলিয়া দেখিলেন এক অনতি উচ্চ সিংহাসনে এক যুবক উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দেহ সুগঠিত এবং মহার্ঘ পরিচ্ছদে আবৃত, কিন্তু তাঁহার ললাটে শোকচিহ্ন স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। রাজা সন্নিহিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। যুবকও মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন "মহাশয়, দণ্ডায়মান হইয়া ভবাদৃশ মহানুভব ব্যক্তির সমুচিত সৎকার করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কিন্তু কোনবিশেষ কারণে আমি তাহা করিতে পারিলাম না। ভরসা করি মহাশয় কোন অপরাধ লইবেন না।" রাজা বিনীতভাবে বলিলেন "মহাশয়, আপনার কাতরোক্তি শুনিয়া এস্থানে আসিয়াছি, যদি আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হয়, আমি করিতে প্রস্তুত আছি। বোধ করি আমার নিকট দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করিতে আপনার কোন আপত্তি নাই।" এই কথায় যুবক কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "লক্ষ্মী, তুমি কি চঞ্চলা, তুমি যাহাকে অদ্য প্রভূত ঐশ্বর্য্যদানে উন্নত কর, কল্য আবার তাহাকে ঘোর দারিদ্র্যচক্রে পেষণ কর। তোমার লীলা বুঝে কাহার সাধ্য? এই কথা বলিয়া যুবক কিঞ্চিৎ অনাবৃত করাতে রাজা সবিস্ময়নেত্রে দেখিলেন, তাঁহার মস্তক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত মনুষ্যাকার, অবশিষ্ট দেহ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়। রাজা কহিলেন "যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার হইতেছে। আপনার ইতিহাস অতি অদ্ভুত হইবে, ইহার কোন সন্দেহ নাই। এবং বোধ করি পুষ্করিণীর চারিবর্ণের মৎস্যের সহিত আপনার দুর্ভাগ্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে। যাহা হউক, আপনার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কৌতূহল নিবারণ করুন। অপরের নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিলে দুঃখের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়।" যুবক কহিল, নির্ব্বাণ অনল জ্বালাইলে হৃদয় দগ্ধ হয় মাত্র, তা যাহা হউক, আমি আপনার কৌতূহল নিবারণ করিব। এই বলিয়া নিজ গল্প আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণদ্বীপের যুবরাজের ইতিহাস।

যুবক কহিল, আমার পিতার নাম মামুদ, তিনি এই দেশের অধিপতি ছিলেন। অনতিদূরে যে কয়টী ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিয়া আসিয়াছেন, পূর্ব্বে ঐগুলি

দ্বীপ ছিল এবং ইহা হইতেই এই রাজ্যের নাম কালদ্বীপ হইয়াছে। এক্ষণে যে স্থানে পুষ্করিণী রহিয়াছে পূর্ব্বে ঐস্থানে আমার পিতার রাজধানী ছিল। কিরূপে এই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিল, আমার ইতিবৃত্ত শ্রবণে জানিতে পারিবেন।

সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমার পিতা পরলোক যাত্রা করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আমি মদীয় পিতৃব্যদুহিতার পাণিগ্রহণ করি। প্রথমে আমাদের পরস্পর বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মে। প্রায় পাঁচ বৎসর এইরূপ সুখে অতীত হইলে আমি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম যে পত্নীর আমার উপর আর তাদৃশ স্নেহ নাই।

একদিন মহিষী স্নানাগারে গমন করিলে আমি আহারান্তে নয়ন মুদিয়া শয়ন করিয়া আছি, দুইজন পরিচারিকা ব্যজন দ্বারা মক্ষিকাদি তাড়াইবার জন্য আমার পাদমূলে উপবিষ্ট আছে, এমন সময়ে উহারা আমায় নিদ্রিত বোধ করিয়া পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিল। একজন বলিল "হাঁ ভাই, রাজা আমাদের এমন সুপুরুষ, কিন্তু মহিষী তবু যে এঁরে ভাল বাসেন না, সে কি কম আক্ষেপের বিষয়।" দ্বিতীয়া বলিল "তার ভুল কি ভাই। রাণী রোজ রাত্রিতে কোথা যান, আমি কিছু বুঝ্তে পারি না। রাজা কি তা টের পান না?" প্রথমা কহিল "কি করে টের পাবেন বল। রাণী জলের সহিত কি এক রকম গুঁড়া মিশিয়ে দেন, রাজা তাই খেয়ে সমস্ত রাত্রি অচেতন থাকেন, রাণী প্রত্যূষে ফিরে এসে তাঁকে কি শোঁকান, তবে তাঁর চৈতন্য হয়।"

এই কথা শুনিয়া আমার মনে যাদৃশ ঘৃণার উদয় হইল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তথাপি আমি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া এমন ভাবে জাগরিত হইলাম যে, পরিচারিকারা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে আমি তাহাদের কথোপকথন শুনিয়াছি।

মহিষী স্নানগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলে উভয়ে একত্রে আহার করিলাম। অনন্তর শয়নের পূর্ব্বে পত্নী অন্যান্য দিনের ন্যায় অদ্যও একপাত্র জল আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি কোন কৌশলে উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট আসিয়া মহিষীর অলক্ষিতে জল নিক্ষেপ করিয়া শূন্য পাত্র মহিষীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলাম। তৎপরে উভয়ে শয়ন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমায় নিদ্রিত নিশ্চয় করিয়া মহিষী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং "থাক, সমস্ত রাত্রি এই ভাবে থাক" এই কয়টী কথা আমার উদ্দেশে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিল এবং শয়নাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মহিষী বহির্গত হইবার ক্ষণকাল পরেই আমিও বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম এবং নিষ্কোষ অসিহস্তে তাহার অনুসরণ করিলাম। প্রত্যেক দ্বারের নিকট রাণী এক প্রকার ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল এবং দ্বারগুলি স্বয়ং উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। এইরূপে একে একে সকল দ্বার অতিক্রম করিয়া মায়াবিনী এক উদ্যানে প্রবেশ করিল, আমি উদ্যান-প্রবেশের দ্বারদেশে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত থাকিয়া দেখিলাম, কুলটা একজন মনুষ্যের সহিত পাদচারণ করিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে পাপীয়সী ঐ দুরাচারকে কহিল "প্রাণেশ্বর, তুমি অদ্য বিলম্বের জন্য আমায় বৃথা তিরস্কার করিও না। বিলম্বের কারণ তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। তোমার নিকট আসিতে কি আমার

অসাধ ? আমি তোমাতে নিতান্ত অনুরাগিণী এবং নিরত কায়মনোবাক্যে সেই অনুরাগের চিহ্ন দেখাইতেছি। ইহাতেও যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও, তবে অনুমতি কর কি করিলে তুমি তুষ্ট হও; আমি তখনি তাহা সম্পাদন করি। তোমার আজ্ঞায় আমি সকলই করিতে পারি। অদ্য রাত্রিতেই এই জনপূর্ণ মহানগরীকে শ্মশানে পরিণত করিতে পারি। কল্য প্রাতে দেখিবে কেবল শকুনি প্রভৃতি নরমাংসলোলুপ পক্ষী ও গোমায়ু প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এই স্থানে বিচরণ করিবে; প্রকাণ্ড প্রাসাদ যে ইষ্টকে নির্ম্মিত হইয়াছে, ককেসসগিরির অপর পার্শ্বে এখনি তৎসমুদায় প্রক্ষেপ করিতে পারি। কেবল তোমার একটী মুখের কথার অপেক্ষা।"

এই কথা বলিতে বলিতে কুলটা ও তদীয় উপপতি আমি যে স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিলাম, সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার খড়্গের আঘাতাধীন স্থানে আসিবামাত্র আমি সেই পাপিষ্ঠ পুরুষটাকে এরূপ আঘাত করিলাম যে সে তখনি ধরাশায়ী হইল। তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে অনুমান করিয়া আমি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলাম। পাপীয়সী উপপতির দশা দেখিয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল। অবশেষে আঘাত সাংঘাতিক হইলেও ইন্দ্রজাল প্রভাবে উপপতির প্রাণ দেহ বিযুক্ত হইতে না দিয়া তাহাকে এরূপ ভাবে রাখিল যে তাহাকে না মৃত না জীবিত বলা যায়। আমি নিজ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পাপিষ্ঠের সমুচিত শাস্তি দিয়াছি এই আহ্লাদে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। পরদিন প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি মহিষী আমার পার্শ্বে, কপট অথবা প্রকৃত নিদ্রায় অভিভূত আছে। তাহার নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার্থ সভাধিরোহণ করিলাম। যথাকালে অন্তঃপুরে আসিয়া দেখি, রাণী শোকবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, বেশ বিন্যাসাদি কিছুই করেন নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি কহিলেন "রাজন্, আমার এই বেশে আপনি বিরক্ত হইবেন না, আমি এককালীন তিনটি বিষয় অমঙ্গলের সংবাদ পাইয়াছি। আমার পিতা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, মাতা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং আমার ভ্রাতা পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" আমি বলিলাম "প্রেয়সি, তোমার শোকে আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই। এপ্রকার ঘটনায় দুঃখ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে বরং ইহা স্বাভাবিক; ভরসা করি, কালক্রমে তোমার এ গুরু দুঃখের লাঘব হইবে।" এইরূপ শোকে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। তদনন্তর রাণী এক দিবস প্রাসাদের সীমার মধ্যে এক শোকমন্দির নির্ম্মাণ করাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিল এবং কহিল আমি তথায় যাবজ্জীবন বাস করিব। আমি কোন আপত্তি করিলাম না। রাণী অশ্রুগৃহ নাম দিয়া এক প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করাইল। এই স্থানে তাহার উপপতির মৃতবৎ দেহ আনয়ন করিল এবং প্রতিদিন স্বহস্তে তাহাকে এ প্রকার চমৎকার পানীয় খাওয়াইতে লাগিল যে তাহার প্রভাবে তাহার প্রাণ দেহবিযুক্ত হইতে পারিল না। রাণী যাদুবিদ্যায় নিপুণা হইয়াও তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিল না। রাণী প্রতিদিন দুইবার করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। আমি সকল সংবাদই পাইতাম, কিন্তু এইরূপ ভান করিতাম যেন

কিছুই জানি না। অনন্তর রাণী শোকাগারে কিরূপ আচরণ করেন দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি এক দিবস অন্তগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। মহিষী আসিয়া আপনার উপপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রাণেশ্বর, তোমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তুমি যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি, কিন্তু তুমি আমার কথায় কোন উত্তর কর না; কেবল মৌন অবলম্বন করিয়া থাক। কতকাল এই ভাবে থাকিবে, একটী কথা কহিয়া আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর, হৃদয় শীতল হউক।" রাণীর এইরূপ খেদোক্তি শুনিয়া এবং একটী কাফ্রির প্রতি তাহার ঈদৃশ অনুরাগ দেখিয়া আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। একেবারে রাণীর সম্মুখীন হইয়া সমাধিস্থানকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "হে গোরস্থান, তুমি এই নরকুলকলঙ্ককে কেন উদরস্থ করিতেছ না অথবা কেন এই পাপীয়সী ও তাহার উপপতিকে গ্রাস করিতেছ না?" এই কথা শুনিবামাত্র রাণী আহত কালভুজঙ্গীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিল, "অরে দুরাচার, তুই যে আমার সর্ব্বনাশের মূল, তাহা আমি যে জানি না এমন মনে করিস্ না। আমি কেবল এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। আজ আবার তুই আমার দুঃখে উপহাস করিতে আসিয়াছিস্।" আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলাম "হাঁ, আমিই স্বহস্তে পাপিষ্ঠের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়াছি, এক্ষণে তোকেও উপযুক্ত শাস্তি দিব।" এই কথা বলিয়া আমি অসি নিষ্কাশিত করিয়া তাহার বধার্থ উত্তোলন করিলাম। মায়াবিনী আমার ক্রোধে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া আমার খড়্গ ধারণ করিল এবং ঘৃণার সহিত কহিল "স্থির হও, ইন্দ্রজাল প্রভাবে এই মুহূর্ত্ত হইতে অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ পাষাণময় হইয়া থাক।" এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র আমি ঈদৃশ আকার ধারণ করিলাম। পাপীয়সী মহানগরীকে অরণ্যে পরিণত করিল। এক্ষণে যেখানে পুষ্করিণী দেখিতেছেন, পূর্ব্বে ঐ স্থানে আমার রাজধানী ছিল, উহাতে যে চারিবর্ণের মৎস্য বিচরণ করিতেছে, ইহারা এতদ্দেশীয় চারি জাতি; মুসলমানেরা শ্বেতবর্ণ মৎস্য হইয়াছে, পারসেরা রক্ত, খ্রীষ্টিয়ানেরা নীলবর্ণ এবং ইহুদীরা হরিৎবর্ণ। যে চারিটী দ্বীপে এই রাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল, উহারা এক্ষণে চারিটী পর্ব্বতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কুলকলঙ্কিনী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, প্রতিদিন প্রাতে এই স্থানে আসিয়া আমার পৃষ্ঠদেশে একশত বেত্রাঘাত করে, তাহাতে রুধিরধারা নির্গত হইলে ছাগলোমের একখানা অমসৃণ বস্ত্র দ্বারা আহত প্রদেশ আবৃত করিয়া তাহার উপর এই রাজপরিচ্ছদ পরাইয়া দেয়। এইরূপ সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্য সম্মান নহে, শুদ্ধ ব্যঙ্গ করা মাত্র। এই কথা বলিতে বলিতে যুবরাজের নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত নরপতি ক্ষণকাল বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া কহিলেন "মহাশয়, এই অবিশ্বাসিনী মায়াবিনী কোথায় বাস করে এবং তাহার সেই বীভৎস উপপতিই বা কোথায় থাকে আমাকে বলুন।" যুবরাজ কহিল, সেই কুলটা এখন কোথায় আছে তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পাষাণ-

হৃদয় আমার নিগ্রহ করিয়া অন্তঃপুরে নিজ উপপতির নিকট উপস্থিত হয়; তথায় তাহাকে প্রতিদিন সঞ্জীবনী পেয় পান করায়, তাহাতেই যে অদ্যাপি জীবিত আছে।

সুলতান যুবরাজের দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া কহিলেন "মহাশয়, আপনার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত। ঐ মায়াবিনীর সমুচিত দণ্ড বিধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং আমার দ্বারা উহা স্বচ্ছন্দে সাধিত হইতে পারে, তাহাতে কোন ত্রুটি হইবে না।" অনন্তর সুলতান নিজ পরিচয় দিয়া কিজন্য এস্থানে আগমন হইয়াছে, তৎসমুদায় যুবরাজের গোচর করিলেন। অনন্তর কুহকিনীর প্রতিফল দিবার জন্য উভয়ে এক মন্ত্রণা করিলেন। সে দিবস পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করা স্থগিত করিয়া সুলতান বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। যুবরাজও কিরূপে মন্ত্রণা সুসিদ্ধ হইবে তাহার চিন্তায় মগ্ন হইলেন, অন্যান্য দিন যেমন অনিদ্রায় যাইত আজও সেইরূপে গেল।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সুলতান অশ্রুগৃহের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গৃহে বহুল দীপ জ্বলিতেছে, সারি ২ স্বর্ণময় সিন্দুক রহিয়াছে, তাহা হইতে এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ নির্গত হইয়া গৃহ আমোদিত করিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ এক উৎকৃষ্ট শয্যায় বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শয়ান আছে। তাহাকে দেখিয়া সুলতান নিজখড়্গ দ্বারা তাহার নির্ব্বাণপ্রায় জীবনের প্রদীপ সহজেই নির্ব্বাপিত করিলেন এবং শবটা নিকটস্থ একটা কূপে নিক্ষেপ করিয়া তদীয় বস্ত্রে নিজ শরীর আচ্ছাদিত করিলেন। সে যে ভাবে শয্যায় শয়ান করিয়াছিল আপনি সেই ভাবে শয্যায় শয়ন করিলেন এবং খড়্গখান যত্নে বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন; ক্ষণকাল পরে নিষ্ঠুর-বেত্রাঘাত ধ্বনি এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের করুণ বিলাপ রাজার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল। অনন্তর সেই কুলটা শোকাগারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে নিজ উপপতি বোধে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "তুমি কি নিষ্ঠুর, যে কামিনী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, তাহার প্রতি তোমার ঈদৃশ মৌনভাব কি উচিত? আমি তোমায় মিনতি করিতেছি, অন্ততঃ একটী কথা কহিয়া আমার কর্ণকুহর সুশীতল কর।"

রাজা গভীর নিদ্রা হইতে জাগরণের ভান করিয়া এবং যথাসাধ্য কাফ্রিদিগের স্বরের অনুকরণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ব্যতীত কাহার কিছু করিবার নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র রাণী আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া কহিল "হায়, কি শুনিলাম, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি; প্রাণনাথ, সত্য সত্যই কি এই অমৃতময় কথাগুলি তোমার সুধাপূর্ণ রসনা হইতে নির্গত হইল?" রাজা পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে কহিলেন "রে পাপীয়সি, তোর সহিত বাক্যালাপ করি তুই কি তাহার উপযুক্ত।" রমণী কহিল "কেন বৃথা আমায় তিরস্কার করিতেছ?" রাজা কহিল "তুই প্রতিদিন অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় তোর স্বামীকে পশুবৎ প্রহার করিস্, তাহার ক্রন্দনধ্বনিতে ও দীর্ঘনিশ্বাসে আমার নিদ্রা হয় না। যদি তাহাকে ইন্দ্রজাল হইতে মুক্ত করিয়া দিতিস্, তবে এতদিনে আমি ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতাম। এই কারণে তোর সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করে

না।” মহিষী কহিল “যদি আমার স্বামীকে মুক্ত করিলে তুমি সুখী হও, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।” রাজা কহিলেন, এই দণ্ডে তাহাকে মুক্ত কর যে আমাকে আর তাহার রোদনধ্বনি শুনিতে না হয়। রাণী তৎক্ষণাৎ শোকাগার হইতে বাহির হইয়া এক পাত্রে জল লইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। জল অগ্নিসংযোগে যেরূপ ফুটিতে থাকে, সেইরূপ ফুটিতে লাগিল। কুহকিনী সেই জল নিজ স্বামীর গাত্রে ছড়াইয়া দিয়া কহিল “যদি সৃষ্টিকর্ত্তা তোমায় এইরূপ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে এই অবস্থাতেই থাক। আর যদি কোন মন্ত্র প্রভাবে তোমার আকৃতি এইরূপ বিকৃতি ধারণ করিয়া থাকে তবে তুমি পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হও। এই কথা বলিবামাত্র, যুবরাজ আপনার স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর কুলটা তাহাকে কহিল “ওরে দুরাত্মন্, তুই এখনি এস্থান হইতে প্রস্থান কর, আর কদাচ এই পুরীতে পদার্পণ করিস্ না, করিলে বিপদ ঘটিবে।” যুবরাজ এই কথায় বাক্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাণী শোকাগারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ উপপতি বোধে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল “নাথ, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছি, এক্ষণে আলিঙ্গন দানে আমার চিরলুপ্ত অভিলাষ পূর্ণ কর।” রাজা কহিলেন ‘তুমি কিয়দংশ মাত্র নষ্ট করিয়াছ, কিন্তু এপর্য্যন্ত মূলে কুঠারাঘাত কর নাই, তাহা না করিলে আমার সহিত তোমার প্রণয় হইবে না।” রাণী কহিল “কাহাকে মূল কহিতেছ প্রকাশ করিয়া বল।” রাজা কহিলেন “তুমি মন্ত্রবলে সমুদায় নগরী ও ইহার অধিবাসী এবং চারি দ্বীপকে ধ্বংস করিয়াছ। প্রতিদিন নিশীথকালে মৎস্য সকল জলের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া আমাদের দুইজনকে অভিসম্পাত করে। কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত করাও; এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব।”

এই কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া রমণী কহিল, আমি এখনি তোমার আজ্ঞা সম্পাদন করিতেছি। এই কথা বলিয়া রমণী এক গণ্ডূষ জল লইয়া পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া জল মন্ত্রপূত করিয়া পুকুরের চারি পার্শ্বে প্রক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে পুষ্করিণী রাজধানী হইয়া উঠিল; মৎস্যগণ বালক বালিকা যুবক যুবতী প্রভৃতির রূপ ধারণ করিল; দোকান প্রভৃতি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; রাজপথ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল; চারিটি পর্ব্বত চারিটী দ্বীপ হইয়া উঠিল; অধিক কি, নগরী পূর্ব্বে যেরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল এখনও ঠিক সেইরূপ হইল।

সুলতানের সহচরবর্গ পুষ্করিণীর প্রান্তভাগেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিল; হঠাৎ আপনাদিগকে এক জনপূর্ণ মহানগরীর মধ্যবর্ত্তী দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

এদিকে কুহকিনী উপপতিবেশধারী রাজার আজ্ঞা সম্পাদন করিয়া অবিলম্বে প্রতিশ্রুত পুরস্কারের প্রত্যাশায় তাঁহার সমীপে উপনীত হইল এবং কহিল “প্রাণনাথ, তুমি যা যা অনুমতি করিয়াছ, আমি সকলই সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে প্রতিশ্রুত আলিঙ্গন দানে আমার চিরসঞ্চিত আশা সফল

কর।” রাজা পূর্ব্ববৎ বিকৃত স্বরে কহিলেন “আমার নিকটে আইস।” কামুকী প্রফুল্লচিত্তে সমীপে আগমন করিলে, রাজা বিদ্যুৎগতিতে গাত্রোত্থান করিয়া হঠাৎ দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং কুলটা তিনি কে চিনিতে না চিনিতে খড়্গাঘাতে তাহার শরীর দ্বিধা করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শবকে তদবস্থায় রাখিয়া যুবরাজের সন্ধানে বাহির হইলেন। যুবরাজও বিষম সংশয়িতচিত্তে পরামর্শের পরিণাম জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আনন্দে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন “যুবরাজ, আর তোমার ভয় নাই, তোমার শত্রু নিহত হইয়াছে।”

যুবরাজ নিজ মুক্তিদাতাকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে ধন্যবাদ দিয়া কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। রাজা যুবরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন “তুমি সুখে নবরাজ্য ভোগ কর। আর আমার রাজত্ব তোমার রাজ্যের সন্নিহিত; ইচ্ছা হইলে একবার তথায় যাইলে পরম প্রীত হইব।” যুবরাজ কহিলেন “আপনি কি মনে করিয়াছেন যে আপনার রাজ্য এখান হইতে নিকট?” রাজা কহিলেন “বোধ করি চারি পাঁচ ঘণ্টার পথের অধিক হইবে না।” যুবরাজ কহিলেন “আপনার রাজ্য এখান হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের পথ। পূর্ব্বে সমুদায় নগর মায়াবলে ঐরূপ নিকট বোধ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু এক্ষণে আর তাহা নাই। তা যাই হউক, আপনার রাজ্য যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও অবস্থিত থাকিত, তথাপি আমি উদ্ধারকারীর সহিত তদীয় রাজ্য দর্শনে যাইতাম।” এই কথা বলিয়া যুবরাজ স্বীয় যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ তাঁহার গমন সংবাদ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। যুবরাজ নিজ এক আত্মীয়কে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহাসমারোহে মুক্তিদাতার সহিত যাত্রা করিলেন। পথে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিল না। রাজা কয়েক জন দ্রুতগামী অশ্বারোহী দ্বারা এই সংবাদ নিজ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। এই জন্য নগরস্থ যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও জানপদবর্গ তাঁহার অভিনন্দনার্থ অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নবাগত যুবরাজের অভিনন্দনার্থ কিছুদিন সমারোহে অতিবাহিত হইলে রাজা একদিন সমস্ত অমাত্যবর্গকে সমবেত করিয়া নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কালদ্বীপের যুবরাজকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যে সকল অমাত্য প্রভুভক্তির সহিত সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পারিতোষিক প্রদান করিলেন। যে ধীবর এই সমস্ত ব্যাপারের মূল, তাহাকে এরূপ সম্পত্তি প্রদান করিলেন যে সে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

তিন ফকির ও বোগদাদ দেশীয় পাঁচ রমণীর কথা।

কালিফ হারুন অল রসিদ নামা রাজার রাজত্বকালে বোগদাদ্ নগরে এক মুটিয়া বাস করিত। যদিও সে নীচ ও সামান্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তথাপি সে নিতান্ত অরসিক বা অসভ্য ছিল না। একদিন প্রাতে একটী বড় ঝোড়া সম্মুখে রাখিয়া সে আপন কাজের অপেক্ষায় বসিয়া

আছে, এমন সময় একটী পরমসুন্দরী রমণী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল "তোমার ঝোড়া লইয়া আমার সঙ্গে আইস।" রমণীর মিষ্টস্বরে সন্তুষ্ট হইয়া মুটিয়া "আজ আমার সুপ্রভাত, আজ আমার সুপ্রভাত" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার অনুগামী হইল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া রমণী এক বদ্ধদ্বারের নিকট দাঁড়াইল এবং দ্বারে করাঘাত করিল। শ্বেত শ্মশ্রুধারী এক খ্রীষ্টিয়ান দ্বার খুলিয়া দিল। রমণী তাহার হস্তে কয়েকটী মুদ্রা দিলে সে এক কলস মদ আনিয়া দিল। কলস মুটিয়ার মাথায় দিয়া রমণী পুনরায় গমন করিতে লাগিল। এক ফুলওয়ালার দোকান হইতে কতকগুলি সুগন্ধি ফুল কিনিল এবং এক ফলওয়ালার দোকানে কতকগুলি সুমিষ্ট ফল ক্রয় করিল। অবশেষে কিছু মাংস কিনিয়া মুটিয়ার বোঝায় তুলিয়া দিয়া এক প্রকাণ্ড বাটীর দ্বারে আসিয়া মৃদু করাঘাত করাতে এক রমণী দ্বার খুলিয়া দিল। এই রমণীর রূপ দেখিয়া মুটিয়া অবাক্ হইয়া গেল, তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠাতে মোট পড়ে পড়ে হইল। রমণী এই ব্যাপার দেখিয়া এরূপ আশ্চর্য্য হইল যে, দ্বার যে খোলা হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইল না। তদ্দর্শনে দ্বারোন্মোচনকারিণী রমণী কহিল "ভগিনি, ভিতরে আইস, কেন অপেক্ষা করিতেছ? তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না বেচারার মাথায় এত বোঝা চাপাইয়াছ যে সে আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না?" অনন্তর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনজনে বাটিতে প্রবেশ করিল। এক প্রাঙ্গণ পার হইয়া মুটিয়া শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি সুসজ্জিত গৃহ দেখিল। গৃহের সজ্জা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একটী গৃহের মধ্যস্থলে বহুমূল্য হীরক ও মুক্তার এক বিচিত্র আসন স্থাপিত আছে। সিংহাসনের চারিপার্শ্বে সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত চারিটি কাষ্ঠময় স্তম্ভ নির্ম্মিত আছে। সমস্ত আসন রক্তবর্ণ সাটিনে মোড়া, এই সকল দেখিয়া মুটিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কিন্তু তৎপর যাহা দেখিল, তাহাতে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। দেখিল, অপ্সরোনিন্দিতা এক পরমসুন্দরী কন্যা সিংহাসন আলো করিয়া বসিয়া আছে; তাহার রূপের ছটায় হীরক সকল নিষ্প্রভ হইয়াছে। এই রমণীর আকার প্রকার দেখিয়া মুটিয়া বুঝিল ইনিই বাটীর কর্ত্রী। এই রমণীর নাম জোবেদী, যিনি দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন তাঁহার নাম সাফী, আর যিনি খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন তাহার নাম আমিনী।

রমণীদ্বয় সন্নিহিত হইবামাত্র জোবেদী সিংহাসন হইতে নামিয়া তাহাদের নিকট আসিলেন এবং কহিলেন "প্রিয় ভগিনীগণ, এই ব্যক্তি মোট মাথায় বড় কষ্ট পাইতেছে, কিজন্য ইহার মোট নামাইয়া দিতেছ না?" এই কথা শুনিয়া তাহারা শশব্যস্তে মোট নামাইয়া দিল, জোবেদীও কিঞ্চিৎ সাহায্য করিল। ঝোড়া হইতে দ্রব্যগুলি নামাইয়া লইয়া আমিনী মুটিয়াকে বিলক্ষণ পুরস্কার করিল। মুটিয়া পুরস্কার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া যাইবার মানসে ঝোড়া তুলিল, কিন্তু রমণীত্রয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। জোবেদী প্রথমে ভাবিল মুটিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি থাকিতে দেখিয়া মনে করিল বুঝি মুটিয়া পুরস্কারে তুষ্ট হয় নাই। এই ভাবিয়া সে আমিনীকে কহিল "বোধ করি, মুটিয়া দত্ত পুরস্কারে সন্তুষ্ট হয় নাই। ইহাকে আরও কিছু দাও।"

মুটিয়া কহিল "আমি যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছি, কিন্তু আপনাদের অসামান্য রূপ দর্শনে আমি বিস্মিত হইয়াছি ; এখানে কেবল আপনারা তিনটি নারী আছেন, কোন পুরুষ দেখিতেছি না, ইহাতে আরও চমৎকৃত হইয়াছি। যুবতী ব্যতীত পুরুষগণের সম্মিলন যেমন অসুখকর, পুরুষ ব্যতীত রমণীসমবায়ও সেইরূপ নীরস।" এই কথা শুনিয়া রমণীসম্প্রদায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

অনন্তর জোবেদী কহিল "তুমি অতিশয় সাহসিক দেখিতেছি, আমরা তিন ভগ্নী এখানে বাস করি। আমাদের কার্য্য অতি গোপনীয়, তাহা কাহার নিকট প্রকাশের যোগ্য নহে। এই জন্য আমরা পুরুষের সংসর্গ রাখি না। কোন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন, "গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলে তাহা হাত ছাড়া হইয়া যায়।" যদি তোমার নিজের গুপ্ত কথা নিজ হৃদয় গোপন করিতে পারিল না তবে অন্যের হৃদয় কিরূপে তাহা লুকাইয়া রাখিবে?" মুটিয়া কহিল, "আপনাদের আকার দেখিয়াই বুঝিয়াছি যে আপনারা অশেষ গুণের আধার। শাস্ত্রে বলে "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।" যদিও আমি নীচ ব্যবসায়ী বটে, তথাপি নিরক্ষর নহি। আমি ইতিহাস ও বিজ্ঞান পাঠে মনকে যথাবিধ উন্নত করিয়াছি। আর আমার একটী বিশেষ গুণ আছে, আমায় গুপ্তকথা বলিলে তাহার আর প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। সিন্দুকের চাবি দিয়া চাবি ফেলিয়া দিলে তন্নিহিত নিধি যেমন প্রকাশ হয় না, সেইরূপ আমার হৃদয়-নিহিত গুপ্তকথা কখন প্রকাশ হয় না।" বাহকের ঈদৃশ উক্তি শুনিয়াও জোবেদী তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু আমিনী অনেক অনুনয়ে মুটিয়াকে তথায় রাখিল। অনন্তর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আমিনী ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। মাংসাদি যাহা ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল, সমুদায় এক টেবিলে সাজাইয়া তিন ভগ্নীতে টেবিলের চারিদিকে বসিল এবং বাহককেও এক পার্শ্বে বসাইল। বাহক এরূপ সম্মানলাভে, বিশেষ ঈদৃশ রূপবতীদিগের সহিত একত্র ভোজনে অনুমত হইয়া আহ্লাদে গলিয়া গেল। আহারে প্রবৃত্ত হইয়াই আমিনী এক পাত্র মদ্য ঢালিয়া স্বয়ং পান করিল, তদনন্তর ক্রমান্বয়ে দুই ভগ্নীকে দুই গেলাস দিল। অবশেষে চতুর্থবারে পানপাত্র পূর্ণ করিয়া বাহকের হস্তে দিলে, বাহক আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমিনীর হস্ত চুম্বন করিল এবং সুরা পান করিয়া এই ভাবে একটী গান করিল "যেরূপ বায়ু যে স্থান দিয়া বহে সেই স্থানের সমস্ত পুষ্পের সৌরভ বহন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ এই সুরা সুন্দরীর সৌরভপূর্ণ কমনীয় হস্ত হইতে আগমন করাতে অধিকতর সৌরভ ধারণ করিয়াছে।" অতিশয় আনন্দের সহিত ভোজন সমাপ্ত হইলে দিবাবসানে সাকি বাহককে সম্বোধন করিয়া কহিল "সন্ধ্যা হইল, এই সময় বিদায় হও।" এই কথা শুনিয়া বাহকের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ; সে কহিল "সুন্দরীগণ, এ অবস্থায় কোথায় যাই? আপনাদিগের অলোকসামান্য রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া আমার চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রচুর সুরাপানে সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে বাটী অনুসন্ধান করিয়া লই আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। আমি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেও সহজে বাটী যাইতে পারিব না, যাইতে হইলে অদ্য এখানে থাকিয়া যাইতে হইবে।"

বাহকের পূর্ব্বসহায় আমিনী এবারেও তাহার সহায়তা করিলেন। তিনি বলিলেন "বাহকের কথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষ এ ব্যক্তি আমাদের প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছে। অদ্য রাত্রি এখানে ইহাকে স্থান দেওয়া উচিত।" জোবেদী ভগ্নীর কথায় সম্মত হইয়া মুটিয়াকে কহিল "তোমাকে পূর্ব্বে সাবধান করিয়া দিতেছি যে তোমার সম্মুখে আমরা যে কোন কার্য্য করিব, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিও না। কৌতূহল নিবারণ করিয়া রাখিও। যদি না কর, তবে তোমার অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।" বাহক কহিল "আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি যথাসাধ্য এই সকল নিয়ম পালন করিব।" জোবেদী গম্ভীরভাবে কহিল "এই সকল নিয়ম যে আজ নূতন তোমার সম্বন্ধে প্রস্তুত হইল তাহা নহে। অনেক দিন হইতে এই নিয়মাবলী আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। গৃহের অভ্যন্তরে দ্বারদেশে কি লেখা আছে পাঠ কর।" বাহক দেখিল, বড় বড় স্বর্ণাক্ষরে এই কয়টী কথা লেখা আছে "যে ব্যক্তি স্বসম্পর্কীয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে কথা কহে, তাহাকে অসুখকর কথা শুনিতে হয়।"

অনন্তর আমিনী গৃহমধ্যে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত করিয়া আহারের আয়োজন করিল। দিবাভাগের ন্যায় বাহক রমণীগণের সহিত একত্র ভোজনে অনুরক্ত হইল। আহারের সহিত মুহুর্মুহুঃ মদিরা চলিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে সরস কৌতুকাদিও হইতে লাগিল। এরূপ আমোদ আহ্লাদ চলিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনা গেল। সকলের সম্মতিক্রমে সাকি দ্বার মুক্ত করিতে গেল, কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে ২ কহিল "অদ্য রাত্রি বেশ আমোদে কাটিবে বোধ হইতেছে, কারণ তিনজন ফকির দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদের তিন জনেরই দক্ষিণ নেত্র নষ্ট হইয়াছে, তিন জনেরই মস্তক, শ্মশ্রু ও ভ্রূদ্বয় মুণ্ডিত। তাহারা বলিতেছে যে এইমাত্র তাহারা বোগদাদে আসিয়াছে, রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়া আজিকার মত এখানে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা সকলেই যুবক ও সুপুরুষ। আমি তোমাদের অভিপ্রায় জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহারা দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।" উভয় ভগিনীই সাকির মতে অমত করিতে না পারিয়া কহিল "তাহাদিগের এখানে আশ্রয় দিতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু অগ্রেই তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিও যেন আমাদের কার্য্য দেখিয়া কোন কথা না কহে।" সাকি এই কথা শুনিয়া ফকিরদিগকে আনিতে গেল এবং কিঞ্চিৎ পরেই তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিল।

তাহারা প্রবেশমাত্র রমণীত্রয়কে অভিবাদন করিল, রমণীরাও তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং ভোজনার্থ অনুরোধ করিল। আহার সমাপনান্তে ফকিরেরা কহিল দুই একটা বাদ্যযন্ত্র পাইলে তাহারা রমণীগণের পরিতোষার্থ গান করিতে পারে। সাকি এই কথা শুনিয়া দুইটী বাঁশী ও একযোড়া তবলা আনিয়া দিল। ফকিরেরা এক এক যন্ত্র লইয়া গান আরম্ভ করিলে রমণীরাও নিজ বীণানিন্দিত কণ্ঠ তাহাদের স্বরে মিলাইয়া সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীতের পর পুনরায় দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল। কারণ জানিবার জন্য সাকি দ্বারোদ্দেশে চলিল।

সাহারজাদী সুলতানকে কহিল "মহারাজ, এতরাত্রে কে কিজন্য ঐ বাটীর দ্বারে আঘাত করিল, তাহার কারণ নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। কালিফ হারুণ অল রসিদের এইরূপ নিয়ম ছিল যে প্রজাদিগের শান্তি রক্ষা হইতেছে কি না দেখিবার জন্য তিনি প্রতিদিন রাত্রে স্বয়ং ছদ্মবেশে নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতেন। ঐ রাত্রিতে রাজা, প্রধান মন্ত্রী জাফর ও সর্ব্বপ্রধান খোজা মস্‌রুরকে সঙ্গে লইয়া বণিক্‌বেশে নগর দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। উক্ত বাটীর সন্নিহিত হইয়া বাটীমধ্যে বাদ্যধ্বনি ও কোলাহল শুনিয়া কারণ জানিবার জন্য মন্ত্রীকে দ্বারে আঘাত করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী কহিল "মহারাজ, বাটীর স্ত্রীলোকেরা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া গান করিতেছে, ইহা আর আপনি কি দেখিবেন? বিশেষ তাহারা এক্ষণে প্রকৃতিস্থ নহে, আপনার অপমানও করিতে পারে। আর রাত্রিও এমন অধিক হয় নাই যে এসময়ে গান বাদ্য নিষিদ্ধ হইবে। অতএব এক্ষণে যাইয়া তাহাদের আমোদ প্রতিবন্ধক দেওয়া উচিত নহে।" রাজা তথাপি দ্বারে আঘাত করিতে বলাতে মন্ত্রী সুতরাং সম্মত হইল। এদিকে সাকি আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া আগন্তুকদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রী কহিলেন "আমরা তিন জন মোসলদেশীয় বণিক্, সম্প্রতি এই নগরে আসিয়াছি। অদ্য রাত্রে এই নগরীর এক সদাগরের বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। তথায় সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া গোলযোগ করায় রাজপুরুষেরা কতিপয় ব্যক্তিকে বন্ধন করিতে লাগিল দেখিয়া আমরা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। এদেশের পথ ঘাট বিশেষ জানা নাই, বিশেষ এখন মত্ততা দূর হয় নাই। পাছে পুনরায় রাজপুরুষদিগের হস্তে পড়ি, এই জন্য আপনাদিগকে জাগরিত দেখিয়া আশ্রয়লাভের আশায় দ্বারে আঘাত করিয়াছি। আশ্রয় দানে আমাদিগকে বাধিত করুন।" সাকি এই কথা শুনিয়া কহিল, আমি পরিচারিকা মাত্র, ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব কর। এই বলিয়া সাকি সহোদরাদ্বয়কে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইল। তিনভগীতে অনেক ক্ষণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, যখন ফকিরদিগকে আশ্রয় দেওয়া গিয়াছে, তখন বিদেশীয় এই তিন জন বিপন্ন বণিক্‌কেও আশ্রয় দেওয়া উচিত। অনন্তর সাকি আগন্তুকদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিলে তাহারা রমণীত্রয়কে অভিবাদন করিল, তাঁহারাও তাহাদিগের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। অভ্যর্থনান্তে জোবেদী গম্ভীর ভাবে কহিলেন "তোমাদের আগমনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু এক বিষয়ে তোমাদের সাবধান করিয়া দিতেছি। চক্ষের দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে, তোমরা এখানে তাহাই করিতে পাইবে, জিহ্বার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবে না। অর্থাৎ যে সমস্ত ঘটনা দেখিবে তাহার কারণ জানিবার জন্য কোন প্রশ্ন করিতে পারিবে না অথবা যে কার্য্যের সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহাতে কোন কথা কহিতে পাইবে না। এরূপ না করিলে নিশ্চয়ই তোমাদের বিপদ ঘটিবে।" মন্ত্রী কহিল "আমরা একথা অবশ্যই রক্ষা করিব। আমরা নিন্দুক বা কৌতূহলপরবশ নির্ব্বোধ লোক নহি যে পরের অনভিমতে তদীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব।" কথা শেষ হইলে রমণীগণ অতিথিত্রয়কে সুরাপান করিতে অনুরোধ করিলেন। [illegible]

অনুরোধ সানন্দে রক্ষা করিলেন। রাজা কামিনীগণের অসামান্য সৌন্দর্য্য, সুমিষ্ট আলাপ, ও সুন্দর স্বভাবচরিত্র দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তিনজন ফকিরের এক চক্ষু অন্ধ দেখিয়া তিনি তাহার কারণ জানিতে অতিশয় উৎসুক হইলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাত নিয়মপালনের অনুরোধে কৌতূহল নিবারণ করিলেন। গৃহের পারিপাট্য ও সুসজ্জা দেখিয়া রাজার বোধ হইল জাদুবিদ্যা না জানিলে এরূপ সুশৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না।

কিয়ৎক্ষণ নানা বিষয়ে কথোপকথনের পর জোবেদী গাত্রোত্থান করিয়া আমিনীকে কহিল "ভগি, আইস আমরা আমাদিগের নিত্যকর্ম্ম সাধন করি, বৃথা কালক্ষেপে প্রয়োজন কি?" আমিনী এই কথা শুনিয়া পানপাত্র, বোতল ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি একে একে সরাইতে লাগিল। সাফি প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া তিন জন ফকিরকে এক কৌচে বসাইল এবং রাজা ও তাঁহার অনুচরকে অন্য কৌচে বসিতে বলিল। অনন্তর সাফি মুটিয়াকে কহিল 'তুমি ঘরের লোক ও বিলক্ষণ সবল। তোমার এরূপ বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের একটু সাহায্য কর।' মুটিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইল। কিঞ্চিৎ পরে আমিনী গৃহের মধ্যস্থলে একখানি চৌকী রাখিয়া গিয়া নিকটস্থ একটী গৃহের দ্বার খুলিল এবং মুটিয়াকে যাইতে ইঙ্গিত করিল। মুটিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছু পরে শিকল ধরিয়া দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুকুর আনিল। তদ্দর্শনে জোবেদী মুটিয়ার অভিমুখে গিয়া কহিল 'আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিব।' এই কথা বলিয়া সে আস্তিন গুটাইল এবং সাফি কর্ত্তৃক আনীত বেত্র হস্তে লইয়া মুটিয়াকে কহিল 'একটী কুকুর আমার নিকট লইয়া আইস এবং অপরটী আমিনীকে দিয়া আইস।' বাহক একটী কুকুর জোবেদীর নিকট উপস্থিত করিলে, সেটা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং এমন দীনভাবে জোবেদীর দিকে চাহিল যে দেখিলে অতি নিষ্ঠুরের হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হয়। কিন্তু জোবেদী তাহার কাতরতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই তাহাকে এরূপ বেত্রাঘাত করিতে লাগিল যে কুকুরটা মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। অবশেষে জোবেদী যখন আঘাত করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল তখন বেত্র দূরে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর বাহকের হস্ত হইতে শিকল লইয়া কুকুরকে দুইপায়ে দাঁড় করাইয়া তাহার মুখের দিকে সস্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কুকুরও মলিন বদনে তাহার মুখের দিকে চাহিলে উভয়ে কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া জোবেদী নিজ রুমাল দিয়া কুকুরের মুখ মুছাইয়া দিল এবং সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিল। জোবেদী বাহকের হস্তে শিকল দিয়া যে গৃহে এইটা ছিল তথায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং অন্যটাকে নিজের নিকট আনিতে কহিলেন। বাহক দ্বিতীয় কুকুরকে আমিনীর হস্ত হইতে আনিয়া উপস্থিত করিলে জোবেদী কহিল ইহাকে পূর্ব্বটার মত ধর। অনন্তর আমিনীর হস্ত যষ্টি লইয়া এটাকেও পূর্ব্ববৎ প্রহার করিল, এবং ইহারও মুখ মুছাইয়া দিয়া চুম্বন করিল। এবারে কিন্তু বাহককে লইয়া যাইতে হইল না, আমিনী স্বয়ং কুকুরটাকে লইয়া গেল।

ফকির, রাজা প্রভৃতি সকলেই এই ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। কি

কেনই বা অস্পৃশ্য কুক্কুরকে চুম্বন করিয়া পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিল, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

জোবেদী কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া রাজার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ এক সোফায় উপবিষ্ট হইলেন। দর্শকগন কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, কাহারও মুখে বাক্য সরিল না। অনন্তর সাকি আমিনীকে কহিল "তুমি আর কেন বিলম্ব কর? নিজ কর্ত্তব্য সাধনে উদ্যোগ কর।" আমিনী এই কথায় উঠিয়া পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে সাটিনে মোড়া সোণার কাজ করা হরিৎবর্ণ একটী বাক্স আনিল এবং তাহা হইতে একটী বীণা বাহির করিয়া সাকির হস্তে দিল। সাকি সুর মিলাইয়া বাজাইতে বাজাইতে তাহার সহিত নিজ কোমল কণ্ঠস্বর মিশাইল এবং তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। তাহার গান শুনিয়া শ্রোতারা সকলেই মোহিত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ গান করিয়া সাকি বীণা আমিনীর হস্তে দিয়া কহিল "ভগিনি, আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছি। তুমি বীণা বাদন করিয়া অতিথি-গণের মনোরঞ্জন কর।" আমিনী বীণা লইয়া সাকি যেরূপ বিচ্ছেদ যন্ত্রণার বিষয়ে গান করিয়াছিল সেইরূপ করিল। কিন্তু নিজের গানে নিজে এরূপ মোহিত হইল যে গান শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে গানে ক্ষান্ত দিতে হইল। তাহার গান শুনিয়া জোবেদী প্রশংসা করিয়া কহিল "ভগিনি, তুমি অতি মনোরম গান করিয়াছ। তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে গানের অক্ষরে তোমায় হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছে।" আমিনী ঐ কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না, অতিশয় শ্রান্তি বোধ হওয়ায় বায়ু সেবনের জন্য গাত্র, গলদেশ ও বক্ষঃস্থলের বস্ত্র খুলিয়া দিল। দর্শকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, যে আমিনীর বক্ষঃস্থল শুভ্র নহে এবং আঘাতের চিহ্নে পরিপূর্ণ। গাত্রবস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া আমিনী সুস্থ হইতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। জোবেদী ও সাকি তাহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল।

এদিকে এই ব্যাপার দেখিয়া একজন ফকির কহিল 'এস্থলে আসিয়া এই অমানুষ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার অপেক্ষা অনাবৃত স্থলে পড়িয়া থাকা ভাল ছিল।' রাজা তাহাদের নিকট যাইয়া ফকিরদিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল, আমরা এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না, আমরা ইতিপূর্ব্বে কখন এ বাটীতে আসি নাই, আপনাদের প্রবেশের কিছু পূর্ব্বে আমরা এখানে পদার্পণ করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া রাজার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি হইল। তাঁহারা বাহককে বাটীর পরিচারক নিশ্চয় করিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আপনারা এ বিষয়ে যেমন অনভিজ্ঞ আমিও তদ্রূপ। বহুকাল এই নগরীতে মোট বহিতেছি বটে, কিন্তু কখন এ বাটীতে আসি নাই।" রাজা ভাবিয়াছিলেন এ ব্যক্তি বাটীর সম্পর্কীয় কোন লোক হইবে অতএব ইহার নিকট অনেক সন্ধান পাইবেন; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল দেখিয়া সকলকে ডাকিয়া কহিলেন "আমরা সর্ব্বশুদ্ধ সাতজন পুরুষ আছি, ইহারা তিন জন স্ত্রীলোক মাত্র। আইস, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাক্; যদি সহজে বলিতে না চাহে, তবে বল প্রয়োগে সন্ধান বাহির করিয়া লইব।" মন্ত্রী এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিল 'এরূপ কার্য্য ভদ্রলোকের উচিত নহে। বিশেষ যখন

ইহারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে, তখন ইহাদের এরূপ ক্ষমতা অবশ্যই আছে যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তাহার প্রতিফল দিতে পারে।' কিন্তু রাজা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। জিজ্ঞাসা করাই স্থির হইলে, কে জিজ্ঞাসা করিবে তদ্বিষয়ে বিচার হইতে লাগিল। ফকিরেরা জিজ্ঞাসা করিতে অস্বীকার করায় এইরূপ স্থির হইল যে বাহকই জিজ্ঞাসা করিবে। তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিতেছেন এমন সময় আমিনী একটু স্বাস্থ্যলাভ করায় জোবেদী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনারা কি বলাবলি করিতেছিলেন?" মুটিয়া একেবারে বলিয়া উঠিল "আপনি কি জন্য কুক্কুর দুইটীকে প্রহার করিলেন এবং আমিনীর বক্ষঃস্থলে কিরূপে আঘাত চিহ্ন হইল তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া এই কয়টি ভদ্রলোক আমাকে আজ্ঞা করিতেছিলেন যে তুমি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।" এই কথা শুনিয়া জোবেদী ক্রোধান্ধ হইয়া আরক্তনেত্রে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেমন মহাশয়েরা, এই মুটিয়ার কথা কি সত্য?' তাঁহারা একবাক্যে কহিলেন "হাঁ সত্য, আমরা উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছি বটে।" এই কথায় অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া জোবেদী কহিল "আপনারা অতি অভদ্র। পাছে আপনারা এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন এই জন্য অগ্রেই আপনাদিগকে নিষেধ করিয়াছি। আপনারা সে নিষেধ মানিলেন না। আচ্ছা ভালই করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া ভূমিতে তিনবার পদাঘাত করিল এবং করতালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল "তোরা কে আছিস রে, শীঘ্র আয়।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ একটি দ্বার খুলিয়া গেল এবং সাতজন কৃষ্ণবর্ণ হাপসী খড়্গহস্তে প্রবেশ করিয়া সাতজনের কেশাকর্ষণ করিয়া মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইল। রাজা এই অকস্মাৎ বিপদে কম্পিত কলেবর হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'হায়, কেন এখানে আসিলাম, কেনই বা মন্ত্রীর পরামর্শ শুনিলাম না।' ফকিরগণ ও মন্ত্রী প্রভৃতি দেখিল সমূহ বিপদ, উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই। এদিকে একজন হাপসী, জোবেদী ও তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল "অসীম ক্ষমতাশালিনি সর্ব্ব-মান্যা কর্ত্রীঠাকুরাণীগণ! অনুমতি করুন ইহাদিগের শিরশ্ছেদ করি।" জোবেদী কহিল "স্থির হও, অগ্রে ইহাদিগকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।" এই কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বাহক কহিল "দোহাই পরমেশ্বরের, আমাকে রক্ষা কর। আমার কোন অপরাধ নাই। এই কানা বেটারাই সকল অনর্থের মূল। ইহাদিগকে শমনসদনে পাঠাইয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করুন। এক জনের অপরাধে যেন আর এক জনের দণ্ড না হয়।" জোবেদী অতিশয় রাগান্বিত হইয়াও এই কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার কথায় কোন উত্তর না করিয়া কহিলেন "তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া ত তোমাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, তোমাদের স্বরূপ পরিচয় দাও, নচেৎ এখনি তোমাদের প্রাণদণ্ড করিব।" রাজা মন্ত্রীকে যথার্থ পরিচয় দিতে কাণে কাণে কহিলেন, কিন্তু বিজ্ঞ মন্ত্রী একেবারে প্রকৃত পরিচয় দেওয়া ভাল নয় বিবেচনায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জোবেদী ফকিরগণকে কহিলেন "তোমরা কি তিন সহোদর?" তাহারা কহিল, না, আমরা তিন জনে এক ধর্ম্মাবলম্বী মাত্র। জোবেদী জিজ্ঞাসা করিলেন

'তোমরা আজন্ম এক চক্ষুহীন?' তাহারা কহিল "না, আমরা সকলেই রাজার পুত্র। কোন আশ্চর্য্য ঘটনায় চক্ষুহীন হইয়া অবধি আমরা লজ্জায় মস্তকাদি মুণ্ডন করিয়াছি। পূর্ব্বে আমাদের পরস্পরের পরিচয় ছিল না। অদ্য সন্ধ্যাকালে সাক্ষাৎ হইয়া পরিচয় হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া জোবেদী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া হাপ্সীদিগকে কহিল "সম্প্রতি ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও, কিন্তু তোমরা এখানে উপস্থিত থাকিও। যে ব্যক্তি প্রকৃত পরিচয় দিবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। আর যিনি প্রকৃত বিষয় গোপন করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে।

মুটিয়া দেখিল যখন প্রকৃত পরিচয় দিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তখন মন্দ কি? এই ভাবিয়া অগ্রেই সে আপন বিবরণ আরম্ভ করিয়া কহিল "ঠাকুরাণি, আমার বৃত্তান্ত আপনি সকলই জানেন। অদ্য প্রাতে এই ঠাকুরাণী (আমিনী) বাজার করিতে গিয়া কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া আমার মাথায় দিয়া আমাকে এখানে আনেন। সেই অবধি আমি এখানে আছি। আপনারা আজ আমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন তাহা আমি জন্মাবচ্ছিন্নে ভুলিব না। এই ত আমার গল্প, এ অপেক্ষা অধিক কিছুই নাই।" জোবেদী শুনিয়া বলিল 'আচ্ছা, তুমি যাইতে পার, কিন্তু আর কখন এ বাটীতে পদার্পণ করিও না।' সে বলিল 'আর খানিকক্ষণ আমাকে থাকিতে দিন, আমি এই কানা কটার গল্প শুনিয়া যাইব।' জোবেদী হাসিয়া তাহার কথায় সম্মত হইল এবং ফকিরগণের অন্যতমকে তাহার ইতিহাস আরম্ভ করিতে বলিল।

প্রথম ফকিরের কথা।

প্রথম ফকির কহিল, কিরূপে আমার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইল এবং কি জন্যই বা আমি ফকির ধর্ম্ম অবলম্বন করিলাম বলিতে হইলে প্রথমে বলা আবশ্যক যে আমি এক রাজার সন্তান। আমার পিতার এক সহোদর ছিলেন, তিনিও সন্নিহিত এক রাজত্বের আধিপত্যে নিযুক্ত ছিলেন। পিতৃব্যের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রটি আমার সহিত সমবয়স্ক ছিল।

আমার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পিতা বিবেচনা করিলেন আমাকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য তিনি আমাকে প্রতি বৎসর একবার করিয়া পিতৃব্য ভবনে যাইতে অনুমতি দিতেন এবং আমি তথায় দুই এক মাস অবস্থান করিতাম। এইরূপ যাতায়াত করাতে পিতৃব্যপুত্রের সহিত আমার অতিশয় প্রণয় জন্মিল। শেষে যেবারে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, অন্যান্য বারের অপেক্ষা সেবারে ভ্রাতা আমায় অধিকতর সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিল। একদিবস রাত্রিকালে আহারান্তে আমাকে কহিল "ভ্রাতঃ! আমি বহুদেশ হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থপতি আনাইয়া একটি চমৎকার বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছি। ইচ্ছা সে বাটীতে তোমার সহিত একত্র বাস করি। যদি তুমি অঙ্গীকার কর যে সে বাটীর কথা কাহাকেও বলিবে না, তাহা হইলে আমি তোমায় তথায় লইয়া যাইতে পারি।" আমি স্বীকার করিলে "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর এখনি আসিতেছি" বলিয়া ভ্রাতা প্রস্থান করিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরেই এক পরম সুন্দরী বিচিত্র বসন ভূষণে অলঙ্কৃতা রমণীকে সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন।

ভ্রাতা আমাকে রমণীর কোন পরিচয় দিল না, আমিও ভদ্রতার অনুরোধে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর ভ্রাতা কহিল "আর সময় নষ্ট করিয়া প্রয়োজন কি? ভ্রাতঃ, তুমি এই কামিনীকে সঙ্গে লইয়া অমুক পথে যাত্রা কর। কিয়দ্দূর গেলেই একটী নূতন নির্ম্মিত গোরস্থান দেখিবে, গোরস্থানের দ্বার মুক্ত আছে, উভয়ে প্রবেশ করিয়া আমার জন্ত অপেক্ষা করিও, আমি অবিলম্বে তোমাদের সহিত যুটিতেছি।"

আমি শপথ স্মরণ করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না রমণীর হস্ত ধরিয়া উপদিষ্ট পথে যাত্রা করিলাম, চন্দ্রালোকে পথভ্রান্তি হইল না, গোরস্থানের নিকটে পৌছিয়াছি এমন সময়ে দেখি, ভ্রাতা এক পাত্র জল, একখান কোদাল এবং এক থলে চূণ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। পরে কোদাল দিয়া গোরস্থানের মধ্যস্থলের প্রস্তর কাটিয়া এক কোণে জড় করিল। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে দেখা গেল, মাটির নীচে একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে। দ্বার মুক্ত করাতে দৃষ্ট হইল যে ভূগর্ভে একটী খিলান করা গৃহ আছে এবং গৃহে প্রবেশার্থ একটি গোল সিঁড়ী রহিয়াছে। তদ্দর্শনে ভ্রাতা রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল 'ভদ্রে, পূর্ব্বে তোমাকে এই গৃহের কথা বলিয়াছিলাম। তচ্ছ্রবণে রমণী সোপানমার্গে ভূগর্ভনিহিত গৃহে অবতরণ করিল। ভ্রাতা কামিনীর অনুগমন কালে আমাকে কহিল, "ভাই, তোমার নিকট বিশেষ উপকৃত রহিলাম। প্রত্যুপকার আর কি করিব, তোমায় নমস্কার করি। এক্ষণে তুমি বিদায় হও।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার কারণ কি? তিনি সে কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া পুনরায় আমায় বাটী গমনের আদেশ করিলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি কাযে কাযেই পিতৃব্যের আলয়ে ফিরিয়া গেলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গতরাত্রির ঘটনা স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু সেই দিন হইতে পিতৃব্যপুত্রকে আর দেখিতে না পাইয়া ঘটনা বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা অনুরোধে তদ্বৃত্তান্ত কাহার নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পিতৃব্য ঠিক সেই সময়ে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন. সুতরাং কেহই ভ্রাতার কোন খবর লইল না। আমিও অনেক দিন বাটী হইতে আসিয়াছিলাম, পিতৃব্যের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। স্বদেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে পিতা পরলোকে গমন করিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া শাসন করিতেছে। রাজবাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র সৈন্যগণ আমাকে ধরিয়া ঐ দুরাত্মার নিকট উপস্থিত করিল. ঐ পাপিষ্ঠের সহিত আমার চিরশত্রুতা ছিল। যখন আমি বাল্যকালে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতাম, তখন একদিন প্রাসাদ হইতে এক পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করি; সেই সময় মন্ত্রী নিজগৃহে ছাদে উপবিষ্ট হইয়া বায়ু সেবন করিতেছিলেন, শর দৈবাৎ তাঁহার চক্ষে বিদ্ধ হওয়াতে চক্ষুটী নষ্ট হইল। আমি এই সংবাদ পাইয়া স্বয়ং যাইয়া মন্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু দুরাত্মা ক্রোধ ত্যাগ করিল না। যখনি সুবিধা পাইত, পূর্ব্ব ক্রোধ স্মরণ করিয়া প্রতিফল দিতে চেষ্টা করিত। এক্ষণে আমাকে অসহায় ও নিজ আয়ত্তাধীন পাইয়া দুরাত্মা মন্ত্রীর পূর্ব্ব অপরাধের অতি নিষ্ঠুর প্রতিফল লইল। আমাকে দেখিবামাত্র পাপিষ্ঠ বেগে আমার দিকে আসিয়া নিজ অঙ্গুলি আমার দক্ষিণ

চক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিয়া চক্ষুটি বাহির করিয়া ফেলিল। সেই অবধি আমি কানা হইলাম।

দুরাত্মা ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আমাকে একপ্রকার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জল্লাদকে অনুমতি করিল 'ইহাকে এই অবস্থায় কোন দূরদেশে লইয়া গিয়া ইহার শিরশ্ছেদ কর এবং ইহার শব মাংসাশী পক্ষিদিগকে উপহার দাও।' আজ্ঞামাত্র ঘাতক এক রক্ষির সহিত আমাকে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করিল এবং অবশেষে এক বধ্যভূমিতে আমায় উপস্থিত করিল। আমি সাশ্রু-নয়নে অনেক স্তব স্তুতি করায় জল্লাদের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। সে কহিল "তবে আপনি এখনি এ রাজ্য ত্যাগ করুন, আর কখন এখানে আসিবেন না। আসিলে আমাদের উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইবে।" আমি জল্লাদকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া তথা হইতে অবিলম্বে প্রস্থান করিলাম এবং এক চক্ষু নষ্ট হইয়াও যে জীবন রক্ষা হইল ইহাতেই পরম লাভ জ্ঞান করিলাম। এ অবস্থায় পলায়ন করাও সহজ নহে; পাছে ধরা পড়ি এই ভয়ে দিবাভাগে কোন জঙ্গলে বা নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত থাকিতাম এবং রাত্রি হইলে অবিশ্রান্ত চলিতাম। এইরূপ কিছুদিন করিয়া অবশেষে পিতৃব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলাম; তাঁহাকে আমার আবৎ দুরবস্থা নিবেদন করিলে তিনি অতিশয় শোকাকুল হইয়া কহিলেন, "হায়, সম্প্রতিমাত্র আমি পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়াছি, এখনিই আবার প্রিয় ভ্রাতার নিধন সংবাদ শুনিতে ও তোমার এইরূপ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিতে হইল!" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পুত্রশোক দ্বিগুণবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া আমি শপথ ভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; তদীয় পুত্রের পাতালে প্রবেশ বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণনা করিলাম। বোধ হইল তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া আমার কথা শুনিতে লাগিলেন এবং আমার বর্ণনা শেষ হইলে বলিলেন, "বৎস! তোমার কথা শুনিয়া আমার কতক আশা হইতেছে। আমি শুনিয়াছি যে আমার পুত্র এইরূপ একটী গোরস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছিল এবং কোন্ স্থানে উহা নির্ম্মিত হয় তাহাও কতক কতক অবগত আছি, আর বোধ হয় তোমারও স্মরণ থাকিতে পারে। সুতরাং আমরা সহজেই সেই গোরস্থান সন্ধান করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু যখন পুত্র এই সকল কার্য্য এত গোপনে সম্পন্ন করিয়াছে তখন আমাদের দুইজন ব্যতীত অন্যের নিকট ইহা প্রকাশ করা হইবে না।" পরে জানিতে পারিলাম, পিতৃব্যের এই কথা অন্যের নিকট প্রকাশ না করিবার এক বিশেষ কারণ ছিল।

অনন্তর আমরা উভয়ে ছদ্মবেশে গোরস্থানের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, যে লৌহনির্ম্মিত গুপ্তদ্বার রুদ্ধ; এবং পিতৃব্যপুত্র যে সিমেন্ট (Cement) দ্বারে লাগাইয়াছিল তাহা আঁটিয়া গিয়া পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা অনেক কষ্টে দ্বার মুক্ত করিলাম। পিতৃব্য মহাশয় অগ্রে অবতীর্ণ হইলেন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। প্রায় পঞ্চাশটী সিঁড়ী নামিয়া আমরা এক ক্ষুদ্র গৃহে উত্তীর্ণ হইলাম। গৃহটী গাঢ়ধূমে আচ্ছন্ন এবং অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। ধূমের অন্ধকারে সন্নিহিত উজ্জ্বল আলোক ক্ষীণ দেখাইতেছিল।

ক্ষুদ্র গৃহ পার হইয়া আমরা একটী প্রশস্ত গৃহে উপস্থিত হইলাম। গৃহটী বহুসংখ্যক স্তম্ভে সুশোভিত এবং উহাতে অসংখ্য দীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু গৃহমধ্যে জনমনুষ্য না দেখিয়া আমাদের অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। পার্শ্বস্থ একটী গৃহে একটী শয্যা দেখিয়া খুড়ামহাশয় মশারি তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্র এক রমণীর সহিত শয়ান আছেন। উভয়েই পুড়িয়া অঙ্গারবর্ণ হইয়াছে। পুত্রকে ঈদৃশ দশায় দেখিয়া পিতৃব্য মহাশয় কিঞ্চিন্মাত্র শোক প্রকাশ করিলেন না। বরং দর্শনমাত্র পুত্রের মুখে থুথু দিয়া ক্রোধবিকম্পিত স্বরে কহিলেন "কুলাঙ্গার, ইহলোকে তোর এইরূপ শাস্তি হইল, পরলোকে লোকে অনন্ত নরকে বাস করিতে হইবে।" এইরূপ তিরস্কার করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি স্বীয় চরণ হইতে পাদুকা লইয়া মৃতপুত্রের গণ্ডদেশে প্রহার করিলেন। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "যদিও প্রিয়বন্ধুর এইরূপ ভয়ানক মৃত্যু দেখিয়া আমি মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, কিন্তু আপনার আচরণ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ আচরণের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বাধিত করুন।"

পিতৃব্য কহিলেন "এই পাপিষ্ঠ আমার পুত্রনামের উপযুক্ত নহে। এ বাল্যকাল হইতে আপনার এক সহোদরাকে অতিশয় স্নেহ করিত; সহোদরাও ইহাকে বিলক্ষণ ভালবাসিত। আমিও প্রথম প্রথম তাহাদের ভালবাসায় উৎসাহ দিতাম। কালক্রমে সেই ভ্রাতৃস্নেহ বিষময় ফল প্রসব করিল। ভ্রাতৃস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয়ে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। তৎকালে আমি এক দিন পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া অনেক উপদেশ দিয়া কহিলাম যে তুমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বসিয়াছ, ইহাতে তোমার ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে ও কুলে দুরপনেয় কলঙ্ক জন্মিবে। অতএব এখনও সাবধান হও। কন্যাকেও সেইরূপ উপদেশ দিলাম। অনন্তর পাছে তাহারা উদ্দাম ইন্দ্রিয়বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়, এইজন্য উভয়ের পরস্পর দর্শন বা অন্য কোনরূপে আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিবার মানসে কন্যাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলাম। কিন্তু ইহাতে তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল মাত্র। পুত্র কখন না কখন সুবিধা পাইলেই ভগিনীকে হরণ করিবে এই আশায় গোরস্থান নির্ম্মাণচ্ছলে এই বাটী প্রস্তুত করিল। অনন্তর আমার অনুপস্থিতি সুযোগে ভগিনীকে লইয়া এই বাটিতে আইসে। এখানে কিছুকাল সুখভোগ করিবার মানসে পুরী প্রচুর খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর পাপের সমুচিত শাস্তি দিয়াছেন।" এইকথা বলিয়া তিনি আর শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভূত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া আমিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে রোদন করিলে পিতৃব্য কহিলেন "এরূপ কুসন্তানের মরণে শোক করা উচিত নহে। অদ্য হইতে তুমিই আমার পুত্রস্থানীয় হইলে।" অনন্তর আমরা পূর্ব্বপথে বাহির হইয়া গোরস্থানের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের অনুপস্থিতি কেহ না জানিতে জানিতেই প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। আগমনের কিঞ্চিৎ পরেই তুরী ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্যের একটা বিপরীত কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল। নিবিড় ধূলি সমুত্থিত হইয়া

আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল এবং প্রবল শত্রুর আগমন সূচিত করিয়া ছিল। ক্রমে জানা গেল যে সেই দুরাত্মা মন্ত্রীই মদীয় পিতৃরাজ্য অপহরণ করিয়া পিতৃব্যের রাজ্য আক্রমণমানসে একদল সৈন্য লইয়া আসিতেছে। এতাদৃশ প্রবল শত্রুর হঠাৎ আক্রমণ নিবারণের জন্য পিতৃব্যের কোন আয়োজন ছিল না, সুতরাং তিনি পরাস্ত হইয়া শত্রু হস্তে নিহত হইলেন। আমি যথাসাধ্য কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া ঈদৃশ নিষ্ঠুর শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা পলায়ন শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম এবং এক বিশ্বাসী সেনাপতি বাটিতে আশ্রয় লইলাম। অনন্তর পলায়নের অন্য কোন সুযোগ না দেখিয়া মস্তক, শ্মশ্রু প্রভৃতি মুণ্ডন করিয়া ফকিরের বেশে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, কেহই চিনিতে পারিল না। ক্রমাগত কয়েক দিন পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সত্যধর্মাবলম্বী প্রবলপরাক্রান্ত মহারাজ হারুণ অল্ রসিদের রাজত্ব মধ্যে উপস্থিত হইয়া আপনাকে নিরাপদ বোধ করিলাম। অদ্য সন্ধ্যাকালে বোগদাদ নগরীতে পঁহুছিয়া কোন্ দিকে যাইব চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে আমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর অভিবাদনের পর ইনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনাকেও আমার ন্যায় বিদেশী দেখিতেছি।' আমি বলিলাম 'আপনি ঠিক অনুভব করিয়াছেন, আমি এইমাত্র এই নগরীতে পদার্পণ করিয়াছি।' এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় তৃতীয় ফকির আসিয়া যুটিলেন। তাঁহার পরিচয়ে জানিলাম যে তিনিও আমাদের ন্যায় বিদেশী। অনন্তর সকলেই এই স্থির করিলাম যখন এক ধর্মাবলম্বী একরূপ তিন জনের একত্র মিলন হইয়াছে, তখন আর কখন পৃথক্ হওয়া হইবে না। এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি অধিক হইল, তখন অজ্ঞাতদেশে আশ্রয়লাভের জন্য উৎসুক হইয়া আপনাদের দ্বারে আঘাত করিলাম। আপনারা কৃপা করিয়া স্থান দিলেন, তদবধি এইখানেই আছি।

জোবেদী তাঁহার ইতিহাস শুনিয়া কহিল 'আপনি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারেন।" কিন্তু ফকিরও মুটিয়ার ন্যায় অন্যান্য সহচরের ইতিহাস শ্রবণ পর্য্যন্ত থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। জোবেদী সম্মত হইলে দ্বিতীয় ফকির নিজের বৃত্তান্ত আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় ফকিরের কথা।

ফকির কহিল, আমার দক্ষিণ চক্ষু কিরূপ অদ্ভুত ঘটনায় নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইলে আমার জীবনের সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিতে হইবে।

আমি এক রাজার পুত্র, আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া পিতা আমায় বিদ্যা-শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে আমি লিখিতে ও পড়িতে শিখিলাম। সমস্ত কোরাণ আমার কণ্ঠস্থ হইল। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিদিগের সমস্ত পুস্তকই আমার অভ্যাস হইল। আমি সমুদায় পুস্তকেরই টীকা করিলাম। ভূগোল ও ইতিহাসেও আমার বিলক্ষণ ব্যুৎ-পত্তি জন্মিল। রাজপুত্রের যে সকল শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক, আমি তৎসমুদায়ও শিক্ষা করিলাম। আমার যশ দেশে বিদেশে খ্যাত হইয়া উঠিলে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষপতির কর্ণগোচর হইল। তিনি আমাকে দেখিবার

বাগ্দাদে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পিতারও বহুদিন হইতে ইচ্ছা ছিল আমি দেশ ভ্রমণ দ্বারা বিবিধ জ্ঞান উপার্জ্জন করি। এই সুবিধা হওয়াতে তিনি প্রফুল্লচিত্তে বহুমূল্য উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া আমাকে মহাসমারোহে ভারতপতি প্রেরিত দূতের সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

একমাস পথে কোন বিঘ্ন ঘটিল না। অনন্তর এক দিবস দূরে প্রভূত ধূলি ঘনাকারে উড়িতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিতে পাইলাম যে প্রায় পঞ্চাশ জন শস্ত্রধারী অশ্বারোহী পুরুষ বেগে আমাদের দিকে ধাবমান হইতেছে। তাহাদের আকার দেখিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে তাহারা দস্যু। আমাদের সহিত অল্পই লোক জন ছিল, সুতরাং দস্যুরা যে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের আক্রমণ করিবে ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া আমরা কহিলাম যে আমরা ভারতবর্ষপতির দূত। আমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদিগকে যথেষ্ট দণ্ড প্রদান করিবেন। কিন্তু তাহারা আমাদের কথা শুনিয়া উপহাস করিয়া কহিল, তোমাদের রাজাকে কে গ্রাহ্য করে? যখন তাঁহার রাজত্বে বাস করিব তখন তাঁহাকে মানিব। এই বলিয়া তাহারা আমাদের আক্রমণ করিল। তাহাদের অস্ত্রাঘাতে আমাদের অনেক অনুচর নিধন প্রাপ্ত হইলে তাহারা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইল। আমরা ক্ষীণবল হইয়াও প্রাণপণে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলাম। অবশেষে ভারতরাজের দূত ও অন্যান্য অনুচরবর্গ একে একে নিহত হইল দেখিয়া আমি অশ্বে কশাঘাত করিয়া পলায়ন করিলাম। কিছু দূর আসিয়া অশ্ব প্রাণত্যাগ করিলে আমি অগত্যা পদব্রজে চলিলাম; দস্যুরা লুটে ব্যস্ত থাকায় আমার অনুসরণ করিল না। ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া আমি দিবসের অবশিষ্ট অংশ চলিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যাকালে এক পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ পর্ব্বতের গুহায় শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। এইরূপ ক্রমাগত একমাস চলিয়া অবশেষে জনপূর্ণ নদীতীরস্থ একটি নগর প্রাপ্ত হইলাম। আমি প্রথমেই এক দরজীর দোকানে উপস্থিত হইলাম। দরজী আকার প্রকার দর্শনে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইলেও ভদ্রসন্তান মনে করিয়া যথেষ্ট সমাদর করিল এবং নিকটে বসাইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাবৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে সে কহিল "এ দেশের রাজা তোমার পিতার পরম শত্রু, অতএব অন্য কাহার নিকট নিজ প্রকৃত পরিচয় দিও না। তুমি এখানে আসিয়াছ জানিলে রাজা নিঃসন্দেহ তোমাকে অনেক কষ্ট দিবেন।" দরজীর কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল এবং এই উপদেশ প্রদান জন্য দরজীকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। অনন্তর দরজী আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কিঞ্চিৎ আহার আনাইয়া দিল এবং বাস করিবার জন্য আমার নিজ বাটীতে একটি কুঠরী দিল।

আমার পথশ্রম কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে এক দিবস দরজী আমায় জিজ্ঞাসা করিল আমি জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী কোন কর্ম্ম জানি কি না। আমি কহিলাম, আমি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, বিশেষ আমার মত হস্তাক্ষর অতি অল্প লোকের আছে। এই কথায় দরজী কহিল "এরূপে এখানে

জীবিকা উপার্জ্জনের কোন সম্ভাবনা নাই। এখানে এ সকলের সমাদর নাই। তবে তোমাকে বিলক্ষণ সবল দেখিতেছি, যদি তুমি কাষ্ঠ কাটিয়া আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পার, তবে তোমার একরূপ চলিতে পারে; এবং তাহা হইলে অন্ন বস্ত্রের জন্য অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয় না, যদি তুমি স্বীকার কর, আমি তোমায় কুঠার ও রজ্জু কিনিয়া দিতে পারি।” আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। পর দিন দরজী আমায় এক খানা কুঠার, এক গাছা দড়ি ও একটা পিরান আনিয়া দিল এবং জন কতক দরিদ্র কাঠুরিয়াকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিল। আমি প্রতিদিন তাহাদের সহিত যাইয়া যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলাম, তাহা বিক্রয় করিয়া আমার আহারাদি ক্রয় করিয়াও কিছু কিছু সংস্থান হইত। সে দেশে কাষ্ঠ দুষ্প্রাপ্য ছিল না। কিন্তু অতি অল্প লোকে কাষ্ঠ কাটিবার কষ্ট স্বীকার করিত বলিয়া কাষ্ঠ অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল। সুতরাং অল্প দিনেই বিলক্ষণ সংস্থান করিয়া দরজীর দেনা শোধ করিলাম।

প্রায় এক বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হইল। অনন্তর এক দিবস নিবিড়তর বনে প্রবেশ করিয়া একটি সুন্দর স্থান দেখিয়া তথায় কাষ্ঠ কাটিতে আরম্ভ করিলাম। একটি বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিবার সময় দেখিলাম, একটি লৌহের অঙ্গুরী এক লৌহনির্ম্মিত ক্ষুদ্র দ্বারে বদ্ধ রহিয়াছে। যে মৃত্তিকায় দ্বার আবৃত ছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়া দ্বার মুক্ত করিলাম। দ্বারের নীচে দিব্য সোপানাবলী দেখিয়া আমি কুঠারহস্তে নীচে নামিলাম। সর্ব্বনিম্নে অবতীর্ণ হইয়া দেখি যে এক বিচিত্র সৌধ, তাহা অসংখ্য দীপমালার আলোকে এরূপ উজ্জ্বল যে দেখিলে ভূমির উপরিভাগে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। ঐ অট্টালিকার মধ্যস্থানে মণিময় স্তম্ভে সুশোভিত একটি দালান ছিল। আমি ঐ দালানের স্বর্ণময় স্তম্ভ সকলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছি এমন সময়ে এক পরমা সুন্দরী রমণী আমার দিকে আসিতেছে দেখিলাম। এরূপ রূপ আর কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই। তাহাকে দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলে রমণী কহিল “তুমি মনুষ্য না দানব?” আমি কহিলাম ‘আমি মনুষ্য, দানব নহি।’ রমণী কহিল ‘তুমি কিরূপে এখানে আসিলে? আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর এখানে বাস করিতেছি, ইহার মধ্যে কখন এখানে মনুষ্য দেখি নাই।” তখন আমি রাজপুত্র হইয়াও কিরূপে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছি, কিরূপেই বা কাষ্ঠান্বেষণে এই অপূর্ব্ব পুরীতে আগমন করিয়াছি, তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া রমণী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল “তুমি ইহাকে অপূর্ব্ব পুরী বলিতেছ, কিন্তু আমার পক্ষে ইহা যমালয়। যে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা না থাকে, সে স্থান অতি রমণীয় হইলেও, বিষময় বলিয়া বোধ হয়। বোধ করি তুমি এবনি দ্বীপের এপিটিমেরস নামক রাজার কথা শুনিয়া থাকিবে, আমি তাঁহারই কন্যা। পিতা আমার এক পিতৃব্যপুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহ-রাত্রে কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্বে এক দৈত্য আমায় অপহরণ করে। সেই মুহূর্ত্তেই আমি মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়ি, পরে চৈতন্য হইলে দেখি এই পাপ পুরীতে আনীত হইয়াছি। প্রথম প্রথম আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারি-

নাই। অভ্যাসগুণে সকলই সহিয়া গিয়াছে। এখানে আমার কিছুরই অভাব নাই। চাহিবামাত্র সকল দ্রব্য পাই। দশ দিন অন্তর দৈত্য এখানে এক রাত্রি যাপন করে। তাহার অন্য এক পত্নী আছে, পাছে সে স্ত্রী জানিতে পারে সেই ভয়ে দৈত্য এখানে বড় একটা আসিতে পারে না। যদি এই দশ দিনের মধ্যে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমার গৃহদ্বারে যে স্পর্শমণি আছে তাহা স্পর্শমাত্র দৈত্য উপস্থিত হয়। অদ্য চারি দিন হইল দৈত্য এখানে আসিয়াছিল অতএব আর পাঁচ দিন তুমি এখানে নির্বিঘ্নে থাকিতে পার। আমি তোমাকে তুষ্ট করিতে কোনরূপে ত্রুটি করিব না।” রমণী যে আমার প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহ করিবে, তাহা আমি একবারও ভাবি নাই; সুতরাং এই কথায় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। অনন্তর রমণী আমাকে এক উৎকৃষ্ট স্নানাগারে লইয়া গেল এবং স্নানান্তে এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিল। পরে উভয়ে একত্রে ভোজন করিয়া উভয়ে একত্রে শয়ন করিলাম। পরদিন রমণী এক বোতল মদিরা আনিয়া আমাকে পান করাইল এবং আমার সন্তোষার্থে আপনিও কিছু খাইল। মদ্যপানে কিঞ্চিৎ মত্ততা জন্মিলে আমি বলিলাম “সুন্দরি! তোমাকে জীবিতাবস্থায় গোর দিয়াছে। এই কৃত্রিম আলোক ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির আলোকে চল।” রমণী কহিল “নাথ, ও কথায় আর কাজ নাই। আমি যদি দশ দিনের এক দিন দৈত্য কর্তৃক উপভুক্ত হইয়া অবশিষ্ট নয় দিন তোমার সহবাসে থাকিতে পাই, তাহা হইলে আমি আর কিছুই চাহি না।” আমি কহিলাম “প্রেয়সি, বোধ করি তুমি দৈত্যের ভয়ে এইরূপ বলিতেছ। আমি দৈত্যকে কিছুমাত্র ভয় করি না। এই দেখ আমি তাহার স্পর্শমণি চূর্ণ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠ নিশ্চয় আসিবে। তখন সে জানিতে পারিবে আমার কিরূপ ভুজবল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি দৈত্যকুল নির্মূল করিব, এবং এই দৈত্যের বিনাশ দ্বারা হাতে খড়ি দিব।” এইরূপ কার্যের কি বিষম পরিণাম ঘটিবে তাহা রাজকন্যা বিলক্ষণ জানিতেন। এইজন্য তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। কিন্তু মদ্যপানে আমার মতি স্থির ছিল না। আমি নৃপদুহিতার নিষেধ না শুনিয়া এক পদাঘাতে স্পর্শপ্রস্তর চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম।

মণি ভগ্ন হইবামাত্র এক বজ্রতুল্য বিকট শব্দ হইল, চারি দিক অন্ধকারে আবৃত হইল, বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া ঘোর অন্ধকারকে ঘোরতর করিয়া তুলিল। অট্টালিকা এমনি কাঁপিয়া উঠিল, যেন বোধ হইল, সমুদায় রসাতলে গমন করিবে। ঈদৃশ ভয়ানক ব্যাপার-দর্শনে আমি রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ‘এ সকল কি?’ রাজকন্যা কহিল ‘দেখিতেছ কি? সর্বনাশ উপস্থিত, তুমি শীঘ্র পলায়ন কর, নচেৎ নিশ্চয়ই দৈত্য-হস্তে নিহত হইবে।’ এই কথায় আমার চৈতন্য হইল, রমণীর উপদেশানুসারে আমি তৎক্ষণাৎ পলায়ন আরম্ভ করিলাম, কিন্তু ব্যস্ততাবশতঃ কুঠার ও রজ্জু লইয়া যাইতে বিস্মৃত হইলাম। সোপানাবলীর নিকট আসিতে না আসিতেই অট্টালিকা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল এবং সেই ফাঁক দিয়া দৈত্য প্রবেশ করিল। সে ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া রমণীকে কহিল “তোর কি হইয়াছে, কেন আমায় ডাকিয়াছিস্।” রমণী কহিল “আমার উদরে একটা অতিশয় বেদনা ধরায় আমি

কিঞ্চিৎ সুরাপান করি, তাহাতে মত্ততা জন্মিলে হঠাৎ পার্শ্বমণির উপর পড়াতে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।” এই কথায় দৈত্য অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল “পাপীয়সি, আমার প্রতি প্রতারণা; এই দড়ি ও কুড়াল কোথা হইতে আসিল?” রমণী কহিল “ইহাত আমি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। বোধ করি তুমি বেগে আসাতে, ঐ কুড়াল ও দড়ি উড়িয়া আসিয়া থাকিবে। তুমি অত নজর কর নাই।” এই কথায় দৈত্য রাজকন্যাকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারের শব্দ ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে রমণীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আপনাকে রাজকন্যার কষ্টের মূল বিবেচনা করিয়া ধিক্কার দিতে দিতে আমি নিজ পূর্ব্ব পরিবস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্ব পথে নির্গত হইলাম। উপরে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিলাম। প্রাতঃকালে আবাসে উপস্থিত হইলে দরজী আমায় দেখিয়া আনন্দিত হইয়া কহিল ‘কল্য তোমাকে না দেখিয়া বড়ই চিন্তিত ছিলাম।’ এই কথা শুনিয়া আমি দরজীকে অভিবাদন করিলাম, কিন্তু কোন কথা প্রকাশ করিলাম না। অনন্তর নিজ বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য মনে মনে আপনাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতেছি এমন সময় দরজী আসিয়া কহিল, এক প্রাচীন দ্বারদেশে উপস্থিত আছে; সে কহিতেছে তোমার কুড়াল ও দড়ি কুড়াইয়া পাইয়াছে, তোমাকে ফিরিয়া দিবে, অতএব বাহিরে আইস। এই কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। দরজী আমার ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, ইহাতে ভয়ের বিষয় কি? এইরূপ কথোপকথন করিতেছি এমন সময় হঠাৎ আমার গৃহের কুট্টিম ভেদ করিয়া সেই বৃদ্ধ প্রবেশ করিল এবং কুঠার ও দড়ি আমার সম্মুখে রাখিয়া কহিল “আমি দৈত্যরাজ ইব্লিসের দৌহিত্র। এই কুঠার ও রজ্জু কি তোমার?” আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দৈত্য আমাকে লইয়া আকাশমার্গে উঠিল, তথা হইতে বিদ্যুৎ বেগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে পদাঘাত করিল। অমনি অবনী বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং দৈত্য আমাকে লইয়া তাহাতে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি সেই ভূগর্ভস্থ অট্টালিকায় নীত হইয়াছি। সম্মুখে দেখি সেই রমণী বিবসনা ও রক্তাক্তকলেবরা মৃত্তিকায় পতিত আছে। তাহার নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে ভাসিতেছে। দৈত্য আমায় দেখাইয়া কহিল “অবিশ্বাসিনী, এই তোর উপপতি কি না?” রমণী ধীরে ধীরে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল “আমি ইহাকে চিনি না এবং পূর্ব্বে ইহাকে কখন দেখি নাই।” দৈত্য কহিল “যাহার জন্য তোর এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে কিরূপে বলিতেছিস্ যে তুই তাহাকে জানিস্ না।” রমণী কহিল “তোমার কি ইচ্ছা আমি মিথ্যা বলিয়া ইহার বিনাশের কারণ হইব?” দৈত্য কহিল “আচ্ছা, যদি তুই ইহাকে না চিনিস্, তবে এই খড়্গ দিয়া ইহার শিরশ্ছেদন কর।” রাজকন্যা কহিল “আমার উঠিবার সামর্থ্য নাই, কিরূপে তোমার এই আজ্ঞা পালন করিব। আর যদিও আমার উত্থান ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলেও নিরপরাধী ব্যক্তির কিরূপে মস্তকচ্ছেদন করিব।” এই কথা শুনিয়া দৈত্য কহিল “তোর অস্বীকারে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে তুই দোষী।” অনন্তর দৈত্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুই কি পাপিষ্ঠাকে চিনিস্

না।” আমি কহিলাম “যাহাকে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই তাহাকে চিনি একথা কেমন করিয়া বলিব?” দৈত্য কহিল “তবে এই খড়্গ লইয়া ইহার মস্তকচ্ছেদন কর। তাহা হইলে জানিব তোর কথা সত্য এবং পুরস্কার স্বরূপ তোকে মুক্ত করিয়া দিব।” আমি ‘তার আর চিন্তা কি’ বলিয়া খড়্গ লইয়া রমণীর দিকে অগ্রসর হইলাম। বলা বাহুল্য যে রমণীকে বধ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল দৈত্যকে বঞ্চনাই আমার অভিপ্রায়। আমি ইঙ্গিত দ্বারা রমণীকে জানাইলাম যে সে আমার জন্য যেমন প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে আমিও তাহার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে সেইরূপ প্রস্তুত আছি। রমণীর আকার দর্শনে বোধ হইল সেও আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছে। অনন্তর আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ ফিরিলাম এবং খড়্গখান দূরে নিক্ষেপ করিয়া দৈত্যকে কহিলাম “আমা হইতে একার্য্য হইবে না। নিরপরাধিনী কামিনীকে হত্যা করিলে আমায় অনন্তকাল নরকে বাস করিতে হইবে। আমি তোমার আয়ত্তাধীন আছি, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় আমাকে কর, কিন্তু আমি স্ত্রীহত্যা-পাতকে পাতকী হইতে পারিব না।”

দৈত্য শুনিয়া কহিল, “বুঝিয়াছি, তোরা উভয়েই আমাকে অবহেলা করিতেছিস্। আমি উভয়ের প্রতি কিরূপ শাস্তি বিধান করি, তাহা দেখ্।” এই বলিয়া পাপিষ্ঠ খড়্গ দ্বারা রমণীর এক হস্ত কাটিয়া ফেলিল, রমণী অপর হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতে আমার নিকট শেষ বিদায় লইতে লইতে প্রাণত্যাগ করিল। এই শোচনীয় ঘটনা দর্শনে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। অনন্তর চৈতন্য হইলে দৈত্যকে কহিলাম, “আর কেন অপেক্ষা করিতেছ? আমি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এক আঘাতে আমাকে এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।” দৈত্য কহিল, “আমরা স্ত্রীজাতীর সতীত্বের প্রতি সন্দিহান হইলে এইরূপ দণ্ড বিধান করিয়া থাকি। যদি নিশ্চয় জানিতাম যে তুই এই কুকার্য্যে লিপ্ত ছিলি, তাহা হইলে এতক্ষণ তোকে শমনসদনে পাঠাইতাম। কিন্তু তথাপি তোকে একবারে ছাড়িয়া না দিয়া কুকুর, সিংহ, গর্দ্দভ বা পক্ষীর আকারে পরিবর্ত্তিত করিব, মানস করিয়াছি। ইহার কোন্‌টী লইতে তোর ইচ্ছা বল?” এ কথায় কিঞ্চিৎ সাহস প্রাপ্ত হইয়া আমি কহিলাম “হে দৈত্য-রাজ, আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন, যদি আমার জীবন রক্ষা করিলেন, তবে আমাকে এই ভাবেই রাখুন। যেমন একজন অতি সৎলোক আপনার পরম বিদ্বেষী প্রতিবেশীকে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি আমায় ক্ষমা করিলে, আমি যাবজ্জীবন আপনার দয়ার কথা স্মরণ করিব।” দৈত্য কহিল, উক্ত প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কি ঘটিয়াছিল, প্রকাশ করিয়া বল্। আমি তাহাদের গল্প আরম্ভ করিলাম।

বিদ্বেষী লোক ও তাহার প্রতিবেশীর কথা।

কোন এক সামান্যরূপ নগরে দুই ব্যক্তি পার্শ্বাপার্শ্বি বাটীতে বাস করিত। উঁহাদের মধ্যে একজন অন্যকে অতিশয় বিদ্বেষ করিত। ইহাতে ঐ অপর ব্যক্তি মনে করিল, বুঝি এরূপ নিকট বাস হেতুক উঁহার বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকিবে; অতএব তথা হইতে বাস উঠাইয়া অন্যত্র গমন করিলে আর আমা-

দের মধ্যে এ ভাব থাকিবে না। এইরূপ স্থির করিয়া সেই ব্যক্তি নিজ সামান্যরূপ যে কয় বিঘা জমী ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া, সেই দেশের রাজধানী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী সুন্দর বাটী ক্রয় করিল। ঐ বাটীর লাগাও একটী উত্তম বাগান ও কতকটা উঠানও ছিল। ঐ উঠানের মধ্যস্থলে একটা পুরাতন গভীর কূপ ছিল।

ঐ ভদ্রলোকটী আপনার নূতন বাটীতে বসিয়া সুখে জীবনযাপন করিবার জন্য ফকিরী ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং কতকগুলি নূতন পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে কতকগুলি ফকির বসাইয়া তাহাদের সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মের সুখ্যাতি অতি শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। নগরের সম্ভ্রান্ত লোক সকল তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া নিজ নিজ গ্রহশান্তির জন্য উপাসনা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল এবং সকলেরই মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে তাঁহার অনুগ্রহে ঐশ্বরিক প্রসাদ লাভ করা যায়।

ক্রমে ক্রমে তাঁহার যশ তাঁহার চিরবিদ্বেষ্টা পূর্ব্ব প্রতিবাসীর কর্ণগোচর হইল। তাহাতে সে এতাদৃশ বিরক্ত হইয়া উঠিল যে তাহার সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প করিয়া বাটী হইতে বাহির হইল। ফকিরের আলয়ে উপস্থিত হওয়াতে ফকির নিজ প্রতিবেশীর যথেষ্ট সমাদর করিল। খলস্বভাব প্রতিবেশী কহিল, মহাশয়ের সহিত কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় গুপ্ত কথা আছে, একবার আপনার প্রাঙ্গনে আসিলে প্রকাশ করিতে পারি; আর সেই কথা বলিতে বলিতে যদি রাত্রি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেন কেহ আপনার অন্বেষণার্থ আমাদিগের নিকট উপস্থিত না হয়, এজন্য অন্যান্য ফকিরদিগকে নিবারণ করিয়া চলুন। ফকির প্রতিবেশীর অনুরোধ রক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত চলিল।

প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া উভয়ে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভ্রমণকালীন প্রতিবেশী যথেচ্ছ কতকগুলা যাহা মনে উদয় হইতে লাগিল, তাহাই বলিতে লাগিল। অবশেষে বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে পূর্ব্বোক্ত কূপের সন্নিহিত হইলে, সেই দুর্বৃত্ত, ফকিরকে ধাক্কা দিয়া উহার মধ্যে ফেলিয়া দিল। কেহই এই নৃশংস কার্য্য দেখিতে পাইল না এবং সেই দুরাত্মা অন্যের অলক্ষিতে প্রাঙ্গন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিরকালের জন্য তাহার শত্রু বিনষ্ট হইল ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে গমন করিল। কিন্তু তাহার এই দুরভিসন্ধি সফল হইল না।

উক্ত কূপমধ্যে পরী ও দৈত্যগণ বাস করিত। পড়িবামাত্র তাহারা ফকিরকে ধরিল এবং তাহাকে এমন ভাবে রাখিল যে তাহাকে অণুমাত্র আঘাত লাগিল না। কিরূপে তাহার রক্ষা হইল, অন্ধকার হেতুক ফকির কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে ফকির দুই জন লোকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইল। প্রথম ব্যক্তি বলিল, এই লোকটীকে চেন? দ্বিতীয় কহিল, না। প্রথম কহিল, তবে বলি শুন। এই ধর্ম্মভীরু লোকটী আপনার প্রতিবেশীর বিদ্বেষভাজন হইয়া তাহার সেই বিদ্বেষ নিবৃত্তি করণ জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করে। ক্রমে ইহার সুখ্যাতি বৃদ্ধি হওয়ায়

ইহার শক্ত সহ্য করিতে না পারিয়া ইহার বিনাশসাধন মানসে ইহাকে এই কূপমধ্যে পতিত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা সাহায্য না করিলে সেই খলের দুষ্ট উদ্দেশ্য সাধন হইত। সে যাহা হউক, কল্য সুলতান নিজ কন্যার রোগশান্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনায় ইহাকে নিযুক্ত করিতে আসিবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কন্যার কিরূপ পীড়া হইয়াছে, যে তজ্জন্য ফকিরের উপাসনা আবশ্যক? কিন্তু প্রথম ব্যক্তি কহিল, ডিম্‌ডিম্‌ নামক দৈত্যের পুত্র নৈমুন রাজকন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া তাহার শরীরে আবিষ্ট হইয়াছে। এই ধর্মশীল ফকির অনায়াসে নৃপদুহিতার রোগ শান্তি করিতে পারিবেন। ইহার আশ্রমে একটা কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল আছে, তাহার লাঙ্গুলের অগ্রভাগে টাকার পরিমাণ একটী শুভ্র দাগ আছে। এই শুভ্র দাগ হইতে ৭ গাছি কেশ লইয়া উহা অগ্নিতে দাহ করিলেই কন্যা ভূতাবেশ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

ফকির অবহিতচিত্তে এই কথাগুলি শুনিলেন এবং সে রাত্রির মত কূপমধ্যেই রহিলেন। পরদিন প্রাতে জীর্ণ কূপের এক স্থান দিয়া সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া, তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন সেই স্থানে একটী প্রকাণ্ড গর্ত্ত রহিয়াছে। তদ্দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছিল, এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইল। তিনি দৈত্য ও পরীগণের কথোপকথন ব্যতীত অন্য সকল কথা তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণ বিড়ালের কেশ কয় গাছি সংগ্রহ করিলেন। পরে সূর্য্যদেব কিয়ৎকাল নিজ মরীচিজাল বিস্তার করিবার পর, ফকির দ্বারদেশে সুলতানের উপস্থিতি সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। সুলতান সমভিব্যাহারী অনুচরবর্গকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান করাইয়া কতিপয় মাত্র অমাত্য সমভিব্যাহারে ফকিরের সম্মুখীন হইলেন। ফকির তাঁহার যথাবিহিত সমাদর করিয়া আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা ফকিরকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কহিলেন, সেখজী, বোধ করি আপনি পূর্ব্বেই আগমন কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন, কেবল লৌকিক ব্যবহার রক্ষার অনুরোধে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ফকির বিনীত ভাবে কহিলেন, মহারাজ, আমার বোধ হয় রাজকুমারীর পীড়াই এই অযোগ্য ব্যক্তির রাজদর্শনসম্মান লাভের নিদান। রাজা কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আমি কন্যার পীড়ার জন্য অতিশয় চিন্তিত আছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা আরাম করিয়া দিলে আমি বিশেষ উপকৃত হই।" ফকির কহিল, যদি আপনি রাজকন্যাকে এই ক্ষুদ্র আলয়ে আনয়ন করিতে অনুমতি করেন, তবে ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহার পীড়াশান্তি হইতে পারে।

এই কথায় পরম প্রীত হইয়া রাজা কন্যাকে আনয়ন জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে রাজকন্যা বহুসংখ্যক দাসী ও খোজাগণে পরিবৃতা হইয়া এবং মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত-মাত্রে ফকির ভৃত্যগণকে একখানি সাবল আনিয়া রাজকন্যার মস্তকের উপর ধারণ করিতে আদেশ করিলেন; অনন্তর পূর্ব্বোক্ত কতিপয় কেশ প্রজ্বলিত

অঙ্গারে দগ্ধ করিবামাত্র মৈমুন বিকট চীৎকার করিয়া রাজকন্যার দেহ পরিত্যাগ করিল। ভূতাবেশ অপগমমাত্র নৃপদুহিতা আপনার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া কহিলেন, "আমি কোথায়, কে আমায় এস্থানে আনিল?" তচ্ছ্রবণে রাজা আহ্লাদে গদগদ হইয়া কন্যাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার নেত্রদ্বয় চুম্বন করিলেন। তদনন্তর ফকিরের হস্ত চুম্বন করিলেন। অনন্তর রাজা নিজ অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "যে ব্যক্তি আমার কন্যার উৎকট পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন, তোমাদের মতে তিনি কিরূপ পুরস্কারের উপযুক্ত?" সকলেই একবাক্যে কহিল, যে তিনি কন্যার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত। রাজা কহিলেন, আমিও ঐরূপ ভাবিতেছিলাম। অনন্তর উক্ত ফকিরের সহিত রাজকন্যার বিবাহ পরম সমারোহে সম্পন্ন হইল।

কিছুদিনের পর প্রধান মন্ত্রী লোকান্তর গমন করিলে, রাজা নিজ জামতাকে তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর রাজা স্বয়ং নিঃসন্তান মানবলীলা সম্বরণ করিলে, ফকির তৎসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

ফকির এই প্রকারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, একদিবস নিজ পারিষদবর্গের সহিত ভ্রমণ করিতে ২ জনতার মধ্যে তাঁহার চিরশত্রু সেই খল প্রতিবেশীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তিনি নিজ সমভিব্যাহারী একজন অমাত্যকে কাণে কাণে কহিলেন, ঐ যে লোকটী দেখিতেছ উহাকে আমার সভায় লইয়া যাও, সাবধান যেন উহাকে কোন রূপ ভয় প্রদর্শন করিও না। মন্ত্রী উক্ত খলকে রাজসভায় উপস্থিত করিলে রাজা নিজ বিদ্বেষী শত্রুকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া কহিলেন, ভাই, অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় পরম প্রীত হইলাম। অনন্তর একজন সভাসদকে আদেশ করিলেন যে এই ব্যক্তিকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর এবং ভাণ্ডার হইতে উত্তম উত্তম সামগ্রী বাছিয়া লইয়া ইহার বাটীতে লোক দিয়া পঁহুছিয়া দাও।

গল্প শেষ করিয়া আমি দৈত্যকে কহিলাম যে "ঐ ভদ্র ফকিরটী নিজ শত্রুর কেবল অপরাধ মার্জ্জনা করিবা সন্তুষ্ট না হইয়া বরং তাহাকে প্রচুর রূপ পুরস্কার দিলেন। আপনি এই দৃষ্টান্তের অনুকরণে আমার জীবন ভিক্ষা দিন।" দৈত্য আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, যদিও আমি তোর প্রাণ সংহার না করি তথাপি তোকে এই শরীরে কদাচ রাখিব না। এই বলিয়া আমার কেশাকর্ষণ করিয়া পাতাল-পুরী হইতে নির্গত হইল এবং বিদ্যুৎবেগে শূন্যমার্গে উঠিয়া এক পর্ব্বতের শিখরে উপস্থিত হইল। তথায় এক মুষ্টি ধূলি লইয়া মন্ত্রপূত করিয়া আমার গাত্রে প্রক্ষেপ করিয়া কহিল, তুই নরদেহ ত্যাগ করিয়া বনমানুষের বেশ ধারণ কর। এই কথা বলিয়া দৈত্য অন্তর্ধান হইল। আমি অপরিচিত দেশে একাকী বনমনুষ্যদেহে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় দহ্যমান হৃদয়ে কিঞ্চিৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

অনন্তর পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া মাসাবধি পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম। কূল হইতে অনতিদূরে এক খান অর্ণবযান দেখিয়া আমি একটী বড় ডাল ভাঙ্গিয়া তদুপরি আরোহণ করিলাম এবং দুই হস্তে দুই যষ্টি দ্বারা বাহিতে বাহিতে জাহাজ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। একটা বনমানুষ ডালে বসিয়া বাহিতে বাহিতে আসিতেছে এই কৌতুক

দেখিবার জন্য অনেকে জাহাজের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সেই জাহাজে অনেক বিধর্ম্মী মহাজন ছিল, বনমানুষ জাহাজে আসিলে অমঙ্গল ঘটিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া জাহাজাধ্যক্ষের শরণাপন্ন হইলাম এবং যোড়হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া সঙ্কেতে অভয় ভিক্ষা করিলাম।

আমার কাতর ভাব দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া জাহাজাধ্যক্ষ বলিলেন, যে কেহ এই বনমানুষের প্রতি কোন অত্যাচার করিবে আমি তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দিব। ইহাতে সকলেই বিরত হইল। আমি ইঙ্গিত দ্বারা যতদূর সম্ভব কৃতজ্ঞতা দেখাইলাম। অনন্তর প্রায় পঞ্চাশ দিন পরে জাহাজ এক অতি সমৃদ্ধিশালী সুন্দর নগরে আসিয়া লাগিল। অর্ণবযানের আরোহী বণিকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরীতে আরোহণ করিয়া অনেক লোক জাহাজে আসিতে লাগিল, অনেকে বা শুদ্ধ জাহাজ দর্শনার্থ আসিতে লাগিল। অন্যান্য লোকের সহিত কতিপয় রাজপুরুষ আসিয়া কহিল, আমরা এই নগরের রাজার কর্ম্মচারী। সম্প্রতি মহারাজের প্রধান উজিরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। মৃত উজির অতিশয় সুপণ্ডিত, বিশেষ লিপিকার্য্যে অতিশয় কুশল ছিলেন বলিয়া, রাজা তাঁহার পদে সেইরূপ একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতে চাহেন। অতএব আপনারা এই রাজদত্ত কাগজে এক এক পংক্তি লিখিয়া দিন। এই কথা শুনিয়া সমস্ত বণিকই উক্ত কাগজে কিছু কিছু লিখিয়া দিলেন। সকলের লেখা শেষ হইলে, আমি উক্ত কাগজ খানি এক ব্যক্তির হস্ত হইতে লইলাম। দেখিয়া সকলেরই আশঙ্কা হইল যে আমি হয় উহা নষ্ট করিব, না হয় জলে ফেলিয়া দিব, এবং তজ্জন্য উহা কাড়িয়া লইবার জন্য সকলেই সযত্ন হইল। কিন্তু আমি লিখিবার উপক্রম করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে আমিও কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি। তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্ব আশঙ্কা দূর হইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিষম বিস্ময় জন্মিল। কিন্তু বানরে তাহাদের মত লিখিতে পারিবে এরূপ বিশ্বাস না থাকায়, তাহারা আমার হস্ত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইতে প্রস্তুত হইল। অনন্তর আমার পূর্ব্বরক্ষিতা জাহাজাধ্যক্ষ আমার সহায় হইয়া বণিকদিগকে নিষেধ করিয়া কহিল, যদি এ বানর লিখিতে না পারে কিংবা কাগজ নষ্ট করে তবে ইহার মস্তক চূর্ণ করিব, দেখা যাউক এ কি করে। এই কথায় সকলেই অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল, আমি কি করি। আমি রাজার গুণ বর্ণনা করিয়া ছয় ভাষায় ছয়টী কবিতা লিখিলাম। আমার লেখা বণিকেরা এরূপ আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিল যে বোধ হয় তাহারা ইতিপূর্ব্বে আর কখন সেরূপ লেখা দেখে নাই। লেখা শেষ হইলে রাজপুরুষেরা কাগজ লইয়া প্রস্থান করিল।

আমার লেখা দেখিয়া রাজা পরম প্রীত হইয়া অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন, যে তাহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া ও উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করাইয়া লইয়া আইস। রাজার কথা শুনিয়া অমাত্যগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। তদ্দর্শনে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের উপর দণ্ড বিধানের আদেশ দিতে উদ্যোগ করিলে তাহারা কহিল, মহারাজ

এ লেখা মনুষ্যের নহে, একটা বনমানুষের। রাজা কহিলেন, বনমানুষের কখন এরূপ লেখা সম্ভব নহে। আচ্ছা, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। রাজপুরুষেরা আমাকে বিচিত্র বসনে পরিহিত করিয়া মহাসমারোহে রাজসমীপে উপস্থিত করিল। তৎকালে রাজা অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মণিময় সিংহাসনে আসীন ছিলেন। আমি উপস্থিত হইয়া রাজাকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিলাম। অনন্তর সভাসকলে বিদায় হইলে রাজা, প্রধান খোজা, এক বাল দাস ও আমায় সঙ্গে লইয়া এক গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আমাকে তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিতে অনুমতি করিলেন। আমি ভূমি চুম্বন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিনীতভাবে আহার করিতে লাগিলাম। আহার সমাপনান্তে রাজা এক যোড়া সতরঞ্চ আনাইয়া আমাকে খেলিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমিও খেলায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম বাজী রাজা জয়ী হইলেন। কিন্তু পর দুই বাজী আমি জিতিলাম। বনমানুষের এইরূপ ক্ষমতা দর্শনে রাজা সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রূপেশ্বরী নাম্নী আপনার প্রিয়তমা দুহিতাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। প্রবেশকালে কন্যার মুখ অনাবৃত ছিল। কিন্তু আমাকে দেখিবামাত্র নৃপনন্দিনী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া পিতাকে কহিল, পিতঃ! আজ আপনার ঈদৃশ কার্য্য-দর্শনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছি। কিজন্য আজ আমায় পরপুরুষের সম্মুখে আসিতে আদেশ করিয়াছেন। রাজা তনয়ার কথায় অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, এস্থানে অন্য পুরুষ কোথায়? এই খোজার, আমার কিংবা বালকের সাক্ষাতে বাহির হইতে ত তোমার কোন আপত্তি নাই। তবে কেন এরূপ কথা কহিতেছ? নরেন্দ্রতনয়া কহিল, পিতঃ, এই যে বনমানুষ দেখিতেছেন, ইনি বাস্তবিক বানর নহেন। ইনি একজন প্রধান রাজার পুত্র। কোন দৈত্য কর্ত্তৃক বানরাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। এইকথা শুনিয়া রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কন্যার কথা সত্য কিনা? আমি ইঙ্গিতে জানাইলাম যে সম্পূর্ণ সত্য। রাজা তখন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিরূপে জানিলে যে এই বানর মনুষ্য? কন্যা কহিল "পিতঃ, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে এক বৃদ্ধা আমার ধাত্রী ছিল। সে ইন্দ্রজাল বিদ্যার অতিশয় নিপুণা ছিল। আমি তাহার নিকট প্রায় ৭০ প্রকার যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, তাহারই প্রভাবে আমি এই বনমানুষকে দেখিবামাত্র ইহাকে রাজপুত্র বলিয়া যে কেবল চিনিতে পারিয়াছি এমন নহে, কাহার মন্ত্রমাহাত্ম্যে ইহার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাও বুঝিয়াছি।" রাজা কহিলেন "বৎসে, তুমি যে যাদুবিদ্যার এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছ তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। যদি তুমি এই রাজপুত্রকে পূর্ব্বাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে পার, তবে আমি ইহাকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিয়া তোমার সহিত ইহার বিবাহ দি।" কন্যা কহিল, আপনার আজ্ঞা পালনে আমি প্রস্তুত আছি।

অনন্তর কন্যা একখানি ছুরিকা আনিল। উহার বাঁটে হিব্রু অক্ষরে অনেক কথা খোদিত ছিল। নরেন্দ্রতনয়া আমাদিগকে অন্য এক গৃহে লইয়া গিয়া স্বয়ং গৃহের কুট্টিমে এক বৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত করিল। আরব্য ভাষায় কতিপয় শব্দ বৃত্তমধ্যে লিখিত হইল।

উক্ত বৃত্তের ঠিক্ মধ্যস্থলে আসীন হইয়া, কন্যা, মন্ত্র ও কোরাণের কতিপয় শ্লোক পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল পরেই গৃহ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বোধ হইল যেন প্রলয় কাল উপস্থিত। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে অতিশয় ত্রাস জন্মিল; অনন্তর আমার নিগ্রহকারী দৈত্যকে সিংহবেশে সহসা গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমাদের মনে ভয়ের আর পরিসীমা রহিল না। দৈত্যকে দেখিয়া নৃপদুহিতা কহিল "অরে কুক্কুর, আমার নিকট বিনীত বেশে না আসিয়া কোন্ সাহসে এইরূপ বিকটাকারে আসিয়াছিস্, তুই কি মনে করিয়াছিস্? আমি তোর ভীষণ আকার দর্শনে ভীত হইব।" দৈত্য কহিল, "আমরা পরস্পরের প্রতি কেহ কোন অনিষ্ট করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলাম তুই কিজন্য তাহা ভঙ্গ করিলি?" নৃপাত্মজা কহিল "অরে দুরাত্মন্! তুই কিসে সত্য প্রতিপালন করিয়াছিস্?" দৈত্য কহিল "তুই যে আমাকে এখানে আসিবার কষ্ট দিয়াছিস্ তাহার প্রতিফল দিতেছি।" এই বলিয়া সে করাল বদন ব্যাদন করিয়া কন্যাকে গ্রাস করিতে ধাবমান হইল। কন্যা পূর্ব্বাবধি সাবধান ছিল; সিংহের আক্রমণমাত্র কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ অপসৃত হইয়া নিজ মস্তক হইতে এক গাছি কেশ লইয়া উহাকে খড়্গাকারে পরিণত করিল এবং উহার আঘাতে সিংহের শরীর দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। সিংহের ছিন্ন শরীর দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল, কিন্তু মস্তকটা পড়িয়া রহিল। ঐ মস্তকটা বৃশ্চিকমূর্ত্তি ধারণ করাতে রাজদুহিতা সর্পাকৃতি গ্রহণ করিয়া উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃশ্চিক আপনাকে পরাজিতপ্রায় দেখিয়া ঈগলপক্ষীর আকারে উড়িয়া গেল, কন্যা কৃষ্ণ ঈগলের আকারে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। উভয়েই দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে আমাদের সম্মুখস্থ মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণে রঞ্জিতদেহ এক মার্জ্জার বাহির হইয়া ভীষণরবে চীৎকার করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র বিড়ালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মার্জ্জার আপনাকে অসমর্থ দেখিয়া কীটদেহ ধারণ করিয়া নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে পতিত বেদানা কাটিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। কীট প্রবেশমাত্র বেদানাটা ফুলিতে আরম্ভ করিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে কুষ্মাণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করিল এবং এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত গড়াইতে লাগিল ও অবশেষে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্র কুক্কুটদেহে পরিণত হইয়া দাড়িমের বীজ আহারে প্রবৃত্ত হইল। সমুদায় বীজ ভক্ষিত হইলে কুক্কুট আহ্লাদে পক্ষ বিস্তার করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সমুদায় বীজ প্রায় ভক্ষিত হইয়াছিল, একটামাত্র বীজ গড়াইয়া নদীতে পড়িয়াছিল এবং এক ক্ষুদ্র মৎস্য হইয়া জলমধ্যে কোথায় পলায়ন করিল। কুক্কুটও তৎক্ষণাৎ পাণকৌড়ী হইয়া মৎস্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। প্রায় দুইঘণ্টা কাল কেহই জল হইতে বাহির হইল না, সুতরাং জলের মধ্যে কি কি ঘটিল আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। অনন্তর এক ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দে আমরা চমকিত হইয়া দেখি, রাজকন্যা ও দৈত্য পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহাদের মুখ হইতে অনবরত প্রভূত বহ্নি বাহির হইতেছে এবং উহারা

পরস্পরের গাত্রে প্রক্ষেপ করিতেছে। ক্ষণকালমধ্যে চতুর্দ্দিক অগ্নিময় হইয়া উঠিল, বোধ হইল সমস্ত প্রাসাদই বা দগ্ধ হয়। অনন্তর উভয়ে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষণকাল পরে দৈত্য কোন রূপে নৃপাত্মজার হস্ত ছাড়াইয়া আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং আমাদের গাত্রে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। যদি রাজকন্যা আমাদের সাহায্যার্থ সত্বর উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইতাম। যাহা হউক, তথাপি দৈত্যক্ষিপ্ত অগ্নিতে রাজার মুখ ও মস্তক অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া গেল, প্রধান খোজা দগ্ধাঙ্গ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল এবং একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করায় আমার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, দৈত্য ভস্মসাৎ হইয়াছে এবং রাজকন্যা নিজ স্বাভাবিক দেহ ধারণ করিয়া আমাদিগের দিকে আসিতেছেন। তিনি আসিয়াই একপাত্র জল মন্ত্রপূত করিয়া আমার গাত্রে প্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতে আমি পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইলাম, কেবল দক্ষিণ চক্ষুটি অন্ধ হইল।

যিনি আমার জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করিলেন সেই কৃপাময়ী মুক্তিদাত্রীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব এমন সময় নৃপসুতা পিতাকে কহিলেন, 'পিতঃ, দৈত্যকে বিনাশ করিয়া জয়লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু বোধ করি আমি আর অধিকক্ষণ জীবিত থাকিব না। অগ্নি আমার দেহে প্রবেশ করিয়াছে এবং শীঘ্র আমায় দগ্ধ করিবে।' পিতা এই কথা শুনিয়া অনেক বিলাপ করিয়া কহিলেন 'বৎসে, কি অশুভক্ষণেই তুমি দৈত্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলে? যুদ্ধে আমার সর্ব্বনাশ হইল। আমার সর্ব্বস্বধন তোমার জীবন সংশয়, প্রধান খোজা অগ্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই রাজতনয় দক্ষিণ নেত্র হারাইয়াছেন এবং আমারও দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছ। আমি যে এতক্ষণ জীবিত আছি ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!" রাজার এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা সকলেই শোক করিতেছি, এমন সময় নৃপসুতা বলিয়া উঠিলেন, 'প্রাণ যায়, প্রাণ যায়!' এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার সমস্ত শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল।

কন্যার শোকে ও নিজের পীড়ায় উন্মত্তবৎ হইয়া রাজা প্রায় মাসাবধি শয্যাগত রহিলেন। অনন্তর একদিন আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'দেখ, তোমার আসিবার পূর্ব্বে আমি পরমসুখে রাজত্ব করিতেছিলাম, কিন্তু যে দিন হইতে তুমি এস্থানে পদার্পণ করিয়াছ, সেই দিন হইতে আমার বিপদ আরম্ভ হইয়াছে। আমার প্রাণসমা কন্যা প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার রক্ষিত প্রধান খোজাও কন্যার সহিত গমন করিয়াছে। আমি নিজেও যে রক্ষা পাইব, তাহা কার মনে ছিল? তোমার আগমনেই এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিল। অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর, নচেৎ তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।' আমি রাজার কথায় প্রত্যুত্তর করিতে উদ্যোগ করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি পরুষবাক্যে নিষেধ করাতে আমি অগত্যা রাজপুরী ত্যাগ করিলাম। অনন্তর মনের দুঃখে মস্তক ও ভ্রূ মুণ্ডন করিয়া ফকিরের বেশে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অদ্য এই নগরে আসিয়াছি। ইচ্ছা, একবার ধার্ম্মিকবর নরপতি হারুন অল রসিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

নিজ শোচনীয় ঘটনা তাঁহার গোচর করিব। অনন্তর এই দুই ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিন জনে আপনাদের আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছি।

দ্বিতীয় ফকিরের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া জোবেদী তাহাকে অভয় দিয়া তৃতীয় ফকিরকে তদীয় জীবনী প্রকাশ করিতে অনুমতি করিলেন।

তৃতীয় ফকিরের কথা।

তৃতীয় ফকির কহিল 'ভদ্রে, এই দুইটি ভদ্রলোকের যেরূপ জীবনী শুনিলেন, আমার ইতিহাস ইহার ঠিক বিপরীত। ইঁহারা উভয়েই দৈববশে এক একটী চক্ষু হারাইয়াছেন। আমি কিন্তু নিজে বিপদ আহ্বান করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষু হারাইয়াছি। আমার নাম আজীব, আমি কাসিব নামা এক নরপতির পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর আমি তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, তাঁহার রাজধানীতে নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলাম। পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই আমি প্রথমে অধীনস্থ প্রদেশ সকল দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম। তদনন্তর উপদ্বীপস্থ প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইবার মানসে পোতারোহণে যাত্রা করিলাম। এই রূপে সমুদ্রগমনের সুবিধা হওয়ায় নূতন নূতন দ্বীপ দর্শনাভিলাষে ১৫ খানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া জলপথে যাত্রা করিলাম।

চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত কোন বিপদ ঘটিল না। একচল্লিশ দিনের রাত্রিতে ভয়ানক ঝটিকা উত্থিত হইল জাহাজ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু পরদিন প্রাতে বায়ুবেগ কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে জাহাজ রক্ষা হইল। পরবর্ত্তী প্রায় বার দিন কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। ত্রয়োদশ দিবসে একজন নাবিক দিঙ্‌নির্ণয়ার্থ মাস্তুলাগ্রে আরোহণ করিয়া বলিল, দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে স্থল দৃষ্ট হইতেছে না, কিন্তু ঠিক সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখা যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া জাহাজাধ্যক্ষের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে পাগড়ী দূরে নিক্ষেপ করিয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক বলিল "মহারাজ, সর্ব্বনাশ হইল, যে বিপদ উপস্থিত তাহাতে এক প্রাণীও রক্ষা পাইবে না। আমি নাবিককার্য্যে ব্যুৎপন্ন বটে, কিন্তু এই বিপদ হইতে জাহাজ রক্ষা করা আমার সাধ্য নহে।" এই কথায় বিস্মিত হইয়া আমি কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি? হঠাৎ এরূপ হতশ্বাস হইবার কারণ কি"? নাবিক কহিল "মহারাজ ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে উহা চুম্বক প্রস্তরের পর্ব্বত। সে দিনকার ঝটিকায় আমরা পথ ভুলিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া ঐ পর্ব্বত জাহাজকে আকর্ষণ করিতেছে, কল্য বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই জাহাজ পর্ব্বতসংলগ্ন হইয়া যাইবেক। জাহাজ যত পর্ব্বতের সন্নিহিত হইবে ততই পেরেক ও অন্যান্য লৌহনির্ম্মিত জাহাজস্থ পদার্থ পর্ব্বতে লাগিয়া যাইবে, সুতরাং জাহাজ কোন রূপেই রক্ষা পাইবে না। বহুসংখ্যক জাহাজ এইরূপে মারা গিয়াছে এবং তাহাদিগের পেরেক অদ্যাপি ঐ পর্ব্বতের গাত্রে লাগিয়া আছে। এই পর্ব্বত অতিশয় বন্ধুর এবং উহার শিখরদেশে পিত্তলের স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত পিত্তলের মন্দির মধ্যে এক প্রকাণ্ড পিত্তলের অশ্ব আছে এবং তদুপরি এক মনুষ্যমূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তির বক্ষঃস্থলস্থ সীসার পাতে কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র লিখিত আছে। এইরূপ প্রবাদ যে, উল্লিখিত মনুষ্যমূর্ত্তিই

জাহাজভঙ্গের মূল এবং যত দিন না কেহ ঐ মূর্ত্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদিন জাহাজ রক্ষার কোন উপায় নাই।" এই কথা বলিয়া কর্ণধার বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। আরোহীরা সকলেই প্রাণভয়ে কাতর হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতে আমরা ঐ পর্ব্বত অতি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। সকলেই জীবনে হতাশ্বাস হইয়া কখন জাহাজ ভাঙ্গিয়া যায় তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নকালে জাহাজ পর্ব্বতের অতি নিকটে আসিলে, নাবিক যাহা যাহা বলিয়াছিল একে একে সমস্ত ঘটিতে লাগিল। পেরেকগুলি জাহাজ হইতে খসিয়া পর্ব্বতে লাগাতে জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেল। সমস্ত আরোহী প্রাণ হারাইল। আমিই কেবল অনুকূল দৈববলে এক কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া রক্ষা পাইলাম। ভাগ্যক্রমে তক্তা বায়ুবেগে পর্ব্বতের এমন একস্থানে লাগিল, যেখানে পর্ব্বতগাত্রে কতকগুলি সোপান বিরচিত ছিল। তদ্দ্বারা কষ্টেসৃষ্টে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া আমি পিত্তলের গৃহে শয়ন করিয়া নিশা যাপন করিলাম। রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে দেখিলাম, এক বৃদ্ধ আমার শিরদেশে বসিয়া বলিতেছে, "হে আজীব, নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তুমি তোমার পদতলস্থ মৃত্তিকা খনন করিও, দেখিবে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে একটী পিত্তলের ধনু ও তিনটী বাণ আছে। ঐ তিনটী বাণ মনুষ্যমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করিবে। তাহাতে মূর্ত্তি সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং অশ্বটী তোমার পদতলে আসিয়া পড়িবে, তুমি যে স্থানে ধনুক বাণ পাইয়াছিলে সেইখানে অশ্বকে পুঁতিয়া ফেলিবে, তখন সমুদ্র আন্দোলিত হইয়া জল মন্দিরের সোপান পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিবে। তৎপরে দেখিবে এক প্রস্তরনির্ম্মিত মনুষ্য দুই হস্তে দাঁড় বাহিয়া এক তরী পর্ব্বতের তীরে আনিবে। তুমি উহাতে আরোহণ করিও, কিন্তু দেখিও যেন পরমেশ্বরের নাম লইও না, লইলে বিষম বিপদে পড়িবে। অনন্তর ঐ মনুষ্য-মূর্ত্তি তোমাকে অপর এক সমুদ্রে লইয়া যাইবে। তথা হইতে তুমি স্বদেশ গমনের সহজ উপায় প্রাপ্ত হইবে।" নিশান্তে আমি স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের উপদেশ মত সমস্ত অনুষ্ঠান করিলাম। অনন্তর নৌকা আসিলে ঈশ্বরের নামগ্রহণ না করিয়া তরী আরোহণ করিলাম, নয় দিন ক্রমাগত দাঁড় বাহিয়া চলিল, অবশেষে অনতিদূরে কতিপয় দ্বীপ দর্শন করিয়া এই বারে চিরবিযুক্ত স্বদেশ দর্শন করিতে পাইব ভাবিয়া, আহ্লাদে আত্মবিস্মৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। ঈশ্বরের নাম মুখ দিয়া বাহির হইতে না হইতে, তরী সহিত মনুষ্যমূর্ত্তি অতলসাগর গর্ভে নিমগ্ন হইল। আমি জলে ভাসিতে ভাসিতে সন্তরণ দ্বারা এবং অনুকূল প্রবাহবেগে এক সন্নিহিত দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম। দ্বীপে উঠিয়াই প্রথমে কোন্ স্থানে পঁহুছিয়াছি তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম আমি এক জনশূন্য, বিবিধ ফলতরু দ্বারা সুশোভিত সুন্দর দ্বীপে আসিয়াছি। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম এক খানি ক্ষুদ্র তরী তীরবেগে দ্বীপের অভিমুখে আসিতেছে। ঐ তরীতে শত্রু কি মিত্র কি প্রকার মনুষ্য আছে স্থির করিতে না পারিয়া, সহসা তাহাদের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলাম না। গুপ্তভাবে তাহাদের কার্য্য দর্শন করিবার মানসে আমি এক উন্নত বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। দেখিলাম দশ জন দাস কোদাল

ও মৃত্তিকাখননোপযোগী অন্যান্য অস্ত্র হস্তে লইয়া তরী হইতে নামিল। তাহারা দ্বীপের মধ্যস্থলে গিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল এবং মৃত্তিকার নীচে এক গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন করিল। অনন্তর তরী হইতে বিবিধ খাদ্যসামগ্রী আনিয়া উক্ত গুপ্তদ্বার দিয়া ভূগর্ভস্থ এক গৃহে রাখিয়া আসিতে লাগিল। সমুদায় দ্রব্য-জাত তুলিয়া অবশেষে এক প্রাচীন, একটী পরমসুন্দর ও বিচিত্র বসনে আবৃত-দেহ চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালককে মৃত্তিকার নিম্নস্থ গৃহে লইয়া চলিল। ক্ষণকাল পরে সকলে ফিরিয়া আসিল, কেবল বালকটী রহিল। অনন্তর যে দিক হইতে আসিয়াছিল নৌকারোহণে সকলে সেই দিকে চলিয়া গেল। এই ঘটনা দেখিয়া আমার সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। তত্ত্ব অবগত হইবার মানসে বৃক্ষ হইতে নামিয়া ভূগর্ভস্থ গৃহের উদ্দেশে চলিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া অনেক কষ্টে গুপ্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সোপান-শ্রেণীতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলাম, নিম্নে একটী সুন্দর পুরী রহিয়াছে, বালক ব্যজনহস্তে পুরীমধ্যে এক খাটে উপবিষ্ট আছে। আমাকে দেখিয়া বালক অতিশয় শঙ্কিত হইল। আমি তাহাকে অভয় দিয়া কহিলাম, আমি এক রাজার পুত্র, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং যাহাতে তোমার এইরূপ স্থান হইতে উদ্ধার হয় আমি তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এই কথা শুনিয়া বালক আমাকে আসন-পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিল। উপবিষ্ট হইলে বালক নিজ ইতিহাস আরম্ভ করিল, বলিল "আমার পিতা একজন বিলক্ষণ সমৃদ্ধি-শালী মণিকার। অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। এক দিন তিনি নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার এক পুত্র জন্মিবে, কিন্তু পুত্র অত্যন্ত অল্পায়ুঃ হইবে। ইহার কিছু দিন পরেই আমি জন্মগ্রহণ করিলাম। পিতা তখন প্রসিদ্ধ ২ দৈবজ্ঞ আনাইয়া আমার আয়ুঃ সম্বন্ধে গণনায় নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা গণনা করিয়া বলিলেন 'প্রথম পনর বৎসর পর্য্যন্ত তোমার পুত্রের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। কিন্তু তৎপরে তাহার একটা ভয়ানক ফাঁড়া আছে, ইহাতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু যদি কোনরূপে এই ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পারে, তবে এই পুত্র দীর্ঘজীবী হইবে। এবং ঠিক এই সময়ে আজীব নামক এক রাজপুত্র অয়স্কান্তমণিময় পর্ব্বতের শিখরস্থ মনুষ্যমূর্ত্তি সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিবে এবং তাহার পঞ্চাশ দিন পরে সেই রাজপুত্র কর্ত্তৃক তোমার পুত্র নিহত হইবে।' এই কথায় পিতা অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পনর বৎসরের পর হইতে আমায় অনেক সাবধানে রাখিয়াছিলেন। গতকল্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যমূর্ত্তি দশদিন হইল সাগরের গর্ভে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য পিতা ইতিপূর্ব্বে এই গৃহ প্রস্তুত করান। এক্ষণে সময় উপস্থিত দেখিয়া আমায় এখানে রাখিয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, অবশিষ্ট চল্লিশ দিন গত হইলে তিনি আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন।" বালকের কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম এবং পাছে আমার প্রকৃত পরিচয় দিলে তাহার শঙ্কা বৃদ্ধি হয়, এইজন্য তাহা গোপন করিলাম। অনন্তর উভয়ে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। পর দিন এক প্রকার খেলা সৃষ্টি করিয়া উভয়ে তাহাতে নিযুক্ত থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম। বালক আমাকে অতিশয় ভক্তি করিত এবং আমিও

তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতাম। সুতরাং যখনই মনে হইত যে আমার দ্বারা তাহার বিনাশ সাধিত হইবে, তখনি গণকগণকে প্রতারক ভাবিয়া মনে ২ হাস্য করিতাম। এই রূপে ৩৯ দিন নির্ব্বিঘ্নে গত হইল। ৪০ দিনের দিন বালক হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আমায় কহিল, অদ্য চল্লিশ দিন পূর্ণ হইবে। অদ্যাপি আমার জীবনের কোন হানি হইল না। বোধ করি ঈশ্বরকৃপায় আমি অরিষ্ট কাটাইয়া উঠিলাম। তুমি কি শুভক্ষণেই আসিয়াছিলে, তোমার সহবাসে আমি পরম সুখে আছি। পিতা আসিলে আমি তোমায় স্বদেশ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিব এবং বোধ করি তিনি কোন না কোন সুবিধা করিতে পারিবেন। অনন্তর বালক কহিল, পিতার সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সাক্ষাৎ করা উচিত। তুমি জল গরম করিয়া দাও আমি স্নান করিব। আমি জল উষ্ণ করিয়া বালককে স্নান করাইয়া দিলাম। স্নানান্তে বালক শুভ্র বসন পরিধান করিয়া নিদ্রিত হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে বালক বলিল "আমার অতিশয় ক্ষুধা বোধ হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া একটা তরমুজ ও কিছু চিনি আনিয়া দিন।" তথায় যে কয়েকটা তরমুজ ছিল তন্মধ্য হইতে একটা বাছিয়া লইয়া আমি বালকের সম্মুখে এক পাত্রে রাখিলাম। কিন্তু তরমুজ কাটিবার জন্য ছুরি না পাইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কোন অস্ত্র আছে কি না। বালক কহিল, আমার শয্যার নিকট, তাকের উপর এক খান ছুরি আছে লইয়া আসুন। যেমন আমি তাক হইতে ছুরি পাড়িয়া ছুরিকা হস্তে আসিব, অমনি বিছানার চাদর পায়ে এমন জড়াইয়া গেল যে আমি একেবারে বালকের গায়ে পড়িয়া গেলাম এবং আমার হস্তস্থিত ছুরিকা বালকের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া গেল। বালক সেই আঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণ-ত্যাগ করিল। এই অভাবনীয় বিস্ময়কর ঘটনায় আমার মন যে কিরূপ শোকাকুল হইল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। অবশেষে আমার শোকে বা বিনাশে বা মৃত মনুষ্য কিছু পুনর্জ্জীবিত হইবে না ভাবিয়া এবং ৪০ দিন গত-প্রায় হইয়াছে উহার পিতা আসিলে তাহার সহিত পাছে সাক্ষাৎ হয় এই ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করাই স্থির করিলাম। অনন্তর গহ্বরের উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিলাম এবং দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া কোন্ দিকে যাইব চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখি যে একখান নৌকা দ্বীপাভিমুখে আসিতেছে। আমি সেই প্রাচীনের পুত্রহন্তা, আমাকে দেখিলে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই হত্যা করিবে, এই ভাবিয়া আমি পলায়নই স্থির করিলাম, এবং নিকটে অন্য কোন গুপ্ত স্থান না দেখিয়া এক বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। ইতিমধ্যে নৌকা আসিয়া দ্বীপে লাগিল। বৃদ্ধ ও দাসগণ তীরে অবতীর্ণ হইয়া প্রফুল্লচিত্তে পূর্ব্বোক্ত বাটীর দিকে চলিল। কিন্তু বাটীর দ্বার সম্প্রতি উত্তো-লিত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত দেখিয়া সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, বিশেষ বৃদ্ধ একেবারে কাষ্ঠবৎ শুষ্কমূর্ত্তি হইয়া গেল। তাহারা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভূগর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বালকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া তাহাদের শঙ্কা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে শয্যাপ্রান্তে বালক পড়িয়া আছে এবং তাহার বক্ষঃস্থলে একখান ছুরিকা বিদ্ধ রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া

রোদন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ অচৈতন্য হইয়া পড়াতে দাসেরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিল। এবং আমি যে বৃক্ষে লুকাইয়াছিলাম তাহার তলে লইয়া গেল। বহুবিধ শুশ্রূষা করিয়াও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল না।

অবশেষে বৃদ্ধের জ্ঞান সঞ্চার হইলে, দাসেরা বালকের মৃতদেহ বাহির করিয়া আনিল, এবং শবকে বিচিত্র বসনে পরিহিত করিয়া এক কবর খনন করিয়া তাহার মধ্যে স্থাপন করিল। বৃদ্ধ দুই জন দাসের স্কন্ধে ভর দিয়া কবরের উপর একমুষ্টি মৃত্তিকা প্রক্ষেপ করিয়া পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিল। অনন্তর দাসেরা কবর মৃত্তিকাপূর্ণ করিলে সকলে বিষণ্ণবদনে নৌকারোহণে স্বদেশ যাত্রা করিল। যাইবারকালীন তাহারা ভূগর্ভস্থ গৃহের যাবতীয় সামগ্রী নৌকায় তুলিয়া লইয়া গেল।

যতক্ষণ না নৌকা দৃষ্টিপথের অতীত হইল, ততক্ষণ আমি বৃক্ষ হইতে নামিলাম না। বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমি সমস্ত দ্বীপ প্রদক্ষিণ করিলাম, এবং সন্ধ্যাকালে গহ্বর মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া আবার প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং সন্ধ্যাকালে গহ্বরে প্রত্যাগত হইলাম। এইরূপে প্রায় এক মাস অতীত হইলে, এক দিন দেখিলাম যে সমুদ্রের জল হঠাৎ এরূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে যে সহজে পদব্রজে পার হইয়া যাওয়া যায়। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে ভাবিয়া আমি সমুদ্রের অপর পারে যাইলাম। গিয়া দেখি দুই একটা আলোক জ্বলিতেছে। আলোক অবশ্য কোন লোকালয় হইতে আসিতেছে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। কিন্তু আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি যে উহা আলোক নহে, রক্তবর্ণ তাম্রে নির্ম্মিত এক দুর্গ সূর্য্যালোকে প্রতিফলিত হইয়া দূর হইতে আলোক বলিয়া বোধ হইতেছিল। যাহা হউক ঐ দুর্গে মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব এই আশায় এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে দশজন পুরুষ ভ্রমণার্থ দুর্গ হইতে বাহির হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদের দশ জনেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ। আমাকে দেখিয়া তাহারা প্রথমেই অভিবাদন করিল এবং অতিশয় সমাদর সহকারে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম, আমার ইতিহাস অতিশয় দীর্ঘ, যদি অনুগ্রহ করিয়া এই স্থানে উপবেশন করেন, তবে তাহা প্রকাশ করিতে পারি। তাহারা উপবেশন করিলে আমি আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া পরমাশ্চর্য্য হইয়া তাহারা আমাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অভ্যর্থনা করিল। আমি তাহাদের সহিত দুর্গে প্রবেশ করিয়া দুইপার্শ্বে অতি সুন্দররূপ সজ্জিত গৃহশ্রেণী দেখিতে দেখিতে অবশেষে এক সুসজ্জিত দালানে উপস্থিত হইলাম। তাহার মধ্যস্থলে রেশমী নীল বসনে আচ্ছাদিত দশখানি পর্য্যঙ্ক গোলাকারে সাজান ছিল। তাহারা তাহাতে উপবেশন করিল এবং আমাকে গালিচার উপরে বসাইল। মণ্ডলাকারে সজ্জিত ঐ দশখানি খাটের ঠিক মধ্যস্থলে আর একখানি খাট ছিল, উহাতে এক প্রাচীন শয়ন করিত। সকলে উপবেশন করিলে যুবকেরা আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই,

তুমি এখানে যাহা চক্ষে দেখিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিও, তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিও না অথবা আমরা কিরূপে অন্ধ হইলাম তাহা জিজ্ঞাসা করিও না, করিলে নিশ্চয়ই তোমার অমঙ্গল ঘটিবে ; ক্ষণকাল পরে ঐ বৃদ্ধ বাহিরে গিয়া আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া সকলকে পরিবেশন করিল, আমরা সকলে একত্র ভোজন করিলাম ; এবং সকলে এক এক পাত্র মদিরা পান করিলাম। আহারান্তে বৃদ্ধ আমাকে নিজ ইতিহাস পুনরায় আনুপূর্ব্বিক বলিতে অনুরোধ করিলে, আমি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল অবিকল বর্ণনা করিলাম। অনন্তর জনৈক যুবা কহিল, রাত্রি অধিক হইয়াছে অথচ এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিত্যকর্ম্ম সমাধা হইল না। আইস আরম্ভ করা যাউক, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিল এবং সন্নিহিত এক গৃহ হইতে নীলবস্ত্রে আচ্ছাদিত দশখানি পাত্র আনিয়া দশজন যুবকের সম্মুখে রাখিল এবং প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটী দীপ জ্বালিয়া দিল। যুবকেরা পাত্র খুলিলে দৃষ্ট হইল যে উহার মধ্যে ভস্ম, অঙ্গার চূর্ণ ও প্রদীপের কালি রহিয়াছে। যুবকেরা ঐ তিনটী পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া স্ব স্ব মুখ রঞ্জিত করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অনন্তর সকলে রোদন করিতে করিতে শিরে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিল এবং ক্ষণে ২ বলিতে লাগিল, যে আলস্য ও লম্পটতার এই প্রতিফল। তাহারা প্রায় সমস্ত রাত্রি এইরূপে যাপন করিল। অবশেষে বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ জল আনিয়া দিলে তাহারা মুখ ও হস্ত ধৌত করিল এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া শয়ন করিল।

পরদিন প্রাতে আমরা সকলেই প্রভাতবায়ু সেবনার্থ বাহির হইলাম। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, মহাশয়গণ, আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা আর কোনরূপে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমি সকল বিপদ সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি, আপনারা কল্য রাত্রির ঘটনার কারণ কি প্রকাশ করিয়া বলুন। যুবারা আমার এই কথায় কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া কহিল, তোমার সহিত উক্ত ঘটনার কোন সংশ্রব নাই, উহা জানিবার তোমার আবশ্যক নাই। অন্যান্য কথাবার্ত্তায় দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। রাত্রি উপস্থিত হইলে যুবকেরা পূর্ব্বরাত্রে যেরূপ মুখে কালি মাখিয়া রোদনাদি করিয়াছিল ঠিক সেইরূপ করিল। ইহা দেখিয়া আমি কোনরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া কারণ জানিবার জন্য তাহাদিগকে অত্যন্ত অনুরোধ করিলাম। তাহারা কহিল, আমাদের ঘটনা শ্রবণ করিলে তোমাকেও আমাদের ন্যায় কষ্ট পাইতে হইবে, সুতরাং কেন বৃথা ইচ্ছা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবে। আমি কহিলাম, আমি এখন যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহার নিকট অন্য কষ্ট অতি সামান্য। অতএব তোমরা সমস্ত প্রকাশ কর, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা শুনিব। আমাকে এইরূপ স্থিরসংকল্প দেখিয়া যুবকেরা একটা মেষ বধ করিয়া তাহার চর্ম্ম খুলিয়া লইল। অনন্তর আমার হস্তে একখানি ছুরি দিয়া কহিল "এই ছুরিখানি হাতে করিয়া রাখ। আমরা তোমায় এই মেষচর্ম্মের মধ্যে পুরিয়া সেলাই করিয়া দিয়া একস্থানে ফেলিয়া আসিব। রকনামক পক্ষী মেষবোধে তোমাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া যাইবে তাহাতে তুমি ভীত হইও না। পক্ষী শীঘ্রই এক পর্ব্বতে তোমায় লইয়া

যাইবে। অমনি তুমি এই ছুরিকা দ্বারা মেষ চর্ম্মচ্ছেদন করিয়া বাহির হইবে। তোমাকে দেখিয়া রক পক্ষী ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। তুমি তথায় অপেক্ষা না করিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকিবে এবং যে পর্য্যন্ত না একটা প্রকাণ্ড দুর্গের নিকটে উপস্থিত হও, সে পর্য্যন্ত গমনে ক্ষান্ত হইবে না। দুর্গের দ্বার নিয়তই মুক্ত আছে, তাহাতে নির্ভয়ে প্রবেশ করিবে। আমরা সকলেই সেই দুর্গে কিছুদিন বাস করিয়াছি। দুর্গের অন্য কোন বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। তুমি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনচরিত বলিতে হইলে অনেকক্ষণ লাগিবে; সুতরাং তাহার আবশ্যক নাই; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, উক্ত বাটীতে অবস্থান জন্যই আমাদের এক একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছে এবং এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে এক মেষচর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া এক স্থানে ফেলিয়া আসিল এবং যাহা যাহা বর্ণনা করিয়াছিল অবিকল সমস্তই ঘটিল। আমি পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে পক্ষীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দুর্গের অনুসন্ধানে চলিলাম এবং অর্দ্ধ দিবস চলিয়াই দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। দুর্গের শোভার কথা কি বলিব; দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। আমি মুক্ত দ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দ্বার অতিক্রম করিয়া এক চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণ হইলাম। প্রাঙ্গণটী এত প্রশস্ত যে তাহাতে শতদ্বার। তন্মধ্যে একটী সুবর্ণময় এবং অবশিষ্টগুলি সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন উপরে যাইবার জন্য অপূর্ব্ব সোপানাবলী অবলোকন করিলাম। প্রাঙ্গণ পার হইয়া একটী প্রশস্ত দালানে পড়িয়া দেখি, যে তথায় পরমসুন্দরী চল্লিশটী যুবতী বসিয়া আছে। স্বাভাবিক অলৌকিক সৌন্দর্য্যের উপর তাহারা এরূপ সুন্দর বেশভূষা করিয়াছে যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমাকে দেখিবামাত্র রমণীগণ দণ্ডায়মান হইয়া উঠিয়া সাতিশয় সমাদর করিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বলিল "আমরা অনেক দিন অবধি আপনার মত একটী গুণবান্ পুরুষের অভিলাষ করিতেছি। আজি ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের সে আশা সফল হইল। আপনার আকার দর্শনে বোধ হইতেছে যে আমরা যে সকল গুণের সমাদর করিয়া থাকি, সকলই আপনাতে বিদ্যমান আছে এবং ভরসা করি আপনিও আমাদের সহবাসে অপ্রীত হইবেন না।" অনন্তর তাহারা আমার আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়াই আমাকে এক উচ্চ স্থানে বসাইয়া বলিল "যেক্ষণে তুমি এখানে দর্শন দিয়াছ সেইক্ষণেই আমরা তোমাকে জীবন-যৌবন সমস্ত সমর্পণ করিয়াছি। এই বাটী তোমারই এবং আমরা তোমার দাসী; তুমি যে অনুমতি করিবে আমরা তাহাই শিরোধার্য্য করিব।" এই কথা বলিয়া রমণীগণ আমাকে স্নান করাইয়া দিল এবং আহারের উদ্যোগ করিয়া দিল। আহারান্তে তাহারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি আদ্যন্ত সমুদায় বর্ণনা করিলাম। এইরূপে দিবস অতীত হইল। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত আহারাদি ও নৃত্যগীতে অতিবাহিত হইলে, এক রমণী কহিল "তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া থাকিবে, অদ্য শয্যায় বিশ্রাম কর এবং আমাদের মধ্যে যাহাকে অভিলাষ হয় লইয়া উপভোগ কর।" আমি কহিলাম "তোমরা সকলেই সমান সুন্দরী ও গুণবতী, কাহাকে রাখিয়া

কাহাকে লইব এবং অন্য সকলের মন ক্ষুণ্ণ করিব ?” তাহাতে এক রমণী কহিল “তোমার কোন চিন্তা নাই, স্বচ্ছন্দে বাছিয়া লও। আমরা পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করি না। আমাদের মধ্যে এই নিয়ম যে আমরা সকলেই এক এক দিন পর্য্যায়ক্রমে তোমার সহবাস সুখলাভ করিব।” এই কথা শুনিয়া আমি সহাস্য বদনে উত্তরকারিণীরই হস্ত ধারণ করিলাম। তাহাতে অন্যান্য রমণীরা সে রাত্রির মত বিদায় হইল। আমি পরম সুখে রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে বামাগণ অভিবাদন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিল। অনন্তর আমাকে স্নান করাইয়া দিয়া আহারাদির আয়োজন করিয়া দিল। এই রূপে দিবস অতীত হইলে রাত্রিকালে অন্য এক রমণীকে লইয়া শয়ন করিলাম।

এইরূপে পরম সুখে এক বৎসর অতীত হইল। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম দিবসে রমণীগণ রোদন করিতে করিতে আমার নিকট আসিল এবং সকলে ক্রমে ক্রমে আমায় আলিঙ্গন করিয়া কহিল “প্রিয় যুবরাজ, আমরা এক্ষণে বিদায় লই।” তাহাদিগকে রোদন করিতে দেখিয়া আমার মনে অতিশয় দুঃখ জন্মিল। আমি আগ্রহের সহিত কহিলাম “প্রেয়সীগণ, অকস্মাৎ তোমাদের এরূপ শোক করিবার কারণ কি, কি জন্যই বা বিদায় চাহিতেছ ?” তাহারা আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া কহিল “তোমার সহিত প্রণয় না হইলেই ভাল হইত, কারণ তাহা হইলে এরূপ দুর্ব্বিসহ বিচ্ছেদযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। যে সকল পুরুষের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেহই তোমার মত সুরসিক বা মিষ্টভাষী ছিল না। এক্ষণে তোমার বিরহে কিরূপে প্রাণধারণ করিব ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছি। এই বলিয়া তাহারা আরো উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমি সমধিক কাতরতাসহকারে কহিলাম “দুঃখের কারণ প্রকাশ করিয়া বল। তোমাদের দুঃখে আমার হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়াছে।” তাহাতে একটী রমণী কহিল যে যদি আমাদের শোকের কারণ শুনিতে তোমার এতই আগ্রহ থাকে তবে শ্রবণ কর। “আমরা সকলেই রাজকন্যা। আমরা এস্থানে কি ভাবে বাস করি তাহা তোমার অবিদিত নাই। কিন্তু কোন কর্ত্তব্যসাধনার্থে বৎসরান্তে চল্লিশ দিনের জন্য আমাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। সে কর্ত্তব্য কি তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। উক্ত চল্লিশ দিন গত হইলে আমরা পুনর্ব্বার এই স্থানে আগমন করি। কল্য বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, অদ্য তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই আমাদের দুঃখের কারণ। যাহা হউক আমরা তোমাকে শত দ্বারের চাবি দিয়া যাইতেছি, প্রত্যেক দ্বার খুলিয়া গৃহমধ্যে আশ্চর্য্য বস্তু সকল দেখিতে ব্যস্ত থাকিলে তুমি আমাদের বিচ্ছেদ কিছুই অনুভব করিবে না। কিন্তু তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছি যেন সুবর্ণ দ্বার খুলিও না। খুলিলে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। সুবর্ণ দ্বারের চাবি আমরা লইয়া যাইতাম, কিন্তু পাছে তুমি মনে কর আমরা তোমার দূরদর্শিতার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, এই জন্যই রাখিয়া গেলাম।” অনন্তর আমি প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলাম।

বামাগণের সহবাসে পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ একাকী থাকাতে অতিশয় কষ্ট বোধ হইল। এজন্য রমণীগণের পরামর্শ

অনুসারে চিত্ত বিনোদন মানসে প্রথম দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলাম। দ্বার মুক্ত করিয়া এক অপূর্ব্ব ফলের উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। সেরূপ মনোরম উদ্যান যে ক্ষিতিতলে থাকিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। এরূপ বোধ হইল যে নন্দনকাননও তাহার নিকট অতি সামান্য। বৃক্ষগুলি অতি পরিপাটীর সহিত শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া রোপিত হইয়াছে। সকলগুলিই সুপক্ক ফলভরে অবনত হইয়া যেন মনুষ্যগণকে শিক্ষা দিতেছে যে ধনবান্ বা গুণবান্ হইলে এইরূপ বিনীত ভাবে থাকিতে হয়। উদ্যানের চমৎকারিত্ব অবলোকন করিয়া আমার ইচ্ছা হইল না যে সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করি। কিন্তু অন্যান্য দ্বার খুলিলে হয় ত এতদপেক্ষা আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে পাইব, হঠাৎ এই ভাব মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলাম। দেখিলাম ইহা একটী মনোরম পুষ্পোদ্যান। গোলাপ, মৈউতি, জাতি জুঁতী প্রভৃতি নানাজাতীয় কুসুম বিকসিত হইয়া চারিদিকে অকাতরে সৌরভ বিতরণ করিতেছে এবং কিরূপে উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতে হয় তদ্বিষয়ে মানবগণকে উপদেশ দিতেছে। তথাকার সৌরভপূর্ণ বায়ু আঘ্রাণ করিলে স্বর্গসুখ ত্যাগ করিয়া তথায় বাস করিতে ইচ্ছা হয়। তৃতীয় দ্বার খুলিয়া দেখিলাম তথায় মহার্ঘ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মণিখচিত চন্দন-কাষ্ঠের পিঞ্জরে নানাজাতীয় পক্ষী সুললিত গান করিতেছে। সুবর্ণ নির্ম্মিত পাত্রে তাহাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত রহিয়াছে। স্থানটী সুপরিষ্কার। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তথায় বা অন্য অন্য উদ্যানে জনপ্রাণীও নাই। এই সকল দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়নাগারে প্রত্যাগমন করিলাম এবং মনে মনে স্থির করিলাম, রমণীগণের অনুপস্থিতি-কাল এইরূপে অতিবাহিত করিব, প্রাণান্তেও হৈমদ্বার মুক্ত করিব না।

পর দিন চতুর্থ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে মন মোহিত হইয়া গেল। দ্বার খুলিয়াই এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই-লাম। অঙ্গনের চারিদিকে এক বিচিত্র অট্টালিকা, তাহার চল্লিশটী দ্বার, সকল গুলিই মুক্ত। প্রত্যেক দ্বার দিয়া এক এক ধনাগারে প্রবেশ করা যায়। ধনাগারগুলিতে এত ধন সঞ্চিত ছিল যে অতুলবিভবশালী সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বরের ভাণ্ডারেও তত ধন দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনটাতে স্তূপাকার মুক্তা ঢালা রহিয়াছে, কোনটাতে রাশীকৃত পদ্মরাগ মণি, কোনটাতে বা বহুবিধ হীরক সঞ্চিত আছে। এইরূপ নানা গৃহে নানা মণি সঞ্চিত আছে। মণিগণের আলোকে প্রতিফলিত হইয়া গৃহগুলি যে অলৌকিক শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

এইরূপে ৩৯ দিন ক্রমাগত নিরানব্বুইটী দ্বার খুলিয়া তন্মধ্যস্থ অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বস্তু সকল দর্শন করিলাম। চত্বারিংশ দিবস উপস্থিত হইল। সেই দিন যদি আমি আত্মসংযম করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী না হইয়া আমি জগতে অদ্বিতীয় সুখী হইতাম। কিন্তু নিজ দুর্ব্বুদ্ধিবশে অথবা আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কাল দিবসে দুর্দ্ধর্ষ কৌতুকবেগ সহ করিতে না পারিয়া সুবর্ণ দ্বার মুক্ত করিলাম। গৃহে প্রবেশমাত্র এক অতি সুগন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিল, কিন্তু গন্ধটী এত কড়া যে আঘ্রাণ মাত্র আমি অচেতন

হইয়া পড়িলাম। ক্ষণেক পরে চৈতন্য লাভ করিলাম। যদি এইরূপ উপদেশে তখনও নিরস্ত হই তবে আর কোন বিঘ্ন ঘটে না; কিন্তু শনি তখনও আমায় ত্যাগ করিয়া যায় নাই। যতক্ষণ না গন্ধটা বাহির হইয়া গেল ততক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অবশেষে গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহমধ্যে নানাবিধ আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে দেখিতে একটী কৃষ্ণবর্ণ সুন্দর ঘোটক দেখিতে পাইলাম। অশ্বের সন্নিহিত হইয়া অধিকতর মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করাতে দেখিলাম যে উহার পৃষ্ঠাস্তরণ ও বল্‌গা বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুবর্ণে নির্ম্মিত। অশ্বের যাবলার এক দিকে পরিষ্কৃত গোধূম ও তিল ছিল এবং অপর দিকে গোলাপের জল ছিল। অশ্বকে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিবার জন্য গৃহমধ্যস্থ দীপের নিকট লইয়া গেলাম। অনন্তর অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অশ্ব নড়িল না দেখিয়া তাহাকে কশাঘাত করিলাম। আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র ঘোটক চীৎকার করিয়া গুপ্ত পক্ষ বাহির করিয়া আমায় পৃষ্ঠে লইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইল। আমি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে দৃঢ় হইয়া বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে পক্ষিরাজ এক দুর্গের ছাদে অবতীর্ণ হইল। আমাকে নামিবার অবসর না দিয়াই স্বশরীর এরূপ কম্পিত করিল যে আমি অশ্বের পশ্চাতে পড়িয়া গেলাম এবং তাহার লাঙ্গুলাগ্রের আঘাতে আমার দক্ষিণ চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। অশ্ব তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হইল। আমি চক্ষুতে হস্ত দিয়া ছাদের উপর প্রদক্ষিণ করিয়া নীচে আসিয়া দেখি, এ সেই পূর্ব্ব পরিচিত দুর্গ। আমাকে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবকগণ কহিল "ভ্রাতঃ, তোমারও আমাদের ন্যায় দুর্গতি হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ভাই আমরা তোমার দুর্দ্দশার মূল কারণ নহি; যাহা হউক, ইচ্ছা ছিল তোমাকে লইয়া এই স্থানে পরমাহ্লাদে কাল যাপন করিব। কিন্তু আমাদের সংখ্যা পূর্ণ আছে। তোমার এ স্থানে থাকা হইবে না। তুমি বোগ্দাদ্ নগরে গমন কর, যিনি তোমার বিচার করিবেন তিনি তথায় বর্ত্তমান আছেন।" এই বলিয়া যুবকেরা আমায় বিদায় করিয়া দিল। পাছে পূর্ব্ব পরিচিত কেহ কেহ চিনিতে পারে এই জন্য আমি পথিমধ্যে শ্মশ্রু ও ভ্রূ মুণ্ডন করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অদ্য সন্ধ্যাকালে এই নগরে উপস্থিত হইয়াছি। প্রথমেই এই দুইটী ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তিন জনে একত্রে আপনাদের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছি। এই আমার জীবন চরিত।

তৃতীয় ফকিরের গল্প শুনিয়া জোবেদী ফকিরদিগকে কহিল, 'আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর।' তাহারা কহিল, আমাদিগকে আর কিছুক্ষণ থাকিতে অনুমতি করুন, এই কয়জন ভদ্রলোকের ইতিহাস শুনিয়া গমন করিব। জোবেদী তাহাতে স্বীকৃত হইয়া রাজা ও তৎসহচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, তোমাদের গল্প আরম্ভ কর। মন্ত্রী রাজার অনুমত্যনুসারে গৃহপ্রবেশকালীন যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, এক্ষণেও অবিকল সেইরূপ পরিচয় দিলেন। তাহাদের কথা শুনিয়া জোবেদী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ইহাদিগকে লইয়া কি করি; জোবেদীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ফকির তিন জন বলিল, ভদ্রে, আমাদিগকে যেরূপ ক্ষমা

করিলেন, ইহাদিগকেও সেইরূপ মার্জ্জনা করিলে আমরা পরম অনুগৃহীত হই। জোবেদী বলিল, যদি তোমরা অবিলম্বে এই গৃহ পরিত্যাগ কর, তবে আমি তোমাদের কথায় সম্মত হইতে পারি। সকলে সম্মত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বিদায় হইল। তাহারা বাহির হইবামাত্র দ্বার রুদ্ধ হইল।

রাজা বাহিরে আসিয়া ফকিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এক্ষণে কোথায় যাইবে? তাহারা কহিল, আমরা বিদেশী, এখানকার কোন লোকের সহিত আলাপ নাই, কোথায় যাইব স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজা বলিলেন, তবে আমার সহিত আইস, আমি তোমাদিগকে উত্তম স্থানে রাখিব। অনন্তর মন্ত্রীকে গোপনে কহিলেন, অদ্য রাত্রির মত ইহাদিগকে তোমার বাটীতে লইয়া যাও, কল্য প্রাতে ইহাদিগকে সভায় উপস্থিত করিও। ইহাদিগের জীবনচরিত ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য, আমি তাহা লিখাইয়া রাখিব। ফকিরেরা মন্ত্রীর সহিত প্রস্থান করিলে, রাজা প্রধান খোজা সমভিব্যাহারে নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পর দিন যথাকালে মন্ত্রী ফকিরত্রয়কে রাজসভায় আনয়ন করিলেন। মহারাজ সভায় আসীন হইয়াই মন্ত্রীকে বলিলেন অদ্য রাজকার্য্য বিস্তর নাই। অতএব তুমি একবার স্বয়ং যাইয়া কল্য রাত্রির তিনটী স্ত্রীলোককে সভায় আনয়ন কর, তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমি অতিশয় উৎসুক হইয়াছি। অবিলম্বে মন্ত্রী স্ত্রীলোকদিগের ভবনে গমন করিল এবং পূর্ব্বরাত্রির পরিচয় না দিয়া রাজাজ্ঞামাত্র জ্ঞাপন করিল। রমণীগণ অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া মন্ত্রীর সহিত রাজভবনে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগকে পরদার ভিতর বসাইতে অনুমতি করিয়া এবং ফকিরগণকে নিজ সমীপে বসাইয়া রমণীগণকে বলিলেন, "বোধ করি শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে কল্য নিশাকালে আমি ছদ্মবেশে তোমাদের ভবনে গিয়াছিলাম। এবং তোমাদের মনে এরূপ শঙ্কাও হইতে পারে যে আমি দণ্ডবিধানার্থে তোমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। কিন্তু তোমাদের সে ভয় নাই এবং বাস্তবিক আমি তোমাদের আচরণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কি নিমিত্ত তোমরা কুকুর দুইটাকে প্রথমে প্রহার করিয়া পুনরায় তাহাদের মুখচুম্বন করিয়াছিলে এবং কি জন্যই বা তোমাদিগের অন্যতমার গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন হইয়াছে তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে তোমাদিগকে এতদূর আসিবার ক্লেশ দিয়াছি।"

রাজকীয় প্রথানুসারে মন্ত্রী নৃপতির কথা পুনর্ব্বার রমণীগণকে শ্রবণ করাইলেন। রাজার অভয় প্রদানে বিশ্বস্তা হইয়া জোবেদী নিজ পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।

জোবেদীর কথা।

মহারাজ, সেই দুইটী কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরী আমার সহোদরা এবং আপনি কল্য যে দুইটী রমণী দর্শন করিয়াছেন তাহারা আমার বৈমাত্রেয় ভগিনী। যাহার বক্ষঃস্থলে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিয়াছেন তাহার নাম আমিনী, দ্বিতীয়া সাফী নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং আমার নাম জোবেদী।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি আমরা সকলে বিভাগ করিয়া লইলাম।

আমার বৈমাত্রেয় ভগিনীরা নিজ নিজ অংশ লইয়া তাঁহাদিগের মাতার সহিত বাস করিলেন। আমরা তিন সহোদরাতে আমাদিগের জননীর নিকট বাস করিলাম। কালক্রমে মাতার মৃত্যু হইলে আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরাদ্বয় বিবাহ করিল এবং আমাকে একাকিনী রাখিয়া তাহারা দুই অংশ লইয়া নিজ নিজ পতির আবাসে গমন করিল। বিবাহের অনতিকাল পরে আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি নিজ সম্পত্তি ও পত্নীর স্ত্রীধন বিক্রয় করিয়া আফ্রিকায় গিয়া বাস করিল। তথায় অপরিমিত ব্যয় ও লম্পটতাচরণ দ্বারা সমুদায় বিষয় নষ্ট করিয়া অবশেষে আপনাকে জায়ার ভরণপোষণে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া অতি সামান্য দোষ বাহির করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিল। ভগ্নী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমার আশ্রয়ে আগমন করিল। আমি তাহাকে যেরূপ সমাদর করা উচিত সেইরূপ করিলাম। অবস্থা মন্দ হইলে লোকের অভিমান বৃদ্ধি হয় বলিয়া আমি বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে লাগিলাম। কিছু দিন দুই ভগ্নীতে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলাম। অনন্তর হঠাৎ এক দিন আমার মধ্যমা সহোদরা মলিনবেশে আসিয়া উপস্থিত হইল; ইহার স্বামীও ইহার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। আমি মধ্যমাকে গৃহে রাখিয়া জ্যেষ্ঠার ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলাম।

কিছুকাল পরে ভগিনীগণ আমাকে কহিল, আমরা কত কাল তোমার গলগ্রহ হইয়া থাকিব? অতএব মানস করিয়াছি, পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিব। তাহাদের এই কথা শুনিয়া আমি অনেক নিবারণ করিলাম। কিন্তু তাহারা আমার নিষেধ না শুনিয়া, দুই যুবাপুরুষের পাণি-গ্রহণ করিল। কিয়ৎকাল স্বামীসহবাসে থাকিয়া এক দিন উভয়েই দীনবেশে আমার নিকট আসিয়া অশ্রুমুখী হইয়া কহিল, "ভগিনী তোমার পরামর্শ না শুনিয়া পুনরায় আমাদের পূর্ব্বের ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তুমি বয়সে আমাদের অপেক্ষা ছোট বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে আমাদের চেয়ে অনেক বড়। অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এবার আশ্রয় দিলে চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব, কখন তোমার কথা অগ্রাহ্য করিব না।" আমি ভগিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলাম "তোমরা স্বচ্ছন্দে এই স্থানে থাক। তোমাদের প্রতি আমার স্নেহের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।" এই কথা বলিয়া পুনরায় তিন সহোদরায় একত্রে বাস করিতে লাগিলাম।

এক বৎসর কাল অতীত হইলে, উদ্বৃত্ত অর্থের কিয়দংশ লইয়া বাণিজ্য করিবার মানস করিলাম এবং সেই অভিপ্রায়ে ভগিনীদিগের সহিত বাল্-সোরায় গমন করিয়া এক জাহাজ ক্রয় করিলাম এবং বোগদাদ্ হইতে আনীত বিবিধ পণ্যদ্রব্য পূর্ণ করিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিলাম। অনুকূল বায়ুবশে জাহাজ অবিলম্বে পারস্যোপসাগরে আসিয়া পড়িল। তথা হইতে আমরা ভারতবর্ষে যাইবার মানসে মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িলাম। বিংশতি দিনের পর আমরা অদূরে একটী উন্নত পর্ব্বত এবং তন্নিম্নভাগে একটী বিস্তীর্ণ নগর দেখিতে পাইলাম। জাহাজ নঙ্গর করাইয়া আমি একাকিনী নগর দর্শনার্থ বাহির হইলাম। নগর-তোরণে উপস্থিত হইয়া দেখি, অসংখ্য রক্ষিপুরুষ কেহ বা বসিয়া কেহ বা যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বাররক্ষা করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে

তাহারা সকলেই নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত আছে এবং সকলেরই চক্ষু নিমেষ-শূন্য। সন্নিহিত হইয়া দেখি যে তাহারা সকলেই পাষাণময়। অনন্তর নগরে প্রবেশ করিয়া দেখি, পথে বা গৃহে সর্ব্বত্রই যে যে ভাবে আছে, সে সেই ভাবেই পাষাণময় হইয়া গিয়াছে, অধিকাংশ আপণই রুদ্ধ আছে, যে কয়েক খানি খোলা ছিল তাহাতেও পণ্যজীবীরা পাষাণ হইয়া আছে। নগরের ঠিক মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড বাটী দেখিলাম, তাহার তোরণ সুবর্ণে মণ্ডিত এবং কপাটদ্বয় মুক্ত। কপাটের সম্মুখে একটী পরদা লম্ববান আছে। তোরণদ্বারের অন্তর্ভাগে লম্ববান একটী লণ্ঠনে আলোক জলিতেছে। অট্টালিকা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল ইহা পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল। দ্বারে প্রবেশ করিয়া জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না, কেবল কতকগুলি রক্ষক কেহ বা দণ্ডায়মান কেহ বা শয়ান রহিয়াছে, সকলেই পাষাণময়। তিন চারিটী প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া সম্মুখে একটী অট্টালিকা দর্শন করিলাম, উহার গবাক্ষ সকল সুবর্ণ-মণ্ডিত। দেখিয়া বোধ হইল ইহা অন্তঃপুর হইবে। অট্টালিকার এক সুসজ্জিত গৃহে একটী পাষাণময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করিলাম। তাহার মস্তকে সুবর্ণময় মুকুট ও কণ্ঠে মুক্তামালা দেখিয়া বোধ হইল সেই রমণীই মহিষী হইবে। তথা হইতে অন্য এক প্রশস্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, গৃহের মধ্যস্থলে এক উচ্চ স্থানে একটী সুবর্ণ সিংহাসন পাতা আছে; সিংহাসন নানাবিধ মণি-মুক্তায় খচিত এবং তদুপরি উপযুক্ত শয্যা পাতিত রহিয়াছে। ঐ শয্যার উপর হইতে একটী আলোক আসিতেছে দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম। কোথা হইতে অকালো আসিতেছে দেখিবার জন্য আমি শয্যার উপর উঠিলাম। মুখ বাড়াইয়া দেখি, একটী ক্ষুদ্র টুলের উপর একটী সম্পূর্ণ গোলাকার ময়ূরডিম্ব পরিমাণের একখণ্ড হীরক জলিতেছে। তাহার এরূপ দীপ্তি যে সূর্য্যালোকে দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এইরূপ দেখিতে দেখিতে রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় জাহাজে যাইবার জন্য বাহির হইলাম। কিন্তু কোন্ পথে আসিয়াছিলাম তাহা স্থির করিতে না পারিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে যে গৃহে সিংহাসন পাতিত ছিল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহির হইবার কোন উপায় না পাইয়া সে রাত্রির মত সেই সিংহাসনে শয়ন করিয়া থাকিলাম, চিন্তায় অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইল না। প্রায় অর্দ্ধরাত্রের সময় সবিস্ময়ে শুনিলাম, কোন এক ব্যক্তি কোরাণ পাঠ করিতেছে। জীবিত মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এই আহ্লাদে একটী আলোক হস্তে লইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। যে গৃহে কোরাণ পাঠ হইতেছিল তথায় আসিয়া আলোক বাহিরে রাখিয়া অর্দ্ধমুক্ত দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ একাগ্রমনে কোরাণ পাঠ করিতেছে। ধীরে ধীরে নিকটে উপস্থিত হইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, হে ঈশ্বর, তোমার পদে নমস্কার, তোমার কৃপায় আমরা নিরাপদে এই স্থানে পঁহুছিয়াছি। যে পর্য্যন্ত না পুনরায় স্বদেশে প্রতিগমন করি সেই পর্য্যন্ত আমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিও। এই কথা শুনিয়া যুবক মস্তক উত্তোলন করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভদ্রে, তুমি কে এবং কেই বা তোমায় এই জনসমাগমশূন্য নগরে আনয়ন করিল? সংক্ষেপে নিজ ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? কি জন্যই বা এই গভীর

নিশীথে এমন নির্জ্জন পুরীতে কোরাণ পাঠ করিতেছেন? এবং কি কারণে এই পুরবাসীরা সকলেই পাষাণময় হইয়াছে? যুবক কহিলেন, সে অনেক কথা, যদি শ্রবণ করিবার ইচ্ছা থাকে তবে এই স্থানে উপবেশন কর। অপরিচিত যুবকের নিকট একাকিনী যুবতীর উপবেশন করা অন্যায় জানিয়াও আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। ইহার কারণ এই যে তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার মনে এক অননুভূত পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার কথা শুনিয়া বরং আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। যাহা হউক, যুবক পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিলেন "তোমার স্তব শুনিয়া বোধ হইল, তুমি সেই সত্য সনাতন ঈশ্বরের বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহ। তাঁহার মহত্বের এই এক উদাহরণ শ্রবণ কর। এই নগরী আমার পিতার রাজধানী। পূর্ব্বে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। আমার পিতা ও তাঁহার প্রজাবর্গ মাজী ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহারা অগ্নি ও ঈশ্বরবিদ্রোহী নার্দ্দুননামা দৈত্যের উপাসনা করিতেন। যদিও আমার পিতা মাতা পৌত্তলিক ছিলেন, তথাপি যে ধাত্রীর উপর আমার রক্ষাভার অর্পিত ছিল সে সত্যধর্ম্মাবলম্বী ছিল। আমি বাল্যকালে তাহারই নিকট সত্যধর্ম্মের উপদেশ পাই এবং কোরাণ পাঠ করিতে শিক্ষা করি। অনন্তর যখন ধাত্রীর মৃত্যু হইল, তখন আমি মহম্মদীয় ধর্ম্মের গূঢ়তত্ব সম্পূর্ণ অবগত হইয়াছি, সুতরাং তদবধি উক্ত ধর্ম্মে আমার ভক্তি অবিচলিত রহিল। তিন বৎসর ও কয়েক মাস গত হইল, এক দিন হঠাৎ দৈববাণী হইল 'হে নগরবাসিগণ, তোমরা নার্দ্দুন ও অগ্নির উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের ভজনা কর।' ক্রমাগত তিন বৎসর ঐরূপ দৈববাণী হইল, কিন্তু কেহই স্ব স্ব ভ্রান্তিমূলক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না। তৃতীয় বর্ষের শেষ দিবসে অতি প্রত্যূষে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত পৌরজন পাষাণময় হইয়া গেল; আমার পিতা মাতাও এই দুর্দ্দৈব হইতে নিস্তার পাইলেন না। কেবল আমি একাকীই নিষ্কৃতি পাইলাম। সেই অবধি আমি প্রত্যহ এই স্থানে কোরাণ পাঠ করিয়া থাকি। যাহা হউক, এই নির্জ্জন স্থান আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।" এই কথায় সাহস পাইয়া আমি বলিলাম 'এক্ষণে বুঝিলাম তোমাকে এই নির্জ্জন স্থানে বাস করিবার কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভক্তবৎসল ঈশ্বর আমায় এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। নগরের প্রান্তে উপকূলে আমার জাহাজ প্রস্তুত আছে, আইস আমি তোমাকে বোগদাদনগরে লইয়া যাই। তথায় আমার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি আছে, তোমাকে বোগদাদপতির নিকট পরিচিত করিয়া দিব।' যুবক আহ্লাদসহকারে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আমরা রাত্রিপ্রভাতে জাহাজে আগমন করিলাম। জাহাজের বোঝাই মাল সমস্ত জলে নিক্ষেপ করিয়া, স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তায় পোত পূর্ণ করিয়া জাহাজ খুলিয়া দিলাম। অনুকূল বায়ুবলে জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

প্রথমতঃ আমার ভগিনীরা যুবরাজের প্রতি বিলক্ষণ স্নেহশালিনী ছিলেন। কিন্তু হায়! সে স্নেহ বহুদিন রহিল না। আমাদের উভয়ের প্রণয় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া তাহারা ঈর্ষাকলুষিত মনে এক দিন আমায় জিজ্ঞাসা করিল, বোগদাদে পঁহুছিয়া আমি রাজপুত্রকে লইয়া কি করিব? আমি উপহাসচ্ছলে বলিলাম, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিব। এবং তৎকালে পার্শ্ববর্তী

রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে আমি দাসী হইয়া নিয়ত আপনার পদসেবায় নিযুক্ত থাকি। নৃপতনয় এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনি উপহাস করিতেছেন কি না তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি আপনার ভগিনীদ্বয়ের সাক্ষাতে শপথ করিয়া বলিতেছি, যে এই প্রস্তাবে আমি অন্তঃকরণের সহিত সম্মতি দিতেছি। আপনাকে দাসীর ন্যায় জ্ঞান করা দূরে থাকুক বরং আমি স্বয়ংই আপনার আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইব এবং প্রসন্নমনে আপনার সমুদায় আদেশ প্রতিপালন করিব। এই কথায় ভগিনীদিগের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, সেই দিন হইতে আমার প্রতি তাহাদের আর সে সস্নেহ ভাব রহিল না।

ইতিমধ্যে আমরা পারস্যোপসাগরে প্রবেশ করিয়া বাল্সোরা নগরের অতি সন্নিহিত হইলাম। নগর প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছি, এমন সময়ে আমার ভগিনীরা আমাকে ও নিদ্রিত যুবরাজকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। রাজকুমার জলমগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল, কিন্তু অনুকূল দৈববলে রক্ষা পাইয়া আমি এক দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম। সেস্থান হইতে বাল্সোরা নগর প্রায় দশ ক্রোশ। ঐ স্থানে বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া নিজ অদৃষ্টবিপাকের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম একটা পক্ষযুক্ত প্রকাণ্ড অজগর কিল্‌বিল্ করিতে করিতে আসিতেছে, উহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল, উহা কোনরূপে আহত হইয়াছে। দর্শনমাত্র আমি দাঁড়াইলাম এবং দেখিলাম আর একটা বিপরীত সর্প উহার পশ্চাৎ আগমন করিয়া উহার লাঙ্গুল দৃঢ়রূপে ধারণ করিল এবং তেজ সহকারে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখিলে বিপন্নের সহানুভূতি হইয়া থাকে, ইহাকে আমার ন্যায় বিপদে পতিত দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। আমি পশ্চাদ্গত সর্পের মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটা প্রস্তর নিক্ষেপ করিলাম, দৈবক্রমে সেই প্রস্তর আঘাতে অনুধাবমান সর্পের প্রাণ বিনাশ হইল। আক্রান্ত সর্পটী বিপন্মুক্ত হইয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল। আমি পুনরায় বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

নিদ্রা ভঙ্গে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি একটী কৃষ্ণবর্ণ স্ত্রীলোক দুইটী কুক্কুরীকে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া লইয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া আছে। কন্যাটীর মুখশ্রী অতি সুন্দর। আমি শশব্যস্তে উঠিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রমণী কহিল, আপনি যে সর্পের প্রাণদান করিয়াছেন আমি সেই সর্প। আমরা পরীজাতীয়া। আপনার ভগিনীরা আপনার প্রতি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহা আমি বিদিত আছি। আপনার কৃপায় রক্ষা পাইয়া মনে করিলাম, কিসে আপনার প্রত্যুপকার করি। অবশেষে আপনার ভগিনীদিগের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধানই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রশস্ত উপায় স্থির করিয়া তাহাদিগকে কুক্কুরী আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া এই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আনিয়াছি। এবং জাহাজ জলমগ্ন করিয়া তৎস্থিত মণিমুক্তাদি সমুদায় আপনার বাটীতে গৃহজাত করিয়া দিয়াছি। আসুন, এক্ষণে আপনাকে নিজ বাটীতে পৌঁছিয়া দি। এই কথা বলিয়া পরী আমাকে এবং উক্ত কুক্কুরীদ্বয়কে পৃষ্ঠোপরি লইয়া আমার বাটীতে

উপস্থিত হইল এবং কুক্কুরীদিগকে আমার হস্তে দিয়া কহিল, ইহাদিগের সম্পূর্ণ প্রতিফল হয় নাই। আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য দিয়া বলিতেছি আপনি প্রতিদিন স্বয়ং ইহাদিগকে এক শত করিয়া বেত্রাঘাত করিবেন। যদি এই কথা না রাখেন তবে আপনাকেও ইহাদের আকার প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই বলিয়া পরী অন্তর্হিত হইল। সেই অবধি আমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছি। মহারাজ! এই আমার জীবনচরিত, এতৎসংক্রান্ত চরিত অন্যান্য বৃত্তান্ত আমিনীর কথা শ্রবণে জ্ঞাত হইবেন।

অনন্তর মহারাজ মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন যে আমিনীকে তাহার গল্প আরম্ভ করিতে বল।

আমিনীর কথা।

আমিনী কহিল, মহারাজ, আমার জীবনের প্রথম ভাগ জোবেদী বর্ণনা করিয়াছে, সুতরাং তাহার আর পুনরুক্তির আবশ্যক নাই। মাতার নিকট গিয়া বাস করিবার কিছুদিন পরে এতন্নগরীয় কোন ধনশালী ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ হইল। কিন্তু এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে স্বামী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। আমিই তাঁহার অতুল বিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইলাম; বিষয়ের যে উপস্বত্ব ছিল তাহাতেই আমার সুখে দিনপাত হইতে লাগিল। অনন্তর এক দিন এক বৃদ্ধা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী আমার এক দুহিতা আছে, সে পিতৃহীনা; অদ্য তাহার বিবাহ এই নগরেই সম্পন্ন হইবে স্থির হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিদেশী, নগরস্থ কাহারও সহিত আলাপ নাই। পাছে আমাদিগকে হীনাবস্থ দেখিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়, এই জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। যদি আপনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করান, তবেই আমাদের মান রক্ষা হয়।" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধাকে বলিলাম, যদি আমি গমন করিলে তোমাদের উপকার হয় তাহা হইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি, কখন যাইতে হইবে বল। প্রাচীনা কহিল, আমি আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা তৎকালে প্রস্থান করিল। অনন্তর সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে দ্রুত আসিয়া বলিল, আসুন, সকল বরযাত্র উপস্থিত হইয়াছে, কেবল আপনার অপেক্ষা। আমি উপযুক্ত বসন ভূষণ পরিধান করিয়া চারিজন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে বৃদ্ধার সহিত যাত্রা করিলাম। এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা দ্বারে করাঘাত করিল। দ্বারস্থ আলোকের সাহায্যে দেখিলাম, সৌধের দ্বারে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'এই বাটী নিত্য সুখ ও আনন্দের ধাম।' দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে বৃদ্ধা আমাদিগকে এক প্রাঙ্গন পার হইয়া এক দালানে উপস্থিত করিল। তথায় এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী রমণী আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল এবং আলিঙ্গন করিয়া আমাকে এক পর্য্যঙ্কে বসাইয়া বলিল, "আপনাকে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইবার ছলে এখানে আনয়ন করা হইয়াছে, বাস্তবিক কিন্তু এখানে বিবাহ উপস্থিত নাই। আমার এক অতি সুন্দর ও গুণবান্ ভ্রাতা আছেন; তিনি তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া একপ মোহিত হইয়াছেন

যে তুমি অনুগ্রহ না করিলে তাহার জীবননাশের সম্ভাবনা হইবে। এবং আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আমার ভ্রাতার সহিত বিবাহ হইলে তোমাকে সম্মানাংশে হীন হইতে হইবে না।”

স্বামীর মৃত্যুর পর অবধি আমি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিষয়ে কখন চিন্তা করি নাই। কিন্তু এরূপ সুন্দরীর অনুরোধ অবহেলা করিতেও সাহস করিলাম না। আমাকে আরক্তবদনে মৌনভাবে থাকিতে দেখিয়া আমার এই প্রস্তাবে সম্মতি আছে মনে করিয়া সুন্দরী করতালি প্রদান করিল এবং তৎক্ষণাৎ এক দ্বার খুলিয়া গেল। মুক্তদ্বারে এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কন্দর্পবিনিন্দিত রূপ অবলোকন করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তিনি আমার পার্শ্বে বসিয়া এরূপ মিষ্ট আলাপ করিতে লাগিলেন যে আমি একবারে গলিয়া গেলাম। আমাদের উভয়কে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া কন্যা পুনরায় করতালি দিল এবং অবিলম্বে বিবাহ-লেখযোগ্য কাগজ পত্রাদি সঙ্গে লইয়া কাজী প্রবেশ করিলেন। আমরা উভয়ে লেখ্য স্বাক্ষর করিলাম এবং চারিজন দাস সাক্ষী হইল। বরের নিকট আমায় অঙ্গীকার করিতে হইল যে বিবাহের পর আমি স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিতে বা কাহার সহিত কথোপকথন করিতে পারিব না। অনন্তর সুখে বিবাহ সম্পন্ন হইল। এইরূপে আমি কন্যাকর্ত্রী হইতে আসিয়া স্বয়ং কন্যা হইলাম।

বিবাহের একমাস পরে কিছু রেশমী বস্ত্র প্রয়োজন হওয়ায় আমি স্বামীর অনুমতিক্রমে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গমন করিলাম। বস্ত্র-পট্টিতে আসিলে বৃদ্ধা কহিল, ঠাকুরাণী, এ দোকান ও দোকান করিয়া কত ঘুরিবে? আইস তোমাকে এক যুবক বণিকের নিকট লইয়া যাই। তাহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে এবং তাহার নিকট সকল প্রকারের ভাল ভাল কাপড় পাওয়া যায়। তাহার আপণে আসিয়া একটী বস্ত্র মনোনীত করিয়া বৃদ্ধা দ্বারা মূল্য জিজ্ঞাসা করিলাম। দুর্বৃত্ত বলিল, আমি ইহা মূল্য লইয়া বিক্রয় করিব না, যদি এই সুন্দরী একবার আমার মুখ চুম্বন করিতে দেন, তাহা হইলে আমি বিনামূল্যে এই বস্ত্রখানি দিতে পারি। এই কথায় আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধাকে কহিলাম, এব্যক্তি অতি অসভ্য, আমায় এস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া চল। বৃদ্ধা কহিল, ঠাকুরাণী, ইহাতে ক্ষতি কি? তুমি গণ্ডদেশের বস্ত্র অপনয়ন করিলে এই বণিক একবার মাত্র চুম্বন করিবে, ইহাতো আর তোমার স্বামী দেখিতে আসিতেছেন না। বস্ত্রের উপর আমার অতিশয় লোভ পড়িয়াছিল; এই কথা বলিবামাত্র আমি গণ্ডদেশের বস্ত্র ঈষৎ অপসৃত করিলাম। পাপিষ্ঠ বণিক চুম্বনের পরিবর্ত্তে গণ্ডদেশে এমন তীব্র দংশন করিল, যে তাহা হইতে অবিরল রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

ভয়ে, অপমানে ও লজ্জায় আমি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। সেই সুযোগে দুর্বৃত্ত দোকান তুলিয়া পলায়ন করিল। চৈতন্য হইলে দেখি সমুদায় বস্ত্রাদি রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। অনন্তর বৃদ্ধার সহিত ধীরে ২ বাটী আসিয়া, তত্রত্য এক ঔষধ প্রয়োগে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। রাত্রিকালে স্বামী আগমন করিয়া গণ্ডদেশ বস্ত্রাবৃত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে?

আমি প্রকৃত বিষয় প্রকাশ করিতে না পারিয়া বলিলাম, আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম স্বামী এই উত্তরেই নিরস্ত হইবেন; কিন্তু তিনি তাহা না হইয়া এক আলো ধরিয়া দেখাতে গণ্ডের ক্ষতস্থান দেখিতে পাইলেন। তখন আমি বলিলাম, অদ্য বস্ত্র ক্রয় করিতে গিয়া এক অপ্রশস্ত গলিতে গিয়া পড়ি, তথায় এক মুটিয়া কাঠ মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছিল, কাষ্ঠের অগ্রভাগ গণ্ডে লাগিয়া এইরূপ ক্ষত হইয়াছে। স্বামী এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, কল্য সমুদায় মুটিয়াকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা করিব। নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে দেখিয়া বলিলাম, নাথ, এমন অন্যায় কার্য্য করিবেন না, তাহারা নির্দ্দোষী। তিনি কহিলেন, তবে কি কারণে তোমার গণ্ডদেশে ক্ষত হইল সত্য করিয়া বল। আমি বলিলাম, এক জন লোক গর্দ্দভপৃষ্ঠে কতকগুলি ঝাঁটা চাপাইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ গর্দ্দভ ক্ষেপিয়া উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল, সেই খোঁচা আমার গালে ফুটিয়া গিয়াছে। পতি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, তবে মহারাজকে বলিয়া নগরস্থ তাবৎ ঝাঁটাবিক্রেতার প্রাণদণ্ড করাইব। আমি বলিলাম, প্রাণনাথ, তাহাদিগের অপরাধ নাই, তাহাদিগকে ক্ষমা করুন। এই কথা শুনিয়া প্রভু অতিশয় কুপিত হইয়া কহিলেন, আমি তোমার কোন কথা বিশ্বাস করিব? সত্য করিয়া বল, কিজন্য এরূপ হইয়াছে; আমি কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছি। আমি বলিলাম, আমার মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, সেই জন্যই গণ্ডে আঘাত লাগিয়াছে।

এই কথায় স্বামী ক্রোধে অধীর হইয়া করতালি প্রদান করিলেন। অবিলম্বে তিনজন দাস প্রবেশ করিল। স্বামী ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, ইহাকে শয্যা হইতে গৃহের মধ্যস্থলে আনিয়া ফেল। তাহারা সেই আদেশ পালন করিলে, স্বামী দুইজন ভৃত্যকে আমার মস্তক ও হস্ত পদাদি দৃঢ় করিয়া ধরিতে আদেশ করিলেন এবং তৃতীয়ের হস্তে একখান খড়্গ দিয়া কহিলেন, ইহাকে দুই খণ্ড কর। ভৃত্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া, প্রভু তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ভৃত্য আমাকে কহিল, ঠাকুরাণী, আপনার কিছু বলিবার থাকে বলিয়া লউন। তাহার কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল; আমি কাতরস্বরে বলিলাম "নাথ, আমাকে এই নবযৌবনে বলি দিবার জন্যই কি আপনি বিবাহ করিয়াছিলেন?" এই কথা বলিয়াই আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, আমি কেবল অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু ইহাতে তাঁহার করুণার লেশমাত্র উদয় হইল না। তিনি ভৃত্যকে আমার বধের জন্য পুনঃপুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সেই বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা শিশুকাল হইতে আমার পতিকে লালন পালন করিয়াছিল বলিয়া, স্বামী তাহাকে একটু সম্মান করিতেন। সে আসিয়া বলিল "বৎস, ইহাকে বধ করিও না, নারীহত্যা করিলে সর্ব্বত্র তোমার কলঙ্ক হইবে।" বৃদ্ধা সাশ্রুলোচনে এমত কাতরভাবে এই কথাগুলি বলিল যে তাহাতে স্বামীর হৃদয় আহত হইল। তিনি বলিলেন, তোমার অনুরোধে ইহার প্রাণরক্ষা করিলাম, কিন্তু ইহার গাত্রে এমন চিহ্ন করিয়া দিব যে এই পাপ ইহার চিরকাল স্মরণ থাকিবে। এই কথা বলিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র একজন

কিন্তুর এক গাছা বেত দিয়া আমার বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদ্বয়ে এরূপ প্রহার করিতে লাগিল যে, চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া রুধির নির্গত হইতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়িলাম। চৈতন্য হইলে দেখি আমায় অন্য এক বাটীতে লইয়া গিয়াছে এবং সেই বৃদ্ধা আমার শুশ্রূষা করিতেছে। প্রায় চারিমাস কাল আমি শয্যাগত রহিলাম। অবশেষে ক্ষত আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু আঘাত চিহ্ন বিলুপ্ত হইল না। মহারাজ কল্য রাত্রিতে আপনি সেই চিহ্ন দেখিয়াছেন। চলিবার সামর্থ্য হইলে মনে করিলাম, আমার প্রথম স্বামীর বাটীতে যাই, কিন্তু তথায় গিয়া দেখি বাটীর চিহ্ন মাত্র নাই। আমার দ্বিতীয় পতির এরূপ ভয়ানক ক্রোধ যে তিনি শুদ্ধ সেই বাটী সমভূমি করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া তত্রত্য যাবতীয় বাটী ভূমিসাৎ করিয়াছেন। তখন অনন্যগতি হইয়া আমার প্রিয় ভগিনী জোবেদীর শরণাপন্ন হইলাম। জোবেদী বাল্যকাল হইতেই আমাকে স্নেহ করিতেন। বিপদের সময়েও সেই স্নেহ বিস্মৃত না হইয়া আশ্রয় দান করিলেন, তদবধি আমি তাঁহার বাটীতেই আছি। কল্য প্রাতঃকালে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া পূর্ব্বরাত্রির মুটিয়া দ্বারা বাটীতে আনাই। মুটিয়াকে বিলক্ষণ রসিক দেখিয়া আমোদ করিবার জন্য তাহাকে রাত্রির মত বাটিতে থাকিতে অনুমতি করি। তৎপরে ফকিরেরা আসিয়া অতিথি হন। সর্ব্বশেষে মহারাজ স্বয়ং অধিনীদিগের বাটী পবিত্র করেন। তাহার পর কি কি ঘটনা হইয়াছিল, মহারাজ স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়াছেন।

রমণীগণের ইতিবৃত্ত শ্রবণে রাজা পরম প্রীত হইয়া তাহাদিগের ও হতভাগ্য ফকিরদিগের কিঞ্চিৎ উপকার করিবার মানসে জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভদ্রে, তুমি যে পরীর প্রাণরক্ষা করিয়াছ, তাহার নাম ধাম কিছু স্মরণ আছে? অথবা তাহার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ লাভের কোন উপায় কি তুমি বিদিত আছ?" রমণী কহিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে সেই পরী আমার নিকট একটি কেশগুচ্ছ দিয়া গিয়াছে, এবং বলিয়াছে প্রয়োজন হইলে একগাছি কেশ দগ্ধ করিলেই সে আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই কেশগুচ্ছ আমি সর্ব্বদা সঙ্গে করিয়া রাখি।" এই বলিয়া রমণী নিজবস্ত্র হইতে কেশগুচ্ছ বাহির করিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা কেশের গুণ পরীক্ষার জন্য অগ্নি আনিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে অগ্নি আনীত হইল। কেশ অগ্নিতে দগ্ধ হইবামাত্র সমস্ত সভামণ্ডপ কম্পিত হইয়া উঠিল এবং উক্ত পরী বিচিত্র বেশভূষায় অলঙ্কৃত এক রমণীর বেশে মহারাজের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। অনন্তর পরী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহারাজ, আমার প্রতি কি অনুমতি হয়? আপনার আদেশ ক্রমে যে রমণী আমায় এখানে আহ্বান করিয়াছেন তিনি আমার মহৎ উপকার করিয়াছেন বলিয়া, প্রত্যুপকার মানসে আমি তাঁহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনীদ্বয়কে কুক্কুরীর আকারে পরিবর্তিত করিয়াছি। যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে এখনি তাহাদিগকে স্ব স্ব স্বাভাবিক দেহ দান করি।

রাজা বলিলেন, এরূপ করিলে আমি অতিশয় আনন্দিত হইব। এতদ্ভিন্ন আমার আর একটী প্রার্থনা আছে। এই রমণীর পতি অতি সামান্য অপরাধে ইহার প্রতি অতি নৃশংস আচরণ করিয়াছে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া

ইহার পূর্ব্বপতি হইতে প্রাপ্ত তাবৎসম্পত্তি হরণ করিয়াছে। সেই দুর্বৃত্তের নাম ধাম জানিতে আমার অতিশয় বাসনা আছে।

পরী কহিল, মহারাজ, আমি আপনার উভয় অভিলাষ পূর্ণ করিব, অধিকন্তু এই রমণীর বক্ষঃস্থলের কলঙ্কও বিদূরিত করিব। এই বলিয়া এক পাত্র জল লইয়া মন্ত্রপূত করিল। তাহার কিয়দংশ লইয়া আমিনীর গাত্রে নিঃক্ষেপ করাতে সহসা সমুদায় চিহ্ন অন্তর্হিত হইল; অবশিষ্ট জল জোবেদীর বাটী হইতে আনীত কুকুরীদ্বয়ের গাত্রে নিঃক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা পরম সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিল। অনন্তর পরী কহিল, রাজন্, এই রমণীর পতি, আপনার অতি নিকট আত্মীয়, অধিক কি তিনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র আমিন্। রাজকুমার এই রমণীর রূপলাবণ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া কৌশলক্রমে ইহার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তাঁহার তত দোষ দেওয়া যায় না; কারণ রমণী নিজদোষ গোপনের জন্য নানাপ্রকার ছল বাহির করিয়াছিল, তাহাতে পুরুষমাত্রেরই তাহার প্রতি সন্দেহ হইতে পারে। এই কথা বলিয়া পরী রাজাকে অভিবাদন করিয়া অন্তর্হিত হইল।

রাজা তখন নিজ জ্যেষ্ঠপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তুমি গোপনে যে এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছ ও অতি সামান্য অপরাধে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। পুত্র পিতার কথায় লজ্জিত হইয়া, তিনি অনুমতি করিবার পূর্ব্বেই, নিজ ধর্ম্মপত্নীর পুনর্গ্রহণে সম্মত হইলেন। রাজা নিজ মন প্রাণ জোবেদীকে সমর্পণ করিলেন। এবং তাহার অন্য তিন ভগ্নীকে তিন ফকিরের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া তাহাদিগকে এক এক অট্টালিকা বাসার্থ দান করিলেন। তিন ফকির রাজসরকারে উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সিন্ধাবাদ নামক নাবিকের কথা।

হারুণ অল রসিদ্ রাজার রাজত্বকালে বোগ্দাদ্ নগরে হিন্দাবাদ নামক এক দরিদ্র বাহক বাস করিত। সে এক দিবস এক মোট নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যাইতে যাইতে গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্য্যকিরণে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক গলিতে প্রবেশ করিল। সমুদায় পথ গোলাপ জলে সিঞ্চিত থাকাতে তথায় অতি সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনে একটু আরাম বোধ হওয়ায় মুটিয়া প্রাচীরের ধারে এক স্থানে মোট নামাইয়া দেখিল, তথায় এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা রহিয়াছে: তাহা হইতে নানাবিধ সুগন্ধদ্রব্যের সৌরভ বাহির হইয়া সেই স্থানকে আমোদিত করিয়াছে। অট্টালিকার ভিতরে গায়কগণের বাদ্য গীত হইতেছে শুনিয়া এবং নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যের সুগন্ধ বাহির হইতেছে আঘ্রাণ পাইয়া, মুটিয়া অনুমান করিল, বাটীর মধ্যে মহাসমারোহের সহিত একটা ভোজ হইতেছে। কাহার বাটী জানিবার জন্য মুটিয়া দ্বারস্থ জরুদাওয়ালা দ্বারবানকে অধিকারীর নাম জিজ্ঞাসা করিল; সে বলিল তোমার বোগ্দাদে বাস, ইহা কাহার বাটী জান না? সিন্ধাবাদ নাবিকের নাম শুনিয়াছ? ইহা তাহারি বাটী। মুটিয়া ইতিপূর্ব্বে সিন্ধাবাদের অতুল সম্পত্তির কথা শুনিয়াছিল, এক্ষণে স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ দেখিয়া এবং আপনার কষ্ট স্মরণ

করিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "হে ভগবন্, আমার এবং এই সিন্ধাবাদ বণিকের অবস্থার কত প্রভেদ? আমি সমস্ত দিবস ভূতগত পরিশ্রম করিয়াও দিনান্তে পেট ভরিয়া খাইতে পাই না; কিন্তু এই ব্যক্তি লক্ষ২ টাকা অকাতরে ব্যয় করিতেছে। এব্যক্তি কি এমন সুকৃতি করিয়াছে যে সে এরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে? আর আমি এমন কি মহাপাপ করিয়াছি যে অন্নের জন্য লালায়িত হইতেছি?" এই কথা বলিয়া সে নিতান্ত হতাশভাবে ভূমিতে পদাঘাত করিল। এইরূপে সে নিজ দুরদৃষ্টের জন্য আক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় সেই অট্টালিকা হইতে এক দাস নির্গত হইয়া মুটিয়াকে বলিল, আমাদের প্রভু তোমায় ডাকিতেছেন, একবার বাটীর মধ্যে আইস। পাছে সিন্ধাবাদ তাহার আক্ষেপোক্তি শুনিয়া থাকে, এই ভয়ে মুটিয়া যাইতে সম্মত হইল না। কিন্তু ভৃত্য তাহাকে টানিয়া লইয়া এক উত্তম সুসজ্জিত গৃহে উপস্থিত করিল। গৃহের মধ্যস্থলে এক জন শ্বেতশ্মশ্রুধারী ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান আছে। এই ব্যক্তির নাম সিন্ধাবাদ। মুটিয়া উপস্থিত হইলে সিন্ধাবাদ তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। তাহাকে উত্তমরূপ আহার করাইয়া স্বহস্তে তাহাকে মদ্য দিয়া পান করিতে অনুরোধ করিলেন পানান্তে মুটিয়াকে অতি পরিচিতের ন্যায় ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই তোমার নাম কি? তুমি কি ব্যবসা কর?" মুটিয়া কহিল, মহাশয় আমার নাম হিন্দাবাদ, আমি মোট বহিয়া কষ্টে দিনপাত করি। নাবিক কহিল, 'ভাই, তুমি পথে দাঁড়াইয়া কি বলিতেছিলে পুনর্ব্বার বল, আমার শুনিতে অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে।' এই কথায় লজ্জিত হইয়া মুটিয়া কহিল 'মহাশয়, মোট বহিয়া অতি ক্লান্ত হওয়ায় কতকগুলি অন্যায় কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তজ্জন্য আপনি অপরাধ না লইয়া আমায় ক্ষমা করিবেন।' সিন্ধাবাদ কহিল 'আমি সে কথায় কিছুমাত্র রাগ করি নাই অথবা তোমাকে তাহার প্রতিশোধ দিব এরূপ মনে করি নাই। তোমার অবস্থায় বাস্তবিক আমি দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু আমি তোমার একটী ভ্রম সংশোধন করিতে চাই। বোধ করি তুমি মনে করিয়াছ, আমি এত সম্পত্তি অনায়াসে উপার্জ্জন করিয়াছি, ফলতঃ তাহা নহে। এইরূপ বিত্ত সংগ্রহ করিতে আমাকে অভাবনীয় মানসিক ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে।' অনন্তর তিনি কর্ম্মচারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বোধ করি তোমরাও বিদিত নহ, যে আমি অর্থোপার্জ্জনের জন্য কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। অতএব সকলেরই গোচরার্থ আমার সপ্ত সমুদ্রযাত্রার ঘটনাবলি প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর। মুটিয়ার মোট উত্তম স্থানে রক্ষা করিতে আদেশ দিয়া সিন্ধাবাদ গল্প আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধাবাদের প্রথম বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধাবাদ বলিল, আমি যৌবনকালে অমিতাচারে পৈতৃক বিষয়ের অধিকাংশ নষ্ট করি। অবশেষে চৈতন্য হইলে মনে করিলাম "দরিদ্র হওয়া অপেক্ষা মরণ শ্রেয়ঃ" এই যে সলোমানের উপদেশ পিতা সর্ব্বদা আমায়

নিকট পাঠ করিতেন, বুঝি আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশিষ্ট সমুদায় বিষয় বিক্রয় করিলাম এবং কতিপয় শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তির পরামর্শে দুই এক জন বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থে যাইব স্থির করিয়া বালসোরা নগরে গমন করিয়া তথা হইতে অর্ণবযান আরোহণে পারস্যোপসাগর দিয়া ভারতবর্ষীয় উপদ্বীপে যাত্রা করিলাম। প্রথমতঃ আমার বিষম পীড়া হইল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাহা আরোগ্য হইলে আর কখন হয় নাই।

পথিমধ্যে বহুসংখ্যক দ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া তত্রত্য উৎপন্নের সহিত জাহাজস্থ পণ্য পরিবর্ত্তন অথবা বিক্রয় করিতে লাগিলাম। এক দিবস পাইল ভরে যাইতে২ আমরা এক দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলাম। দ্বীপটী জল হইতে অধিক উচ্চ নহে। এবং তথায় এরূপ হরিদ্বর্ণ ঘাস জন্মিয়াছিল যে সমুদায় দ্বীপ হরিন্ময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। জাহাজাধ্যক্ষ বলিলেন, যাহারা স্থলে অবতীর্ণ হইতে চাও তাহারা এস্থানে নামিতে পার। এই কথায় অনেকেই নামিল এবং তাহাদের সহিত আমিও নামিলাম। তথায় পাকাদি করিয়া আহারাদি করিতেছি এমন সময় হঠাৎ সমস্ত দ্বীপ কাঁপিয়া উঠিল। জাহাজস্থ লোকেরা দ্বীপের কম্প দেখিয়া আমাদিগকে শীঘ্রই জাহাজে উঠিতে বলিল এবং কহিল ইহা দ্বীপ নহে সমুদ্রবাসী এক প্রকার প্রকাণ্ড মৎস্য, যদি জীবনে আশা থাকে, তবে শীঘ্রই পলাইয়া আইস। এই কথায় সকলে দ্রুতপদে জাহাজের দিকে দৌড়িল, কেহ জাহাজে উঠিল, অবশিষ্টেরা জাহাজে উপস্থিত হইতে না হইতেই মৎস্য অতল জলে নিমগ্ন হইল। কেহ২ সন্তরণ দ্বারা জাহাজে উঠিল; কিন্তু আমি জাহাজে যাইতে না যাইতে অনুকূল বায়ু পাইয়া অধ্যক্ষ জাহাজ খুলিয়া দিল। রন্ধনার্থ আনীত কাষ্ঠ অবলম্বনে আমি একাকী অনন্ত সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন রাত্রি সন্তরণ করিয়াও কোন আশ্রয় না পাইয়া শ্রমে, ক্ষুধায় ও ভয়ে জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলাম; কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটা তরঙ্গ আসিয়া আমাকে একটা দ্বীপের নিকট লইয়া ফেলিল। ঐ দ্বীপস্থ এক বৃক্ষের শাখা অবনত হইয়া সাগরজল স্পর্শ করিয়াছিল; আমি উহাকেই অনুকূলদৈবপ্রদত্ত হস্তবোধে তদবলম্বনে দ্বীপে উঠিলাম।

দিবারাত্র সন্তরণে যদিও আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছিলাম, তথাপি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া হামা দিয়া আহার অন্বেষণে বাহির হইলাম। কিয়দ্দূর গিয়া ভাগ্যক্রমে, এক প্রস্রবণ দেখিতে পাইলাম; তাহার নির্ম্মল জলে পিপাসা শান্তি করিয়া তত্তীরস্থ বিবিধ বৃক্ষের সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিলাম। তাহাতে কিঞ্চিৎ বল পাইয়া দ্বীপে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে দূরে এক প্রান্তরমধ্যে একটী অশ্ব চলিতেছে দেখিলাম। অশ্বের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি উহা এক খোঁটায় বদ্ধ আছে। অশ্বটী দেখিতে অতি সুন্দর। আমি তাহার আকৃতির প্রশংসা করিতেছি এমন সময়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে মানবকণ্ঠস্বর আমার শ্রুতিগোচর হইল। অনন্তর শব্দকর্ত্তা আমার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? আমি নিজের পরিচয় দিয়া, 'তুমি কে এবং কিজন্য এখানে আসিয়াছ?' জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাকে গর্ত্তমধ্যে নিজ সঙ্গিগণের নিকট লইয়া গিয়া আহার করাইল এবং আমাকে কহিল "আমরা মিহেরাজের অশ্বপাল। প্রতিবৎসর ঠিক এই সময় আমরা

সামুদ্রীয় অশ্বের সহিত সঙ্গমার্থ মহারাজের বড়বাগণকে এইস্থানে আনয়ন করি এবং আপনারা এই গর্ত্তমধ্যে লুকাইয়া থাকি। সমুদ্র হইতে অশ্ব উঠিয়া অশ্বীর সহিত মৈথুন সম্পাদনান্তে যখন তাহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়, তখন আমরা সকলে বিকট চীৎকার করিয়া উঠি, সমুদ্রীয় অশ্ব আমাদের চীৎকারে ভীত হইয়া পুনরায় সমুদ্রে প্রবেশ করে। আমরাও অশ্বী লইয়া পলায়ন করি। এই অশ্বীর গর্ভে যে বৎস জন্মে, তাহাকে সামুদ্রিক অশ্ব কহে। মহারাজ স্বয়ং সেই অশ্বে আরোহণ করেন।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতাবসরে সমুদ্র হইতে অশ্ব উঠিয়া বড়বার সহিত রমণ করিয়া তাহাকে আহার করিতে উদ্যত হইলে, অশ্বপালেরা এমন ভয়ানক কোলাহল করিয়া উঠিল যে অশ্ব ভয়ে শীকার পরিত্যাগ করিয়া সাগরজলে নিমগ্ন হইল। পরদিন অশ্বপালেরা ঘোটকী লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল; আমিও তাহাদের সহিত গমন করিলাম। আমাকে রাজসন্নিধানে উপস্থিত করায় মহারাজ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি যথাবৎ বর্ণনা করিলে তিনি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, এই ব্যক্তিকে যত্নে রাখিও।

মিরেজরাজের রাজধানী সমুদ্রতটে অবস্থিত, সুতরাং একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। আমি বোগদাদনগরের সংবাদ পাইবার প্রত্যাশায় প্রতিদিন সমুদ্রতীরে যাতায়াত করিতাম। একদিবস দেখিলাম, একখানি জাহাজ বন্দরে লাগিল। জাহাজের বোঝাই নামান হইবামাত্র অসংখ্য বণিক আসিয়া নিজ নিজ মাল স্ব স্ব গুদামে লইয়া চলিল। জাহাজস্থ দ্রব্যাদির মধ্যে দুই একটী গাঁইটে আমার নাম লেখা দেখিয়া বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিলাম, আমি বাল্সোরা নগরে যে সকল পণ্য জাহাজে তুলিয়া লইয়াছিলাম সেই সকল দ্রব্য ও তন্মধ্যে রহিয়াছে। অনন্তর কাপ্তেনকে চিনিতে পারিলাম। পাছে আমাকে মৃত নিশ্চয় থাকাতে চিনিতে না পারে এইজন্য অগ্রে নিজ পরিচয় না দিয়া কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এসকল মাল কাহার? কাপ্তেন কহিল "বোগদাদ-দেশীয় সিন্ধাবাদ নামে এক বণিক এই সকল সঙ্গে লইয়া এই জাহাজে আরোহণ করে। একদিবস দ্বীপভ্রমে সলিলোপরি ভাসমান এক প্রকাণ্ড মৎস্যের পৃষ্ঠদেশে অন্যান্য আরোহীর সহিত সিন্ধাবাদও অবতীর্ণ হয়। মৎস্য হঠাৎ সাগরে প্রবিষ্ট হইলে অধিকাংশ লোকেই নিমগ্ন হয়। হতভাগ্য সিন্ধাবাদও ঐ সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে। এক্ষণে তাহার অসহায় পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থে আমি তদীয় দ্রব্যাদি এস্থানে বিক্রয় করিতে আনিয়াছি।"

আমি এই কথায় সাহসী হইয়া কাপ্তেনকে কহিলাম 'মহাশয়, আমারই নাম সিন্ধাবাদ; আমি জলমগ্ন হইয়াও দৈবের অনুগ্রহে রক্ষা পাই। এ সকল দ্রব্যাদি আমার।' পোতাধ্যক্ষ বিবেচনা করিল, আমি প্রকৃত সিন্ধাবাদ নহি, প্রতারণা করিয়া দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিবার জন্য এই অলীক পরিচয় দিতেছি। অনন্তর আমি কিরূপে দ্বীপে উত্তীর্ণ হই এবং কিরূপেই বা অশ্বপালদিগের সহিত এই রাজ্যে আগমন করি, তাবৎ বৃত্তান্ত আমূলতঃ বর্ণনা করিলাম। কিন্তু ইহাতেও নাবিকের সন্দেহ দূর হইল না। কিন্তু অন্যান্য আরোহীরা আমাকে চিনিতে পারায় আমার পুনর্দর্শনে পুলকিত হইয়া আমার প্রকৃত নামে সম্ভাষণ করিতেছে দেখিয়া, নাবিকের বিশ্বাস হইল আমি প্রতারক নহি।

তখন সেই মহাত্মা আমায় আলিঙ্গন করিয়া আমার তাবৎ বস্তু আমায় দিলেন। আমি তন্মধ্য হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ২ বস্তু বাছিয়া লইয়া তত্রত্য রাজাকে উপহার দিলাম। রাজা সকল উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া আমায় অধিক মূল্যের দ্রব্যাদি পুরস্কার দিলেন। আমি রাজার নিকট বিদায় লইয়া তত্রত্য উৎপন্নের সহিত নিজ অবশিষ্ট পণ্য বিনিময় করিয়া স্বদেশযাত্রা করিলাম। উক্ত দ্রব্যাদি বোগদাদ নগরে বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিলাম এবং এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

সিন্ধাবাদ এই কথা সমাপন করিয়া গায়কদিগকে পুনরায় সঙ্গীত করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর হিন্দাবাদকে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া কহিলেন, ভাই আজ তুমি বাটী যাও, কাল পুনরায় আসিও, আমার দ্বিতীয়-বারের বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ বলিব। মুটিয়া সে দিনের মত বিদায় হইয়া পরদিন উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যথাকালে আগমন করিলে সিন্ধাবাদ পূর্ব্বদিনের ন্যায় তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধাবাদের দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা।

প্রথম বাণিজ্যযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি সঙ্কল্প করিলাম আর বিদেশ গমনের আয়াস স্বীকার করিব না, যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতেই স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিব। কিন্তু কিয়ৎদিন অলসভাবে গৃহে থাকিয়াই বিরক্ত বোধ হওয়াতে পুনরায় বাণিজ্যযাত্রা করিতে ইচ্ছা হইল এবং যাহাতে বিল-ক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা এইরূপ দ্রব্যাদি লইয়া কতিপয় বণিকের সহিত দ্বিতীয়বার পোতারোহণ করিলাম। নানাদ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া তত্রত্য উৎপন্নের সহিত স্ব স্ব পণ্য বিনিময় করিতে ২ অবশেষে আমরা বিবিধ ফল-তরুযুক্ত এক দ্বীপে অবতীর্ণ হইলাম। তথায় মনুষ্যের বাসস্থান বা সমাগম-চিহ্ন কুত্রাপি দৃষ্ট হইল না। আরোহীরা কেহ বা পুষ্প চয়ন কেহ বা ফলাহরণ করিতে লাগিল। আমি মদ্য ও কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া এক ক্ষুদ্র নদীতীরে বৃক্ষগণের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় উপবিষ্ট হইলাম। তথায় আহারাদি সমা-পনান্তে নিদ্রাকর্ষণ হইলে শয়ান হইলাম। কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু জাগরিত হইয়া দেখি জাহাজ খুলিয়া গিয়া পালভরে এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে যে তাহা এক্ষণে দৃষ্টিপথের অতীত হইয়াছে। আরোহী-দিগের মধ্যে এক প্রাণীও নাই। এই ভয়ানক অবস্থায় আমার মনের ভাব কিরূপ হইল তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছ। কিয়ৎক্ষণ শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম এবং প্রথম বাণিজ্যলব্ধ অর্থে পরিতৃপ্ত না হইয়া যে দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া এই বিষম বিপদে পতিত হই-লাম তাহার জন্য আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। কিন্তু বিপদ্ উপস্থিত হইলে অনুতাপ বৃথা ভাবিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম। অনন্তর ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক এক উন্নত বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। তথা হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় নিম্নে অনন্তনীল জলধিজল ও ঊর্দ্ধে অনন্তনীল নভঃ ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর

হইল না। কিন্তু স্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে এক ধবলাকার বস্তু দেখিতে পাইলাম, উহা এত দূরে অবস্থিত ছিল যে উহা কি কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। অনন্তর বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ বস্তু লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি উহা একটী প্রকাণ্ড ধবলবর্ণ পিণ্ডাকার পদার্থ, উহার পরিধি ন্যূনকল্পে ৫০ হস্ত হইবে। ইহার কোন দিকে প্রবেশদ্বার আছে কি না দেখিবার জন্য চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিলাম, কোন দিকেই দ্বার পাইলাম না; এবং ইহা এত মসৃণ ও পিচ্ছিল যে তদুপরি আরোহণ করা অসম্ভব। তৎকালে সূর্য্য অস্তাচলচূড়ায় আরোহণ করিতেছিলেন। সূর্য্যমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেরূপ ঈষৎ অন্ধকার হয় অকস্মাৎ সেইরূপ অন্ধকার হওয়াতে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখি এক প্রকাণ্ড পক্ষী আকাশমার্গে উড্ডীন হওয়াতে এইরূপ অন্ধকার হইয়াছে। আমি ইতিপূর্ব্বে নাবিকদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম রক নামে এক প্রকাণ্ড পক্ষী আছে। অনুমান করিলাম যে এই ধবলবর্ণ পিণ্ডাকার পদার্থ এই পক্ষীর ডিম্ব হইবে। পক্ষী ক্রমে ডিম্বের নিকট আসিতেছে দেখিয়া আমি ডিম্বের একপার্শ্বে লুক্কায়িত হইলাম। অনন্তর পক্ষী ডিম্বের উপর উপবেশন করিলে তাহার বৃক্ষের গুঁড়ির ন্যায় প্রকাণ্ড একটা পা আমার নিকটে পড়িল। এই পক্ষীকে অবলম্বন করিলে এই বিজন দ্বীপ হইতে আমার লোকালয় প্রাপ্তি ঘটিলেও ঘটিতে পারে এই আশায়, পাগড়ী দ্বারা আপনাকে পক্ষীর পদের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলাম। আমার আশা সফল হইল, কারণ পরদিন প্রভাতে পক্ষী আমাকে লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। ক্রমে পক্ষী এত উচ্চে উঠিল যে তথা হইতে পৃথিবী নয়নগোচর হইল না। অনন্তর এমত বেগে অবতীর্ণ হইল যে আমার চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। পক্ষী ভূমিতে বসিবামাত্র আমি ক্ষিপ্রহস্তে তদীয় পদ হইতে নিজ বন্ধন মোচন করিলাম। অনন্তর বিহঙ্গম এক প্রকাণ্ড অজগর চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া কোথায় উড়িয়া গেল।

পক্ষী যে স্থানে আমায় আনয়ন করিল তাহা একটী গভীর গহ্বর তাহার চারিপার্শ্বে পর্ব্বতগণ এত উচ্চ যে তাহাদের শিখরদেশ মেঘমালা স্পর্শ করিয়াছে এবং উক্ত গিরিগণ এত ঢালু যে তাহাতে আরোহণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সুতরাং সেই নির্জ্জন দ্বীপ হইতে এখানে আসিয়া আমার কিঞ্চিন্মাত্র আশ্বাস হইল না। গহ্বরের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম তথায় নানাবিধ হীরক জন্মিতেছে, এক এক খানা হীরা এত বৃহদাকার যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তদ্দর্শনে আমি অতিশয় পুলকিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই যাহা দেখিলাম তাহাতে সকল আহ্লাদ বিষাদে পরিণত হইল। কারণ তথায় এত বৃহৎ ২ অসংখ্য সর্প রহিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রটাও অনায়াসে একটা হস্তীকে গ্রাস করিতে পারে। উক্ত অজগরগণ রকপক্ষীর ভয়ে দিবাভাগে গুহা মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং রাত্রি হইলে বাহির হয়। আমি সে রাত্রি এক ক্ষুদ্র গুহায় শয়ন করিয়া থাকিলাম, ভয়ে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রভাতে পুনরায় গহ্বর প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া এক স্থানে উপবেশন করিলাম, সমস্ত রাত্রির অনিদ্রায় নিদ্রাকর্ষণ হইল। কিঞ্চিৎ পরে আমার সম্মুখে এক মাংসপিণ্ড

পতনের শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি অসংখ্য মাংসপিণ্ড পর্ব্বতশিখর হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

আমি সর্ব্বদা নাবিকদিগের মুখে শুনিতাম যে বণিকেরা হীরক আনয়নের জন্য হীরকের আকর এক গহ্বরের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া তথা হইতে বৃহৎ ২ মাংসখণ্ড গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করে। উক্ত মাংসের গাত্রে হীরক জড়াইয়া যায়। ঈগলপক্ষীরা সেই সমুদায় মাংসখণ্ড শাবকদিগের জন্য শিখরোপরি নির্ম্মিত স্ব স্ব নীড়ে আনয়ন করিলে বণিকেরা চীৎকার করিয়া ঈগলকে তাড়াইয়া দেয়। অনন্তর ঐ হীরক সকল সংগ্রহ করে। পূর্ব্বে ২ আমি এই কথা অমূলক কল্পনামাত্র মনে করিতাম, কিন্তু এক্ষণে ইহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল। এই গহ্বর হইতে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া এই গহ্বরই আমার সমাধি হইবে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে মাংসপতন দর্শনে কিঞ্চিৎ আশা হইল। প্রথমতঃ আমি যে ব্যাগে খাদ্যসামগ্রী আনিয়াছিলাম তাহা উৎকৃষ্ট ২ হীরকে পরিপূর্ণ করিলাম, অনন্তর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একটা মাংসখণ্ড লইয়া আমার পাগড়ীর বস্ত্রে দৃঢ়রূপে আপন পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া ভূতলে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিতে না থাকিতে এক প্রকাণ্ড ঈগল মাংসখণ্ডের সহিত নিমেষ মধ্যে আমাকে নীড়ে আনিয়া উপস্থিত করিল। অনন্তর হীরক-সংগ্রাহকেরা চীৎকার করিয়া ঈগলগণকে তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল, আমি যে কুলায়ে আনীত হইলাম তথায় একব্যক্তি আসিয়া আমাকে দেখিয়া প্রথমে অতিশয় চমৎকৃত হইল। অনন্তর তাহার প্রাপ্য হীরক অপহরণ করিয়াছি বলিয়া আমার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল দেখিয়া আমি বলিলাম, "ভাই, তুমি বৃথা রাগ করিতেছ কেন? আমি গহ্বর মধ্য হইতে অতি উৎকৃষ্ট ২ হীরক আনিয়াছি, তোমায় তাহার অংশ দিব, ভাবনা কি?" এই বলিয়া তাহাকে হীরকপূর্ণ ব্যাগ দেখাইলাম। দেখিবামাত্র সে ব্যক্তি একেবারে জল হইয়া গেল। ইত্যবসরে অন্যান্য ব্যাপারিরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলেই আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমি নিজ ইতিহাস তাহাদের নিকট বর্ণনা করাতে তাহারা আমার জীবন রক্ষার্থ উদ্ভাবিত কৌশলের তাদৃশ প্রশংসা না করিয়া কেবল অসমসাহসিকতার ভূয়সী স্তুতি করিল।

বণিকগণের আবাসে উপস্থিত হইয়া আমি ব্যাগ খুলিয়া তন্মধ্যস্থ হীরক সকল তাহাদিগকে দেখাইলাম। তাহারা কহিল এরূপ বৃহৎ ২ হীরক তাহারা কুত্রাপি কখন দেখে নাই। অনন্তর যে ব্যক্তির অধিকারস্থ নীড়ে আমি নীত হইয়াছিলাম তাহাকে বলিলাম, তোমার যে কয়খানি হীরা ইচ্ছা বাছিয়া লও। সে ব্যক্তি মধ্যমাকার একখানি হীরক লইয়া বলিল, ইহাতেই আমার জীবনযাত্রা সুখে কাটিবে, আর অধিক আমার প্রয়োজন নাই। অনন্তর আমরা নিরাপদে সর্পসঙ্কুল পর্ব্বতাবলি অতিক্রম করিয়া রোহানাম দ্বীপে আসিয়া তথায় কর্পূর বৃক্ষ অবলোকন করিলাম। এই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা এতদূর বিস্তৃত যে একশত লোক অনায়াসে ইহার ছায়ায় উপবেশন করিতে পারে। ব্যবসায়ী লোকে ইহার স্কন্ধদেশে একটী ছিদ্র করিয়া নীচে একটী পাত্র পাতিয়া রাখে; নির্য্যাস নির্গত হইয়া তাহাতে পড়িয়া ঘনীভূত হইয়া কর্পূর জন্মে। এইরূপে বৃক্ষের

নির্য্যাস বাহির করিয়া লইলে গাছটী শুখাইয়া মরিয়া যায়। এইরূপ নানাদ্বীপে কত যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ দর্শন করিলাম তাহা এক্ষণে বর্ণনা করা বৃথা। অনন্তর একদ্বীপে দুই একখানি হীরক বিক্রয় করিয়া তত্রত্য নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া বালসোরা নগরে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে বোগদাদে আসিয়া দীনদুঃখীদিগকে বিপুল অর্থ বিতরণ করিয়া বহু আয়াসে লব্ধসম্পত্তি পরমসুখে ভোগ করিতে লাগিলাম।

কথা সমাপ্ত করিয়া সিন্ধাবাদ পুনরায় শতমুদ্রা দিয়া বাহককে সে দিনের মত বিদায় দিলেন এবং কহিয়া দিলেন কল্য আসিলে তৃতীয় বারের কথা বলিবেন। পরদিন যথাকালে মুটিয়া আসিলে সিন্ধাবাদ তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধাবাদের তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রা।

কিছুদিন সুখভোগ করিয়াই আমি সমুদ্রযাত্রার যাবতীয় ক্লেশ বিস্মৃত হইলাম। অকর্ম্মণ্য হইয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে বিরক্ত বোধ হওয়াতে যৌবন-সুলভ উৎসাহে জলপথের বিপদ তুচ্ছ করিয়া, কতিপয় বণিক সমভিব্যাহারে বালসোরা নগর হইতে পুনরায় বাণিজ্য যাত্রা করিলাম। আমরা নানাদ্বীপের সহিত দ্রব্যাদি বিনিময় করিতে করিতে চলিলাম। অনন্তর এক দিবস প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া জাহাজকে বিপথে লইয়া ফেলিল। কয়েক দিবস ক্রমাগত ঝটিকা প্রবাহিত হওয়াতে জাহাজ এক দ্বীপের নিকট আসিয়া পড়িল। নাবিকের কোন মতে ইচ্ছা নহে যে তথায় জাহাজ নঙ্গর করে, কিন্তু বিপাকে পড়িয়া তাহাকে সেইখানেই জাহাজ লাগাইতে হইল। নঙ্গর করিবার পর কাপ্তেন বলিল যে এখানে ও ইহার নিকটবর্ত্তী কতিপয় দ্বীপে বৃহৎ লোমযুক্ত অসভ্য-জাতির বাস। তাহারা আসিয়া আমাদিগের জাহাজ আক্রমণ করিবে। যদিও তাহারা খর্ব্বকায়, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের প্রতিকূলতা করিবার যো নাই; কারণ তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে যদি আমরা তাহাদের একজনকে হত্যা করি, তাহা হইলে তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে সমাগত হইয়া আমাদের সকলের বিনাশ সাধন করিবে। এই কথা শুনিয়া আরোহীরা সকলেই ভীত হইল। ফলেও নাবিকের সপ্রমাণ হইল। কারণ কিঞ্চিৎ পরে আমরা দেখিলাম, প্রায় দুই ফুট উচ্চ লোহিত বর্ণ লোমযুক্ত একদল মনুষ্য সন্তরণ দ্বারা আমাদের জাহাজ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। তাহারা আসিয়াই আমাদের পালের ও নঙ্গরের কাছি কাটিয়া দিল। অনন্তর আমাদিগকে তীরে নামাইয়া দিয়া তাহারা আমাদিগের জাহাজ নিজ দ্বীপে টানিয়া লইয়া গেল। আমরা দ্বিরুক্তি না করিয়া তদ্রূপ ভয়ে তীরে নামিলাম।

আমরা তীর ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখি নানাজাতীয় ফল জন্মিয়া রহিয়াছে, তাহাতে কিছুকাল সকলের প্রাণধারণ হইতে পারে। আরো কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দর্শন করিলাম। প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ ছিল, কিন্তু আঘাত করিবামাত্র খুলিয়া গেল। মুক্তপথে প্রবেশ করিয়া এক প্রাঙ্গনে আসিয়া পড়িলাম; তথা হইতে এক প্রকাণ্ড গৃহের মধ্যে আসিয়া দেখি, কাবাব করিবার জন্য তথায় কতকগুলা বৃহৎ বৃহৎ

লৌহশলাকা ও একপার্শ্বে স্তূপাকার মনুষ্যের অস্থি রাশীকৃত করা রহিয়াছে। দেখিয়া আমরা মহাশঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বিশেষতঃ ভয়ে পলায়নের ইচ্ছা থাকিলেও আমাদিগের পা চলিল না, সেই স্থানেই সকলেই পড়িয়া রহিলাম। কিঞ্চিৎ পরেই ঘোররবে গৃহের দ্বার মুক্ত হইল। চাহিয়া দেখি, সম্মুখে কালান্তক যমের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকাণ্ড নিশাচর দণ্ডায়মান। রাক্ষসের আকার তালতরুর ন্যায় উন্নত; ললাটদেশের ঠিক মধ্যস্থলে প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় একটিমাত্র চক্ষু জ্বলিতেছে; সম্মুখের দন্তগুলা অতিশয় দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ; মুখ অশ্বের ন্যায় প্রশস্ত; অধর বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কর্ণদ্বয় হস্তীর ন্যায়, একেবারে স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়াছে; দীর্ঘ ও বক্র নখরগুলি শিকারী পক্ষীর নখের ন্যায় প্রখর। ঈদৃশ ভীষণ আকৃতি দর্শনে আতঙ্কে সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। চৈতন্য হইলে দেখি যে নিশাচর বারণ্ডায় উপবেশন করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছে। প্রথমতঃ আমাকে অস্থিচর্ম্মসার দেখিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল; এইরূপ অনেককে পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে জাহাজাধ্যক্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া সেই প্রকাণ্ড লৌহশলাকায় তাহার দেহ বিদ্ধ করিল; অনন্তর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাকে উহাতে দগ্ধ করিয়া আহার করিল। আহারান্তে বারাণ্ডায় পড়িয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল, বজ্রাপেক্ষা ঘোরতর রবে নাসিকা ডাকিতে লাগিল। আমরাও মৃতকল্প হইয়া বারাণ্ডার একপার্শ্বে পড়িয়া রহিলাম, ভয়ে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাক্ষস বাহিরে গমন করিল। এতক্ষণ নিশাচরের ভয়ে সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়াছিল, এক্ষণে নির্ভয়ে পরস্পর পরস্পরের নিকট খেদ ও বিলাপ করিতে লাগিল। অনন্তর আমরা পরামর্শ করিতে লাগিলাম, কিরূপে এই রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারা গেল না। দিবাবসানে রাক্ষস প্রত্যাগত হইয়া আমাদের অন্যতম সঙ্গীকে পূর্ব্ববৎ দগ্ধ করিয়া ভক্ষণানন্তর নিদ্রাগত হইল এবং পরদিন যথাকালে বাহির হইয়া গেল। তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল এইরূপে রাক্ষসের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া ভাল। অন্য এক ব্যক্তি বলিল, আত্ম-হত্যা মহাপাপ, বরং যাহাতে এই দুর্বৃত্তের প্রাণসংহার করিতে পারা যায়, আইস সেই চেষ্টা করা যাউক। আমি পূর্ব্বেই মনে মনে ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলাম। এইজন্য তাহার বাক্যে সম্মতি দিয়া কহিলাম "ভাই সকল, আমরা সমুদ্র-তীরে যে বাহাদুরী কাষ্ঠ দেখিয়া আসিয়াছি, আইস তাহাতে কতকগুলি ভেলা প্রস্তুত করিয়া রাখি, পরে রাক্ষসবিনাশের চেষ্টা করা যাইবে; তাহাতে সফল হইলে কিছুকাল আমরা এই স্থানে অপেক্ষা করিব, পরে কোন জাহাজ দেখিলে তদারোহণে এই ভয়ানক স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আর যদি আমরা রাক্ষস বিনাশে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহা হইলে এই ভেলা দ্বারা পলায়ন করিব। তাহাতে প্রাণবিনাশের শঙ্কা আছে বটে, কিন্তু এখানে রাক্ষস-হস্তে নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা সে শঙ্কাগ্রহণে শ্রেয়স্কর।" এই কথা সকলের মনোনীত হওয়াতে, আমরা সমুদ্র-তীরে গমন করিয়া কতিপয় উড়ুপ প্রস্তুত করিয়া পুনরায় সেই বাটীতে আগমন করিলাম।

যথাকালে রাক্ষস আসিয়া একজন হতভাগ্যকে আহার করিয়া পূর্ব্ববৎ নিদ্রাগত হইল। যখন বোধ হইল সে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে, তখন আমরা দশ জন দশটী লৌহশলাকা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যুগপৎ তাহার চক্ষুটি বিদ্ধ করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া দিলাম। নিশাচর যন্ত্রণায় ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং আমাদিগকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কাহাকেও ধরিতে পারিল না। তখন সে বাটী হইতে বহির্গত হইল। আমরাও তাহার পশ্চাৎ২ আসিয়া ভেলাগুলি ভাসাইয়া দিলাম। ভেলায় আরোহণ করিয়া আমরা পরামর্শ করিলাম যদি প্রভাত পর্য্যন্ত রাক্ষস স্বজাতীয় অন্য কাহাকেও সঙ্গে করিয়া না আসে এবং তাহার চীৎকার শুনিতে না পাওয়া যায়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় জানিব, আর তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত কোন জাহাজ না পাই ততদিন এই স্থানে অপেক্ষা করিব। কিন্তু সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই দেখিলাম দুইটা রাক্ষস তাহাকে ধরিয়া আনিতেছে এবং অন্যান্য কতকগুলা তাহার অগ্রে২ দৌড়িয়া আসিতেছে। তদ্দর্শনে আমরা তিন তিন জন এক এক ভেলায় আরোহণ করিয়া প্রাণপণে বাহিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া রাক্ষসেরা ক্ষান্ত হইল না, গভীর জলে দাঁড়াইয়া আমাদের ভেলা লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে সমুদায় ভেলাই জলমগ্ন হইয়া গেল, ভাগ্যক্রমে কেবল আমাদের ভেলাটাই রক্ষা পাইল। আমরা সমস্ত দিনরাত্রি ভাসিতে২ প্রভাতে এক দ্বীপে আসিয়া পড়িলাম। আমরা প্রফুল্লচিত্তে তীরে অবতীর্ণ হইয়া তত্রত্য ফল দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিলাম। রাত্রিকালে তিনজনে সমুদ্রতটে বালুকার উপর নিদ্রাগত আছি, এমন সময় তালবৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড এক সর্পের গর্জ্জনে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সর্প আমার একজন সঙ্গীকে ধরিল। সে ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিল। কিন্তু সর্প তাহাকে মৃত্তিকাতে দুই একবার আছাড়িয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমরা দুই জনে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। পরদিন রাত্রিতে আমরা সর্পভয়ে এক উন্নত বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। কিন্তু অর্দ্ধ রাত্রিতে এক অজগর, বৃক্ষের মূল অবধি বেষ্টন করিয়া উঠিয়া আমার সঙ্গীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমি উপরের শাখায় ছিলাম বলিয়া সে রাত্রির মত নিষ্কৃতি পাইলাম। প্রভাতে বৃক্ষ হইতে নামিয়া সর্পের উদরে পরিপক্ক হইতে হইবে ভাবিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু মনুষ্য সহজে আত্ম-হত্যা করিতে পারে না। জীবন লোকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু; সুতরাং ইহা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক আমি আত্মবিনাশে সাহসী না হইয়া জীবনরক্ষার জন্য কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ ও কণ্টক সংগ্রহ করিলাম। ঐগুলি এক বৃক্ষের চারি পার্শ্বে ও শিরঃস্থ শাখায় বন্ধন করিয়া সন্ধ্যাকালে জ্বালাইয়া দিয়া তন্মধ্যে ভয়ে২ বসিয়া রহিলাম। সর্প যথাকালে ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে২ আসিল, কিন্তু বিষম অগ্নিদুর্গ অতিক্রম করিতে না পারিয়া মার্জ্জার যেমন মূষিকের অপেক্ষা করে, সেইরূপ সেই স্থান হইতে নড়িল না। কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বেই সূর্য্যোদয় হওয়াতে সুতরাং সর্পকে পলায়ন করিতে হইল। অনন্তর আমি প্রাণপূর্ণ আর সেই অগ্নি বেষ্টিত স্থান হইতে বাহির হইলাম। সমস্ত

রাত্রির পরিশ্রমে বিশেষ সর্পের বিষাক্ত নিশ্বাস-স্পর্শে আমি মৃতবৎ হইলাম। অনন্তর আর প্রাণরক্ষা অসম্ভব বোধে নৈরাশ্য হেতু পুনরায় জীবন বিসর্জন দিবার জন্য সাগরকূলে চলিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের কি অপার মহিমা! আমি তীরে উপস্থিত হইয়াই এক জাহাজ দেখিতে পাইলাম। তদ্দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিলাম এবং আপনার উষ্ণীষের বস্ত্র উড়াইতে লাগিলাম। আমাকে দেখিতে পাইয়া কাপ্তেন একখানি নৌকা পাঠাইয়া দিলেন, আমি তদারোহণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে ২ জাহাজে উপস্থিত হইলাম।

জাহাজে উপনীত হইবামাত্র, আরোহী নাবিক প্রভৃতি সকলে আমাকে বেষ্টন করিয়া আমার ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি নিজ জীবন বর্ণনা করিলে এক প্রাচীন কহিলেন, এই স্থানে যে রাক্ষসেরা বাস করে তাহারা আম ও পক্ক উভয়বিধ মাংস ভোজন করে এবং এই স্থানের সর্পেরা অতিশয় বৃহৎ। অনন্তর সকলেই আমার অলৌকিক উপায়ে জীবন রক্ষায় হর্ষ প্রকাশ করিল। আরোহীরা আমায় আহারাদি করাইল এবং কাপ্তেন আমার বসন ছিন্ন দেখিয়া আমাকে অভিনব বস্ত্র প্রদান করিলেন। আমরা বহু দ্বীপ ও উপদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে সালাহাট দ্বীপে উপনীত হইলাম। অন্যান্য অনেক বণিক তথায় নিজ ২ পণ্য বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। কাপ্তেন আমায় কহিল, ভাই এক আরোহীর কিঞ্চিৎ দ্রব্য আমার নিকট আছে। সে ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার জাহাজে আসে, পথে তাহার মৃত্যু হওয়ায় মানস করিয়াছি তাহার সম্পত্তি উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে দিব। যদি তুমি ঐ দ্রব্যজাত বিক্রয় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে উচিত দস্তুরি দিব। আমি সম্মত হইলাম। অনন্তর মালগুলি কাহার নামে লিখিয়া লওয়া হইবে জাহাজের কেরাণী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কাপ্তেন কহিল "সিন্ধাবাদ নাবিকের নামে"। নিজের নাম শুনিয়া আমি মনোযোগের সহিত কাপ্তেনের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে চিনিলাম যে দ্বিতীয়বার বাণিজ্য যাত্রাকালে আমি এই ব্যক্তির জাহাজে আরোহণ করি এবং এই ব্যক্তিই আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আইসে। তখন আমি কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই সমুদায় দ্রব্যের অধিকারীর নাম কি সিন্ধাবাদ? নাবিক কহিল "হাঁ, তাঁহার নাম সিন্ধাবাদ বটে। ইঁহার নিবাস বোগদাদ, ইনি বালসোরা নগর হইতে আমার জাহাজে আরোহণ করেন। একদিবস অন্যান্য আরোহীর সহিত সিন্ধাবাদও স্থলে অবতীর্ণ হয়। সকলেই যথাকালে ফিরিয়া আসিল; তাহাদের সহিত সিন্ধাবাদও আসিয়া থাকিবে ভাবিয়া আমি জাহাজ খুলিয়া দিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া জানিতে পারিলাম যে সিন্ধাবাদ জাহাজে ফিরিয়া আসে নাই। বায়ু তখন প্রতিকূলভাবে বহিতেছিল বলিয়া জাহাজ ফিরিতে পারিল না। কাজে কাজেই সেই হতভাগ্য বিজন বনে শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল।" আমি কহিলাম "তবে, কি আপনি তাহার মরণ নিশ্চয় করিয়াছেন?" কাপ্তেন কহিল "তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" তখন আমি কহিলাম "তবে কে আপনার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে?" এই কথায় কাপ্তেন আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে চিনিতে পারিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল এবং বলিল

"হে ঈশ্বর তোমাকে শত ২ প্রণাম, তোমার প্রসাদে আজ আমি এক মহা-পাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।" অনন্তর আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সিন্ধাবাদ, আমি তোমার সম্পত্তি অনেক যত্নে রক্ষা করিয়াছি এবং ব্যবসা দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছি। আজ সেই সমুদায় লাভে মূলে প্রত্যর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর।" আমি যথোচিত কৃতজ্ঞতার সহিত তৎসমুদায় গ্রহণ করিলাম।

অনন্তর আমরা সালাহাট দ্বীপ হইতে অন্য এক দ্বীপে গমন করিয়া লবঙ্গ দারুচিনি প্রভৃতি ক্রয় করিলাম। তথা হইতে নানাদ্বীপে বাণিজ্য করিয়া এবং বিস্তর আশ্চর্য্য ২ বস্তু দর্শন করিয়া অবশেষে বালসোরা নগর হইতে বোগ্দাদ নগরে উপনীত হইলাম। তথায় দরিদ্রগণকে প্রভূত অর্থ দান করিলাম, এবং অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

গল্প সমাপ্ত করিয়া সিন্ধাবাদ একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া এবং আগামী দিবে চতুর্থবারের ইতিহাস শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া মুটিয়াকে বিদায় করিলেন। পরদিন যথাকালে মুটিয়া উপস্থিত হইলে সিন্ধাবাদ চতুর্থবারের বিবরণ আরম্ভ করিলেন। -

সিন্ধাবাদের চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রা।

কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় বাণিজ্যযাত্রা করিবার ইচ্ছা হইল। পূর্ব্ব ২ বারের সমুদায় বিপদ্ বিস্মৃত হইয়া সমুদ্র গমনের সমস্ত আয়োজন করিলাম এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পারস্য দেশের নানা স্থানে ভ্রমণান্তর অবশেষে এক বন্দরে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে এক জাহাজে আরোহণ করিয়া অনেকানেক বন্দর ও পূর্ব্বদেশস্থ দ্বীপে ভ্রমণ করিলাম। অবশেষে একদিবস অকস্মাৎ প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হইল। জাহাজ রক্ষা করিবার জন্য নাবিক বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু সকলই বিফল হইল। জাহাজের পাইল শতধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং এক বালির চড়ায় ধাক্কা লাগিয়া জাহাজ খণ্ড ২ হইয়া গেল। অধিকাংশ আরোহী ও সমস্ত দ্রব্যাদি জলমগ্ন হইল। সৌভাগ্যক্রমে আমি, কয়েক জন বণিক ও কতকগুলি নাবিক, একখানি কাষ্ঠফলক পাইয়া তদবলম্বনে স্রোতের বেগে এক সন্নিহিত দ্বীপে উপনীত হইলাম। তত্রত্য ফল আহার ও পরিষ্কার জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ করিলাম, এবং সমুদ্রতটে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর আমরা দ্বীপের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসস্থান দেখিতে পাইলাম। তথায় উপস্থিত হইলে কতকগুলা কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি আসিয়া আমাদিগকে ধরিল এবং যে যাহার অংশে পড়িল সে তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেল।

আমি ও আমার সঙ্গী আর পাঁচজন যাহাদের অংশে পড়িলাম, তাহারা আমাদিগকে একগৃহে আনয়ন করিয়া কতকগুলি শাক খাইতে ইঙ্গিত করিল। আমার সঙ্গীরা ক্ষুধাবশতঃ তৎসমুদায় উদরস্থ করিয়া ফেলিল। কিন্তু আমার মনে, কি কারণে বলিতে পারি না, কেমন একটা অবিশ্বাস হওয়াতে আমি তাহা স্পর্শও করিলাম না। পরে জানিতে পারিলাম যে আমি না খাইয়া ভাল

করিয়াছি; কারণ আমার সঙ্গীরা উক্ত শাক ভক্ষণের পর অবধি একপ্রকার ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। তৎপরে ঐ অসভ্যেরা আমাদিগকে নারিকেল তৈলে পাক করা অন্ন আহার করিতে দিল, আমার সমভিব্যাহারীগণ ক্ষিপ্ততাবশতঃ অধিক পরিমাণে আহার করিল; আমিও আহার করিলাম বটে কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে। আমাদিগকে তৈলপক্ক অন্ন আহার করাইবার অভিপ্রায় এই যে হতজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমরা প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইব এবং তাহা হইলে আমাদের মাংসে তাহাদের সুচারুরূপে আহার চলিবে, কারণ তাহারা নরমাংসাশী। আমার সমভিব্যাহারীগণ তৈলপক্ক অন্ন ভোজনে ক্রমশঃ পুষ্টাঙ্গ হইলে অসভ্যেরা একে ২ তাহাদের সকলকে উদরসাৎ করিল। কিন্তু আমি অল্পাহারে বিশেষতঃ চিন্তা ও মৃত্যুভয়ে দিন ২ ক্ষীণ হইতে লাগিলাম। তদ্দর্শনে যতদিন না আমি সারিয়া উঠি ততদিনের জন্য আমার হত্যা স্থগিত রাখিল।

ক্রমে আমার উপর ততটা নজর রহিল না; কি করি কোথায় যাই প্রায় কেহই দেখিত না। এইরূপ সুবিধা পাইয়া আমি একদিন পলায়নের উদ্যোগ করিলাম। এক বৃদ্ধ আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিষেধ করিল, কিন্তু আমি বারণ না শুনিয়া বরং অধিকতর দ্রুতপদে অসভ্যগণের আবাস পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। তৎকালে উক্ত বৃদ্ধ ব্যতীত অন্য কেহই বাটীতে ছিল না এবং তাহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করে না জানিয়া আমি প্রাণপণে চলিতে লাগিলাম। যে স্থানে লোকালয় দেখা যাইত প্রাণান্তেও সে দিকে যাইতাম না। এইরূপে ক্রমাগত আট দিন পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই কয় দিন আমি শুষ্ক নারিকেল আহার ও তাহার জল পান করিতাম।

সমুদ্রতটে আসিয়া দেখিলাম কতকগুলি আমার ন্যায় শ্বেতবর্ণ পুরুষ মরিচ সংগ্রহ করিতেছে। তদ্দর্শনে সাহস করিয়া তাহাদের নিকট আসিলে তাহারা আরব্যভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আমি কোথা হইতে আসিতেছি। আমি বহুকালের পর নিজ মাতৃভাষা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলাম এবং নিজের বিপদের কথা তাহাদিগকে আদ্যোপান্ত শুনাইলাম। তাহারা শুনিয়া চমৎকৃত হইল। অনন্তর মরিচ সংগ্রহ সম্পন্ন হইলে তাহারা আমাকে জাহাজে তুলিয়া লইয়া স্বদেশীয় রাজার নিকট উপস্থিত করিল। মহারাজ আমার আশ্চর্য্য বিপদ ও বিস্ময়জনক উদ্ধারের কৌশল শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং আমাকে নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আশ্রয় দান করিলেন। এই দ্বীপে বহুসংখ্যক লোকের বসতি ছিল এবং ইহার রাজধানীতে বিবিধ দ্রব্যের বাণিজ্য হইত। আমি এতাদৃশ স্থানে আশ্রয় পাইয়া এবং বিশেষ রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া নিজের বিপদ অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইলাম।

তথায় একটী বিষয় দেখিয়া আমার বড়ই কৌতুহল হইল। রাজা হইতে সামান্য লোক পর্য্যন্ত কেহই অশ্বারোহণকালে জিন, রেকাব বা লাগাম ব্যবহার করিত না। আমি একদিবস মহারাজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, জিন, রেকাব বা লাগাম তদ্দেশস্থ কেহ কখন দেখে নাই।

এই কথা শুনিয়া আমি এক কারিকরকে জিনের আদর্শ দিয়া তদ্দ্বারা একটী জিন প্রস্তুত করাইয়া লইলাম এবং স্বয়ং তাহা চর্ম্মে আবৃত করিয়া তন্মধ্যে পশুলোম পুরিয়া দিলাম। তদনন্তর তাহা মকরমে মুড়িয়া সুবর্ণে মণ্ডিত করিলাম। তৎপরে কর্ম্মকার দ্বারা লাগাম ও রেকাব প্রস্তুত করাইয়া মহারাজকে উপহার দিলাম। তাহাতে নৃপতি পরম প্রীত হইলেন এবং আমাকে প্রচুর পারিতোষিক প্রদান করিলেন। এইরূপে আমি, মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্যবর্গকে জিন প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিলাম।

কিয়ৎকাল পরে একদিন মহারাজ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ সিন্ধাবাদ, আমি তোমাকে অতিশয় স্নেহ করি এবং আমার সমুদায় প্রজাও তোমাকে সম্মান করিয়া থাকে। তোমার নিকট আমার এক অনুরোধ এই যে তুমি এখানে বিবাহ করিয়া চিরকালের মত বাস কর, স্বদেশের মায়া বিসর্জ্জন দাও।" আমি রাজাদেশ অন্যথা করিতে পারিলাম না। এক পরম রূপবতী যুবতীকে বিবাহ করিয়া তদীয় আবাসে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই সুখের সময়েও আমি বোগ্দাদের কথা ভুলিতে পারি নাই। অবকাশ পাইলেই স্বদেশে পলায়ন করিব, এইরূপ মানস সর্ব্বদাই ছিল।

একদিবস সংবাদ পাইলাম যে আমার এক প্রিয় প্রতিবাসীর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখি, তিনি অতিশয় কাতর হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলাম "ঈশ্বর তোমাকে চিরায়ু করুন। নিজে জীবিত থাকিলে স্ত্রীর ভাবনা কি?" তিনি কহিলেন "আমি কিরূপে চিরজীবী হইব? আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য জীবিত আছি মাত্র, তৎপরেই আমাকে মৃতপত্নীর সহিত জীবদ্দশায় সমাহিত হইতে হইবে। এই প্রথা বহুকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে এবং ইহার অন্যথা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

এই নিষ্ঠুর দেশাচারের কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে আমার প্রতিবেশীর বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া তদীয় পত্নীর মৃতদেহ বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা বিবাহের ন্যায় সজ্জায় সজ্জিত করিল। তৎপরে তাহারা অনাবৃত মৃতদেহ এক সিন্ধুকে স্থাপিত করিয়া বাহির হইল। স্বামী শোকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সিন্ধুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, অন্যান্য সকলে তাঁহার অনুগামী হইল। এইরূপে তাহারা এক উন্নত পর্ব্বতের শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য এক গভীর গর্ত্তের সমীপস্থ হইল। গহ্বরের মুখে যে এক খণ্ড প্রস্তর ছিল তাহা স্থানান্তরিত করিয়া মৃতদেহ সিন্ধুক সমেত গর্ত্তমধ্যে নামাইয়া দিল, অলঙ্কারাদি কিছুই খুলিয়া লইল না। তৎপরে পতিও নিজ বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট শেষ বিদায় লইয়া এক সিন্ধুকে প্রবেশ করিল। তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ জল ও সাত খণ্ড রুটি দেওয়া হইল। সিন্ধুক পূর্ব্ববৎ গহ্বরমধ্যে নামাইয়া দিয়া গর্ত্তের মুখ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর দ্বারা আবৃত করা হইল। অনন্তর সকলে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিল।

এই ঘটনা দর্শনে সর্ব্বাপেক্ষা আমিই অতিশয় কষ্ট অনুভব করিলাম। এক দিবস আমি নৃপতিকে কহিলাম "মহারাজ, আপনার রাজ্যমধ্যে এ কি অদ্ভুত নিয়ম যে মৃতপত্নীর সহিত জীবিত পতির সমাধি হয়? আমি মুসা

স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত দেখি নাই।” রাজা কহিলেন “সিন্ধাবাদ, ইহাতে আমার কোন ক্ষমতা নাই। আমাদের দেশাচার এইরূপ, রাজা প্রজা সকলকেই এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। আর যদি আমার মহিষীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমাকেও তাঁহার সহিত সহমৃত হইতে হইবে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “মহারাজ, বিদেশীয়দিগের প্রতিও কি এই নিয়ম?” রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “যদি তাঁহারা এই দেশে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও এই নিয়মের অধীন হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?”

নৃপতির এই কথা শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইল। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডন করিতে পারে? অচিরেই আমার পত্নীবিয়োগ হইল। তাহাতে স্ত্রীর জন্য শোক করা দূরে থাকুক, আমি নিজের জীবনের জন্য অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলাম। অসভ্যগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হওয়া আর এইরূপ জীবদ্দশায় সমাহিত হওয়া আমার উভয়ই সমান বোধ হইল। যাহা হউক মহারাজ স্বয়ং অমাত্যগণ সহিত আমার বাটীতে আগমন করিলেন, এবং তত্রত্য যাবতীয় জনগণও আমার সম্মানার্থ সমবেত হইলেন।

সমুদায় প্রস্তুত হইলে সমাগত ব্যক্তিগণ মৃতদেহ নানা ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া এক সিন্দুক মধ্যে স্থাপন করিল এবং পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত উদ্দেশে চলিল। আমিও অশ্রুবর্ষণ করিতে২ শবের অনুগামী হইলাম। পথিমধ্যে দর্শকগণের দয়া উৎপাদন করিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশয়ে আমি অনেক রোদন ও মিনতি করিলাম। কিন্তু কে আমার বিলাপে কর্ণপাত করে? তাহারা পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে প্রথম সিন্দুক নামাইয়া দিল এবং অন্য এক সিন্দুকে আমাকে পূরিয়া খানিক জল ও কয়েক খানা রুটি দিয়া নামাইয়া দিল। অনন্তর গর্ত্তের মুখ পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিল।

আমি গহ্বরমধ্যে পতিত হইয়া উপর হইতে যে স্বল্পমাত্র আলোক আসিতেছিল তাহার সাহায্যে দেখিলাম যে গর্ত্তটী প্রকাণ্ড. ইহা প্রায় ৫০ হস্ত গভীর। চারিদিকে মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে এবং তাহা হইতে এমনি দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে যে তথায় তিষ্ঠান ভার। এরূপ বোধ হইল যেন আমি মুমূর্ষু লোকের কণ্ঠশ্বাস শুনিতে পাইতেছি। আমি সিন্দুক হইতে বাহির হইয়াই হস্ত দ্বারা নাসিকাদ্বার রুদ্ধ করিয়া যে স্থানে শবসকল স্তূপ করা রহিয়াছে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে ভূমিতে উপবেশন করিলাম এবং করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া নিজ অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম; দুই গণ্ড দিয়া অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া বলিলাম “সত্য বটে, ঈশ্বর সকলের অদৃষ্টে শুভাশুভ বিধান করেন, কিন্তু আমি আপনার মৃত্যু আপনি ঘটাইয়াছি। যদি আমি ধনলোভে মুগ্ধ না হইয়া এরূপ বিপদসাগরে ঝাঁপ না দিতাম, যদি আমি স্বোপার্জ্জিত অতুল বিভবে সন্তুষ্ট থাকিতাম, তাহা হইলে বিদেশে আমার এরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটিত না।” শোকে ও দুঃখে শিরে করাঘাত করিয়া আমি এইরূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলাম। কিন্তু মনুষ্য জীবনসত্ত্বে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে পারে না।

আমিও সেই আশার কুহকে ভুলিয়া যত দিন সম্ভব জীবন রক্ষায় যত্নশীল হইলাম। আমি নিজের রুটী বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলাম। অবশিষ্ট রুটী দ্বারা কিছুদিন প্রাণধারণ হইল। তৎপরে মৃত্যু নিশ্চয় করিলাম। ইতিমধ্যে একদিন গহ্বরের প্রস্তর খানি উত্তোলিত হইল, এবং এক মৃত পুরুষ ও জীবিতা স্ত্রী গহ্বর মধ্যে পতিত হইল। বিপৎকালে অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতেও লোক সঙ্কুচিত হয় না। আমি নিজ জীবন রক্ষার জন্য উক্ত স্ত্রীকে এক অস্থির আঘাতে হত্যা করিয়া তাহার রুটী ও জল অপহরণ করিলাম। তাহাতে কিছুদিন চলিল। তাহা ফুরাইবামাত্র অন্য একজন জীবিত পুরুষ গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল, এই ব্যক্তিকেও আমি পূর্ব্ববৎ বিনাশ করিলাম। ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে তদ্দেশে মহামারী হওয়ায় আহারের অভাব হইল না।

গহ্বরমধ্যে এক দিবস সবে এক হতভাগিনী রমণীকে হত্যা করিয়াছি, এমন সময় নিশ্বাসের শব্দ এবং পদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। যেদিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল আমি সেই দিকে অগ্রসর হইলাম; শব্দ ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্পষ্ট বোধ হইল; আর এরূপও মনে হইল যেন কোন জন্তু আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে। আমিও সেই পলায়নপর জন্তুর পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। জন্তুটা খানিক থামে এবং আমি নিকটস্থ হইলেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িতে থাকে। অবশেষে আমি এতদূর আসিয়া পড়িলাম যে একটী নক্ষত্রের ন্যায় একটু আলোক দেখিতে পাইলাম। তদ্দর্শনে আশানন্দে বলী হইয়া দ্বিগুণবেগে চলিলাম। আলোক ক্ষণেক দৃষ্ট হইতে লাগিল, ক্ষণেক অদৃশ্য হইল। অবশেষে গহ্বরের একটী ছিদ্র নয়নগোচর হইল। ছিদ্রটী এত প্রশস্ত যে তদ্দ্বারা একজন মনুষ্য অনায়াসে বাহির হইতে পারে। তদ্দর্শনে এতাদৃশ আনন্দ হইল যে তাহা প্রকাশ করা দুষ্কর। গহ্বর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম যে জন্তুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি আসিতেছিলাম তাহা এক প্রকার সামুদ্রীক জন্তু, শবাহারের জন্য গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আরও জানিলাম যে, পর্ব্বতটী, নগর ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এবং এত উচ্চ যে তাহাতে আরোহণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। সাগরকূলে উপস্থিত হইয়াই আমি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তিহেতুক অগ্রে ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। অনন্তর কিঞ্চিৎ আহারসামগ্রী সংগ্রহ করিবার মানসে পুনরায় গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। কতকগুলি রুটী লইয়া মৃতদেহ হইতে যত পারিলাম হীরকাদি অপহরণ করিয়া পূর্ব্বপথে বাহির হইলাম। সমুদ্রকূলে আসিয়া কোন জাহাজের আগমন প্রতীক্ষায় তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দৈবযোগে ২।৩ দিনের পর সেই স্থান দিয়া একখানি জাহাজ যাইতে দেখিলাম। জাহাজস্থ ব্যক্তিগণ আমাকে দেখিতে পায় এইজন্য সাধ্যমত চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে ডাকিতে লাগিলাম। তাহারা শুনিতে পাইয়া আমাকে আনিবার জন্য একখানি নৌকা পাঠাইয়া দিল। আমি তদারোহণে হীরকের মোট লইয়া জাহাজে উপস্থিত হইলাম। সকলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমি কিরূপে এখানে আসিলাম। আমি কহিলাম আজ দুই দিন হইল এই স্থানে আমার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। আমি কোনরূপে এই পর্ব্বতে উঠিয়া

রক্ষা পাইয়াছি। এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা আর অধিক কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। আমি সেই জাহাজে করিয়া নানা দেশ ভ্রমণান্তর অবশেষে বোগদাদনগরে উপস্থিত হইলাম। এবারে আমি অসংখ্য হীরক আনিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট দ্বারা সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলাম।

চতুর্থবারের বিবরণ শেষ করিয়া সিন্ধাবাদ পূর্ব্ব নিয়মে মুটিয়াকে বিদায় দিল। পরদিন বাহক উপস্থিত হইলে পঞ্চমবারের বৃত্তান্ত আরম্ভ করিল।

সিন্ধাবাদের পঞ্চম বাণিজ্য যাত্রা।

কিছুদিন সুখভোগ করিয়া আমি সমুদায় বিপদের কথা বিস্মৃত হইলাম। পুনরায় সমুদ্র যাত্রার জন্য বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যজাত ক্রয় করিলাম। পূর্ব্বে ২ বারের ন্যায় এবারে কাপ্তেনকে বিশ্বাস না করিয়া নিজ ব্যয়ে একখানি জাহাজ প্রস্তুত করিলাম। আমার নিজের দ্রব্যাদিতে জাহাজ পরিপূর্ণ না হওয়ায় অন্যান্য কতিপয় বণিক্‌কে সঙ্গে লইলাম।

অনুকূল বায়ুবেগে আমরা শীঘ্রই সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়া আমরা প্রথমে এক জনশূন্য দ্বীপে জাহাজ লাগাইলাম। দেখিলাম তথায় একটী রক পক্ষীর ডিম্ব রহিয়াছে। পূর্ব্বদৃষ্ট ডিম্বের ন্যায় এটীও বৃহদাকার; ইহা ফুটিবার উপক্রম হইয়াছে এবং শাবকের চঞ্চু কিয়ৎপরিমাণে বাহির হইয়াছে। আমার সমভিব্যাহারী বণিকেরা পূর্ব্বোক্ত ডিম্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পাক করিল। আমি বিস্তর নিষেধ করিলাম, তাহারা শুনিল না।

আমাদিগের আহার সমাপ্ত হইতে না হইতে নভোদেশে দুই খণ্ড মেঘ দৃষ্ট হইল। বহুদর্শী বৃদ্ধ নাবিক কহিল, উহা মেঘ নহে, ভক্ষিত অণ্ডের পিতা ও মাতা। পাছে উহারা ডিম্ববিনাশ দর্শনে আমাদের কোন অনিষ্ট করে এই ভয়ে আমরা তৎক্ষণাৎ জাহাজ ছাড়িয়া দিলাম। পক্ষীদ্বয় ডিম্ব বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ভীষণ চীৎকারে দিক্‌ পরিপূর্ণ করিল এবং প্রতিহিংসামানসে যে দিক্‌ হইতে আসিয়াছিল সেই দিকে উড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে আমরা প্রাণপণে জাহাজ বাহিয়া চলিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে পক্ষীদ্বয় ফিরিয়া আসিলে সভয়ে দেখিলাম তাহারা চঞ্চু-পুট দ্বারা দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত লইয়া আসিয়াছে। জাহাজের ঠিক উপরে আসিয়া জাহাজ লক্ষ্য করিয়া একটী পক্ষী নিজ চঞ্চুধৃত পর্ব্বত ছাড়িয়া দিল। আমাদিগের নাবিক অতিশয় দক্ষ ছিল, পর্ব্বত পরিত্যাগ মাত্র জাহাজের হাইল এইরূপে ঘুরাইল যে পাহাড় জাহাজের উপর না পড়িয়া তাহার ঠিক পার্শ্বে পতিত হইল। তাহাতে সমুদ্রের জল এরূপ আলোড়িত হইল যে পাতাল পর্য্যন্ত আমাদিগের নয়নগোচর হইল। তৎপরে দ্বিতীয় পক্ষী অন্য পর্ব্বতটী ত্যাগ করিল, দুর্ভাগ্যক্রমে ঐটী জাহাজের ঠিক মধ্যস্থলে পড়িয়া তাহাকে দুইখণ্ড করিয়া ফেলিল। সমুদায় আরোহী ও সমস্ত দ্রব্যাদি জলমগ্ন হইল। আমি ভাগ্যক্রমে একখানি তক্তা পাইয়া তদবলম্বনে অনেক কষ্টে

এক দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম। সেই দ্বীপে নানাবিধ বৃক্ষে নানা বর্ণের ফল পাকিয়া রহিয়াছে দেখিয়া আমি তদ্দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিলাম এবং তত্রত্য নদীর স্বচ্ছতোয় পানে পিপাসা শান্তি করিলাম।

রাত্রিকালে এক অনাবৃত স্থানে ঘাসের উপর শয়ন করিয়া রহিলাম। একাকী জনশূন্য প্রান্তর মধ্যে শয়ান থাকায় ভয়ে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। নানা চিন্তায় নিশা অবসান হইলে প্রভাত সময়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়া দেখিলাম এক ক্ষুদ্র নদীতীরে একটী বৃদ্ধ ম্লানবদনে উপবিষ্ট আছে। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন সেও আমার মত জাহাজ ভগ্ন হওয়ায় বিপদ্‌গ্রস্ত। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলাম, সে ব্যক্তি কেবল ঈষৎ মস্তক অবনত করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি এখানে কি করিতেছেন? সে তাহার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া এইরূপ সঙ্কেত করিল, যে আমাকে সঙ্গে করিয়া নদীর পর পারে লইয়া যাও, আমি তথায় ফল সংগ্রহ করিব। তাহাতে আমি তাহাকে স্কন্ধে লইয়া নদী পার হইলাম। অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া তাহাকে নামিতে কহিলাম। কিন্তু নামা দূরে থাকুক, বৃদ্ধ আরও দৃঢ়রূপে দুই পা দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। পূর্ব্বে তাহার চর্ম্ম কোমল বোধ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা গোচর্ম্মবৎ কঠিন বোধ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ দুই পায়ে আমার বক্ষঃস্থলে এরূপ চাপিয়া ধরিল যে আমার নিশ্বাস রোধ হইবার সম্ভাবনা হইল। আমি ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তথাপি বৃদ্ধ আমায় পরিত্যাগ করিল না, কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিবার জন্য পদদ্বয় ঈষৎ শিথিল করিয়া দিল। আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে বৃদ্ধ পদদ্বয় দ্বারা এরূপ আঘাত করিতে লাগিল যে আমাকে উঠিতে হইল। তৎপরে আমাকে এক বৃক্ষের তলে লইয়া চলিল। বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া স্বয়ং আহার করিল এবং আমাকে কিছু দিল। সমস্ত দিনে সে একবারও আমার স্কন্ধদেশ ত্যাগ করিত না, রাত্রিকালে সেই ভাবে শয়ন করিত, প্রভাত হইলে পদদ্বারা আঘাত করিয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিত এবং সমস্ত দিন একবৃক্ষ হইতে অন্যবৃক্ষের নিকট লইয়া যাইত। ইহাতে যে আমার কিরূপ কষ্ট হইতেছিল তাহা আপনারা অনুভব করিতে পারিতেছেন।

একদিবস পথিমধ্যে কতকগুলি শুষ্ক অলাবু পতিত দেখিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী বৃহদাকার অলাবু বাছিয়া লইলাম। তাহা পরিষ্কার করিয়া তন্মধ্যে দ্রাক্ষারস পুরিয়া দিয়া উত্তম স্থানে রাখিয়া দিলাম। কিছু দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তাহা উত্তম সুরায় পরিণত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহা পান করাতে আমি নূতন বল পাইলাম এবং কিছুক্ষণের জন্য সকল কষ্ট বিস্মরণ হইলাম। আমি আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলাম। সুরাপানের ফল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বৃদ্ধেরও পান করিবার ইচ্ছা হইল এবং আমাকে সঙ্কেত করিবামাত্র আমি অলাবুটী বৃদ্ধের হস্তে দিলাম। বৃদ্ধ অলাবুস্থ সমস্ত সুরা নিঃশেষ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার নেশা হইল। সে দেশীয় ভাষায় সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং আমার স্কন্ধের উপর টলিতে লাগিল; ক্রমে তাহার পদদ্বয় শিথিল হইয়া আসিল। তদ্দর্শনে আমি

তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম এবং এক বৃহৎ প্রস্তরের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম।

এই অদ্ভুত বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আমি পরম হৃষ্টচিত্তে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইলাম। তথায় পরিষ্কার জল লইবার জন্য কতকগুলি লোক জাহাজ লাগাইয়াছিল। তাহারা আমার ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং কহিল "ইতিপূর্ব্বে কেহই এই বৃদ্ধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই, এই দ্বীপ উক্ত বৃদ্ধের অত্যাচারের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ নাবিক বা বণিক্‌গণ অনেকে একত্র না হইলে উহার নিকট গিয়া যাইতে সাহস করিত না, তুমি তাহার বিনাশ সাধন করিয়া সমুদ্রযাত্রীদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছ।" অনন্তর তাহারা আমাকে কাপ্তেনের সহিত পরিচিত করিয়া দিল। কাপ্তেন আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। কিছুদিন পরে আমরা এক নগরে উপস্থিত হইলাম. তত্রত্য সমুদায় গৃহই প্রস্তরনির্ম্মিত।

জাহাজস্থ একজন বণিকের সহিত আমার প্রণয় জন্মিল। তিনি একদিবস আমায় বিদেশীয় বণিকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিবাসে লইয়া গেলেন এবং একটী বৃহৎ থলিয়া আমাকে দিলেন। তিনি কতিপয় লোকের নিকট আমার পরিচয় দিয়া কহিয়া দিলেন যে ইহাকে নারিকেল আনিবার জন্য তোমাদের সঙ্গে লইয়া যাইও এবং আমাকে বলিলেন তুমি কদাচ ইহাদের সঙ্গ ছাড়া হইও না, তাহা হইলে তোমার বিষম বিপদ ঘটিবে। আমি দেখিলাম তাহাদের প্রত্যেকের নিকট এক একটী থলিয়া আছে। আমি নারিকেল সংগ্রহার্থ তাহাদের সহিত যাত্রা করিলাম।

আমরা বহুদূরবিস্তৃত এক অরণ্যে উপস্থিত হইলাম। তথায় সমুদায় বৃক্ষই নারিকেল। বৃক্ষগুলি এত উচ্চ ও মসৃণ যে তাহাতে আরোহণ করিয়া নারিকেল সংগ্রহ করা মনুষ্যের অসাধ্য। তথায় প্রবেশমাত্র আমরা বহুসংখ্যক বানর দেখিলাম। আমাদিগকে দেখিবামাত্র বানরগণ দ্রুতবেগে বৃক্ষে আরোহণ করিল। আমার সমভিব্যাহারী বণিকগণ বৃক্ষারূঢ় বানরদিগকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমিও তাহাদের অনুকরণ করিলাম। লোষ্ট্রাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বানর আমাদিগকে প্রহার করিবার মানসে নারিকেল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং আমরা নিক্ষিপ্ত নারিকেল দ্বারা থলিয়া পরিপূর্ণ করিতে লাগিলাম। বানরগণ প্রহারে ক্ষান্ত হইলেই আমরা মধ্যে মধ্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ দ্বারা তাহাদের ক্রোধ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলাম। এই রূপে আমরা প্রচুর নারিকেল সংগ্রহ করিলাম। আমরা নগরে প্রত্যাগত হইলে যে বণিক্ আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া মূল্য দিয়া সমুদায় নারিকেল ক্রয় করিলেন এবং কহিলেন, "যতদিন না স্বদেশগমনোপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিতে পার, তত দিন এইরূপে নারিকেল আনয়ন কর।" আমি তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিলাম। পরে আমি যে জাহাজে আসিয়াছিলাম তাহা নারিকেল বোঝাই লইয়া চলিয়া গেলে, আর একখানি জাহাজ নারিকেল লইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি নিজ সংগৃহীত সমুদায় নারিকেল এই জাহাজে বোঝাই দিয়া আমার উপকারী পূর্ব্বোক্ত বণিকের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলাম। আমরা

অনন্তর যে দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম তথায় প্রচুর পরিমাণে মরিচ জন্মে। অনন্তর আমরা কোমারী দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অগুরু সেখানকার উৎপন্ন এবং আইন দ্বারা তত্রত্য অধিবাসীগণের মদ্যপান একেবারে নিষিদ্ধ। উক্ত দ্বীপদ্বয়ে আমি নারিকেলের পরিবর্ত্তে মরীচও লইলাম এবং অন্যান্য কতিপয় বণিকের সহিত মিলিত হইয়া মুক্তা উত্তোলনের ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। ভাগ্যক্রমে আমি কতকগুলি উৎকৃষ্ট মুক্তা প্রাপ্ত হইলাম। তদনন্তর বালসোরা নগর হইতে বোগদাদে আসিয়া মরীচ ও মুক্তা বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিলাম এবং তাহার কিয়দংশ দীনদুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট দ্বারা সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

পঞ্চমবারের ইতিহাস শেষ করিয়া সিন্ধাবাদ পূর্ব্ব নিয়মে বাহককে বিদায় দিল। পরদিন দুটিয়া উপস্থিত হইলে ষষ্ঠবারের বিবরণ আরম্ভ হইল।

সিন্ধাবাদের ষষ্ঠ বাণিজ্যযাত্রা।

এই কষ্ট, এত বিপদের পরও যে আবার আমার সমুদ্রগমনে ইচ্ছা জন্মিল, তাহা শুনিলে আপনারা যে বিস্মিত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? সময়ে সময়ে যখন আমি এই বিষয়ে চিন্তা করি, তখন আমার কার্য্যে আমি আপনিই আশ্চর্য্য বোধ করি। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডন করে? এক বৎসরের মধ্যে আমি পুনরায় অর্ণবযাত্রার আয়োজন করিলাম; আত্মীয় স্বজনের নিবারণ শুনিলাম না।

পারস্যোপসাগরের পথ পরিবর্ত্তন করিয়া আমি এবারে পারস্য দেশের এক বন্দরে উপস্থিত হইলাম এবং তথা হইতে এক কাপ্তেনের সহিত যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া নাবিক পথ হারাইল এবং কোন্ দিকে যাইতেছে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে যদিও প্রকৃত পথ স্থির হইল তথাপি তজ্জন্য আহ্লাদের অবসর রহিল না। কারণ, নাবিক সহসা হাল ছাড়িয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার হঠাৎ এরূপ ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল “মহা বিপদ উপস্থিত। প্রবল স্রোতোবেগ জাহাজকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, অচিরে সকলকেই বিনষ্ট হইতে হইবে।” জাহাজের গতি ফিরাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সকলই বিফল হইল। স্রোতোবেগে জাহাজ . . পর্ব্বতে আহত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু আমরা নিজ নিজ জীবন ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার অবসর পাইলাম।

দ্রব্যাদি সহ পর্ব্বতে অবরোহণ করিলে, কাপ্তেন কহিল “এই স্থানে আমাদের সকলের সমাধি হইবে; কারণ আমরা এমন ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হইয়াছি যে এখান হইতে কেহ কখন স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই।” এই কথা শুনিয়া আমাদের সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং অনন্যোপায় হওয়াতে নিজ নিজ অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলাম।

যে পর্ব্বতের পাদদেশে আমরা উপস্থিত হইলাম তাহা একটি প্রকাণ্ড দ্বীপের এক পার্শ্বে আবৃত করিয়াছিল। এই পার্শ্বে বহুসংখ্যক অর্ণবযানের ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে; চারিদিকে মানবগণের অস্থি বিস্তৃত থাকিয়া

অসংখ্য মনুষ্য যে এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে আমরা জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম।

প্রায়ই ঈদৃশ স্থানে নদীগণ আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, কিন্তু এখানে নদী সকল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া গভীর গহ্বরের মধ্য দিয়া দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়াছে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই দ্বীপটী প্রবাল, মরকত প্রভৃতি মণিদ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন এস্থানে পিচ ও নানাপ্রকার মসলা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্র বিভাগে এরূপ প্রবল স্রোত যে তাহাতে পড়িলে জাহাজের আর রক্ষা নাই। তাহার উপর পর্ব্বতটী আবার এরূপে ঢালু যে তাহাতে আরোহণ করা দুষ্কর।

আমরা সকলে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলাম। খাদ্য দ্রব্য সকলে তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং যে নিজ অংশের খাদ্য অল্প করিয়া আহার করিয়াছিল সেই অধিক দিন জীবিত রহিল। এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অবশিষ্টেরা তাহাকে সমাহিত করিত। আমাকেই সর্ব্বশেষ সঙ্গীর সমাধি প্রস্তুত করিতে হইল, কারণ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাপ্ত খাদ্য ভিন্ন আমার কিঞ্চিৎ গুপ্ত সঞ্চয় ছিল, তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন আমার প্রাণ রক্ষা হইল। অবশেষে আমার খাদ্য প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে দেখিয়া আমি নিজের জন্য একটী সমাধি প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। কিন্তু আসন্নকালেও লোকে জীবনাশা ত্যাগ করিতে পারে না। আমিও কি উপায়ে জীবন রক্ষা হইতে পারে তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে মনে উদয় হইল যে এই নদী বাহিয়া যদি গুহার মধ্য দিয়া গমন করা যায়, তাহা হইলে হয়ত গহ্বর পার হইয়া কোন না কোন লোকালয় পাওয়া যাইতে পারে। মজ্জমান ব্যক্তি একগাছি তৃণ পাইলেও তাহা অবলম্বন করে। এই চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র আমি একটী ভেলা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠফলক ও কাছি দ্বারা কতকগুলি ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নানাবিধ মণি মুক্তা প্রভৃতি উত্তোলন করিয়া যাত্রা করিলাম। গুহামধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আমি সূর্য্যমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইলাম, অন্ধকারে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান রহিল না; স্রোতের বেগে ভেলা ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে গুহা এমনি নিম্ন যে আমাকে মস্তক রক্ষার জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে যাহাতে কোনরূপে প্রাণধারণ মাত্র হইতে পারে এইরূপ অল্প পরিমাণে আহার করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথাপি কিছুদিনের মধ্যেই আমার আহার দ্রব্য নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কতদিন এইরূপ নিদ্রাগত ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যখন জাগরিত হইলাম তখন সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি আমি এক নদী তীরে কতিপয় কাফ্রির মধ্যে শয়ান আছি, নিকটে সেই ভেলা বদ্ধ রহিয়াছে। চৈতন্য হইবামাত্র আমি তাহাদিগকে নমস্কার করিলাম, কিন্তু তাহারা যাহা বলিল তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিলাম না।

একণে আমি এরূপ আহ্লাদিত হইলাম যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি আরবীয় ভাষায় কহিলাম "কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে আহ্বান কর, তিনি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিবেন।" উক্ত কাফ্রিদিগের মধ্যে একজন আরবীয় ভাষা বুঝিত, সে আমার নিকট আসিয়া কহিল "ভাই, তুমি আমাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইও না। আমরা নদী হইতে ক্ষেত্রে জলসেক করিবার জন্য অদ্য এখানে আসিয়াছিলাম; আসিয়া দেখি যে নদী দিয়া একটা পদার্থ ভাসিয়া যাইতেছে; পদার্থটা কি জানিবার কৌতূহল হওয়াতে আমাদের একজন সন্তরণ দ্বারা এই ভেলাটী তীরে আনয়ন করিল। তন্মধ্যে তোমাকে শয়ান দেখিয়া আমরা তোমার চৈতন্য সম্পাদনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এক্ষণে তুমি কোথা হইতে কিরূপে এখানে আসিলে যথাযথ বর্ণনা করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ কর।" আমি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া সুস্থ হইয়া তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলাম। আমার ইতিহাস শ্রবণে তাহারা পরম প্রীত হইয়া কহিল যে 'আপনাকে আমাদের রাজধানী গমন করিয়া মহারাজকে এই ইতিহাস শ্রবণ করাইতে হইবে।' আমি সম্মত হইলে আমাকে এই অশ্বে আরোহণ করাইয়া তাহারা পুরাভি-মুখে চলিল এবং কতিপয় বলিষ্ঠ ব্যক্তি মণিমুক্তা পরিপূর্ণ ভেলা স্কন্ধে লইয়া চলিল। আমরা সরেন্দীপ নগরে উপস্থিত হইলে তাহারা আমাকে রাজসন্নিধানে লইয়া চলিল। যথানিয়মে প্রণামাদি সমাপ্ত হইলে রাজা আমার নাম ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি নিজ ইতিবৃত্ত আমূলতঃ বর্ণনা করিলে, নৃপতি পরম প্রীত হইয়া তৎসমুদায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর মণিমুক্তাদির মোট রাজসমীপে আনীত হইলে তাঁহার সম্মুখে খোলা হইল। তিনি দ্রব্যাদি বিশেষতঃ মণিমুক্তাদি দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং বারম্বার তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎসমুদায় গ্রহণে তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ জন্মিয়াছে মনে করিয়া আমি কহিলাম যে যদি এই অধম দাসের সামান্য বস্তু মহারাজের উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে তৎসমুদায় গ্রহণ করিলে অধীন কৃতার্থম্মন্য হয়। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "সিন্ধাবাদ, ঈশ্বর তোমায় যে বস্তু দান করিয়াছেন তাহা হইতে তোমায় বঞ্চিত করা আমার উচিত নহে।" অনন্তর তিনি এক জন কর্ম্মচারীকে আমার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি রাজদত্ত ভবনে বাস করিতে লাগিলাম। আমি প্রতিদিন একবার করিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতাম এবং অবশিষ্ট সময় নগর দর্শনে ক্ষেপণ করিতাম। সরেন্দীপ নগরের ঠিক উপর দিয়া বিষুবরেখা গমন করিয়াছে, সুতরাং তথায় রাত্রি ও দিন সমান। কিছুদিন এই স্থানে বাস করিয়া আমি মহারাজের নিকট স্বদেশ প্রতিগমন জন্য বিদায় প্রার্থনা করি-লাম। তিনি সানন্দ অন্তরে বহুবিধ উপহার প্রদান পূর্ব্বক আমায় বিদায় দিলেন এবং আসিবারকালীন আমার হস্তে একখানি পত্র দিয়া কহিলেন "মহারাজ হারুণ অল রসিদকে আমার বন্ধুতা জানাইয়া, তাঁহাকে এই পত্র খানি ও এই উপহার প্রদান করিও।" আমি বিনীতভাবে পত্র ও উপহার গ্রহণ করিলাম। আমি স্বদেশে উপস্থিত হইয়াই প্রথমে মহারাজ খলিফকে

সেই পত্র ও উপহার প্রদান করিলাম, তিনি সাদরে সমস্ত গ্রহণ করিয়া আমাকে যথোচিত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।

এইরূপে ষষ্ঠবারের ইতিহাস শেষ করিয়া পরদিন সিন্ধাবাদ সপ্তমবারের বিবরণ আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধাবাদের সপ্তম এবং সর্ব্বশেষ বাণিজ্যযাত্রা।

ষষ্ঠবারের বাণিজ্যযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি পুনরায় সমুদ্র গমনের বাসনা একবারে পরিত্যাগ করিলাম। বিশেষতঃ এক্ষণে আমার বয়স অধিক হইয়াছিল; এ বয়সে সমুদ্রযাত্রার ক্লেশ সহ্য করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। সুতরাং এতকাল পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছি, সম্প্রতি তাহা ভোগ করিব স্থির করিলাম।

এক দিবস আমি বন্ধুবর্গের সহিত একত্র আহার করিতেছি এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, খালিফের নিকট হইতে একজন লোক আসিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহার নিকটে যাইলাম। সেই ব্যক্তি কহিল, মহারাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান এবং সেইজন্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি তাহার সহিত রাজবাটীতে গমন করিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং যথাবিধি অভিবাদন করিলাম। অনন্তর মহারাজ কহিলেন "সিন্ধাবাদ, তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে; আমার এক অত্যাবশুক কর্ম্মে তোমাকে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি; কতকগুলি উপহার দ্রব্য ও একখানি প্রত্যুত্তরপত্র লইয়া তোমাকে আর একবার সরেন্দীপ নগরে যাইতে হইবে। তদ্দেশ্য নৃপতি যেরূপ ভদ্রতা করিয়াছেন তাহার প্রতিদান করা আমার একান্ত উচিত।"

মহারাজের এই কথায় যেন আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; আমি কহিলাম "হে ধার্ম্মিকপালক, আপনি যখন যে অনুমতি করিবেন আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পুনঃ পুনঃ সমুদ্রযাত্রায় ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়া আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এজন্মে আর কখন বোগ্দাদ পরিত্যাগ করিয়া যাইব না।" তৎপরে আমি নিজ অতীত ইতিহাস যথাযথ বর্ণনা করিলাম। মহারাজ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমুদায় শ্রবণ করিয়া কহিলেন "সিন্ধাবাদ, তোমার ইতিবৃত্ত বিস্ময়কর বটে, কিন্তু অন্ততঃ আমার অনুরোধে তোমাকে আর একবার কষ্ট করিতে হইবে। কারণ সেই রাজার নিকট চিরকাল বাধ্য থাকা অতিশয় অভদ্রতা ও অপমানের বিষয় এবং এই কার্য্য তোমা ভিন্ন আর কাহার দ্বারা সাধিত হইবারও যো নাই।"

মহারাজ আমাকে পাঠাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন দেখিয়া আমি সম্মত হইলাম। তিনি সমুদ্রযানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আমাকে প্রসন্নবদনে বিদায় দিলেন।

রাজদত্ত উপহার ও পত্র পাইয়া আমি কিছুদিনের মধ্যেই বাসোরা নগর হইতে সরেন্দীপ নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীগণকে আমার অভিপ্রায় বিদিত করিয়া রাজসাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিলাম।

তাঁহারা আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে, আমি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম।

মহারাজ আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদসহকারে কহিলেন, "সিন্দ্‌-বাদ, আজ কি সুপ্রভাত! পুনরায় আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম! আমি প্রতিদিনই তোমার নাম করিতাম।" আমি বিনীতভাবে মহারাজের অনুগ্রহ জন্ত ধন্তবাদ দিয়া রাজদত্ত উপহার ও লিপি প্রদান করিলাম, তিনি সাদরে তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর আমি অনেক কষ্টে নৃপতির নিকট বিদায় লইয়া বোগ্দাদে আগমন মানসে জাহাজে আরোহণ করিলাম। কিন্তু গমনকালীন যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আগমনকালে আর সেরূপ ঘটিল না। জাহাজ ছাড়িবার ৩। ৪ দিবস পরেই বম্বেটেরা আমাদের যান আক্রমণ করিল। জাহাজে যুদ্ধোপযোগী তাদৃশ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ছিল না, সুতরাং দস্যুরা সহজেই জাহাজ অধিকার করিল। যাহারা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল তাহারা সকলেই দস্যুহস্তে নিহত হইল। আমরা যে একজন কোন প্রতি-বন্ধক দিই নাই, সেই কয়জন বন্দী হইলাম। দস্যুরা আমাদিগকে বহুদূর এক প্রশস্ত দ্বীপে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিল।

এক ধনবান্ বণিক্ আমাকে ক্রয় করিলেন। নিজ ভবনে লইয়া গিয়া তিনি আমাকে ক্রীতদাসের ন্যায় আহারাদি দিতে লাগিলেন। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি তীর ছুঁড়িতে জান কি না?" আমি কহিলাম "বাল্যকালে আমি তীরত্যাগ করিতে জানিতাম বটে, বোধ করি আজও একবারে বিস্মৃত হই নাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি আমাকে একগাছি ধনু ও কয়েকটী তীর দিয়া হস্তীর পৃষ্ঠে নিজপার্শ্বে বসাইয়া আমাকে এক নিবিড় অরণ্যে লইয়া গেলেন এবং এক বৃক্ষতলে অবতীর্ণ হইয়া কহিলেন "এই বৃক্ষের নীচে দিয়া দলে দলে হস্তী গতায়াত করে; তুমি এই গাছের উপর লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাদের উপর তীরক্ষেপ করিও। যদি কোন একটী বিনাশ করিতে পার, নগরে গিয়া আমাকে সংবাদ দিও।" এই কথা বলিয়া তিনি নগরে ফিরিয়া গেলেন। আমি সমস্ত রাত্রি হস্তীর প্রতীক্ষায় যাপন করিলাম। সেই সময়ের মধ্যে একটীও হস্তী দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর প্রভাতে ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময় দেখিলাম একদল হস্তী বৃক্ষতল দিয়া গমন করিতেছে। আমি উপর্য্যুপরি বাণবর্ষণ করায় একটী হস্তী ভূতলে পতিত হইল, তদ্দর্শনে অন্যান্য হস্তীরা পলায়ন করিল। অনন্তর আমি বৃক্ষ হইতে নামিয়া নিজ প্রভুকে খবর দিলাম। তিনি আমার কৌশলের বিস্তর প্রশংসা করিয়া পুরস্কার স্বরূপ আমাকে উৎকৃষ্টরূপে আহার করাইলেন। অনন্তর বনমধ্যে আসিয়া এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন করাইয়া তন্মধ্যে হস্তীকে পুতিয়া ফেলা হইল। এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে মাংস পচিয়া গেলে তাহার দন্ত ও অস্থি লইয়া ব্যবসায় চলিবে।

আমি প্রায় দুই মাস ধরিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। প্রতিদিনই আমি একটী না একটী হস্তী বধ করিতাম। প্রত্যহ এক বৃক্ষে না থাকিয়া আমি মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ পরিবর্ত্তন করিতাম। একদিন এক বৃক্ষে বসিয়া

হস্তীগণের আগমন অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় দেখি একদল হস্তী আমার বৃক্ষের তলে আসিয়া দাঁড়াইল এবং এরূপ চীৎকার করিতে লাগিল যে বন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; তাহাদের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সকল গুলাই আমার দিকে তাকাইয়া শুঁড় দিয়া গাছ জড়াইয়া ধরিল। এই ব্যাপার দর্শনে ভয়ে ধনুর্ব্বাণ আমার হস্ত হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল। অনন্তর একটা প্রকাণ্ড হস্তী শুণ্ড দ্বারা বৃক্ষটী এরূপ বেগে নাড়িল যে তাহা উৎপাটিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল এবং আমিও বৃক্ষসহ ভূমিসাৎ হইলাম; কিন্তু ঐ হস্তীটা আমাকে মস্তকে তুলিয়া লইয়া চলিল এবং অন্যান্য গুলা তাহার অনুসরণ করিল। আমি ভয়ে জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম। কিয়দ্দূরে যাইয়া আমাকে একস্থানে নামাইয়া দিয়া হস্তীগণ প্রস্থান করিল। ভাবিয়া দেখ তখন আমার অবস্থা কিরূপ। সমুদায় ঘটনা আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে হস্তীগণ পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া, আমি সভয়ে গাত্রোত্থান করিলাম এবং দেখিলাম আমি এক অনতিপ্রশস্ত পাহাড়ে আনীত হইয়াছি; পাহাড়টী হস্তীর অস্থি ও দন্তে পরিপূর্ণ। তদ্দর্শনে আমার মনে নানা ভাব উদয় হইতে লাগিল। আমি মনে মনে এই জন্তুগণের অসাধারণ জ্ঞানের প্রশংসা করিতে লাগিলাম এবং সহজেই বুঝিলাম যে এই স্থান তাহাদিগের শ্মশান। আমাকে এই স্থানে আনিবার অভিপ্রায় এই যে হস্তীদন্তের লোভে আমি তাহাদের হত্যা করিয়া থাকি, এখানে প্রচুর পরিমাণে তাহা পাইলে আমি অদ্যাবধি আর তাহাদিগকে বিনাশ করিব না। আমি অধিকক্ষণ তথায় কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে নগরাভিমুখে গমন করিলাম, পথে একটীও হস্তী দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম আমার নগর গমনের সুবিধার জন্য তাহারা এই বনবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া গহন কাননে প্রবেশ করিয়াছে।

আমাকে দেখিয়াই প্রভু কহিয়া উঠিলেন "সিন্ধবাদ, আমি তোমার জন্য অতিশয় চিন্তিত ছিলাম। অদ্য আমি অরণ্যমধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে একটী বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে ও তাহার মূলদেশে তোমারই ধনুর্ব্বাণ পতিত রহিয়াছে। দেখিয়া ইতস্ততঃ তোমাকে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তোমাকে না দেখিয়া তোমার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি কি উপায়ে রক্ষা পাইলে বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।" আমি সমুদায় বর্ণনা করিলাম। অনন্তর পরদিন উভয়ে বনমধ্যে উক্ত পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগের হস্তী যত হস্তীদন্ত বহন করিতে পারে সমুদায় তাহার পৃষ্ঠে চাপাইয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলাম। অনন্তর প্রভু আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভাই, আজ অবধি আর আমি তোমার সহিত ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিব না; আমি ঈশ্বর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অদ্য হইতে তোমার দাসত্ব মোচন হইল। এতদিন আমি তোমার নিকট একটী বিষয় গোপন রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর। এই বনের হস্তীগণ প্রতিবৎসর অসংখ্য অসংখ্য ক্রীতদাসকে হত্যা করিত। আমরা তাহাদিগকে যতই কেন সাবধান করি না, কিছুতেই তাহারা হস্তিগণের হস্তে নিস্তার পাইত না। ইহাতে আমাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হইত, কারণ বহুসংখ্যক

দাস না হারাইলে হস্তিদন্ত মিলিত না। কিন্তু এক্ষণে তোমার প্রসাদে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইল। আমি যে শুদ্ধ দাসত্ব মোচন করিয়া তৎকৃত উপকারের প্রতিশোধ দিব তাহা নহে, আমি তোমাকে প্রচুর উপহার প্রদান করিব মানস করিয়াছি।”

আমি বিনীতভাবে কহিলাম, মহাশয়, আমি যে সামান্য উপকার করিয়াছি, আমাকে স্বাধীনতা দান করিলেই তাহার সম্পূর্ণ পুরস্কার হইবে। স্বদেশ গমনের অনুমতি ভিন্ন আমি অন্য প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করি না। প্রভু কহিলেন, শীঘ্রই মনসুন্ বায়ু বহিবে; সুতরাং হস্তিদন্ত লইবার জন্য জাহাজত্বরায় আসিবার সম্ভাবনা; তোমাকে সেই জাহাজে পাঠাইয়া দিব। অনন্তর জাহাজ উপস্থিত হইলে প্রভু একখানি জাহাজে হস্তিদন্ত পূর্ণ করিলেন এবং আমাকে তাহাতে উঠিতে বলিয়া কহিয়া দিলেন যে ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক হস্তিদন্ত তোমার। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়া জাহাজে আরোহণ করিলাম এবং নানাদ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া অবশেষে বোগ্দাদ নগরে উপস্থিত হইলাম। বোগ্দাদে পহুঁছিয়াই আমি প্রথমে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং সমুদ্রযাত্রার বিষয় যথাবৎ বর্ণনা করিলাম। এই ঘটনা বিশেষতঃ হস্তিগণের আশ্চর্য্য বুদ্ধি তাঁহার এত ভাল লাগিল যে তিনি একজন রাজপুরুষকে অনুমতি করিলেন ‘এই সমুদায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া আমার ভাণ্ডারে রাখিয়া দাও।’

সিন্ধাবাদ এইরূপে সপ্তমবার বাণিজ্যযাত্রা বিবরণ শেষ করিয়া হিন্দাবাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “এখন বল দেখি ভাই, কয়জন লোক আমার ন্যায় কষ্ট সহ্য করিয়াছে? এত কষ্টের পর আমি যে কিয়ৎকাল সুখে ক্ষেপণ করিব ইহা কি উচিত নহে?” এই কথায় বাহক সিন্ধাবাদের হস্ত চুম্বন করিয়া কহিল “মহাশয়, বাস্তবিকই আপনি অদ্ভুত অদ্ভুত বিপদে পতিত হইয়াছেন; আমার কষ্ট আপনার কষ্টের সহিত কখন তুল্য হইতে পারে না। আপনি যে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন আপনি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য। কারণ, আপনি ধনের সংব্যবহার জানেন। ঈশ্বর আপনাকে সুখী করুন।”

সিন্ধাবাদ বাহককে তার একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া কহিলেন, “অদ্য হইতে তুমি আমার একজন পরম সুহৃৎ হইলে; আজ হইতে তুমি এই মুটিয়ার কার্য্য পরিত্যাগ কর।”

তিন আতার কথা।

সাহারজাদি কহিল “মহারাজ, আপনাকে কালিফ হারুন অল রসিদের একবার নিশাভ্রমণের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে বারান্তরের কথা উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

একদিবস এই নরপতি নিজ প্রধান অমাত্য জিয়াফারকে ডাকিয়া কহিলেন ‘মন্ত্রিবর, কল্য রাত্রিকালে তুমি আমার নিকট আসিও উভয়ে ছদ্মবেশে নগরদর্শনে যাইব। দেখিব, সকলের প্রতি ন্যায়াচরণ হইতেছে কি না এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর প্রজাগণের অভিমত কি?’ মন্ত্রী, যে আজ্ঞা বলিয়া নিজ ভবনে গমন করিল। অনন্তর নিয়মিত সময়ে মন্ত্রী উপস্থিত হইলে মহারাজ প্রধান খোজা মসরুরের সহিত নগর পরিদর্শনে ছদ্মবেশে নির্গত হইলেন।

নানাস্থান অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এক সঙ্কীর্ণ পথে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রালোকে দেখিলেন, এক শ্বেতশ্মশ্রুধারী পুরুষ মস্তকে জাল লইয়া আগমন করিতেছে। তাহার হস্তে একটা থালুই ও একগাছি লাঠি রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া কালিফ কহিলেন "আপাততঃ দেখিলে এই ব্যক্তিকে ধনবান্ বলিয়া কাহারও বোধ হইবে না। আইস ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, ইহার অবস্থা কিরূপ ?" অনন্তর মন্ত্রী তাহাকে কহিল "বাপু হে, তুমি কে ?" বৃদ্ধ কহিল, "মহাশয়! আমি জেলে। আমাদের জাতির মধ্যে আমার মত গরিব কেহই নাই। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছি, সমস্ত দিন জাল ফেলিয়া একটী আঁইসও পাই নাই। কিন্তু আমার পরিবার ও নাবালক ছেলে অনেকগুলি, তাহাদের সকলকে খাওয়াইবার ভার শুদ্ধ আমার উপর।"

মহারাজ তাহার অবস্থার কথা শুনিয়া দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, যদি তুমি পুনরায় আমার কথায় জাল ফেল, তাহা হইলে জালে যাহাই পড়ুক তাহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব। টাকার লোভে বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল এবং সকলে টাইগ্রীস নদীর অভিমুখে চলিল।

নদী তীরে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ জাল ফেলিল। জালে একটী ভারি কলসী পড়িল, কলসীর মুখটা আঁটা। নৃপতি ১০০ মুদ্রা প্রদান করিয়া জালুককে বিদায় দিলেন এবং মসরুরের স্কন্ধে কলসী চাপাইয়া শীঘ্র প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ কলস খুলিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে উহার মধ্যে তাল পত্র নির্ম্মিত একটী বাক্সরা রহিয়াছে, বাক্সরার মুখ লাল পশমী কাপড় দিয়া বদ্ধ। কাপড়ের গ্রন্থি ছুরি দিয়া কাটাতে তাহার মধ্য হইতে একটী পুঁটুলি বাহির হইল, পুঁটুলিটী দড়ি দিয়া জড়ান। দড়ি কাটিয়া পুঁটুলি খোলাতে তন্মধ্যে এক যুবতীর মৃতদেহ দৃষ্ট হইল; যুবতীর শরীর গলিত রজতের ন্যায় শুভ্র এবং তাহাতে অসংখ্য আঘাত চিহ্ন। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে ক্ষণকালের জন্য সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে নৃপতির বিস্ময় ক্রোধে পরিণত হইল। তিনি চক্ষু আরক্ত করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন "দুরাত্মন্! এইরূপে তুমি প্রজাগণের কার্য্য পরিদর্শন কর? তোমার শাসনকালে গুপ্ত হত্যাকারী এইরূপে বিনাদণ্ডে পার পাইয়া যাইতেছে। ইহারা যে বিচার দিবসে ঈশ্বর সমীপে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিবে, তাহার উপায় কি? যদি তুমি এই রমণীর হত্যাকারীকে ফাঁসী দিয়া তাহার সমুচিত দণ্ড না কর, তাহা হইলে আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে তোমার ও তোমার ৪০ জন আত্মীয়ের ফাঁসি হইবে। আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিলাম, ইতিমধ্যে অনুসন্ধান কর।"

উজীর অতি ধর্ম্মভীরু লোক। তিনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে একজন নিরপরাধী ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সে ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি পুলিসকর্ম্মচারীদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন, তাহারাও বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু হত্যাকারীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। উজির তখন বুঝিলেন যে তাঁহার বিনাশ নিশ্চিত, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে।

তৃতীয় দিবসে এক সৈনিক পুরুষ আসিয়া উজীরকে রাজসমীপে ডাকিয়া লইয়া গেল। মহারাজ হত্যাবিষয়ের প্রস্তাব করিবামাত্র উজীর অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিল "মহারাজ, আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কোন অনুসন্ধান করিতে পারি নাই।" এই কথা শুনিয়া ক্রোধে কম্পিত হইয়া ও বিস্তর তিরস্কার করিয়া নরপতি তখনই তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন এবং তদীয় বংশের চল্লিশ জনেরও ফাঁসির হুকুম হইল।

যখন উজীর ও তদীয় বংশীয়দিগের হত্যার আয়োজন হইতেছিল ইতি-মধ্যে নৃপতি ঘোষণা করিয়া দিলেন "যে ব্যক্তি উজীরের শিরশ্ছেদ দর্শন করিতে মানস করে, সে যেন রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আগমন করে।"

অনন্তর উজীর ও তদীয় বংশীয়গণ বধ্যভূমিতে আনীত হইলেন। তাঁহা-দের তৎকালীন অবস্থাদর্শনে সমাগত সকলেই অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল, বিশেষতঃ উজীরের জন্য অনেকেই কাতর হইয়া উঠিল। কারণ, উজীর সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন।

যখন সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে এমন সময় একজন সুন্দর যুবক জনতা অতিক্রম করিয়া উজীরের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া কহিল, "হে দীনশরণ, যে অপরাধে আপনার প্রাণদণ্ড হইতেছে, আপনি সেই দোষে দোষী নহেন। আমিই উক্ত কামিনীর হত্যাকারী, সুতরাং আমারই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিন।"

নিজ প্রাণরক্ষা হওয়াতে কিঞ্চিৎ আহ্লাদ হইলেও যুবকের নিরুপম রূপ-দর্শনে উজীরের কোমল হৃদয় গলিয়া গেল। যুবার আকৃতি দেখিলে কখন এরূপ বোধ হয় না যে সে ঈদৃশ পাপাচরণে সমর্থ। মন্ত্রীর বাক্য স্ফুরণ হইতে না হইতেই অন্য একজন উন্নতকায় পুরুষ আসিয়া কহিল, "অমাত্যবর, এই যুবার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। আমি একা রমণীকে হত্যা করিয়াছি, সুতরাং আমি একাই দণ্ডের ভাগী।" যুবা কহিল "মহাশয়, আমিই এই পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অন্য কেহই এ বিষয় আমার সহায়তা করে নাই।" বৃদ্ধ যুবককে লক্ষ্য করিয়া কহিল "বৎস, নৈরাশ্য তোমাকে এই সাহস অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেছে, অকালে মৃত্যুকে আহ্বান করা তোমার উচিত নহে। আমি পার্থিব সুখভোগে একপ্রকার তৃপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার জীবনরক্ষার্থে নিজ জীবন বিসর্জন দেওয়া আমার কর্তব্য।" অনন্তর বৃদ্ধ মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "মহাশয়, আমি এই নৃশংস কার্য্য করিয়াছি, অতএব সত্বর আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিন।"

বৃদ্ধ ও যুবক পরস্পর বিবাদ করিতেছে দেখিয়া উজীর প্রধান রাজপুরুষের অনুমতি লইয়া নৃপতির নিকট তাহাদিগকে উপস্থিত করিলেন এবং সপ্তবার মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া কহিলেন "মহারাজ, এই বৃদ্ধ ও যুবক উভয়েই বলিতেছে, যে তাহারা রমণীর হত্যাকারী।" অনন্তর রাজা স্বয়ং উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে বাস্তবিক হত্যাকারী? যুবক কহিল, আমিই এই রমণীকে হত্যা করিয়াছি; বৃদ্ধ ঠিক ইহার বিপরীত বলিল। ইহাতে নৃপতি উভয়ের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে, মন্ত্রী কহিল "মহারাজ যখন একজন মাত্র প্রকৃত হত্যাকারী, তখন একের অপরাধে অন্যের প্রাণদণ্ড করা, বিবেচ

রহে। এই কথায় যুবক বলিল "আমি ঈশ্বরের সমক্ষে শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমিই প্রকৃত হত্যাকারী। যদি আমি মিথ্যা বলি তবে যেন তিনি চরম বিচার দিবসে আমার প্রতি কৃপা না করেন।" বৃদ্ধ এই শপথ শুনিয়া কোন প্রত্যুত্তর না করাতে মহারাজের ধারণা হইল যে যুবকই রমণীর বিনাশ সাধন করিয়াছে। তখন তিনি যুবককে কহিলেন, "হতভাগ্য যুবক, কি কারণে তুমি ঈদৃশ বিষম পাপের অনুষ্ঠান করিলে? কেনই বা স্বেচ্ছাক্রমে আপন জীবন সমর্পণ করিতে আইসে?" যুবক কহিল, মহারাজ, সে অনেক কথা, যদি অনুমতি করেন আমি তৎসমুদায় বিবৃত করিতে পারি। অনন্তর মহারাজের আদেশ লইয়া গল্প আরম্ভ করিল।

নিহত রমণী ও তাহার পতির কথা।

মহারাজ এই যুবতী আমার পত্নী এবং এই বৃদ্ধ তাহার পিতা ও আমার খুল্লতাত। প্রায় একাদশ বৎসর অতীত হইল, আমি এই রমণীর পাণিগ্রহণ করি, তখন ইহার বয়স দ্বাদশবর্ষ মাত্র। ইহার গর্ভে আমার তিন পুত্র জন্মে। তাহারা সকলেই অদ্যাপি জীবিত আছে। আমাদের দম্পতীর মধ্যে পরস্পর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, উভয়ে উভয়ের সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতাম।

প্রায় দুই মাস অতীত হইল আমার পত্নী পীড়ায় আক্রান্ত হন। আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করি। স্বাস্থ্যলাভ করিবার একমাস পরে তিনি স্নান করিতে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমাকে বলিলেন "ভাই, আমার আতা খাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। অনেক দিন হইতেই আমার এই সাধ হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই ইচ্ছা এত বলবতী হইয়াছে যে আমি তাহা না খাইলে হয়ত আবার পীড়িত হইব।" আমি বলিলাম, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আমি তৎক্ষণাৎ আতার সন্ধানে বাহির হইলাম। প্রত্যেক দোকান ও প্রত্যেক বাজারে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। আমি হতাশ হইয়া বাটি আসিলাম। আতা না পাইয়া আমার পত্নী অতীব দুঃখিত হইলেন, দুঃখে সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আমি পুনরায় আতার সন্ধানে বাহির হইলাম এবং সমুদায় বাগানই পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু কোথাও মিলিল না। অনন্তর এক বৃদ্ধ কহিল মহারাজের বালসোরাস্থ উদ্যান ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি এ সময়ে আতা মিলিবে না। আমি কিঞ্চিৎ দৈন্য; সুতরাং স্ত্রীর বিনোদনার্থ বালসোরা নগরে যাত্রা করিলাম এবং এক পক্ষের মধ্যে তিন স্বর্ণমুদ্রা মূল্য দিয়া তিনটী আতা আনয়ন করিয়া পত্নীকে উপহার দিলাম। পত্নীর ইচ্ছা তখন আর তত বলবতী ছিল না, সুতরাং তিনি আতা কয়টী ভক্ষণ না করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমি একদা নিজ আপণে উপবিষ্ট আছি, এমন সময় দেখি এক দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস একটী আতা লইয়া আমার দোকানে প্রবেশ করিল; আমি দেখিবামাত্র চিনিলাম যে আতা আমি বালসোরা নগর হইতে আনিয়াছিলাম, ইহা তাহারই একটী। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ

আমি দাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই, তুমি এ আতা কোথায় পাইলে ?" সে একটু হাসিয়া বলিল "আমার উপপত্নী এটী আমাকে উপহার দিয়াছে ; আজ আমি তাহার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম ; গিয়া দেখি তাহার নিকট তিনটী আতা রহিয়াছে এবং শুনিলাম তাহার স্বামী প্রায় ১৫ দিনের পথ হইতে এই আতা তাহার জন্য আনিয়াছে। আমি অদ্য সেখানে আহার করিয়া আসিবারকালীন একটা আতা আনিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। শীঘ্র শীঘ্র দোকান বন্ধ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটীতে দৌড়াইলাম এবং আসিয়াই পত্নীর গৃহে দুইটী মাত্র আতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আর একটা আতা কি হইল ? তিনি আতার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন "ঐখানে ছিল, কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না।" এই কথায় ক্রীতদাসের বাক্য সত্য বলিয়া বোধ হইল। তখন পত্নীকে অসতী স্থির করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কম্পিত ছুরিকা তাহার বক্ষে আমূলতঃ প্রবেশ করাইয়া দিলাম ; সে তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাহার মস্তকচ্ছেদন ও শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া এক পেটরায় পুরিয়া টাইগ্রীস নদীতে নিক্ষেপ করিয়া আসিলাম।

যখন আমি এই নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম, তখন আমার কনিষ্ঠ সন্তান দুইটি নিদ্রিত ছিল ও জ্যেষ্ঠটী বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিয়া দেখি সে দ্বারদেশে বসিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "বাবা, তুমি মার জন্যে যে তিনটী আতা আনিয়াছিলে আজ সকালে আমি তাহার একটা মার অদেখায় লইয়া যাই। রাস্তায় ছোট ভাইগুলির সঙ্গে আতা লইয়া খেলা করিতেছি এমন সময় একটা কাল কাফ্রি আসিয়া আতাটি আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাল। আমি আতার জন্য তার পেছনে দৌড়াইলাম এবং বলিলাম আমার বাবা ১৫ দিনের পথ থেকে মার জন্যে এই আতা এনেছে। আতা দ্বারা মার ব্যারাম সারবার জন্য বাবা এত কষ্ট করেছে। তুমি আমার আতাটী ফিরে দাও। কিন্তু সে কোন কথাই শুনিল না, বরং উল্‌টিয়া আমাকে মারিয়া এমন গলির ভিতর ঢুকিয়া গেল যে আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। পাছে আতা হারান শুনিয়া মার অসুখ বাড়ে এই ভয়ে আমি এখনও মাকে এ কথা বলি নাই এবং তোমাকে বলবার জন্য এখনও এখানে বসে আছি।" এই কথা বলিয়া সে অধিকতর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

পুত্রের এই কথা শুনিয়া আমার বক্ষে শেল বিদ্ধ হইল। অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দুরাত্মা ক্রীতদাসের মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইয়া আমি যে পাপ করিয়াছি তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই ; আমার ইহকালের সুখ ও পরকালের শান্তি সকলই নষ্ট হইল, এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিতেছি এমন সময় আমার খুড়া (যিনি এই সম্মুখে রহিয়াছেন) আসিয়া পঁহুছিলেন। আমি তাঁহার নিকট কিছুই গোপন না করিয়া সমুদায় খুলিয়া বলিলাম। ইনি আমাকে তিরস্কার না করিয়া আমার সহিত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ে তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত রোদন করিলাম।

মহারাজ এইরূপে মহাপাতকী আমি সাধ্বী প্রেয়সী স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছি; এক্ষণে সমুচিত শাস্তি বিধান করুন। আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

মহারাজ এই কথায় অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং দেখিলেন, যুবকের কোন অপরাধ নাই, কেবল দাসের প্রতারণাই সকল অনর্থের মূল। এই জন্য তিনি এই দাসের মিথ্যা কথার সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য মন্ত্রীকে কহিলেন "অদ্য হইতে তিন দিবসের মধ্যে তোমাকে এই নরাধম দাসের অনুসন্ধান করিতে হইবে। না পারিলে তোমার প্রাণদণ্ড অবধারিত জানিও।"

হতভাগ্য উজীর এতক্ষণ নিজ জীবন প্রাপ্তি হেতুক আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন, এক্ষণে মহারাজের নূতন অনুমতি শ্রবণ করিয়া পুনরায় বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি মহারাজের কথায় কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং পরিবারবর্গকে বলিলেন যে তাঁহার জীবনের আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে; কারণ বোগদাদের ন্যায় প্রকাণ্ড নগরে একজন দাসকে বাহির করা কোন মতে সম্ভব নহে। বাটীর সকলে এই কথা শুনিয়া কিরূপ কাতর হইল তাহা প্রকাশ করা দুষ্কর। মন্ত্রী, দাসের অনুসন্ধানার্থ কোন চেষ্টা করিলেন না। দ্বিতীয় দিবস অতীত হইলে তিনি নিজ সম্পত্তি নিঃশেষ করিয়া এবং পুত্রগণের নিকট বিদায় লইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে, কালিফের নিকট হইতে রাজপুরুষ আসিয়া কহিল "মন্ত্রিবর, দাসের কোনরূপ সংবাদ না পাইয়া মহারাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আপনাকে এই দণ্ডে রাজবাটীতে আগমন করিতে আদেশ করিয়াছেন।" উজীর প্রস্তুত ছিলেন; এই কথা শুনিবামাত্র যাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার নিকট আনীত হইল। উজীর এই কন্যাটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি রাজপুরুষের অনুমতি লইয়া কন্যাটিকে বক্ষে ধরিয়া লইলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। চুম্বনকালে এক অতি সুগন্ধ, কন্যার কক্ষদেশ হইতে বাহির হইতেছে, এবং তথায় কোন একটা পদার্থ রহিয়াছে বোধ হইল। মন্ত্রী কহিলেন "বাছা, তোমার বগলে ওটা কি?" কন্যা কহিল 'আমাদের দাস রিহান আমাকে একটা আপেল দুই মোহর দামে বেচিয়াছে, ঐ আতাটি আমার বগলে রহিয়াছে।"

"আতা।" ও "দাস" এই দুই কথা শুনিয়া মন্ত্রী পরম আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই দাসকে আনাইয়া তাহাকে কহিলেন "দুরাত্মা, তুই এই আতা কোথায় পাইলি?" সে সভয়ে কহিল "হুজুর, এ আতা আমি আপনার বা রাজার বাগান হইতে চুরি করি নাই। রাস্তায় একটী ছেলে এই আতাটী লইয়া খেলা করিতেছিল, আমি তাহার কাছ থেকে এটা কাড়িয়া আনিয়াছি। ছেলেটা কত বলিতে লাগিল যে আমার বাবা আমার মার ব্যারাম সারবার জন্য ১৫ দিনের পথ থেকে এই আতা আনিয়াছে, এটী আমায় ফিরাইয়া দাও। কিন্তু আমি কোন কথা শুনিলাম না। আতাটি আনিয়া আপনার মেয়েকে বেচিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আতার কথা আমি আর কিছুই জানি না।"

উজীর দাসকে সঙ্গে লইয়া কালিফের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তিনি

উপায়ে দাসের সন্ধান হইল, তাহা রাজার গোচর করিলেন। শুনিয়া মহারাজ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর কথঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন "শুদ্ধ এই পাপিষ্ঠ দাসের দোষে একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, সুতরাং ইহাকে বিশেষরূপ দণ্ড দেওয়া উচিত।" মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ, দাসের অপরাধ গুরুতর বটে, কিন্তু এরূপ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য নহে। আমি কায়রো দেশের মন্ত্রী নুরুদ্দিন আলি এবং বালসোরা নিবাসী বেদরুদ্দিন হোসেনের এক গল্প জানি, তাহা এই দাসের বৃত্তান্ত অপেক্ষা আরও বিস্ময়কর। আপনি এইরূপ গল্প শুনিতে ভালবাসেন বলিয়াই আমি এরূপ সাহস করিতেছি। এই গল্প অধিকতর আশ্চর্য্য বোধ হইলে যদি মহারাজ আমার দাসের দণ্ড ক্ষমা করেন, তবে আমি সেই গল্প আরম্ভ করিতে পারি।" রাজা কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হউক। কিন্তু সাবধান, তুমি অতি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে। এই দাসের গল্প যে অতিশয় আশ্চর্য্য তাহা যেন স্মরণ থাকে। তথাপি উজীর গল্প আরম্ভ করিলেন।

নুরুদ্দিন আলি ও বেদরুদ্দিন হোসেনের কথা।

পুরাকালে মিসরদেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বাস করিতেন। তিনি ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন বলিয়া প্রজাগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। তাঁহার মন্ত্রী অতিশয় বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। এই উজীরের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম সমসুদ্দিন মহম্মদ এবং কনিষ্ঠের নাম নুরুদ্দিন আলি। উভয়েই নানাগুণে অলঙ্কৃত, বিশেষ কনিষ্ঠের এত গুণ ছিল যে মনুষ্যের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়া উঠে না। উজীরের পরলোকান্তে নৃপতি ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকাইয়া আনিলেন এবং উভয়কেই মন্ত্রীর পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া কহিলেন "তোমাদের পিতার ন্যায় উপযুক্ত লোকের মৃত্যুতে আমি বাস্তবিক অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু দৈবের উপর কাহারও হাত নাই। এক্ষণে তোমাদের উভয়কেই তোমাদের পিতার পদে নিযুক্ত করিলাম। তোমরা কার্য্য দ্বারা পিতার নাম বজায় রাখিতে চেষ্টা কর।" উভয় ভ্রাতা মহারাজকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর পিতার পারলৌকিক কার্য্যকলাপ সমাপ্ত করিয়া উভয়ে রাজকার্য্য আরম্ভ করিল। মহারাজ যখনই মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন, এক ভ্রাতা তাঁহার অনুগামী হইতেন এবং পর্য্যায়ক্রমে উভয়েই রাজানুগমন জন্য সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। একদা, মহারাজ যে দিন মৃগয়ায় গমন করিবেন, ঠিক তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে উভয় ভ্রাতা স্বকীয় ভবনে উপবিষ্ট হইয়া নানা বিষয় কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় জ্যেষ্ঠ কহিলেন "ভ্রাতঃ, আমাদের এপর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই এবং আমরা এখনও এইরূপ সদ্ভাবে কালযাপন করিতেছি, ইহাতে একটা ভাব আমার মনে উদিত হইয়াছে। আইস আমরা এক রাত্রিতে কোন সদ্বংশজাত দুই সহোদরার পাণিগ্রহণ করি। ইহাতে তোমার মত কি?" কনিষ্ঠ কহিল, আমি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, ইহাতে আমাদের সদ্ভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে। জ্যেষ্ঠ কহিল, "আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে। মনে কর বিবাহের রাত্রিতেই আমাদের পত্নীরা গর্ভবতী হইলেন এবং একদিনেই

আমার ভার্য্যা এক পুত্র ও আমার ভার্য্যা এক কন্যা প্রসব করিলেন ; যখন এই পুত্র ও কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগকে দাম্পত্যসূত্রে বন্ধন করা আমার ইচ্ছা এবিষয়ে তুমি কি বল ?” কনিষ্ঠ কহিল, আপনি অতি চমৎকার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার ইহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। ইহাতে আমাদের প্রণয় দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইবে। কিন্তু ভাই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এই কন্যাপুত্রের পরিণয় সম্পন্ন হইলে আমার পুত্রকে কি তোমার কন্যাকে কোন সম্পত্তি প্রদান করিতে হইবে ?” জ্যেষ্ঠ কহিল, “তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এবং বোধ করি আমার কন্যাকে তিন সহস্র মুদ্রা, তিনখানি ভাল জমিদারী ও তিনজন দাস প্রদান করিতে তোমার কোন আপত্তি থাকিবে না ?” কনিষ্ঠ কহিল “আমি এই প্রস্তাবে কোন ক্রমে সম্মত হইতে পারি না। আমরা কি এক মাতার গর্ভজাত নই ? আমরা কি উভয়ে তুল্যরূপ মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোক নহি ? আরও দেখুন, পুরুষ স্বভাবতঃ স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব আপনারই উচিত যে নিজ কন্যাকে অধিক যৌতুক দেন। আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে আপনি পরের ধনে ধনবান্ হইতে ইচ্ছা করেন।” এইরূপে অজাত বরকন্যার বিষয়বিভাগ লইয়া উভয় ভ্রাতার বাদানুবাদ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে জ্যেষ্ঠ বলিল, যদি কল্য আমায় নৃপতির অনুগমন করিতে না হইত, তাহা হইলে তোমাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতাম। অনন্তর উভয় ভ্রাতা উভয়ের প্রতি বিজাতীয় ক্রোধযুক্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সমস্দিন প্রভাতে উঠিয়া রাজবাটীতে গমন করিলেন এবং তথা হইতে রাজার সহিত মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। এদিকে চিন্তায় সমস্ত রাত্রি নূরুদ্দিনের নিদ্রা হইল না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে এরূপ অবিনীত ভ্রাতার সহিত বাস করা শ্রেয়ঃ নহে। অতএব তিনি গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। প্রভাতে কতকগুলি টাকা, মণিমুক্তা ও কিছু খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়া তিনি এক অশ্বতর আরোহণে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যবর্গকে বলিয়া গেলেন, তিনি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কোন এক দূরদেশে গমন করিতেছেন, শীঘ্র ফিরিবেন না।

কায়রো নগর ত্যাগ করিয়া তিনি আরবের মরুভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার অশ্বতর খোঁড়া হওয়াতে তাঁহাকে পদব্রজে গমন করিতে হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক অশ্বারোহী ব্যক্তি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে তুলিয়া লইলেন। অশ্বারোহী তাঁহাকে বাস্‌সোরা নগরে রাখিয়া প্রস্থান করিল। সেই নগরে বাসার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, তত্রত্য মন্ত্রী নগরদর্শনে বাহির হইয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন করিতেছে।

মন্ত্রী, নূরুদ্দিনের অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে, কিজন্য কোথায় যাইতেছ ?” নূরুদ্দিন নিজ ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে বৃদ্ধ কহিল ‘তুমি এই ব্যবসায় ত্যাগ কর। তুমি পৃথিবীতে দুঃখ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইবে না। বরং আমার সহিত আইস। বোধ করি আমি তোমাকে নিজদুঃখ বিস্মৃত হইতে শিক্ষা দিতে

পারিব।' নুরুদ্দিন উজীরের বাটীতে গমন করিল। কিছুদিনের মধ্যেই উজীর নুরুদ্দিনের গুণগ্রামে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। একদিবস উজীর তাঁহাকে কহিলেন "দেখ, আমি প্রাচীন হইয়াছি, অধিক দিন বাঁচিবার আশা নাই। আমার একমাত্র কন্যা আছে, সে রূপে ও গুণে তোমারই উপযুক্ত। যদি তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও, আমি সুলতানকে অনুরোধ করিয়া তোমাকে আমার পদে অভিষিক্ত করিতে পারিব।" নুরুদ্দিন এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে উজীর বিবাহের দিন স্থির করিয়া বালসোরাস্থ সমুদায় সম্ভ্রান্ত ধনবান্ লোকগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা সভাস্থ হইলে উজীর কহিলেন "মহাশয়গণ, আমি এত দিন একটী বিষয় আপনাদের নিকট গোপন রাখিয়াছিলাম। আমার ভ্রাতা মিসর রাজের মন্ত্রী। এই যুবকটী তাঁহার পুত্র। তিনি আমার সহিত সম্বন্ধ আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য তদীয় পুত্রকে আমার কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমারও মত আছে। ইহাতে আপনাদিগের কি অভিমতি হয়?" সকলেই বিবাহের অনুমোদন করিলে বালসোরার প্রথানুসারে বিবাহপত্র সভামধ্যে আনীত হইল এবং উপস্থিত সমস্ত সভ্যই তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। মহাসমারোহে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঠিক সেই রাত্রেই কায়রো নগরে সমসুদ্দিনের বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। পশ্চাৎ তদ্বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে।

নুরুদ্দিনের নগর পরিত্যাগের প্রায় একমাস পরে সমসুদ্দিন মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইলেন। আসিয়াই অগ্রে তিনি ভ্রাতার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি ২।৪ দিনের জন্য দূরদেশে গমন ব্যপদেশে কায়রো পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি ফেরেন নাই শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। ভ্রাতা তাঁহারই পরুষ বাক্যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বুঝিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভ্রাতার অন্বেষণের জন্য নানাস্থানে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কোন সন্ধানই হইল না। ইতিমধ্যে সামসুদ্দিন বিবাহ করিবার মানস করিয়া কায়রো নগরস্থ এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বিবাহও ঠিক নুরুদ্দিনের বিবাহের রাত্রিতে ঘটিল।

বিবাহের পর নয় মাস গত হইলে, সামসুদ্দিনের পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন। ঠিক এই দিবসে নুরুদ্দিনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, পুত্রের নাম বেদ্রুদ্দিন হোসেন। বালসোরার উজীর, দৌহিত্রের জন্মদিনে মহা উৎসব করিলেন। অনন্তর তিনি এক দিবস মহারাজকে কহিলেন "আমি স্বয়ং জীবিত থাকিতে থাকিতে মদীয় জামাতাকে উজীরের পদে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি।" সুলতান ইতিপূর্ব্বেই লোকমুখে নুরুদ্দিনের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মন্ত্রীর ইচ্ছা সহজেই সফল হইল। নুরুদ্দিন অতি সুচারুরূপে অমাত্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন দেখিয়া বৃদ্ধ উজীরের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। চারি বৎসর পরে বৃদ্ধ মন্ত্রী লোকান্তর গমন করিলে, নুরুদ্দিন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি যথাবিধি নিষ্পাদন করিলেন।

অনন্তর তদীয় পুত্র সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করিলে, তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাহার শিক্ষা ভার অর্পণ করিলেন। পুত্র স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ হইয়া উঠিল। যৌবনোদ্ভেদের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বেদ্রুদ্দিন এরূপ রূপবান্ হইয়া উঠিল যে দর্শকমাত্রেই তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

পাঠ শেষ হইলে নুরুদ্দিন পুত্রকে রাজসাক্ষাৎকারার্থ লইয়া গেলেন। রাজা বালকের অনুপম রূপ ও তদুপযুক্ত গুণদর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর নুরুদ্দিন পুত্রকে মন্ত্রীর কর্ম্ম শিখাইতে লাগিলেন, পুত্রও মনোযোগের সহিত তাহা শিখিতে লাগিল। ক্রমে বেদ্রুদ্দিন রাজ্যবিষয়ক কর্ম্মে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর হঠাৎ নুরুদ্দিন এরূপ বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া উঠিলেন যে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত। তখন তিনি পুত্রকে নিজ সম্মুখে ডাকাইয়া নীতিপূর্ণ এক সুদীর্ঘ উপদেশ দিলেন এবং নিজ প্রকৃত পরিচয় দিয়া কহিলেন "এই একটী কাগজের তাড়া লও। ইহাতে আমার ও তোমার জীবনের নানা পরিচয় পাইবে। দেখিও, যেন এটি হারাইও না, ইহাতে আমার বিবাহের ও জন্মের দিন লিখিত আছে। সময়ে ইহা অনেক কাজে লাগিতে পারে।"

বেদ্রুদ্দিন সাশ্রুনয়নে পিতৃদত্ত কাগজ গ্রহণ করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে প্রাণান্তেও এই কাগজ হারাইবেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে নুরুদ্দিনের মৃত্যু হইল এবং মহাসমারোহে তাহার মৃতদেহ সমাহিত হইল। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে বেদ্রুদ্দিন এরূপ অধীর ও কাতর হইয়া উঠিলেন যে কেহই তাঁহাকে সুস্থির করিতে পারিল না। মুসলমানদের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে মৃত ব্যক্তির নিমিত্ত শোক করিবার জন্য সচরাচর একমাস এক গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়; বেদ্রুদ্দিন একমাসের পরিবর্ত্তে দুইমাস কাল শোক-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না কিংবা কথাবার্ত্তা কহিতেন না। এমন কি সুলতানের নিকটও তাঁহার যাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল। এইটী অসম্মানের চিহ্ন মনে করিয়া সুল-তান তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং একজন নূতন উজীর মনোনীত করিয়া তাহাকে বেদ্রুদ্দিনের সমুদায় সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিতে আদেশ করিলেন ও কহিয়া দিলেন যে সম্পত্তির সহিত বেদ্রুদ্দিনকেও যেন গেরেপ্তার করা হয়। নূতন উজীর তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ সম্পন্ন করিতে যাত্রা করিলেন। বেদ্রুদ্দিনের এক কৃতজ্ঞ দাস এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আসিয়া তাঁহাকে কহিল "মহাশয়, শীঘ্র পলায়ন করুন, শীঘ্র পলায়ন করুন।" বেদ্রুদ্দিন তখনও পিতার জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া কৌচ হইতে আস্তে আস্তে মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন "ব্যাপার কি ?" দাস সংক্ষেপে সমস্ত কহিলে তিনি নিজ সম্পূর্ণ বিপদ উপস্থিত বুঝিতে পারিলেন। তিনি কহিলেন "কিঞ্চিৎ মণিমুক্তা সঙ্গে লইতে কি সময় হইবে ?" দাস কহিল, "আপনি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে আপনার আর পলায়নের যো থাকিবে না।" এই শুনিয়া বেদ্রুদ্দিন শীঘ্র শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া উত্তরীয় দ্বারা বদন আবৃত করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন।

কোথায় যাইবেন, কি কারণেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল চলিতে লাগিলেন। খানিক দূর গমন করিয়া স্থির করিলেন পিতার সমাধিমন্দিরে যাইবেন। উক্ত মন্দির এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা, উহার সন্নিকট হইলে নগরবাসী আইজাক নামক এক ইহুদীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিষয় অবগত ছিল না। তজ্জন্য কহিল, মহাশয় এমন অসময়ে এদিকে কোথায়? বেদ্রুদ্দিন কহিলেন "আমি অদ্য স্বপ্নে দেখিলাম, পিতা অতি রুষ্টভাবে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আমি অতিশয় ভীত হইলাম, অতএব তাঁহার ক্রোধশান্তির জন্য তদীয় সমাধিমন্দিরে উপাসনার্থ গমন করিতেছি।" অনন্তর আইজাক কহিল "মহাশয়, আপনার প্রথম যে জাহাজ খানি আসিয়া লাগিবে, তাহার দ্রব্যাদির মূল্য স্বরূপ আমি ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি। এই দেখুন, টাকা আমার সঙ্গে রহিয়াছে। যদি আপনার মত হয় এই দণ্ডে আমি টাকা দিতে প্রস্তুত।" বেদ্রুদ্দিনের মনে হইল যে এ অবস্থায় এরূপ অভাবনীয় উপায়ে অর্থপ্রাপ্তি ঈশ্বরের প্রসাদ ভিন্ন কখনই ঘটিতে পারে না। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অর্থগুলি গ্রহণ করিলেন এবং পদেই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলেন। অনন্তর বেদ্রুদ্দিন পিতার সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া আকস্মিক নিজ অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক অশ্রুবিসর্জ্জন ও বিলাপ করিলেন। অনেকক্ষণ রোদনের পর তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল এবং তিনি তত্রত্য কুট্টিমেই শয়ন করিলেন।

ঐ মন্দিরে এক দৈত্য বাস করিত। বেদ্রুদ্দিন নিদ্রাগত হইবার কিঞ্চিৎ পরেই দৈত্য তথায় আগমন করিল। বেদ্রুদ্দিনের অলৌকিক সৌন্দর্য্যদর্শনে দৈত্য চমৎকৃত হইয়া গেল। সে অনিমেষনয়নে অনেকক্ষণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল। অনন্তর এক পরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে দৈত্য কহিল "আমার সহিত আইস, তোমাকে এক দর্শনীয় বস্তু দেখাইব। দেখিলে নিশ্চয় তোমাকেও আমার ন্যায় মুগ্ধ হইতে হইবে।" অনন্তর উভয়ে পুনরায় উক্ত মন্দিরে অবতীর্ণ হইলে, দৈত্য নিদ্রিত বেদ্রুদ্দিনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল "এরূপ অপরূপ রূপ কখন কি তোমার নয়নগোচর হইয়াছে?" পরী কহিল "সত্য বটে যুবকটী পরম রূপবান। কিন্তু এই মাত্র আমি কায়রো নগরে ইহা অপেক্ষা সুন্দরী একটী যুবতী দর্শন করিয়া আসিতেছি। তাহার ইতিবৃত্ত অতি চমৎকার, যদি ইচ্ছা হয় শ্রবণ কর।" দৈত্য তাহা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, পরি কহিল "এই সুন্দরী মিসরদেশের অমাত্য সামসুদ্দিন মহম্মদের কন্যা। ইহার বয়স প্রায় বিংশতি বৎসর। এই কন্যা পরম রূপবতী। তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি একদিন উজীরকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। উজীর এই প্রস্তাবে যথোচিত হর্ষ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন "মহারাজ, আপনি আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহিতেছেন, আমি তাহার যোগ্য নহি। আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারি না শুনিলে, ভরসা করি আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। কারণ আপনি জানেন নুরুদ্দিন আলি নামে আমার এক ভ্রাতা ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ আমাদের উভয়ের মনান্তর

হওয়াতে ভ্রাতা অকস্মাৎ অন্তর্ধান হন। তদবধি আমি তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। অদ্য চারি দিবস হইল শুনিলাম তিনি বালসোরা নগরের মন্ত্রিত্বে বৃত হন। সম্প্রতি তাঁহার কাল হইয়াছে। তাঁহার এক সন্তান আছে। আমরা উভয় ভ্রাতায় ইতিপূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমরা নিজ সন্ততির পরস্পর বিবাহ দিব। এই প্রতিজ্ঞার অনুরোধে আমি মহারাজের প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মত হইতে পারিতেছি না। মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া সুলতান অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "আমার অনুগ্রহের এই বুঝি প্রতিদান হইল? তুমি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া আমার যেরূপ অপমান করিলে, দেখ আমি তাহার কিরূপ প্রতিশোধ লই। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমার দাসগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত ব্যক্তির সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দেওয়াইব।" এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

"অদ্য সুলতান এক অতি কুৎসিত দাসের সহিত কন্যার বিবাহ স্থির করিয়াছেন, পত্রাদি সমুদায় হইয়া গিয়াছে। মিসরদেশীয় প্রত্যেক দাস এক এক বাতি হস্তে লইয়া স্নানাগারের দ্বারে বরের অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা এই কুব্জবরকে কন্যার আবাসে লইয়া যাইবে। এদিকে মিসরদেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলারা কন্যাকে বরসমীপে গমনার্থ সজ্জিত করিতেছে এবং কন্যা বরের অপেক্ষায় বিবাহ সভায় দণ্ডায়মান আছে। আমি এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি। এই কন্যার ন্যায় রূপবতী আমি কুত্রাপি দেখি নাই এবং এই কুব্জের ন্যায় কুৎসিত মনুষ্য যে জন্মিতে পারে তাহা আমার বোধ ছিল না।"

পরীর কথা সমাপ্ত হইলে দৈত্য কহিল, ইহা অপেক্ষা সুশ্রী আছে আমার বিশ্বাস হয় না। পরী কহিল "সে বিষয় লইয়া বিবাদ করিবার আবশ্যক নাই। আইস, যাহাতে সুলতানের অন্যায় আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে, আমরা তাহারই চেষ্টা দেখি। এই সুন্দর যুবকই সেই সুন্দরীর উপযুক্ত পতি। ইহাদের উভয়ের বিবাহ সম্পাদন করিলে আমাদের দৈত্যোচিত কার্য্য করা হয়।" দৈত্য এই কথায় সম্মত হইয়া কহিল "উত্তম পরামর্শ হইয়াছে, আমি নিদ্রিত অবস্থায় এই যুবককে কায়রো লইয়া যাইব। তুমি অনন্তরকর্ত্তব্য সমুদায় সম্পন্ন করিবে।"

এই কথা বলিয়া দৈত্য বেদ্রুদ্দিনের নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া তাহাকে কায়রো নগরে পূর্ব্বোক্ত দাসদিগের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল। এই সময়ে বেদ্রুদ্দিনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে তিনি অপরিচিত দেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী দাসদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন এমন সময় দৈত্য নীরবে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া কহিল 'কোন কথা কহিও না।' অনন্তর তাহার হস্তে একটী মসাল দিয়া দৈত্য কহিল, "স্নানাগারের দ্বারদেশে যে কতকগুলি দাস দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদের সহিত মিলিত হও। ইহারা এক বিবাহে গমন করিতেছে। যতক্ষণ না ইহারা বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়, ততক্ষণ ইহাদের অনুগমন করিও। বর কুব্জ, তুমি অনায়াসেই তাহাকে চিনিতে পারিবে।

প্রবেশকালীন তুমি নিয়ত দক্ষিণপার্শ্বে থাকিও এবং মধ্যে মধ্যে তোমার বস্ত্রমধ্যে লুকায়িত স্বর্ণের তোড়াটি বাহির করিয়া গায়ক ও নর্ত্তকদিগকে মুদ্রা বিতরণ করিও। সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া কন্যার পার্শ্ববর্ত্তিনী দাসীগণকে কিছু অর্থ দান করিও। এতদ্বিষয়ে কৃপণতা করিও না। যাহা যাহা আদেশ করিলাম, তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিও না। তোমার কোন ভয় নাই; শ্রীশক্তিসম্পন্ন কোন জীব তোমার সহায় আছে, তাহার প্রসাদে তোমার মঙ্গল হইবে।"

এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বেদ্রুদ্দিন স্নানভবনের দ্বারাভিমুখে গমন করিলেন এবং দাসগণের হস্তস্থিত মশাল হইতে নিজ মশাল জ্বালাইয়া লইয়া স্নানগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত কুব্জ বরের অনুগমন করিলেন। নৃপতির মন্দুরা হইতে প্রত্যেক দাস এক এক অশ্ব প্রাপ্ত হইল এবং বেদ্রুদ্দিনও একটীতে আরোহণ করিল।

গায়ক ও নর্ত্তকদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়াই বেদ্রুদ্দিন অকাতরে অর্থবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্থগ্রহণ কালে যে ব্যক্তির দৃষ্টি একবার তাঁহার মুখের উপর পড়িল তাহার নয়ন আর ফিরিল না, তদীয় অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লগ্ন হইয়া রহিল। ইহার উপর তাঁহার মিষ্ট কথা ও হৃদয়-গ্রাহী ভাব সোণায় সোহাগা হইল।

অবশেষে বরযাত্রগণ সামসুদ্দিন মহম্মদের প্রাসাদতোরণে উপস্থিত হইলে, রাজপুরুষগণ গোলমাল নিবারণ জন্য মসালধারী দাসগণকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং বেদ্রুদ্দিনেরও প্রবেশ অসম্ভব হইল। কিন্তু গায়ক ও নর্ত্তকগণ একবাক্যে কহিল "ইহাকে প্রবেশ করিতে না দিলে আমরাও প্রবিষ্ট হইব না। পরন্তু ইনি দাস নহেন, ইঁহার আকৃতি দেখিলেই আপনাদের প্রতীতি হইবে।" এই কথায় বেদ্রুদ্দিন প্রবেশের অনুমতি পাইলেন; সভাগৃহে উপস্থিত হইয়াই বেদ্রুদ্দিন উৎকৃষ্ট সিংহাসনে উপবিষ্ট কুব্জের দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। কন্যা কুব্জের বামপার্শ্বে অন্য এক হীরক মণ্ডিত আসনে উপবিষ্টা ছিলেন।

অমাত্যকন্যার মুখে শোক ও বিষাদচিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল; তাহার কমনীয় কান্তি নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছিল। কি কারণে তিনি এরূপ বিবর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে। বরকন্যার সিংহাসন সভার মধ্যস্থলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, উভয় পার্শ্বে স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে আমির ওমরাহ প্রভৃতির পত্নীগণ উপবিষ্টা ছিলেন। প্রত্যেক মহিলার এক একটি প্রজ্বলিত মসাল

বেদ্রুদ্দিনের প্রবেশমাত্র সকলের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং সকল রমণীই তাঁহাকে অধিকতর স্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে লাগিল। কুব্জ বর ও বেদ্রুদ্দিনের রূপবৈষম্য অবলোকন করিয়া সভাসীন সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল "এই যুবকই এই কন্যার উপযুক্ত পাত্র।" ক্রমে তাহারা সুলতানকে পর্য্যন্ত নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইল না এবং বিদ্রূপ দ্বারা কুব্জকে নিতান্ত অপ্রতিভ করিতে লাগিল।

তত্রত্য প্রথানুসারে কন্যাকে সপ্ত বার বেশপরিবর্ত্তন করিতে হইত। প্রতি- বারেই কন্যা কুব্জের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বেদ্রুদ্দিনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল এবং নব নব পরিচ্ছদে তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কিরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাই দেখাইতে লাগিল। বেদ্রুদ্দিনও অবসর বুঝিয়া কন্যার পরিচর্য্যাকারিণীদিগকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান করিতে লাগিলেন। বেশ পরিবর্ত্তন সমাপ্ত হইলে গায়কগণ, সম্ভ্রান্ত মহিলারা ও সমাগত দর্শকমণ্ডলী প্রস্থান করিল, সভাগৃহে কুব্জ, বেদ্রুদ্দিন ও কতিপয় দাসীমাত্র অবশিষ্ট রহিল। কন্যা এক সন্নিহিত গৃহে গমন করিল এবং দাসীগণও তাঁহার অনুগমন করিল। দর্শকগণের ভয়ে কুব্জ এতক্ষণ বেদ্রুদ্দিনকে কিছু বলিতে পারে নাই। এক্ষণে অবসর পাইয়া ঈর্ষ্যাকষায়িতনেত্রে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "সকলে চলিয়া গেল, তুমি এখানে বসিয়া কি করিতেছ? চলিয়া যাও।" বেদ্রুদ্দিন অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দৈত্য ও পরী আসিয়া তাহাকে গমনে নিষেধ করিয়া কহিল, "কোথায় যাইতেছ? কুব্জ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে? তুমি শীঘ্র কন্যার গৃহে গমন করিয়া বল যে 'তুমিই তাহার পতি; সুলতান কৌতুক করিবার জন্য কুব্জকে বর সাজাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, আমাকেই তোমার বর মনোনীত করিয়াছেন। বাস্তবিক কুব্জ তোমার পতি হইবে, সুলতানের এরূপ অভিপ্রায় নহে।' যাহাতে কুব্জ আসিয়া তোমাদের প্রণয়-ব্যাঘাত না জন্মায় আমরা তাহার চেষ্টায় রহিলাম।"

অনন্তর দৈত্য এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালের রূপ ধারণ করিয়া কুব্জের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। কুব্জ বিড়ালকে ভয় দেখাইবার জন্য করতালি দিয়া "দূর দূর" করিতে লাগিল, কিন্তু মার্জ্জার ভীত না হইয়া নিজ পৃষ্ঠ উন্নত করিল এবং তীব্রতর দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে আরও ভীষণরবে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে তাহার আকার গর্দ্দভের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দাস ভয়ে নিঃশব্দ ও স্পন্দহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার ভয় অধিকতর বর্দ্ধিত করিবার জন্য দৈত্য গর্দ্দভমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, মহিষের রূপ ধারণ করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল "নরাধম কুব্জ।" এই কথা শুনিয়া দাস ভূতলে পতিত হইয়া কাতরস্বরে কহিল "মহিষরাজ, আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি কর"। দৈত্য কহিল "তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে তুই আমার প্রভুকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিস্? যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, এখনি এস্থান হইতে পলায়ন কর এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই কথা কাহাকেও বলিস্ না। যদি এ কথার অন্যথা হয় তোর মৃত্যু নিশ্চিত।" এই কথা বলিয়া দৈত্য মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া কুব্জের মস্তক অবনত ও পদদ্বয় ঊর্দ্ধ করিয়া তাহাকে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া দিল এবং কহিল "যদি সূর্য্যো- দয়ের পূর্ব্বে তুই একটু নড়িস্, তবে তোমার মুণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিব।"

এদিকে বেদ্রুদ্দিন দৈত্যের উপদেশে উৎসাহিত হইয়া গুপ্তভাবে কন্যার অন্তঃগৃহে গমন করিলেন এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া মন্ত্রীদুহিতার আগমন প্রতীক্ষা

করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক বৃদ্ধা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে গৃহপ্রবিষ্ট করাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। গৃহমধ্যে কুজ কি অন্য কোন ব্যক্তি আছে তাহার অনুসন্ধানক্লেশ সে লইল না।

কুজের পরিবর্তে বেদ্রুদ্দিনকে দেখিয়া [illegible] বিস্মিত হইয়া কহিল, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে? আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি কুজের এক জন অনুচর। বেদ্রুদ্দিন বিনীতভাবে কহিল "ইহা কি কখন সম্ভব হয় তোমার ন্যায় বস্তু মানবের ভোগে আসিবে? এ বস্তু আমার অদৃষ্টে আছে। মহারাজ কৌতুক করিবার জন্য কুজকে বরবেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, নতুবা প্রকৃত বর আমি। এই কৌতুকজনক ব্যাপারে সকলে কিরূপ আমোদ অনুভব করিয়াছে তাহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ। আমরা ইতিপূর্ব্বেই সেই কুজকে এস্থান হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছি।"

অমাত্যতনয়া গৃহপ্রবেশকালে ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন; এক্ষণে এই কথা শুনিয়া তাঁহার আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তিনি কহিলেন— "আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিয়াছিলাম আমাকে চিরকাল মনস্তাপে কাটাইতে হইবে। কিন্তু [illegible] হইয়া বিধাতা সদয় হইয়া আমাকে উপযুক্ত ব্যক্তির করে নিক্ষেপ করিয়াছেন।" অনন্তর বরকন্যা উভয়ে প্রফুল্লমনে শয্যায় শয়ন করিলেন।

সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যখন বরকন্যা গাঢ় নিদ্রায় [illegible] রহিলেন, ঠিক সেই সময়ে দৈত্য পরী উভয়ে পুনর্ব্বার বাসগৃহে [illegible] হইল এবং পরীকে কহিল "আইস, এক্ষণে এই যুবাকে স্বস্থানে লইয়া [illegible] যাউক।" অনন্তর পরী নিদ্রিতাবস্থায় বেদ্রুদ্দীনকে [illegible] দামস্কস্ নগরের তোরণদ্বারে আনয়ন করিয়া শয়ান [illegible] ধর্ম্মযাজক প্রভাতকালীন উপাসনার জন্য লোকদিগকে আহ্বান [illegible] ছিলেন। তোরণদ্বার মুক্ত হইলে সমাগত লোকগণ বেদ্রুদ্দিনকে [illegible] শয়ান দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইল এবং অনেকে [illegible] লাগিল। সেই কোলাহলে বেদ্রুদ্দিনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। [illegible] বহুসংখ্যক অপরিচিত লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও এক তোরণদ্বারের সম্মুখে শয়ান দেখিয়া দর্শকগণের ন্যায় চমৎকৃত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বেদ্রুদ্দিন দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহাশয়গণ, আপনারা কে এবং কি নিমিত্তই বা আপনারা আমার দিকে সকৌতুক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন?" জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কহিলেন "এই মাত্র দ্বার মুক্ত হওয়ায় আমরা এখানে আসিয়া তোমাকে এই স্থানে নিদ্রিত দেখিলাম। তুমি কি গত রাত্রি এই স্থানে যাপন করিয়াছ? তুমি কি জান এইটী দামস্কস্ নগরের একটী তোরণ?" বেদ্রুদ্দিন সবিস্ময়ে কহিলেন 'এইটী দামস্কস্ নগরের একটী তোরণ? আপনি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন। কল্য রাত্রিতে আমি কায়রো নগরে শয়ন করিয়াছিলাম।' এই কথা শুনিয়া অনেকে তাহাকে পাগল স্থির করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রস্থান করিল; একজন বৃদ্ধ দয়ার্দ্র হইয়া সস্নেহে কহিল "বৎস, তুমি এরূপ অসম্ভব কথা কহিতেছ কেন? কায়রো নগরে রাত্রি যাপন করিলে প্রভাতে কিরূপে দামস্কস্ নগরে আসিবে?" বেদ্রুদ্দিন কহিল,

"মহাশয়, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে আমি কল্য রাত্রিকাল কায়রোতে এবং দিবাভাগ বাল্সোরা নগরে অতিবাহিত করিয়াছি।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল এবং কহিল এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই উন্মত্ত। কেহ কেহ তাহার এরূপ অল্প বয়সে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া কহিল "বৎস, নিশ্চয়ই তুমি জ্ঞানশূন্য হইয়াছ। একজন লোক দিবাভাগে বাল্সোরায়, রাত্রিকালে কায়রোয় এবং প্রভাতে ডামস্কসে কিরূপে আসিতে পারে? বোধ করি, এখনও তোমার ঘুমের ঘোর যায় নাই। বুদ্ধি স্থির করিয়া কথাবার্ত্তা কও।" বেদ্রুদ্দিন পুনরায় কহিল "মহাশয়, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কল্য রাত্রিতে কায়রো নগরে আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার পত্নী প্রত্যেক বারে নূতন নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সপ্তবার আমার সম্মুখে আনীত হইয়াছিল। আমার পরিচ্ছদ, উষ্ণীষ ও স্বর্ণমুদ্রার তোড়া সে সমুদায়ই কোথায় গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া তিনি দর্শকগণের মনে প্রতীতি জন্মাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার কথায় উপহাস করিতে লাগিল। ইহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তিনি নগর-প্রবেশের উদ্যোগ করিলে কতকগুলি লোক "পাগল, পাগল," বলিতে বলিতে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি এক ময়রার দোকানে প্রবেশ করিলেন। এই ময়রা ইতিপূর্ব্বে এক দস্যুদলের সর্দ্দার ছিল। যদিও সে এক্ষণে সে ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিল, তথাপি অনেকে তাহাকে অদ্যাপি ভয় করিত, সুতরাং তাহার শরণাপন্ন হওয়াতে বেদ্রুদ্দিন লোকের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন। অনন্তর বেদ্রুদ্দিন ময়রাকে নিজের সমুদায় পরিচয় দিলে সে কহিল "তোমার ইতিবৃত্ত অতিশয় বিস্ময়জনক বটে, কিন্তু যতদিন ভাগ্য পুনরায় প্রসন্ন না হয়, ততদিন ইহা কাহার নিকট ব্যক্ত করিও না। যতদিন তোমার সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত না হয়, ততদিন আমার নিকট থাক। আমার সন্তান সন্ততি কিছুই নাই। আমি দত্তকপুত্ররূপে তোমাকে গ্রহণ করিব, তাহা হইলে আর কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিবে না এবং তুমি স্বচ্ছন্দে নগর ভ্রমণ করিতে পারিবে।"

বর্ত্তমান অবস্থায় ময়রার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বেদ্রুদ্দিন অগত্যা মত দিলেন। অনন্তর ময়রা কতিপয় সাক্ষী সঙ্গে লইয়া কাজীর নিকট উপস্থিত হইল এবং যথানিয়মে তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিল। বেদ্রুদ্দিন শুদ্ধ হোসন নাম গ্রহণ করিয়া এবং ময়রার কার্য্য শিক্ষা করিয়া কথঞ্চিৎ তথায় বাস করিতে লাগিল।

এদিকে সামসুদ্দিন মহম্মদের দুহিতা নিজ পতিকে পার্শ্বদেশে না দেখিয়া মনে করিলেন "পাছে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয় এজন্য তিনি নীরবে গাত্রোত্থান করিয়া কোথায় গিয়াছেন, শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন।" তিনি পতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পিতা, কন্যার কুব্জের সহিত বিবাহ হইয়াছে স্থির করিয়া, তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন এবং দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এরূপ প্রফুল্লবদনে পিতাকে গ্রহণ করিলেন যে তিনি দেখিয়া

চমৎকৃত হইলেন ; কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে কন্যা রাজকৃত অভাবনীয় অপমানে নিশ্চয়ই এতক্ষণ রোদন করিতেছে। কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহাকে এরূপ হৃষ্টচিত্তে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন এবং ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন "হায় হতভাগিনী, নৃপতি তোমার যে বিষম দুর্দশা করিয়াছেন, তাহাতে কিরূপে তুমি সহাস্যবদনে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে?" কন্যা কহিল "পিতা, আমায় কেন অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন? সেই কুব্জ আমার চক্ষুঃশূল; তাহার পরিবর্তে এক পরম সুন্দর যুবকের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। অন্যান্য দর্শকগণের বিদ্রূপে সেই কুব্জ পলায়ন করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া উজীর কহিল "সে কি? কল্য রাত্রিতে কে তোমার গৃহে শয়ন করিয়াছিল?" অমাত্যদুহিতা কহিল "যে যুবা পুরুষের কথা এই মাত্র আপনাকে বলিলাম, তিনিই এইস্থানে রাত্রিযাপন করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল "তোমার মিথ্যা কথা শুনিয়া আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি, তুমি আমায় পাগল করিয়া তুলিলে।" কিন্তু কন্যা পুনঃ পুনঃ এক কথা বলায় তিনি সেই যুবকের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে দেখিলেন, কুব্জ ঊর্দ্ধপদে ও অবনতমস্তকে অবস্থিত রহিয়াছে। 'কে তোকে এই ভাবে রাখিল?' জিজ্ঞাসা করায় দাস অমাত্যকে চিনিতে পারিয়া কহিল "আপনার কন্যা দৈত্যের প্রেয়সী। আমি কদাচ তাহাকে বিবাহ করিব না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমি আর কোন কথা কহিব না। কাল রাত্রিতে একটা কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া দেখিতে দেখিতে মহিষের রূপ ধারণ করিয়াছিল। সে আমাকে যে কথা বলিয়াছে, ইহজন্মে আমি আর তাহা ভুলিব না। আপনি এখান হইতে যান।" দাস জ্ঞানশূন্য হইয়াছে স্থির করিয়া, অমাত্য তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইলেন। দণ্ডায়মান হইবামাত্র সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, একবারও পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিল না। একদৌড়ে সে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এরূপ ভাবে আত্মঘটনা ব্যক্ত করিল যে শুনিয়া মহারাজ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

এদিকে সামসুদ্দিন কন্যার গৃহে পুনরাগমন করিয়া কন্যাকে কহিলেন "এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার আর কোন বিবরণ তুমি কি আমায় বলিতে পার না?" কন্যা কহিল "আমি আপনাকে যাহা বলিয়াছি তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই জানি না। তবে এই স্থানে আমার পতির কতকগুলি পরিচ্ছদ পতিত আছে, ইহা হইতে বোধ করি তদ্বিষয়ক কতক খবর বাহির হইতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া কন্যা বেদরুদ্দিনের উষ্ণীষ নিজ পিতার হস্তে প্রদান করিলেন। মন্ত্রী উষ্ণীষ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন "বোধ করি ইহা কোন অমাত্যের শিরস্ত্রাণ হইবে।" বিশেষ করিয়া দেখিতে দেখিতে বোধ হইল যেন ইহার মধ্যে কোন পদার্থ রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কাঁচি দিয়া কাটাতে তাহার মধ্য হইতে একটী কাগজের মোড়ক বাহির হইল। এই কাগজের মোড়কটী নুরুদ্দিন আলি মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র বেদরুদ্দিনকে দিয়া গিয়াছিলেন। সামসুদ্দিন মোড়ক খুলিবামাত্র ভ্রাতার হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলেন এবং "আমার পুত্র বেদরুদ্দিন হোসেনের জন্য" এই কয়টী কথা পাঠ করিলেন।

ইত্যবসরে মন্ত্রীতনয়া বেদ্রুদ্দিনের পরিত্যক্ত স্বর্ণমুদ্রার থলি পিতার হস্তে আনিয়া দিলেন। তিনি তাহা খুলিয়া দেখিলেন যে তাহাতে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। থলির উপরিভাগে লিখিত আছে "আইজাক নামক য়িহুদির এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা" এবং তাহার নীচে নিম্নলিখিত কয়টী কথা লিখিত আছে, "ইতিপূর্ব্বে যে সকল জাহাজ সুবিখ্যাতনামা নূরুদ্দিন আলির ছিল এবং যাহা এক্ষণে উত্তরাধিকারীসূত্রে তাহার পুত্র বেদ্রুদ্দিন হোসেনকে অর্শিয়াছে, তাহার মধ্যে যেখানি প্রথম বন্দরে লাগিবে; তাহার বোঝাই মালের মূল্য স্বরূপ উক্ত টাকা বেদ্রুদ্দিনকে প্রদত্ত হইল।" এই কথা পাঠ করিবামাত্র অমাত্য চীৎকার ধ্বনি করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর কন্যার যত্নে চৈতন্য হইলে মন্ত্রী কহিলেন "বৎসে, অদ্য যে আশ্চর্য্য ঘটিয়াছে, তাহা শুনিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না। যে যুবকের সহিত তুমি গতনিশা অতিবাহিত করিয়াছ সে মদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার প্রিয় ভ্রাতা নূরুদ্দিন আলির পুত্র। এই সহস্র মুদ্রাদর্শনে, যৌতুক লইয়া আমাদের দুই ভ্রাতায় যে বিবাদ হইয়াছিল, তাহাই মনে পড়িতেছে। নিশ্চয়ই এই টাকা তোমার যৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহার প্রসাদে এই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে সেই অনন্ত মহিমাশালী ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।" অনন্তর তিনি সাশ্রুনয়নে ভ্রাতার হস্তলিপি বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন।

তিনি ঐ মোড়কটীর আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, কোন্ দিবসে তাঁহার ভ্রাতা বাসোরা নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কবে তাঁহার বিবাহ হয় এবং কোন্ দিন তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর এই দিনগুলি নিজ বিবাহ ও কন্যার জন্মদিনের সহিত ঠিক মিলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি সেই সমুদায় সুলতানকে জানাইলে তিনি পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

এদিকে সমস্উদ্দিন ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্তর্দ্ধানের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রতিক্ষণেই তিনি তাহার আগমনের আশা করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ কাল অতীত হইলে তাহার অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কায়রোর কোন স্থানেই তাহার সন্ধান হইল না।

কালক্রমে কি ঘটনা ঘটে তাহার নিশ্চয় নাই বোধ করিয়া তিনি স্বহস্তে এই বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিলেন এবং বেদ্রুদ্দিনের উষ্ণীষ, মুদ্রার তোড়া ও অন্যান্য পরিচ্ছদ একত্র করিয়া এক সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

কিছুদিন গত হইলে মন্ত্রিকন্যার গর্ভলক্ষণ দৃষ্ট হইল। যথাসময়ে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন। অমাত্য সন্তানের নাম আজীব রাখিলেন। যখন আজীব সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন তখন মাতামহ বিদ্যাশিক্ষার্থ তাহাকে এক সুশিক্ষিত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। দুইজন দাস আজীবকে তথায় প্রত্যহ রাখিয়া আসিত ও আনিত। শিক্ষক মহাশয় নিজে আজীবের কোন অপরাধ হইলে তিরস্কার করিতেন না দেখিয়া অন্যান্য বালকেরাও তাহাকে সম্মান করিতে লাগিল। এইরূপে আদর পাইয়া আজীব অতিশয় অহঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে কাহার কথা সহিতে পারিত না, অথচ নিজে অন্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিত। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কতকগুলি বালক শিক্ষকের-

নিকট আজীবের নামে নালিশ করিল। তিনি প্রথমতঃ বালকদিগকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাহাতে আজীবের অসদ্ব্যবহার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি এক উপায় বলিয়া দিতেছি, তাহা করিলেই আজীব বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবে। কল্য যখন তোমরা খেলা করিবে, তখন এইরূপ নিয়ম করিও, যে বালক পিতা মাতার নাম বলিতে পারিবে, আমরা তাহার সহিতই খেলা করিব। যাহারা ইহাতে সম্মত না হইবে, আমরা তাহাদিগকে জারজ স্থির করিব এবং তাহাদের সহিত কখন খেলা করিব না।"

পরদিন যখন সকলে একত্র হইল, তখন তাহারা শিক্ষকের উপদেশ স্মরণ করিয়া আজীবকে বেষ্টন করিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন বলিল "এস ভাই, আমরা খেলা করি, কিন্তু এমন একটি নিয়ম হউক, যে তাহার বাপ মার নাম করিতে না পারিবে সে আমাদের সহিত খেলিতে পাইবে না।" আজীব ও অন্যান্য সকল বালকে ইহাতে সম্মত হইল। তখন পূর্ব্বোক্ত বালকটী অপর অপর বালককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং সকলেই যথা যথা উত্তর দিতে লাগিল। অবশেষে আজীবের পর্য্যায় উপস্থিত হইলে সে কহিল 'আমার মাতার নাম রূপেশ্বরী এবং পিতার নাম সামসুদ্দিন মহম্মদ, তিনি সুলতানের প্রধান অমাত্য।" এই কথায় অন্যান্য বালকেরা উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "আজীব, কি বলিতেছ? ইহা যে তোমার মাতামহের নাম, তোমার পিতার নাম নয়।" এই কথা শুনিয়া আজীব ক্রুদ্ধভাবে কহিল "কি! তোমাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা যে বল অমাত্য আমার পিতা নহে?" তাহারা হাসিতে হাসিতে কহিল "না না, তিনি তোমার মাতামহ। আমরা তোমার সহিত খেলা করিব না।" অনন্তর তাহারা আজীবকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহাদের উপহাসে আজীব ম্রিয়মান হইল এবং রোদন করিতে লাগিল।

গুরুমহাশয় এতক্ষণ গুপ্তভাবে বালকদিগের কথোপকথন শুনিতে ছিলেন। এক্ষণে আজীবের সম্মুখে আসিয়া তিনি কহিলেন "আজীব, তুমি কি জান না যে সামসুদ্দিন মহম্মদ তোমার পিতা নহেন? তিনি তোমার মাতা রূপেশ্বরীর পিতা। তোমার পিতার নাম আমরা কেহই অবগত নহি? তবে এই মাত্র জানি যে সুলতান তাঁহার এক কুব্জ ক্রীতদাসের সহিত তোমার মাতার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এক দৈত্যের সহিত তোমার মাতার সহবাস হইয়াছিল। এই কথায় তোমার কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে তোমার এই শিক্ষা পাওয়া উচিত যে সহপাঠীদিগের সহিত তুমি যেরূপ অহঙ্কৃত ও উদ্ধত আচরণ করিতে, তাহা বিধেয় নহে।"

একপাঠীদিগের উপহাসে বিরক্ত হইয়া আজীব কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীতে গমন করিয়া প্রথমে মাতার গৃহে প্রবেশ করিল। মাতা তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সস্নেহে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক অস্ফুটবাক্যে নিজ দুঃখের কারণ মাতাকে জানাইয়া কহিল "মা, তোমায় ঈশ্বরের দিব্য, সত্য করিয়া বল, আমার পিতার নাম কি?" মাতা কহিলেন "কেন বাবা! যিনি প্রতিদিন আমাকে আলিঙ্গন করেন সেই সামসুদ্দিন মহম্মদ তোমার পিতা।" বালক কহিল "তিনি ত তোমার পিতা। আমি কাহার পুত্র?" এই কথায়

সমুদায় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত রূপেশ্বরীর স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল; বেদ্রুদ্দিনের কমনীয় সৌম্যমূর্ত্তি তাঁহার মানসপটে পুনরায় অঙ্কিত হইল এবং তিনি দুর্দ্দম্য শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পুত্রের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে সামসুদ্দিন কন্যার গৃহে দর্শন দিলেন। উভয়ে রোদন করিতেছেন দেখিয়া তিনি ব্যগ্রচিত্তে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা সমস্ত বিবৃত করিলে তিনিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। লোকে, কন্যার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছে বুঝিয়া তিনি আরও কাতর হইলেন। সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বালসোরা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুসন্ধান করিবার জন্য কিছু দিনের নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন "লোকে যে সন্দেহ করে কোন দৈত্য আমার কন্যার সহিত সহবাস করিয়াছে, ইহা আমার অসহ্য।" সুলতান তাঁহার মতের অনুমোদন করিয়া বিদায় দিলেন এবং যে সকল রাজার রাজ্য দিয়া তাঁহার যাইবার সম্ভাবনা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া এক এক খানি পত্রও প্রদান করিলেন। অনন্তর অমাত্য, দৌহিত্র ও কন্যা সমভিব্যাহারে ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্ধানে নির্গত হইলেন।

তাঁহারা ডামস্কসের পথ ধরিয়া ক্রমাগত বিনা বিশ্রামে উনিশ দিন চলিলেন। বিংশতিতম দিবসে তাঁহারা নগরতোরণের সন্নিহিত এক সুন্দর মাঠে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। সামসুদ্দিন সেই স্থানে দুই দিন অবস্থান করিবার মানস করিয়া অনুচরবর্গকে নগর প্রবেশের অনুমতি দিলেন। কেহ বা নগরদর্শনের কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, কেহ বা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় মানসে অমাত্যের অনুমতি পালন করিলেন। রূপেশ্বরীও আজীবকে সুসজ্জিত করিয়া তাহার খোজা দাসের সহিত প্রেরণ করিলেন। বালকের অনুপমরূপে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। দৈবক্রমে আজীব ও তাহার ভৃত্য বেদ্রুদ্দিন যে আপণে কার্য করিতেন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অতিশয় জনতার জন্য সেই দোকানে প্রবেশ করিল।

যে রুটিওয়ালা বেদ্রুদ্দিনকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার মৃত্যু হওয়াতে এক্ষণে বেদ্রুদ্দিনই তাহার দোকান ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। জনতার সকলেই আজীবকে দেখিতেছে দেখিয়া তিনিও তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি আজীবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আপনাকে দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়াছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার দোকানের কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আহার করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।" তিনি এই কয়টী কথা এত স্নেহে বলিলেন যে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তদ্দর্শনে বালক দয়ার্দ্র হইয়া নপুংসক রক্ষীকে কহিল 'দেখ, এই লোকটীর মুখ দেখিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এই ব্যক্তি আমাকে তাঁহার দোকানে কিঞ্চিৎ আহার করিতে অনুরোধ করিতেছে। বোধ করি তাহার অনুরোধ রক্ষায় তোমার কোন আপত্তি নাই।" রক্ষক কহিল "তাহা কখন হইবে না। মন্ত্রীদৌহিত্র রুটিওয়ালার দোকানে খাবার খাইয়াছে শুনিলে লোকে কি বলিবে"? বেদ্রুদ্দিন খোজাকে বলিলেন 'ভাই, আমার অনুরো

ব্রকা বিষয়ে বাধা দিয়া আমার মনে বাধা দিও না। তুমি জান আমি এমন সন্ধান জানি যাহাতে তোমার কৃষ্ণবর্ণ শুক্ল হইতে পারে। ইহাতে দাস হাস্য করিতে করিতে বলিল "কি সন্ধান জান?" বেদ্রুদ্দিন অবসর বুঝিয়া [illegible] এই ভাবের কবিতা পাঠ করিলেন যে রাজা, রাজপুত্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সম্মান খোজাদিগের দ্বারা রক্ষিত হয়। তোমাদের [illegible] বেদ্রুদ্দিনের আশা পূর্ণ করিলেন। বেদ্রুদ্দিন তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন আহার করিতে দিলেন; খাইয়া উভয়েই উহার বিস্তর প্রশংসা করিল। ইত্যবসরে বেদ্রুদ্দিন আজীবকে যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন যে যদি আমার প্রেয়সীর সহিত সেইরূপ অভাবনীয় বিচ্ছেদ না ঘটিত, তাহা হইলে এতদিনে আমারও এমন একটী সন্তান হইত। এই সকল চিন্তা ভাবিতে তাঁহার নয়নে বারিধারা নির্গলিত হইতেছিল। তিনি আজীবকে বিদেশ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় ভৃত্য আহার সমাপ্ত করিয়া শিবিরাভিমুখে বাহির হইল। বেদ্রুদ্দিনও দোকান বন্ধ করিয়া তাহাদের অনুগমন করিলেন। শিবিরের নিকট পর্য্যন্ত বেদ্রুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন দেখিয়া আজীব ভীত হইল এবং পাছে মাতামহ সমস্ত জানিতে পারেন এই ভাবনায় বিষম চিন্তিত হইল। অনন্তর বেদ্রুদ্দিনকে ফিরাইবার জন্য সে একটী পাথর তাঁহার মস্তকে মারিল। পাথর কপালে বিদ্ধ হওয়ায় রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। বেদ্রুদ্দিন নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং আজীবও নিঃশঙ্কচিত্তে শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর তিন দিবস পরে সামসুদ্দিন শিবির ভঙ্গ করিয়া আলিপো নগরে গমন করিলেন। তথায় দুই দিন অবস্থান করিয়া ইউফ্রেটিস পার হইয়া মেসোপটেমিয়া নগরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বালসোরা নগরে আসিয়া সহজে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নরপতি আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন "মহারাজ, আপনার পূর্ব্বতন মন্ত্রী নূরুদ্দিন আলি আমার ভ্রাতা; আমি তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য বাহির হইয়াছি।" রাজা কহিলেন, বহুকাল নূরুদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পরলোক গমনের দুইমাস পরে তদীয় পুত্র হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে। অদ্যাবধি তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু নূরুদ্দিনের পত্নী অদ্যাপি জীবিত আছেন। সামসুদ্দিন ভ্রাতৃজায়াকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইলে তিনি ভ্রাতার আলয়ে গমন করিয়া তদীয় পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নূরুদ্দিনের পত্নী পুত্রের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া তাহার জন্য এক সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং সেই গৃহে অহোরাত্র পুত্রের জন্য রোদন করিতেন। সামসুদ্দিন ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন "আপনার পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছে এবং আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহারই সন্ধানার্থ বাহির হইয়াছি।" অনন্তর তিনি কন্যার বিবাহরাত্রে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল সমুদায় বিবৃত করিলে, ভ্রাতৃজায়া পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন এবং বধূকে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন

করিলেন। পুনরায় সুলতানের অনুমতি লইয়া সামসুদ্দিন, কন্যা, দৌহিত্র ও আত্মীয়েরা সমভিব্যাহারে মিসর উদ্দেশে ডামস্কসের পথে বাহির হইলেন।

ডামস্কস নগরের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া অমাত্য শিবির সন্নিবেশের আদেশ করিলেন। তিনি তথায় বিশ্রাম করিবেন এই কথা অনুচরবর্গের মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন এবং মিশরদেশীয় নৃপতিকে উপহার দিবার জন্য তন্নগরস্থ বাণিজ্যীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত ক্রয় করিতে আদেশ করিলেন। এদিকে আজীব পূর্ব্বোক্ত ক্রীতদাসকে পুনরায় বেদ্রুদ্দিনের নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং মাতার নিকট বিদায় লইয়া, বেদ্রুদ্দিন প্রস্তর আঘাতে কিরূপ আছে দেখিতে স্বয়ংও তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আজীব ও ক্রীতদাস নানাস্থান দেখিতে দেখিতে অবশেষে বেদ্রুদ্দিনের দোকানের নিকট উপস্থিত হইল, দেখিল বেদ্রুদ্দিন রুটি প্রস্তুত করিতেছে। খোজা কহিল "আহে আমাকে চিনিতে পারিলে?" এই কথায় চাহিয়া দেখিয়া বেদ্রুদ্দিন চিনিতে পারিলেন। পিতৃস্নেহের কি আশ্চর্য্য মহিমা! চিনিবামাত্র সেই অপূর্ব্ব ভাব পুনরায় বেদ্রুদ্দিনের চিত্তে উদিত হইল; তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া একদৃষ্টে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তিনি কহিলেন "বাবু, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দোকানে আসিয়া আমার স্বহস্ত নির্ম্মিত পিষ্টক আহার করিলে পরম বাধিত হইব।" প্রস্তরের কথা স্মরণ করিয়া কষ্টভাবে কথা কওয়া দূরে থাকুক বেদ্রুদ্দিন এইরূপ আদর ও সস্নেহ সম্ভাষণ করিল দেখিয়া আজীব চমৎকৃত হইল এবং খোজার মত লইয়া পুনরায় দোকানে প্রবেশ করিল। বেদ্রুদ্দিন কয়েক খান উৎকৃষ্ট পিষ্টক তাহার হাতে দিয়া কহিলেন "এরূপ পিষ্টক কেহ প্রস্তুত করিতে পারে না। আমি মাতার নিকট ইহা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করি।" অনন্তর উভয়ে খাইয়া পিষ্টকের ভূয়সী প্রশংসা করিল এবং অনেক বিলম্ব হওয়ায় শীঘ্র শীঘ্র তাহার আপণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল

আজীব শিবিরে আসিয়াই প্রথমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তথায় তাহার পিতামহী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। অদ্যাপি বেদ্রুদ্দিনের মনোহর মূর্ত্তি যাঁহার মানসপটে অঙ্কিত ছিল, সেই মূর্ত্তির সহিত বালক আজীবের আকৃতির বিশেষ সৌসাদৃশ্য ছিল বলিয়া [illegible] নয়ন হইতে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন "বাপু আজীব, যে দিন তোর বাপকে এইরূপ কোলে পাইব, সে দিন আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে।" অনন্তর বৃদ্ধা পৌত্রকে স্বহস্তনির্ম্মিত পিষ্টক ভোজন করিতে দিলেন। বেদ্রুদ্দিনের দোকানে পিষ্টক আহার করিয়া বালকের ক্ষুধা ছিল না, সুতরাং সে খানিক খাইয়া ভাল লাগিল না বলিয়া পিষ্টক রাখিয়া দিল। তদ্দর্শনে বৃদ্ধা পিতামহী কহিলেন "বৎস, তুমি এমন সুন্দর পিষ্টককে মন্দ বলিলে? আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি আমি ও তোমার পিতা ভিন্ন জগতে আর কেহই এরূপ উৎকৃষ্ট পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারে না।" আজীব কহিল "ঠাকুর মা, রাগ করিও না, আমরা এইমাত্র এক দোকান হইতে পিষ্টক খাইয়া আসিতেছি, সে পিষ্টক তোমার পিষ্টক হইতে

অনেক অংশে উৎকৃষ্ট।” ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধা খোজাকে কহিল “সাবান্‌, তুমি আমার পৌত্রকে সামান্য লোকের পুত্রের ন্যায় এক রুটিওয়ালার দোকানে লইয়া গিয়াছিলে?” সাবান প্রথমে অস্বীকার করিল, কিন্তু অবশেষে সামসুদ্দিনের প্রহারে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া কহিল “সেই পিষ্টক ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল।” বৃদ্ধা কহিলেন “আমি স্বচক্ষে না দেখিলে এই কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমার পুত্র ব্যতীত আর কেহই এমন পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারে না। তুমি শীঘ্র যাইয়া সেই রুটিওয়ালার নিকট হইতে একখানি পিষ্টক ক্রয় করিয়া আন।” ভৃত্য তৎক্ষণাৎ একখান পিষ্টক ক্রয় করিয়া আনিয়া বৃদ্ধার হস্তে দিল। বৃদ্ধা তাহার কিয়দংশ আস্বাদনার্থ মুখে দিয়াই চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইলে, বৃদ্ধা কহিল ‘নিশ্চয়ই আমার পুত্র এই পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছে।’ এই কথা শুনিয়া সামসুদ্দিন প্রথমে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে অন্যলোকেও ত এরূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারে। বৃদ্ধা কহিলেন “অন্যে এরূপ পিষ্টক করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি যে মসলা দিয়া ইহা প্রস্তুত করি, তাহা আমার পুত্র ভিন্ন আর কেহই জানে না। এতকালের পর আমার আশা পূর্ণ হইল, এতকালের পর আমি পুনরায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে পাইলাম।” সামসুদ্দিন কহিলেন “ভগিনি, একটু শান্ত হও। প্রথমে সেই রুটিওয়ালাকে এখানে আনান যাউক। তাহাকে দেখিলে অবশ্য তুমি ও মদীয় কন্যা তাহাকে চিনিতে পারিবে। কিন্তু তোমাদিগকে এরূপ গুপ্তভাবে থাকিতে হইবে যেন সে তোমাদিগকে দেখিতে না পায়। আমার ইচ্ছা কায়রো নগরে গিয়া তাহাকে সমস্ত পরিচয় দি।” অনন্তর সামসুদ্দিন আপনার পঞ্চাশ জন অনুচরকে ডাকিয়া বলিলেন “তোমরা এক এক লাটি হস্তে লইয়া সাবানের সহিত গমন কর। সে যে রুটিওয়ালার দোকানে তোমাদের লইয়া যাইবে, তথায় যাইয়া দোকান ভাঙ্গিয়া দিবে। রুটিওয়ালা যদি এরূপ উৎপাত করিবার কারণ অনুসন্ধান করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও যে “এইমাত্র যে রুটী ক্রয় করা হইয়াছিল তাহা কাহার তৈয়ারি? যদি সে ব্যক্তি বলে ‘আমার’, তাহা হইলে তাহাকে বন্ধন করিয়া এখানে আনিও। দেখিও যেন তাহার শরীরে কোন আঘাত না লাগে।”

সামসুদ্দিনের এই অনুমতি পাইবামাত্র অনুচরগণ বদ্রুদ্দিনের দোকানে উপস্থিত হইয়া যাহা সম্মুখে পাইল ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেদ্রুদ্দিন কহিলেন “আমি আপনাদের কি করিয়াছি যে আপনারা আমার উপর এরূপ অত্যাচার করিতেছেন?” তাহারা কহিল, “তুমি কি সেই রুটী প্রস্তুত করিয়াছ যাহা এইমাত্র খোজা কিনিয়া লইয়া গিয়াছে?” বেদ্রুদ্দিন কহিলেন ‘হাঁ। রুটীর কি কোন দোষ বাহির করিতে পারিয়াছ? আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি আর কেহই এরূপ রুটী প্রস্তুত করিতে পারে না।” তাহারা বেদ্রুদ্দিনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দোকান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল এবং বেদ্রুদ্দিনকে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল। তদ্দর্শনে কএকজন প্রতিবাসী তাহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নগরপাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রতিবেশীদিগকে

তাড়াইয়া দিয়া বেক্রদ্দিনের বন্ধনে সাহায্য করিল। নগরপালের এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে ইতিপূর্ব্বে সামসুদ্দিন মিসর নৃপতির পত্র দেখাইয়া এই কার্য্যে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

তাহারা বন্দকর বেক্রদ্দিনকে সামসুদ্দিনের সম্মুখে উপস্থিত করিলে বেক্রদ্দিন কহিলেন "মহাশয়, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার করা হইতেছে?" সামসুদ্দিন কহিলেন "রে হতভাগ্য, তুই যে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিস্ তাহা অতি কদর্য্য, সেই কারণে তোর সমুচিত দণ্ড বিধান করিব, তোর প্রাণদণ্ড হইবে।" বেক্রদ্দিন কহিলেন "ইহা কি এত গুরুতর অপরাধ যে ইহাতে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে।" সামসুদ্দিন কহিলেন 'হাঁ, আমার নিকট অন্য দণ্ডের আশা করিস্ না।"

এদিকে বেক্রদ্দিনের মাতা ও পত্নী যবনিকার অন্তরাল হইতে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন এবং প্রবল আনন্দবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যলাভ হইলে তাঁহারা বেক্রদ্দিনের অভিমুখে ধাবিত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতেন, কেবল সামসুদ্দিনের নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিলেন বলিয়া উদ্দাম ইচ্ছাকে কষ্টে নিবৃত্ত করিলেন।

সামসুদ্দিন মহম্মদ সেই রাত্রিতেই মিসরাভিমুখে যাত্রা করিবার মানসে শিবির ভঙ্গের আদেশ দিলেন। বেক্রদ্দিনকে এক পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হইল এবং পিঞ্জর উষ্ট্রপৃষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হইল। সমস্ত দিন তিনি পিঞ্জরমধ্যে থাকিতেন, কেবল সন্ধ্যাকালে আহারার্থ বাহিরে আসিতে পাইতেন। বিংশতি দিন অবিশ্রান্ত পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে স্কন্ধাবার কায়রো নগরে উপস্থিত হইল। নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সামসুদ্দিন একটী শূল প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। বেক্রদ্দিন কহিলেন 'শূল কি হইবে?" তিনি কহিলেন, "তোমাকে এই শূলে আরোহণ করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতে হইবে। তাহাতে সকলে জানিবে যে পিষ্টকে মরীচ না দিলে কিরূপ শাস্তি পাওয়া উচিত।" এই কথা শুনিয়া বেক্রদ্দিন কহিল "এই তুচ্ছ অপরাধে আমাকে শূলে আরোহিত হইয়া নগরভ্রমণের অপমান সহিতে হইবে? হায়! কি অশুভক্ষণেই আমার জন্ম হইয়াছিল। হত বিধাতঃ! তুমি এই দগ্ধ অদৃষ্টে কত কষ্টই লিখিয়াছ?" এই কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

অনন্তর রাত্রিকালে সামসুদ্দিন নগরে প্রবেশ করিয়া আপন আবাসে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যার বিবাহ রাত্রে বাটী যেরূপ সজ্জিত ছিল, ভৃত্যদিগকে গৃহ সেইরূপে সাজাইতে আদেশ করিলেন। সমুদায় পূর্ব্ববৎ সজ্জিত হইলে অমাত্য, কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শয্যায় শয়ন করিতে কহিলেন এবং বেক্রদ্দিনকে পরিচ্ছদ, উষ্ণীষ ও স্বর্ণমুদ্রার থলি পূর্ব্বভাবে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে এরূপ বিপদেও বেক্রদ্দিন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। মন্ত্রীর আদেশে ভৃত্যেরা তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় রূপেশ্বরীর গৃহের পার্শ্ববর্তী গৃহে শয়ন করাইয়া রাখিল। জাগরিত হইয়া বেক্রদ্দিন চারিদিকে দেখিতে লাগিল এবং গৃহের সজ্জা দেখিয়া নিজ বিবাহ রাত্রি মনে পড়িল। অনন্তর বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করাতে বুঝিলেন যে গৃহে পূর্ব্বে

তাহার পরিণয় হইয়াছিল এ সেই গৃহ। পার্শ্ববর্তী গৃহের মুক্তদ্বারে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বপরিচ্ছদ পূর্ব্বস্থানে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, তাঁহার বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষু মুছিয়া কহিলেন "আমি কি নিদ্রিত না জাগরিত?"

রূপেশ্বরী এতক্ষণ প্রাণেশ্বরের বিস্ময় দেখিয়া মনে মনে সুখের হাসি হাসিতেছিল। এক্ষণে মশারি তুলিয়া কহিল "নাথ, আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন? আসিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করুন। আপনি অনেক ক্ষণ উঠিয়া গিয়াছেন, আপনাকে পার্শ্বে না দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম।" যে রমণীর সহিত তিনি একরাত্রি সহবাস সুখ অনুভব করিয়াছিলেন এ সেই রমণী দেখিয়া বেক্রদ্দিনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি রমণীর সন্নিহিত হইয়া কহিলেন "আপনাকে মিনতি করিতেছি, বলুন কত দিন আমি আপনার নিকট হইতে গিয়াছি?" কামিনী মধুর হাসি হাসিয়া কহিল "সে কি! আপনার কথা শুনিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে; এই মাত্র আপনি আমার নিকট হইতে উঠিয়া গিয়াছেন। আপনার কি বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে?" বেক্রদ্দিন কহিলেন "সুন্দরি! আমার মতি স্থির নাই বটে। আমার বোধ হইতেছে যেন আমি দশ বৎসর কাল ডামস্কস নগরে বাস করিয়াছি, তথায় এক মিষ্টান্নবিক্রেতা আমাকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল।" কামিনী কহিল "তবে বুঝি আপনি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।" বেক্রদ্দিন সেই কথায় প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া কহিলেন 'ঠিক, স্বপ্নই বটে।" চিরবিচ্ছেদের পর এইরূপে সুখে ও কৌতুকে অবশিষ্ট রাত্রি প্রভাত হইল।

এদিকে অতি প্রত্যূষে সামসুদ্দিন কন্যার গৃহে আগমন করিয়া জামাতাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন "বৎস, অকারণে তোমাকে এত কষ্ট দিয়াছি বলিয়া অপরাধ লইও না।" সৌভাগ্যের পরিচয় না দিয়া তোমাকে এখানে আনাই আমার অভিপ্রায়। অনন্তর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমুদায় ইতিহাস আমূলতঃ শ্রবণ করাইলেন এবং কহিলেন "দৈত্যের সাহায্যে এই সমুদায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। (কুব্জের কথা শুনিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে দৈত্য অলক্ষ্যে থাকিয়া এই সব করিয়াছে।) প্রিয় পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পুনরায় বিমল সুখ ভোগ কর, ইত্যবসরে আমি তোমার স্নেহময়ী জননীকে এখানে আনয়ন করি। ডামস্কস নগরে তোমাকে দেখিয়া অবধি তিনি তোমাকে ক্রোড়ে লইতে ব্যগ্র হইয়াছেন।" অনন্তর তিনি ভ্রাতৃজায়ার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "যাহাকে ডামস্কস নগরে দেখিয়া তোমার পুত্রবাৎসল্য জন্মিয়াছিল সেই বালকই তোমার সন্তান।" বেক্রদ্দিন পুনরায় মাতা, স্ত্রী ও পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া কি স্বর্গীয় নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? তিন জন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন এবং পরস্পর পরস্পরের মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। এদিকে অমাত্য যাইয়া সমুদায় সুলতানের গোচর করিলেন। সামসুদ্দিনের গৃহে সে দিন মহা উৎসবে অতিবাহিত হইল।

উজীর জিয়াফার এতক্ষণে বেক্রদ্দিনের গল্প শেষ করিলেন। খালিফ হারুন অল রসিদ এই গল্প শুনিয়া এত প্রীত হইলেন, যে তিনি রিহান নামক দাসের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং সেই যুবকের নব পত্নীবিয়োগ

শোক নিবারণ করিবার মানসে নিজ এক ক্রীতদাসীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন এবং বহু রাজপ্রসাদ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

কুব্জের কথা।

তাতার দেশের অপর প্রান্তবর্ত্তী কাসগর নগরে অতি পূর্ব্বকালে এক দরজি বাস করিত। তাহার এক পরম সুন্দরী পত্নী ছিল এবং উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাবও ছিল। এক দিবস দরজি নিজ দোকানে কায করিতেছে এমন সময়ে এক কুব্জ তথায় আসিয়া বাঁয়া তবলা বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল। দরজি তাহার গানে অতিশয় প্রীত হইয়া নিজ দয়িতাকে শুনাইবার জন্য কুব্জকে বাটীতে লইয়া গেল।

সে দিন দরজির স্ত্রী একটী বৃহৎ মৎস্য রন্ধন করিয়াছিলেন। তিনি আহারের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় দরজি কুব্জকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর তিনজনে আহারে উপবেশন করিলেন। খাইতে খাইতে দুর্ভাগ্যক্রমে কুব্জের গলায় একটা বৃহৎ কাঁটা বাধিয়া গেল। দরজি ও তাহার পত্নী বিস্তর চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কাঁটা বাহির করিতে পারিল না, অধিকন্তু তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। এই আকস্মিক ঘটনায় স্ত্রীপুরুষে অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। অনন্তর দরজি এই বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার এক উপায় উদ্ভাবন করিল।

দরজির বাটীর নিকটে এক ইহুদী চিকিৎসক বাস করিতেন। তাহারা স্ত্রীপুরুষে ধরাধরি করিয়া রাত্রিকালে সেই শব চিকিৎসকের বাটীতে উপস্থিত করিল এবং সিঁড়ির দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। এক দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দরজী কহিল, আমরা একটী পীড়িত লোক সঙ্গে আনিয়াছি, তোমার প্রভুকে সংবাদ দাও। এই কথা বলিয়া দরজী কয়েকটি টাকা দাসীর হস্তে প্রদান করিল। দাসী হৃষ্টচিত্তে প্রভুকে ডাকিতে গেল। ইত্যবসরে দরজি ও তাহার পত্নী উভয়ে শবকে তুলিয়া সিঁড়ির উপরকার দ্বারের নিকট স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে দাসী টাকাগুলি চিকিৎসকের হস্তে দিয়া কহিল, “দুইজন লোক এক পীড়িত ব্যক্তিকে আনিয়া নীচে আপনার অপেক্ষা করিতেছে এবং এই কয়টী টাকা দর্শনী স্বরূপ আপনাকে দিয়াছে।” চিকিৎসার পূর্ব্বেই দর্শনী পাইয়া চিকিৎসক অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং মনে করিলেন রোগীটি মন্দ নহে, ইহার চিকিৎসায় অবহেলা করা উচিত নয়, আরাম করিতে পারিলে বিলক্ষণ দশ টাকা পাওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি দাসীকে আলো আনিতে আদেশ করিয়া আপনি অগ্রসর হইলেন। অন্ধকারে তাড়াতাড়ি আসিতে সম্মুখস্থ শবে পদাঘাত হইল এবং শব গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির নীচে পতিত হইল। চিকিৎসক “আলো আলো” করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং দাসী আলো লইয়া উপস্থিত হইলে উভয়ে নীচে আসিয়া দেখিল, রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। তদ্দর্শনে চিকিৎসক মহাভীত হইয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে লাগিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া কহিলেন “হায়, আমি কি হতভাগ্য! কেন আমি আলোর জন্য অপেক্ষা করিলাম না? কেনই বা

উক্ত দোকানের নিকট দাঁড়াইল, অমনি কুব্জের মৃতদেহ গড়াইয়া তাহার গাত্রে পতিত হইল। ইহাতে সে নেশার ঝোঁকে মনে করিল, চোর লম্ফ দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সে "চৌকীদার, চৌকীদার" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং নিজে মুষ্ট্যাঘাতে শবকে ধরাশায়ী করিল।

তাহার চীৎকার শুনিয়া নিকটবর্ত্তী চৌকীদার দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল, একজন খৃষ্টিয়ান এক মুসলমানকে প্রহার করিতেছে এবং "চোর, চোর" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। চৌকীদার বলিল "কেন তুমি মুসলমানকে প্রহার করিতেছ?" সে কহিল "এই ব্যক্তি আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।" চৌকীদার কহিল "তুমি তাহার সমুচিত প্রতিফল দিয়াছ; এক্ষণে গরিব বেচারাকে ছাড়িয়া দাও।" এই বলিয়া সে দাঁড়াইতে আসিয়া দেখিল "মুসলমান মরিয়া গিয়াছে।" তখন চৌকীদার খৃষ্টিয়ানকে ধরিয়া কাজির নিকট উপস্থিত করিল। বিচারে খৃষ্টিয়ানের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। এক ফাঁসি কাষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া কাজি নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন "এক মুসলমানের হত্যা অপরাধে এক খৃষ্টানের ফাঁসির আদেশ হইয়াছে।" খৃষ্টিয়ানকে বধ করিবার জন্য তাহার গলে রজ্জু দিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে উত্তোলন করিবার উদ্যোগ হইতেছে এমন সময় ভাণ্ডারী আসিয়া কাজীকে কহিল "থাম, থাম" ইহাকে ফাঁসি দিও না, ইহার কোন অপরাধ নাই। আমি মুসলমানকে বধ করিয়াছি। ইহার পরিবর্ত্তে আমাকে বধ কর।" সাধারণের সমক্ষে ভাণ্ডারী নিজ দোষ স্বীকার করাতে কাজী খৃষ্টানের পরিবর্ত্তে তাহাকে ফাঁসি দিবার অনুমতি করিলেন। অনন্তর তাহার ফাঁসির উদ্যোগ হইতেছে, ইত্যবসরে পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসক আসিয়া কহিল "নির্দ্দোষীকে দণ্ড দিবেন না। আমিই প্রকৃত হত্যাকারী, ইহার কোন অপরাধ নাই।" অনন্তর তিনি কিরূপে মুসলমান রোগীর প্রাণবধ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসমক্ষ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে ভাণ্ডারীর পরিবর্ত্তে তাহারই প্রাণবধের আদেশ হইল। যখন জল্লাদ রজ্জু বৈদ্যের গলদেশে দিয়া ফাঁসি-কাষ্ঠে উত্তোলন করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়ে দরজি আসিয়া নিবারণ করিল এবং কহিল "আমিই এই মুসলমানের হত্যাকারী। কল্য এই ব্যক্তি আমার দোকানে আসিয়া গান করিয়া আমাকে প্রীত করায় আমি ইহাকে নিজ ভবনে লইয়া যাই। তথায় আহারকালে মৎস্যের কাঁটা গলায় ফুটিয়া ইহার মৃত্যু হয়। অনন্তর আমি প্রাণের ভয়ে ইহার মৃতদেহ চিকিৎসকের বাটীতে রাখিয়া প্রস্থান করি। সুতরাং যদি কেহ ইহার হত্যাকারী থাকে, তবে সে ব্যক্তি আমি। অন্যায় বিচারে তিন জন নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণবধ হয় নাই ইহা আমার সম্পূর্ণ পারিতোষিক, আমি নিজ জীবন ভিক্ষা চাহি না।" এই কথা শুনিয়া দর্শকগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাজী জল্লাদকে কহিলেন "তবে এই বৈদ্যকে ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই দরজিকে ফাঁসি দাও।" জল্লাদ বিচারকের আদেশানুসারে তাহাকে বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় রাজার নিকট হইতে এক দূত আসিয়া পঁহুছিল। নৃপতি এই আশ্চর্য্য সমাচার প্রাপ্ত হইয়া, কুব্জের মৃতদেহ, খৃষ্টিয়ান সাধু, ভাণ্ডারী, চিকিৎসক ও দরজি সকলকে রাজদরবারে

লইয়া যাইবার জন্ত এই দ্রুতগামী দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত রাজাজ্ঞা আবেদন করিবামাত্র দরজির বধাজ্ঞা রহিত হইল এবং কাজী সেই কয়জনকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। কাজী মহারাজকে প্রণিপাত করিয়া সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া সুলতান এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে তিনি এই ঘটনা ইতিবৃত্তকারদিগকে লিখিয়া লইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তিনি সমাগত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কেহ কখন এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় শুনিয়াছ?" সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টিয়ান বণিক মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া কহিল "মহারাজ, আমি এক গল্প জানি, বোধ করি, তাহা ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়জনক। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি প্রকাশ করিতে পারি।" রাজা আদেশ করিলে সে গল্প আরম্ভ করিল।

খৃষ্টিয়ান বণিকের কথিত উপন্যাস।

মহারাজ মিসর দেশের অন্তঃপাতী কায়রো নগরে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি দালালি করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি তৎসমুদায়ের একমাত্র অধিকারী হইলাম। আমি পিতার কার্য্যশিক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাঁহার পরলোকান্তেও সেই ব্যবসা করিতে লাগিলাম। একদিন আমি কায়রো নগরের খটিতে (ধান্ত বিক্রয় বিপণিতে) দণ্ডায়মান আছি, এমন সময় এক সুন্দর যুবক গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন, এবং আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "এই নমুনার তিসি কি দরে লইতে পার?" আমি দর দিলে তিনি সেই দরে ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর একজন ব্যবসাদারকে তাঁহার সমুদায় তিসি সেই দরে বিক্রয় করাইয়া দিয়া বেবাক টাকা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলাম। তিনি কহিলেন, "ইহার মধ্য হইতে তোমার দালালির টাকা লও। বক্রী টাকা এক্ষণে তোমারই নিকট থাকুক, আমার প্রয়োজন হইলে লইয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, আমিও তাঁহার অমায়িক সরলতার বিস্তর প্রশংসা করিতে করিতে বাটী প্রস্থান করিলাম।

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস অতীত হইল, যুবকের আর দর্শন পাইলাম না। অনন্তর হঠাৎ একদিন উপস্থিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার টাকা কই?" আমি কহিলাম, "আপনার টাকা প্রস্তুত রহিয়াছে, এখনই লইতে পারেন।" পরে আমি তাঁহাকে আমার বাটীতে আহার করিতে অনুরোধ করিলাম, তিনি উত্তর করিলেন "এক্ষণে আমার সময় নাই। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে; আসিবার-কালীন টাকাগুলি আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইব। আপনি ইতিমধ্যে উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।" এই কথা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, দুই মাসের মধ্যে আর ফিরিলেন না। তৃতীয় মাসের প্রারম্ভে তিনি সেই গর্দ্দভে আরূঢ় হইয়া পুনরায় দর্শন দিলেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার টাকা এখন দিতে হইবে কি না? তিনি কহিলেন "এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি জানি যে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির

হস্তে আমার অর্দ্ধ স্বত্ত্ব আছে। যখন আমার সমুদায় টাকা নিঃশেষ হইবে, আমি আসিয়া উহা লইয়া যাইব। বোধ হয় এক সপ্তাহ পরে পুনরায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে বিদায় হই।” এই কথা বলিয়াই তিনি গর্দ্দভে কশাঘাত করিলেন, গর্দ্দভ নিমেষমধ্যে দৃষ্টিপথের অতীত হইল। অনন্তর তাঁহার এক সপ্তাহ অন্তের এক যুগ স্থির করিয়া আমি তাঁহার টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতে লাগিলাম। বাস্তবিকও তিনি এক বৎসর মধ্যে দেখা দিলেন না। বর্ষান্তে তিনি পূর্ব্বোক্ত গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবারে তাঁহাকে নিজ ভবনে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম; তিনি সম্মত হইলে উভয়ে গৃহে আগমন করিলাম। অনন্তর উভয়ে একত্রে আহারার্থ উপবেশন করিলাম। ভোজনকালে একটী আশ্চর্য্য দেখিলাম যে যুবক একবারও দক্ষিণ হস্ত বাহির করিল না, আহারাদি বাম হস্ত দ্বারা নির্ব্বাহ করিল। ইহাতে অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি আহারান্তে তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের বস্ত্র উন্মোচন করিলেন। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন। তদ্দর্শনে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “মহাশয়, কিরূপে আপনার এই হস্ত ছিন্ন হইল জিজ্ঞাসা করিতে কি কোন আপত্তি আছে?” ইহাতে তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, ইহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে যদি একান্ত বাসনা থাকে, তবে অবহিত হও।

বোগ্দাদ নগর আমার জন্মস্থান। আমার পিতা তত্রত্য এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন; ধনে ও বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ অতি অল্প লোক ছিল। কায়রো নগর হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের মুখে নগরের অনির্ব্বচনীয় শোভার কথা শুনিয়া অতি বাল্যকাল হইতে আমার মনে মনে নগর দর্শনে ইচ্ছা হইল। কিন্তু পিতৃদেব জীবিত থাকিতে আমি এ বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। অনন্তর তাঁহার পরলোকান্তে আমি বোগ্দাদ নগরজাত নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া কায়রো নগরে যাত্রা করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া এক পান্থনিবাসে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিলাম এবং সন্নিহিত এক গুদাম ভাড়া লইয়া তাহাতে আনীত পণ্যদ্রব্য সমুদায় রাখিয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে বাজারে গিয়া বাণিজ্য-দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য দালালদিগকে নমুনা দিলাম। তাহারা যে দর দিল তাহাতে আমার খরচা পোষায় না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। দালালেরা পরামর্শ দিল “একেবারে সমুদায় মাল ছাড়িলে আপনার বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। অতএব সমুদায় মাল কিছু কিছু করিয়া সমস্ত ব্যবসাদারের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিন। তাহা হইলে আপনার লাভ হইবার সম্ভাবনা।” আমি পরামর্শ মত কার্য্য করিলাম এবং সপ্তাহে দুইবার করিয়া দোকানদারের নিকট তাগাদা করিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতে লাগিল। এইরূপে অনেক লোকের সহিত আমার পরিচয় হইয়া গেল এবং কাহার ২ সহিত প্রণয়ও জন্মিল। সমস্ত দিবস ব্যবসাদারদিগের গদিতে গদিতে ফিরিয়া রাত্রিকাল আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

অপেক্ষা অধিক সুখ মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। যে দিন সর্ব্বপ্রথম তুমি আমার নয়নপথের পথিক হইলে সেই দিনই তোমাকে মন প্রাণ সমস্ত সমর্পণ করিয়াছি; কেবল তোমার অভিপ্রায় অবগত না থাকায় তৎকালে নিজ ভাব প্রকাশ করিতে পারি নাই।” অনন্তর রমণী নিজ নাম ধাম আমাকে বলিয়া দিয়া তদীয় আবাসে যাইবার দিন নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। নিরূপিত দিবসে উত্তম পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া এবং পঞ্চাশটী স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া আমি তদীয় ভবনে উপস্থিত হইলাম। দুইটী বালিকা দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল “আসতে আজ্ঞা হউক মহাশয়, আপনার জন্য আমাদের ঠাকুরাণী অধৈর্য্য হইয়াছেন। আজ দুই দিন ধরিয়া তাঁহার মুখে আপনার কথা ভিন্ন আর কোন কথাই নাই।” বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি একটী সুন্দর বাগান। তথায় নানাবিধ বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে; বিবিধ বিহঙ্গম সুললিত স্বরে গান করিতেছে; কৃত্রিম প্রস্রবণ মৃদু মধুর ধ্বনিতে পুষ্পবৃক্ষের উপর ধারাবর্ষণ করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ মনোহর বস্তু দর্শন করিতে করিতে এক সুসজ্জিত গৃহে উপস্থিত হইলাম। আমার প্রেয়সী হীরকাদি-খচিত বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া আমাকে মধুর ভাষে সম্ভাষণ করিলেন। পরস্পর সম্ভাষণের পর উভয়ে এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলাম এবং নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার পর উভয়ে সুরাপান করিতে লাগিলাম এবং দাসীরা সঙ্গীত আরম্ভ করিল। মদ্যপানে প্রেয়সী এরূপ উন্মত্তা হইয়া উঠিলেন যে তিনি স্বজাতি-সুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া বাদ্যনিন্দিত নিজ কোমল স্বরে গান করিলেন; তাঁহার গান শুনিয়া আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। পরম সুখে সে রাত্রি যাপিত হইল। পর দিন প্রাতে কোন কৌশলে উপাধানের নীচে পঞ্চাশটী স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া রমণীর নিকট বিদায় চাহিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “পুনরায় কবে আসিবে?”—হস্তে ধরিয়া এই কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। “অদ্য রজনী যোগে পুনর্ব্বার দর্শন দিব” বলিয়া আমি তথা হইতে বিদায় লইলাম।

বাটীতে আসিয়া আমি কতকগুলি সুন্দর মেষ ও নানাবিধ পিষ্টক ক্রয় করিয়া যুবতীর নিকট প্রেরণ করিলাম। অনন্তর অবশ্যকর্ত্তব্য কতিপয় কার্য্য সমাধা করিয়া সন্ধ্যাকালে রমণীর আগারে উপস্থিত হইলাম। এ রাত্রিও পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় সুখে অতিবাহিত হইল এবং আসিবারকালীন পূর্ব্বমত বালিসের নীচে ৫০টী স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া আগমন করিলাম। এইরূপে নিত্য নূতন সুখ উপভোগ করিতে লাগিলাম এবং নিত্য ৫০টী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইতে লাগিল। কিছু দিন গত হইলে আমার সমুদায় মূলধন নিঃশেষ হইয়া গেল। অর্থের জন্য বিষম বিপদে পড়িলাম। কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বাসস্থান হইতে বাহির হইলাম। ভাবিতে ভাবিতে দুর্গের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, কোন রাজ উৎসব উপলক্ষে তথায় অতিশয় জনতা হইয়াছে। আমিও আসিয়া জনতায় মিশিলাম। যেখানে আমি দাঁড়াইলাম, তাহারই অনতিদূরে এক সুবসনপরিহিত সুন্দর অশ্বারোহী পুরুষকে দেখিতে পাইলাম। তাহার জিনের রেকাবে একটি থলিয়া অর্দ্ধেক খোলা

কহিয়াছে, একটি সবুজবর্ণ কিতা থলিয়া হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিতাটী দেখিয়া বোধ হইল ঐ থলিয়ার মধ্যে টাকা আছে। তৎকালে আমার টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন, কোনরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিলেই হইল; এমন সময় শনি আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আমাকে উক্ত অর্থ অপহরণে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিল। আমি শনির প্রবর্ত্তনায় অপহরণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। আমার দুর্দ্দৈববশতঃ এই সময়ে অশ্বারোহী কোন কারণে অন্যমনস্ক হওয়াতে আমি সেই সুযোগে পূর্ব্বোক্ত কিতাটী ধরিয়া টানিলাম এবং অশ্বারোহীর অজ্ঞাতে তোড়াটী বাহির করিয়া লইলাম।

অশ্বারোহীর ইতিপূর্ব্বেই আমার প্রতি কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছিল, এক্ষণে থলিয়ার মধ্যে তোড়া নাই দেখিয়া সে আমার শিরোদেশে এরূপ বেগে মুষ্ট্যাঘাত করিল যে আমি ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তদ্দর্শনে যাবতীয় লোক আমার পক্ষ হইয়া অশ্বারোহীকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সে কহিল "এ ব্যক্তি চোর।" সকলে বলিয়া উঠিল "ইহা কখন সম্ভব নহে, এরূপ সুন্দর যুবক কখন চোর হইতে পারে না।" সকলে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে সেইখান দিয়া একজন রাজপুরুষ কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে গমন করিতেছিলেন। আমাদের গোলযোগ দেখিয়া তিনি বলিলেন "ব্যাপার কি?" সকলেই অশ্বারোহীর অশিষ্ট ব্যবহারের বিষয় তাঁহাকে জানাইল। কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া অশ্বারোহীকে বলিলেন "এ ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকে তোমার সন্দেহ হয়?" সে কহিল 'না।' তৎপরে সে আমার প্রতি সন্দেহের কারণ নির্দ্দেশ করাতে বিচারপতি আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন। অনুসন্ধান করাতে আমার বস্ত্র হইতে অপহৃত তোড়া বাহির হইল। বিচারপতি তোড়া লইয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া সকলকে দেখাইলেন। এই অপমানে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তোড়া অশ্বারোহীর বলিয়া সপ্রমাণ হইল, বিচারক আমাকে দোষ স্বীকার করিতে বলিলেন। মিথ্যা বলিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবার ভয়ে আমি সমুদায় স্বীকার করিলাম। বিচারে আমার দক্ষিণহস্তচ্ছেদের আদেশ হইল। দক্ষিণপদও ছিন্ন হইত, কেবল অশ্বারোহীর অনুরোধে উহা রহিত হইল। এই ঘটনা দর্শনে সমাগত ব্যক্তিবর্গ হায় হায় করিতে লাগিল। অশ্বারোহী বিশেষ অনুতপ্ত হইল। বিচারক প্রস্থান করিলে তিনি আমার নিকট আসিয়া কোমল স্বরে বলিলেন "বোধ করি বিশেষ প্রয়োজনবশতঃই তুমি এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলে, নতুবা তোমার মত আকৃতির লোক এরূপ কার্য্যের যোগ্য নহে। কিন্তু যাহা ভবিতব্য ছিল, ঘটিয়াছে। এক্ষণে তুমি এই অর্থ লইয়া গমন কর। ইহারই জন্য তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ইহাতে আমি বাস্তবিক অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া তিনি তোড়াটী আমার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিলেন। কয়েকটী ভদ্রলোক আমার দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া হস্তের রক্তমোক্ষণ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং আমাকে বাটীতে পঁহুছিয়া দিলেন। বাটীতে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম "এক্ষণে সেই

যুবতীর নিকট কোনরূপে যাওয়া হইতে পারে না। কারণ, সে এবিষয় জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমার মুখ দর্শন করিবে না।' তথাপি আমি তথায় যাওয়াই স্থির করিলাম। এবং যে পথে বড় একটা লোকজন চলে না তদ্দ্বারা তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বহু রক্তনিস্রাবে আমি এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তথায় উপস্থিত হইয়াই এক পর্য্যঙ্কে শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু পাছে রমণী জানিতে পারে এই আশঙ্কায় দক্ষিণ হস্ত বস্ত্র দ্বারা অতি সাবধানে আবৃত করিয়া রাখিলাম। এদিকে রমণী আমার পীড়ার কথা শুনিয়া ব্যস্তেব্যস্তে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "নাথ! আপনার কি হইয়াছে?" আমি প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া বলিলাম "আমার অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে।" রমণী এই কথায় বিশ্বাস করিল না। সে কহিল "কাল যখন তুমি এখান হইতে যাও, তুমি বেশ ছিলে। এক দিনের মধ্যে তোমার এমন কি অসুখ হইল, যে তুমি এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ? ইহার অবশ্যই কোন গুরুতর কারণ আছে, তুমি আমার নিকট প্রকাশ করিতেছ না। আমি কি না জানিয়া কোন অপরাধ করিয়াছি, অথবা তুমি আমাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ কর না?" আমি কহিলাম "তুমি কেন অকারণে ভীত হইতেছ? আমার শিরঃপীড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।" এই বলিয়া তাহাকে সন্ধ্যা অবধি নিরস্ত রাখিলাম। অনন্তর সে আমাকে আহারার্থে উপরোধ করিল। আহারকালে বাম হস্তে ভোজন করিতে হইবে এবং তাহা হইলে সকল প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই ভয়ে আমি বলিলাম "আমার ক্ষুধামাত্র নাই; অদ্য কিছু আহার করিব না।" অনন্তর রমণী মদ্যপান করাইবার জন্য এক সুরাপূর্ণ পাত্র আমার সম্মুখে ধরিয়া কহিল "ইহা পান কর। ইহাতে তোমার বলবৃদ্ধি করিবে।" আমি বাম হস্তে পানপাত্র গ্রহণ করিলাম। অমনি প্রবলবেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া আমার কপোল দেশ প্লাবিত করিল। তদ্দর্শনে রমণী সন্দিগ্ধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দক্ষিণ হস্তের পরিবর্ত্তে বাম হস্তে কেন পানপাত্র গ্রহণ করিলে?' দক্ষিণ হস্তে একটা ফোড়া হইয়াছে, বলিয়া আমি সেবারে নিষ্কৃতি পাইলাম। অনন্তর দুর্ব্বলতাবশতঃ আমি শীঘ্র নিদ্রাগত হইলাম। যুবতী নিদ্রাবস্থায় আমার দক্ষিণ হস্তে কি হইয়াছে দেখিবার জন্য তদুপরিস্থ বস্ত্র উন্মোচন করিয়া সমুদায় ব্যাপার বুঝিতে পারিল। ইহাতে আমার কিরূপ অপমান বোধ হইয়াছে এই চিন্তায় রমণী বড়ই অভিভূত হইল এবং ইহা যে কেবল তাহারই প্রেমের অনুরোধে ঘটিয়াছে তাহাও তাহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল।

পরদিন প্রভাতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম তাহার বদন মলিন ও বিমর্ষ। পাছে আমার কষ্ট হয় এইজন্য সে প্রভাতে হস্তসম্পর্কীয় কোন কথার উল্লেখ করিল না; কেবল আমাকে আহারের জন্য পুনঃ পুনঃ উপরোধ করিতে লাগিল এবং অবশেষে আমাকে আহার করিতে বাধ্য করিল। ভোজনান্তে আমি বিদায় প্রার্থনা করিলে সে আমার বস্ত্র ধরিয়া কহিল "প্রাণেশ্বর, তুমি স্বীকার কর আর নাই কর, আমি বুঝিয়াছি যে এই হতভাগিনীর জন্যই তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমি নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিব কৃতসঙ্কল্প করিয়াছি। তোমার এরূপ কষ্ট দেখিয়া

আমি কদাচ জীবনধারণ করিতে পারিব না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি তোমার কিঞ্চিৎ উপকার করিয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া সে একজন ব্যবহারাজীবকে আনিয়া নিজ সম্পত্তি আমার নামে দানপত্র লিখিয়া লইল। অনন্তর পর্য্যাপ্ত পুরস্কার দিয়া উকিলকে বিদায় দিয়া যুবতী এক সিন্দুক খুলিয়া আমাকে কহিল "অদ্যাবধি তুমি যতগুলি মুদ্রা আমাকে দিয়াছ, সমুদায় এই স্থানে তোলা আছে। আমি ইহার একটাতেও হাত দিই নাই। ইহা তোমার প্রয়োজন হইলেই লইয়া যাইও।" এই কথায় আমি তাহার দেবতুল্য কৃপার জন্য ধন্যবাদ দিলাম এবং তাহাকে প্রাণ পরিত্যাগ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। আমার দুঃখে চিন্তিত হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন এবং ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমিই তাহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলাম। তুমি যে তিসি বিক্রয় করিয়াছিলে, তাহাও তাঁহার সম্পত্তি।

অনন্তর যুবক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "এই কারণেই আমি বাম হস্তে আহার করিয়াছি। তুমি আমার জন্য যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছ এবং যেরূপ বিশ্বাসের সহিত আমার ধন রক্ষা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ঈশ্বরকৃপায় আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে, এই জন্য আমার ইচ্ছা তোমার নিকট আমার যে অর্থ আছে তাহা তোমাকে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ উপহার দি, উহা গ্রহণ করিলে পরম বাধিত হইব। তোমার নিকট আমার আর একটী প্রস্তাব আছে। কায়রো নগরে অবস্থান করা একণে আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর; সেই জন্য মানস করিয়াছি, শীঘ্রই এই নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইব এবং আর কখন এখানে প্রত্যাগমন করিব না। যদি তুমি আমার সহিত আগমন কর, তাহা হইলে উভয়ে একত্রে ব্যবসা করি, বানিজ্যের লাভ উভয়ে তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইব।" আমি এই উভয় প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমরা উভয়ে নানাদেশে বানিজ্য করিয়া একণে মহারাজের রাজ্যে উপনীত হইয়াছি। একণে উক্ত যুবক পারস্য নগরে অবস্থান করিবার মানসে তথায় গমন করিয়াছেন। আমিও এখানে থাকিয়া আপনার অনুমতি পালন করিতেছি।

মহারাজ এই আমার উপন্যাস। ইহা কি কুব্জের গল্প অপেক্ষা বিস্ময়-জনক নহে।

কাস্গরাধিপতি এই কথা শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তুমি যে দেখিতেছি অতিশয় সাহসী। কোন্ সাহসে তুমি এরূপ অশ্রাব্য গল্প আমার নিকট বর্ণনা করিলে? তুমি কি মনে কর, একটা ঘৃণিত লম্পটের কার্য্যের বিবরণ কুব্জের অত্যাশ্চর্য্য বৃত্তান্তের তুল্য? কখনই নহে। আমি এই অপরাধে তোমাদের চারি জনকেই ফাঁসি দিব।"

এই কথা শুনিয়া ভাণ্ডারী ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কহিল "মহারাজ, আমি যে ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি, যদি তাহা কুব্জের বৃত্তান্ত হইতে আশ্চর্য্য-জনক হয়, তবে আপনাকে আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে।" নৃপতি সম্মত হইলে, ভাণ্ডারী গল্প আরম্ভ করিল।

ভাণ্ডারীর কথিত উপন্যাস।

মহারাজ, আমি গত কল্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। বিবাহ সভায় অনেকানেক মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা সমাগত হইয়াছিল। শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহারে উপবেশন করিল। গৃহস্বামী উত্তম খাদ্য-দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছিল; যাহার যাহা ইচ্ছা সেই তাহা খাইতে লাগিল। সমস্ত খাদ্যের মধ্যে রসুন দ্বারা প্রস্তুত খাবারটি এত সুন্দর হইয়াছিল যে সকলেই তাহা আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিল; কেবল এক ব্যক্তি হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন, "সে দিবস রসুন খাইয়া আমি যে বিপদে পড়িয়াছি, তাহা অদ্যাপি আমার স্মরণ আছে; আর কখন আমি রসুন খাইব না।" অনন্তর গৃহস্বামী তাঁহাকে বিশেষ উপরোধ করাতে তিনি কহিলেন "মহাশয়, রসুন খাইতে আমার কোন কুসংস্কার নাই। যদি আপনি বিশেষ অনুরোধ করেন, আমি খাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহা হইলে আমাকে আলকালি দিয়া চল্লিশবার হাত ধুইতে হইবে, তৎপরে উহার ভস্ম দিয়া চল্লিশবার এবং সর্ব্বশেষে সাবান দিয়া চল্লিশবার হস্ত ধৌত করিতে হইবে। বোধ করি, ইহাতে আপনি কোন অপরাধ লইবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যখনই রসুন খাইব তখনি এইরূপ বার বার হস্ত ধৌত করিব।" গৃহস্বামী ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি ভৃত্যগণকে আলকালি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া বোগ্দাদবাসী বণিককে রসুন আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। বণিক অগত্যা সম্মত হইল, কিন্তু সে এরূপ ভয়ে ও অনিচ্ছার সহিত একটুকু রসুন মুখে দিল যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এবং আহারকালে আরও একটি আশ্চর্য্য দৃষ্ট হইল যে বণিকের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছিন্ন। তদ্দর্শনে কিরূপে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছিন্ন হইল, সকলে তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি কহিলেন "আমার দক্ষিণ হস্তের কেন বামহস্তেরও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছিন্ন এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠও এইরূপ। কিরূপে আমি অঙ্গুষ্ঠ হারাইলাম তাহার বিবরণ অতি আশ্চর্য্য। অগ্রে প্রতিজ্ঞানুসারে হস্তাদি ধৌত করিয়া পরে আপনাদের কৌতুহলনিবৃত্তি করিতেছি।" অনন্তর তিনি ১২০ বার হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিকট গল্প আরম্ভ করিলেন।

হারুন অল রসিদের রাজত্বকালে বোগ্দাদ নগরে আমার পিতার জন্ম হয়। তিনি একজন বিভবশালী বণিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখে একান্ত আসক্ত হওয়ায় তিনি সমুদায় সম্পত্তি ক্ষয় করেন এবং মৃত্যুকালে আমার গলায় অনেক ঋণ রাখিয়া যান। আমি অনেক যত্নে ও অনেক সাবধানে ব্যবসা করিয়া সেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করি ও কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করি।

এক দিবস অতিপ্রত্যূষে আমি দোকান খুলিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম একটী রমণী, একজন খোজা ও দুই জন দাসীর সহিত এক অশ্বতর আরোহণ করিয়া আমার দোকানের সম্মুখে নামিলেন। খোজা কহিল, "আপনি অত্যন্ত প্রত্যুষে আসিয়াছেন, এখনও কোন দোকান খোলা হয় নাই। আমার কর্ত্রী

খুলিলে আপনাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না।” বাস্তবিক আমার দোকান ভিন্ন অন্য কোন দোকান খোলা হয় নাই দেখিয়া রমণী আমাকে অভিবাদন করিয়া কহিল “যদি অনুমতি করেন, যতক্ষণ অন্যান্য বণিকেরা না আসে আপনার দোকানে অপেক্ষা করি।” আমি সম্মত হইলে রমণী আমার দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং খোজা ও আমি ভিন্ন তথায় অন্য কোন পুরুষ নাই দেখিয়া বায়ুসেবনার্থ অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন। আমি তাদৃশ রূপবতী নারী আর কখনও দেখি নাই। দর্শনমাত্রে আমার হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হইল। রমণী আমার কটাক্ষপাতে বিরক্ত না হইয়া বরং যাহাতে আমার দর্শনের সুবিধা হয় এরূপ ভাবে উপবেশন করিল এবং যে পর্য্যন্ত অন্যান্য বণিকেরা দর্শন না দিল সে পর্য্যন্ত মুখ অনাবৃত রাখিল। তৎপরে তিনি কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্যের নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এগুলি আপনার নিকট পাওয়া যাইবে কিনা?” আমি বলিলাম “ভদ্রে, আমি সম্প্রতি দোকান খুলিয়াছি। অত বহুমূল্য দ্রব্য রাখিবার সঙ্গতি আমার নাই। তবে আপনার কষ্টের লাঘব করিবার জন্য আমি অন্যান্য আপণ হইতে আপনাকে উহা আনিয়া দিতে পারি। দোকানদারেরা আমাকে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিবে। সুতরাং ইহাতে আপনার কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যও হইতে পারে।” রমণী ইহাতে সম্মত হইলে, আমি নিজের নামে অন্যান্য দোকান হইতে ধারে তাঁহার প্রয়োজনীয় সমুদয় বস্ত্র আনিয়া দিলাম। খোজা তৎসমুদায় কক্ষতলে গ্রহণ করিলে রমণী আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বিদায় হইল। তাহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইলে মনে হইল, রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার সহিত আলাপে মত্ত থাকিয়া আমি দ্রব্যের মূল্য লইতে বা তাহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। সুতরাং আমি একাকী বণিকদিগের নিকট বিপুল অর্থের দায়ী। তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বণিকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলাম “তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি ঐ রমণীকে বিলক্ষণ চিনি। অষ্টাহের মধ্যে তোমরা টাকা পাইবে।” দেখিতে দেখিতে আটদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু রমণীর কোন সংবাদ নাই। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, বণিকদিগের নিকট আরও দিন কয়েক সময় লইলাম। কিন্তু নবম দিনে রমণী পূর্ব্বমত খোজা ও দাসী সমভিব্যাহারে আসিয়া আমার দোকানে দর্শন দিলেন। সমুদায় মুদ্রা আমার হস্তে দিয়া কহিলেন “টাকা দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া কিছু মনে করিও না।” তৎপরে তাঁহার সহিত অনেক কথোপকথন হইল। ইতিমধ্যে বণিকেরা দোকান খুলিলে, আমি যাহার যাহা প্রাপ্য দিলাম। রমণী এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের দ্রব্য আমাকে ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। যথাসময়ে টাকা পাওয়াতে বণিকদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, এইজন্য চাহিবামাত্র তাহারা আমাকে রমণীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র সকল প্রদান করিল। রমণী তৎসমুদায় খোজার হস্তে দিয়া বিদায় লইল। মূল্যের নামও উল্লেখ করিল না এবং আমিও ভদ্রতার খাতিরে নিজ চিত্তহারিণীকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে সাহস করিলাম না। তিনি প্রস্থান করিলে মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম “এরূপ আকৃতির রমণী কি প্রতারণা করিতে পারে? প্রথমে শীঘ্র শীঘ্র মূল্য দিয়া দ্বিতীয় বারে ফাঁকি

দিব এরূপ চিন্তা এমন সুকোমল কুসুমহৃদয়ে বাস করিতে পারে না।' কিন্তু একবারে ভয়শূন্য হইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতে লাগিল ততই দিন দিন ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে বণিকেরা অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠাতে আমাকে নিজ সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতে হইল। ইতিমধ্যে একদিন প্রভাতে রমণী পূর্ব্বমত অনুচরীর সহিত দর্শন দিলেন। কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, গণিয়া দেখ, তোমার প্রাপ্য সমুদায় টাকা হয় কি না? টাকা পাইয়া আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল এবং রমণীর প্রতি অনুরাগ পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অন্যান্য কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রমণী জিজ্ঞাসা করিল 'আমার বিবাহ হইয়াছে কি না।" আমি কহিলাম "না।" অনন্তর মুদ্রা গণনা করিতেছি এমন সময় সেই খোজা আমার কর্ণমূলে কহিল "তোমাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছি তুমি আমাদের ঠাকুরাণীকে অতিশয় ভালবাস, কেবল সাহস করিয়া নিজ মনোরথ প্রকাশ করিতে পার না। ইনিও তোমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। তোমার দ্রব্যাদিতে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল দ্রব্যাদির ছলে তোমাকে দেখিতে আসেন। এই মাত্র যে তিনি তোমাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার আর অর্থ কি? যদি তুমি নিজ অনুরাগের বিষয় তাঁহাকে জানাও আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইবেন না।" আমি কহিলাম "তোমার অনুমান মিথ্যা নহে। প্রথম দর্শনাবধি আমি এই রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছি, কিন্তু ইনি যে অকিঞ্চনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন, ইহা আমার আশার অতীত। আমি ইঁহার একান্ত বশম্বদ।" মুদ্রা গণনা শেষ হইলে রমণী গাত্রোত্থান করিল এবং "যখন আমার প্রয়োজন হইবে এই খোজা তোমার নিকট আসিবে, এ যখন যাহা বলিবে তাহা করিতে সঙ্কুচিত হইও না।" এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

আমি বণিকদিগের প্রাপ্য টাকা তাহাদিগকে দিয়া খোজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বহুদিন গত হইল তাহার দেখা পাইলাম না। অবশেষে একদিন খোজা আসিয়া কহিল "তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন; ঠাকুরাণী তোমার জন্য অতিশয় কাতর হইয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছার অধীন হইলে এতদিন আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি খালিফের মহিষী জোবেদীর প্রিয়সখী; জোবেদীর অনুমতি ব্যতীত ইঁহার কিছুই করিবার শক্তি নাই। সেদিন তিনি জোবেদীর নিকট তোমার সহিত বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। মহিষী তাহাতে এক প্রকার সম্মতি দিয়াছেন, কিন্তু প্রথমে তোমাকে একবার দেখিতে চাহেন। তুমি আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছ?" আমি কহিলাম "আমার হৃদয় সেখানে, এখানে কেবল কায়মাত্র রহিয়াছে। মন যেখানে সেখানে যাইতে কাহার আপত্তি থাকে?" খোজা বলিল "কিন্তু তুমি জান রাজ অন্তঃপুরে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই, তোমাকে অলক্ষিতে যাইতে হইবে। সুতরাং আমি যাহা যাহা বলিব তাহা করিতে হইবে। নতুবা তোমার প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে।" সে যাহা বলিবে আমি তাহা অবিচারিতচিত্তে সম্পাদন করিব বলাতে, সে কহিল "তবে তুমি অদ্য সন্ধ্যাকালে টাইগ্রীস নদীর তীরবর্ত্তী

বুঝিলাম শমন নিকট। চতুরা কামিনী যখন দেখিল যে মহারাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তখন কহিল "মহারাজ, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; মহিষীর সমক্ষে ভিন্ন আমি সিন্ধুক খুলিতে পারিব না।" "আচ্ছা, আর দরকার নাই।" এই কথা বলিয়া কাশিফ প্রস্থান করিলে রমণী শীঘ্র শীঘ্র আমাকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া এক সিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া কহিল "এই সিঁড়ি দিয়া গিয়া উপরের গৃহে বিশ্রাম কর। আমি শীঘ্র আসিতেছি।" ইহার কিঞ্চিৎপরেই মহারাজ রমণীকে রাজধানী সম্পর্কীয় বিবিধ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া বিশ্রামার্থ নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। অনন্তর রমণী আমার নিকট আসিয়া আমার কষ্টের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ব্বক কহিলেন "দেখ, তোমার যেরূপ ভাবনা হইয়াছিল আমরাও তদপেক্ষা অল্প নহে। প্রকাশ হইলে আমাদের উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইত। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, অন্য রমণী হইলে এরূপ বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইত না। কিন্তু এক্ষণে আর কোন শঙ্কা নাই। তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাও। আমি অবসর বুঝিয়া কল্য তোমার আগমন-বার্ত্তা জোবেদীর গোচর করিব।" এই বলিয়া সুন্দরী প্রস্থান করিলে আমি সুখে নিদ্রা অনুভব করিতে লাগিলাম। পরদিন প্রভাতে প্রেয়সী আসিয়া কিরূপে মহিষীকে অভিবাদন করিতে হইবে, তিনি কি কি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তাহার কি প্রকার উত্তর দিতে হইবে, তৎসমুদায় আমায় শিখাইয়া দিয়া গেলেন। অনন্তর তিনি আমাকে এক সুসজ্জিত গৃহে লইয়া গেলেন। আমি সেখানে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে না করিতে দেখিলাম, বিংশতিসংখ্যক সমবয়স্ক রমণী বিচিত্র ভূষণে অলঙ্কৃতা হইয়া জোবেদীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া সিংহাসনের দুই পার্শ্বে বিনীতভাবে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তৎপরে আরও বিংশতি জন রমণীর সহিত জোবেদী আগমন করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্টা হইলেন। তাঁহার প্রিয়সখী দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু অন্যান্য রমণী কিঞ্চিৎ দূরে সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইল। জোবেদী উপবেশন করিলে পূর্ব্বাগত রমণীগণ প্রবেশার্থ আমাকে ইঙ্গিত করিল। আমি প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। তিনি আমাকে উঠিতে আদেশ করিয়া আমার নাম ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎসমুদায়ের প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া তিনি মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং কহিলেন "আমার কন্যা যেরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছে, ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এই বিবাহের আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্তু দশ দিন কাল তোমাকে রাজপ্রাসাদে অপেক্ষা করিতে হইবে, ইতিমধ্যে আমি এই বিষয়ে মহারাজের সম্মতি গ্রহণ করিব। এখানে তোমার কোনরূপ অনাদর হইবে না।" আমি তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম। দশ দিবস আমাকে অন্তঃপুরে বাস করিতে হইল, আমার যত্নের কোনরূপ ত্রুটী হইল না। অসুখের মধ্যে এই, প্রেয়সীর সহিত একবারও সাক্ষাৎ হইল না। এদিকে জোবেদী মহারাজের সম্মতি গ্রহণ করিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে আদেশ প্রচার করিলেন, রাজবাটীতে মহাসমারোহ পড়িয়া গেল। নৃত্য গীত অনবরত রাজপ্রাসাদকে আনন্দিত করিতে লাগিল। ক্রমে দিনে বিবাহের

বিনষ্ট হইল; নক্ষত্রমালার ন্যায় অসংখ্য আলোকমালায় রাজসৌধ হাসিতে লাগিল। প্রেয়সী ও আমি উভয়ে দুইটী স্বতন্ত্র স্নানাগারে নীত হইলাম। স্নানান্তে আহারার্থ উপবেশন করিলাম এবং অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে রসুন দিয়া প্রস্তুত একটী ব্যঞ্জন উপাদেয় হওয়াতে তাহা প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আহারান্তে হস্ত ধৌত না করিয়া কেবল রুমালে মুছিয়া ফেলিলাম। অনন্তর এক সুসজ্জিত প্রশস্ত গৃহে হীরকাদি খচিত দুই বিচিত্র সিংহাসনে আমরা উভয়ে বরকন্যাবেশে সজ্জিত হইয়া উপবেশন করিলাম। গায়কগণের সঙ্গীত-ধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যথাবিধানে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে আমরা বাসর-গৃহে প্রবেশ করিলাম। সমভিব্যাহারী রমণীমণ্ডল নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি প্রেয়সীকে আলিঙ্গন করিবার মানসে যেমন তাঁহার সন্নিহিত হইলাম, অমনি তিনি আমাকে বেগে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সখীগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমি এরূপ আকস্মিক বিকারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সখীগণ আসিয়া বলিল "এই মাত্র আমরা তোমাকে রাখিয়া যাইতেছি, ইহার মধ্যে কি হইল যে তুমি আমাদিগকে ডাকিতেছ?" সে কহিল "এই পামরটাকে আমার দৃষ্টির অন্তরালে লইয়া যাও।" আমি কহিলাম "প্রেয়সি, কি অপরাধ হইয়াছে যে তুমি আমার উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছ?" চণ্ডী কহিল "তুমি পশু; রসুন ভক্ষণ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন কর নাই এবং সেই অপরিষ্কার অবস্থায় আমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছ? সখিগণ, ইহাকে ভূতলে নিক্ষেপ কর।" আজ্ঞামাত্র সখিগণ আমাকে চিৎপাত করিয়া ফেলিল। প্রেয়সী আমার এক স্বর্ণার্থ বেত্র হস্তে লইয়া যত দূর শক্তি স্বামীপরিচর্য্যা করিলেন এবং তৎপরে আমার হস্তচ্ছেদনার্থ পুলিসে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। সখীগণকে বিস্তর মিনতি করায় তাহারা দয়ার্দ্র হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করিল। অনেক অনুরোধের পর তিনি আমার হস্তচ্ছেদন রহিত করিলেন; কিন্তু বলিলেন "তোমার অপরাধের জন্য এমন কোন শাস্তি দিব, যাহাতে তোমার চিরকাল স্মরণ থাকে, রসুন খাইয়া হস্ত ধাবণ না করা কত অন্যায়।" এই কথা বলিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন, অন্যান্য রমণীরা তাঁহার অনুগমন করিল। আমি একাকী সেই গৃহে পড়িয়া রহিলাম এবং নিজ অদৃষ্ট ও অর্ব্বাচীনতাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

দশ দিবস কাল আমি জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না; কেবল এক বৃদ্ধা দুবেলা আমার আহার দিতে আসিত। একদিন তাহাকে গুণের সতীলক্ষ্মীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল "রসুনের গন্ধে তাঁহার অতিশয় পীড়া হইয়াছে, অদ্যাপি তিনি সুস্থ হইতে পারেন নাই।" তুমি বাছা কেন হাত ধোও নাই? তা হলে ত এত কাণ্ডখানা হত না।" আমি কহিলাম "কি আশ্চর্য্য, ইহারা এত সৌখিন? কিন্তু ইহাদের রাগতো বড় ভয়ানক।" কিন্তু আমি এত যে অপমানিত হইলাম, তথাপি প্রেয়সীর প্রতি আমার অনুরাগের অনুমাত্র হ্রাস হইল না।

এক দিবস বৃদ্ধা কহিল, "তোমার স্ত্রী আরাম হইয়াছেন এবং কল্য তোমায় দেখিতে আসিবেন বলিয়াছেন।" বাস্তবিকই পরদিন রূপসী দর্শন দিলেন। তিনি বলিলেন "দেখ, আমি তোমার তাদৃশ গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। কিন্তু অদ্যাপি আমি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি নাই।" এই কথা বলিয়াই তিনি সঙ্গিনীগণকে আহ্বান করিলেন। তাহারা তদীয় আদেশক্রমে আমাকে পূর্ব্ববৎ চিৎপাত করিয়া ফেলিল। এবারে কিছু গুরুতর গোছের পতিসেবা হইল; রাজ্ঞী স্বয়ং একখানা ক্ষুর হস্তে লইয়া আমার বক্ষঃস্থলে শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন এবং একে২ আমার ৪টী অঙ্গুলি ছেদন করিলেন। আমি যন্ত্রণায় বিকট আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম। একজন রমণী এক প্রকার বৃক্ষের মূল ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিল এবং আমাকে সবল করণার্থ মদ্যপান করাইল। আমি বনিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আর এ জীবনে যদি কখন আমাকে রসুন ভক্ষণ করিতে হয়, আমি ১২০ বার হস্ত প্রক্ষালন করিব।" রমণী কহিল "তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইব এবং তোমার সহিত সহবাস করিব।" অনন্তর আমরা পরম সুখে কিছুকাল রাজ-অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলাম। অবশেষে এরূপ পরাধীনতা কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু প্রেয়সী জানিতে পারিলে পাছে অসন্তুষ্ট হয়, এজন্য মনোভাব যত্নে গোপন করিয়া রাখিলাম। কিন্তু চতুরা কামিনী তাহা জানিতে পারিয়া, কৌশলক্রমে মহিষীর আদেশ গ্রহণ করিল। আমরা রাজপ্রসাদস্বরূপ বহুধন প্রাপ্ত হওয়ায় নগরমধ্যে এক সুন্দর অট্টালিকা ক্রয় করিয়া কিছুকাল কপোত-কপোতীর ন্যায় বাস করিলাম। কিন্তু মানবের সুখ স্থায়ী নহে। অদ্য এক বৎসর হইল আমার প্রেয়সীর কাল হইয়াছে। তখন বাটী বিক্রয় করিয়া বাণিজ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দেশে দেশে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলাম। সম্প্রতি এই নগরে আসিয়া বাস করিতেছি। এক্ষণে মহাশয়েরা বুঝিলেন, কেন আমি রসুন খাইতে অস্বীকার করিয়াছিলাম।

গল্প শেষ করিয়া ভাণ্ডারী কহিল "মহারাজ, কল্য বিবাহ-সভায় আমি গল্প শুনিয়া আসিয়াছি।" রাজা কহিলেন "হাঁ, তোমার গল্পটী মন্দ নহে, কিন্তু কুব্জের গল্পের সহিত ইহার তুলনা হয় না।" তৎপরে ইহুদী চিকিৎসক প্রণামপুরঃসর কহিল "মহারাজ, আমি একটী গল্প জানি। ভরসা করি, উহা শুনিলে মহারাজ প্রীত হইবেন।" রাজা কহিলেন "আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কুব্জের গল্প অপেক্ষা চমৎকার না হইলে, তোমাদের জীবনে আশা নাই।" বৈদ্য তখন গল্প আরম্ভ করিল।

ইহুদী চিকিৎসকের কথিত উপন্যাস।

যখন আমি ডামস্কস নগরে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছি, সেই সময়ে একদিবস এক ক্রতদাস এক রোগীকে দেখাইবার জন্য আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। এক বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখি, একটী সুগঠিতদেহ যুবক পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছে। আমি হস্ত দেখিতে চাহিলে যুবক বাম হস্ত প্রসারণ করিল। আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া ভাবি-

জাম, কোন্ হস্ত দেখাইতে হয়, হয় ত এ ব্যক্তি জানে না। যাহা হইক আমি হাত দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বিদায় হইলাম। উপর্য্যুপরি দশ দিন তথায় যাতায়াত করিলাম। দশম দিবসে যুবক সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া আমি স্নানের ব্যবস্থা করিলাম। ডামস্কসের শাসনকর্ত্তা তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি চিকিৎসাকার্য্যে আমার দক্ষতা দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া আমাকে একটী খেলাত দিলেন এবং নগরস্থ প্রধান চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকপদে আমায় অভিষিক্ত করিলেন। যুবকও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ আমাকে তদীয় ভবনে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি সম্মত হইলে ভৃত্যেরা যখন যুবককে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করায়, তখন দেখিলাম তাহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন। যুবক আমাকে বিস্মিত দেখিয়া কহিলেন "এক দিন আপনাকে ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইব।" আহারান্তে উভয়ে একত্র উপবেশন করিয়া নানা কথায় দিবা অতিবাহিত করিলাম। সন্ধ্যাকালে উভয়ে শাসনকর্ত্তার উদ্যানে বায়ু সেবন করিতে গমন করিলাম। তথায় এক বৃক্ষতলে উভয়ে উপবিষ্ট হইলে যুবক নির্জ্জন পাইয়া নিজ হস্তচ্ছেদের বিবরণ আরম্ভ করিল।

যুবক বলিল, মোসল নগরের এক উচ্চবংশে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার অনেকগুলি ভ্রাতা ছিল, কিন্তু আমার পিতা ভিন্ন কাহারও সন্তান সন্ততি হয় নাই। বাটীর মধ্যে আমিই একমাত্র বালক। পিতা আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য অনেক যত্ন করেন এবং আমিও জ্ঞাতব্য নানা বিষয় শিক্ষা করি।

এক দিবস সন্ধ্যাকালে আমরা সকলে উপাসনার্থ মসজিদে গমন করি। ভজনা শেষ হইলে সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিল, কেবল আমরা তথায় রহিলাম। কথায় কথায় দেশ ভ্রমণের কথা উঠিল। আমার একজন খুল্লতাত বলিলেন, মিসর অপেক্ষা সুন্দর দেশ জগতে আর নাই। আমার পিতাও এই কথায় সায় দিয়া মিসরের মহিলাগণের অলৌকিক রূপলাবণ্য, ভদ্রতা নীল-নদের উর্ব্বরতাপ্রসূ শক্তি প্রভৃতির বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই দেশ দেখিতে আমার এমন প্রবল বাসনা হইল যে গৃহে আসিয়া সে রাত্রি ভাবনায় চক্ষু বুজিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে আমার খুল্লতাতেরা কেরো দর্শনার্থ বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন। তাহাদের সকলের গমনের আয়োজন হইলে আমি পিতার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। অনেক আপত্তির পর পিতা বলিলেন, তোমাকে ডামস্কস নগরে রাখিয়া আমরা কেরো যাত্রা করিব। আমি মন্দের ভাল বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

আমি, পিতা ও খুল্লতাতগণের সহিত যাত্রা করিলাম। নানা দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে ডামস্কসে উপস্থিত হইলাম। নগরের শোভা সন্দর্শনে মন মোহিত হইয়া গেল। কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া খুল্লতাতগণ ও পিতা কেরো উদ্দেশে বহির্গত হইলেন, কতক বাণিজ্য দ্রব্য আমার নিকট রহিল। আমি একটি সুন্দর বাটী ভাড়া লইয়া নিজ অবস্থামত সাজাইলাম। কতকগুলি বন্ধু বান্ধবের সহিত আমি তথায় বিশুদ্ধ আমোদ অনুভব করিতাম। তখন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই।

এক দিবস বাটির দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতেছি, এমন সময়ে এক যুবতী উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমার নিকট আগমন করিল এবং আমি বস্ত্রাদি বিক্রয় করি কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া আমার আবাস মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাকে গৃহে বসাইয়া কহিলাম, "ভদ্রে, আমার কতিপয় উৎকৃষ্ট বস্ত্র বিক্রয়ার্থ ছিল বটে, কিন্তু তোমাকে দেখাই এমন কোন বস্ত্রাদি এক্ষণে নাই; ইহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম।" যুবতী মুখাবরণ অপসরণ করিলে তাহার অলৌকিক কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া আমার মনে ঈদৃশ ভাবের আবির্ভাব হইল, যাহা ইতিপূর্ব্বে কখন আমার অন্তরে উদিত হয় নাই। যুবতী কহিল "আমার বস্ত্রাদির কোন প্রয়োজন নাই। তোমার সহিত কিয়ৎকাল আমোদ করি এই আমার অভিপ্রায়। যদি তোমার ইহাতে অসম্মতি না থাকে, তবে আমি অদ্য রাত্রি এখানে অবস্থান করি।" আমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়া ভৃত্যবর্গকে সুরা ও কিছু ফল আনিতে কহিলাম। আমরা একত্র সুরাপান করিলাম এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিলাম। প্রভাতে বিদায় কালে রমণীকে ১০টী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলাম। তেজস্বিনী যুবতী তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল "আমি অর্থলোভে তোমার নিকট আগমন করি নাই। তুমি আমার যেরূপ অপমান করিলে ইহাতে যদি তুমি আমার নিকট হইতে দশ মুদ্রা গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি অতিশয় দুঃখিত হইব এবং আর কদাচ তোমার মুখদর্শন করিব না।" আমাকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। রমণী নিজ পকেট হইতে দশটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া "পরশ্ব আসিব" বলিয়া প্রস্থান করিল। আমি আশাপথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অতি কষ্টে তিন দিন কাটাইলাম; এই তিন দিন আমার তিন যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৃতীয় দিবসে যথা সময়ে যুবতী আবার দর্শন দিলেন। আমরা পূর্ব্বমত আমোদে সে রাত্রি যাপন করিলাম। প্রভাতে যুবতী পূর্ব্ববৎ আমাকে দশ মুদ্রা গ্রহণ করাইয়া বিদায় লইল। এবারেও তিন দিন পরে আসিবার কড়ার করিয়া গেল। তৃতীয় বারে আসিয়া যখন উভয়ে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছি, যুবতী আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "প্রাণবল্লভ, তুমি আমাকে কেমন দেখ? আমি কি সুন্দরী নহি?" আমি কহিলাম "সুন্দরী, তোমার ন্যায় রূপবতী রমণী আমি কখন দেখি নাই। তুমি আমার মন প্রাণ সমস্ত অপহরণ করিয়াছ; তুমি আমার জীবনতোষিণী।" যুবতী উত্তর করিল "বোধ করি আমার সঙ্গিনীকে দর্শন করিলে তুমি এসব ভুলিয়া যাইবে। সে আমা অপেক্ষা যুবতী ও সুন্দরী। পরন্তু সে এরূপ রসিকা যে ম্রিয়মাণ ব্যক্তিও তাহার কথায় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠে। তাহাকে এক দিন তোমার নিকট আনয়ন করিব। আমি তাহার নিকট তোমার গুণের কথা প্রকাশ করিয়াছি। সেই কথা শুনিয়া সে আসিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়াছে। কেবল তোমার সম্মতির অপেক্ষায় এত দিন তাহাকে আনি নাই।" আমি কহিলাম "তোমার যাহা ইচ্ছা করিও। কিন্তু আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আমার চিত্ত তোমার প্রতি এত আসক্ত যে অন্য কোন নারীই ইহা বিচলিত করিতে পারিবে না।" "সাবধান, এইবার তোমার প্রণয় পরীক্ষা,

মতি হয়। যে দিন বিষপানে মধ্যমার মৃত্যু হয় সেই দিন আমি জ্যেষ্ঠাকে তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সে রোদন করিতে লাগিল। কোনরূপ অত্যাহিত সংঘটিত হইয়া থাকিবে অনুমান করিয়া আমি তাহাকে আরও পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলাম। কিন্তু প্রকৃত কথা বাহির করিতে পারিলাম না। নানাস্থানে অনুসন্ধান করিলাম, কোন সমাচার পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠা পাপের অনুতাপে রুগ্ন হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিল। এক্ষণে তাহারা উভয়েই উপরত হইয়াছে। তোমার ও আমার দশা এক্ষণে তুল্যরূপ। আমার ইচ্ছা মদীয় সর্ব্বকনিষ্ঠা দুহিতার সহিত তোমার বিবাহ দি, এই কন্যাটী রূপে তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু গুণে তাহাদের ঠিক বিপরীত, এরূপ সুশীলা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে আমার পরলোকান্তে তুমিই আমার সঞ্চিত অতুল বিভবের এক মাত্র উত্তরাধিকারী হইবে।" আমি সম্মতি হইলে শুভ লগ্নে শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল। শাসনকর্ত্তা আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন বলিয়া আমি পিতার মৃত্যুকালে মোসলে যাইতে পারিলাম না। এই স্থানেই অবস্থান করিতেছি। আমি যুবকের গল্প শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

কাসগরপতি বৈদ্যের গল্প শুনিয়া বলিলেন "গল্পটি চমৎকার বটে, কিন্তু কুব্জের ন্যায় নহে। বিশেষ কুব্জের ইতিহাস কেমন হাস্যরসপূর্ণ। আমি তোমাদের চারি জনেরই প্রাণদণ্ড করিব। এই কথা শুনিয়া দরজী অশ্রুপূর্ণনেত্রে এক গল্প শুনাইবার প্রার্থনা করিল।" রাজা সম্মত হইলে সে গল্প আরম্ভ করিল।

দরজীর কথিত কাহিনী।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, আমি এক বণিকের ভবনে নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলাম। তথায় প্রায় বিংশতি জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। গৃহস্বামী কোন কারণ বশতঃ বাহিরে গিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিয়ৎকাল পরে তিনি এক সৌম্যমূর্ত্তি খঞ্জকে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা সকলেই যুবাকে বসিতে অভ্যর্থনা করিলাম। যুবাও বসিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু আমাদের মধ্যে নরসুন্দর নামক এক জন নাপিতকে দেখিয়া আর বসিল না, প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। গৃহস্বামী তদ্দৃষ্টে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "মহাশয়কে আমি নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলাম, কিন্তু আপনি গৃহে পদার্পণ করিতে না করিতে চলিয়া যান, এ কিরূপ কথা?" যুবক কহিল "মহাশয়, আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি ঐ পাপিষ্ঠ নাপিতের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না। ও যে স্থানে থাকে আমি কদাচ তথায় যাইব না।" এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। গৃহস্বামী যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ঐ ব্যক্তি আপনার এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে আপনি উহার সংস্রব পর্য্যন্ত থাকিতে চাহেন না?" যুবক কহিল "আমার পদ যে খঞ্জ হয় এই দুরাত্মা তাহার মূল এবং এতদ্ব্যতীত ইহার জন্য আমাকে আরও অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। সেই কারণে আমি প্রতিজ্ঞা

করিয়াছি কদাচ উহার মুখাবলোকন করিব না। "সেই জন্যই আমি জন্মভূমি বোগ্দাদ নগর ত্যাগ করিয়া এত দূরদেশে আগমন করিয়াছি। কিন্তু কেমন দুর্ভাগ্য, এ পাপিষ্ঠ এখানেও আসিয়া জুটিয়াছে, কোন রূপে এ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহে না। এখনি এই নগর পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে লুকাইব, যেখানে এই নরাধমের পাপমুখ দেখিতে না হয়।" এই কথা বলিয়া যুবক চলিয়া যায় দেখিয়া গৃহস্বামী ও সমাগত ভদ্রলোকগণ তাঁহাকে বসাইয়া কিরূপে নাপিত তাঁহার খঞ্জ হইবার কারণ হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক নাপিতের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমার পিতা বোগ্দাদ নগর মধ্যে এক অতি বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি শান্তির জীবন ভালবাসিতেন বলিয়া কখন উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। পিতার পরলোকান্তে আমি তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলাম। তৎসমুদায় গর্হিত ইন্দ্রিয়সেবায় ব্যয় না করিয়া আমি তাহা সৎকার্য্যে বিনিয়োগ করিলাম এবং এইরূপে দশজনের সম্মানভাজন হইয়া উঠিলাম। আমি ইন্দ্রিয়-সুখের এরূপ বিদ্বেষী ছিলাম যে কখন স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকিতাম না, যত্ন পূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতাম। এক দিবস এক পথে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, একদল স্ত্রীলোক সেই দিকে আসিতেছে। তাহাদের দর্শন অতিক্রম করিবার মানসে আমি এক ক্ষুদ্র গলিতে প্রবেশ করিলাম এবং এক বাটীর দ্বারস্থ বেঞ্চিতে উপবেশন করিলাম। তথায় উপবিষ্ট হইয়া সম্মুখস্থ গবাক্ষস্থিত কতকগুলি পুষ্পবৃক্ষের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে এক রূপসী রূপের আলোয় আমার নয়ন ঝলসিয়া গবাক্ষ প্রদেশে উদিত হইলেন; তিনি তুষারধবল স্বীয় হস্তে পুষ্পবৃক্ষে জল সেচন করিতে লাগিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে এক একবার আমার দিকে কটাক্ষ-পাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, আমার স্ত্রীজাতির প্রতি যে বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল, তৎপরিবর্ত্তে উৎকট পক্ষপাত জন্মিল। জলসেচনও সমাপ্ত হইল, আমার হৃদয়বিজয়ও সমাপ্ত হইল। যুবতী আমার মনোহরণ করিয়া এবং আমাকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ও চিন্তায় নিক্ষেপ করিয়া, গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে নগরের প্রধান বিচারক অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া এবং ৫।৬টী অনুচরে পরিবৃত হইয়া সেই বাটীর সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে আমি অনুমান করিলাম যে এই সুন্দরী ইঁহার কন্যা।

আমি অতি বিমর্ষ ভাবে গৃহে প্রতিগমন করিলাম। অবিরত চিন্তায় আমার উৎকট পীড়া উপস্থিত হইল। নানা বৈদ্য নানা ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত রোগ নির্ণয় না হইলে ঔষধে উপকার দর্শিবে কেন? আমার পীড়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমার আত্মীয়গণ আমার জীবনে হতাশ হইলেন। এক দিবস এক বৃদ্ধ আসিয়া আমার রোগ ধরিল। সে অন্যান্য সকলকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "বৎস, সত্য করিয়া বল দেখি, ইহা তোমার প্রেমজ্বর কি না? আমার নিকট লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সমবয়স্ক অনেক যুবককে এই জ্বর হইতে মুক্ত করিয়াছি। অসঙ্কুচিতচিত্তে বল, কোন্ রমণী তোমার

মনোহরণ করিয়াছে? ভরসা করি ২।৩ দিনে আমি তোমার প্রার্থিত বস্তু আহরণ করিয়া দিতে পারিব।" আমি প্রথমে লজ্জায় মৌন হইয়া রহিলাম, কিন্তু অবশেষে সমুদায় ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। বৃদ্ধা কহিল "কাজীর কন্যা বোগদাদ নগর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাহাকে দেখিয়া তোমার মন্মথবিকার জন্মিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সেই যুবতী অতিশয় গর্ব্বিতা, তাহার রূপদর্শনে পুরুষগণ অসহ্য কুসুমবাণের আঘাতে জর্জ্জর হয় ইহা শুনিতে সে অতিশয় আমোদ অনুভব করে। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া নাই। আমি দুই দিনে পারি, পাঁচ দিনে পারি, তাহাকে তোমার অঙ্কলক্ষ্মী করিব। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হইলে আমাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে।" "পুরস্কারের জন্য আটক থাকিবে না" বলিয়া আমি তাহাকে বিদায় দিলাম। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির বিশেষ বিঘ্নের কথা শুনিয়া আমার পীড়া পূর্ব্বাপেক্ষা বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পর দিন বৃদ্ধা উপস্থিত হইলে আমি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম যে খবর ভাল নয়। বৃদ্ধা কহিল "কাজির যেরূপ শাসন তাহাতে তো বাটীর ভিতর প্রবেশেরই যো নাই। যদি বা কোনরূপে প্রবেশ করিয়া যুবতীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে কোন ফল দর্শিল না। তাহার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, তাহাতে দয়ার লেশ মাত্র নাই। যতক্ষণ আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা বর্ণনা করিলাম সে আনন্দের সহিত শুনিতে লাগিল। কিন্তু তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল; ক্রোধদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল 'তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার সমক্ষে এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব কর? যদি তুমি পুনরায় এরূপ কথা মুখে আন, তোমাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিব।' কিন্তু বাছা, তুমি এই কথায় ভয় পাইও না। প্রথম প্রথম এইরূপ কত হইবে, কিন্তু অবশেষে তোমার আশা ফলবতী হইবে।" বৃদ্ধা এইরূপে আমার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন বারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ আশা ভঙ্গ হওয়ায় আমার পীড়া এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে বৈদ্যেরা পর্য্যন্ত আমার আশা ছাড়িয়া দিলেন। সকলেই আমার মুমূর্ষু দশা নিশ্চয় করিল। এমন সময়ে বৃদ্ধা আসিয়া সুসংবাদামৃত দানে আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিল। সে আমার কর্ণে কর্ণে কহিল "উত্তম পুরস্কার দাও, সুসংবাদ আনিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া আমি শয্যায় অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া বসিলাম; সে বলিতে লাগিল "কল্য আমি সেই গর্ব্বিণীর নিকট পুনরায় গমন করিয়াছিলাম। সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই আমি কপট রোদন আরম্ভ করিলাম। রমণী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, 'তুমি নির্দ্দয় হইয়া যে যুবকের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করিলে না, এক্ষণে তোমার বিরহে তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত। হায় তুমি কি নিষ্ঠুর!' তোমার আসন্ন কাল শুনিয়া যুবতীর হৃদয়ে দয়া জন্মিল। সে কহিল 'আমার জন্য তাহার মৃত্যু আসন্ন একথা কি সত্য?' আমি কহিলাম 'সম্পূর্ণ সত্য।' যুবতী কহিল "যদি শুদ্ধ দর্শন দিলে তাহার রোগের উপশম হয় আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু দর্শন ভিন্ন অন্য কোন প্রত্যাশা নাই। তবে যদি কখন পিতার অনুমতি লইয়া আমার পাণিগ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহার সকল আশা পূর্ণ হইতে পারে।" আমি কহিলাম 'আপাততঃ দর্শন দিলেই

তাহার জীবন রক্ষা হইতে পারে। পরের কথা পরে হইবে।' অনন্তর যুবতী কহিল "আগামী শুক্রবার মধ্যাহ্ন উপাসনা কালে যখন পিতা মস্‌জিদে যাইবেন তাহাকে আসিতে বলিও। আমি গবাক্ষ হইতে তাহাকে দর্শন দিব, পরে নীচে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে সে বাটীতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু পিতার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তাহাকে প্রস্থান করিতে হইবে।' অদ্য মঙ্গলবার বোধ করি শুক্রবারের মধ্যে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া তথায় যাইতে পারিবে।" এই সুখের খবর শুনিয়া আমার পীড়ার অর্দ্ধেক উপশম হইল। আমি বৃদ্ধাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিয়া বিদায় করিলাম। শুক্রবার প্রাতে বৃদ্ধা আগমন করিল এবং আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া স্নান করিতে উপদেশ দিল। আমি বলিলাম 'তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হইবে। বরং একটা নাপিত ডাকিয়া ক্ষেউরী হওয়া যাউক।" একজন ভৃত্যকে নাপিত আনিতে আদেশ করায় সে এই দুরাত্মাকে উপস্থিত করিল। পাপিষ্ঠ আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিল "আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি অসুস্থ আছেন।" আমি কহিলাম "হাঁ, অসুস্থ ছিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে আরোগ্য হইয়াছি।" নাপিত বলিল "ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। আমার নিকট ক্ষুর, অস্ত্র প্রভৃতি সকলই আছে? আপনার রক্তমোক্ষণ করিব, না ক্ষৌরী করিব?" আমি কহিলাম 'আমিতো তোমাকে এইমাত্র বলিলাম যে আমি সম্প্রতি পীড়া হইতে মুক্ত হইয়াছি। তবে আর রক্তমোক্ষণের প্রয়োজন কি? শীঘ্র শীঘ্র ক্ষৌরী কর, মধ্যাহ্নকালে আমাকে একটু বিশেষ প্রয়োজনে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।" নাপিত ক্ষুর বাহির করিতে ও শাণাইতে বিস্তর সময় নষ্ট করিল এবং বলিল "মহাশয়, বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহ দ্বয়ের যোগে অদ্য অতি শুভদিন বটে, কিন্তু আপনার পক্ষে ইহা বিষম অনর্থকর। অদ্য যদিও আপনার জীবনের উপর কোন সংশয় নাই, তথাপি এমন কোন অনিষ্ট ঘটিবে যাহা যাবজ্জীবনে সারিবে না।" নাপিতের এরূপ বাচালতা শুনিলে কাহার না রাগ হয়? আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম "তোমাকে আমার শুভাশুভ গণনা করিতে আনা হয় নাই। তুমি আপনার কার্য্য কর, না হয় আমি অন্ত এক নাপিত ডাকিয়া ক্ষৌরী হই।' দুরাত্মা গম্ভীরস্বরে কহিল "মহাশয়, আপনি আমার উপর বিরক্ত হইতেছেন কেন? আপনি কেবল একটী নাপিত চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একজন দক্ষ নাপিত, একজন বিচক্ষণ বৈদ্য, একজন বিখ্যাত আলঙ্কারিক, একজন চতুর তার্কিক এবং একজন গণনাকুশল দৈবজ্ঞ প্রাপ্ত হইলেন। অধিক কি আমি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা।" এই কথায় আমি হাস্ত সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলাম "অনর্থক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। যদি ক্ষৌরী করিতে হয় কর, না হয় সোজা পথ আছে চলিয়া যাও।" নাপিত কহিল "মহাশয়, আপনি আমাকে 'বৃথা প্রলাপী' বলিতেছেন। কিন্তু অন্যান্ত সকলে আমাকে 'মৌনী' বলিয়া থাকে। আমার ছয় সহোদরের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর ও অল্পভাষী।" এইরূপে সে অশেষরূপে আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। আমি বলিলাম 'বাপু, তোর ভণ্ডামি রাখ্। আমার নিমন্ত্রণ আছে, মধ্যাহ্নকালে যাইতে হইবে, আর দেরি করিস্ না।" নিমন্ত্রণের কথা শুনিবামাত্র শীঘ্র

শীঘ্র ক্ষৌর-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বলিল, "আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আমি সঙ্গে থাকিলে হাস্য পরিহাস দ্বারা সমাগত সকলকে তুষ্ট করিব।" আমি তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বলিলাম "আচ্ছা, তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। তুমি বাটী হইতে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আইস। তোমার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া সে বিদায় হইল। আমারও ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। আমি তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ঈপ্সিত স্থান উদ্দেশে বাহির হইলাম। এদিকে দুরাত্মা বাটীতে না গিয়া পথে এক স্থানে লুক্কায়িত ছিল. আমাকে যাইতে দেখিয়া আমার সঙ্গ লইল এবং অলক্ষিত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আমি কাজির দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া ফিরিয়া দেখি বেটা আসিতেছে। ইহাতে আমার কি পর্য্যন্ত রাগ হইল, আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। কাজির দ্বার অর্দ্ধমুক্ত, আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, বৃদ্ধা তথায় আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সে আমাকে লইয়া চিত্তহারিণীর গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। আমরা উভয়ে পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতে না হইতেই পথে কোলাহল শুনিতে পাইলাম। রমণী খড়খড়ি খুলিয়া দেখিল কাজী উপাসনা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আমিও দেখিলাম ঐ দুরাত্মা, পূর্ব্বে আমি যে বেঞ্চিতে বসিয়া রমণীকে নয়নগোচর করিয়াছিলাম সেই খানে উপবিষ্ট আছে। এক্ষণে দুইটী বিষয় আমার মনে ভয়ানক শঙ্কা জন্মাইয়া দিল; ১ম কাজীর আগমন, ২য় নাপিতের তত্র অবস্থান। 'পিতা কদাচ আমার গৃহে আসেন না' বলিয়া রমণী আমার প্রথম শঙ্কা দূর করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় শঙ্কা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কাজী বাটীতে আসিয়াই কোন অপরাধে আপনার এক ভৃত্যকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ভৃত্য এরূপ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল যে তাহা রাস্তা হইতে শুনা যায়। ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া নাপিত ভাবিল আমাকে প্রহার করিতেছে এবং আমিই চীৎকার করিতেছি। ইহাতে সে 'আমার প্রভুকে হত্যা করিল' বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রতিবেশীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং আমার বাটীতে আসিয়া ভৃত্যবর্গকে এই সংবাদ দিল। তাহারা লাটি প্রভৃতি লইয়া কাজির দ্বার ভাঙ্গিতে লাগিল। কাজি স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগকে এরূপ অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল "নরাধম, তুই আমাদের প্রভুকে হত্যা করিতে উপক্রম করিয়াছিস্, তিনি তোর কাছে কি অপরাধ করিয়াছেন?' তিনি কহিলেন, "আমি তোমাদের প্রভুকে কেন অকারণে হত্যা করিব? আমার দ্বার মুক্ত আছে তোমরা আসিয়া দেখিতে পার। বৃথা দ্বন্দ্বের প্রয়োজন কি?" নাপিত কহিল "দুরাত্মন্, এই মাত্র যে আমি তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিলাম। তিনি তোমার কন্যার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া মধ্যাহ্ন-ভজনার সময়ে তোমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন। তুমি সেই সংবাদ পাইয়া আসিয়া ক্রোধে তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিয়াছ।" কাজি তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য সকলকে প্রবেশের অনুমতি দিলে, সকলে তাহার বাটীতে আমাকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। আমি সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম, সর্ব্বজনকে অপমান হইবার ভয়ে আমি

এক সিন্দুক মধ্যে লুকাইলাম। দুরাত্মা নাপিত কোন স্থানে আমার সন্ধান না পাইয়া হঠাৎ সেই সিন্দুকটা খুলিয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং সিন্দুক মস্তকে করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া দৌড়াইল। দুর্ভাগ্যক্রমে যাইতে যাইতে সিন্দুকের ডালাটী খুলিয়া গেল। সর্ব্বসমক্ষে এইরূপে অপমানিত হইবার ভয়ে আমি লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলাম, অমনি আমার পদ ভগ্ন হইয়া গেল। সকলে আমাকে দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, আমি লজ্জায় দারুণ বেদনা গণনা না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইলাম। দুরাত্মা নাপিতও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল এবং সমস্ত রাস্তা এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল "মহাশয়, দৌড়িতেছেন কেন? দাঁড়ান দাঁড়ান। দুরাত্মা কাজি আপনার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে তজ্জন্য আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। এ সকল আপনার দোষেই ঘটিয়াছে; কারণ আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলে আপনার এত বিপদ্ ঘটিত না।" এইরূপে সমস্ত রাস্তা আমার নিন্দা প্রচার করিয়াও দুরাত্মা নিবৃত্ত হইল না। আমি যেখানে যাই সে সেই স্থানেই আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়িল না; সমস্ত নগর মধ্যে আমার কুৎসা রাষ্ট্র করিতে লাগিল। অবশেষে আমি এক পান্থনিবাসে প্রবেশ করিলাম। পান্থনিবাসের কর্ত্তার সহিত আমার আলাপ ছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম "এই পাগল নাপিতটাকে দূর করিয়া দাও। এ আমাকে বড় বিরক্ত করিতেছে।" সে তাহাকে দূর করিয়া দিলে আমি ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। যে পর্য্যন্ত আমার পা না সারিল সেই পর্য্যন্ত পান্থশালায় রহিলাম। তৎপরে আমি এই নাপিতের ভয়ে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই দেশে আসিয়াছি। মনে বড় আনন্দ হইয়াছিল যে এত দিনে পাপিষ্ঠের হাত এড়াইলাম। কিন্তু সে আশা দুরাশা; হতভাগ্য এখানে আবার আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছে।

এই কথা বলিয়া খঞ্জ তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। যুবক প্রস্থান করিলে আমরা নাপিতকে বলিলাম "যদি যুবকের কথা সত্য হয় তবে নিশ্চয়ই তুমি তাহার প্রতি অতি অন্যায় করিয়াছ।" নাপিত কহিল "আমি তাহার যে উপকার করিয়াছি, অন্য হইলে তাহার জন্য আমাকে কত ধন্যবাদ দিত। আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি সে দিন আমি সাহায্য না করিতাম তাহা হইলে এব্যক্তি কখন কাজির বাটী হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কৃতঘ্নের উপকার করিবার ফল এই। সে আমাকে বৃথা প্রলাপী বলিয়া নিন্দা করিতেছিল। কিন্তু আমার ছয় ভাই অপেক্ষা আমি সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পবাদী এবং অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত। এই কথা সত্য কি না তাহা প্রমাণের জন্য আমার সহোদরগণের ও নিজের ইতিহাস প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইবে।" এই কথা বলিয়া সে সেই উপাখ্যান আরম্ভ করিল।

নাপিতের কথা।

কালিফ মস্টানসার বিল্লা নামক বিখ্যাত দীনপালক নরপতির রাজত্বকালে বোগ্দাদের সন্নিহিত প্রদেশে অতিশয় দস্যুভয় হইয়াছিল; দস্যুগণের অত্যাচারে প্রজাগণ নিরত সশঙ্কিত থাকিত। এই বিষয় ভূপতির শ্রুতিগোচর

হইলে তিনি পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন "যদি তুমি বাইরম পর্ব্বাহের পূর্ব্বে দস্যুদিগকে ধরিয়া দিতে না পার, তবে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।" অনন্তর পুলিসের রাজপুরুষ বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিয়া দস্যুদিগকে বাইরমোৎসবের দিন ধৃত করিল। সেই দিবস আমি টাইগ্রীস্ নদীর তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, দশজন সুসজ্জিত লোক একখানি তরণীর উপর উপবিষ্ট আছে। অমাদারের দিকে দৃষ্টি পড়িলে আমি অবশ্য বুঝিতে পারিতাম যে ইহারা দস্যু, কিন্তু আমি কেবল দস্যুদিগকে দেখিয়া মনে করিলাম ইহারা ভদ্রলোক, পর্ব্ব দিনে আমোদ করিবার জন্য নৌকারোহণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের সহিত জুটিলে বিলক্ষণ আমোদ হইবে ভাবিয়া, আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের নৌকায় উঠিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিয়া তর তর শব্দে বাহিয়া চলিল এবং অবশেষে কালিফের বাটীর সম্মুখে লাগিল। তীরে অবতীর্ণ হইবামাত্র পুলিস্ কর্ম্মচারিরা দস্যুগণের সহিত আমাকেও বন্ধন করিল। তৎকালে কোন প্রতিবন্ধক দিলে বা আপত্তি করিলে কে আমার কথায় কর্ণপাত করিবে? ভাবিয়া আমি বন্ধনে কোন বিঘ্ন দিলাম না।

বদ্ধাবস্থায় আমরা কালিফের সম্মুখে নীত হইলাম। তিনি আদেশ করিলেন "অবিলম্বে এই দশ জন দস্যুর মস্তকচ্ছেদন কর।" জল্লাদ আমাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইল, সৌভাগ্যক্রমে আমি পঙ্‌ক্তির অপর প্রান্তে স্থাপিত হইলাম। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া জল্লাদ দশ জনের মস্তকচ্ছেদন করিল, কেবল আমি অবশিষ্ট রহিলাম। তদ্দর্শনে রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া জল্লাদকে কহিলেন "আমি তোকে দশ জন দস্যুর শিরচ্ছেদনের অনুমতি দিলাম, তুই কেন তবে নয় জনের মুণ্ডপাত করিয়া বিরত হইলি?" ঘাতক কহিল "জাঁহাপনা, আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি, এই দেখুন দশটা মুণ্ড ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে।" রাজা তখন গণিয়া দেখেন দশটা মুণ্ডই বটে। ইহাতে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রাজা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "ওহে প্রাচীন, তুমি এই দুর্বৃত্তদিগের মধ্যে কিরূপে আসিলে?" আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম "মহারাজ, এই কয়জন দস্যুকে ভদ্রলোক বিবেচনা করিয়া আমি ইহাদের নৌকায় আরোহণ করি। ভাবিয়াছিলাম ইহারা অদ্য পর্ব্বদিনে আমোদ করিতে যাইতেছে, তাহাদিগের সঙ্গে যাইলে আমিও আমোদে বঞ্চিত হইব না। কিন্তু কিরূপ আমোদ হইল মহারাজ প্রত্যক্ষ দেখিলেন।"

এই কথা শুনিয়া মহারাজ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং আমার বুদ্ধি ও মিতভাষিতার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। আমি কহিলাম "মহারাজ, যে স্থলে অন্য লোক বাক্যালাপ না করিয়া কোনরূপে থাকিতে পারে না, আমি সে স্থলেও মৌনাবলম্বন করিয়া থাকি বলিয়া সকলে আমাকে "মৌনী' এই আখ্যা দিয়াছে। আমার অন্যান্য ছয় সহোদর অপেক্ষা এই বিষয়ে আমি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে এই উপাধি দিয়াছে।" রাজা কহিলেন "তুমি এই উপাধির প্রকৃত যোগ্য পাত্র। একণে তোমার ভ্রাতারা কিরূপ লোক আমি জানিতে চাহি। তাহারা কি তোমার ন্যায় মিতভাষী

বহে ?" আমি কহিলাম "মহারাজ, তাহারা আমার ন্যায় অল্প কথা কয় না, বৃথা অনেক বাক্যব্যয় করিয়া থাকে। পরন্ত আমার অবয়বের সহিত তাহাদের অবয়বের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ, মধ্যম দন্তহীন, তৃতীয় একচক্ষু, চতুর্থ অন্ধ, পঞ্চম ছিন্নকর্ণ এবং ষষ্ঠের ওষ্ঠাধর খরগোসের ন্যায়; তাহাদের ইতিহাস বর্ণনা করিলেই মহারাজ তাহাদের গুণাগুণের পরিচয় পাইবেন।" মদীয় ভ্রাতাগণের ইতিহাস শ্রবণে মহারাজের ঐকান্তিক বাসনা দেখিয়া আমি তাহাদের গল্প আরম্ভ করিলাম।

নাপিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা।

মহারাজ, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর কুব্জ, তাঁহার নাম বাকবুক্, তিনি দরজির ব্যবসায় করিতেন। দরজির কর্ম শিক্ষা করিয়া তিনি নগরের জনৈক ধনীর সম্মুখে একখানি দোকান ভাড়া লন; প্রথম প্রথম কর্ম্মকার্য্যের বিশেষ সুবিধা না হওয়ায়, তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের বিশেষ কষ্ট হইত। কলওয়ালা বিলক্ষণ দশ টাকার সম্পত্তি করিয়াছিল এবং তাহার এক পরমাসুন্দরী রমণী ছিল। এক দিবস ভ্রাতা নিজ দোকানে কর্ম্ম করিতে করিতে হঠাৎ মুক্ত গবাক্ষপথে কলওয়ালার স্ত্রীকে দর্শন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া ভ্রাতার মন মোহিত হইয়া উঠিল, কিন্তু রমণী তাঁহাকে লক্ষ্যই করিল না, গবাক্ষ বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, সে দিবস আর দর্শন দিল না। কিন্তু হতভাগা দরজি সমস্ত দিন হাঁ করিয়া গবাক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল, কাজ-কাম সব ঘুচিয়া গেল। পর দিন সেই যুবতী আর দর্শন দিল না, কিন্তু দর্শন পাইবার আকাঙ্ক্ষায় ভ্রাতা সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে রমণী পুনর্ব্বার দর্শন দিলেন এবং হঠাৎ ভ্রাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভ্রাতা এই দৃষ্টিপাতকে অনুগ্রহের চিহ্ন বিবেচনা করিয়া সকৌতুকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রমণী ইহাতে বিরক্ত না হইয়া তাঁহাকে লইয়া একটু কৌতুক করিবার মানসে তাঁহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসি হাসিল। ভ্রাতা একেবারে গলিয়া গেলেন এবং এরূপ ভাবে প্রণয় প্রদর্শন করিলেন যে যুবতীকে গবাক্ষ বন্ধ করিতে হইল। অনন্তর নির্ব্বোধ দরজির মস্তকে কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবার মানসে যুবতী দাসীর হস্তে একখানি ছুটিদার রেশমী কাপড় ও একটী নমুনা পাঠাইয়া দিল। দাসী যুবতীর শিক্ষামত বলিল "ঠাকুরাণী এই নমুনা দেখিয়া একটী পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিয়াছেন। এইটী দিলে তিনি আবার অন্যান্য কর্ম্ম দিবেন।" সরলচিত্ত ভ্রাতা ইহাতে অনুমান করিলেন যে যুবতীর তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। "কল্য পোষাক লইয়া যাইও" বলিয়া ভ্রাতা দাসীকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া পোষাকটি প্রস্তুত করিলেন। পরদিন প্রভাতে দাসী আসিলে ভ্রাতা পোষাকটি দিব্য ভাঁজ করিয়া দাসীর হস্তে দিয়া বলিলেন "তোমার ঠাকুরাণীকে বলিও, আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকে যেন তাঁহার পোষাক প্রস্তুত করিতে না দেন। আমি অতি যত্নে তাঁহার কার্য্য করিয়া থাকি।" শিক্ষিতা দাসী কহিল "আমি একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছিলাম, ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি কল্য রাত্রিতে কিরূপ ছিলেন? তাঁহার সমস্ত

রাত্রি নিদ্রা হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া ভ্রাতার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন "তাঁহার কল্য নিদ্রা হয় নাই; কিন্তু আমি আজ চারি দিন একবারও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারি নাই। তুমি অবশ্য এই কথা তোমার ঠাকুরাণীকে বলিও।" দাসী বিদায় হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল "ঠাকুরাণী পোষাক দেখিয়া অতিশয় তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভিতরে পরিবার কামিজ নাই, এজন্য এক যোড়া কামিজ করিবার জন্য, এই সাটিনটি পাঠাইয়াছেন।" ভ্রাতা সাটিনটি হস্তে লইয়া দাসীকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন, যে দোকান বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই কামিজ প্রস্তুত হইবে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া লইয়া যাইও। এদিকে যুবতী এক এক বার গবাক্ষে দর্শন দিয়া ভ্রাতার মোহ বজায় রাখিতে লাগিল, তাঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইতে দিল না। অনন্তর সন্ধ্যাকালে দাসী আসিয়া কামিজ লইয়া গেল, কিন্তু মজুরি সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিল না। ভ্রাতার আহারের কোন সংস্থান ছিল না, টাকা ধার করিয়া সে দিনের আহার চালাইলেন।

পরদিন দোকান খুলিবামাত্র দাসী আসিয়া কহিল "ঠাকুরাণী পোষাকটী কর্ত্তাকে দেখাইয়াছিলেন এবং তোমার বিস্তর সুখ্যাতি করিয়াছেন। কর্ত্তা তোমার কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে কার্য্য দিবেন বলিয়া ডাকিতে-ছেন, আইস।" ভ্রাতা কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলে সে একটী থান দিয়া কহিল "আমার কুড়িটী জামার প্রয়োজন আছে, তুমি ঐ জামা করিয়া যদি কিছু কাপড় বাঁচে আমাকে ফিরাইয়া দিও।" ভ্রাতা পাঁচ ছয় দিনে জামা কয়টী প্রস্তুত করিয়া দিলে মহাধ্যক্ষ তাঁহাকে পুনরায় কুড়িটী পায়জামা করিতে দিল। আরও পাঁচ ছয় দিনে ভ্রাতা পায়জামা গুলি প্রস্তুত করিয়া লইয়া গেলে সে ব্যক্তি কহিল "তোমার মজুরি কত?" ভ্রাতা বলিলেন "কুড়িটী টাকা পাইলে আমি সন্তুষ্ট হই।" সে ব্যক্তি তখনই দাসীকে রূপা ওজন করিবার জন্য নিক্তি আনিতে বলিল। দাসী পূর্ব্বেই শিখিয়া ছিল; সে ভ্রাতার দিকে ক্রূরনয়নে চাহিয়া ক্রোধের সহিত কহিল "কেন টাকা লইয়া বৃথা অপচয় করিবে? কর্ত্তাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না? ইঁহার কাছে থাকিলে তোমারই থাকিবে। আর লইয়া গেলে দুদিনে উড়াইয়া দিবে।" ভ্রাতা দাসীর কথায় আর লজ্জায় টাকা লইতে পারিলেন না। কিন্তু এদিকে তাঁহার এমনি দুর্দ্দশা উপস্থিত যে সেলাই করিবার জন্য সূতার পয়সা যোটে না। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিষণ্ণবদনে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, আমি গুটিকতক পয়সা দিলে সে দিন আহার চলিল।

মহাধ্যক্ষের স্ত্রী যেরূপ অর্থগৃধ্নু আবার সেইরূপ দুষ্টস্বভাবা। সে ভ্রাতার তাঁহার প্রতি অন্যায় অনুরাগের কথা স্বামীর গোচর করিয়া প্রতিফল দিবার জন্য পতিকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। একদিবস মহাধ্যক্ষ ভ্রাতাকে সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। আহারাদির পরে সে ব্যক্তি কহিল "অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর কেন কষ্ট করিয়া রাত্রিতে বাটী যাইবে? এই স্থানেই রাত্রি যাপন কর।" ভ্রাতা সম্মত হইলে সে তাঁহাকে এক গৃহে শয়ন করাইয়া স্ত্রীর সহিত অন্য গৃহে শয়ন করিল। অর্দ্ধরাত্রে পাপিষ্ঠ আসিয়া ভ্রাতাকে

জাগাইয়া কহিল "দেখ ভাই, হঠাৎ আমার অশ্বতরের পীড়া হওয়াতে সে আর কল টানিতে পারিতেছে না ; অথচ প্রভাতে আমার ময়দায় বিশেষ প্রয়োজন, যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া একবার কলটী ঘুরাও, তাহা হইলে পরম বাধিত হই।" আপনার ভদ্রতার পরিচয় দিবার জন্য সরলচিত্ত ভ্রাতা সম্মত হইলে দুরাত্মা তাহাকে অশ্বতরের ন্যায় ঘানিতে বাঁধিয়া চাবুক মারিল। ভ্রাতা কহিলেন "প্রহার কর কেন?" দুর্বৃত্ত কহিল "চাবুক না মারিলে আমার অশ্বতর চলে না। শুদ্ধ তোমাকে উত্তেজিত করিবার জন্য কশাঘাত করিলাম।" ভ্রাতা কোন উত্তর না করিয়া কল ঘুরাইতে লাগিলেন। দুই চারি পাক ঘুরিয়া একটু বিশ্রাম করিবামাত্র নরাধম বিষম প্রহার আরম্ভ করিল এবং কহিল "চল ভাই, চল। দাঁড়াইলে আমার কল খারাপ হইয়া যাইবে। বিশ্রাম করা হইবে না।" এইরূপে ভ্রাতা অবিশ্রান্তে সমস্ত রাত্রি ঘানি টানিলেন। প্রভাতে মজ্জাধ্যক্ষ তাহাকে তদবস্থায় রাখিয়া স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই দুষ্টা দাসী আসিয়া ভ্রাতার বন্ধন মুক্ত করিল এবং কহিল "হায়! প্রভু কি নিষ্ঠুর, তোমাকে এত কষ্ট দিয়াছেন। ঠাকুরাণী এবিষয়ে কিছুই জানেন না। তাঁহার এবিষয়ে কোন দোষ নাই। বরং ইহা শুনিয়া তিনি কত দুঃখ করিতে লাগিলেন।" ভ্রাতা কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে বাটী আসিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "আর কখন দুরাধ্যক্ষের স্ত্রীর নামও করিবেন না।"

খালিফ এই কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং আমাকে কহিলেন "এক্ষণে তুমি বিদায় হও। আমি তোমাকে পুরস্কারের আদেশ করিয়া দিতেছি।" আমি কহিলাম, মহারাজ, আমার অবশিষ্ট ভ্রাতাগণের বিবরণ শ্রবণ করুন। রাজা কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' মনে করিয়া আমি দ্বিতীয় ভ্রাতার গল্প আরম্ভ করিলাম।

নাপিতের দ্বিতীয় ভ্রাতার কথা।

আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম বাক্‌বাক্, তিনি দন্তহীন। একদা এক গলিতে এক বৃদ্ধার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধা কহিল "তোমার সহিত বিশেষ কথা আছে, একটু দাঁড়াও।" ভ্রাতা দণ্ডায়মান হইলে বৃদ্ধা কহিল "যদি তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকায় লইয়া যাই। তথায় এক পরম সুন্দরী অবস্থান করেন। তোমাকে পাইলে তিনি বিশেষ আদর ও সম্বর্দ্ধনা করিবেন। তুমি যাইতে প্রস্তুত আছ?" ভ্রাতা কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহা কি সত্য? বৃদ্ধা কহিল, "মিথ্যা বলিয়া আমার লাভ কি? কিন্তু সেখানে তোমায় একটী কায করিতে হইবে, তুমি সেখানে কদাচ অনর্থক বাক্যব্যয় করিতে পাইবে না এবং যাহা সেই রূপসী আদেশ করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতে হইবে।" ভ্রাতা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, বৃদ্ধা তাহাকে এক সুন্দর অট্টালিকার নিকট আনয়ন করিল। দ্বারবানেরা প্রথমে প্রবেশে বাধা দিল, কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধার কথায় দ্বার ছাড়িয়া দিল। যাইতে যাইতে বৃদ্ধা কহিল "কেমন যাহা যাহা বলিয়াছি, স্মরণ আছে তো? সেই সুন্দরী নম্রতা বড় ভালবাসেন, দেখিও যেন অবাধ্য হইয়া অকর্ম্ম

দিক হারাইও না। সন্তুষ্ট হইলে তিনি তোমার অভীষ্টসিদ্ধি করিবেন।” জাতা এই উপদেশের নিমিত্ত বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধা জাতাকে এক অতি প্রশস্ত গৃহে এক পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশন করাইল। গৃহের শোভা দেখিয়া তারা চমৎকৃত হইয়া গেলেন; জন্মাবচ্ছিন্নে কখন জাতার এরূপ গৃহে পদার্পণ হয় নাই, নিজ সৌভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া জাতার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তিনি অদূরে রমণীর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিঞ্চিৎ পরে দেখিলেন, একদল দাসী এক পরম লাবণ্যবতী রমণীকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে এবং উচ্চহাস্য করিয়া গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। জাতা আশা করিয়াছিলেন, বিরলে যুবতীর সহিত আলাপ করিবেন, তাহা হইল না দেখিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন; রমণী তাহাকে নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া কহিলেন “তোমাকে দেখিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হউক এই আমার কামনা।” জাতা বিনীতভাবে বলিলেন “আপনার সংসর্গে অবস্থান ভিন্ন জগতে আমার আর কিছু প্রিয় নাই।” শুনিয়া যুবতী সহাস্য-বদনে কহিলেন “দেখিতেছি তুমি বেশ রসিক পুরুষ, তোমার সহিত সময় অতি আমোদে কাটিবে।” অনন্তর আহারের আয়োজন হইলে সকলে জাতার সহিত একত্র উপবেশন করিলেন। আহারকালে যুবতী জাতাকে শ্মশ্রুহীন দেখিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সখীদিগকে দেখাইলেন, তদ্দর্শনে দাসিরা কে কাহার গায় পড়িতে লাগিল; যুবতীও উহাদের হাস্যের সহিত নিজ হাস্য মিশাইল। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া জাতা ভাবিলেন, আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াই যুবতী হাস্য করিতেছে। আহারান্তে যুবতী সখীগণকে সঙ্গীত করিতে আদেশ করিলেন, তাহারা গান আরম্ভ করিলে রমণীও তাহাদের সহিত যোগ দিলেন। অবশেষে জাতাও নিজ গর্দ্দভনিন্দিত স্বরে গান ধরিয়া রমণীগণকে প্রীত করিতে প্রয়াস পাইলেন। সঙ্গীতান্তে নৃত্য আরম্ভ হইল। তৎপরে সুরা আনীত হইলে সকলে পান করিল। জাতার মোহ বৃদ্ধি করিবার জন্য যুবতী জাতার কণ্ঠে নিজ মৃণালকোমল বাহুদেশ অর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার গা চাপড়াইতে লাগিল। জাতা একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে চিমটি চড় চাপড় সকলি চলিতে লাগিল। জাতা প্রথমে একটু অসন্তুষ্ট হইলেন; অমনি সেই বৃদ্ধা উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব উপদেশ স্মরণ করাইয়া দিল এবং শেষে অনন্ত সুখের আশা দিল। জাতা মেষের ন্যায় সমুদায় সহ্য করিতে লাগিলেন। ক্রমেই প্রান্ত গড়াইতে লাগিল। কাণমলা প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে চলিতে লাগিল। অবশেষে যুবতী একজন সখীকে কহিলেন “আর কেন? ইহাকে লইয়া যাও। যাহা করিতে হয় তৎসমুদায় শেষ হইলে তুমি ইহাকে পুনরায় লইয়া আসিও।” জাতা এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন “আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?” বৃদ্ধা কহিল “ঠাকুরাণী তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সেই জন্য তোমাকে স্ত্রীলোক সাজাইলে কেমন দেখায়, দেখিবার জন্য রমণী সাজাইতে পাঠাইতেছেন। তুমি ইহাতে আপত্তি করিলে সকলি নষ্ট হইবে। তোমার ভ্রূযুগে রঙ দিয়া এবং তোমার গোঁপ কাটিয়া তোমাকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিবে মাত্র।” জাতা কহিলেন “ভ্রূতে রঙ দিতে আমার

হইয়া গেল। ভ্রাতা দেখিলেন, যে গলিতে চর্ম্মকারদিগের বসতি সেই গলিতে আসিয়া পড়িলেন। ইহাতে তিনি কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য ও ক্ষুব্ধ হইলেন তাহা মহারাজ সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। তখন তাঁহার অঙ্গে একটী মাত্র কামিজ, স্কন্ধ চিত্রিত এবং শ্মশ্রু ও গোঁপ মুণ্ডিত, তাঁহার এই অপূর্ব্ব বেশ দর্শনে চর্ম্মকারেরা তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া পশ্চাতে করতালি দিতে লাগিল এবং কেহ কেহ চর্ম্মদ্বারা প্রহারও করিতে আরম্ভ করিল। দৈবক্রমে তথায় একটা গর্দ্দভ চরিতে আসিতেছিল; তাহারা উহাকে ধরিয়া ভায়াকে উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগরে প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিল। পৌরজনেরা তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া করতালি দিয়া নানাপ্রকার উপহাস করিতে লাগিল। এইখানেই তাঁহার দুর্দ্দশার অবসান হইল না। চর্ম্মকারগণ ভ্রাতাকে নগর প্রদক্ষিণ করাইতে করাইতে নগররক্ষকের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে কোলাহল শুনিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। চর্ম্মকারেরা বলিল, প্রধান মন্ত্রীর অন্তঃপুরদ্বারে ইহাকে এই অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তচ্ছ্রবণে নগররক্ষক তাহাকে একশত বেত্রাঘাত করিয়া নগরের বাহির করিয়া দিতে কহিলেন এবং বলিয়া দিলেন যেন এ ব্যক্তি আর কদাচ নগরে পদার্পণ না করে। নাপিত বলিল "মহারাজ, আমাদের দেশের বিভবশালী ব্যক্তিদিগের রমণীগণ নির্ব্বোধ লোক লইয়া এইরূপ কৌতুক করিয়া থাকে ইহা না জানায়, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতা এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন।"

নাপিতের তৃতীয় ভ্রাতার কথা।

মহারাজ আমার তৃতীয় সহোদরের নাম বাকবাক্; তিনি জন্মান্ধ এবং এরূপ দরিদ্র যে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারিতেন। তাঁহার এই অভ্যাস ছিল যে ভিক্ষার্থ গৃহস্থের বাটীতে করাঘাত করিতেন, দ্বার মুক্ত না করিয়া বাটীর মধ্য হইতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেন না।

একদিবস ভ্রাতা কোন গৃহস্থের বাটীতে করাঘাত করিলে, গৃহী জিজ্ঞাসা করিল, কে দোর ঠেলে? ভ্রাতা কোন উত্তর না করিয়া পুনরায় দ্বারে আঘাত করিলেন। গৃহী ভিন্ন সেই বাটীতে আর কেহ ছিল না, সুতরাং গৃহী দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কে দ্বারে আঘাত করে? ভ্রাতা কোন জবাব না দিয়া অবিশ্রান্ত দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন। অনন্তর গৃহী নীচে আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া ভায়াকে জিজ্ঞাসিলেন "কি চাহ?" ভ্রাতা কহিলেন, ভিক্ষার্থ আপনার নিকট আসিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন লইব। গৃহস্বামী কহিল, তুমি কি অন্ধ? ভ্রাতা কহিলেন "হাঁ মহাশয়?" গৃহী কহিল "তোমার হস্ত প্রসারণ কর।" গৃহস্থ কিছু ভিক্ষা দিবে ভাবিয়া ভ্রাতা হস্ত প্রসারণ করিলে গৃহী তাঁহাকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। এক গৃহে উপস্থিত হইয়া গৃহস্থ ভ্রাতার হস্ত ছাড়িয়া দিয়া নিজ আসনে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাহ? ভ্রাতা কহিলেন, মহাশয়কে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি ভিক্ষুক,

বিশ্বস্ততার বিষয় অবগত ছিল; বলিল, "আর গণিবার প্রয়োজন নাই।" অনন্তর ভ্রাতা এক তোড়া হইতে কপটী টাকা বাহির করিয়া বলিল, ইহার দ্বারা অদ্যকার আহার নির্ব্বাহ করা যাউক। একজন অন্ধ কহিল "টাকা ভাঙ্গাইয়া খাদ্য কিনিবার আবশ্যক নাই। আমি যাহা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি তাহাতেই আমাদের কয়জনের পর্য্যাপ্ত ভোজন হইবে।" এই বলিয়া সে আপন ঝুলি খুলিয়া রুটি পনির প্রভৃতি বাহির করিয়া তিনজনে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। চোরও লোভ সামলাইতে না পারিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার চর্ব্বণ শব্দ ভ্রাতার কর্ণে যাওয়াতে তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অপরিচিত ব্যক্তি এখানে আসিয়াছে।" এই বলিয়া ভ্রাতা হস্ত প্রসারণ করিয়া চোরকে ধরিল এবং তাহাকে ফেলিয়া চোর চোর বলিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অন্য দুইজন অন্ধও ভ্রাতার সহায়তা করিতে লাগিল। এদিকে চোরও যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশীরা দ্বারভঙ্গ করিয়া আসিয়া দেখে, চারি জন জড়াজড়ি করিয়া মারামারি করিতেছে। বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভ্রাতা কহিলেন, 'যাহাকে আমি ধরিয়া রহিয়াছি এ বেটা চোর। আমাদের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করিবার মানসে অলক্ষিতে বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে।" প্রতিবেশীদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শঠও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধের ভাণ করিয়া বলিল "হে ভদ্রগণ, এ বেটা বিষম মিথ্যা-বাদী। আমি ইহাদের একজন সঙ্গী, অদ্য আমার অংশের ধন প্রার্থনা করায় ইহারা তিনজনে জুটিয়া আমাকে প্রহার করিতেছে। আপনারা ইহার বিচার করুন।" ছেঁড়া নেটার মধ্যে কে সহজে যাইতে চাহে? প্রতিবাসিগণ তাহাদিগকে বিচারকর্ত্তার নিকট উপস্থিত করিল। বিচারালয়ে আনীত হইবামাত্র শঠ পূর্ব্ববৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল "ধর্ম্মাবতার, আমরা চারি জনেই অপরাধী। কিন্তু আমরা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে সহজে নিজ নিজ দোষ প্রকাশ করিব না। তবে যদি কেহ অসহ্য যন্ত্রণা দেয়, তাহা হইলে সহজেই নিজ নিজ দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিতে হইবে। যদি আপনি আমাদের দোষ অবগত হইতে চাহেন, তবে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিউন। বরং আমাকে দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" বিচারক তৎক্ষণাৎ দস্যুকে প্রহার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। বিশ ত্রিশ ঘা বেত সহ্য করিয়া অবশেষে পাপিষ্ঠ আর সহ্য হয় না এইরূপ ভাণ করিয়া অগ্রে এক চক্ষু এবং সর্ব্বশেষে দুই চক্ষু মেলিল। তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন "ওরে দুর্বৃত্ত, ইহার অর্থ কি?" দুরাত্মা বলিল "ধর্ম্মাবতার যদি আপনি আমার সমুদায় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন অঙ্গীকার করেন এবং আমার বিশ্বাসের জন্য আপনার অঙ্গুরীটি আমাকে দেন, তাহা হইলে আমি সমুদায় প্রকাশ করিতে পারি।" বিচারক প্রতিশ্রুত হইলে পাপিষ্ঠ বলিল "মহাশয়, আমরা কেহই বাস্তবিক অন্ধ নহি, তবে আমরা অন্ধের ভাণ করিয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে ইহাতে অনায়াসে ভদ্রলোকের বাটীতে, এমন কি মহিলাগণের বাসগৃহ মধ্যেও আমরা প্রবেশ করিতে পাই এবং স্বেচ্ছানুসারে

দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আনিতে পারি। এইরূপে আমরা দশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছি। অদ্য তাহার অংশ লইয়া পরস্পর বিবাদ হওয়ায় প্রতিবেশীরা জানিতে পারিয়া আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে। মহাশয়, আপনি বিচার করিয়া আমার অংশে ২৫০০ টাকা আমাকে দিন। আর আমার সঙ্গীরা অন্ধ কিনা যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে যত বেত্রাঘাত করিয়াছেন ইহাদের প্রত্যেককে তাহার তিনগুণ বেত্রাঘাত করুন। তাহা হইলে তাহারা নেত্র উন্মীলিত করিবে।"

ভ্রাতা ও তদীয় সঙ্গীদ্বয় বিচারককে এইটি বুঝাইতে বিস্তর চেষ্টা করিল যে এই ব্যক্তি প্রতারক ও ভয়ানক মিথ্যাবাদী। কিন্তু কাজি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন "পাপিষ্ঠেরা, এইরূপে ভিক্ষার ছলে তোমরা গৃহস্থের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া থাক।" অনন্তর তিনি তাহাদিগকে প্রহার করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা প্রকৃত অন্ধ, কিরূপে চাহিবে? বিচারকর্ত্তা মনে করিলেন ইহারা বজ্জাতি করিয়া চক্ষু মেলিতেছে না। এই জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি দুই শত বেত্রাঘাত করিতে অনুমতি করিলেন। এদিকে পাপিষ্ঠ চোর মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল "ভাই, আর কেন বৃথা প্রহার সহ্য কর? চাহিয়া দেখ, তাহা হইলেই সকল পাপ চুকিয়া যায়।" অনন্তর সে বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয়, ইহারা কিছুতেই চক্ষু উন্মীলিত করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। অতএব আর ইহাদিগকে প্রহার করিয়া কি হইবে? আমার সহিত লোক দিন, আমি আমাদের সঞ্চিত দশ সহস্র মুদ্রা বাহির করিয়া আনয়ন করি।" কাজি এই কথা শুনিয়া দস্যুর সহিত লোক দিলে, সে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে টাকা বাহির করিয়া আনিল। বিচারকর্ত্তা তাহার প্রাপ্য ২৫০০ টাকা দস্যুকে দিয়া অবশিষ্ট আত্মসাৎ করিল এবং আমার ভ্রাতা ও অপর অন্ধদ্বয়কে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমি এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র গোপনে ভ্রাতাকে স্বভবনে আনয়ন করিয়া রাখিলাম।

তৃতীয় ভ্রাতার গল্প শুনিয়া, কালিফ হাসিতে হাসিতে আমার পুনরায় পুরস্কারের অনুমতি দিলেন। কিন্তু আমি পারিতোষিকের অপেক্ষা না করিয়া চতুর্থ ভ্রাতার উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।

নাপিতের চতুর্থ ভ্রাতার কাহিনী।

মহারাজ, আমার চতুর্থ ভ্রাতার নাম আলকোজ। তিনি যেরূপে এক চক্ষু অন্ধ হন তাহা পশ্চাৎ বিবৃত করিব। তিনি একজন মাংসবিক্রেতার ব্যবসায় করিতেন। এক দিবস তিনি আপণে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় একজন শ্বেত শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ আসিয়া ছয় টাকার মাংস ক্রয় করিল এবং ছয়টি নূতন কলের টাকা দিয়া প্রস্থান করিল। টাকাগুলি অতি উজ্জ্বল দেখিয়া ভ্রাতা তৎসমুদায় এক পৃথক সিন্দুকে রাখিয়া দিলেন। প্রাচীন নিত্য নিত্য নূতন কলের টাকা দিয়া মাংস ক্রয় করিতে লাগিল এবং ভ্রাতাও তদ্বত্ত টাকাগুলি এক স্থানে রাখিতে লাগিলেন।

ক্রমাগত পাঁচ মাস এইরূপ চলিলে, একদিন ভ্রাতা কতকগুলি মেষ ক্রয় করিবার জন্য যে সিন্দুকে নূতন টাকা ছিল তাহা খুলিলেন। খুলিয়া দেখেন

তথায় টাকা নাই; কতকগুলি শুষ্ক পত্র পতিত আছে। তদ্দর্শনে ভ্রাতা মাথা মুড় খুঁড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সমাগত প্রতিবেশীদিগকে ভ্রাতা তৎসমুদায় শুষ্ক পত্র দেখাইলেন; দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। ভ্রাতা বলিতে লাগিলেন "যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সেই বিশ্বাসঘাতক বৃদ্ধ এই সময়ে উপস্থিত হয়, তাহাহইলে একবার তাহাকে দেখি।" এই কথা বলিতে বলিতে দেখিতে পাইলেন, দূরে বৃদ্ধ আগমন করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র ভ্রাতা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, ভাই সকল তোমরা দেখ, এই বেটা বঞ্চক আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া সেই স্থানে অত্যন্ত জনতা হইল। ভ্রাতা বৃদ্ধের প্রতারণার কথা সকলের গোচর করিলে বৃদ্ধ কহিল "আমাকে ছাড়িয়া দাও, নতুবা তুমি সর্ব্বসমক্ষে আমার যেরূপ অপমান করিয়াছ, আমিও তোমার সেইরূপ অপমান করিব।" ভ্রাতা কহিলেন "তুমি আমার কি করিবে? আমি নির্দ্দোষ ব্যবসায় জীবিকা নির্ব্বাহ করি, কেন তোমাকে ভয় করিব?" বৃদ্ধ কহিল "তবে দেখবি?" এই বলিয়া সে জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয়গণ! এই পাপিষ্ঠ মেষমাংস বলিয়া যে মাংস বিক্রয় করে, তাহা বাস্তবিক মেষমাংশ নহে, নরমাংস।" ভ্রাতা কহিলেন "তুই বেটা প্রকৃত প্রতারক। মহাশয়গণ, এই কথায় প্রত্যয় করিবেন না।" প্রাচীন কহিল "আমার কথায় প্রত্যয় না হয় আপনারা উহার দোকানে চলুন, দেখিবেন পাপিষ্ঠ একটা মনুষ্য কাটিয়া মেষ বলিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে।"

ভ্রাতা সেইদিন প্রভাতে একটী মেষ কাটিয়া ত্বক উন্মোচন করিয়া দোকানে রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বৃদ্ধের কথার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু জনসমূহ সন্দিহান হইয়া ভ্রাতা ও বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া দোকানে উপস্থিত হইল। তথায় গিয়া সকলে দেখে, বাস্তবিকই একটা উন্মুক্তচর্ম্ম নরদেহ ঝুলিতেছে। দেখিবামাত্র সকলেই প্রথমতঃ স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর একজন দর্শক ভ্রাতাকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল "এই কি তোর মেষমাংস?" তৎপরে বৃদ্ধ ভ্রাতার বদনে এরূপ মুষ্টি প্রহার করিল যে তাহার এক চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। অপরাপর সকলেই বৃদ্ধের অনুকরণে ভ্রাতাকে নরঘাতক বলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। এইরূপ শাস্তি দিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল না, ভ্রাতাকে বন্ধন করিয়া সেই নরদেহ সমেত বিচারকর্ত্তার নিকট লইয়া গেল। বৃদ্ধ বিচারককে বলিল "মহাশয়, এই দুরাত্মা মেষমাংস বলিয়া নরমাংস বিক্রয় করিয়া থাকে। আপনি ইহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া পৌরজনের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।" বিচারক ভ্রাতার এজাহার শুনিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ যে টাকা দিয়াছিল, তৎসমুদায় পত্র হইয়া গিয়াছে এ কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না; পরন্তু স্বচক্ষে নরদেহ দর্শন করিয়া তিনি ভ্রাতাকে প্রতারক বিবেচনা করিয়া ৫০০ শত বেত্রাঘাত করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমস্ত ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে নগর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন।

যে সময়ে ভ্রাতা এই বিপদে পতিত হন, তৎকালে আমি বোগদাদ হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম। ভ্রাতা এইরূপে দণ্ডিত হইয়া নগরের এক নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া ক্ষত স্থানের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন।

চলৎশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইবামাত্র তিনি রাত্রিযোগে নগর পরিত্যাগ করিয়া এমন এক স্থানে গমন করিলেন, যেখানে পরিচিত লোক কেহই নাই। তথায় কিছুদিন বাস করিয়া অতিশয় বিরক্তি বোধ হওয়ায় এক দিবস তিনি নগরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ভ্রমণ করিতে গেলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন কতকগুলি অশ্বারোহী তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি ভয়ে নিকটবর্ত্তী এক সৌধে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ মাত্র বাটীর দুইজন ভৃত্য তাঁহাকে ধরিয়া বলিল "ঈশ্বর কৃপায় তুই আপনি ধরা দিয়াছিস্। তোর উৎপাতে আজ তিন রাত্রি আমরা চক্ষু মুদিতে পারি নাই।" বাটীতে এইরূপ অচিন্ত্যনীয় সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতার কিরূপ বিস্ময় ও ভয় জন্মিল, আপনি সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। তিনি ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই, তোমাদের অভিপ্রায় কি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই ভ্রম প্রযুক্ত আমাকে অন্য এক ব্যক্তি মনে করিয়াছ।" ভৃত্যদ্বয় বলিল "তুই বুঝি মনে করিয়াছিস্ আমরা তোকে চিনিতে পারি নাই? সে দিন দলবল সমেত আসিয়া আমাদের প্রভুর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াও ক্ষান্ত হস্ নাই, অধিকন্তু তাঁহার প্রাণবধের উদ্যোগ করিয়াছিলি, আচ্ছা দেখি সে দিন তুই যে ছুরি লইয়া আসিয়াছিলি, তাহা তোর নিকট আছে কি না? তাহা হইলে আমাদের সমস্ত সন্দেহ মিটিবে।" এই বলিয়া তাহারা ভ্রাতার বস্ত্র মধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে দিন ভ্রাতার বসন মধ্যে একখানি ছুরিকা ছিল। তাহারা সেই খানি দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "তবে নাকি রে বেটা তুমি চোর নও?" পরে ভ্রাতার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইল। তাহারা ভ্রাতাকে কাজির নিকট উপস্থিত করিলে বিচারকর্ত্তা বলিলেন "ওরে দুর্বৃত্ত? লোকের বাটীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তুই ছুরি দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিস্, এ তো তোর বিষম সাহস দেখিতেছি।" ভ্রাতা কহিলেন "মহাশয়, আমার ন্যায় হতভাগ্য জগতে আর নাই। আমি নিতান্ত নিরপরাধ; আমার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনার বোধ হইবে আমার ন্যায় দয়ার পাত্র জগতে আর নাই।" একজন ভৃত্য বলিয়া উঠিল "মহাশয়, যে ব্যক্তি লোকের বাটীতে প্রবেশ করিয়া দস্যুবৃত্তি করিতে পারে, যাহার নরহত্যা করিতে সঙ্কোচ হয় না, তাহার কথায় বিশ্বাস কি? যদি আপনি আমাদের কথায় বিশ্বাস না করেন, তবে ইহার পৃষ্ঠদেশ একবার খুলিয়া দেখুন।" কাজি ভ্রাতার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন বোধে তাঁহাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে নগরে প্রদক্ষিণ করাইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমি কতকগুলি লোকের মুখে এই সমাচার পাইয়া ভ্রাতাকে গোপনে বাটীতে আনাইয়া রাখিলাম।

কালিফ এই প্রকার বৃত্তান্ত শ্রবণে তাদৃশ পরিতুষ্ট হইলেন না দেখিয়া আমি তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া অবশিষ্ট দুই ভ্রাতার গল্প আরম্ভ করিলাম।

নাপিতের পঞ্চম ভ্রাতার বিবরণ।

মহারাজ, আমার পঞ্চম ভ্রাতার নাম আলনাস্কার। পিতার জীবদ্দশায় ভ্রাতা অতিশয় আলস্যপরবশ ছিলেন। এমন কি নিজ উদরান্নের জন্যও

পরিশ্রম করিতেন না, প্রত্যহ পিতার নিকট ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পিতা মৃত্যুকালে ৭০০ টাকা রাখিয়া যান, আমরা ৭ সহোদরে তাহা তুল্যরূপে অংশ করিয়া লই। আলনাস্কার কস্মিনকালে এত টাকা দেখেন নাই, সুতরাং টাকা লইয়া কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সমুদায় টাকায় কতকগুলি কাচের বাসন ও খেলনা ক্রয় করিলেন। সেইগুলি একটী খোলা বাজরায় পুরিয়া লইয়া একটী ক্ষুদ্র দোকান খুলিলেন এবং বাজরাটি সম্মুখে রাখিয়া ক্রেতাগণের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল [illegible] অপর আলোড়িত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে অন্যমনস্ক হইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। নিকটে একজন দর্জ্জি বাস করিত, সমস্ত আলাপ তাহার কাণে গেল। আলনাস্কার বলিতে লাগিলেন "এই সকল কাচের বাসন বিক্রয় করিয়া অন্ততঃ দুইশত টাকা পাইব, সেই দুইশত টাকা দিয়া পুনরায় বাসন [illegible] চারিশত মুদ্রা সংগ্রহ হইবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে আমার দশ সহস্র টাকা সঞ্চয় হইবে। তখন আমি কাচের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া মণিমুক্তার দোকান খুলিব। এই ব্যবসায়ে বিস্তর ঐশ্বর্য্য হইবে। তখন একখানি বাটী ক্রয় করিয়া নানাবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিব। কত গায়ক গায়িকা [illegible] আসিয়া আমার নয়ন [illegible] পরিতৃপ্ত করিবে। ক্রমে আমি লক্ষপতি হইয়া উঠিব। তখন আমি মন্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিব। মন্ত্রী অবশ্য আমার ন্যায় ধনবান ব্যক্তির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। বিবাহের দিন মহাসমারোহে, আমি বরপরিচ্ছদে তাঁহার কন্যাকে বাটীতে আনয়ন করিব। [illegible] তাহাকে বিদায় করিয়া আমি গৃহ দাস-দাসীতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিব। কিন্তু আমি স্ত্রীকে অতিশয় উপেক্ষা করিব, প্রথমতঃ তাহার [illegible] হইবে। সে আমাকে নিতান্ত অনুনয় বিনয় [illegible] তাহাদের কথায় কোন প্রত্যুত্তর দিব না। অবশেষে আমার শ্বশ্রু, কন্যার জন্য আমার অনেক সাধ্য সাধনা করিবেন, আমি তাঁহার কথায় [illegible] কিছুই উত্তর দিব না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তিনি এক পানপাত্র সুরায় পরিপূর্ণ করিয়া কন্যার হস্তে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। আমি তাহার দিকে ক্রোধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এরূপ পদাঘাত করিব যে সে ভূমিতে পতিত হইবে।"

ভ্রাতা চিন্তায় এরূপ মগ্ন হইয়াছিলেন যে এই সমুদায় তাঁহার প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বোধ হইতেছিল। মনে করিতেছিলেন যেন সত্য সত্যই তিনি অমাত্য-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং সত্য সত্যই পত্নীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতেছেন। সুতরাং মনের ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তিনি মন্ত্রিকন্যার পরিবর্ত্তে সেই বাজরায় পদাঘাত করিয়া বসিলেন এবং তাঁহার সমস্ত আশার ভিত্তিস্বরূপ সেই সমুদায় কাচের বাসন চূর্ণ হইয়া গেল। প্রতিবেশী দরজি সমস্তই শুনিতেছিল, এক্ষণে কাচের বাসন ভাঙ্গিয়া গেল দেখিয়া সে হাসিতে হাসিতে ভ্রাতার নিকট আসিয়া বলিল

"ভাই, তুমি কি নিষ্ঠুর, নিরপরাধ কন্যার কোমল অঙ্গে, কিরূপে পদাঘাত করিলে? এরূপ কমনীয় মূর্ত্তি দেখিলে যাহার দয়া না হয়, নিশ্চয়ই তাহার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত। আমি যদি এই কন্যার পিতা হইতাম তাহা হইলে তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করিতাম এবং সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতাম।"

দরজির কথায় ভ্রাতার চৈতন্য হইল এবং সমস্ত মূলধন নষ্ট হইয়াছে দেখিয়া শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া দোকানের সম্মুখে বিস্তর জনতা হইল। কেহ ভ্রাতার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া দুঃখ করিতে লাগিল, কেহ বা তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্য হাস্য করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা গর্দ্দভারোহণে সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভ্রাতার রোদন শুনিতে পাইলেন এবং তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া ৫০০ শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। ভ্রাতা কৃপালু রমণীকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া দোকান বন্ধ করিয়া বাটীতে আগমন করিলেন।

এইরূপ অকস্মাৎ দৈব প্রসন্ন হওয়ায়, ভ্রাতা মনে মনে কত চিন্তাই করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্বারে করাঘাত ধ্বনি হইতে লাগিল। তিনি দ্বার উদ্ঘাটন করিলে এক বৃদ্ধা কহিল "বাছা, নামাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি এক ঘটি জল আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি হাত পা ধুইয়া নামাজ আরম্ভ করি।" ভ্রাতা জল আনিয়া দিলে প্রাচীনা নামাজ আরম্ভ করিল, ভায়াও পুনরায় চিন্তাসমুদ্রে সুখের সন্তরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যৎকালে টাকাগুলি তোড়ার মধ্যে পুরিতেছিলেন, বৃদ্ধা দেখিতে পাইয়াছিল। উপাসনা শেষ করিয়া বৃদ্ধা যখন ভ্রাতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করে, তৎকালে ভ্রাতা তাহাকে দরিদ্র বোধে দুইটি টাকা দিতে উদ্যত হন। বৃদ্ধা তাহাতে এরূপ ভাবভঙ্গী করিল যেন ভ্রাতা তাহার কত অপমানই করিয়াছেন; সে বলিল "সে কি মহাশয়, আপনি কি আমাকে এক সামান্য ভিক্ষুকী মনে করিয়াছেন? আপনার টাকা আপনি রাখুন। ঈশ্বর প্রসাদে আমি যে রমণীর নিকট বাস করি, তাহার যেমন অনুপম রূপ তেমনি অতুল বিভব। সেই যুবতীর কৃপায় আমি অভাব কাহাকে বলে জানি না।"

বৃদ্ধা যে দুই টাকার পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ অধিক হাতাইবার চেষ্টায় এইরূপ বলিতেছিল, সরলপ্রকৃতি ভ্রাতা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, তোমাদের ঠাকুরাণীর সহিত আমার আলাপ করিয়া দিতে পার? বৃদ্ধা কহিল "ইহার আর বিচিত্র কি? তোমার মত লোক পাইলে হয় ত তিনি তোমাকে বিবাহও করিতে পারেন। তাহা হইলে তুমি তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিপতি হইবে। তোমার টাকাগুলি লইয়া আমার সহিত আইস।" ভ্রাতা একবারে বহুধন পাইবার আশায় অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া বৃদ্ধার অনুগমন করিলেন। বৃদ্ধা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিল। এক গ্রীসদেশীয় বালিকা দ্বার মুক্ত করিলে উভয়ে প্রবেশ করিলেন। প্রাচীনা ভায়াকে বৈঠকখানায় বসাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরেই বাটীর কর্ত্রী বাহির হইল। ভ্রাতা কর্ত্রীর রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া গেলেন। যুবতী ভ্রাতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ভায়ার আগমনে

অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর কহিল "এস্থান সম্পূর্ণ নির্জ্জন নহে। এখানে সমস্ত মনের কথা হয় না। আসুন, একটী খুব নিরি-বিলি ঘরে যাই।" এই কথা বলিয়া সে ভ্রাতার হস্ত ধারণ করিয়া একটী নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনে যাপন করিল, অনন্তর 'শীঘ্র আসিতেছি' বলিয়া প্রস্থান করিল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে যুবতীর পরিবর্ত্তে এক কৃষ্ণবর্ণ দাস অসি হস্তে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতার দিকে সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "তোমার এখানে কি প্রয়োজন?" ভ্রাতা ভয়ে কোন কথা কহিতে পারিলেন না। দাস ভ্রাতাকে উলঙ্গ করিয়া তাঁহার যাবতীয় অর্থ অপহরণ করিল এবং দেহের স্থানে স্থানে অস্ত্রাঘাত করিল। ভ্রাতা নিস্পন্দভাবে ভূমিতে পতিত রহিলেন, কিন্তু একবারে প্রাণবিয়োগ হইল না। দাস ভ্রাতাকে মৃত জ্ঞানে এক সরা লবণ ভ্রাতার ক্ষত স্থানে মর্দ্দন করিতে লাগিল। যদিও ইহাতে ভ্রাতার অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল, তথাপি তিনি কোনরূপ কাতরোক্তি করিলেন না। তদনন্তর দাস তথা হইতে প্রস্থান করিলে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা আসিয়া ভ্রাতার পা টানিয়া লইয়া এক গুপ্ত দ্বার দিয়া বহুসংখ্যক শবের স্তূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল। ভ্রাতা বুঝিলেন যে সকল লোককে উহারা হত্যা করিত, ইহা তাহাদেরই মৃতদেহ। ভ্রাতার এখনও মৃত্যু হয় নাই, অধিকন্তু লবণসংযোগে তাঁহার জীবন রক্ষার এক প্রধান উপায় হইয়াছিল। দুই দিবস পরে ভ্রাতা কিঞ্চিৎ বল পাইয়া এই সমাধি স্থান হইতে গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমুদায় বিপদের কথা বিবৃত করিলেন।

এক মাস কাল নিয়ত ঔষধ সেবন করিলে তাঁহার সমস্ত ক্ষত আরাম হইয়া গেল। তখন তিনি বৃদ্ধার অপরাধের প্রতিশোধ দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এবং সেই অভিপ্রায়ে একটি তোড়া ভগ্ন কাচখণ্ডে পূর্ণ করিয়া বাহির হইলেন। তোড়াটি কটিদেশে বন্ধন করিয়া তিনি এক স্ত্রীলোকের বেশ ধরিলেন এবং একখানি ছুরিকা বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। এক দিবস প্রাতে বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ভ্রাতা বামাস্বরে বলিলেন, "হাঁগা বাছা, তুমি আমাকে একটী নিক্তি দিতে পার? আমার বাস পারস্য দেশে। সম্প্রতি এই নগরে আসিয়াছি। আমার নিকট ৫০০ শত টাকা আছে। সেইগুলি ওজন করিয়া দেখিব।" শীকার জুটিয়াছে বুঝিয়া প্রাচীনা কহিল "আমার সঙ্গে আইস। আমার পুত্র একজন পোদ্দার, সে তোমার টাকা আহ্লাদের সহিত ওজন করিয়া দিবে। শীঘ্র আইস, কি জানি, যদি সে দোকানে বাহির হইয়া যায়।" বৃদ্ধা পূর্ব্বোক্ত বাটীতে স্ত্রীবেশধারী ভ্রাতাকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া পুত্রের সন্ধানে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিঞ্চিৎ পরে সেই পাপিষ্ঠ দাস পুত্রাকারে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমার সহিত আইস। এই বলিয়া সে ভ্রাতাকে যে স্থানে হত্যা করিবার মানস করিয়াছিল সেই স্থানের অভিমুখে চলিল। ভ্রাতা দাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিঞ্চিৎ যাইয়া ভ্রাতা অলক্ষিতভাবে বসন হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দাসের গলদেশে এরূপ প্রহার করিলেন যে তাহার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এক হস্তে মুণ্ড অপর হস্তে মৃতদেহ লইয়া ভ্রাতা পূর্ব্বপরিচিত গর্ত্ত-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভ্রাতা বৃদ্ধাকে যমের পথে প্রেরণ করিয়া

যুবতীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। যুবতী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার শরণাগত হইলেন। ভ্রাতা তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন "সুন্দরি, তুমি কিরূপে এই দুর্বৃত্তদিগের সংসর্গে অবস্থিতি কর?" রমণী কহিল "মহাশয়, আমি এক ধনবান্ বণিকের পত্নী ছিলাম। ঐ পাপীয়সী বৃদ্ধা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটী যাতায়াত করিত। এক দিবস সে আমাকে বলিল, 'অদ্য আমাদের বাটীতে মহাসমারোহে একটী বিবাহ হইবে; যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে সাতিশয় বাধিত হইব।' কুক্ষণে আমি বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যথাকালে বিচিত্র বসন ভূষণ পরিধান করিয়া এই পাপপুরীতে পদার্পণ করিলাম। সেই দুর্বৃত্ত দাস বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিয়া রাখিল, তদবধি প্রায় তিন বৎসর আমি এখানে বাস করিতেছি।" ভ্রাতা বলিলেন, "বোধ করি সেই দাস পূর্ব্বরূপ অসৎ উপায়ে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকিবে।" যুবতী কহিল, "হাঁ, সে চৌর্য্যবৃত্তি ও নরহত্যা দ্বারা এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে যে আপনি সমস্ত জীবনে তাহা নিঃশেষ করিতে পারিবেন না। আমার সহিত আসুন, আমি সেই সমস্ত গুপ্ত ধন বাহির করিয়া দিতেছি।" ভ্রাতা যুবতীর সহিত গমন করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিক বহুসংখ্যক সিন্দুক স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যুবতী কহিল "আপনি বাহক আনিয়া এই সমুদায় লইয়া যান।" ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ বাহক আনিবার জন্য বাহির হইলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, সিন্দুকও নাই, যুবতীও নাই। ভ্রাতার অনুপস্থিতির সুযোগে যুবতী তৎসমুদায় লইয়া পলায়ন করিয়াছে। ভ্রাতা রিক্তহস্তে ফিরিবার লোক নহেন। যা কিছু তৈজস পত্র ছিল তৎসমুদায় বাহকদিগের দ্বারা বাটী লইয়া চলিলেন, আসিবারকালীন দ্বার রুদ্ধ করিতে বিস্মৃত হওয়ায় এবং সমস্ত দিন বাহক বাটীতে যাতায়াত করিতেছে দেখিয়া, প্রতিবেশীরা ভ্রাতার উপর সন্দেহ করিয়া পুলিসে সংবাদ দিল। ভ্রাতা সে রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন বটে, কিন্তু পরদিন প্রভাতে বিংশতি জন পুলিস কর্ম্মচারী ভ্রাতাকে লইয়া কাজির নিকট উপস্থিত করিল। বিচারক ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কল্য যে সমস্ত দ্রব্য তোমার বাটীতে লইয়া গিয়াছ, তৎসমুদায় কোথায়?" ভ্রাতা কহিলেন "তৎসমুদায় আমার বাটীতেই আছে। আপনি যদি অভয় দেন তাহা হইলে আমি সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে পারি।" কাজি অভয় প্রদান করিলে ভ্রাতা সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিলেন। কাজি সমুদায় শ্রবণ করিয়া দ্রব্যাদি তাহার বাটী হইতে আনয়ন করিয়া সমস্ত আত্মসাৎ করিলেন এবং পাছে ভ্রাতা কাজির অবিচারের কথা কালিফের গোচর করে, এইজন্য তাঁহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ভ্রাতা নিরুপায় হইয়া অন্য কোন নগরে আশ্রয় লইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, পথে দস্যুগণ তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া সমস্ত কাড়িয়া লইল। আমি এই সংবাদ জানিবামাত্র ভ্রাতাকে নিজ ভবনে আনয়ন করিলাম।

নাপিতের ষষ্ঠ ভ্রাতার বিবরণ।

মহারাজ, আমার ষষ্ঠ ভ্রাতার নাম সাকাবক। তাঁহার ওষ্ঠাধর খরগোসের ন্যায় ছিল। প্রথমতঃ তিনি ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা সংস্থান করেন। কিন্তু পরে অদৃষ্টচক্রের নিষ্ঠুর পেষণে একরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন যে উদরান্নের জন্য

তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়। এই কার্য্যে তিনি বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করেন; দ্বারবান্‌দিগকে কিছু কিছু ঘুস্ দিয়া তিনি ধনীদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ দুর্দ্দশা আবেদন করিতেন এবং তাহারা দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ দান করিত।

একদিবস কোন প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভৃত্যদিগের নিকট বিনীতভাবে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহারা কহিল, তুমি স্বচ্ছন্দে যাইতে পার, আমাদের প্রভু তোমাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিবেন। ভ্রাতা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক দালানে পর্য্যঙ্কোপরি এক প্রাচীন উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার মস্তকের সমস্ত কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাঁহাকেই গৃহস্বামী স্থির করিয়া ভ্রাতা তাঁহাকে নিজ দুরবস্থা নিবেদন করিলেন এবং কহিলেন, অদ্য সমস্ত দিন আমার আহার হয় নাই। এই কথা শুনিয়া গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া শীঘ্র হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবার জল আনিতে কহিলেন। ভিক্ষুকের এরূপ সমাদর প্রায় ঘটে না; এইরূপ খাতির পাইয়া ভ্রাতা আপনার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু পরে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। যদিও গৃহস্বামীর আহ্বানে কোন ভৃত্যই দর্শন দিল না এবং জলপাত্র প্রভৃতি কিছুই আসিল না, তথাপি বৃদ্ধ উঠিয়া যেন কেহ জল ঢালিয়া দিতেছে এই ভাবে হস্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভ্রাতাকে হস্ত পদাদি ধৌত করিতে অনুরোধ করিলেন। গৃহস্থ একজন আমুদে লোক, আমোদ করিবার জন্য এইরূপ কাল্পনিক হস্ত ধৌত করিতেছে এবং তাহার সহিত আমোদ করিতে পারিলে কিছু পাওয়া যাইবে, এই ভাবিয়া ভ্রাতাও কাল্পনিক জলে হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। এইরূপ আহারও একত্রে সম্পন্ন হইল। মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধ অলীক খাদ্যাদির বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল; ভ্রাতাও তাহার মনোরঞ্জনার্থ খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। অনন্তর এইরূপ সুরাপান হইতে লাগিল। ভ্রাতা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধের গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাত করিলেন। বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "তুমি খেপিলে নাকি?" ভ্রাতার তখন চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন "মহাশয়, রাগ করিবেন না, মদ্যপানে আমার অতিশয় নেশা হইয়াছিল, তাহাতেই আপনার গায় হাত তুলিয়াছিলাম; নেশার ঝোঁকে কে কিনা করে?" ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধের ক্রোধ দূর হইল; তিনি উচ্চ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন "বহুদিন হইতে আমি তোমার মত একজন লোক খুঁজিতেছিলাম; আজ বিধাতা মিলাইয়া দিয়াছেন। তোমাকে অদ্যাবধি আমার নিকট অবস্থিতি করিতে হইবে। আইস, এক্ষণে প্রকৃত আহার করা যাউক।" এই বলিয়া বৃদ্ধ করতালি দিবামাত্র ৫।৭ জন ভৃত্য খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া উপস্থিত করিল। উভয়ে প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর নর্ত্তকীগণ আসিয়া গান ও নৃত্য দ্বারা উভয়ের মনোরঞ্জন করিল। ভ্রাতা বৃদ্ধ-কৃত সম্মানে অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ তাঁহাকে নিজ সরকারে এক কাজ দিলেন। ভ্রাতা কিছুদিন সুখে কাটাইলেন। আবার তাঁহার কপাল ভাঙ্গিল। হঠাৎ বৃদ্ধের মৃত্যু হওয়াতে নিঃসন্তান বৃদ্ধের সমস্ত সম্পত্তি

রাজকোষে নীত হইল। তাঁহার অর্জ্জিত অর্থও সেই সঙ্গে রাজসাৎ হইল; আর এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় নাই দেখিয়া ভ্রাতা মক্কানগরগামী যাত্রীদিগের সহিত জুটিলেন। পথে দস্যুগণ যাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল এবং অবশেষে তাহাদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় নিজ নিজ ভবনে আনয়ন করিল। ভ্রাতা দস্যুপতির অংশে পড়িলেন। দলপতি ভ্রাতার নিকট তাঁহার দাসত্ব মোচনার্থ নিষ্ক্রয় চাহিল। ভ্রাতা বলিলেন, আমার এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় নাই, কোথা হইতে আপনাকে নিষ্ক্রয় দিব। ইহাতে ক্রুদ্ধ দলপতি তাঁহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিয়া দিল। তদবধি তাঁহার মুখ খরগোসের ন্যায় হইল। ভ্রাতা কিছুদিন দস্যুপতির বাটীতে ভৃত্যভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দলপতির এক রূপবতী স্ত্রী ছিল। সে ভ্রাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিল এবং ভাবে এই প্রকার জানাইল যেন ভ্রাতার উপর তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছে। ভ্রাতা ভয়ে তাহার অনুরাগের প্রতিদান করিতে পারিলেন না। ক্রমে রমণী এমনি আসক্ত হইয়া উঠিল যে এক দিন স্বামীর সমক্ষেই বিদ্রূপ করিয়া ফেলিল। দৈবক্রমে ভ্রাতাও সেদিন দস্যুপতিকে দেখিতে না পাইয়া তদীয় ভার্য্যার সহিত বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে দস্যুপতি ক্রোধান্ধ হইয়া অস্ত্রাঘাতে ভ্রাতাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া এক মরুভূমির মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া আসিল। আমি যাত্রী-গণের প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনিয়া ভ্রাতাকে স্বভবনে আনয়ন করিলাম। তদবধি তিনি আমার আলয়েই আছেন।

কালিফ মষ্টনসার বিল্লা সমক্ষে এই গল্প করাতে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন "তোমাকে যে লোকে মৌনী উপাধি দিয়াছে, তুমি তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু কোন গোপনীয় কারণে আমি তোমাকে এ নগরে বাস করিতে দিতে পারি না। তুমি পুরস্কার লইয়া স্থানান্তরে গমন কর।" আমি ভূপতির আদেশক্রমে কএক বৎসর দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া সেই নরপতির মৃত্যুর পর বোগ্দাদে আসিয়া দেখি, আমার ষষ্ঠ ভ্রাতাই মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তৎপরে এই নগরে আসিয়া আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই যুবকের উপকার করি, কিন্তু কৃতঘ্ন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, আমার নামে কুৎসা করিয়া বেড়ায়।

দরজী এই প্রকারে নাপিত ও তদীয় ভ্রাতাগণের গল্প সমাপণ করিয়া কহিল "মহারাজ, নিমন্ত্রণ-সভায় আহারাদি করিয়া আমি যথাকালে দোকানে আসিলাম। সন্ধ্যাকালে দোকান বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় সেই খঞ্জ বাঁশী বাজাইয়া আমার দোকানে গান করিতে লাগিল। আমি পত্নীকে ইহার গান শুনাইবার জন্য খঞ্জকে বাটী লইয়া গেলাম। সে দিন আমার ভার্য্যা একটা বৃহৎ মৎস্য রন্ধন করিয়াছিল। তাহার কাঁটা গলায় লাগিয়া এই খঞ্জের মৃত্যু হয়। তৎপরে শব যেরূপে ইহুদীর বাটীতে যায় তৎসমুদায় মহাশয় শ্রবণ করিয়াছেন।"

কাসগরের অধিপতি দরজীর কথিত কাহিনী শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং কৌতুক দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত নাপিতকে নিজ সভায় আহ্বান করিলেন। নাপিত সভায় আগমন করিয়া

খঞ্জকে দেখিয়া এবং কিরূপে তাহার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, মৃতদেহ নানাভঙ্গী করিয়া পরীক্ষা করিল এবং অবশেষে উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "মহারাজ, আপনি আমায় পাগল মনে করেন করুন, কিন্তু এই খঞ্জ জীবিত আছে। আমি ইহার প্রাণদান করিতে পারি।" এই বলিয়া সে গলার কাঁটা বাহির করিয়া নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে খঞ্জকে পুনর্জ্জীবিত করিল। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। মহারাজও নাপিতকে বিস্তর সাধুবাদ দিয়া তাহাকে একজন প্রধান পারিষদ করিয়া লইলেন। নাপিত মৃত্যুকাল অবধি রাজপ্রসাদ ভোগ করিয়া অবশেষে পরলোক গমন করিল।

আবুলহাসেন আলি এবন বেকার এবং কালিফ হারুন অল রসিদের প্রেয়সী সেমসেলনিহারের ইতিহাস।

হারুন অল রসিদ রাজার রাজত্বকালে বোগদাদ নগরে আবুলহাসেন এবন তাহের নামে এক ঔষধবিক্রেতা বাস করিত। তিনি একজন ঐশ্বর্য্যশালী রূপবান্ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সরলতা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্গুণের আধার বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। তিনি কালিফের এরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন যে মহারাজের প্রেয়সীগণের যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সরবরাহ করিতেন। এই সমস্ত গুণ থাকাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে চাহিতেন। যে সমস্ত ভদ্রলোক এবন তাহেরের বাটীতে গমনাগমন করিত; তন্মধ্যে আবুলহাসন আলি এবন বেকার নামে এক যুবক তাঁহার বিশেষ প্রীতিপাত্র হইয়া উঠেন। মুসলমানেরা পারস্যদেশ অধিকার করিলে পর তদ্দেশ্য রাজকুল বোগদাদ নগরে আসিয়া অবস্থান করে, আলিহাসেন উক্ত প্রাচীন পারস্য রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিধাতা একাধারে সমস্ত গুণ একত্রিত করিবার জন্যই যেন এই রাজকুমারকে সৃষ্টি করেন। তাঁহার যেমন দেবতুল্য আকৃতি, তেমনি অলৌকিক বিদ্যা ও বুদ্ধি।

এক দিবস উভয় বন্ধুতে এবন তাহেরের আপণে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক নবীনা রমণী দশজন পাদচারিণী দাসী কর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া অশ্বতরী আরোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া যত দূর দেখা সম্ভব তাহাতে অনুমান হইল, তাহাদের সকলেই অনুপম রূপলাবণ্যবতী। অশ্বতরী আরূঢ়া রমণী এবন তাহেরের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে বণিক তাহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া বিপণীমধ্যে এক বিচিত্র আসনে উপবেশন করাইলেন। রাজকুমারও যুবতীকে নিজ ভদ্রতার পরিচয় দিবার জন্য যুবতীকে একটী বালিস আনিয়া দিলেন এবং তাঁহার পদতলস্থ কারপেট চুম্বন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং যুবতীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। উপবেশনানন্তর যুবতী অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বণিকের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিল। রাজনন্দন যুবতীর অলৌকিক রূপরাশি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। যুবতীও রাজকুমারের কন্দর্প-বিনিন্দিত আকৃতির পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিল। কুমার ঘন ঘন তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে দেখিয়া যুবতীর চিত্ত আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর

যুবতী গাত্রোত্থান করিয়া এবন তাহেরকে নিজ আগমন প্রয়োজন বিদিত করিয়া, তাহার কর্ণে কর্ণে রাজপুত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এবন তাঁহার নাম ও বংশ যুবতীর গোচর করিল। নিজ প্রণয়পাত্র উন্নতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া যুবতী অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইলেন। তিনি এবন তাহেরকে বলিলেন, "যদি তুমি নৃপতিতনয়ের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট অত্যন্ত বাধিত হইব। এবং যখন তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমার এই দাসীকে প্রেরণ করিব, অনুগ্রহ করিয়া এই যুবককে সঙ্গে লইয়া যাইও। আমার একান্ত বাসনা যে, এই যুবক আমার বাসগৃহের সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে অবলোকন করেন।" সুচতুর এবন তাহের রমণীর মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, আপনার অনুমতি আমার শিরোধার্য্য।" রমণী এই কথা শুনিয়া আর একবার যুবকের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া অশ্বতরী আরোহণে প্রস্থান করিল।

যতক্ষণ রমণী দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী রহিলেন, ততক্ষণ কুমার অনিমেষনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইলে যুবক, এবন তাহেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে রমণী দৃষ্টিমাত্র আমার মন প্রাণ অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, সে যুবতী কে?" এবন কহিল "ইনি সম্রাটের প্রেয়সী মহিষী। মহারাজ ইহাকে এত ভালবাসেন যে ইঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহা দিতে অনুমতি দিয়াছেন।" তৎপরে এবন, কুমারকে মহিষীর প্রণয় হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বিস্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রণয় বরং বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

তাঁহারা দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে মহিষীর সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দাসী আসিয়া কহিল "রাজ্ঞী এই মুহূর্ত্তে আপনাদের দুই জনকে লইয়া যাইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" উভয়ে অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া দাসীর অনুগমন করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে রাজ্ঞীর অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার পূর্ব্বাবধি মুক্ত ছিল, তাঁহারা অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিলেন। অনন্তর দাসী তাঁহাদিগকে এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইলেন। গৃহের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে কুমার অতিশয় প্রীত হইয়া মনে মনে নৃপতির অতুল বিভবের বিস্ময় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য তাঁহাদের আহারার্থ আনীত হইল। আহারান্তে পরিচারিকা তাঁহাদিগকে নাট্যশালায় লইয়া গেল। নাট্যশালার সৌন্দর্য্য-দর্শনে রাজকুমার চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তথায় সুসজ্জিত কামিনীগণ তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দশজন কৃষ্ণবর্ণ দাসী বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত স্বর্ণময় সিংহাসন তথায় রাখিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরে বিংশতি যুবতী বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া আসিয়া সিংহাসনের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে চিত্তহারিণীকে দেখিবার জন্য কুমারের উৎকণ্ঠা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার দুঃখের রজনী প্রভাত হইল। রাজ্ঞী দশজন সমবয়স্ক সখী কর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া দর্শন দিলেন। সহসা গৃহমধ্যে যেন জ্যোৎস্নার বিকাশ হইল, রাজকুমার তৃষিত চাতকের ন্যায় মহিষীর অপূর্ব্ব লাবণ্যসুধা অতৃপ্ত নয়নে পান করিতে লাগি-

লেন। মহিষী মরালগমনে আসিয়া রজত-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

রাজকুমার ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে রাজ্ঞীর মুখাবলোকন করিয়া এবন তাহেরের কর্ণে বলিলেন "ভাই, এতক্ষণ যাহার জন্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল তাহাকে দেখিয়া নয়ন সার্থক হইল। কিন্তু এই রূপরাশি দর্শনে আমার চৈতন্ত যেন বিলুপ্ত হইতেছে; যেন আমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছে। তুমিই আমার সকল অনর্থের মূল; তুমি বলিয়াছিলে এখানে আসিলে আমার সকল সন্তাপের শান্তি হইবে। কিন্তু কই? কিছুই তো উপশম হইল না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। অথবা বৃথা তোমারই বা দোষ কেন দিই? আমি নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া আনিয়াছি। দুর্নিবার ইচ্ছার বশীভূত হইয়া আমি পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিমুখে ঝাঁপ দিয়াছি।" এবন তাহের কহিলেন "ভাই, আমি তো পূর্ব্বেই তোমাকে এই প্রেম হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। এ প্রেমে বিপদ্ পদে পদে; একবার প্রেমে পা ঢালিলে তুফানে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই; অতএব গভীর জলে না যাইতে যাইতে ফিরিয়া আইস। ঐ দেখ, রাজ্ঞী এই দিকে আসিতেছেন, এখনি তাঁহার সহিত তোমার আলাপ করাইয়া দিতে হইবে। এই বেলা প্রস্তুত হও। আর অধিক কি বলিব? প্রেমকে কখনও বিশ্বাস করিও না।"

যৎকালে উভয় বন্ধুতে পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তৎকালে রাজ্ঞী উভয়ের ভাব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহাতে তাঁহার এরূপ প্রতীতি জন্মিল যে রাজকুমার তাঁহার প্রেমের ভিখারী। ইহাতে আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া মহিষী সখীগণকে সঙ্গীত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা এই মর্ম্মে একটী গান করিল যে যদি প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়ের পরস্পর অনুরাগ জন্মে, যদি তাহাদের হৃদয় অভিন্ন হয়, দেহমাত্র বিভিন্ন থাকে, আর যদি এরূপ প্রণয়ে বিঘ্ন ঘটে, তবে তাহারা নয়নসলিলে প্লাবিত হইয়া বলিতে পারে "এরূপ প্রণয়ের জন্ত কি আমরা লোকের বিরাগভাজন হইবার যোগ্য? যদি কেহ এবিষয়ে দোষী হইতে পারে সে দৈব, আমরা নহি।"

সমসেলনিহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করিলেন যে গানটী তাঁহাদের দুই জনের পক্ষে সংলগ্ন। অনন্তর রাজকুমার একটী গানে নিজ অনুরাগ ব্যক্ত করিলেন; রাজ্ঞীও তদুত্তরে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিলেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, মহিষী সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমারও ভাব বুঝিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তথায় উভয়ে উভয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন এবং সুখের আতিশয্যে একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীগণের শুশ্রূষায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া রাজ্ঞী এবন তাহেরকে ডাকাইয়া কহিলেন, "আমি যে তোমার নিকট কতদূর বাধ্য, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। তুমি না থাকিলে আমি কদাচ রাজপুত্রের প্রণয় লাভ করিতে পারিতাম না। ইহজন্মে তোমার এ উপকার বিস্মৃত হইতে পারিব না।" অনন্তর তিনি রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'কুমার, তুমি যে আমাকে স্নেহ কর, তাহা আমার মন আমাকে বলিয়া দিতেছে এবং

আমি যে তোমার একান্ত অনুরাগিনী হইয়াছি, বোধ করি তাহাতে তোমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে এই প্রণয় কেবল দুঃখের কারণ হইল। যদি কখন বিধাতা সদয় হইয়া দিন দেন, তবেই এই প্রেম সুখময় হইবে।” রাজকুমার কহিলেন “ভদ্রে, আমার হৃদয় এক্ষণে তোমার হইয়াছে; এ জীবনে হঠাৎ অন্যভাব স্থান পাইবে না; জীবনান্ত হইলেও ইহা তোমায় ভুলিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। যতই কেন ক্লেশ হউক না, এ প্রেম কদাচ শিথিল হইবে না।”

অনন্তর যুবতী সুরাপূর্ণ একপাত্র এক হস্তে লইয়া নিজ প্রেম প্রকাশক একটী সঙ্গীত করিতে করিতে রাজপুত্রকে পান করিতে দিলেন। তিনি তাহা পান করিয়া আর এক পাত্র মদ্য যুবতীকে প্রদান করিলেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিজ প্রণয়ব্যঞ্জক একটী সঙ্গীত করিলেন। গান করিতে করিতে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ যুবতীও প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দভাবে কামিনীর ইন্দুবিনিন্দিত বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অতীত হইতে না হইতে পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিয়া কহিল “ঠাকুরাণী, প্রধান খোজা মসরুর অন্যান্য কতিপয় খোজা সমভিব্যাহারে আসিয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। আপনার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে।” এই কথা শুনিবামাত্র এবন তাহের ও রাজকুমার ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি সমুদায় ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যুবতী তাঁহাদের ভাব বুঝিয়া অভয় দিয়া দাসীকে কহিলেন “তুমি ততক্ষণ তাঁহাদিগকে কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত রাখ, আমি ইতিমধ্যে প্রস্তুত হই।” এই বলিয়া তিনি দাসীকে বিদায় দিয়া নাট্যশালার সমুদায় দ্বার রুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি রাজপুত্র ও তাঁহার মিত্রকে সাহস দিয়া উদ্যানের দিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং পূর্ব্বোক্ত রজতসিংহাসনে উপবেশন করিয়া মসরুরকে আহ্বান করিলেন। মসরুর যথোচিত অভিবাদন করিয়া রাজ্ঞীকে কহিলেন, “মহারাজ আপনার অদর্শনে অতিশয় কাতর হইয়াছেন। অদ্য রাত্রিতে তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন সেই সংবাদ দিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।” মহিষী কহিলেন “মহারাজ যে অধিনীকে দর্শন দিবেন ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? তবে মহারাজকে একটু রাত্রি করিয়া আসিতে কহিও; কেননা তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে আমাকে সমস্ত গৃহ সুসজ্জিত করিতে হইবে।” ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া মসরুর নিজ সঙ্গীগণ সহিত প্রস্থান করিল; রাণীও প্রিয়তমকে অবিলম্বে বিদায় দিতে হইবে ভাবিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে নাট্যশালায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া রাজকুমার কহিল, দেখিতেছি তুমি আমাদিগকে বিদায় দিতে আসিয়াছ। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমার বিচ্ছেদে আমার জীবনান্ত না হয়। রাজ্ঞী কহিলেন, যখন আমি স্বীয় অবস্থা তোমার অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তখন আমার বোধ হয় তুমি আমা অপেক্ষা অনেক অংশে সুখী। সত্য বটে, তুমি আমার বিচ্ছেদে অতিশয় কাতর হইবে; কিন্তু হায়! আমি কি হতভাগিনী, যাহাকে আমি এক্ষণে আন্তরিক ঘৃণা করি, তাহাকে আমার কৃত্রিম প্রণয়ে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। যখনই আমি

কালিককে সম্মুখে দেখিব তখনই তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে। ভাবিয়া দেখ, সে সময় আমার পক্ষে কি ভয়ানক। এই কথা বলিতে বলিতে বাষ্প তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। রাজপুত্র উত্তর দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুঃখে তাঁহার মুখে বাক্য সরিল না।

এবন তাহের উভয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা দ্রুতবেগে আগমন করিয়া বলিল "ঠাকুরাণী, আর সময় নাই, খোজাগণ একত্র হইতেছে, শীঘ্রই মহারাজ আগমন করিবেন।" এই কথা শুনিয়া সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। মহিষী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "হায়! বিচ্ছেদ কি কষ্টকর। যাহা হউক ইঁহাদিগকে উদ্যানের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে আপাততঃ লুক্কায়িত রাখ। পরে যখন রজনী গাঢ় তিমিরে আবৃত হইবে, তখন ইঁহাদিগকে প্রাসাদের পক্ষদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিও।" এই কথা বলিয়া তিনি রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি কালিককে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। এদিকে দাসী, কুমার ও তদীয় মিত্রকে নির্দ্দিষ্ট গৃহে লইয়া গেল।

হঠাৎ সমস্ত উদ্যান আলোকিত হইয়া উঠিল। রাজতনয় ও তাঁহার মিত্র উহার কারণ অনুসন্ধানার্থ জানালা দিয়া দেখিলেন প্রায় ১০০ শত খোজা প্রত্যেকে এক একটী মসাল লইয়া আসিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে আরও একশত অস্ত্রধারী খোজা; সর্ব্বশেষে মহারাজ স্বয়ং; তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মসুরুর এবং বাম পার্শ্বে দ্বিতীয় খোজাধ্যক্ষ। সেমসেলনিহার বিংশতি সুবেশা পরিচারিকা সহিত দ্বারদেশে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তিনি আসিবামাত্র পরিচারিকাগণ সুললিতস্বরে গান আরম্ভ করিল। যথাবিধি অভিবাদনাদির পর মহারাজ প্রেয়সীর হস্ত ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত রজতসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত দেখিয়া তিনি পরম প্রীত হইয়া নাট্যশালার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজের বিস্ময় উৎপাদনার্থই নাট্যশালার দ্বার রুদ্ধ ছিল। তিনি বলিবা-মাত্র হঠাৎ সমস্ত দ্বার ও গবাক্ষ একেবারে উদ্ঘাটিত হইল এবং তন্মধ্যস্থ নক্ষত্র-মণ্ডলীর ন্যায় দীপমালার আলোকে রাজার নয়ন ঝলসিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "প্রিয়ে, আমি তোমার অভিসন্ধি বুঝিয়াছি, রাত্রিকে দিনে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্যই তুমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলে, তোমার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছে।"

অনন্তর মহারাজ একজন পরিচারিকাকে সঙ্গীত করিতে আদেশ করিলে সে প্রেমপ্রকাশক একটী গান করিল। এই গানে নিজের প্রতি সেমসেল-নিহারের অনুরাগ প্রকাশ হইল ভাবিয়া মহারাজ পরম প্রীতিলাভ করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারস্যরাজকুমারকে লক্ষ্য করিয়া গানটী গীত হইয়াছিল। এই গানে রাজকুমারের প্রণয় স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় মহিষী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দাসীরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নাট্যশালায় লইয়া গেল। এদিকে এবন তাহের ও রাজকুমার খড়খড়ি দিয়া এই সমুদায় ব্যাপার অব-লোকন করিতেছিলেন। এবন রাণীকে মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া রাজপুত্রের দিকে

চাহিয়া দেখিল, তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি রাজপুত্রের চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা আসিয়া কহিল "মহাশয়, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। শীঘ্র আসুন, এই অবকাশে আমি আপনাদিগকে বাহির করিয়া দি।" এবন তাহের কহিলেন "হায়! আমরা এক্ষণে কি প্রকারে পলায়ন করিব? রাজপুত্রের কি অবস্থা হইয়াছে আসিয়া দেখ।" দাসী তাঁহাকে নিস্পন্দভাবে পতিত দেখিয়া শীঘ্র জল আনিয়া তাঁহার বদনে সেচন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুত্রের চৈতন্য হইলে, তাহের বলিলেন "মিত্র, আর কিছুক্ষণ এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণনাশ হইবে। অতএব এই সময়ে প্রস্থানের চেষ্টা কর।" রাজপুত্র, দাসী ও তাহেরের স্কন্ধে ভর দিয়া এক ক্ষুদ্র লৌহদ্বার দিয়া [illegible] প্রাসাদ [illegible] নিক্রান্ত হইলেন। বাটী হইতে বাহির হইয়া তাঁহারা টাইগ্রীস নদীর সহিত সংযুক্ত এক খালের ধারে উপস্থিত হইলে দাসী করতালি দিল। এবং তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি একখানি নৌকা বাহিয়া উপস্থিত হইল। এবন তাহের ও রাজপুত্র নৌকায় উঠিলেন, দাসী পারে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজপুত্র নৌকায় উঠিয়া এক হস্ত প্রাসাদের দিকে প্রসারিত করিয়া এবং অপর হস্ত নিজ বক্ষঃস্থলে দিয়া ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন, "প্রিয়তমে! এই হস্তে আমি তোমাকে [illegible] সমর্পণ করিলাম এবং [illegible] প্রতিজ্ঞা করিতেছি [illegible] তোমার জন্য যে প্রেম [illegible] প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, [illegible] নির্ব্বাণ [illegible] পূর্ব্বে আর তাহা নির্ব্বাণ হইবে না।" [illegible] চলিল এবং দাসীও [illegible] পশ্চাৎ চলিল [illegible] টাইগ্রীসে আসিয়া পড়িল। বিশ্বাসিনী দাসী তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া প্রাসাদাভি-মুখে ফিরিল।

রাজপুত্র ক্রমেই দুর্ব্বল হইতেছেন দেখিয়া এবন তাহের [illegible] প্রবোধ বাক্যে সাহস দিতে লাগিলেন। নৌকা হইতে উঠিয়া রাজপুত্রকে গমনে অক্ষম দেখিয়া এবন তাহের তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া অতি [illegible] নিকটবর্ত্তী এক বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বন্ধু বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এত রাত্রিতে কোথা হইতে আসা হইয়াছে? এবন কহিল, "এক ব্যক্তি আমার কিঞ্চিৎ ঋণ লইয়াছিল, কোন দূরদেশে যাইবে সংবাদ পাইয়া আমরা দুই জনে অদ্য তাহার নিকট গিয়া টাকা আদায়ের একটা বন্দোবস্ত করি। ফিরিবার সময় পথে আমার এই বন্ধুর হঠাৎ পীড়া হওয়াতে তোমার আবাসে উপস্থিত হইয়াছি।" তাহেরের বন্ধু এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের শয়নার্থ এক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রাজকুমার নিদ্রাযোগে নিরন্তর এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, মহিষী মূর্চ্ছিত হইয়া কালিফের পদতলে পতিত আছেন; এই কারণে তাঁহার গাঢ় নিদ্রা হইল না। পরদিন অতি প্রত্যূষে উভয়ে গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া বাটীতে প্রস্থান করিলেন। অতিশয় দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত রাজতনয় সেদিন এবন তাহেরের বাটীতে রহিলেন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া পরিজনেরা তথায় তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া

তাঁহার পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইল। পরদিন তিনি নিজ ভবনে গমন করিলে, এবন তাহের তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বলিল "ভাই, যে প্রেমে এত বিপদ, যাহার পরিণাম কখনই সুখকর হইবে না, সে প্রেম হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ।" রাজকুমার কহিল "ভাই, উপদেশ দেওয়া অতি সহজ, কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এ জীবনে আমি সেমসেলনিহারের প্রেম বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমাকে আর কেন বৃথা উপদেশ দাও? যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তবে প্রেয়সীর কোন সংবাদ পাইলে আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাইও। আমি তাঁহাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি এবং সেইজন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন আছি।" এবন তাহের তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন "রাজ্ঞী নিশ্চয়ই এক্ষণে সুস্থ হইয়াছেন। বোধ করি শীঘ্রই তাঁহার দাসী সমাচার লইয়া আগমন করিবে। পরিচারিকা আসিবামাত্র আমি তোমাকে সংবাদ দিব।"

এবন তাহের নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বদা দাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন অথবা তাহার পরদিন পর্য্যন্ত দাসী আসিল না দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি দাসীর অপেক্ষা না করিয়া রাজপুত্রকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, পরিজনগণ ও কতিপয় বিচক্ষণ বৈদ্য তাঁহার চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজকুমার ঈষৎ হাস্য করিলেন; সে হাসির অর্থ এই বৈদ্যগণ তাঁহার রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। পরিজন ও বৈদ্যগণ ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইলে রাজপুত্র তাহেরকে রাজ্ঞীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, এই কয়টী কথা এবনের মুখ হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র রাজপুত্রের নয়নদ্বয় হইতে অবিরল বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন "রাজ্ঞীর নিধন সংবাদ শুনিলে নিশ্চয়ই আমি এক মুহূর্ত্তকাল প্রাণধারণ করিতে পারিব না।" এবন তাহের কহিলেন "কেন তুমি বৃথা চিন্তায় আপনাকে কষ্ট দিতেছ? সেমসেলনিহারের কোন বিপদ ঘটে নাই। বোধ করি, সুবিধা অভাবে তিনি সংবাদ পাঠাইতে পারিতেছেন না। আজ নিশ্চয়ই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যাইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি রাজপুত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র রাজ্ঞীর বিশ্বাসিনী সেই পরিচারিকা বিষণ্ণভাবে আগমন করিল। সংবাদ অশুভ সম্ভাবনা করিয়া এবন তাহের রাজ্ঞীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। দাসী কহিল "অগ্রে রাজপুত্রের সংবাদ দিন। সেদিন রাজপুত্রকে তেমন অবস্থায় বিদায় দিয়া আমরা অতিশয় চিন্তিত আছি।" তাহের, রাজপুত্রের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিলে, দাসী কহিল "ঠাকুরাণী কুমারের বিরহে অল্প কাতর নহেন। সে দিবস আপনাদিগকে বিদায় দিয়া আমি নাট্যশালায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখি, তখনও তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই। মহারাজ স্বয়ং বিষণ্ণবদনে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া ঔষধ সেবন করাইতেছেন। অনন্তর অনেক যত্নে প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়ন হইল। তদ্দর্শনে কালিফ অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেমসেলনিহার

মহারাজের চরণ চুম্বন করিয়া কহিলেন "মহারাজ, আপনার সম্মুখে যদি দাসীর মৃত্যু হইত, তাহা হইলে অধিনী দেখাইতে পারিত যে আপনার গুণে কত বশীভূত।"

এই কথা শুনিয়া মহারাজ কহিলেন "প্রেয়সি, তুমি যে আমাকে অতিশয় স্নেহ কর, তাহাতে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু প্রেমের অনুরোধে জীবন ক্ষয় করা উচিত নহে। বোধ করি কোন অনিয়মিত পরিশ্রমে তোমার এরূপ পীড়া হইয়া থাকিবে। ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইও, এই আমার অনুরোধ। এক্ষণে তোমাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। অদ্য তুমি এই স্থানেই রাত্রি যাপন কর; এ শরীরে স্থান পরিবর্ত্তনের ক্লেশ তোমার সহ্য হইবে না।" এই কথা বলিয়া মহারাজ নিজ বাসগৃহে প্রস্থান করিলেন।

রাজা প্রস্থান করিবামাত্র রাজ্ঞী আমাকে ইঙ্গিত দ্বারা নিজ সমীপে আহ্বান করিয়া তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত তাঁহার গোচর করিলে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। অতি কষ্টে রজনী অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে রাজসভার সমস্ত চিকিৎসক রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে মহারাজ স্বয়ং দর্শন দিলেন। বৈদ্যগণের প্রদত্ত ঔষধে তাঁহার ব্যাধির কিছুমাত্র উপশম হইল না বরং মহারাজের সমক্ষে হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিতে না পারায় তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অদ্য রাত্রিতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়ায় তিনি তোমাদের সংবাদ লইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। এবন কহিলেন "রাজপুত্রের কুশল সংবাদ ইতিপূর্ব্বে তোমাকে দিয়াছি; তৎসমুদায় তুমি রাজ্ঞীকে কহিও এবং নিবেদন করিও রাজকুমার তাঁহার অদর্শনে অতিশয় কাতর হইয়াছেন।" দাসী বিদায় হইল।

পর দিন প্রভাতে এবন তাহের রাজপুত্রকে দাসীর আগমন বার্ত্তা প্রদান করিলে তিনি শয্যায় অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া, দাসীর সহিত যে সমস্ত কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শোক বা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের সহিত কথাবার্ত্তায় রাত্রি এত অধিক হইয়া উঠিল যে এবন তাহেরকে সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিতে হইল। পরদিন প্রভাতে প্রত্যাগমনকালে বিশ্বাসিনী দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দাসী তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া কহিল "ঠাকুরাণী এই পত্র খানি রাজকুমারকে দিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন।" এবন তাহের দাসীকে লইয়া রাজপুত্রের নিকট গমন করিলেন। দাসী রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং রাজ্ঞীর পত্র পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া নিম্নলিখিত রূপে পাঠ করিতে লাগিলেন;—

"প্রাণেশ্বর! যে অবধি তুমি দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছ, সেই অবধি আমার রাত্রিদিন কিরূপে কাটিয়া যাইতেছে বলিতে পারি না। সকলে বলে সহিষ্ণুতায় সকল কষ্টের লাঘব হয়, কিন্তু কই আমার কষ্টতো উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। যদিও তোমার মোহন মূর্ত্তি আমার চিত্তপটে অঙ্কিত রহিয়াছে, তথাপি নয়ন তাহা দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। দাসীকে দেখিতে কি তোমারও ইচ্ছা সেইরূপ প্রবল? হায়! যদি এই প্রেমে

কোন বিঘ্ন না ঘটিত তাহা হইলে আমাদের কি সুখ হইত? যদি মধ্যে মধ্যে আমি তোমার দর্শন পাই, তাহা হইলে আমি আর কিছুই চাই না; কিন্তু অভাগিনী সে সুখেও বঞ্চিত। হে বিধাতঃ, আমরা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছ?

নাথ! দারুণ বিচ্ছেদে আমার চৈতন্য লোপ হইয়াছে। কি লিখিতে কি লিখিলাম, অপরাধ মার্জ্জনা করিও। এবন তাহেরকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণে আবদ্ধ।

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী, সেমসেলনিহার।”

রাজপুত্র পুনঃ পুনঃ পত্র পাঠ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন “হায়! এই প্রেমব্যঞ্জক লিপির কি উত্তর দিব? কিরূপে আপন অন্তঃস্থ হৃদয়ের সমস্ত ভাব বর্ণনা করিব?” এই কথা বলিয়া তিনি সে পত্রের উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চক্ষের জলে লেখার অনেক বিঘ্ন হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণে তিনি লিপি সমাপ্ত করিয়া এবন তাহেরকে পাঠ করিতে দিলেন। তিনি এইরূপ পাঠ করিতে লাগিলেন।

“প্রেয়সি, তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বে আমি দুর্বিষহ শোকসাগরে নিমগ্ন ছিলাম। কিন্তু পত্রপাঠমাত্র সকল দুঃখ দূর হইল। যে দিন তুমি মহারাজের চরণপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া বাতাহত লতিকার ন্যায় পতিত ছিলে, যে দিন তোমাকে ঐ দশায় দেখিয়া আমার যেরূপ দুঃখ হইয়াছিল অদ্য তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক আনন্দ অনুভব করিলাম। পত্রপাঠে জানিলাম তুমি আমার জন্য অসহ্য যন্ত্রণা সহিতেছ। কিন্তু তোমার বিরহে আমার এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে যে পাপাত্মা যম আমার জীবনের আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে। তুমি এ দাসের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ তাহা আমার আশার অতীত। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তোমার প্রতি আমার যেরূপ ভাব আমার প্রতি তোমারও সেই ভাব যেন চিরকাল থাকে। পুনর্ব্বার এক বার তোমার মুখচন্দ্র দেখিবার প্রত্যাশায় আজিও আমার জীবনদীপ নির্ব্বাণ হয় নাই নতুবা এরূপ বিষম বিরহঝটিকায় জীবনের ক্ষীণালোক কতদিন নির্বিঘ্নে থাকিত। অশ্রুবারি অধিক লিখিতে দিল না, অদ্য বিদায় হই।

তোমারই আবুল হাসেন।”

এবন শেষ পংক্তি পাঠ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। “উত্তম লেখা হইয়াছে” বলিয়া তিনি দাসীর হস্তে দিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে আসিয়া তিনি এই সঙ্কটে তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে এবিষয় হইতে সময় থাকিতে অবসর লওয়াই মঙ্গল; ইহাতে লিপ্ত থাকিলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবে। এইরূপ স্থির করিয়া পরদিন তিনি রাজপুত্রকে এই বিপৎসঙ্কুল প্রণয় হইতে নিবৃত্ত হইতে বিস্তর উপদেশ দিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। রাজপুত্র কহিলেন “যখন রাজ্ঞী আমাকে প্রাণের সহিত ভাল-বাসেন তখন কোন প্রাণে আমি তাঁহাকে ভাল না বাসিব? প্রেয়সী যখন আমার জন্য জীবন ত্যাগ করিতে কাতর নহেন, তখন আমি তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমে উপেক্ষা করিব? তাহা কখনই হইতে পারে না।

জীবন থাকিতে আমি কখনই এ প্রেম বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।" রাজ-পুত্রের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া এবন তাহের মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং এক্ষণে তাঁহার কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এবনের বন্ধু এক রত্নবণিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমসেলনিহারের [illegible] দাসী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বার এক্ষণে এবনের বাটীতে যাতায়াত করে এবং এবন স্বয়ং সর্ব্বদাই পারস্যরাজকুমারের আবাসে গমনাগমন করেন, উক্ত রত্নবণিক তৎসমুদায় দেখিয়াছিল এবং রাজপুত্র অতিশয় পীড়িত আছেন ইহাও সে ব্যক্তি অবগত ছিল। এক্ষণে আবার এবনকে চিন্তান্বিত দেখিয়া সন্দেহযুক্ত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজ্ঞীর দাসী সর্ব্বদা তোমার বাটীতে গমনাগমন করে এবং তোমাকে অতিশয় চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি ইহার কারণ কি?" এবন তাহের এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, "কেন সখা [illegible] রাজ্ঞীর অনুরোধে মহিষীর দাসী এখানে আসিয়া থাকে।" রত্নবণিক [illegible] "তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে তুমি আমার নিকট প্রকৃত ঘটনা [illegible] গোপন করিতেছ ইহার ভিতর অবশ্য কোন গুরুতর ব্যাপার আছে।" বন্ধু [illegible] এত [illegible] সন্দেহ করিয়াছে, তখন তাহার নিকট গোপন করা বৃথা বিবেচনা [illegible] এবন তাহের রত্নবণিককে রাজ্ঞী ও পারস্য রাজকুমারের প্রেমের সমস্ত বৃত্তান্ত [illegible] বলিলেন এবং কহিলেন "দেখিও ভাই এ কথা যেন ব্যক্ত না হয়। তুমি আমার নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। আর দেখ ভাই, এই বিষম ঘটনায় আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি; নগরস্থ রাজকীয় [illegible] ব্যক্তিগণ আমাকে সম্মান করিয়া থাকে, যখন রাজ্ঞীর প্রেম [illegible] প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন আমাকে [illegible] নিগৃহীত হইতে হইবে। সুতরাং আমি স্থির করিয়াছি যে [illegible] সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া ও প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া [illegible] যে পর্য্যন্ত না এই বিষয়ের একটা বন্দোবস্ত হইতেছে সে পর্য্যন্ত আর [illegible] না।" রত্ন-বণিক এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কহিলেন "রাজপুত্র ও রাজ্ঞী কি জন্য এরূপ বিষম প্রেমে আবদ্ধ হইলেন? পরিণামে তাঁহাদের কি ভয়ানক বিপদ ঘটিবে তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না? যাহা হউক ঐ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য যে উপায় উদ্ভাবনা করিয়াছ তাহা সদুপায়।" এই কথা বলিয়া রত্নবণিক বিদায় হইল। যাইবার সময় এবন, তাহাকে বলিয়া দিলেন যেন এ কথা প্রকাশ না হয়।

দুই দিবস পরে এবন তাহেরের দোকানের নিকট দিয়া [illegible] যাইতে দোকান বন্ধ দেখিয়া রত্নবণিক স্থির করিল, এবন সংকল্পিত দেশে গমন করিয়াছে। কিন্তু সন্দেহ দূর করণার্থ একজন প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করি-লেন; সে ব্যক্তি বিশেষ কিছুই বলিতে পারিল না; তবে এই মাত্র বলিল, বোধ করি বাণিজ্যার্থ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রত্নবণিক যুবরাজের বাটীতে গমন করিল। রাজকুমারের সহিত রত্নবণিকের আলাপ ছিল না, কেবল চাক্ষুষ পরিচয় মাত্র ছিল। তিনি বণিকের যথেষ্ট সমাদর করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক কহিল "যদিও

মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ নাই, তথাপি আমি মহাশয়ের কিঞ্চিৎ উপকার করিবার মানসে গুরুতর সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আপনার প্রিয়বন্ধু এবন তাহের আমার পরম মিত্র, তাঁহার প্রমুখাৎ আপনার অনেক গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছি এবং তিনি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিয়া থাকেন তাহাও অবগত আছি। অদ্য আসিবারকালীন তাঁহার দোকান বন্ধ দেখিয়া একজন প্রতিবেশীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল, অদ্য দুই দিবস হইল এবন বাসসোরা নগরে গমন করিয়াছেন। আপনার নিকট বিশেষ সংবাদ পাইব বলিয়া আপনার সমীপে আসিয়াছি।” বণিক নিজ অভিপ্রেত প্রকাশ করিবার জন্য এইরূপে প্রস্তাব করিলেন। রাজপুত্র তাঁহার কথা শুনিয়া বিষণ্ণভাবে কহিলেন “কি! এবন তাহের এস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! তিনি আমার একমাত্র বন্ধু ছিলেন, তাঁহার গমনে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম।” এই কথা বলিয়া কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া এক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন ‘এবনের বাটীতে শীঘ্র জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি কোথায়?” ভৃত্য কিঞ্চিৎ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল “হাঁ, বাস্তবিকই অদ্য দুই দিন হইল এবন তাহের বাসসোরা নগরে গমন করিয়াছেন। আসিবারকালে পথে আমার এক সুবেশা নারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে আপনাকে একখানি পত্র দিবার জন্য আমার সহিত নিকটস্থ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অপেক্ষা করিতেছে।” এই দাসী নিশ্চয়ই রাজ্ঞীর পরিচারিকা হইবে এইরূপ স্থির করিয়া রাজকুমার তাহাকে অবিলম্বে আনয়ন করিবার অনুমতি করিলেন। বণিক রাজ্ঞীর পরিচারিকাকে পূর্ব্বাবধি চিনিত, সুতরাং দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং কক্ষ হইতে উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর রাজপুত্রের সহিত কথোপকথন সমাপ্ত করিয়া দাসী প্রস্থান করিলে, বণিক পুনঃ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজপুত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থচিত্ত। তিনি কুমারের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া হাস্যবদনে কহিলেন “দেখিতেছি রাজরাণীর সহিত আপনার কোন গুরুতর ব্যাপার আছে।” এই কথা শুনিবামাত্র রাজপুত্র চমকিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন “আপনি এমত কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলেন?” বণিক কহিল ‘ঐ পরিচারিকাকে দেখিয়া আমার এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে।” রাজকুমার কহিলেন, “ঐ দাসী কাহার আপনি জানেন?” বণিক কহিল “মহিষী সেমসেলনিহারের। আমি এই দাসী ও তাহার ঠাকুরাণীকে চিনি। জানি এবং এই দাসী যে রাজ্ঞীর বিশ্বাসভাজন তাহাও আমি অবগত আছি। এক্ষণে দেখিতে পাই, দাসী প্রায়ই নিয়মিতভাবে গমনাগমন করিয়া থাকে; তাহাতে অনুমান হয়, ইহার ঠাকুরাণী সম্বন্ধে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে।”

জহরী বণিকের এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ‘এই ব্যক্তির কথার ভাবে বোধ হইতেছে যে এ আমাদের গুপ্তপ্রেম সম্বন্ধে সমস্তই অবগত আছে।’ এই ভাবিয়া তিনি কিঞ্চিৎ মৌনভাবে থাকিয়া বণিককে কহিলেন “আপনার কথায় বোধ হইতেছে, আপনি এই বিষয়ের অনেক সংবাদ জানেন, অনুগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত প্রকাশ করিলে অতিশয় বাধিত হইব।”

এই কথা শুনিয়া বণিক, এবন তাহের প্রমুখাৎ রাজ্ঞীর সহিত রাজকুমারের গুপ্ত প্রণয় সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছিল তাবৎ অবিকল বর্ণনা করিল এবং কি জন্ত এবন তাহের বোগ্দাদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাও জ্ঞাপন করিল। বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া বণিক কহিল "একণে এবন তাহেরের স্থলাভিষিক্ত হই এই আমার সম্পূর্ণ বাসনা। যদি আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার আশা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে আমি প্রাণপণে আপনার উপকার করিতে প্রস্তুত আছি; আপনার অসহ্য যন্ত্রণার কথা শুনিয়া আমার মনে অতিশয় দুঃখ হইয়াছে এবং সেই জন্তই আমি এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া কুমার অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "আপনি সদয় হইয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অভিমতি আছে। এবন তাহেরের পরিত্যাগ জন্ত যে নিরতিশয় কষ্ট হইতেছিল, আপনার কথায় সে সমস্ত দূর হইল। আপনার আমি যে কি পর্য্যন্ত বাধ্য, তাহা কথায় প্রকাশ করা দুষ্কর। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

এইরূপ কথোপকথনের পর রত্নবণিক্ রাজপুত্রের নিকট বিদায় লইলেন। আসিতে আসিতে পথে একখানি পত্র পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি তাহা তুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রপাঠে জানিলেন ইহা পারস্যরাজকুমারের উদ্দেশে রাজ্ঞী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। যৎকালে বণিক রাজপুত্রের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে দাসী এবন তাহেরের নগর পরিত্যাগের কথা রাজ্ঞীর গোচর করিলে তিনি উক্ত পত্রখানি তৎক্ষণাৎ দাসীর হস্তে কুমারকে প্রেরণ করেন। দৈবাৎ পত্রখানি দাসীর হস্ত হইতে পড়িয়া যায়। রত্নবণিক্ পত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া দেখিলেন দাসী পত্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া তিনি পত্রখানি বক্ষঃস্থলের বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন; দাসী তাহা দেখিতে পাইল। দাসী বণিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল "মহাশয়, আপনি এইমাত্র যে পত্রখানি বস্ত্র মধ্যে রাখিলেন, ঐখানি আমি অসাবধানতাবশতঃ ফেলিয়া গিয়াছিলাম। অনুগ্রহ করিয়া ইহা ফিরাইয়া দিলে অতিশয় বাধিত হইব।" দাসীর কথা যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই এইরূপ ভাণ করিয়া বণিক্ কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নিজ গৃহাভিমুখে চলিলেন। দাসীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বাটীতে প্রবেশ করিলে, দাসীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার পত্রখানি প্রার্থনা করিল। বণিক্ তাহাকে বসাইয়া কহিল "এই পত্রখানি রাজ্ঞী পারস্যরাজকুমারকে লিখিয়াছেন কি না?" এই কথা শুনিবামাত্র লজ্জা ও ভয়ে দাসীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। বণিক্ কহিল "এই কথায় তুমি ভীত হইয়াছ দেখিতেছি। কিন্তু এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। এবন তাহের নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে সংবাদ পাইয়াছ। তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্ত আমি অদ্য রাজকুমারের নিকট গিয়াছিলাম। বোধ করি তুমি তথায় আমাকে দেখিয়া থাকিবে। যাহাতে প্রণয়ীদ্বয়ের প্রণয়ে কোন বিঘ্ন না ঘটে, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। সেই জন্ত যদি তাহায় প্রাণ দিতে হয়, তাহাতে আমি সঙ্কুচিত নহি। রাজপুত্র আমার প্রস্তাবে

সম্মত হইয়াছেন, তুমিও রাজ্ঞীকে এই বিষয় নিবেদন করিও।" দাসী এই কথা শুনিয়া বণিকের বিস্তর গুণানুবাদ করিল। অনন্তর বণিক্ রাজ্ঞীর পত্রখানি দাসীর হস্তে দিয়া কহিল এইখানি অবিলম্বে রাজপুত্রের নিকট লইয়া যাও এবং তিনি কি প্রত্যুত্তর দেন, আমাকে দেখাইয়া লইয়া যাইও। আর তোমার সহিত আমার যেরূপ কথাবার্ত্তা হইল রাজপুত্রকে তৎসমুদায় জ্ঞাপন করিও। দাসী বিদায় হইল। তৎপরে রাজপুত্রের প্রত্যুত্তর বণিক্‌কে দেখাইয়া রাজ্ঞীর নিকট গমন করিল এবং বলিয়া গেল যাহাতে আপনার উপর মহিষীর বিশ্বাস জন্মে, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ যত্ন করিব। পরদিন দাসী সহাস্য মুখে আগমন করিতেছে দেখিয়া বণিক কহিল, তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। দাসী কহিল "আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন। এবনের ন্যায় আপনার উপর মহারাণীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিরূপে তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিলাম, শ্রবণ করুন, কল্য এখান হইতে গিয়া দেখি রাজ্ঞী অতিশয় অধীর হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি অভিবাদন করিয়া রাজপুত্রের পত্র তাঁহার হস্তে দিলাম। পত্র পাঠ করিয়া তিনি অধিক বিষণ্ণ হইলেন দেখিয়া আমি কহিলাম "এবন জাহেরের প্রস্থানে আপনি তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না। তাহার উপযুক্ত অন্য একটী ভদ্রলোক পাইয়াছি। তিনি আপনাদের উপকারের জন্য নিজ জীবন প্রদান করিতেও কাতর নহেন। আর তিনি এই সকল গুপ্ত ব্যাপার প্রাণান্তে প্রকাশ করিবেন না।" এই কথা শুনিয়া বর্ষাকালের ময়ূরীর ন্যায় তিনি অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, "এই মহাত্মা কেমন উহাকে দেখিবার জন্য আমার হৃদয় অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। তুমি কল্য তাঁহার সহিত অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ করিও এবং তাঁহাকে আমার এই স্থানে আনয়ন করিও। অতএব যদি আপনি রাজবাটীতে যাইবার স্বীকার করেন, তাহা হইলে অতি উত্তম হয়।" রত্নবণিক প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়া অবশেষে যাইতে স্বীকার করিল। কিন্তু গমনকালে তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; কিছুতেই তাহার পা উঠিল না। দর্শনে দাসী কহিল "আপনার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে রাজবাটীতে গমন করা আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নহে। আমি রাজ্ঞীকে এই বিষয় নিবেদন করিব। তাঁহার যেরূপ আগ্রহ তাহাতে বোধ হয় তিনি স্বয়ং আপনাকে দেখিতে আসিবেন।" বাস্তবিকও দাসী যাহা বলিল তাহাই ঘটিল, কারণ দাসীর মুখে এই সংবাদ পাইবামাত্র রাজ্ঞী স্বয়ং বণিকের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বণিক যথেষ্ট সম্মান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। রাজ্ঞী পথশ্রমে কাতর হওয়াতে বণিকের বাটীতে আসিয়া মুখাবরণ অপসৃত করিলে, বণিক তাঁহার অলৌকিক কান্তিদর্শনে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, রাজকুমার যে ইঁহার রূপে মোহিত হইয়াছেন তাহা কিছু অসম্ভব নয়। অনন্তর রাজ্ঞী কহিলেন "আপনি রাজকুমারের যেরূপ শুভাকাঙ্ক্ষী তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া আমি ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ আপনাকে পাইয়া এবন জাহেরের প্রস্থানজন্য আমাদের কোন কষ্ট হইল না।" এই কথা বলিয়া রাজ্ঞী বিদায় হইলে বণিক যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল

পরদিন রাজ্ঞীর পরিচারিকা রত্নবণিককে আসিয়া কহিল "রাজ্ঞী অতি শীঘ্রই একবার রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আপনার বাটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। ইহাতে আপনার মত কি?" বণিক্ কহিল "এ বাটীতে অন্যান্য অনেকে অবস্থান করেন; সুতরাং এখানে রাজপুত্র ও রাজ্ঞী পরস্পর গোপনে সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট। আমার অন্য একটী বাটী আছে, তাহা আমি অবিলম্বেই সুসজ্জিত করিয়া দিতেছি। সেই স্থানে উভয়ে সাক্ষাৎ হইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।" এই বলিয়া বণিক্ দাসীকে উক্ত বাটী দেখাইয়া দিল। অনন্তর রাজ্ঞী সেই বাটিতে আগমন করিতে সম্মত হইলে, নিরূপিত দিবসে বণিক্ এক গুপ্ত পথ দিয়া রাজপুত্রকে সেই বাটীতে আনয়ন করিল এবং [illegible] রাজ্ঞীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দণ্ডান্তরে [illegible] দুই দাসী ও পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা সমভিব্যাহারে রাজ্ঞী [illegible] হইলেন। প্রণয়ীদ্বয়ের প্রথম দর্শন যে কি সুখের হইল তাহা [illegible] কে বলিতে পারে। প্রথমে কাহারও মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না [illegible] উভয়ের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভ[illegible] গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত মনের কথা একবারে প্রকাশ করিতে [illegible]। অনন্তর দাসী একটী বাঁশী লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। [illegible] প্রেমপূর্ণ এক গীত রচনা করিয়া স্বয়ং বীণা বাজাইয়া তাহা গান [illegible] মধ্যে দ্বারে একটি কোলাহল উঠিল। অব্যবহিত [illegible] সংবাদ দিল, কতিপয় ব্যক্তি দ্বার ভগ্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে [illegible] রত্নব্যবসায়ী আসিয়া [illegible] প্রবেশ করিয়াছে। তিনি এক প্রাচীরের [illegible] লুক্কায়িত করিয়া আগন্তুকদিগের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। [illegible] তাহাদের সংখ্যা দশ এবং তাহারা অসি হস্তে [illegible]ছে।

তিনি একাকী রাজ্ঞী ও রাজকুমারের [illegible] না ভাবিয়া গোপন করিতে [illegible] প্রতিবেশীর ভবনে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হই[illegible] লোক পাঠাইয়াছেন। যে বাটীতে তিনি [illegible] হইতে এবাটীর কোলাহল স্পষ্ট শুনা যাইতে [illegible] প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কোলাহল থামিল না। অবশেষে সমুদায় [illegible] তিনি [illegible] সেই বাটিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার [illegible] উপবিষ্ট [illegible] আর জন প্রাণীও নাই। তাহার মুখে শুনিলেন, ইহারা [illegible]র লোক নহে, ইহারা দস্যু। অনন্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে ইহারা রাজবিদ্রোহী দস্যু, বটে, কারণ সমুদায় দ্রব্যাদি তাহারা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রাজকুমার, রাজ্ঞী ও দাসীগণকেও বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাতে রত্নব্যবসায়ী মহাশোক করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল "হায়, আমার সর্ব্বনাশ হইল, আমি প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে সমস্ত আসবাব ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা একণে কিরূপে প্রত্যর্পণ করিব?" এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিয়া রত্নবণিক্ বাটীর ভগ্ন দ্বার কথঞ্চিৎ সরাইয়া সে রাত্রি

তথায় বাস করিলেন। পরদিন পথে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে বণিক স্বীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন "এখন তাহের একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান্, এইরূপ বিপৎ আশঙ্কা করিয়াই তিনি অগ্রে নগর ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিয়া নিজ বিপদ্ আহ্বান করিয়া আনিলাম। আমার ন্যায় মূর্খ জগতে আর নাই।"

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, এক ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। বণিক তৎক্ষণাৎ দ্বারদেশে গমন করিল। আগন্তুক কহিল "যদি আপনি আমাকে না জানেন, কিন্তু আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। আপনার সহিত বিশেষ প্রয়োজন আছে।" বণিক কহিল "তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া বাটীর ভিতরে আসুন। বণিক তাহার সহিত [illegible] এবং পথে যাইতে যাইতে কহিলেন যে গত রাত্রে দস্যুগণ সেই [illegible] দ্বার ভগ্ন করিয়া গিয়াছে, সুতরাং সেখানে বসিবার সুবিধা হইবে না। [illegible] কোন কথা না বলিয়া তাঁহার সেই বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল "আপনি যাহা বলিতেছেন সমুদয় সত্য [illegible] অতএব আসুন, নিকটেই আর এক সুসজ্জিত বাটী আছে সেথায় কথোপকথন করি।" বণিক সম্মত হইয়া [illegible] পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, [illegible] নির্দিষ্ট স্থান দেখা গেল না। অবশেষে তাঁহারা টাইগ্রিস নদীতীরে [illegible] সমস্ত দিন পরিশ্রমে বণিক অতিশয় কাতর ও বিরক্ত হইয়াছিল, একখানি নৌকা পাইবামাত্র বণিক তাহাতে আরোহণ করিল। নৌকা পর পারে লাগিল। উভয়ে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। [illegible] তাঁহাকে এরূপ [illegible] যে তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে [illegible] নাই। অবশেষে [illegible] এক বাটীতে প্রবেশ করিলেন। [illegible] তার অর্দ্ধসমগ্র [illegible] গমন করিলেন। তথায় [illegible] আহারের [illegible] করিবার [illegible] কোন ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বণিককে লইয়া ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইবামাত্র [illegible] প্রবৃত্ত হইল। বণিককে উপবেশন [illegible] না [illegible] আহার করিতে [illegible]। [illegible] বণিককে [illegible] "কল্য রাত্রে [illegible] কি ঘটনা হইয়াছিল?" বণিক এই কথা শুনিয়া [illegible] হইয়া কহিল "আপনাদের [illegible] আপনারা [illegible] অবগত আছেন।" তাহারা কহিল "কল্য রাত্রে [illegible] আপনার সহিত একত্র [illegible] তাহাদের [illegible]। কিন্তু আপনার মুখে একবার শুনিতে বাঞ্ছা আছে।"

এই কথা শুনিয়া বণিক সহজেই বুঝিলেন যে ইহারাই কল্য রাত্রিতে দস্যুবৃত্তি করিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়গণ, উক্ত যুবক যুবতী এক্ষণে কোথায় আছে? তাহাদের সংবাদ কিছু দিতে পারেন?" তাহারা কহিল "হাঁ, তাহারা উভয়ে মঙ্গলে আছেন, কোন কষ্ট নাই।" এই কথা বলিয়া উভয়ে যে গৃহে আবদ্ধ ছিলেন তাহা অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিলেন।

রাজ্ঞী ও রাজপুত্র কুশলে আছেন শুনিয়া বণিক অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া,

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দাসী প্রস্থান করিল। অকস্মাৎ এই বিপৎপাতের কথা শুনিয়া বণিক বজ্রাহতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি রাজপুত্রকে সমুদায় সংবাদ দিয়া কহিলেন "রাজপুত্র, বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন ও প্রতিবিধানের চেষ্টা করা উচিত। এ সময়ে কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে সমুদায় নষ্ট হইবে।" রাজপুত্র কহিলেন, "এক্ষণে কি করা উচিত?" বণিক কহিলেন "অশ্বারোহণে শীঘ্র স্বীয় রাজ্যে পলায়ন করুন, যে সকল অনুচর সঙ্গে লওয়া উচিত তাহাদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ করুন, আর আমিও নিজ প্রাণ রক্ষার্থে মহাশয়ের অনুগমন করি। একবার মহারাজের হস্তে পড়িলে আর রক্ষা নাই। সময় থাকিতে থাকিতে পলায়নের পন্থা দেখুন।"

রাজকুমার অন্য সদুপায় না দেখিয়া বণিকের পরামর্শে সম্মত হইলেন এবং কতকগুলি টাকা ও বস্ত্র সমভিব্যাহারে লইয়া কতিপয় অনুচর ও বণিকের সহিত যাত্রা করিলেন। দুই দিবস অবিশ্রান্ত গমন করিয়া অবশেষে ক্লান্তি দূর করিবার মানসে সকলে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। তাঁহারা বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত যেমন নামিলেন, অমনি একদল দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। রাজপুত্রের অনুচরগণের সহিত দস্যুগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ও অনাহারে অনুচরগণ দস্যুগণের হস্তে একে একে নিহত হইতে লাগিল দেখিয়া, রাজপুত্র ও বণিক উভয়ে দস্যুগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। দস্যুগণ তাঁহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল এবং তাঁহাদের পরিধান বস্ত্র পর্য্যন্ত লইয়া তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া রাখিয়া গেল। উলঙ্গ অবস্থায় লোকালয়ে যাইতে লজ্জিত হইয়া রাজপুত্র ও বণিক উভয়ে এক মসজিদে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে এক ব্যক্তি উপাসনার্থ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উভয়কে তদবস্থ দেখিয়া কহিল "আপনাদের আকার দর্শনে বোধ হইতেছে আপনারা ভদ্রলোক হইবেন। কিরূপে আপনাদের এরূপ দুরবস্থা হইল বলুন, আমার দ্বারা আপনাদের যতদূর উপকার সম্ভব হইবে।" বণিক কহিল "মহাশয়, আমরা বোগদাদ হইতে আসিতেছি, পথে দস্যুগণ আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আমাদের এইরূপ দুরবস্থা করিয়া গিয়াছে।" অনন্তর সেই ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিধান বস্ত্রাদি দান করিয়া নিজ ভবনে লইয়া গিয়া আহারাদি প্রদান করিল। রাজপুত্র অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেও কিছুই আহার করিলেন না দেখিয়া, বণিক তাঁহার জীবন রক্ষার্থ অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। সমস্ত দিন একভাবে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যাকালে রাজপুত্রের মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত দেখিয়া বণিক উক্ত ভদ্রলোকটীকে আহ্বান করিলেন। মুমূর্ষু অবস্থায় রাজপুত্র বণিককে কহিলেন "আমি এজন্মের মত বিদায় হইলাম। তোমার সাক্ষাতে যে আমার মৃত্যু হইল ইহাতে আমার কতক সুখ বটে, কিন্তু যে জন্য মরণে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ, তাহা তুমি বিশেষ অবগত আছ। কেবল এই একমাত্র দুঃখ রহিল যে মৃত্যুকালে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে থাকিতে পাইলাম না। তিনি বাল্যকাল হইতে আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, আমিও তাঁহাকে প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করিতাম।

তাঁহাকে স্মরণ করিব। আপনার রাজমধ্যে অনেক দেবালয় আছে, অধ্যক্ষদিগকে আপনার সন্তান উদ্দেশে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অনুরোধ করুন এবং আপনি নিজেও শুচি ও শুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হউন। এরূপ করিলে অবশ্যই তিনি আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন।"

মন্ত্রীর কথা যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া রাজা তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিলেন। পরে তাঁহার পরামর্শানুসারে দেবালয়সমূহে অনেক অর্থ প্রদান করিলেন এবং সন্তানার্থ সর্ব্বত্র স্বস্ত্যয়ন করিবার আদেশ করিলেন। কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে মহিষী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে রাজ্ঞী এক সন্তান প্রসব করিলেন। রাজা পুত্রের অলৌকিক রূপ দর্শনে তাহার নাম রাখিলেন কামরালজ্জমান অর্থাৎ সংকালের চন্দ্র। শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় পুত্র দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পঞ্চম বৎসর বয়সে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই পুত্র বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠি[illegible]। কিঞ্চিৎ বয়োপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বিখ্যাত যুদ্ধবিশারদগণকে আনিয়া পুত্রের শিক্ষাদাতা নিযুক্ত করিলেন। বুদ্ধিমান কুমার অল্পদিনেই ধনুর্বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

পুত্রের পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দিনি এক দিবস প্রধান অমাত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "পুত্র এক্ষণে উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে ইহার মনোবিকার জন্মিতে পারে। এইজন্য আমি ইহাকে [illegible] অভিষেক করিতে মানস করিয়াছি। বিশেষতঃ আমি বহুকাল হইতে এই গুরুভার বহন করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে সন্তানকে স্বস্থানে নিয়োগ করিয়া স্বয়ং কিছুদিন বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।' মন্ত্রী যদিও আন্তরিক এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন তথাপি প্রকাশ্যে এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিলেন না; বরং তাহার পোষকতা করিয়া কহিলেন "মহারাজ, কুমার অদ্যাপি বালক, বালকের হস্তে এরূপ গুরুতর বিষয়ের ভার অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি তাঁহার মনোবিকার ঘটিবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে বরং তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করুন। বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে আর তাঁহার মন বিকৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।" মন্ত্রীর পরামর্শের কথা অনুমোদন করিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আহ্বান করিলেন। অসময়ে কেন পিতা আহ্বান করিলেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কুমার বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া অধোবদনে পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা কহিলেন "আমার ইচ্ছা তোমার বিবাহ দি। এ বিষয়ে তোমার কি মত ?'

রাজা হঠাৎ এরূপ প্রস্তাব করিবেন কুমার এরূপ আশা করেন নাই। সুতরাং সহসা কোন উত্তর দিতে না পারিয়া কুমার কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি কহিলেন, "পিতঃ, অবিলম্বে আপনার বাক্যের উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার এত অল্প বয়সে যে আপনি বিবাহের প্রস্তাব করিবেন আমি এরূপ আশঙ্কা করি নাই। আমি যাবজ্জীবনের মধ্যে যে কখন বিবাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব এরূপ ইচ্ছা নাই। পুরুষেরা স্ত্রীগণের মত কিরূপ ক্লেশভোগ করিয়া থাকে

বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির উপরে এরূপ দোষারোপ করা অতি অন্যায়। আরও দেখ, জগতে শুদ্ধ স্ত্রীগণই ঐ অপরাধে অপরাধিনী নহে, অনেক পুরুষও উক্ত দোষে দূষিত। ইতিহাসে এমন অনেক নরপতির নাম উল্লেখ আছে, যাহাদের অত্যাচারের কথা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তবে গরীব স্ত্রীলোকদিগের উপর তোমার ঈদৃশ বিজাতীয় ঘৃণা কেন?” পুত্র কহিল “মাতঃ, জগতে যে আপনার মত বুদ্ধিমতী, ধার্ম্মিক রমণী অনেক আছে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু স্ত্রী মনোনীত করিবার ভার বরের উপরে অর্পিত নাই, তদীয় পিতা বা অন্য কোন আত্মীয় সেই কার্য্য সমাধা করেন। একজনের মনোনীত রমণী যে অন্যের মনের মত হইবে তাহার প্রমাণ কি? পরন্তু স্ত্রী মনোনীত করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। রমণী সুরূপা বা কুরূপা তাহা চক্ষু দ্বারা অনায়াসেই অনুভব করা যায়, কিন্তু নারী গুণবতী কি না তাহা স্থির করিবার কোন সহজ উপায় নাই। রূপের মোহ দশ দিন মাত্র থাকে, কিন্তু গুণ আমরণ সুখপ্রদ। নির্গুণ স্ত্রী কিরূপ কষ্টদায়ক তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অতএব যাহার উপর চিরকালের সুখ নির্ভর করিতেছে, অনেক বিবেচনা করিয়া তাহাকে গ্রহণ করা উচিত। এদিকে বিবাহ না করিলে এ সমস্ত সন্দেহ কিছুই নাই; সুতরাং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চিত সুখে ইচ্ছাপূর্ব্বক জলাঞ্জলি দিয়া অনিশ্চিত সুখের অনুসন্ধান করে? এই সমস্ত কারণে আমি আজন্ম অবিবাহিত থাকিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।” পুত্রের পরিণয়ে সাতিশয় বিরক্তি দেখিয়া মাতা সেদিন আর কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু তিনি অবসর পাইলেই পুত্রের মত পরিবর্ত্তন জন্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল। পরে একদিন প্রধান সভাতে যৎকালে অমাত্য, সেনাপতি প্রভৃতি সকলে সমবেত হইলেন, তৎকালে রাজা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “বৎস, আমার একান্ত বাসনা তুমি দার-পরিগ্রহ কর। বহুদিন হইতে আমি তোমাকে এই বিষয়ে অনুরোধ করিতেছি, কিন্তু এযাবৎ কাল তুমি আমার মানস পূর্ণ কর নাই। যাহা হউক, এক্ষণে অন্ততঃ রাজ্যের মঙ্গলকামনায় তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই তোমাকে এজন্য অনুরোধ করিতেছেন। তোমার কি মত এই স্থলে প্রকাশ কর।” রাজপুত্র এরূপ উদ্ধত ভাবে এই কথার উত্তর করিলেন যে নৃপতি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কহিলেন “অরে কুলাঙ্গার, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুই সভামধ্যে আমার কথার প্রতিবাদ করিস্? প্রহরিগণ কে কোথায় আছিস্, শীঘ্র ইহাকে লইয়া যা।” নৃপতির মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র কতিপয় নপুংসক আসিয়া রাজপুত্রকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল এবং এক নির্জ্জন ভগ্নদুর্গে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তথায় একটী শয্যা ও কতকগুলি পুস্তক এবং একজন মাত্র দাস তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

যে সময়ে বন্ধু বান্ধব কেহ নিকটে না থাকে, তখন পুস্তকই বন্ধুর কার্য্য করিয়া থাকে। যুবরাজের পক্ষেও সেইরূপ ঘটিল। তিনি সন্ধ্যাকালে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া কোরাণ পাঠ করিতেন এবং দীপ নির্ব্বাণ না করিয়া নিদ্রা যাইতেন।

এই দুর্গের মধ্যে একটী পুরাতন কূপ ছিল। দিবাভাগে দৈত্যরাজ ডামরিয়াটের মৈমুনীনাম্নী কন্যা তন্মধ্যে বাস করিত। প্রত্যহ রাত্রি দুই প্রহরের সময় সেই পরী কূপ হইতে উঠিয়া ভ্রমণার্থ বাহির হইত। আজিও সেইরূপ বাহির হইয়া দেখিল, এক পরম সুন্দর রাজকুমার পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছে এবং তাঁহার সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিতেছে, দীপালোকে তাঁহার মুখকান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারের বদন বস্ত্রে অর্দ্ধাবৃত ছিল; ভাল করিয়া দেখিবার জন্য পরী ধীরে ধীরে সেই বসন অপনীত করিল। তাঁহাকে দেখিয়া পরীর বোধ হইল, এরূপ অলৌকিক রূপ জগতে দুর্লভ। অনন্তর নিদ্রিত কুমারের মুখ চুম্বন করিয়া পরী আকাশমার্গে উড্ডীন হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল কি অপরাধে মহারাজ এমন সুকুমারকান্তি পুত্রকে এই অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়াই মৈমুনী দেখিল অন্য এক দৈত্য সেই দিকে আসিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিল একজন ঈশ্বরবিরোধী দৈত্য। মৈমুনী স্বয়ং সোলেমানের দলভুক্ত এবং সেই কারণে ঈশ্বরবিরোধী যাবতীয় দানব তাহাকে ভয় করিত। সামহবাসপুত্র দানহাস মৈমুনীকে দেখিয়া প্রথমতঃ পলাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু একবারে সম্মুখে আসিয়া পড়ায় পলায়নে সমর্থ না হইয়া বিনীতভাবে কহিল, "মাননীয়া মৈমুনী, আপনি ঈশ্বরের নাম করিয়া শপথ করুন যে আমার কোন অনিষ্ট করিবেন না; আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি আপনার কোন মন্দ চেষ্টা করিব না।" মৈমুনী কহিল "অরে পাপিষ্ঠ দৈত্য, তুই আমার কি করিতে পারিস্? আমি তোকে ভয় করিব না। তবে তুই প্রথমতঃ অভয় প্রার্থনা করিয়াছিস্, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তোর কোন অনিষ্ট করিব না। এক্ষণে বল দেখি, তুই কোথা হইতে আসিতেছিস্, পথে কি কি অদ্ভুত পদার্থ দেখিয়া আসিলি এবং অদ্য রাত্রিতে কি কি করিয়াছিস্?"

দানহাস কহিল "ভদ্রে, বড় সময়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। এক অতি আশ্চর্য্য সংবাদ আছে শ্রবণ করুন।" অনন্তর সে মৈমুনীর নিকট পুনরায় অভয় প্রার্থনা করিয়া কহিল "আমি এইমাত্র চীনদেশের প্রান্তভাগ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছি। তত্রত্য অধুনাতন রাজা গাউয়ের এক পরম রূপবতী কন্যা আছে। জগতে তাদৃশ সুন্দরী রমণী আর নাই; রূপের কথা অধিক কি কহিব, বোধ করি রূপবতী কামিনীকুলের পরাভব মানস করিয়া বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজা কন্যাটিকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন। তাহার বাসের জন্য তিনি সাত মহল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; প্রধান মহল নির্ম্মল স্ফটিকে নির্ম্মিত; দ্বিতীয় পিত্তল দ্বারা গঠিত; তৃতীয় উৎকৃষ্ট ইস্পাতের; চতুর্থও এক বিভিন্ন প্রকার পিত্তলের; পঞ্চম প্রস্তর-নির্ম্মিত; ষষ্ঠ রৌপ্যের এবং সপ্তম সুবর্ণময়।

"কন্যার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা দেশ বিদেশে বিস্তৃত হওয়ায়, নানাদেশীয় ভূপতিগণ এই স্ত্রীরত্ন লাভের নিমিত্ত চীনদেশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রাজা কন্যার অনভিমতে বিবাহ দিবেন না মানস করিয়াছিলেন এবং কন্যাও বিবাহে অনভিরতা ছিলেন; এই কারণে অনেক দূতকে ভগ্নমনোরথ

হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। একদা এক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতির পুত্র চীনদেশে আগমন করিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের অপেক্ষা ইনি গৌরবে ও প্রতাপে সমধিক বিখ্যাত বলিয়া চীনপতি কন্যাকে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে বিস্তর অনুরোধ করেন। পুনঃ পুনঃ উপরোধে ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যা অবশেষে আত্মবিস্মৃত হইয়া রাজাকে কহিলেন "পিতঃ, যদি আপনি আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিব।" এই কথা শুনিয়া নরপতি সাতিশয় কুপিত হইয়া কন্যাকে কহিলেন "বৎসে, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; নিশ্চয়ই তুমি বাতুল হইয়াছ, অতএব তোমার প্রতি পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইল।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে নিজ প্রাসাদের একগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; দশ জন পরিচারিকা ও কন্যার ধাত্রী তাহার রক্ষণার জন্য নিযুক্ত আছে। সম্প্রতি রাজা, [illegible] আর দূত প্রেরণ না করেন এই জন্য মহারাজ দেশে দেশে প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে কন্যা ক্ষিপ্তা হইয়াছেন, যিনি তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিবেন, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন। এই কন্যার তুল্য রূপবতী রমণী আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই. ইহার সুকোমল মুখকমল নিরীক্ষণ করিলে তোমারও পাষাণহৃদয়ে স্নেহের আবির্ভাব হয়। যদি আপনি আমার সহিত [illegible] করেন, আমি আপনাকে দেখাইতে পারি।"

দৈত্য এই কথা শুনিয়া বিরক্ত হইল, পরী কোন উত্তর না দিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। দৈত্য তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত নয়নে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। [illegible] কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া কহিল "আমি বলে [illegible] হই- [illegible] আমাকে [illegible] তোমাদের কথা [illegible] নিকট বলিতে কি তোর লজ্জা বোধ হইল না? [illegible] দেখিতিস্, [illegible] নিশ্চয়ই তুই তাহার প্রেমে পাগল হইয়া যাইতিস্।"

দানহাস বলিল "ভাল, আমি কি এই রাজকুমারের পরিচয় জানিতে পারি?" পরী কহিল "তুই যে রাজকন্যার উল্লেখ করিলি, ইহারও সেই দশা ঘটিয়াছে। ইহার পিতা ইহার অমতে বিবাহ দিবার মানস করে, অনেক অনুরোধের পর রাজকুমার প্রকাশ্যে পিতার মতের প্রতিবাদ করায় সেই কারণে ইহার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। সেই জন্যই সে এস্থানে আবদ্ধ আছে।" দানহাস কহিল "স্বীকার করিলাম, এই রাজপুত্র পরম সুন্দর, কিন্তু চীনদেশের রাজকুমারীর ন্যায় সুন্দরী জগতে দ্বিতীয় নাই।" মৈমুনী কহিল "এত বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন কি? তুই এক কর্ম্ম কর, চীনদেশীয় কন্যাকে এই স্থানে আনয়ন কর, উভয়কে একত্র দেখিলে সকল বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যাইবে।" দানহাস এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চীনরাজ্য উদ্দেশে প্রস্থান করিলে মৈমুনী স্বকীয় আবাসে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দানহাস নিমেষমধ্যে চীনরাজদুহিতাকে নিদ্রিতাবস্থায় তথায় আনয়ন করিল এবং নিদ্রাগত রাজকুমারের পার্শ্বে তাহাকে শয়ন করাইয়া

করিল এবং তাহারা উভয়ে তদীয় নিয়োগপ্রতিপালনার্থে চীনরাজ্যে গমন করিল।

এদিকে রাজকুমার প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজকন্যাকে পার্শ্বে না দেখিয়া স্থির করিলেন যে তাহার পিতা তদীয় মানস পরীক্ষার জন্য এইরূপ কৌশল করিয়াছেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি ভৃত্যকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন "কল্য যে যুবতী আমার নিকট শয়ন করিয়াছিল, সে এখানে কিরূপে আসিল? কে তাহাকে এখানে আনিয়াছিল? ঠিক করিয়া বল্।" ভৃত্য শুনিয়া খানিক অবাক্ হইয়া থাকিল, পরে কহিল "আপনি কোন্ নারীর কথা বলিতেছেন; কই কোন স্ত্রীলোকই তো এখানে আসে নাই। আর কিরূপেই বা আসিবে? আমি যে দোরের কাছে শুইয়া থাকি।" এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন "তুই বেটা মিথ্যা বলিতেছিস্, তুইও বুঝি তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিস্; আমাকে বিরক্ত করাই তোদের মতলব। আচ্ছা থাক্, দেখাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন ও তদুপরি পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিতে লাগিলেন এবং তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া জল তুলিবার রজ্জু তাহার গলায় বাঁধিয়া তাহাকে কূপমধ্যে ডুবাইতে লাগিলেন। ভৃত্য এই বিপদে পড়িয়া ভাবিল, কুমার উন্মত্ত হইয়াছে, সুতরাং মিথ্যা বলিয়া ইহার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ না করিলে ইহার হাতে নিস্তার নাই। এই ভাবিয়া সে কহিল "যুবরাজ, আমাকে ছাড়িয়া দিন, সমস্ত বলিতেছি।" অনন্তর রাজপুত্র তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, সে কহিল "অনেক কথা, আমি এদিকে শীতে মারা যাইতেছি। ভিজা কাপড় ছাড়িয়া না আসিলে আমি সমস্ত বলিতে পারিব না।" কুমার কহিলেন "তবে শীঘ্র আসিস্।" ভৃত্য এই ছলে রাজপুত্রের হাত এড়াইবা-মাত্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া দ্বারে শিকলি টানিয়া দিল এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। তৎকালে নৃপতি মন্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ভৃত্য দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল "মহারাজ, রাজপুত্র খেপিয়া অধীনের কি দুর্গতি করিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে দেখুন।" এই বলিয়া সে রাজপুত্রের সমস্ত কথা মহারাজের গোচর করিল। রাজা শুনিয়া এবং ভৃত্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন "অমাত্য, এ আবার কি নূতন বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল? তুমি শীঘ্র গিয়া দেখিয়া আইস, ব্যাপার কি।" আজ্ঞামাত্র মন্ত্রী গাত্রোত্থান করিল এবং রাজকুমারের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তিনি একান্তমনে পুস্তক পাঠ করিতেছেন। মন্ত্রী অভিবাদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন "যে ভৃত্য আপনার নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করে, আমি অদ্য তাহার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছি। সে তৎসম্বন্ধে মহারাজকে এরূপ সংবাদ দিয়াছে যে তাহা শুনিয়া নৃপতি অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যে ভৃত্যের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কুমার কহিলেন, বোধ হয় ভৃত্য সমস্ত ঘটনা পিতাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারে নাই। যাহা হউক, তুমি আসিয়াছ, উত্তম হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, কল্য রাত্রিতে কোন্ যুবতী আমার শয্যায় শয়ন করিয়াছিল?

এই কথা শ্রবণে প্রধান মন্ত্রী অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "কুমার, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তোমার গৃহের একটি বই দ্বার নাই, তাহাও সর্ব্বদা বন্ধ থাকে, বিশেষ পূর্ব্বোক্ত ভৃত্য প্রতিদিন রাত্রিতে দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকে, তাহাতে রমণী গৃহমধ্যে কিরূপে প্রবেশ করিবে? আমার বোধ হয়, তুমি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে।" কুমার কিঞ্চিৎ রুক্ষভাবে কহিলেন "আমি তোমার যুক্তি শুনিতে চাহি না। সেই যুবতী কোথায় বল।" রাজ-নন্দনের পুরুষভাব দর্শনে মন্ত্রী নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া, কি উপায়ে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কুমার, আপনি স্বচক্ষে সেই যুবতীকে দর্শন করিয়াছেন?" নৃপতি-পুত্র উত্তর করিলেন "হাঁ হাঁ, আমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছি এবং ইহাও বুঝিয়াছি যে আমাকে মোহিত করিবার জন্য তোমরাই তাহাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছ। যাহা হউক, যুবতী সম্যক্‌রূপে তোমাদের উপদেশ পালন করিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তোমাদেরই কৌশলে যুবতী আমার নিদ্রিতাবস্থায় পুনরায় অন্তর্ধান হইয়াছে। শীঘ্র যুবতীর সংবাদ আমাকে দাও, নতুবা তোমারও ভৃত্যের দশা ঘটিবে।" উজীর ভয়বিকলস্বরে কহিলেন "যুবরাজ, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি এবিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি। নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকিবে।" এই কথা শুনিয়া কুমার ক্রুদ্ধভাবে কহিল "রাখ্‌ তোর স্বপ্ন, তুই আমায় ঠাট্টা আরম্ভ করিয়াছিস্‌। দাঁড়া, তোকে উচিত শিক্ষা দিতেছি।" এই বলিয়া রাজপুত্র মন্ত্রীর শ্মশ্রু ধারণ করিয়া বিলক্ষণ প্রহার আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজতনয় কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইয়া পড়িলে অমাত্য কহিল "রাজপুত্র ক্ষমা করুন। আপনি যাহা সন্দেহ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক বটে। কিন্তু আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে মন্ত্রিগণ নৃপতির আজ্ঞার অন্যথা করিতে পারে না। আপনি একটু অবসর দিন, আমি এই বৃত্তান্ত মহারাজের গোচর করি এবং আপনারও যাহা বলিবার থাকে বলিয়া দিন।" এই কথায় কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কুমার কহিলেন "তবে শীঘ্র যাও; পিতাকে বলিও, তিনি কল্য রাত্রিতে যে যুবতীকে এখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন আমি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। শীঘ্র প্রত্যুত্তর লইয়া আইস, দেখিও যেন বিলম্ব না হয়।" যে আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রী প্রস্থান করিল এবং রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল "মহারাজ, ভৃত্য যাহা যাহা বলিয়াছিল সমুদায় সত্য।" অনন্তর মন্ত্রী রাজপুত্রের সহিত কথোপকথন, তাঁহার ক্রোধ ও অবশেষে তৎকর্ত্তৃক প্রহার প্রভৃতি সমুদায় বর্ণনা করিলেন।

নৃপতি পূর্ব্বাবধি পুত্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। একণে মন্ত্রীর মুখে এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পুত্রের নিকট গমন করিলেন। কুমার অতি সম্মানের সহিত পিতার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর তিনজনে উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপুত্র সকল প্রশ্নেরই সদুত্তর প্রদান করিতেছেন দেখিয়া রাজা মধ্যে মধ্যে মন্ত্রীর মুখের দিকে [illegible] লাগিলেন। নানা কথার পর কল্য যুবতীর বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন "শুনিলাম, কল্য রাত্রিতে কোন যুবতী

তোমার সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিল, সে যুবতী কে?" কুমার কহিলেন "তাত, ও কথা তুলিয়া আমায় কষ্ট দিবেন না। আমি সেই যুবতীর পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। ইতিপূর্ব্বে যদিও আমার বিবাহে বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ রমণীকে দর্শন করিয়া তাহা একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে এই রমণীকে প্রাপ্ত হইলে আমি কৃতার্থ হই।" পুত্রের এই কথা শুনিয়া রাজার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাতরভাবে কহিলেন "বৎস, তোমার কথা শুনিয়া আমার অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আমরা এ সংবাদের কিছুই জানি না। আরও অনুমতি ব্যতিরেকে যুবতী কিরূপে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল? রমণী সম্বন্ধে মন্ত্রী যাহা কিছু বলিয়াছে তৎসমুদায় প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। কেবল তোমার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় বৃদ্ধ এই কথাটি রচনা করিয়াছে। নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্নকে প্রকৃত ঘটনা মনে করিয়াছ। বুদ্ধি স্থির করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ।"

কুমার কহিলেন "পিতঃ, আপনার কথায় অবিশ্বাস করিলে আমার পরকালে অনন্ত নরক হইবে। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন এবং তৎপরে বিচার করিয়া বলুন, স্বপ্ন কি সত্য ঘটনা।" এই কথা বলিয়া কামারালজামান কিরূপে যুবতীর দর্শন লাভ করে, তৎপরে তাহার কিরূপ অলোকসামান্য রূপ, কি প্রকারে তাহার সহিত অঙ্গুরীয় বিনিময় ঘটিয়াছে, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া শেষে যুবতীর অঙ্গুরীয় মহারাজকে দেখাইল। অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া পুত্রের কথায় রাজার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল; কিন্তু কিরূপে এ প্রকার অসম্ভব ঘটনা ঘটিল, তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে পুত্রের কারামোচন করিয়া তাহাকে নিজ প্রাসাদে আনয়ন করিলেন।

রাজপুত্র এই অপরিচিত রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া অনবরত তাহার চিন্তায় ক্রমে ক্রমে এত কৃশ ও মলিন হইয়া পড়িলেন যে সর্ব্বদাই তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হইল। নৃপতি অহোরাত্র পুত্রের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। রাজকার্য্যে রাজার অমনোযোগ দর্শনে প্রজাগণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। প্রজাদিগের অসন্তোষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, একদিন প্রধান মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল "মহারাজ, নিয়ত রাজপুত্রের নিকট উপবিষ্ট থাকায় ও তদীয় ক্লেশ দর্শনে আপনার নিজের কষ্ট হইতেছে মাত্র এবং কুমারের মনোবেদনারও কিছু লাঘব হইতেছে না। এদিকে প্রজারাও দিন দিন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। অতএব যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে তাহা করুন। সকল দিক রক্ষা করিতে হইলে, আমার বিবেচনায় কুমারকে নগরের অনতিদূরবর্ত্তী দ্বীপস্থিত দুর্গে লইয়া যাওয়া উচিত এবং সপ্তাহে দুই দিবস আসিয়া রাজকার্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। ঐ দুই দিবস রাজপুত্র নূতন স্থানের সৌন্দর্য্যদর্শনে আপনার অনুপস্থিতিজন্য ক্লেশ অনুভব করিবেন না।" রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে সম্মত হইলে, তৎক্ষণাৎ রাজপুত্র পূর্ব্বোক্ত দুর্গে নীত হইলেন এবং নৃপতি রাজকার্য্যের

অনুরোধে সপ্তাহে দুই দিবস মাত্র নগরে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট পাঁচ দিন পুত্রের নিকট অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে দানহাস ও কস্কস্ নামক দৈত্যদ্বয় চীনদেশের কুমারীকে নিদ্রিতাবস্থায় তদীয় শয্যায় শয়ন করাইয়া আসিল। রমণী প্রভাতে জাগরিত হইয়া দেখিল যে গত রাত্রের রাজপুত্র পার্শ্বে নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ পরিচারিকাগণের নামোল্লেখ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তদীয় ধাত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসিল "কি জন্য ডাকিতেছেন?" নৃপনন্দিনী কহিল "কল্য রাত্রিকালে যে যুবক আমার সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিল সে কোথায়?" বৃদ্ধা কহিল "সে কি? খুলিয়া বলুন, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" রাজপুত্রী কহিল "বলব আর কি? কল্য এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ আমার শয্যায় শয়ান ছিল। আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি মনে মনে তাঁহাকে মন সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি কোথায়?" ধাত্রী কহিল "আপনি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন? কল্য আপনি যখন শয়ন করেন, তৎকালে কোন ব্যক্তি আপনার নিকট ছিল না। পরে সমস্ত রাত্রি দ্বার বদ্ধ ছিল, কিরূপে পুরুষ এখানে প্রবেশ করিবে? আমিতো ইহার কিছুই জানি না।" এই কথা শুনিয়া কুমারী ক্রোধে অধীর হইয়া বৃদ্ধাকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "যদি সমস্ত প্রকাশ না করিস্ তোর প্রাণবধ করিব।" বৃদ্ধা কোনরূপে কুমারীর হাত ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে রাজ্ঞীর সমীপে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিল "দেখুন, আপনার কন্যা বিনা অপরাধে আমার কি দুর্দ্দশা করিয়াছে। যদি আমি পলাইয়া না আসিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে মারিয়া ফেলিত।" মহিষী বৃদ্ধার আলুথালু বেশ দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বৃদ্ধা কহিল "আপনার কন্যা পাগল হইয়াছে।" শুনিবামাত্র রাজ্ঞী দাসীর সহিত কন্যার গৃহে চলিলেন এবং কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নানা কথার পর কহিলেন "বাছা, কি অপরাধে এই বৃদ্ধার এমন দুর্গতি করিয়াছ? তোমার মত বালিকার এরূপ ব্যবহার উচিত হয় নাই।" কন্যা কহিল "মা, আমার বোধ হয় আপনিও আমার সহিত পরিহাস আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কল্য রাত্রির যুবকের সহিত আমার বিবাহ না হয়, ততক্ষণ আমি স্থির বা সুস্থ হইতে পারিব না। আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে চেনেন, তাঁহাকে আনিয়া দিয়া আমায় সুস্থ করুন।" রাজ্ঞী কহিলেন "তোমার কথা শুনিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, তুমি পাগলের মত কি বলিতেছ?" যুবতী কহিল, "যখন আমি বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম, তখন পিতা ও আপনি আমায় কত অনুরোধ করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমি প্রস্তুত হইয়াছি, আর আপনাদের সে ভাব নাই। যাহা হউক, আমি হয় সেই যুবককে পতিত্বে বরণ করিব, নয় আত্মঘাতিনী হইব।" রাজ্ঞী কন্যাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে দ্বার বদ্ধ ছিল, তাহাতে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কন্যা কিছুতেই বুঝিল না। অবশেষে রাজ্ঞী ব্যাকুল হইয়া মহারাজের নিকট চলিলেন। রাজা মহিষীর মুখে আবৎ বৃত্তান্ত

কিন্তু মহারাজের কুমারী কন্যা অন্য পুরুষে আসক্ত হইয়াছে, এই কথা রাজার সাক্ষাতে প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না। কেবল এইমাত্র কহিলেন "মহারাজ, কুমারীর কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে যে আমি তাহার রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ নহি। এক্ষণে আমার জীবন আপনার হস্তে।" এই কথা শুনিয়া, অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ কষ্ট দিল এই ক্রোধে অন্ধ হইয়া রাজা তৎক্ষণাৎ আমীরের শিরশ্ছেদনের অনুমতি দিলেন।

অনন্তর মহারাজ এই সংবাদ দেশে দেশে প্রচার করিয়া দিলেন। নানা দেশ হইতে নানা লোক আসিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে এক ইন্দ্রজালনিপুণ গণক আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকন্যার অন্তঃপুরে নীত হইয়া সে ঝুলি হইতে নানা প্রকার ঔষধ ও একটী তামার থালি বাহির করিয়া একটু আগুন আনিতে বলিল। রাজকন্যা কহিল "এত আড়ম্বর কেন?" গণক কহিল "আপনাকে যে ভূতে পাইয়াছে, তাহাকে এই থালির ভিতর পুরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে হইবে।" রাজকন্যা কহিল "সেই সঙ্গে তোমাকেও ফেলিয়া দেওয়া উচিত। আমার এরূপ অনুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। যদি আমার উপকার করিতে পার ও ক্ষমতা থাকে, তবে মন্ত্রবলে আমার মনোচোরকে আনিয়া দাও। তাহা হইলে আমি চিরকাল তোমার কেনা হইয়া থাকিব।" কন্যার কথা শুনিয়া গণক নিঃশব্দে থালি প্রভৃতি সমস্ত পুনরায় ঝুলিতে পুরিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল "মহারাজ, আপনার কন্যার পীড়াশান্তি করা আমার অসাধ্য। আপনার ঘোষণা শ্রবণ করিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, তাঁহার উপর কোন উপদেবতার দৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এখন দেখিতেছি তাহা নহে, কোন নরদেবের দৃষ্টি হইয়াছে; তাঁহার প্রণয়পীড়া উপস্থিত, আমা অপেক্ষা আপনি সে পীড়ার উৎকৃষ্ট চিকিৎসক, সুতরাং মহারাজ, কুমারীর প্রণয় পাত্রের সন্ধান করুন, নচেৎ এ পীড়া সারিবে না।" রাজা গণকের এরূপ পরিহাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকচ্ছেদনের অনুমতি করিলেন। এইরূপে কত শত যাদুকরের প্রাণবধ হইল, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহাদের ছিন্নমুণ্ডে নগর-তোরণ পূর্ণ হইয়া গেল।

রাজকুমারীর ধাত্রীর মির্জাবান নামে এক পুত্র ছিল। এই বালক ও কুমারী উভয়ে একত্র প্রতিপালিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের পরস্পরের অতিশয় প্রণয় জন্মে; বাল্যকাল উভয়ে ভ্রাতা ও ভগিনীর ভাব একত্র বাস করিত। বয়োবৃদ্ধি হইলে যদিও পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইল, কিন্তু উভয়ের প্রতি উভয়ের স্নেহের লাঘব হইল না। বাল্যকাল হইতে জ্যোতিষ ও ইন্দ্রজাল বিদ্যায় মির্জাবানের বিশেষ আসক্তি ছিল। স্বদেশীয় সমস্ত পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মির্জাবান বিদেশ যাত্রা করেন। নানা স্থানে নানা পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ে অবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

বহুকাল প্রবাসের পর মির্জবান্ স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। নগর প্রবেশকালে তোরণ দ্বারে নরমুণ্ড দোদুল্যমান দেখিয়া মির্জাবান অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন এবং মাতার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবগত

তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। এই রাজপুত্র কোথায় বাস করেন সন্ধান লইয়া তিনি এক পোতারোহণে তদীয় বাসস্থান উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। জাহাজ, কামরালজামানের নিবাস স্থানের অতি নিকটে আসিয়া অধ্যক্ষের দোষে এক পর্ব্বতে লাগিয়া ভগ্ন হইয়া গেল। মির্জাবান সন্তরণে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, অনায়াসে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। সাজামানের বাসস্থানে উপস্থিত হইলে তিনি পরম সমাদরে গৃহীত হইলেন। তৎকালে রাজমন্ত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি মির্জাবানের সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং তিনি অনেক স্থান দর্শন করিয়াছেন শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন "আপনি আমাদের রাজকুমারের পীড়া শান্তির কিছু উপায় বলিতে পারেন।" তিনি কহিলেন "পীড়ার অবস্থা না শুনিলে বলিতে পারি না।" রাজমন্ত্রী, রাজপুত্রের পীড়ার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শুনিয়া মির্জাবানের খুব বিশ্বাস জন্মিল, এই ব্যক্তিই বেদৌরার প্রিয়পাত্র। তিনি কহিলেন, স্বচক্ষে না দেখিলে রোগ নির্ণয় হয় না; যদি একবার দেখিতে পাই, বোধ করি, আমার দ্বারা কোনরূপ উপকার হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী তাঁহাকে রাজপুত্রের নিকট লইয়া গেলেন। বেদৌরার আকৃতির সহিত কামরালজামানের আকৃতির অতি নিকট সৌসাদৃশ্যদর্শনে মির্জাবান সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন।

মন্ত্রী ও মির্জাবান গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র নৃপনন্দন নয়ন উন্মীলন করিলেন। সেই অবকাশে সুচতুর মির্জাবান স্তুতিচ্ছলে রাজপুত্রকে চীন-রাজদুহিতার সহিত তাঁহার যে প্রকারে প্রণয় ঘটনা হইয়াছিল তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। মন্ত্রী অথবা মহারাজ তাহার ভাব বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজপুত্র বুঝিলেন, এই ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার আশার সুসার হইবে। তিনি তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং পিতাকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

ভূপতি নিষ্ক্রান্ত হইলে, মির্জাবান কহিল "রাজকুমার, আপনার দুঃখনিশি প্রভাত হইয়া সুখরবি উদিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যে যুবতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনার এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নাম বেদৌরা, তিনি চীনরাজ গাউরের দুহিতা। তাঁহার প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছি এবং আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে আপনারা উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। রাজকুমারীর অদর্শনে আপনার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহারও সেইরূপ হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি নৃপনন্দিনীর প্রণয়সংক্রান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং কহিলেন "আর আপনি বৃথা কালক্ষেপ করিবেন না, শীঘ্রই চীনরাজ্যে গমন করিবার আয়োজন করুন এবং শীঘ্র সবল হইতে চেষ্টা করুন, কারণ এ শরীরে তাদৃশ দূরদেশে গমন করা আপনার পক্ষে একান্ত অসম্ভব।

মির্জাবানের এই কথা মহৌষধির কার্য্য করিল। আশার আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া রাজপুত্র অবিলম্বেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে ভূপতির আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অস্ত দীন দরিদ্রদিগকে অকাতরে ধনদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজপুত্র গমনের কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া গোপনে মির্জাবানকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন "আপনার পিতা যেরূপ পুত্রবৎসল, তিনি কদাচ আপনাকে এত দূরদেশে যাইতে অনুমতি দিবেন না। অতএব আপনি মৃগয়াগমনচ্ছলে তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করুন।" তদীয় পরামর্শানুসারে কুমার পিতার নিকট মৃগয়াগমনের প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ তাহাতে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু বলিয়া দিলেন, যেন এক রাত্রির অধিক বিলম্ব না হয়। অনন্তর কুমারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার মির্জাবানের উপর দিয়া এবং যথোচিত অনুচরবর্গ সঙ্গে দিয়া রাজা সাশ্রু-নয়নে পুত্রকে বিদায় দিলেন।

মির্জাবান ও রাজকুমার ভৃত্যগণ সহিত ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন, অবশেষে দিবাবসানে এক পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া সেই রাত্রির জন্য তথায় অবস্থান করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, যৎকালে অনুচরগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে, মির্জাবান গাত্রোত্থান করিয়া কুমারের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন এবং তাঁহাকে এক সামান্য পরিচ্ছদ পরাইয়া এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করাইলেন এবং আপনিও রাজপুত্রের পরিত্যক্ত রাজবেশ সঙ্গে লইয়া এক বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিলেন। সমস্ত রাত্রি দ্রুতবেগে অশ্বচালন করিয়া প্রভাতে তাঁহারা এক বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে মির্জাবান অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বকে বিনাশ করিলেন এবং রাজপুত্রের বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ও উহা নিহত অশ্বের রক্তে রঞ্জিত করিয়া তথায় ফেলিয়া দিলেন। রাজপুত্র এরূপ করিবার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, অনুচরগণ আপনার অনুসন্ধানে আসিয়া এই শোণিতলিপ্ত বস্ত্র দর্শন করিয়া স্থির করিবে, আপনি বন্য পশু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং আর অনুসন্ধান বৃথা মনে করিয়া তাহারা বাটীতে প্রতিগমন করিবে। ইতিমধ্যে আমরাও অভিপ্রেত দেশে উপস্থিত হইব।

অনন্তর তাঁহারা বহুদিনের পর চীনদেশের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। মির্জাবান্ কুমারকে নিজ আলয়ে লইয়া না গিয়া তাঁহার সহিত এক পান্থ-নিবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিন দিবস তথায় থাকিয়া মির্জাবান্ যুবরাজের জন্য এক প্রস্থ দৈবজ্ঞের বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লইল। চতুর্থ দিবসে কুমার মির্জাবানের পরামর্শানুসারে দৈবজ্ঞের বেশ পরিধান পূর্ব্বক রাজ-প্রাসাদের তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজাধিরাজ চীনরাজের দুহিতার পীড়াশান্তি করণার্থে উপস্থিত হইয়াছি। ইঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিলে আমি ইঁহার পাণিগ্রহণ করিব, আর না পারিলে নিজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।"

রাজপুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া প্রহরীগণ ও পুরবাসী কতিপয় ব্যক্তি তথায় আসিয়া জুটিল। রাজপুত্রের অলৌকিক আকৃতি, বিশেষতঃ তাঁহার কোমল বয়স দেখিয়া সমাগত সকলেরই হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল এবং সেই জন্য সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজমন্ত্রী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে

মহারাজের সন্নিধানে লইয়া গেলেন। ভূপতি তাঁহার মনোহর রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন "ওহে যুবক, তুমি এই নবীন বয়সে আমার কন্যার পীড়া শান্তি করিতে পারিবে, আমার এরূপ বোধ হয় না। তুমি যে কৃতকার্য্য হও ইহা আমার একান্ত বাসনা বটে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে অকৃতকার্য্য হইলে তোমার কিশোর বয়স বা অলৌকিক রূপের অনুরোধে দণ্ডের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না।" রাজপুত্র কহিলেন "মহারাজ, যদি রাজকুমারীকে রোগমুক্ত না করিতে পারি, তবে আমার এখনই শেষ।" এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য মহারাজ এক ক্লীবকে আদেশ করিলেন। কামারালজামান কন্যান্তঃপুরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দাসকে কহিলেন, রোগীকে না দেখিয়া রোগ মোচন করিতে পারিলে, চিকিৎসকের বিশেষ গৌরব হইয়া থাকে; অতএব যদিও রাজবালার অপরূপ রূপ দর্শনার্থ আমার মন নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে, তথাপি যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে না পারি সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার দর্শন সুখে বঞ্চিত থাকিব।" এই বলিয়া তিনি সেই স্থানে বসিয়াই নিম্নলিখিত ভাবে রাজকুমারীকে এক পত্র লিখিলেন।

"রাজপুত্রি, কামারালজামান তোমার প্রণয়ে মোহিত হইয়া যে নিরতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা এক্ষণে বর্ণনা করা নিরর্থক। যে রাত্রিতে তিনি তোমার নিদ্রিতাবস্থায় তোমাকে প্রথম দর্শন করেন, সেই রাত্রেই তিনি নিজ মন প্রাণ তোমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। সেই রাত্রিতে অনেক যত্ন করিয়াও তিনি তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাহা অনুরাগের চিহ্ন স্বরূপ নিজ অঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তোমার অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া যান। এক্ষণে সেই অঙ্গুরীয় প্রমাণ স্বরূপ প্রেরণ করিয়া তোমার নিকট পাঠাইতেছেন। যদি তুমি প্রণয়ের প্রতিদান স্বরূপ ঐ অঙ্গুরীয় দিয়া প্রীত হও, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন যে তাঁহার ন্যায় সুখী লোক জগতে আর নাই। আর তুমি ইহার অন্যথা করিলে তিনি নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কাতর হইবেন না। এই পত্রের প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষায় সোৎসুকচিত্তে তিনি তোমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।"

তিনি পত্র সমাপন করিয়া রাজকুমারীর উক্ত অঙ্গুরীয়ক পত্রমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উহা দাস হস্তে প্রেরণ করিলেন। সুন্দরী প্রথমতঃ অতিশয় অবজ্ঞায় সহিত পত্র উন্মুক্ত করিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখিবামাত্র আর পত্র পাঠের জন্য কাল বিলম্ব সহিল না। তীরবৎ বেগে উঠিয়া এবং বন্ধন শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন করিয়া তিনি উল্লাসে দ্বারাভিমুখে দৌড়িলেন এবং [illegible] উন্মুক্ত করিয়া পাগলিনীর ন্যায় রাজকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শনমাত্র উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন এবং উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে উভয়ের গাত্র প্রেমাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, কাহারও মুখে একটী কথা সরিল না। বহুক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া অবশেষে বেদৌরা কহিল, "নাথ, এই অঙ্গুরীয় তোমারি হস্তে থাকুক, ইহা তোমার হস্তেরই যোগ্য; আর তোমার অঙ্গুরীয়ক আমি জীবন সত্ত্বে কখনই পরিত্যাগ করিব না।"

পুনরায় পতির সহিত এখানে আসিও।” কুমারী তৎক্ষণাৎ স্বামীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

অনন্তর চীনপতি যথাযোগ্য অনুচর প্রভৃতি সঙ্গে দিয়া কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিলেন। পথে প্রায় একমাস অতীত হইলে, এক দিবস তাঁহারা এক বিস্তীর্ণ মাঠে তরুগণশোভিত এক মনোরম্য স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রাজপুত্রী নিজ পটগৃহে প্রবেশ করিয়া সেবিকাগণকে নিজ কটিবন্ধ উন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা কটিবন্ধ খুলিয়া তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে রাখিল। পরে কুমারী পথশ্রমে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন দেখিয়া পরিচারিকাগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। কামারালজামান এতক্ষণ কাহার কি কর্ত্তব্য ভৃত্যগণকে এই আদেশ দিতেছিলেন। এক্ষণে সেই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে আসিয়া দেখেন তাঁহার প্রণয়িনী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, পার্শ্বে তাঁহার কটিবন্ধ পড়িয়া রহিয়াছে। কটিবন্ধে যে সমস্ত দ্রব্যাদি বদ্ধ ছিল, তিনি একে একে সেই সমস্ত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, তাহার মধ্যে একটী সুন্দর রেসমী থলী রহিয়াছে, ঐ থলীর এক মুখ ফিতা দিয়া বদ্ধ। স্পর্শ করিয়া দেখেন উহার মধ্যে কোন একটী কঠিন পদার্থ রহিয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থলিয়া খুলিয়া দেখেন, তন্মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট মণি রহিয়াছে, উহার উপরে যে কয়েকটী প্রতিমূর্ত্তি ও অক্ষর খোদিত ছিল, কুমার তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; এইমাত্র বুঝিলেন যে মণিটী বেদোরার অতি আদরের সামগ্রী, নতুবা ইহাকে এত যত্নে রাখিবেন কেন? বাস্তবিকও ঐ মণিটী রক্ষামণি, চীন-মহিষী কন্যাকে এই বলিয়া মণিটী দিয়াছেন যে যতদিন ইহা কন্যার কাছে থাকিবে তত দিন তাহার কোন বিঘ্ন ঘটিবে না।

তাঁবুর মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্ধকার হওয়াতে রাজপুত্র সবিশেষ পরীক্ষার জন্য মণিটী বাহিরে আলোকে লইয়া গেলেন। যেমন তিনি ঐ মণিটী দেখিবেন অমনি একটা পক্ষী আসিয়া ছোঁ মারিয়া উহা লইয়া উড়িয়া গেল এবং উহা চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে মৃত্তিকার উপর বসিল। নৃপনন্দন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; অবশেষে কদাচিৎ মণি পক্ষীর মুখ হইতে স্খলিত হইতে পারে এই আশায় বিহঙ্গের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে দেখিয়া পক্ষী একটু উড়িয়া গিয়া আবার বসিল। দুরাশামুগ্ধ নৃপসুতও আবার তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইলেন। শেষে পক্ষী মণিটী উদরসাৎ করিয়া অনেক দূর উড়িয়া গেল। লোষ্ট্রাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য রাজপুত্রও তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং এইরূপে পক্ষী যত অগ্রসর হইতে লাগিল, কুমারও আশার আশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া ততই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। দশদিন পক্ষী তাঁহার চক্ষুগোচর রহিল, কিন্তু একাদশ দিবসে পক্ষী কোথায় উড়িয়া গেল, তিনি তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মণিপ্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইয়া তাঁহার চৈতন্য হইল, কিরূপে শিবিরে ফিরিয়া যাইবেন, তখন এই চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কোন্ দেশে, কত দূর আসিয়াছেন তাহা কিছুই জানেন না; কোন্ পথে গেলে সুবিধা হইবে

এই ভাবিতে ভাবিতে এক উদ্যানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্যানের দ্বার মুক্ত ছিল। বৃদ্ধ উদ্যানপাল তাঁহাকে অপরিচিত ও মুসলমান বলিয়া চিনিবামাত্র তাঁহাকে প্রবেশ করিতে ও শীঘ্র শীঘ্র দ্বার বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিল। তিনি তাহার সঙ্কেত পালন করিয়া এরূপ আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ কহিল "এদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই পৌত্তলিক, তাহারা মুসলমানদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া থাকে, আমরা যে কএক জন মুসলমান এখানে থাকি, তাহাদের সকলকেই সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। তুমি যে এতদিন কেন বিপদে পড় নাই, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।"

অনন্তর বৃদ্ধ তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া কিরূপে তিনি এদেশে আসিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও কিছুমাত্র গোপন না করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবিকল তাহার নিকট বর্ণনা করিলেন। নিজ ইতিহাস সমাপন করিয়া রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে তিনি পুনরায় প্রিয়ার সহিত মিলিত হইবেন? বৃদ্ধ কহিল "এখান হইতে প্রায় এক বৎসরের পথ দূরে মুসলমান রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সমুদ্রপথে এবনি দ্বীপ এখান হইতে অল্প দিনে যাওয়া যায়; প্রতিবৎসর এক এক খানি বাণিজ্যপোত এখান হইতে তথায় গিয়া থাকে। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসিলে তুমি অদ্যই সেই পোতে যাইতে পারিতে, কিন্তু এক্ষণে একবৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। অতএব এই এক বৎসর তুমি আমার বাটীতেই অবস্থান কর।" রাজপুত্র গত্যন্তর না দেখিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং এক বৎসর পরে জাহাজ আসিলে পুনরায় প্রিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন এই আশায় কথঞ্চিৎ কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে বেদৌরা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া কি করিতেছেন একবার দেখা যাউক। বেদৌরা নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে কামারালজামান গৃহে নাই। ইহাতে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া পরিচারিকাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজপুত্র কোথায়? তাহারা কহিল "আমরা তাঁহাকে তাঁবুতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু কখন তিনি বাহির হইয়াছেন তাহা আমরা কিছুই জানি না।" ইত্যবসরে কটিবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়াতে রাজকন্যা দেখিলেন, যে কটিবন্ধস্থ থলিয়ার মধ্যে মাদুলিও কবচ নাই। ইহাতে তাঁহার বোধ হইল, রাজপুত্র উক্ত মণি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া থাকিবেন এবং শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। কিন্তু ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল, ধরণী নৈশ তিমিরে আচ্ছন্ন হইল, তথাপি রাজপুত্র ফিরিলেন না। তখন পতিপ্রাণা বেদৌরা বুঝিলেন, তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তিনি অশেষবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এরূপ বিপদের সময়েও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই; রাজপুত্রের অনুপস্থিতকালে তিনি যেরূপ আচরণ করিবার সংকল্প করিলেন, তাহা সাধারণ স্ত্রীবুদ্ধির অতীত।

রাজপুত্রের হঠাৎ অন্তর্ধানের বিষয় রাজকন্যা স্বয়ং ও পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহই অবগত ছিল না। পাছে এই সংবাদ প্রচার হইলে অনুচরগণ তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে এই ভয়ে তিনি দাসীগণকে ইহা

প্রকাশ করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। অনন্তর তিনি নিজ বেশ ত্যাগ করিয়া কামারালজামানের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে রাজপুত্রের আকৃতির সহিত তাঁহার আকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল। এই কারণে যখন পরদিন প্রভাতে কুমারবেশভূষিতা রাজপত্নী শিবির ভঙ্গের আদেশ করিলেন, তখন সকলেই প্রকৃত রাজপুত্র বোধে তাঁহার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইল।

কতিপয় মাস জল ও স্থল পথে গমনের পর কুমারী এবনিদ্বীপে রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তথাকার অধিপতির নাম আরমেনস্। তিনি কামারালজামানের আগমন সংবাদ শ্রবণ মাত্র অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্রসর হইলেন এবং বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ আবাসে লইয়া গেলেন। তিন দিবস নগর মধ্যে মহা সমারোহ হইল। চতুর্থ দিবস আরমেনস্ ছদ্মবেশধারিণী বেদৌরাকে কামারালজামান মনে করিয়া গোপনে বলিলেন "বৎস, তুমি আমার মিত্ররাজার পুত্র ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। আমার এই বৃদ্ধ বয়স। সন্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা। সুতরাং আমার নিতান্ত মানস কন্যাটী তোমাকে সম্প্রদান করি। এবং আমার বিশ্বাস আছে কন্যা কোনরূপে তোমার অযোগ্যা নহে। অতএব নিজ রাজ্যগমনের পূর্ব্বে আমার সিংহাসন ও কন্যারত্ন গ্রহণ করিলে তুমি আমাকে বৃদ্ধবয়সের এক অতি গুরুতর চিন্তা হইতে উদ্ধার কর।" রাজকন্যা এক্ষণে বিষম সমস্যায় পড়িলেন; তিনি রমণী হইয়া কিরূপে অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করেন এবং একবার আপনাকে কামারালজামান বলিয়া পরিচয় দিয়া আবার এক্ষণে কিরূপেই বা অন্য প্রকার পরিচয় দেন? এদিকে বৃদ্ধ নৃপতির প্রস্তাবে অসম্মত হইলে হয়ত তিনি বিরক্ত হইয়া প্রতিকূলাচরণ করিতে পারেন, এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারেন। এদিকে কামারালজামানের পিতার রাজ্যে গমন করাও নিষ্ফল, কারণ রাজপুত্র যে তথায় গিয়াছেন কিনা তাহার কোন স্থিরতা নাই। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি অবশেষে বৃদ্ধ নৃপতির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর মহাসমারোহে তাঁহাদের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল এবং বৃদ্ধ নরপতি সম্ভ্রান্ত প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সমক্ষে ছদ্মবেশী বেদৌরাকে নিজ সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন এবং স্বয়ং তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। রাত্রিকালে বরকন্যা একত্রে শয়ন করিল এবং প্রভাতে বেদৌরা রাজকার্য্য আলোচনার্থ সভায় গমন করিলে বৃদ্ধ ভূপতি ও বৃদ্ধ মহিষী, অভিনব মহিষীর গৃহে গমন করিলেন। দেখিলেন কন্যা হৃষ্টচিত্তা হওয়া দূরে থাকুক বরং কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়াছেন। দুই এক দিনের মধ্যে এরূপ ভাব তিরোহিত হইবে মনে করিয়া, তাঁহারা সে দিন বিদায় হইলেন। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে দেখিলেন, কন্যা আরও ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর কন্যার বিমর্ষভাব বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ ভূপতির বিশ্বাস জন্মিল, যে নূতন জামাতা কন্যাকে কোনরূপ অপমান করিয়াছেন। ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভূপতি প্রতিহিংসা করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং কন্যাকে কহিলেন "বৎসে, আমি দেখিতেছি তুমি দিন দিন ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছ, অবশ্যই এই পাপিষ্ঠ তোমার কোন

রূপ অপমান করিয়া থাকিবে। আমি শীঘ্রই ইহার প্রতিশোধ লইতেছি।" রাত্রিকালে বেদোরা গৃহে আসিলে রাজকন্যা হায়তালনিফোস তাঁহাকে সমস্ত অবগত করাইলেন। এই কথা শুনিয়া বেদোরার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কি করিলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে হায়তালনিফোসের নিকট সমস্ত প্রকাশ করাই উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিলেন এবং সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়া বক্ষোদেশের বস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহার সন্দেহ মোচন করিলেন। হায়তালনিফোস স্বভাবতঃ দয়ার্দ্রচিত্ত, বিশেষ বেদোরার অবস্থা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং যথাসাধ্য বেদোরার সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অনন্তর প্রভাতে বৃদ্ধ ভূপতি আসিয়া দেখিলেন কন্যা আর অন্যান্য দিবসের ন্যায় ম্লানমুখী নহে, তাহার মুখে হাস্যের উদয় হইয়াছে; জামাতা কন্যার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন এবং সেই অবধি বেদোরা নির্ব্বিবাদে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে যুবরাজ কামারালজামান পৌত্তলিকনগরে প্রেয়সীবিরহে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন। একদিন তিনি চিরপ্রথানুসারে উদ্যানে কর্ম্ম আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধ উদ্যানপাল তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল "অদ্য পৌত্তলিকদিগের উৎসব দিন অদ্য তাহারা কোন কর্ম্ম করে না এবং মুসলমানদিগকে কোন কর্ম্ম করিতে দেয় না এবং বিবাদ বিসম্বাদের ভয়ে আমরাও অদ্য কোন কর্ম্ম করি না। অদ্য তাহাদের মধ্যে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য ২ তামাসা হইয়া থাকে, সুতরাং আমি তাহা দেখিতে চলিলাম। আমি আসিবারকালীন যে জাহাজ শীঘ্রই এবনী উপদ্বীপে যাত্রা করিবে, তাহার সংবাদ লইয়া আসিব। ইতিমধ্যে তুমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।" এই বলিয়া উদ্যানপাল বাহির হইয়া গেল। কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলেই নানা দুর্ভাবনা আসিয়া জুটে। অন্য কোন কার্য্য না থাকাতেই যুবরাজের প্রিয়ার শোক উথলিয়া উঠিল। তিনি তাহার বিয়োগে কাতর হইয়া নানারূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন অদূরবর্ত্তী এক বৃক্ষের উপর দুইটি পক্ষী পরস্পর বিবাদ করিতেছে ও চঞ্চুপুট দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী পক্ষী নিহত হইয়া বৃক্ষতলে পতিত হইল এবং বিজয়ী পক্ষীটি অবিলম্বে উড়িয়া গেল। দুইটী বৃহদাকার পক্ষী দূর হইতে এই বিবাদ দর্শন করিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তন্মধ্যে একটী মৃত বিহঙ্গের পাদদেশে ও অপরটী তাহার মস্তকের দিকে উপবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। এবং শিরঃ কম্পন প্রভৃতি নানা প্রকারে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা নখ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া এক কবর প্রস্তুত করিল এবং তন্মধ্যে মৃত বিহঙ্গকে সমাহিত করিয়া উড়িয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা অপরাধী পক্ষীকে চঞ্চু ও নখ দ্বারা ধরিয়া তথায় আনয়ন করিল, সেটা বিকট চীৎকার করিতে লাগিল এবং পলায়নের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল। তাহারা উহাকে মৃত বিহঙ্গের সমাধির উপর স্থাপন করিয়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চঞ্চু ও নখাঘাতে তাহার প্রাণনাশ করিল;

অনন্তর তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং তাহার নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া সব মৃত্তিকায় ফেলিয়া উড়িয়া গেল।

রাজপুত্র এতক্ষণ নিস্তব্ধ ও বিস্মিতভাবে এই ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন। এক্ষণে কলহস্থানের সন্নিহিত হইয়া মৃত বিহঙ্গমের নাড়ী ভুঁড়ির দিকে চাহিয়া দেখেন, তন্মধ্য হইতে কোন লোহিতবর্ণ পদার্থের আভা বাহির হইতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া দেখেন যে উহা তাঁহার প্রেয়সীর চিরনষ্ট কটিবন্ধস্থ মণি। তদ্দর্শনে তাঁহার যে কিরূপ আনন্দ হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তিনি পুনঃ পুনঃ ঐ মণি চুম্বন করিয়া তাহা স্বীয় বাহুদেশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। এপর্য্যন্ত এক দিনও তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই, কিন্তু অদ্য রাত্রিতে তিনি গাঢ় নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। পরদিন প্রাতে উদ্যানপাল তাঁহাকে এক পুরাতন জীর্ণ বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। মূলের কিয়দংশ কাটিতে না কাটিতে কুঠার এক কঠিন পদার্থে লাগিয়া এক উচ্চ প্রতিঘাতধ্বনি উঠিল। তচ্ছ্রবণে তিনি তথাকার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সরাইয়া একখানি বৃহৎ পিত্তল নির্ম্মিত পাত্র দেখিতে পাইলেন। তাহা তুলিবামাত্র দেখেন, তন্নিম্নে দশটী ধাপ যুক্ত একটী সিঁড়ি রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সোপান দ্বারা ভূগর্ভে অবতরণ করিলেন এবং দেখিলেন তন্মধ্যে দৈর্ঘে প্রস্থে দশ হাত এক সুড়ঙ্গের ভিতর সারি সারি পঞ্চাশটী পিত্তলের কলস বসান রহিয়াছে। কলসের মুখের আবরণ তুলিয়া দেখেন, উহা স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ। তদ্দর্শনে কলসের মুখ পূর্ব্ববৎ আবৃত করিয়া তিনি সুড়ঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সুড়ঙ্গের মুখ পূর্ব্বোল্লিখিত পিত্তলখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বৃক্ষ কর্ত্তন করিলেন।

উদ্যানপাল ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে একখানি জাহাজ শীঘ্রই এবনী দ্বীপে যাইবে। কিন্তু ঠিক কোন্ দিন জাহাজ ছাড়িবে তাহার সন্ধান না পাওয়াতে অদ্য তিনি সেই সংবাদ জানিতে বাহির হন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে রাজপুত্রকে কহিলেন "বৎস, বড় সুসংবাদ আনিয়াছি; তুমি স্বদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও, অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে নিশ্চয়ই জাহাজ ছাড়িবে। আমি কাপ্তেনের সহিত তোমার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি।"

কামারালজামান কহিলেন "আমার বর্ত্তমান অবস্থাতে এতদপেক্ষা শুভ সংবাদ আর কি আছে? কিন্তু আমিও তোমাকে এক সুসংবাদ দিতেছি। আমার সঙ্গে আইস, দেখিবে ঈশ্বর তোমাকে কত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণপূর্ণ কলস দেখাইয়া কহিলেন "এত দিনে ঈশ্বর তোমার গুণের পুরস্কার করিলেন।" বৃদ্ধ কহিল, "তুমি কি বলিতেছ? তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি এই সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিব? ইহা তোমার, আমার ইহাতে কিছুমাত্র স্বত্ব নাই। আমি এখানে প্রায় একশতাব্দী বাস করিতেছি, কিন্তু কদাচ ইহা দেখিতে পাই নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে ঈশ্বর সদয় হইয়া তোমাকেই এই বিপুল অর্থরাশি দিয়াছেন।" কিন্তু কামারালজামান বৃদ্ধের কথায় সম্মত হইবার লোক নহেন, সুতরাং এই বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে ঘোর বিতণ্ডা হইয়া উঠিল।

অবশেষে রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, বৃদ্ধ অর্দ্ধেক গ্রহণ না করিলে তিনি উহা স্পর্শ করিবেন না। বৃদ্ধ অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পঞ্চবিংশতি কলস গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর বৃদ্ধ কহিল "বৎস, তুমি যে স্বর্ণপূর্ণ কলস জাহাজে লইয়া যাইতেছ, যাহাতে নাবিকগণ এরূপ কোন সন্দেহ করিতে না পারে এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে সমুদায় অর্থ অপহৃত হইবে, তাই কি তোমার জীবনসংশয়ও হইতে পারে। অতএব তুমি আমার পরামর্শ শুন। এবনী দ্বীপে জলপাই পাওয়া যায় না, লোকে এই স্থান হইতে লইয়া গিয়া তথায় উহার ব্যবসায় করে। তুমি পঞ্চাশ কলসের নিম্নার্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ জলপাই দ্বারা পরিপূর্ণ কর। তাহা হইলে কেহ কোন সন্দেহ করিতে পারিবে না।

নৃপসুত বৃদ্ধের পরামর্শে সম্মত হইলেন এবং পাছে বেদৌরার মণি হস্ত হইতে কোথাও ভ্রষ্ট হয়, এই ভয়ে উহা একটী কলসীতে দিলেন ও সহজে চিনিবার জন্য উহাতে একটী চিহ্ন করিয়া দিলেন।

বয়সের ধর্ম্মেই হউক অথবা সে দিবস অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবার জন্যই হউক, বৃদ্ধ উদ্যানপাল সেই রাত্রিতে কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইলেন। দিবাভাগে ব্যারাম কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল এবং তৃতীয় দিবসে একটু গুরুতর হইয়া উঠিল। রজনী প্রভাত হইলে পোতাধ্যক্ষ নাবিকগণ সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া নৃপনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ব্যক্তি জাহাজে যাত্রা করিবে?" রাজকুমার কহিলেন "আমি যাইব; উদ্যানপাল পীড়িত হইয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গমন করি। ইতিমধ্যে তোমরা এই কয়েকটী জলপাইএর কলস ও আমার অন্যান্য দ্রব্যাদি জাহাজে লইয়া যাও।" নাবিকগণ কলসাদি জাহাজে লইয়া গেল। বিদায়কালে পোতাধ্যক্ষ কহিল "মহাশয়, সুবাতাস বহিতেছে, আমরা কেবল আপনার অপেক্ষায় রহিলাম, শীঘ্রই জাহাজ খুলিয়া দিব।"

রাজপুত্র উদ্যানপালের নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখেন, তাঁহার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত। প্রকৃত মুসলমানের প্রথানুসারে মৃত্যুকালীন কর্ত্তব্য বিধান সকল সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

রাজপুত্রকে অতি ত্বরায় জাহাজে আরোহণ করিতে হইবেক, সুতরাং তিনি অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃতদেহ ধৌত করিয়া তিনি তাহাকে প্রেতবস্ত্রে সজ্জিত করিলেন এবং উদ্যান মধ্যে একটী কবর খনন করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিলেন। কিন্তু একাকী সমস্ত আয়োজন করিতে দিবা অবসান হইয়া আসিল। অনন্তর তিনি দ্রুতপদে পোতোদ্দেশে চলিলেন। কিন্তু উপকূলে উপস্থিত হইয়া লোকমুখে শুনিলেন, তিন ঘণ্টাকাল তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া এইমাত্র জাহাজ খুলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। পুনরায় এক বৎসর কাল এই বান্ধবহীন বিদেশে বাস করিতে হইবে, এই ভাবনায় ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ বেদৌরার মণি পুনরায় হারাইল এই চিন্তায় অতিশয় কাতর হইলেন। অনন্তর

উপায়ান্তর না দেখিয়া পুনরায় উদ্যানে প্রত্যাগমন করিলেন এবং বৃদ্ধের মৃত্যুতে তদীয় অংশের স্বর্ণ কলসের তিনিই উত্তরাধিকারী বিবেচনা করিয়া তাহা যত্নে সংগোপন করিয়া রাখিলেন।

এদিকে জাহাজ যথাসময়ে এবনী দ্বীপে আসিয়া লাগিল। তৎকালে তদ্রাজ্য অধিপতি অথবা রাজকুমারী বেদৌরা অশ্বারোহণে তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পৌত্তলিকদিগের দেশ হইতে জাহাজ আসিল শুনিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন হয়ত কুমার কামারালজামান এই জাহাজে আসিয়াছেন। এই আশায় মুগ্ধ হইয়া তিনি জাহাজের দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ছলে অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে জাহাজে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বভাবতঃ জলপাই বড় ভালবাসিতেন, জাহাজে অনেক জলপাই আসিয়াছে শুনিয়া তিনি সমস্ত ক্রয় করিবার জন্য ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন। কাপ্তেন কহিল "মহারাজ, এই জলপাই যে ব্যক্তির, তিনি এই জাহাজ ছাড়িবার কালে আসিয়া যুটিতে পারেন নাই। বহুক্ষণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলাম তিনি আসিলেন না এবং অনুকূল বাতাসও বহিয়া যায়, তখন তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়া জাহাজ খুলিয়া দিলাম।" বেদৌরা কহিলেন "ইহার মূল্য কত?" কাপ্তেন কহিল "সেই ব্যবসায়ী অতিশয় দরিদ্র, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে এক সহস্র রজত মুদ্রা দিলে সে ব্যক্তি অতিশয় উপকৃত হইবে।" নৃপতিবেশধারিণী বেদৌরা কহিলেন "সেই বণিক অতিশয় দরিদ্র শুনিতেছি, তবে তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিও, দেখিও অর্থ যেন তাহার হস্তগত হয়।" এই বলিয়া তিনি কোষাধ্যক্ষকে উক্ত পরিমিত অর্থ দানের অনুমতি দিয়া জলপাই প্রাসাদস্থ নিজ শয়নগৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

সেই দিবস রাত্রিকালে তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া জলপাই আস্বাদ করিবার জন্য একপাত্রে কতকগুলি জলপাই ঢালিলেন। ঢালিবামাত্র তৎসঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পড়িল দেখিয়া তিনি সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং হায়তালনিফাসের পরিচারিকাগণকে সমস্ত কলস ঢালিতে আদেশ করিলেন। তাহারা যে কলসটী রিক্ত করিতে লাগিল তাহা হইতেই স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইতে লাগিল দেখিয়া, বেদৌরার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অবশেষে তন্মধ্যে একটী কলসের মধ্যে নিজ চিরনষ্ট রক্তামণি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ শোকহর্ষবিস্ময়মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল এবং তাহা এত উৎকট হইয়া উঠিল যে তিনি তাহার বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজদুহিতা হায়তালনিফাস ও তাঁহার পরিচারিকাগণের যত্নে তিনি শীঘ্রই সংজ্ঞা-লাভ করিয়া, রাজকুমারীকে গোপনে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তির কারণ বলিলেন এবং কহিলেন যখন রক্তামণি পুনর্ব্বার হস্তগত হইয়াছে তখন কামারালজামানের পুনঃপ্রাপ্তিরও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

পরদিন প্রাতে বেদৌরা পোতাধ্যক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন "কল্য আমি যে ব্যবসায়ীর জলপাই ক্রয় করিয়াছি সে ব্যক্তি আমার খাতক। তুমি অবিলম্বে পৌত্তলিকদিগের দেশে গমন করিয়া তাহাকে এখানে লইয়া আইস, যদি আমার আজ্ঞার অবহেলা কর, তবে তোমার যাবতীয় দ্রব্যাদি রাজকোষসাৎ হইবে এবং তোমার প্রাণও বিনষ্ট হইবে।"

পোতাধ্যক্ষ ত্বরায় সমুদ্রযাত্রার উপযোগী দ্রব্যাদি আহরণ পূর্ব্বক সেই দিনই রাজাজ্ঞা পালনার্থ জাহাজ খুলিয়া দিল। জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে রাত্রিকালে অভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হইল। পোতাধ্যক্ষ ছয় জন দৃঢ়কায় নাবিক সমভিব্যাহারে কামারালজামানের উদ্যানের তোরণ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রিয়াবিরহে রাজপুত্র তখনও জাগরিত ছিলেন। দ্বারে করাঘাত শব্দ শ্রবণমাত্র তিনি অতিমাত্র ব্যগ্রভাবে আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। যেমন তিনি নাবিকগণের সম্মুখীন হইলেন অমনি তাহারা বাক্যব্যয় না করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে জাহাজে আনয়ন করিল এবং তৎক্ষণাৎ জাহাজ খুলিয়া দিল। যুবরাজ এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কন নাই, এক্ষণে পোতাধ্যক্ষকে চিনিতে পারিয়া এরূপ অন্যায় বলপ্রয়োগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন "রাজনিয়োগ। আপনি এবনীদ্বীপাধিপতির ঋণে আবদ্ধ। সেই কারণে তদীয় আদেশানুসারে আমরা আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতেছি।"

নিশাবসানের প্রাক্‌কালেই জাহাজ এবনী দ্বীপে লাগিল। পোতাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ বেদৌরার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, উঁহার নির্দেশমত তদীয় অধমর্ণ আনীত হইয়াছে। রাজকুমারী যে প্রিয়বিরহে এত ক্লেশ পাইতে-ছিলেন, সেই হৃদয়বল্লভ এইরূপ আকস্মিক ঘটনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া-ছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনার্থ অতি ব্যগ্রচিত্তে অন্তঃপুর হইতে বহির্বাটীতে আগমন করিলেন। কৃষকের বস্ত্রে আবৃতদেহ ও চিরবিরহে মলিন এবং কৃশ হইলেও, পতিপ্রাণা যুবতী দূর হইতে নিজ নাথকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু রাজপুত্র বেদৌরাকে এবনীদ্বীপাধিপতি ভাবিয়া এবং কর্জ্জিত ঋণ পরিশোধ না করিবার অপরাধে তাঁহার নিকট আনীত হইয়াছেন জানিয়া ভয়ে কম্পিত হইতেছিলেন। রাজকুমারী স্বামীর তৎকালীন দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে স্নেহ আলিঙ্গন দান করিবার জন্য মনে মনে নিতান্ত উৎসুক হইতে-ছিলেন, কিন্তু পাছে হঠাৎ সমস্ত গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিলে হিতে বিপরীত ঘটে এই ভয়ে অতি কষ্টে সেই দারুণ ঔৎসুক্য নিবারণ করিলেন। তিনি সন্নিহিত কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন যেন এই নবানীত ব্যক্তির কোন রূপ কষ্ট বা ইহার উপর কোন অত্যাচার না হয়।

অনন্তর বেদৌরা পোতাধ্যক্ষকে এরূপ বহুমূল্য এক হীরক পুরস্কার দিলেন যদ্দ্বারা তাহার দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি হায়তালনিফাসের নিকট সমুদায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন এবং বলিলেন "তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার প্রকৃত অবস্থা হইতে এত বিভিন্ন যে যদি হঠাৎ তাঁহাকে তদীয় পূর্ব্বাবস্থায় আরোপিত করা যায় তাহা হইলে লোকে অবিশ্বাস করিবে এবং হয়ত তজ্জন্য অনেক বিপদ্ ঘটিতে পারে।"

পরদিন প্রাতে বেদৌরা কামারালজামানকে স্নান করাইয়া ও আমীরের পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া রাজসভায় উপস্থিত করাইলেন। সমাগত সমস্ত সভ্যগণের দৃষ্টি তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইল এবং স্বয়ং বেদৌরাও তাঁহার পূর্ব্ববৎ মোহনমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মোহিত হইলেন।

অনন্তর তিনি সভ্যগণ সমক্ষে তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ করিলেন। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে নৃপতি কি জন্য এত সাধুবাদ করিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া, কামরালজামান অতিশয় বিস্মিত হইলেন। রাজকীয় প্রশংসা শুদ্ধ মুখেই পর্য্যবসিত না হইয়া কার্য্যে পরিণত হইল দেখিয়া তাঁহার অধিকতর বিস্ময় জন্মিল; কারণ হঠাৎ কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায় বেদৌরা তাঁহাকেই তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। এই কার্য্য তিনি এরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে যাবৎ লোকই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। এরূপ দুর্লভ রাজপ্রসাদ এবং তদধিক দুর্লভ সুখ্যাতি লাভ করিলে অন্য সকলেই কতই আহ্লাদিত হয়, কিন্তু কামারালজামানের প্রিয়া-বিরহজনিত দুঃখ সকল সুখকে অপাকৃত করিল। যখনই রাজকুমারী বেদৌরা বিষয় কর্ম্ম সংক্রান্ত কোন কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিতেন, তখনই তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রত্যুত্তর দিতেন। বেদৌরা তাঁহার দুঃখের প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে পারিয়া মনে মনে সাতিশয় দুঃখিত ছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ আত্মপরিচয় দিলে পাছে কোন অনিষ্ট ঘটে, এই ভয়ে তিনি তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন কামারালজামানকে কহিলেন "অদ্য সন্ধ্যার পর তুমি আমার নিকট একবার আসিও, কোন বিশেষ কথা আছে, অদ্য রাত্রিতে এই স্থানেই অবস্থান করিবে, আমি তোমার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

অনন্তর নিরূপিত সময়ে কামারালজামান রাজভবনে গমন করিলেন। বেদৌরা তাঁহাকে এক গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং এক ক্ষুদ্র বাক্স হইতে পূর্ব্বোক্ত রক্ষামণি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, "অনতিপূর্ব্বে এক দৈবজ্ঞ আমাকে এই মণিটী উপহার দিয়াছে, তুমি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ইহা আমি অবগত আছি, বল দেখি ইহার কি গুণ?" রাজপুত্র প্রাপ্তিমাত্র মণিটী চিনিতে পারিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন "মহারাজ, ইহার গুণ অতি চমৎকার; ইহার গুণেই আমার এত দুর্দ্দশা; যে সুন্দরীর বিরহে আমার এই শোচনীয় অবস্থা, যাহার দর্শন না পাইলে আমাকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে; এ মণি সেই রাজবালার এবং ইহাই তাহার সহিত আমার চিরবিচ্ছেদের মূলীভূত কারণ। যদি আপনি আমার বৃত্তান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার হৃদয়ে অনুকম্পার উদয় হইবে।"

নৃপরূপধারিণী বেদৌরা কহিলেন, "আচ্ছা, অন্য এক দিবস সেই কাহিনী শ্রবণ করিব; আর আমিও ইহার কিছু কিছু অবগত আছি। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি অতি শীঘ্রই আসিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীজনোচিত বেশ ধারণ করিলেন ও বিচ্ছেদ দিবসের কটিবন্ধ কটিতটে বন্ধন করিলেন। সেই বেশে রাজনন্দনের সম্মুখীন হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "মহারাজের নিকট আমি যে কি গুণে আবদ্ধ হইলাম তাহা প্রকাশ করা দুষ্কর।" বেদৌরা সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে প্রত্যালিঙ্গন করিয়া কহিলেন "আমি সেই মহারাজ! কি কারণে এই ছদ্মবেশ ধারণ

করিয়াছিলাম তাহা পরে বলিব।" অনন্তর উভয়ে উভয়কে নিজ নিজ ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া পরমসুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রাজপুত্রী স্ত্রীবেশ পরিবর্ত্তন না করিয়া বৃদ্ধ নৃপতি আরমেনসকে আহ্বান করিবার জন্য প্রধান খোজাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখেন যে তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে এক অপরিচিতা যুবতী ও তাহার সহিত প্রধান কোষাধ্যক্ষ রহিয়াছে। তিনি উপবেশন করিয়াই অগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজা কোথায়?" বেদৌরা করযোড়ে নিবেদন করিলেন "পিতঃ, ক্ষণেক পূর্ব্বে আমিই রাজা ছিলাম, এবং এক্ষণে চীনপতির দুহিতা ও সাজেমানের পুত্রবধূ হইয়াছি। কি কারণে যে আমি এত দিন আপনাকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছি, আমাদিগের অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন।" এই বলিয়া তিনি আপনাদের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন এবং কহিলেন "এক স্বামীর দুই স্ত্রী আমাদের ধর্ম্মানুমোদিত হইলেও স্ত্রীজাতির পক্ষে তাহা বিলক্ষণ ক্লেশকর; তথাপি আমি ইচ্ছা করি আপনি আপনার কন্যা হায়াতোল্নিফাসকে আমায় সমর্পণ করুন। তিনিই সর্ব্বপ্রধান স্ত্রী হইবেন, আমি তাঁহার অধীন হইয়া থাকিব। আমি তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ। এই প্রস্তাবে আপনার কন্যারও সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, কেবল আপনার অনুমতি অপেক্ষা।" বৃদ্ধ নৃপতি এতক্ষণ পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন। বেদৌরার কথা শেষ হইলে তিনি কামারালজামানকে কহিলেন "বৎস, আমার কন্যাকে তোমাকে সম্প্রদান করা সম্বন্ধে যখন বেদৌরার সম্মতি আছে, তখন আমি এই জানিতে ইচ্ছা করি তোমার এবিষয়ে কি মত?" রাজপুত্র কহিলেন "পিতঃ, আমি আপনার ও আপনার কন্যার নিকট হইতে এতদূর উপকৃত হইয়াছি যে আমি আপনাদের কোন কথায় অসম্মত হইতে পারি না।"

সেই দিবসেই মহা আড়ম্বরের সহিত কামারালজামান এবনীদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন ও সেই দিনই তিনি তদেশাধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। দুই সপত্নীর প্রণয় পূর্ব্ববৎই রহিল। একই সময়ে উভয়ের গর্ভে এক একটী সন্তান জন্মিল। কামারালজামান বেদৌরার গর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম রাখিলেন আমজিয়াদ বা অতি তেজস্বী এবং হায়াতোল্নিফাসের গর্ভজাত পুত্রের নাম রাখিলেন আসাদ বা পরমসুখী।

যুবরাজ আমজিয়াদ ও যুবরাজ আসাদের ইতিহাস।

রাজনন্দনদ্বয় ক্রমে বিদ্যাভ্যাসের বয়স প্রাপ্ত হইলে, কামারালজামান উভয়ের শিক্ষাভার এক বিচক্ষণ ও বহুবিদ্যাপারদর্শী শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র অধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারা উভয়ের প্রণয় দিনদিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের প্রণয় এতদূর দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল যে তাহারা যৌবনসীমায় পদার্পণ করাতে যখন উভয়ের স্বতন্ত্র বাসস্থান আবশ্যক হইল, তখন তাহারা একত্রে বাস করিবার জন্য পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল। ইহাতে পিতা পরম প্রীত হইয়া উভয়ের এক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কামারালজামান পুত্রদ্বয়ের কার্য্যক্ষমতা ও

তারপরতায় এত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে সময়ে সময়ে মৃগয়া করিতে যাইতে হইলে, তাহাদের হস্তেই রাজকার্য্যের ভার নিক্ষেপ করিয়া যাইতেন।

কুমারদ্বয়ের আকৃতিগত অনেক সৌসাদৃশ্যপ্রযুক্ত রাজ্ঞীদ্বয় উভয়কে অতিশয় ভালবাসিতেন; তথাপি বেদৌরা আপন গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা আসাদকে অধিক স্নেহ করিতেন এবং সেইরূপ হায়তালনিকাশও নিজ পুত্রাপেক্ষা সপত্নীতনয় আমজিয়াদকে অধিক ভালবাসিতেন। আদৌ এইরূপ স্নেহ অতিশয় মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু কালে তাহা হইতে বিষময় ফল ফলিল; কুমারদ্বয় যৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইলে রাজ্ঞীদ্বয়ের এই অপত্যস্নেহ প্রবল অনুরাগে পরিণত হইল। প্রথম প্রথম তাঁহারা এই অপ্রাকৃতিক প্রেমকে গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অশান্ত হৃদয়কে দমন করা অতি দুষ্কর, বিশেষ যুবকদ্বয়ের নিয়ত দর্শন দ্বারা রাজ্ঞীগণের প্রেমশিখা নির্ব্বাণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহই এই ঘৃণিত অনুরাগের কথা নিজ নিজ অনুরাগপাত্রের নিকট কিংবা পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। অবশেষে উভয় রাজ্ঞীই পরস্পরের অজ্ঞাতসারে এই সংকল্প করিলেন যে পত্র দ্বারা নিজ নিজ আন্তরিক ভাব প্রণয়ভাজনগণের গোচর করিবেন। অনন্তর মৃগয়ার্থে যৎকালে কামারাল-জামান নগরী ত্যাগ করিয়া গেলেন, সেই অবসরে তদীয় কলঙ্কিনী পত্নীদ্বয় নিজ নিজ কুৎসিত অভিপ্রায় সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজা আমজিয়াদকে শাসনকার্য্যের ভার দিয়া যান; সভা ভঙ্গ হইলে যৎকালে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তখন এক খোজা তাঁহাকে গোপনে লইয়া গিয়া তাঁহার হস্তে হায়তালনিকাশের এক পত্র দিল। পত্র পাঠে ক্রোধে রাজপুত্রের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি কটিস্থ অসি উন্মোচিত করিয়া কহিলেন "নরাধম, এই কি তোর প্রভুভক্তি?" এই কথা বলিয়া এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মভীরু রাজনন্দন ক্রোধভরে নিজ মাতা বেদৌরার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিমাতার কুৎসিত পত্র দেখাইলেন এবং কিরূপে উহা তাঁহার হস্তগত হইল তাহাও বলিলেন। কিন্তু বেদৌরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন "দেখ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অতি ঘৃণিত ও সম্পূর্ণ মিথ্যা, রাজ্ঞী হায়তালনিকাশ অতিশয় বুদ্ধিমতী ও সচ্চরিত্রা, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের উপর এরূপ দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করা তোমার একান্ত অন্যায়।" রাজপুত্র ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন "তোমরা দুজনেই পাপীয়সী; শুদ্ধ পিতার অনুরোধে ক্ষমা করিলাম; নতুবা এই অসিপ্রহারে অদ্যই হায়তালনিকাশের পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতাম।"

আমজিয়াদের ব্যবহার দর্শনে বেদৌরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে আসাদের প্রতি তাঁহার নিজ অনুরাগের এইরূপ প্রতিদান হইবে, কিন্তু তথাপি তিনি দুর্দ্দম হৃদয়ের প্রবল বেগকে বিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না; পরদিন নিজ প্রণয়-লিপি এক বৃদ্ধার হস্তে দিয়া আসাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যৎকালে রাজকার্য্য সমাপন করিয়া আসাদ সভাগৃহ হইতে

নিজ বাসভবনে প্রতিগমন করিতেছিলেন, তৎকালে বৃদ্ধা তাঁহার হস্তে বেগোগার পত্র প্রদান করিল। তিনি তাহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াই ক্রোধভরে বৃদ্ধার মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং পত্রহস্তে ক্রতপদে মাতা হায়াতালনিফোসের মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিমাতার অসদাচরণের বিষয় বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার জননী কহিলেন "আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, তুমিও তোমার ভ্রাতা আমজিয়াদের ন্যায় দুর্বৃত্ত। আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না, তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। আর কদাচ আমাকে মুখ দেখাইও না।" মাতার কথায় আসাদ অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন এবং কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এদিকে রাজ্ঞীদ্বয় এইরূপে হতাশ হইয়া স্নেহ মমতা প্রভৃতি একবারে বিসর্জ্জন দিয়া পুত্রগণের বিনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদুদ্দেশে পরিচারিকাগণের মধ্যে তাঁহারা এইরূপ প্রচার করিয়া দিলেন যে পুত্রদ্বয় তাঁহাদের সতীত্ব বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য অবিরল কপট অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ও পুত্রগণকে অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন। অনন্তর কামারালজামান মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলে, ধূর্ত্তা রাজ্ঞীদ্বয় দ্বিগুণ প্রবাহে অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন "রাজন্, আপনার অনুপস্থিতিকালে স্বকীয় দুরাশয় পুত্রদ্বয় আমাদিগকে দুস্তর পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা মনের ঘৃণায় আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না; আর আমাদের একক্ষণও জীবনধারণের ইচ্ছা নাই।"

রাজা তৎক্ষণাৎ পুত্রদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। তিনি স্বহস্তেই তাহাদের বধ সাধন করিতেন, কেবল বৃদ্ধ শ্বশুর আরমেনস্যের অনুরোধে পারিলেন না। অনন্তর তিনি পুত্রদ্বয়কে বন্দী করিয়া গোইন্দার নামক অমাত্যকে কহিলেন, "ইহাদিগকে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া সংহার কর এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ ইহাদের পরিহিত বস্ত্র আমাকে দেখাইও।" অমাত্য রাজার আজ্ঞানুসারে রাজপুত্রদ্বয়কে লইয়া সমস্ত রাত্রি পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রভাতে একস্থানে অশ্ব হইতে নামিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কুমারদ্বয়কে কহিলেন "রাজপুত্রগণ, মহারাজ আমার উপর অতি নিষ্ঠুর কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার এ কার্য্যে একান্ত অনিচ্ছা।" কুমারদ্বয় কহিলেন "তোমার দোষ কি? তুমি রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছ মাত্র। আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে তুমি আমাদের বধের কারণ নহ। সুতরাং আমরা তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় চিরদিনের মত পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন। কুমার আসাদ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া কহিলেন "গোইন্দার অগ্রে আমার শিরশ্ছেদন কর, তাহা হইলে আর আমাকে প্রিয় ভ্রাতা আমজিয়াদের বধ-দর্শন-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।" আমজিয়াদ ইহার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন "তাহা কিছুতেই হইবে না।" অবশেষে এই মধুর বিবাদের এই মীমাংসা হইল যে উভয়েরই এক মুহূর্ত্তে শিরশ্ছেদ হইবে। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে

গোইন্দার কহিলেন "আপনাদের কি শেষ অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে হইবে বলুন, আমি প্রাণপণে তাহা সাধন করিয়া এই গুরুতর পাপের কিঞ্চিন্মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিব।" তাঁহারা কহিলেন "পিতাকে বলিও যে আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, কিন্তু আমাদের প্রতি এই নিদারুণ দণ্ডবিধানের জন্য আমরা তাঁহার কোন দোষ দি না; কারণ তিনি প্রকৃত ব্যাপার কিছুই অবগত নহেন।" গোইন্দার "যে আজ্ঞা" বলিয়া রাজকুমারদ্বয়কে একত্রে বন্ধন পূর্ব্বক যেমন তরবার উত্তোলন করিলেন, অমনি শাণিত অসি ধারার ভাস্বরত্ব দর্শনে তাঁহার অশ্ব ভীত হইয়া বল্গা ছিন্ন করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

প্রিয় অশ্ব ধরিবার জন্য গোইন্দার রাজপুত্রদ্বয়কে বদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অবশেষে এক অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বের পদশব্দে জাগরিত হইয়া এক সিংহ অশ্বকে ত্যাগ করিয়া তাহার আরোহীকে লক্ষ্য করিল। গোইন্দারও সিংহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার মানসে বৃক্ষগণের মধ্য দিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

এদিকে রাজপুত্রদ্বয় মৃত্যু ভয়ে শুষ্ককণ্ঠ হওয়া পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত গোইন্দারের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে দারুণ পিপাসা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া আমজিয়াদ আপনার ও ভ্রাতার বন্ধনচ্ছেদন করিয়া জলান্বেষণে পূর্ব্বোক্ত বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তত্রত্য এক প্রস্রবণের জলে উভয় ভ্রাতায় তৃষ্ণা শান্তি করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময়ে অনতিদূরে সিংহের গর্জ্জন তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিঞ্চিৎ পরেই হতভাগা গোইন্দারের কাতর বিলাপ শুনিতে পাইয়া আমজিয়াদ তাঁহার পরিত্যক্ত অসি হস্তে লইয়া তাহার উদ্ধারার্থ ধাবমান হইলেন। যখন তাঁহারা সিংহের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন সিংহ গোইন্দারকে ভূমিতে পতিত করিয়া তাহার প্রাণবধের উদ্যোগ করিতেছিল। সিংহ দূর হইতে আমজিয়াদকে অসি হস্তে অগ্রসর হইতে দেখিয়া নিজ শীকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীরবেগে অভিনব আক্রমণকারীর দিকে ধাবমান হইল। আমজিয়াদও সিংহের আক্রমণ জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যেমন সিংহ লম্ফ দিয়া তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িল অমনি তিনি প্রচণ্ডবেগে তাহাকে অসি প্রহার করিলেন। দারুণ আঘাতে সিংহ ভূতলশায়ী হইল।

কুমারদ্বয়ের কৃপায় নিজ জীবন রক্ষিত হইল দেখিয়া গোইন্দার তাঁহাদের চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর সে রাজপুত্রদিগকে কহিল "কুমার, আপনি অদ্য আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে জীবনসত্বে আমি কখনই রাজার নৃশংস আদেশ পালন করিতে পারিব না। এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে আপনারা আমার পরিধান বস্ত্র কোনরূপে উভয়ে পরিয়া নিজ নিজ পরিচ্ছদ আমাকে দিন। আমি উহা মহারাজকে দেখাইয়া বলিব যে আমি আপনাদিগকে বিনাশ করিয়াছি। আমরা এক্ষণে যেরূপ দূরদেশে আসিয়াছি তাহাতে এবিষয়ের প্রকৃত তথ্য মহারাজের গোচর হওয়া কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে।" কুমারগণ প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। কিন্তু কৃতজ্ঞচিত্ত গোইন্দারের উপরোধে অবশেষে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। তদনন্তর গোইন্দার

নিজের নিকট যে কয়টী টাকা ছিল তাহা কুমারদ্বয়কে দিয়া এবং তাঁহাদের বসন নিহত সিংহের রক্তে রঞ্জিত করিয়া এবনীবাঁপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার উপস্থিতিমাত্র মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদিত হইয়াছে কি না? অমাত্য শোণিতলিপ্ত কুমারদ্বয়ের বস্ত্র প্রদর্শন করিয়া মহারাজের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিল। তৎপরে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "পুত্রগণ কি ভাবে দণ্ডগ্রহণ করিল?" গোইন্দার কহিল "তাঁহারা যেরূপ ধৈর্য্যসহকারে মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং মনোমধ্যে এরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারা বলিয়া গেলেন যে "পিতাকে কহিও আমরা নিরপরাধে দণ্ডভোগ করিলাম। কিন্তু তাঁহার কোন অপরাধ নাই, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। পিতা যে এই ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য অবগত নহেন, তাহা আমরা বিশেষ রূপ জানি?" এই কথায় বৃদ্ধ নৃপতির হৃদয়ে ক্রোধনির্ব্বাপিত অপত্যস্নেহ পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পুত্রগণের বস্ত্র স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে তিনি আমজিয়াদের বস্ত্রমধ্যে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। তাহার অক্ষর ও তন্মধ্যস্থ কেশগুচ্ছ দর্শনে তিনি যেমনি সহজে বুঝিতে পারিলেন যে উহা হায়তালনিফাশের পত্র অমনি উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে কম্পিত হস্তে আসাদের বসন মধ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে তন্মধ্যে বেদৌরার হস্তাক্ষর ও কেশগুচ্ছ সম্বলিত একখানি লিপি পাইলেন। এই দুই পত্র দর্শনে তিনি এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন "হায়! আমি কি নৃশংস, দুশ্চরিত্রা পত্নীর কথায় নিরপরাধ পুত্রগণের প্রাণদণ্ড করিলাম। ভগবতি বসুন্ধরে! কেন তুমি অদ্যাপি এই পাপিষ্ঠের ভার বহন করিতেছ? পাপীয়সীদ্বয়! আমি তোদের প্রাণদণ্ড করিয়া তোদের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিব না। তোরা আমার ক্রোধেরও অযোগ্য। তবে জীবনসত্বে আর কখনও তোদের মুখাবলোকন করিব না।" তৎপরে কামারালজামান দুষ্কর্ম্মকারিণী মহিষীদ্বয়কে ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

যৎকালে রাজা কামারালজামান পুত্রশোকে এইরূপ কাতরবাক্যে বিলাপ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় পাছে পুনরায় মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হয় এই ভয়ে লোকালয় ত্যাগ করিয়া জনশূন্য বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহারা বন্য ফলমূল ভক্ষণ এবং পর্ব্বতগুহা সঞ্চিত আবিল বৃষ্টির জল পান করিয়া জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন; রাত্রি উপস্থিত হইলে বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার মানসে দুই জনায় ক্রমান্বয়ে নিদ্রা যাইতেন।

এইরূপে প্রায় একমাস অতীত হইল। অনন্তর তাঁহারা এক প্রস্তরময় এক উন্নত গিরি সম্মুখে দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতটী অতীব ঢালু, সুতরাং উহাতে আরোহণ করিতে তাঁহাদিগকে বিস্তীর্ণ ক্লেশ সহ্য করিতে হইল। পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অদূরে একটী সুবৃহৎ নগর দেখিতে পাইলেন। উভয় ভ্রাতায় মধ্যে কে নগরে

মধ্যে গমন করিয়া খাদ্যাদি ক্রয় করিয়া আনিবে, কিয়ৎক্ষণ এই বিষয়ে তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, আসাদই নগরমধ্যে প্রবেশ করিবেন, আমজিয়াদ পর্ব্বতের নিম্নস্থ সমতল ক্ষেত্রে তাঁহার অপেক্ষা করিবেন।

কুমার আসাদ কয়েকটি টাকা সঙ্গে লইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিছুদূর যাইয়াই তিনি বেত্রহস্তে একটী বৃদ্ধকে দেখিয়া কহিলেন “মহাশয়, বলিতে পারেন কোন্ পথে বাজারে যাইতে হয়?” বৃদ্ধ সহাস্যবদনে কহিলেন “ওহে যুবক, তোমাকে বিদেশী বলিয়া বোধ হইতেছে; বাজারে তোমার প্রয়োজন কি?” আসাদ বৃদ্ধকে এরূপ প্রসন্ন দেখিয়া নিজের ও ভ্রাতার দুর্দ্দশার কথা তাঁহাকে জানাইলেন। বৃদ্ধ কহিল “তুমি আমার বাটীতে আইস, আমি তোমাকে যথেষ্ট খাদ্য প্রদান করিব।” আসাদ বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অনন্তর বৃদ্ধ নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া আসাদকে এক প্রশস্ত গৃহে প্রবেশ করিতে কহিলেন। আসাদ দেখিলেন তন্মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ মণ্ডলাকারে প্রজ্বলিত অগ্নির চারিপার্শ্বে বসিয়া অগ্নিকে পূজা করিতেছে। দেবদেব ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে অগ্নির অর্চ্চনা দর্শনে আসাদের হৃদয়ে যেমন বিস্ময় ও ঘৃণা জন্মিল, তিনি প্রতারিত হইয়া এই ঘৃণিত স্থানে আনীত হইয়াছেন ভাবিয়া মনোমধ্যে ভয়েরও সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রতারক বৃদ্ধ অন্যান্য বৃদ্ধগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল “ভ্রাতঃ অগ্নিপূজকগণ, আজ আমাদের মহা আনন্দের দিন। গজবান কোথায়? তাহাকে আসিতে বল। এই কথা বলিবামাত্র একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ প্রবেশ করিয়া আসাদের বিষণ্ণ বদন দর্শনে বুঝিতে পারিল, কি জন্য তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। সে আসাদের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিল এবং অতিশয় লঘু হস্ততার সহিত তাহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিল। বন্ধন সমাপ্ত হইলে বৃদ্ধ কহিল “ইহাকে নীচে লইয়া যাও এবং আমার কন্যা বোস্তামা ও কাবামাকে বল যে ইহাকে প্রতিদিন লগুড়াঘাত করে এবং প্রাণধারণার্থে প্রতিদিন প্রাতে ও রাত্রিকালে ইহাকে এক এক খান রুটি আহার করিতে দেয়। যতদিন না নীল সমুদ্রে ও আগ্নেয় পর্ব্বতে জাহাজ যায় ততদিন এ ব্যক্তি এই ভাবেই থাকুক; পরে ইহাকে অগ্নিদেবের নিকট বলি দেওয়া যাইবে।” আজ্ঞামাত্র গজবান আসাদকে লইয়া এক ভূগর্ভস্থ কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। পরে সে বৃদ্ধের কন্যাদ্বয়কে এই সংবাদ দিতে গেল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই বৃদ্ধ কন্যাদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিল “বৎসে, শীঘ্রই পাতালস্থ কারাগৃহ মধ্যে যাইয়া মৎকর্ত্তৃক আনীত মুসলমানকে লগুড়াঘাত করিও; দেখিও যেন কোনরূপে ত্রুটি না হয়। এতদ্দ্বারা অগ্নিপূজায় তোমাদের দৃঢ় ভক্তি প্রকটিত হইবে।”

কন্যাদ্বয় জন্মাবধি মুসলমানদিগকে বিজাতীয় ঘৃণা করিত। পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তাহারা প্রফুল্লহৃদয়ে কারাগৃহে গমন করিল, এবং আসাদের পৃষ্ঠের বস্ত্র অপনীত করিয়া এরূপ গুরুতর প্রহার করিল যে তাঁহার চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাঁহারা সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

পিশাচীর এইরূপে পৈশাচিক কার্য্য সমাধা করিয়া একখণ্ড রুটী ও এক পাত্র জল হতভাগ্য আসাদের পার্শ্বে রাখিয়া নিজ স্থানে চলিয়া গেল। বহুক্ষণ পরে আসাদের চৈতন্য সঞ্চার হইল। তিনি দরবিগলিত ধারায় ভূতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন যে ভ্রাতা আমজিয়াদের এই দুর্দ্দশা ঘটে নাই।

এদিকে আমজিয়াদ অতিশয় অধৈর্য্যের সহিত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আসাদের আগমন প্রতীক্ষা করিলেন। রাত্রি ৪।৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করায় তিনি তাহার আগমন বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া দারুণ মনঃকষ্টে সেইখানে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে তিনি নগরাভিমুখে চলিলেন। নগরমধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান দেখিয়া তাঁহার অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইল। এক ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ নগরের নাম কি? তিনি কহিলেন ইহার নাম মায়াময় নগর, কারণ অগ্নিপূজক পৌত্তলিক মায়াকুশল লোকই এখানকার প্রধান অধিবাসী, অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান এখানে বাস করে। এস্থান এবনীদ্বীপ হইতে কতদূর জিজ্ঞাসা করাতে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিটী কহিলেন, জলপথে প্রায় চারি মাসের পথ এবং পদব্রজে এক বৎসরের পথ। এই কথা বলিয়া উত্তরদাতা কার্য্যবশতঃ ভিন্ন পথে গমন করিলেন।

আমজিয়াদ ছয় সপ্তাহ মাত্র এবনীদ্বীপ হইতে আসিয়াছেন, সুতরাং কিরূপে এতশীঘ্র এতদিনের পথ আসিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; একবার ভাবিলেন হয়ত মায়াবলে আসিয়াছেন, আবার ভাবিলেন হয়ত যে পর্ব্বতের পথে তাঁহারা আসিয়াছেন তদ্দ্বারা অতিশীঘ্র আসা যায়, কেবল অতি দুর্গম বলিয়া লোকে সচরাচর সে পথে আসে না। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি এক দরজীর দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে মুসলমানবেশী দেখিয়া তিনি তাহাকে নমস্কার করিলেন এবং নিজের দুঃখের কাহিনী তাহাকে বলিলেন। শুনিয়া সে ব্যক্তি কহিল "যদি তোমার ভ্রাতা অগ্নিপূজকদিগের হস্তে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার আশা ত্যাগ কর। তাহার পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা না করিয়া বরং নিজে কিসে রক্ষা পাও তাহার চেষ্টা দেখ। যদি ইচ্ছা হয়, চল, আমার আবাসে থাকিবে।" আমজিয়াদ অনন্যোপায় হইয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং এইরূপ সদয় ব্যবহারের জন্য দরজীকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন।

এই ঘটনার পর প্রায় এক মাস পরে একদিন আমজিয়াদ স্নান করিয়া আসিতে আসিতে পথিমধ্যে এক যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে পরমসুন্দর যুবক দেখিয়া যুবতী নিজ অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহার দিকে প্রসাদসূচক কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন "আপনি কোথায় যাইতে-ছেন?" আমজিয়াদ যুবতীর মনোহর রূপে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন "আমি বাটী যাইতেছি, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আপনার বাটীতে যাইতেও প্রস্তুত আছি।" যুবতীও আমজিয়াদের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন "আমার তুল্য পদবীর রমণীগণ যুবাপুরুষকে নিজ ভবনে লইয়া যায় না, তাহারা যুবকের বাটীতে যাইয়া থাকে।"

রমণীর এই কথায় আমজিয়াদ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নিজ আশ্রয়-দাতা দরজীর বাটীতে লইয়া গেলে দরজীর কলঙ্ক রটনা হইবার সম্ভাবনা; এবং হয়ত তাহা হইলে তাঁহাকে দরজীর গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু নিঃসম্বল বিদেশে এরূপ আশ্রয় ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। এদিকে এরূপ সুন্দরী রমণীর আশা ত্যাগ করাও বড় সহজ নহে। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে তিনি দৈবের উপর নির্ভর করিয়া রমণীর কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রমণীও তাঁহার পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন।

এক পথ হইতে অন্য পথে ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উভয়ে অতিশয় ক্লান্ত হইলে, উভয়েই এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখস্থ চৌকিতে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। যুবতী কহিল "এই বাটী তোমার?" যুবরাজ কহিলেন, "হাঁ আমার বটে, কিন্তু ইহার চাবি আমার দাসের নিকট আছে, তাহাকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে বাজারে পাঠাইয়াছি এখনও আসিতেছে না। সুতরাং আমাদিগকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে।" রমণী কহিল "এ অতি অবাধ্য দাস। সে ফিরিয়া আসিলেই যদি তুমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি না দাও, তবে আমি স্বয়ং তাহাকে প্রহার করিব।" এই কথা বলিয়া রমণী একখণ্ড প্রস্তর লইয়া গৃহের কুলুপ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কুমার তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু যুবতী তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিল যে যখন বাটী তোমার, তখন অল্প মূল্যের একটা কুলুপ ভাঙ্গিতে দোষ কি? অনন্তর উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক প্রশস্ত গৃহে আহার সামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলেন, কিন্তু জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। রমণীর অনুরোধে আমজিয়াদ আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আহার সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কুমার দেখিলেন এক ব্যক্তি বহির্দ্বারে হইতে উঁকি মারিতেছে। আমজিয়াদ ছলক্রমে তাঁহার নিকট উঠিয়া আসিলেন।

ঐ ব্যক্তিই গৃহস্বামী। তাঁহার নাম বাহাদুর, তিনি সেই নগরের রাজার অশ্বপাল। তাঁহার অন্য একটী বাটী আছে; বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে তিনি এই বাটীতেই আহারের আয়োজন করেন। অদ্য কতিপয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি ঐ বাটীতে আহার সমাবেশ করান। আমজিয়াদ ও উক্ত রমণীর প্রবেশের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাঁহার ভৃত্যগণ খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিয়া অন্য বাটীতে গমন করে। এক্ষণে বাহাদুর একাকী আসিয়া গৃহমধ্যে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া দ্বার হইতে উঁকি মারিতেছিলেন। রাজপুত্র সন্নিহিত হইলে, বাহাদুর কহিল "তোমরা কে? কি নিমিত্ত অনধিকারে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ।" রাজপুত্র সমুদায় ঘটনা অকপটে তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া বাহাদুর আত্মপরিচয় দিয়া কহিল "যান, আপনি যুবতীর সহিত পূর্ব্বমত আলাপ করুন। আমি ইত্যবসরে দাসের বেশ পরিধান করিয়া আসি। আপনি তিরস্কার করিবার জন্য আমাকে অনুযোগ করিবেন, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।" এই বলিয়া বাহাদুর দাসবেশে বিনীতভাবে উপনীত হইল। যুবরাজ তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া আরো দুই এক কথা

বেত্রাঘাত করিলেন। রমণী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এমনি নির্দ্দয়রূপে তাহাকে বেত্রাঘাত করিল যে যুবরাজ অবশেষে তাহার হস্ত হইতে বেত্র কাড়িয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

তৎপরে বাহাদুর অশ্রুমার্জ্জন করিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদের আজ্ঞা সম্পাদন করিতে লাগিল। আহারান্তে যুবক যুবতী এক কোচে শয়ন করিলে, বাহাদুর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে শয়ন করিল এবং অচিরাৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। তাহার নাসিকাধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে সুরোন্মত্তা রমণী যুবরাজকে কহিল "ঐ যে অসি লম্বমান আছে, তদ্দ্বারা তোমার ভৃত্যের শিরশ্ছেদন কর।" এই কথা শুনিয়া মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যুবরাজ কহিলেন "উহার অপরাধের সম্পূর্ণ শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং আর তদ্বিষয়ের উল্লেখে কায নাই।" রমণী কহিল "যদি তুমি ইহাকে বধ না কর, তাহা হইলে আমি স্বহস্তে উহার মস্তকচ্ছেদন করিব।" এই কথা বলিয়া রমণী অসি কোষমুক্ত করিয়া ভৃত্যের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। রাজপুত্র তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "যদি উহাকে বধ করা তোমার একান্ত বাসনা, তবে আমি উহাকে বিনাশ করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রমণীর হস্ত হইতে অসি নিজ হস্তে লইয়া রমণীর সহিত নিঃশব্দে ভৃত্যের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বাহাদুরের পরিবর্ত্তে কামিনীর শিরশ্ছেদন করিলেন। ছিন্নমুণ্ড নিদ্রিত বাহাদুরের গাত্রে পড়াতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে যুবরাজের হস্তে রুধিরলিপ্ত অসি ও ভূতলে যুবতীর মস্তকহীন কলেবর দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। যুবরাজ সমস্ত যথাযথ বর্ণনা করিলে বাহাদুর নিজ জীবনদাতাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বাহাদুর মৃতদেহ এক থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে পুলিস কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিয়া থলিয়ার মধ্য হইতে শব বাহির করিল। পরদিবস তন্নগরস্থ নৃপতির বিচারে বাহাদুরের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। নগরমধ্যে সর্ব্বত্র ঘোষণা দেওয়া হইল, যে মহারাজের অশ্বপাল এক কামিনীর হত্যাপরাধে ফাঁসি যাইবেন। এই ঘোষণা আমজিয়াদের কর্ণগোচর হইবামাত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজকুমার বধ্যভূমির উদ্দেশে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি বিচারককে কহিলেন "এই হত্যাকাণ্ডের সহিত বাহাদুরের কোন সম্বন্ধ নাই; সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আমিই এই পাপিষ্ঠার বধের কারণ।" এই বলিয়া তিনি বিচার-পতিকে কামিনী সম্পর্কীয় আবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। বিচারকর্ত্তা এই কথা শুনিয়া বাহাদুরের প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিয়া আমজিয়াদকে মহারাজের সমীপে প্রেরণ করিলেন। আমজিয়াদের মুখে হত্যার প্রকৃত বিবরণ ও সঙ্গে সঙ্গে আমজিয়াদ ও আসাদের জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহারাজ কহিলেন "আমি তোমার সরলতায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি এবং পুরস্কারের স্বরূপ তোমাকে আপন উজীরের পদ প্রদান করিতেছি; তুমি এখানে থাকিয়া তোমার ভ্রাতা আসাদের অনুসন্ধান কর।" আমজিয়াদ সকৃতজ্ঞচিত্তে মহারাজের স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইয়া ভ্রাতার অনুসন্ধানার্থ নানাস্থানে লোক প্রেরণ করিলেন এবং এইরূপ প্রচার করিয়া

দিলেন যে ব্যক্তি তাহাকে বাহির করিতে পারিবেন তাঁহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। কিন্তু এই সকলে কোন ফল দর্শিল না, কেহই আসাদের কোন সমাচার আনিতে পারিল না।

এদিকে আসাদ নিষ্ঠুরহৃদয়া রমণীদ্বয়ের হস্তে নির্দ্দয় প্রহার সহ্য করিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। কিছু দিন পরে অগ্নি-পূজকদিগের প্রধান উৎসবের দিবস সন্নিহিত হইলে, আগ্নেয় পর্ব্বতে যাত্রা করিবার জন্য অর্ণবপোত সজ্জিত হইল। বেহ্রাম নামা এক অতি গোঁড়া পৌত্তলিকের হস্তে জাহাজের অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল। যাত্রাকালে বেহ্রাম অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্যে অর্দ্ধপূরিত এক সিন্ধুক মধ্যে আসাদকে বদ্ধ করিয়া জাহাজে তুলিয়া লইল।

আমজিয়াদ ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে অগ্ন্যুপাসকগণ প্রধান পর্ব্বদিনে প্রতি বৎসর এক একটী মুসলমানকে আগ্নেয়পর্ব্বতে বলিদান করে। আসাদ এই ভণ্ডদিগের হস্তে পতিত হইয়া হয়ত বলিদানের জন্য এই জাহাজে আগ্নেয়পর্ব্বতে নীত হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া, আমজিয়াদ স্বয়ং এই জাহাজ পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন এবং জাহাজের আরোহী ও নাবিক-গণকে তীরে নামাইয়া নিজ ভৃত্যগণকে জাহাজ মধ্যে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ, আসাদকে এরূপ গুপ্তভাবে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল যে কেহই তাহার সন্ধান পাইল না।

অন্বেষণ সমাপ্ত হইলে জাহাজ বন্দর হইতে খুলিয়া দেওয়া হইল। জাহাজ বাহিরসমুদ্রে আসিয়া পড়িলে বেহ্রাম আসাদকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিল এবং পাছে নিজ পরিণাম জানিতে পারিয়া আসাদ জীবন আশায় নিরাশ হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় এইজন্য বেহ্রাম তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

কিছুদিন বায়ু অনুকূলভাবে বহিতে লাগিল। পরে অকস্মাৎ প্রতিকূল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল এবং প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া জাহাজকে কোন্ দিকে লইয়া চলিল, তাহা কেহই নিরূপণ করিতে পারিল না। কিয়দ্দূর এই ভাবে চলিয়া যে স্থানে জাহাজ উপস্থিত হইল তদ্দর্শনে অধ্যক্ষ ও নাবিকগণের ভয়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা দেখিল যে জাহাজ পৌত্তলিক ধর্ম্মে পরম দ্বেষবতী মার্জ্জিয়ানা নাম্নী মহম্মদধর্ম্মে দীক্ষিতা মহারাণীর রাজধানীতে পৌঁছিয়াছে। জাহাজ যাহাতে এই নগরে না লাগে বেহ্রাম তাহার বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সমস্ত যত্নই বিফল হইল। এই বিপদের সময় বেহ্রাম নাবিকগণকে ডাকিয়া বলিল "বৎসগণ, দেখ আমরা বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। হয় আমাদিগকে জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে, নয় মহিষী মার্জ্জিয়ানার আশ্রয় লইতে হইবে। কিন্তু এই রাণী আমাদিগের স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে কিরূপ দ্বেষ করেন, তাহা তোমাদের অগোচর নাই। তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। এক্ষণে আমার বিবেচনায় জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় আছে। আমাদের সহিত যে মুসলমান আছে তাহাকে দাসের বেশ পরান যাউক। পরে যখন রাণী

নাবিকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি ব্যবসায় কর?” আমি কহিব “দাস ব্যবসায় করি, সমস্ত দাস বিক্রয় হইয়াছে, একজন মাত্র অবশিষ্ট আছে, সেই ব্যক্তি লেখাপড়া জানে বলিয়া তাহাকে জাহাজের লেখক করিয়া রাখা গিয়াছে,’ তখন রাণী অবশ্যই তাহাকে দেখিতে চাহিবেন। এই ব্যক্তি দেখিতে অতি সুন্দর ও রাণীর স্বধর্মাক্রান্ত। সুতরাং ইহাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই রাণীর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইবে এবং তিনি ইহাকে ক্রয় করিতে চাহিবেন। সেই উপলক্ষে আমরাও যতদিন না সুবাতাস আরম্ভ হয় ততদিন এই স্থানে থাকিতে পাইব।” নাবিকেরা সকলেই একবাক্যে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে, আসাদকে কেরাণীর উপযুক্ত বেশ পরিধান করান হইল। ইত্যবসরে জাহাজ বন্দরে লাগিল। বন্দর রাজপ্রাসাদের এত সন্নিকট যে প্রাসাদস্থ উদ্যান সমুদ্রতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জাহাজ লাগিবামাত্র রাণী কাপ্তেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেহ্রাম আসাদকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং রাণীকে কিরূপ বলিতে হইবে যাইতে যাইতে আসাদকে শিখাইয়া দিলেন ও তিনি শিক্ষামত উত্তর দিবেন আসাদকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন। পরে রাণী পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বেহ্রাম পূর্ব্বমত পরিচয় দিল। আসাদের স্বভাবতঃ সুন্দর মুখ মলিনকান্তি হইয়াছে দেখিয়া রাণীর মনে অতিশয় দুঃখ জন্মিল। তিনি তৎপ্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেহ্রামকে বলিলেন “তুমি এই দাসকে আমার নিকট বিক্রয় কর, নতুবা আমাকে দান কর।” বেহ্রাম অতি রুক্ষভাবে কহিল “আমি এই দাসকে দান বা বিক্রয় কিছুই করিতে পারি না, কারণ এই দাস আমার একান্ত প্রয়োজনীয়।”

বেহ্রামের এই অশিষ্ট ব্যবহারে রাণী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক আসাদকে গ্রহণ করিলেন এবং বেহ্রামকে বলিলেন যদি তাহার জাহাজ সেই রাত্রি মধ্যে বন্দর ত্যাগ করিয়া না যায়, তাহা হইলে সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত ও জাহাজ অগ্নিসাৎ করা হইবে।

অতঃপর রাণী আসাদকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহার সহিত আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। আসাদ কহিল, “দাসের এতাদৃশ উচ্চ সম্মান সাজে না।” রাণী কহিলেন “তুমি দাস ছিলে বটে, এক্ষণে তো আর দাস নহ। তোমার আকৃতি দর্শনে বোধ হইতেছে তুমি কখন দাস নহ। অত-এব বোধ হয় তোমার ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য, শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে।”

আসাদ নিজ ইতিহাস সমস্ত বর্ণনা করিলে, রাণী কহিলেন “অগ্নি-পূজকদিগের প্রতি আমার জন্মাবধি বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। কিয়ৎকাল হইল তাহা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল। এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া তাহা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অদ্যাবধি আর কখন তাহাদিগকে ক্ষমা করিব না।” তৎপরে রাণী ও আসাদ উভয়ে একত্রে আহার করিলেন। আহারান্তে রাণীর আজ্ঞাতে আসাদ উদ্যান মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে উদ্যানস্থ সরোবর তীরে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন এবং ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

এদিকে বেহ্রাম রাণীর ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র জাহাজ খুলিয়া দিল এবং দুরাত্মা

বহাতে তাহার পলায়নেরও সুবিধা হইল। বন্দর অতিক্রম করিয়া সে নাবিকগণকে কহিল "জাহাজের পানীয় জল ফুরাইয়া গিয়াছে, অতএব রাণীর উদ্যান মধ্যে গমন করিয়া তন্মধ্যস্থ সরোবর হইতে জল আনয়ন কর। উদ্যানের প্রাচীর অধিক উচ্চ নহে সুতরাং তোমরা সহজেই উহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে। আইস, এই কয়েকটা পিপা জলপূর্ণ করিয়া আন।" অধ্যক্ষের আজ্ঞানুসারে তাহারা উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সরোবর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল এক ব্যক্তি দূর্ব্বাদলোপরি শয়ান হইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। সন্নিহিত হইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে আসাদ বলিয়া চিনিতে পারিল এবং জল লইয়া আসিবারকালীন আসাদকে নিদ্রিতা-বস্থায় ধরাধরি করিয়া জাহাজে লইয়া গেল। আসাদকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া বেহ্রামের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ আসাদকে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া আগ্নেয়পর্ব্বতাভিমুখে জাহাজ চালাইয়া দিল।

ইত্যবসরে মার্জ্জিয়ানা আসাদকে প্রাসাদ মধ্যে কুত্রাপি দেখিতে না পাইয়া স্বয়ং দীপ লইয়া উদ্যান মধ্যে তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ অনুসন্ধানের পর সরোবর তীরে আসাদের পাদুকা ও কতিপয় ব্যক্তির আর্দ্র পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার এই সন্দেহ হইল যে বেহ্রাম বলপূর্ব্বক আসাদকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। বেহ্রামের জাহাজ চলিয়া গিয়াছে কিনা জানিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ একজন লোক প্রেরণ করিলেন। ভৃত্য আসিয়া বলিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জাহাজ ছাড়িয়াছে এবং জল লইবার জন্য নাবিকেরা উদ্যানের নিকট কিয়ৎক্ষণ জাহাজ রাখিয়াছিল। এই কথায় রাণীর মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে আসাদ পুনরায় বেহ্রাম কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছে। রাণীর দশ খানি রণতরী নিয়ত বন্দরে সুসজ্জিত থাকিত। এক্ষণে তিনি তাহাদিগের অধ্যক্ষের নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ তিনি সূর্য্যোদয়ের এক ঘটিকা পরে অর্ণবপোতে যাত্রা করিবেন, অতএব রণতরী সকল যেন প্রস্তুত থাকে। পরদিন যথাকালে রাণী অধ্যক্ষকে কহিলেন "দেখ, যত বেগে সম্ভব তরী বাহিতে থাক। কল্য সন্ধ্যাকালে যে বাণিজ্যপোত ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে ধরিতে হইবে। ধরিতে পারিলে, তাহাতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি আছে তাহা তোমারই হইবে, আর ধরিতে না পারিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

অধ্যক্ষ প্রাণপণে তরী চালাইতে লাগিল, কিন্তু দুই দিন পর্য্যন্ত বেহ্রামের জাহাজের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিবস প্রভাতে দূর হইতে উহা দৃষ্ট হইল এবং মধ্যাহ্নকালে অধ্যক্ষ উহা চারিদিক হইতে এরূপ বেষ্টিয়া ফেলিল যে উহার আর পলাইবার যো রহিল না। বেহ্রাম যখন দেখিল যে আর কিছুতেই নিস্তার নাই, তখন আসাদকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার করিতে লাগিল এবং ভাবিল আসাদকে জাহাজে রাখিলে তো দোষ স্বীকার করাই হয় এবং তাহাকে বিনাশ করিলেও কোন না কোন হত্যাচিহ্ন দ্বারা নিজ অপরাধ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অনন্তর সে বন্ধন মোচন করিয়া আসাদকে নিজ সম্মুখে আনিতে আদেশ করিল। আসাদ আনীত হইলে সে কহিল "তুই আমাদের সকল অনর্থের মূল, তোর জন্যই রাণী আমাদের অনুসরণ

করিয়াছে।” এই কথা বলিয়া সেই নিষ্ঠুর আসাদকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। আসাদ সন্তরণে বিলক্ষণ পটু ছিলেন, অনায়াসেই তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং নির্দ্দয় কপটীদিগের করাল হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন ভাবিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে আর্দ্র বসন সূর্য্যকিরণে শুকাইয়া একদিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া এক পথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথ ধরিয়া ক্রমাগত দশদিন অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিয়া অবশেষে পুনরায় অগ্নিপূজকদিগের নগরে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, মুসলমান ভিন্ন আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। যৎকালে তিনি নগরে উপস্থিত হন, তখন রাত্রি অধিক হওয়াতে দোকান প্রভৃতি সমুদায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এ জন্য তিনি সে রাত্রি নগরপ্রান্তবর্ত্তী এক সমাধিস্থলে শয়ন করিয়া রহিলেন। সমস্ত দিনের পথশ্রমে অচিরাৎ নিদ্রাকর্ষণ হইল।

এদিকে আসাদ নিক্ষিপ্ত হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানা বেহ্রামের জাহাজ নিজ রণপোত দ্বারা এরূপ অবরোধ করিলেন যে তাহার আর পলায়নের কোন উপায় রহিল না। নিরুপায় হইয়া বেহ্রাম অধীনতাস্বীকারসূচক পতাকা উত্তোলন করিলে, রাজ্ঞী স্বয়ং তাহার জাহাজে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই যে দাস যাহাকে তুমি আমার আলয় হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছ?” বেহ্রাম কহিল “আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সে আমার জাহাজে নাই। আপনি তাহার অনুসন্ধান করিলেই আমার নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিবেন।” রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্বেষণ করিবার আদেশ দিলেন। পর্য্যায়ক্রমে অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না তখন তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বহস্তে বেহ্রামের মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু অবশেষে ক্রোধাবেগ কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া, বেহ্রামের জাহাজ ও তৎস্থিত যাবতীয় দ্রব্য বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন, কেবল এক ক্ষুদ্র তরী সংযোগে বেহ্রাম ও তৎসহচরগণকে কূলে যাইতে অনুমতি দিলেন। তাহারা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া পদব্রজে স্বদেশাভিমুখে চলিল এবং যে রাত্রিতে আসাদ সমাধিস্থলে শয়ন করিয়াছিল সেই রাত্রিতে তাহারাও মাগামার নগরের সমীপে উপস্থিত হইল। নগরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া বেহ্রাম নিজ সমভিব্যাহারীগণসহ আসাদের দুর্দৈব্য-বশতঃ সেই সমাধিস্থলে আশ্রয় গ্রহণার্থ গমন করিল। তাহাদের কলরবে জাগরিত হইয়া আসাদ জিজ্ঞাসা করিল “তোমরা কে?” বেহ্রাম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিল এবং পরদিন প্রভাতে নগরদ্বার মুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ধূর্ত্তাচারের গৃহে লইয়া গেল। বৃদ্ধ, বেহ্রামের মুখে তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কন্যাদ্বয়কে ডাকিয়া আসাদকে পূর্ব্ব কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ডরূপে প্রহার করিতে উপদেশ দিলেন। পুনরায় বৃদ্ধের কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আসাদ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন ও বহুবিধ বিলাপ করিতেছেন এমন সময়ে বোস্তানা খাদ্যদ্রব্য লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া আসাদের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। কিন্তু এবারে আর

বেস্তোমার সে ভাব দেখিলেন না, অভিপরীতে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। তদীয় বিলাপবাক্য শ্রবণ ও রোদন দর্শন করিয়া বেস্তোমা সাশ্রুনয়নে কহিল "মহাশয়, আপনার প্রতি দারুণ দুর্ব্যবহার করার জন্য আমি আপনার নিকট নিতান্ত অপরাধিনী হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে। একাল পর্য্যন্ত আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হইতে সাহসী হই নাই, কিন্তু তাঁহার অমানুষ নিষ্ঠুরতা দর্শনে আমার মনে অতিশয় ঘৃণা জন্মিয়াছে। অদ্যাবধি আর আমি আপনার উপর কোন অত্যাচার করিব না, আপনার দুঃখের অমানিশা অবসান হইয়াছে। আমার এক দাসীর প্রবর্ত্তনায় আমি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। আপনার সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি জগদীশ্বর যেন তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করেন এবং যাহাতে আপনার উদ্ধার সাধন করিতে পারি আমাকে এরূপ উপায় প্রদর্শন করেন।"

এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আসাদ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং কিরূপে পুনরায় তথায় আনীত হইলেন, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। অনন্তর কিরূপে তদীয় ভগিনী কেবামার হস্তে নিস্তার পাইবেন তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বেস্তোমা কহিল, "সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি তাহাকে কোন কৌশলে নিবৃত্ত রাখিব।" বাস্তবিকও বেস্তোমা যাহা বলিল কার্য্যে তাহা পরিণত করিল।

এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে বেস্তোমা একদিবস দ্বারদেশে উপবিষ্ট আছে এমন সময় দেখিল, রাজমন্ত্রী আমজিয়াদ কতিপয় প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সহিত গমন করিতেছেন এবং তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে রাজকীয় দূত এই ঘোষণা করিতে করিতে যাইতেছে যে "মহামান্য প্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত রাজমন্ত্রী স্বয়ং ভ্রাতার অনুসন্ধানার্থ নির্গত হইয়াছেন। ইঁহার ভ্রাতা আসাদ প্রায় একবৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। যাঁহার আলয়ে তিনি বাস করিতেছেন কিংবা যিনি তাঁহার বিষয়ে কিছু জানেন, তিনি আসিয়া কোন সংবাদ দিলে, বিলক্ষণ পুরস্কার পাইবেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে ইহা পরে প্রকাশ পায়, তবে তিনি তাঁহাকে সবংশে নিহত করিবেন এবং তাঁহার বাসস্থান সমভূমি করিয়া ফেলিবেন।" এই ঘোষণা শ্রবণমাত্র বেস্তোমা কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া আসাদকে কহিল "এতদিন তোমার দুর্দ্দশার অবসান হইল, সত্বর আমার সহিত আগমন কর।" আসাদ তৎক্ষণাৎ তাহার অনুগামী হইল। সদর রাস্তায় আসিয়া বেস্তোমা চীৎকার করিয়া বলিল "এই সেই মন্ত্রীর ভ্রাতা, এই সেই মন্ত্রীর ভ্রাতা।" তখনও রাজমন্ত্রী বহুদূর যান নাই। চীৎকার শ্রবণমাত্র তিনি ফিরিলেন। আসাদ দূর হইতে ভ্রাতাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমজিয়াদও ভ্রাতাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে এক অশ্বে আরোহণ করাইয়া রাজ-প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। অনন্তর রাজার নিকট তাঁহার পরিচয় দিলে তিনি তাঁহাকে নিজ অমাত্যপদে নিযুক্ত করিলেন।

এই ঘটনার পর বেস্তোমা পিতৃগৃহে গমন না করিয়া আসাদের সহিত

রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে রাজ্ঞীর অন্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। এদিকে তাঁহার পিতার বাসগৃহ ভূমিসাৎ এবং সেই বৃদ্ধ বেহ্রাম প্রভৃতি যাবতীয় অগ্নিপূজকগণ বদ্ধ হইল। রাজা তাহাদের সকলের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। তাহারা নানাবিধ স্তবস্তুতি করায় মহারাজ কহিলেন "যদি তোমরা অগ্নিপূজা পরিত্যাগ করিয়া সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, তবেই তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে পারি।" তাহারা অনন্যোপায় হইয়া মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সে যাত্রা নিস্তার পাইল।

বেহ্রাম মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিলে, আমজিয়াদ তাহাকে নিজ প্রধান কর্ম্মচারী করিলেন। কিছুদিন পরে বেহ্রাম ভ্রাতৃদ্বয়ের আদ্যোপান্ত পরিচয় শ্রবণ করিয়া বলিল, "বোধ করি আপনাদিগের পিতা এত দিনে আপনাদের নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং আপনাদিগকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়াছেন। অতএব চলুন, আমি আপনাদিগকে লইয়া যাই।" যুবরাজদ্বয় সম্মত হইলেন। মহারাজের নিকট নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহার অনুমোদন করিলেন। বেহ্রাম গমনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং ভ্রাতৃদ্বয় নৃপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। তাঁহারা নৃপতিকে ধন্যবাদ দিতেছেন, এমন সময় নগর মধ্যে মহা কোলাহল উঠিল। ক্ষণকাল পরেই একজন রাজপুরুষ আসিয়া সংবাদ দিল যে এক দল সৈন্য সশস্ত্রে নগরে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাহারা কাহার অধীন এবং কি জন্যই বা আসিতেছে তাহা কেহই অবগত নহে।

এই অশুভ সংবাদে রাজার চঞ্চলতা দর্শন করিয়া আমজিয়াদ কহিল "যদিও আমি মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগ করিবার মানসে আসিয়াছি, তথাপি যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে দেখিয়া আসি ও সৈন্য কাহার?" রাজা ইহাতে প্রীত হইয়া সম্মতি দিলে, তিনি কতিপয় মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দেখিলেন, সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের অগ্রবর্ত্তী সেনাগণ কহিল, তাহারা মার্জ্জিয়ানা রাজ্ঞীর অনুচর। তৎসমভিব্যাহারে আমজিয়াদ মার্জ্জিয়ানা রাণীর নিকট উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি শত্রুভাবে কি মিত্রভাবে এখানে আসিয়াছেন।" রাণী কহিল আমি মিত্রভাবেই তোমার প্রভুর নিকট আসিয়াছি। আমার আসিবার কারণ এই যে এতন্নগরবাসী বেহ্রামনামা এক অদ্ভুত ব্যক্তি আসাদ নামক এক দাসকে আমার উদ্যান হইতে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছে। তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য আমার এখানে আসা। আমার নাম শুনিলে বোধ করি, তোমার প্রভু এই দাসের প্রত্যর্পণে কোন আপত্তি করিবেন না।" আমজিয়াদ কহিলেন, "যে দাসের জন্য আয়াস স্বীকার করিয়া এতদূর আগমন করিয়াছেন, সে আমার ভ্রাতা। এক বৎসর নিরুদ্দেশের পর অল্প কয়েক দিন হইল আমি তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আসুন, আমি বরং তাহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিতেছি এবং বোধ করি আমার প্রভু আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিলে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন।"

রাজ্ঞী সেনাগণকে সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশের আদেশ দিয়া আমজিয়াদের সহিত গমন করিলেন। তদনন্তর নরপতি রাজ্ঞীর যথোচিত সমাদর

করিলেন এবং আসাদও রাজ্ঞীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া কহিল, অপর একদল সৈন্য নগরের অন্য এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেছে। এই সংবাদে রাজা অধিকতর শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং ঘন ঘন আমজিয়াদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। নৃপতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, আমজিয়াদ নবাগত সৈন্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈন্যগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমাদিগের সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিব, আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া চল। দূর হইতে অধ্যক্ষের মস্তকে উষ্ণীষ দর্শন করিয়া আমজিয়াদ অনুমান করিলেন, এ ব্যক্তি কোন রাজা হইবেন। অতএব তাঁহার সম্মানার্থ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আমার প্রভুর নিকট কি প্রয়োজন?" ভূপতি কহিলেন "আমি চীনদেশের অধিপতি, আমার নাম গাউর। কতিপয় বৎসর গত হইল আমার কন্যা বেদৌরা শ্বশুরালয় গমন মানসে আমার রাজধানী হইতে নিজ পতি কামারালজামানের সহিত যাত্রা করেন। সেই অবধি তাঁহার আর কোন সংবাদ নাই। যদি তোমার প্রভু এতৎসম্পর্কীয় কোন সংবাদ দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি কন্যাশোকবিধুর বৃদ্ধ পিতার পরম উপকার করেন।"

আমজিয়াদ এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহাকে নিজ মাতামহ বলিয়া জানিতে পারিয়া সাতিশয় ভক্তি সহকারে তাঁহার হস্তচুম্বন করিলেন এবং কহিলেন "বোধ করি আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে আপনি আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমিই আপনার প্রিয়তমা দুহিতা বেদৌরা ও প্রিয় জামাতা কামারালজামানের পুত্র। তাঁহারা অদ্যাপি স্বীয় রাজধানীতে পরম সুখে রাজত্ব করিতেছেন তজ্জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই।" এই কথা শ্রবণে বৃদ্ধ মহানন্দে দৌহিত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কিজন্য তিনি পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিতেছেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমজিয়াদ আপনার ও ভ্রাতা আসাদের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে বৃদ্ধ কহিলেন, "তোমাদের দুঃখের অবসান হইয়াছে, আমি স্বয়ং যাইয়া তোমার পিতার সহিত তোমাদিগের মিলন করিয়া দিব। এক্ষণে তোমার প্রভুকে আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর।"

আমজিয়াদ স্বীয় প্রভুকে চীনাধিপতির আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিলে, তিনি তাঁহার অভ্যর্থনার্থ স্বয়ং যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নগরের অন্য একদিক ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং ভীষণ কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে সংবাদ আসিল, অন্য একদল সেনা নগরে প্রবেশ করিতেছে। তত্ত্ব জানিবার জন্য আমজিয়াদ ও আসাদ উভয় ভ্রাতা প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহাদের পিতা কামারালজামান তাঁহাদের অন্বেষণে এই নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে বোধে তাঁহার অন্তর অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া উঠে, পরে অমাত্য গোইন্দারের প্রমুখাৎ সন্তানদ্বয়ের রক্ষাসংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাদের অন্বেষণার্থ বাহির হন।

শোকসন্তপ্ত পিতা পুত্রদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া পরম পুলকিত হৃদয়ে স্নেহভরে তাহাদিগকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর পুত্রগণের নিকট স্বীয় শ্বশুরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনার্থ তদীয় শিবিরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহারা নগরের অন্য এক দিকে আর একদল সৈন্য প্রবেশ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, তাহারা পারস্য দেশ হইতে আসিতেছে। এই নবাগত সৈন্যগণের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য কামারালজামান স্বীয় পুত্রদ্বয়কে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নূতন আগত সেনাগণের নায়ক নরপতির সন্নিধান হইয়া আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। জনৈক ভিব্যাহারী প্রধান অমাত্য উত্তর করিলেন, "ইনি খালিদান দ্বীপের অধিপতি চীন নাথ সাজামান; বহুদিবসাবধি নিরুদ্দিষ্ট পুত্র কামারালজামানের অন্বেষণে ইনি স্বয়ং বাহির হইয়াছেন। যদি আপনাদের রাজা এতৎসম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে পারেন, তবে ইনি পরম উপকৃত হন।" রাজপুত্রদ্বয় এই কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া এই মাত্র বলিল "আমরা সংবাদ লইয়া শীঘ্র আসিতেছি।" অনন্তর তাঁহারা দ্রুতপদে স্বীয় পিতৃদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলেন।

এই কথা শ্রবণমাত্র কামারালজামান শোকে ও হর্ষে একবারে মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পিতার চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পিতা পুত্রে পরস্পরকে আলিঙ্গন ও পরস্পর অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন।

তিন ভূপাল ও রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানা তিন দিবস মাজীদেশাধিপতির রাজধানীতে বাস করিলেন। এই তিন দিবসের মধ্যে রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানার সহিত আসাদের ও বোস্তোমার সহিত আমজিয়াদের বিবাহ পরমসমারোহে নির্ব্বাহ হইল। অনন্তর সকলে স্বীয় স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। কেবল আমজিয়াদ এই স্থানে রহিলেন, অজত্য অধিপতি তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে তাঁহাকেই নিজ সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন। আমজিয়াদও সর্ব্বপ্রযত্নে অগ্নিপূজা রহিত করিলেন এবং তৎপরিবর্তে রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত করিলেন।

নুরুদ্দিন ও পারস্যসুন্দরীর কথা।

বহুকালাবধি বাসসোরা নগর কালিফদিগের অধীনস্থ রাজ্যের রাজধানী ছিল। হারুন অল রসিদ রাজার রাজত্বকালে যে নরপতি এই নগরে আধিপত্য করিতেন তাহার নাম জিনেবি। একজন মাত্র মন্ত্রীর হস্তে সমস্ত রাজ্যভার নিক্ষেপ করিতে সাহসী না হইয়া, তিনি চাকান ও সাউ নামক দুইজন অমাত্য নিযুক্ত করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অতি নম্রপ্রকৃতি, দয়ালু ও মুক্তহস্ত ছিলেন। কি ধনী কি দরিদ্র নগরস্থ যাবতীয় লোক ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় অমাত্যের স্বভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল; তিনি অতিশয় গর্ব্বভাবী ও রুক্ষস্বভাব ছিলেন এবং কদাচ কাহারও সম্মান রক্ষা করিতেন,

না। বিশেষতঃ তিনি চাকান মন্ত্রীর বিজাতীয় বিদ্বেষী ছিলেন। এই সকল কারণে তিনি সমস্ত লোকেরই ঘৃণাস্পদ হইয়াছিলেন।

একদা রাজা, মন্ত্রীদ্বয় ও সভাসদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় প্রসঙ্গক্রমে ক্রীতদাসীক্রয় ও তাহাদিগকে পরিণীত পত্নীর ন্যায় গ্রহণ করা সম্বন্ধে প্রস্তাব উঠিল। কেহ কেহ বলিলেন, "যদিও ক্রীতদাসীগণের সহিত পরিণয়ে কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধি বা ধনাশা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাহাদের মধুর সৌন্দর্য্য আমাদিগকে এতদুভয়ের অভাব অনুভব করিতে দেয় না; আমরা ক্রীতদাসীগণের রূপের যেরূপ আকাঙ্ক্ষা করি তাহাদের গুণের জন্য সেরূপ লোলুপ নহি।" চাকান মন্ত্রী ও অপর কয়েক জন কহিলেন "শুদ্ধ সৌন্দর্য্যই পর্য্যাপ্ত নহে, তৎসহিত বুদ্ধি, বিদ্যা, বিনয় ও অন্যান্য সদ্গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক। সংসারের দুঃখময় কার্য্য হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্য অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জনে গুণবতী ভার্য্যার সহিত প্রেমালাপ যে কি মধুর তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। পত্নীকে যাহারা রিপু চরিতার্থ করিবার সাধনমাত্র জ্ঞান করে, তাহারা পশুমধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।"

নরপতিও শেষোক্ত মতের পোষকতা করিয়া চাকানকে রূপগুণসম্পন্না এক ক্রীতদাসীক্রয় করিতে আদেশ করিলেন। নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজসম্মানলাভে ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া সাউ, ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহারাজ, সর্ব্বগুণান্বিতা ক্রীতদাসী পাওয়াই দুষ্কর, যদিও দুই একটী পাওয়া যায়, তথাপি দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার ন্যূন মূল্যে ক্রয় করা যাইবে না।" রাজা কহিলেন, দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা কিছু অধিক মূল্য নহে। অনন্তর নরপতি কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া চাকানকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন।

চাকান বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দাসব্যবসায়ীদিগকে আহ্বান করিলেন এবং রাজার মনোমত ক্রীতদাসীর সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে সংবাদ দিতে কহিলেন। দালালেরা নিত্য নূতন নূতন ক্রীতদাসী আনয়ন করিতে লাগিল কিন্তু একটীও মন্ত্রীর চক্ষে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইল না। অবশেষে রাজপ্রাসাদে গমনকালে এক দালাল আসিয়া চাকানকে সংবাদ দিল যে, গতরাত্রে এক পারস্যদেশীয় ব্যবসায়ী একটী ক্রীতদাসী আনিয়াছে, সে মন্ত্রীর মনোনীত হইতে পারে; কারণ, বণিক্ কহিতেছে যে জগতে তাহার আর দ্বিতীয় নাই। ক্রীতদাসীকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়া চাকান অভীষ্টস্থানে গমন করিলেন। যথাকালে ক্রীতদাসী আনীত হইলে, মন্ত্রী দেখিলেন, বণিক্ যে অহঙ্কার করিয়াছিল তাহা নিতান্ত অযুক্ত নহে; বাস্তবিক এই রমণী তাঁহার আশার অতীত রূপগুণসম্পন্না; সেই জন্য তিনি তাহাকে পারস্যসুন্দরী নামে অভিহিত করিলেন; মূল্য জিজ্ঞাসা করায় দালাল কহিল "বণিক্ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার এক পয়সা কম লইবেন না। তিনি বলেন, এই যুবতীকে শিক্ষাদান করিতে আমার যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহা পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব, আমার অধিক আশা নাই।" মন্ত্রী এই কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর বণিক্ আসিয়া মন্ত্রীকে কহিল "মহাশয়, পথশ্রমে এই যুবতীর কান্তি অতিশয় ম্লান হইয়া আসিয়াছে, কয়েক দিবস নিজ বাটীতে রাখিলে দেখিবেন, ইহার রূপ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। আপনি তৎপরে ইহাকে মহারাজের নিকট উপহার দিবেন।"

বণিকের উপদেশমত চাকান পারস্যসুন্দরীর বাসের জন্য নিজ অন্তঃপুর মধ্যে স্বীয় পত্নীর গৃহের নিকট একটী প্রকোষ্ঠ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং পারস্যসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি মহারাজের ভোগের জন্য তোমাকে ক্রয় করিয়াছি। কিন্তু একটী বিষয়ে অগ্রেই সাবধান করিয়া দিতেছি, আমার নুরুদ্দীন নামক এক তরুণবয়স্ক পুত্র আছে; যদিও পুত্র একান্ত অবোধ নহে, কিন্তু যৌবনকে বিশ্বাস নাই। একত্র বাস-হেতু মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ অসম্ভব নহে। তুমি সেই সময়ে একটু সাবধান হইয়া চলিবে।" অনন্তর নিজ স্ত্রীকে বলিয়া দিলেন, তিনি পারস্যসুন্দরীকে নিজ সখীর ন্যায় জ্ঞান করেন।

মন্ত্রীতনয় অতি সুন্দরাকৃতি, যুবাবয়স্ক ও অতি মিষ্টভাষী; সেরূপ সুরসিক যুবক তৎকালে আর দ্বিতীয় ছিল না; তাঁহার এই চমৎকার স্বভাব ছিল যে তিনি যাহা একবার বাসনা করিবেন, শত শত বিঘ্নসত্ত্বেও তৎসাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। মাতার অন্তঃপুর প্রবেশে তাঁহার নিষেধ ছিল না, তিনি প্রত্যহ জননীর সহিত একত্র আহার করিতেন। এক দিবস আহারার্থ গমন করিয়া তিনি পারস্যসুন্দরীকে অবলোকন করিলেন। যদিও তিনি অবগত ছিলেন যে মহারাজের অন্তঃপুরবাসিনী করিবার জন্য এই যুবতী ক্রীত হইয়াছেন, তথাপি তিনি চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিবার কোন প্রয়াস দূরে থাকুক, তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার লাভে কৃতসংকল্প হইলেন। এদিকে পারস্যসুন্দরীও নুরুদ্দীনের মনোহর আকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "মন্ত্রী মহাশয়, যদি মহারাজের জন্য ক্রয় না করিয়া, আমাকে তাঁহার পুত্রবধূ করিতেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইতাম।"

বহুদিবসাবধি পারস্যসুন্দরী স্নান করেন নাই, এই জন্য একদিন অমাত্যপত্নী কতিপয় দাসী সমভিব্যাহারে তাঁহাকে স্নানাগারে পাঠাইয়া দিলেন। স্নানাগারে যুবতী বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হওয়াতে পারস্যসুন্দরীর অপরূপ রূপ দ্বিগুণতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অনন্তর দুই জন পরিচারিকার উপর পারস্যসুন্দরীর রক্ষণাবেক্ষণে ভারার্পণ করিয়া মন্ত্রীপত্নী স্বয়ং স্নানার্থ গমন করিলেন এবং এই আদেশ করিয়া গেলেন, যদি তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে নুরুদ্দিন আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে কদাচ তাহাকে পারস্যসুন্দরীর গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।

দৈবক্রমে ঠিক সেই সময়ে নুরুদ্দীন মাতার মন্দিরে দর্শন দিলেন এবং মাতার দর্শন না পাইয়া পারস্যরূপসীর গৃহাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন তথায় দুই জন দাসী রহিয়াছে। মাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল "তিনি এইমাত্র স্নানগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।" তচ্ছ্রবণে অমাত্যপুত্র কহিলেন, "পারস্যসুন্দরী কোথায়?" তাহারা কহিল "তিনি এইমাত্র স্নানগৃহ

হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই গৃহে আছেন। কিন্তু আমরা আপনাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে পারিব না। আপনার মাতার বিশেষরূপ নিষেধ আছে।"

কিন্তু যৌবনোদ্ধত অমাত্যপুত্র পরিচারিকাগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এই ঘটনায় তাহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে স্নানগৃহাভিমুখে ধাবমান হইয়া অমাত্যপত্নীকে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। শ্রবণমাত্র মন্ত্রীপত্নী অতি ত্বরায় শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া পারস্যসুন্দরীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি আসিবার পূর্ব্বেই নুরুদ্দীন সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অমাত্যপত্নী ও অন্যান্য সমস্ত পরিবার অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন দেখিয়া পারস্যসুন্দরী বিস্মিতের ন্যায় ঈদৃশ ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যপত্নী কহিলেন "যখন নুরুদ্দীন একাকী তোমার গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছে, তখন তুমি কিরূপে এ প্রকার প্রশ্ন করিতেছ?" যুবতী কহিল "জননি, তাহাতে ক্ষতি কি?" মন্ত্রীপত্নী কহিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে মন্ত্রীবর তোমাকে রাজোদ্দেশে ক্রয় করিয়াছেন?" সুন্দরী কহিল "হাঁ, সে কথা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কিন্তু অদ্য নুরুদ্দীন আসিয়া বলিল, যে পূর্ব্বে পিতার সেইরূপ মানস ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার সহিত আমার বিবাহ দিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়। আমিও তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরক্ত ছিলাম, সুতরাং তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না, পরন্তু প্রীতমনে তাঁহার করে আত্মসমর্পণ করিলাম।"

অমাত্যপত্নী কহিলেন "নিশ্চয়ই নুরুদ্দীন তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। নিজ মনোরথ সিদ্ধির জন্য হতভাগ্য যুবক তোমার সহিত শঠতা করিয়াছে। না জানি তাহার পিতা এই অত্যাচারের কথা শুনিয়া কি করেন।" এই বলিয়া অমাত্যপত্নী অতি কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে রোদনমুখী দেখিয়া তদীয় পরিচারিকাগণও ক্রন্দন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চাকান আসিয়া পত্নী ও পরিজনবর্গকে রোদনপরায়ণ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের শোকাবেগ আরও উচ্ছলিত হইয়া উঠিল এবং পারস্যসুন্দরীর মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। পুনঃ পুনঃ রোদন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার পত্নী সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। শুনিবামাত্র চাকান বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "রে কুসন্তান, তোর আচরণে আমার মান সম্ভ্রম সমস্তই বিনষ্ট হইল। তোর জন্য আমায় সবংশে মহারাজের কোপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইল।"

তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার মানসে অমাত্যপত্নী কহিলেন, "নাথ, আপনি এত কাতর হইতেছেন কেন? আমার কিয়দংশ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি তদ্দ্বারা অন্য এক পরম রূপবতী ক্রীতদাসী ক্রয় করুন।" মন্ত্রী কহিলেন, "তুমি কি মনে করিয়াছ আমি আমার অর্থের জন্য এত কাতর হইয়াছি? তুমি কি জান না যে সাউ আমার পরম শত্রু? এই

শুনিবামাত্র সে সমস্ত মহারাজের গোচর করিবে এবং কহিবে "মহারাজ, আপনি খাকানকে একজন অতি প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত অমাত্য বলিয়া জানেন। কিন্তু এক্ষণে আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন, যে আপনার সে জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র। রাজকোষ হইতে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া সে এক পরম রূপবতী দাসী ক্রয় করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে আপনার উপভোগ্যা না করিয়া তদ্দ্বারা নিজ পুত্রের বিলাসভবন সমুজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছে।" এই কথা বলিলে নৃপতি আমার উপর কিরূপ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন, তাহা কি তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ না?" মন্ত্রীপত্নী কহিলেন "সত্য বটে সাউ আপনার চিরশত্রু; কিন্তু আমাদের গৃহব্যাপার সে কিরূপে অবগত হইবে? যদিও কোন রূপে ইহা তাহার কর্ণে উঠে এবং সে উহা রাজার কর্ণগোচর করে, তথাপি মহারাজ একবার তোমাকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবেন। তুমি তৎকালে কহিবে, "মহারাজ, পারস্যসুন্দরী অলৌকিক সৌন্দর্য্যে রাজান্তঃপুরবাসিনী হইবার যোগ্যা বটে, কিন্তু রাজকরে সমর্পিত হইতে পারে, তাহার এমন কোন উৎকৃষ্ট গুণ নাই।" ইহাতে অবশ্যই মহারাজ সন্তুষ্ট হইবেন। তুমিও ইতিমধ্যে পারস্যসুন্দরীর অপেক্ষা অধিক রূপগুণবতী এক রমণীর সন্ধানার্থ দালাল নিযুক্ত করিবে।" পত্নীর এই পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বোধ হওয়াতে অমাত্য কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। কিন্তু নিজ সন্তানের দুর্ব্যবহার তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তরিত হইল না।

এদিকে নুরুদ্দীন পিতার ভয়ে নগরবহির্ভাগে এক উদ্যানে আশ্রয় লইলেন। সমস্ত দিন তথায় অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে যখন পিতা নিদ্রাগত হন, সেই সময়ে নিঃশব্দে মাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করেন। এইরূপে প্রায় একমাস অতীত হইল। তাঁহার মাতা পরিচারিকাগণের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে পুত্র প্রতিরাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু তিনি কখন সাহসপূর্ব্বক পিতা-পুত্রের পুনর্মিলনের কথা স্বামীর নিকট উত্থাপন করিতে পারেন নাই। অবশেষে এক দিবস পতিকে কহিলেন, "নাথ, কি তোমার পুত্রের বিষয় কি বিবেচনা করিলে? সে অতি অপরাধ্য, এবং রাজার নিকট হইতে প্রাপ্য এক গুরুসম্মান হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্যই একান্তই কি তুমি তাহার প্রাণসংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ? পুত্রের অবাধ্যতা বশতঃ যে বিপদ সম্ভাবনা হইয়াছিল, পুত্রের প্রাণদণ্ড করিলে তদপেক্ষা অধিক বিপদের আশঙ্কা আছে। কারণ, দুর্বৃত্ত লোকে পুত্র-বিনাশের কারণ জানিতে গিয়া অবশেষে যাহা গোপন করিতে তুমি এত প্রয়াস পাইতেছ, তাহার মর্ম্মভেদ করিবে। অতএব আমার পরামর্শ শুন। অদ্য রজনীতে পুত্র বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তুমি কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইও। আমি সেই সময় তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়া তোমাকে অনেক স্তব স্তুতি করিব। তুমিও এইরূপ ভাব দেখাইও যেন আমারই অনুরোধে এ যাত্রা ক্ষমা করিলে এবং তৎপরে তাহাকে পারস্যসুন্দরী প্রদান করিও। ভাবভঙ্গীতে আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। এরূপ করিলে নিশ্চয়ই পুত্র যাবজ্জীবন

তোমার অনুগত থাকিবে।" মন্ত্রীবর এই পরামর্শ সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন।

সেইদিবস রজনীতে যথাকালে নুরুদ্দীন মাতৃভবনে প্রবেশ করিবামাত্র, অমাত্য নিষ্কোষ অসি হস্তে তাহাকে ধারণ করিলেন এবং একেবারে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদনার্থ অসি উত্তোলন করিলেন। ইত্যবসরে অমাত্যপত্নী চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে আসিয়া স্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং কহিলেন "তুমি কি কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ?" অমাত্য রুক্ষভাবে কহিলেন "আমার এমন কুসন্তানে প্রয়োজন নাই, হস্ত ত্যাগ কর, আমি ইহার প্রাণদণ্ড করিব।" নুরুদ্দীনের মাতা কহিলেন "আমি জীবিত থাকিতে কখন পুত্রকে বিনাশ করিতে দিব না, অগ্রে আমার বধ কর। পরে তোমার যাহা ইচ্ছা করিও।" স্নেহময়ী মাতার সস্নেহ বাক্য শ্রবণ করিয়া নুরুদ্দীনের নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কাতরস্বরে কহিল "পিতঃ, এইবার আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আর কখন আমি আপনার অবাধ্য হইব না।" ইতিমধ্যে তাঁহার মাতা চাকানের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মন্ত্রী পুত্রকে ছাড়িয়া দিলে, সে অশ্রুজলে পিতৃচরণ অভিষেক করিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ উহা চুম্বন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। মন্ত্রী গম্ভীরস্বরে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, অদ্য তোমার জননীর কৃপায় রক্ষা পাইলে! যদি তুমি আমার নিকট শপথ করিয়া বল, পারস্যসুন্দরীকে আপনার পরিণীত পত্নীর ন্যায় জ্ঞান করিবে, কদাচ তাহাকে ত্যাগ বা বিক্রয় করিবে না, তাহা হইলে আমি তাহাকে তোমার করে সমর্পণ করিতে পারি।" নুরুদ্দীন পিতার নিকট এতদূর অনুগ্রহের আশা করে নাই। এক্ষণে তাঁহার অভাবনীয় অনুকূল কথা শুনিয়া তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধের জন্য সাতিশয় অনুতাপ জন্মিল, তিনি পিতাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আনন্দিত মনে শপথপূর্ব্বক যুবতীকে গ্রহণ করিলেন। যুবক যুবতী উভয়ে পরস্পরের প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিল, সুতরাং এই মিলনে উভয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ অনুভব করিতে লাগিল। অমাত্যও ইহাতে অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন।

এদিকে, পাছে রাজা অগ্রে দাসীক্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন, এইজন্য চাকান মধ্যে মধ্যে উক্তপ্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "মহারাজ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বগুণান্বিতা দাসী পাওয়া এরূপ দুষ্কর, যে বুঝি আপনার নিকট আমাদিগকে অপ্রস্তুত হইতে হইল।" বাস্তবিক চাকান এরূপ কৌশল ও চতুরতার সহিত এই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে ক্রমে ইহা রাজার হৃদয় হইতে একপ্রকার অপসৃত হইল এবং তিনি চাকানের উপর এমনি সদয়ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সাউ প্রকৃত ব্যাপার কতক পরিমাণে অবগত থাকিলেও সাহসপূর্ব্বক চাকানের বিরুদ্ধে রাজার নিকট তদ্বিষয় উত্থাপন করিতে পারিলেন না।

এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে চাকানের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে পারস্যসুন্দরীর সম্বন্ধে তদীয় শপথ স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গ, সমস্ত নগর ও যাবতীয়

রাজপুরুষ সকলেই অকৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহারাজ স্বয়ংও এরূপ প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী ভৃত্যের মৃত্যুতে অনেক বিলাপ করিলেন। পরম সমারোহে তাঁহার সমাধি হইল।

নুরুদ্দীন পিতার শোকে অতিশয় কাতর হইলেন। বহুদিবস পর্য্যন্ত তিনি কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না বা কাহাকেও নিকটে যাইতে দিলেন না। অবশেষে একদিবস তাঁহার এক প্রিয় বন্ধুকে সম্মুখে আসিতে কহিলেন। এই বন্ধু তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "পিতার জন্য যেরূপ করা উচিত তাহা সমস্তই তুমি করিয়াছ একণে তোমার আভিজাত্য ও সম্মান বজায় রাখিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আলাপ করা উচিত, চিরকাল শোক করা উচিত নহে।"

এই বন্ধুর উপদেশে নুরুদ্দীন কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিল এবং কল্য অন্য দুই চারিজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিল। দুই এক করিয়া ক্রমে দশটী বন্ধু জুটিল। নুরুদ্দীন দিবারাত্রি তাহাদের সহিত আমোদ আহ্লাদে কাটাইতে লাগিলেন এবং প্রায় প্রত্যহই বিদায়কালে একজন না একজনকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিতে লাগিলেন। প্রতিদিনই মহাসমারোহে ভোজ চলিতে লাগিল। পারস্যসুন্দরী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে এরূপ অপরিমিত ব্যয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতেন। কিন্তু তিনি উপহাস করিয়া স্ত্রীর সদুপদেশ উড়াইয়া দিতেন। কদাচ আপনার আয় ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতেন না। দেওয়ান হিসাবের কথা উল্লেখ করিলেই "অন্য সময় হইবে" বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। বন্ধুগণ তাঁহার এইরূপ সরল উদারভাব দেখিয়া নিরন্তর তোষামোদ দ্বারা স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ বলিল "অমুক স্থানে আপনার যে [illegible] আছে, তেমন মহল আর কাহার নাই;" অন্য একজন বলিল "অমুক স্থানে আপনার যে সৌধটী আছে তাহার ন্যায় সুসজ্জিত অট্টালিকা আমি চিরজীবনে কখন দেখি নাই;" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আপনার অমুক উদ্যানটী যেন নন্দন-কানন।" তাহাদিগের তোষামোদপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া অকপট-স্বভাব নুরুদ্দীনের হৃদয় খুলিয়া গেল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বস্তু সেই সেই ব্যক্তিকে দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পৈতৃক প্রভূত সম্পত্তি নিঃশেষপ্রায় হইয়া আসিল।

একদিন নুরুদ্দীন বন্ধুবান্ধব লইয়া এক গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মধ্যে আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, এমন সময় দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন। দ্বার খুলিয়া দেখেন তাঁহার দেওয়ান দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহাকে এমন অসময়ে আসিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ হইল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গৃহের বাহিরে তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অনেক বন্ধুও কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহারা কি কথা কহিতেছেন, কপাটের আড়াল হইতে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। দেওয়ান কহিল "মহাশয়, এরূপ আমোদের সময় আপনাকে যে বাধা দিয়াছি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। বিশেষ প্রয়োজন থাকাতেই আমি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বহুদিন হইতে আমি যে আশঙ্কা করিতেছিলাম, বুঝি এতদিনে তাহাই ঘটিল। এবিষয় আমি মধ্যে মধ্যে আপনার গোচর করিয়াছি, কিন্তু আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক বরং বিরক্তিভাবই প্রকাশ করিয়াছেন, এখন শিরে সংক্রান্তি উপস্থিত। অদ্য হিসাব মিলাইয়া দেখি যে আপনার সমুদায় সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়াছে। ভূসম্পত্তি সমুদায়ই বিক্রয় বা বন্ধক পড়িয়াছে। অতএব এক্ষণে যাহা কর্তব্য বিবেচনা করুন।” দেওয়ানের কথায় নুরুদ্দীনের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

এদিকে যে বন্ধু গুপ্তভাবে সমুদায় শুনিয়াছিলেন, তিনি অন্য কয়েক জনের নিকট আসিয়া বলিলেন, “ভাই, নুরুদ্দীন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তোমরা অদ্য হইতে কি করিবে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি আসিতেছি না।” তাহারা কহিল, “তাহা হইলে আমরা কি আর রূপ দেখিতে আসিব। কল্য হইতে তোমারও যে মত আমাদেরও তাই।”

অনন্তর নুরুদ্দীন প্রত্যাগমন করিয়া নিজ আসনে উপবেশন করিলেন এবং নিজ মনের আবেগ যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া বন্ধুদিগকে প্রীত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল যত্নই বিফল হইল। বন্ধুগণ তাঁহার মুখ দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ সমুদায় বন্ধুগণ এক এক করিয়া কোন না কোন ছলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। নুরুদ্দীন বন্ধুগণের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিলেন না। তিনি পারস্যমহিলার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিজ অবস্থা পরিবর্তনের বিষয় সমস্ত তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন পারস্যসুন্দরী কহিল “নাথ, আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে সাবধান করিয়াছি। কিন্তু তুমি স্ত্রীলোকের উপদেশ বলিয়া পরিহাস করিয়াছ।” অমাত্যপুত্র কহিলেন “সত্য বটে, তোমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অন্যায় করিয়াছি। কিন্তু আমি সমস্ত সম্পত্তি দশ জন অতি বিশ্বস্ত বন্ধুকে দান করিয়াছি। তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে অসময়ে সাহায্য করিবে।” বুদ্ধিমতী পারস্যসুন্দরী কহিল “অদ্যাপি যখন তুমি মনোমধ্যে এরূপ ভ্রমকে স্থান দিতেছ, তবে এখনও তোমার চৈতন্য হয় নাই। তাহারা তোমার সাহায্য করা দূরে থাকুক, আর কখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।” অবোধ যুবক হাসিয়া কহিলেন, “প্রিয়ে, তুমি আমার বন্ধুদিগের স্বভাব জান না, তাই এরূপ বলিতেছ। কল্য আমি প্রত্যেকের বাটীতে যাইব। দেখিবে আমিবারকালীন আমাকে কত অর্থ প্রদান করিবে। সেই টাকা পাইলে, আমি সাবধান হইয়া চলিব।”

পরদিন নুরুদ্দীন আশাপূর্ণ হৃদয়ে বন্ধুগণের বাটীর উদ্দেশে চলিলেন। প্রথম বন্ধুর বাটীর দ্বারে করাঘাত মাত্র এক পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “আপনি কে?” তিনি কহিলেন, “তোমার প্রভুকে বলিও আমি চাকান মন্ত্রীর পুত্র নুরুদ্দীন।” দাসী তাঁহাকে একগৃহে বসাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিতে গেল। দাসীর মুখে নুরুদ্দীনের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া তদীয় বন্ধু যাহাতে তিনি শুনিতে পান এরূপ উচ্চৈঃস্বরে দাসীকে বলিয়া দিলেন, “বল, প্রভু বাটীতে নাই, আর যখনই সে আসিবে এই

কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিও, আমাকে ও বিষয়ের সংবাদ দিবার আবশ্যক করে না।” দাসী আসিয়া বলিল, “বাবু বাটীতে নাই।”

বন্ধুর ব্যবহারে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া নুরুদ্দীন ক্রোধভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং যাইতে যাইতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “এই নরাধম কি অকৃতজ্ঞ। যে ব্যক্তি কল্য আমার পরম বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, অদ্য আমারই সহিত এরূপ অভদ্রতাচরণ করিতে তাহার লজ্জা হইল না?” পরে তিনি অন্য এক বন্ধুর বাটীতে গমন করিলেন। সে ব্যক্তিও পূর্ব্ববৎ মিষ্ট উত্তর দিয়া বন্ধুকে বিদায় দিলেন। এইরূপে সমস্ত বন্ধুর নিকট অপমানিত হইয়া নুরুদ্দীন অতি দুঃখিত চিত্তে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, “ধনশালী মনুষ্যগণ ফলবান্ বৃক্ষের ন্যায়. যতদিন ফল থাকে, নানাবিধ পক্ষী নিয়ত তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে; ফল নিঃশেষ হইলে, কোন পক্ষী ভুলিয়াও একবার তাহার নিকটে আসে না।” তিনি এইরূপ অনুতাপ করিতেছেন, এমন সময় পারস্যসুন্দরী তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার ম্লান মুখ অবলোকন করিয়াই পারস্যমহিলা বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। তিনি স্বামীকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন “কেমন নাথ, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য কি না?” অমাত্যপুত্র কহিলেন, “প্রিয়ে, তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ? এমন গুণবতী ভার্য্যার উপদেশ অবহেলা করিয়া কপটভাষী, অকৃতজ্ঞ কতিপয় নরাধমের কুহকে ভুলিয়া আপনার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছি। প্রেয়সি, এক্ষণে আমি কিরূপে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হই, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ কর। আমার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে।” স্নেহবতী রমণী কহিল “নাথ, এসময়ে তোমার সমুদায় দাস দাসী বিক্রয় করা উচিত।” নুরুদ্দীন প্রত্যুত্তর না করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে সমস্ত দাস দাসী বিক্রয় করিলেন। তাহাতে কিছুদিন চলিল। পরে তৈজসপত্র ও বহুমূল্য আভরণ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিক্রয় করিলেন। ইহাতে অনেক দিন স্বচ্ছন্দে চলিল বটে, কিন্তু যথাকালে তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন নুরুদ্দীন পুনরায় স্ত্রীর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন।

বুদ্ধিমতী ও পতিপ্রিয়া রমণী স্বামীর বিপদে বড়ার্দ্রচিত্ত হইয়া নিজের ভাল লক্ষ্য না করিয়া এই পরামর্শ দিলেন “নাথ, আমি আপনার ক্রীতদাসী। আপনার স্বর্গীয় পিতা আমায় দশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করেন। যদিও আমার মূল্য এক্ষণে তত না হউক, কিন্তু এখনও আমায় বিক্রয় করিলে আপনি যথেষ্ট অর্থ পাইতে পারেন। আমাকে বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করুন। সাবধান হইয়া চলিলে, তদ্দ্বারা প্রভূত ধনসঞ্চয় না হউক, উদরান্নের ভাবনা থাকিবে না।”

এই কথা শুনিয়া নুরুদ্দীন বলিলেন “প্রিয়ে, তুমি কি আমাকে এরূপ নৃশংস নরাধম পাইয়াছ যে আমি অর্থলোভে নিজ জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তুকে বিক্রয় করিব? তাহার উপর আবার আমি পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে কদাচ তোমায় বিক্রয় বা ত্যাগ করিব না। আমি কি এতই নীচস্বভাব যে স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, ধর্ম্ম সমুদায়ই এককালে অর্থলোভে বিসর্জ্জন

দিব? না, কদাচ তাহা হইবে না, জীবনসত্ত্বে কখন তোমায় বিক্রয় করিতে পারিব না।"

পারস্যসুন্দরী কহিলেন, "নাথ, সকলি জানি, কিন্তু কি করিবেন, উপায় নাই। অভাবের নিকট স্নেহ মমতা নাই, ধর্ম্ম সৌজন্য কিছুই নাই। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যে প্রভুর নিকটেই যাই না কেন আপনার প্রতি অনুরাগের কদাচ হ্রাস হইবে না এবং যদি ঈশ্বর দিন দেন, তবে আপনি আমাকে পুনরায় ক্রয় করিতে পারেন। ভাবিয়া দেখুন, তৎকালের মিলন কি সুখের হইবে। অতএব এ বিষয়ে আর দ্বিধা বা আপত্তি করিবেন না।"

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর নুরুদ্দীন পত্নীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভগ্নচিত্তে পত্নীকে দাসী-বিক্রয়ের বাজারে লইয়া গিয়া হাজিহাসন নামক এক দালালকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। দালাল তাঁহাদিগকে এক গৃহের ভিতর লইয়া পারস্যরূপসীকে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। বদনাবরণ মোচন করিলে, হাজিহাসন যুবতীর অলৌকিক মুখকান্তি নিরীক্ষণে বিস্মিত হইয়া নুরুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মৃত মহাত্মা চাকান যে দাসীকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন, একি সেই ক্রীতদাসী?" যুবক বলিলেন "হাঁ"। অনন্তর হাজিহাসন ব্যবসায়ীদিগকে বলিল যে আমার নিকট এক অপূর্ব্ব সুন্দরী ক্রীতদাসী আছে; যাহারা অধিক মূল্যের দাসী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহারা আমার সহিত আইস। সকলেই হাজিহাসনের সহিত আসিয়া পারস্যসুন্দরীকে দেখিল এবং একবাক্যে বলিল ইহার মূল্য চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার ন্যূন নহে। হাজিহাসন অধিক মূল্য আকাঙ্ক্ষায় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "পারস্যসুন্দরী চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রয় হইয়া যায়, যিনি অধিক মূল্য দিতে পারিবেন, তাঁহাকেই বিক্রয় করা যাইবে।"

বণিকগণ অধিক মূল্য দিবে কি না পরস্পর এই কথা লইয়া তর্ক করিতেছে, ইত্যবসরে রাজমন্ত্রী সাউ হাজিহাসনের ঘোষণা শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন, "সেই ক্রীতদাসীকে আমি একবার দেখিতে চাহি।" হাজিহাসন তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুমতি পালন করিলে, মন্ত্রী কহিলেন "যদি কেহ চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রার অধিক না দিতে চাহে, তাহা হইলে আমিই উক্ত মূল্যে এই দাসীকে ক্রয় করিব।" এই বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী বণিকদিগের প্রতি এমন ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন যে তাহারা স্পষ্ট বুঝিল, তাঁহার অভিপ্রায় আর কেহ অধিক মূল্য দিতে স্বীকার করিল না। তখন মন্ত্রী, হাজিহাসনকে কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব কি? দাসীবিক্রেতাকে গিয়া বল যে তাহার দাসী চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রার উপর হইল না।" হাজিহাসন "যে আজ্ঞা" বলিয়া নুরুদ্দীনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল "মহাশয়, সংবাদ বড় অশুভ। আপনার দাসী এক প্রকার বিনা মূল্যেই বিক্রয় হইতেছে। বণিকেরা চারি সহস্রের অধিক মূল্য দিবার বিষয়ে আন্দোলন করিতেছিল, ইতিমধ্যে আপনার পিতার পরম শত্রু মন্ত্রী সাউ আসিয়া চারিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দর দিলেন। তাঁহার ভয়ে আর কেহই অধিক মূল্য দিতে সাহস করিতেছে না। আমার মতে ইচ্ছা আপনি দাসী বিক্রয় স্থগিত করেন।" নুরুদ্দীন

কহিলেন, "আমি কদাচ আউয়ের হস্তে পারস্তরূপসীকে সমর্পণ করিব না। সে আমাদের বংশের নিতান্ত বিদ্বেষী। কিন্তু কি উপায়ে বিক্রয় রহিত করা যায়?"

চতুর হাজিহাসন কহিল, আমি যৎকালে পারস্তসুন্দরীকে অমাত্যের হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইব, তৎকালে আপনি আসিয়া বলিবেন যে "পারস্তসুন্দরীর অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তোমাকে নিলামে বিক্রয় করিয়া আসিব। সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থে আমি ইহাকে এখানে আনিয়াছি, নতুবা বাস্তবিক আমার বিক্রয়ের বাসনা নাই।" এই কথা শুনিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। মন্ত্রীরও দুরভিসন্ধি খাটিবে না। অতএব আপনি প্রস্তুত হউন; আমি পারস্তসুন্দরীকে মন্ত্রীর করে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ করি।" এই বলিয়া হাজিহাসন বিদায় হইল।

ইতিমধ্যে মন্ত্রী দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলে, হাজিহাসন পারস্তরূপসীকে তদীয় হস্তে অর্পণ করিয়া কহিল, "দাসী আপনারই হইল, ইহাকে গ্রহণ করুন।" এই কথা দালালের মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতে, নুরু-দ্দীন আসিয়া পারস্তসুন্দরীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাহার কর্ণমূলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিলেন, "দুর্ব্বিনীতে, আয়, বাটী চল্। তোর অবাধ্যতার সমুচিত প্রতিফল পাইলি এবং আমারও শপথ রক্ষা হইল।" নুরুদ্দীনের এইরূপ আচরণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রী বলপূর্ব্বক ক্রীতদাসীকে কাড়িয়া লইবার মানসে নিজ অশ্ব নুরুদ্দীনের গাত্রের উপর চালাইলেন। ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া তেজীয়ান্ মন্ত্রীতনয় পারস্তসুন্দরীর হস্তত্যাগ করিয়া সবলে অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া অশ্বকে দুই তিন পদ পশ্চাৎ হটাইয়া দিয়া কহিলেন, "নরাধম, শুদ্ধ এই কয়েক জন ভদ্রলোকের খাতিরে অদ্য তোর প্রাণরক্ষা হইল, নতুবা নিশ্চয়ই এক্ষণে তোকে আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতে হইত।"

দর্শকবৃন্দ সকলেই মনে মনে মন্ত্রীকে ঘৃণা করিত, সুতরাং এ সময়ে কেহই তাঁহার সাহায্য করিল না, বরং সঙ্কেত দ্বারা যুবককে উৎসাহিত করিতে লাগিল। মন্ত্রী বিস্তর চেষ্টা করিয়াও বল্গা যুবকের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। পরন্তু যুবক তাঁহাকে অশ্বচ্যুত করিয়া উপর্য্যুপরি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা ধরাশায়ী করিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। বিজয়ী যুবক পারস্তসুন্দরীর হস্ত ধারণ করিয়া সদর্পে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। দর্শকগণের ভয়ে মন্ত্রীর নিজ ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাহায্য করিতে সাহস করিল না। দর্শকগণ তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শনে করতালি দিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অনুচরবর্গের সাহায্যে মন্ত্রী ধরাশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং দুই জন ক্রীতদাসের স্কন্ধে ভর দিয়া রুধির ও কর্দ্দমলিপ্তদেহে রাজপ্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। রাজার সন্নিহিত হইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুরবস্থা দর্শনে রাজা কহিলেন, "কে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা করিল? যদি সে বাস্তবিক দোষী বলিয়া প্রমাণ হয়, আমি তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিব।"

মন্ত্রী সমুদায় ঘটনা যথাযথ বর্ণনা না করিয়া যাহাতে নুরুদ্দীনের প্রতি রাজার বিজাতীয় ক্রোধ জন্মে, এইরূপ অলঙ্কার দ্বারা প্রকৃত ঘটনা বিকৃত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন "মহারাজ, একটী পাচিকার প্রয়োজন হওয়াতে অদ্য আমি ক্রীতদাসী ক্রয়ার্থে বাজারে গমন করি। তথায় দেখিলাম আপনার ভূতপূর্ব্ব অমাত্যের অকৃতকর্ম্মা পুত্র—যে ইন্দ্রিয়-দোষে তাবৎ পৈতৃক সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া একণে উদরান্নের জন্য লালায়িত এক ক্রীতদাসী চারি সহস্র মুদ্রায় বিক্রয় করিবে বলিয়া ডাকিতেছে।"

"বোধ করি, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, প্রায় দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আপনি এই নরপিশাচের পিতাকে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যে একটী পরম রূপ-গুণবতী দাসী ক্রয় করিতে বলেন। মৃত মন্ত্রী উক্ত মূল্যে এই সর্ব্বসুলক্ষণা-ক্রান্ত দাসীকে ক্রয় করিয়া মহারাজকে না দিয়া স্বীয় পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন। পরে চাকান পরলোক গমন করিলে, নুরুদ্দীন অপব্যয় দ্বারা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া অবশেষে উদরান্নের জন্য এই রমণীকে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে। আমি অতি মিষ্টস্বরে নুরুদ্দীনকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "নুরুদ্দীন, ব্যবসায়ীরা যে মূল্যে তোমার দাসীকে ক্রয় করিতে চাহে, আমিও সেই মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি। আমি মহারাজকে উপহার দিবার মানসে ইহাকে ক্রয় করিতেছি। ইহাতে তোমার আরও এক বিশেষ লাভ এই যে এই উপায়ে তুমি পুনরায় মহারাজের নিকট পরিচিত হইতে পারিবে।" এই কথায় আরক্তনেত্র হইয়া দুরাত্মা আমাকে বলিল, "পাপিষ্ঠ বৃদ্ধ! আমি বিনামূল্যে বরং চণ্ডালকে দিব, তথাপি তোকে কদাচ বিক্রয় করিব না।" এই কথায় আমি ক্রোধের কারণসত্বেও কিঞ্চিন্মাত্র কোপ প্রকাশ না করিয়া পূর্ব্ববৎ নম্রভাবে বলিলাম, "নুরুদ্দীন, ইহাতে যে কেবল আমার অপমান করা হইল তাহা নহে, ইহাতে আমার ও তোমার পিতার প্রভু মহারাজেরও অপমান করা হইল।" এই কথায় দুর্ব্বৃত্তের ক্রোধ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, সে আমার বয়স বা মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমাকে অশ্বচ্যুত করিয়া আমার এইরূপ দুরবস্থা করিয়াছে। মহারাজ, আপনার কার্য্যসাধন করিতে গিয়া আমার এত অপমান হইল, এইটি মনে রাখিয়া আপনি বিচার করেন, এইমাত্র আমার প্রার্থনা।" এই বলিয়া দুর্ম্মতি বৃদ্ধ পুনরায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

নৃপতি বৃদ্ধের কপট বাক্যে প্রতারিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে ডাকিয়া নুরুদ্দীনের বাটী লুঠ করিতে এবং তাহাকে ও তাহার দাসীকে বন্ধন করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

যৎকালে মহারাজ এই আদেশ দেন, তৎকালে সাঞ্জিয়ার নামা এক রাজ-কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত ছিল। সে ব্যক্তি পূর্ব্বে চাকান মন্ত্রীর একজন ক্রীতদাস ছিল এবং তাঁহারই কৃপায় উন্নত পদে আরোহণ করে। সে প্রভুর উপকার স্মরণ করিয়া, সেনাপতি পঁহুছিবার পূর্ব্বেই নুরুদ্দীনের বাটীতে গোপনে উপস্থিত হইল এবং কহিল "মহাশয়, বিষম বিপদ উপস্থিত। সাউ মন্ত্রী মহারাজের নিকট আপনার নামে অভিযোগ করিয়াছে এবং আপনার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আপনাকে ও পারস্যরমণীকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার

অত মহারাজ স্বীয় সেনাপতিকে আদেশ করিয়াছেন। আপনি পারস্য-রূপসীকে সঙ্গে লইয়া কালবিলম্ব না করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করুন, নচেৎ জীবনসংশয়।” এই কথা বলিয়া কৃতজ্ঞ রাজকর্ম্মচারী নুরুদ্দীনের হস্তে ৪০ খানি মোহর দিয়া কহিল “এই কয়েকটী মুদ্রা সঙ্গে করিয়া লউন, ইহাতে পথে আপনার অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আমার নিকট আর টাকা নাই, থাকিলে আপনাকে দিতে পারিতাম। আমি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারি না, কি জানি দুষ্ট লোকে দেখিলে আমার বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।”

শাঞ্জিয়ার প্রস্থান করিলে নুরুদ্দীন তাবৎ সংবাদ পারস্যসুন্দরীর গোচর করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ পলায়নে সম্মত হইলে, উভয়ে ক্রতপদে বাহির হইয়া নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া ইউফ্রেটিস্ নদী তীরে উপস্থিত হইলেন এবং একখানা নৌকা খুলিয়া তখনি বোগদাদে যাইবে দেখিয়া মহানন্দে তাহাতে আরোহণ করিয়া বোগদাদ যাত্রা করিলেন।

এদিকে সেনাপতি নুরুদ্দীনের বাটীতে আসিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রতি গৃহে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও নুরুদ্দীন বা পারস্য-রূপসীর দর্শন পাইলেন না। তৎপরে তিনি প্রতিবেশীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকলেই নুরুদ্দীনকে অতিশয় ভালবাসিত, সুতরাং কেহই প্রকৃত সংবাদ দিল না। তৎপরে সেনাপতি নৃপতিকে এই সংবাদ দিলে, তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে ব্যক্তি নুরুদ্দীন ও পারস্যসুন্দরীকে বাহির করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, কিন্তু যদি কেহ তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখে, তাহার প্রতি উৎকট দণ্ড বিধান করা যাইবে। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের সন্ধান হইল না।

এদিকে নুরুদ্দীন ও পারস্যরূপসী যথাসময়ে বোগদাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আরোহীরা ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করিল; নুরুদ্দীনও পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা নাবিকের হস্তে দিয়া নৌকা হইতে নামিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখন বোগদাদে আসেন নাই এবং তত্রত্য কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয়ও ছিল না; সুতরাং কোথায় বাসার সন্ধান করিতে হইবে তাহা কিছুই জানিতেন না। টাইগ্রীস্ নদীর তীরবর্ত্তী উদ্যানের চতুর্দ্দিকে অনেকক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এক উদ্যানের তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ ছিল, কিন্তু তাহার সম্মুখে উপবেশনার্থ দুই পার্শ্বে দুইখানি কাষ্ঠাসন নির্ম্মিত ছিল। তদ্দর্শনে নুরুদ্দীন স্বীয় প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, নিকটে কোন আশ্রয়স্থানও দৃষ্ট হইতেছে না। আইস, অদ্য রজনী এইখানেই অতিবাহিত করা যাউক। পারস্যসুন্দরী কহিল, “আপনার যাহা অভিরুচি, আমার কোন আপত্তি নাই।” অনন্তর তাঁহারা সমীপবর্ত্তী কৃত্রিম ফোয়ারা হইতে এক অঞ্জলি জলপান করিয়া পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠাসনে শয়ন করিলেন। পথশ্রমে অচিরাৎ উভয়ের নিদ্রাকর্ষণ হইল।

এই উদ্যানের মধ্যস্থলে মহারাজ হারুন অল রসিদের এক প্রকাণ্ড সৌধ ছিল; তাহার নাম চিত্রপুরী। কারণ তাহাতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্র সংগৃহীত ছিল। এই পুরীর মধ্যে একটী বিচিত্র নাট্যশালা ছিল, উহাকে

আশীটি গবাক্ষ এবং প্রত্যেক গবাক্ষে এক একটী ঝাড় দোদুল্যমান। যে দিবস মহারাজ বায়ু সেবনার্থ তথায় আসিতেন, সেইদিন সমস্ত ঝাড় প্রজ্বলিত হইত। তৎকালে ইহার উজ্জ্বল শোভা নগরবাসী তাবৎ লোক নিজ নিজ বাস ভবন হইতে দেখিতে পাইত। এই উদ্যানের তত্ত্বাবধারণের ভার সেখ এব্রাহিম নামক এক প্রাচীন রাজপুরুষের উপর অর্পিত ছিল। অপরিচিত ব্যক্তিগণের উদ্যান প্রবেশ নিষেধ ছিল, বিশেষ তোরণের পুরোবর্ত্তী কাষ্ঠাসনে উপবেশনে কাহারও অধিকার ছিল না। উহা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার আজ্ঞা ছিল।

অদ্য কোন কার্য্যোপলক্ষে এব্রাহিম স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল, দুই ব্যক্তি কাষ্ঠাসনে নিদ্রিত আছে, মশকের দংশন নিবারণ জন্য তাহাদের বদন বস্ত্রাবৃত। দর্শনমাত্র তাহার অতিশয় ক্রোধ হইল। কিন্তু 'হয়ত তাহারা বিদেশী, মহারাজের আজ্ঞার বিষয় অবগত নহে,' এই বিবেচনা করিয়া ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক তাহাদের বদনাবরণ উন্মুক্ত করিল। যাহা দেখিল তাহাতে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল, এরূপ রূপবান্ যুবক বা এরূপ রূপবতী নারী কদাচ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সে ধীরে ধীরে নুরুদ্দীনের পদে হস্ত প্রদান করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। নুরুদ্দীন দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুধারী প্রাচীনকে পদমূলে দণ্ডায়মান দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া কহিল "পিতঃ, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনার অভিপ্রায় কি?" বৃদ্ধ কহিল, "বৎস, তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ?" নুরুদ্দীন কহিল "মহাশয়, আমি বিদেশী, এইমাত্র এদেশে আসিয়াছি, ইচ্ছা, এই স্থানে অদ্য নিশা অতিবাহিত করিব।" বৃদ্ধ কহিল "এ স্থান ভাল নহে, আমার সহিত উদ্যানের মধ্যে আইস।" এই কথায় উভয়ে প্রীতমনে অনুগমন করিল। যাইতে যাইতে নুরুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল "এ বাগানটী কি আপনার?" বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া কহিল "হাঁ, ইহা আমার পৈতৃক সম্পত্তি।"

নুরুদ্দীন বালসোরা নগরে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উদ্যান দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ চমৎকার উদ্যান কস্মিন্‌কালে দেখেন নাই, ইহার সহিত কোন উদ্যানেরই তুলনা হয় না। উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে নুরুদ্দীন উদ্যানপালের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। অনন্তর কহিলেন "সেখ এব্রাহিম, আপনার বাগানটী অতি সুন্দর। ঈশ্বর করুন, আপনি চিরকাল ইহা ভোগ করুন্। এক্ষণে আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, এই দুইটী স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলে, অত্যন্ত বাধিত হই।"

মুদ্রাদর্শনে অর্থলোভী বৃদ্ধ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া আহারের উদ্যোগে গমন করিল। এদিকে নুরুদ্দীন ও পারস্যসুন্দরী বেড়াইতে বেড়াইতে চিত্রগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে দ্বারের সোপানে আরোহণ করিল, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ আছে দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল। তাহারাও সোপান হইতে অবরোহণ করিল, বৃদ্ধও খাদ্যসামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইল। নুরুদ্দীন কহিল, "এব্রাহিম, তুমি না

বাগানবাটিকে, যে উদ্যানটী তোমার?” বৃদ্ধ কহিল “হাঁ। কিন্তু তুমি একথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?” যুবক কহিল “তবে এ সৌধও তোমার?” বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “তাহাতে আর সন্দেহ কি?” যুবক কহিল, “তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও; দেখ, আমরা তোমার নিমন্ত্রিত, আমাদিগকে ইহার ভিতর লইয়া যাইতে তোমার কোন আপত্তি থাকা উচিত নহে।” বৃদ্ধ ভাবিল, “ইহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিলে অভদ্রতা হয়। আর অদ্য মহারাজেরও আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই; তবে ইহাদিগকে লইয়া যাইতে বাধা কি?” এইরূপ ভাবিয়া সে তাহাদিগকে চিত্রপুরীর ভিতর লইয়া গিয়া স্বয়ং আহারাদি মেজের উপর সজ্জিত করিতে লাগিল এবং তাহার অতিবিস্ময় গৃহের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। আহার প্রস্তুত হইলে, তিনজনে একত্রে আহারে বসিল। আহারান্তে নুরুদ্দীন কহিল “এখানে কোনরূপ পানীয় আছে?” বৃদ্ধ কহিল, “উৎকৃষ্ট সরবৎ আছে। কিন্তু আহারের পর তাহা কেহ পান করে না।” যুবক কহিল “আমি সে পানীয়ের কথা বলিতেছি না; অন্য প্রকার পানীয় আমার অভিপ্রেত।” বৃদ্ধ কহিল, “বুঝিয়াছি, তুমি মদ্যের কথা বলিতেছ। কিন্তু আমি কদাচ মদ্য স্পর্শ করি না।” যুবক কহিল “ভালই, আমি এক পরামর্শ বলি, তাহা করিলে দুদিক রক্ষা হইবে, তোমাকেও মদ্য স্পর্শ করিতে হইবে না, অথচ আমাদেরও মদ্যপান করা হইবে।” বৃদ্ধ কহিল “কি প্রকার?” যুবক কহিল, “দ্বারে তোমার যে গর্দ্দভটী বাঁধা আছে, সেইটী সঙ্গে লইয়া যাও এবং এই দুইটী স্বর্ণমুদ্রা লও। মদের দোকানের নিকট যাইয়া, কোন পথিককে বল “ভাই, তোমাকে কিছু দিতেছি, এই দোকান হইতে দুই বোতল মদ কিনিয়া এই গর্দ্দভের দুই পার্শ্বে বাঁধিয়া দাও।” টাকার লোভে অবশ্যই সে রাজি হইবে। তৎপরে তুমি গর্দ্দভকে তাড়াইয়া এখানে আনিলে, আমরা মদ্য পাইব।”

পুনরায় দুইটী স্বর্ণমুদ্রা দর্শনে বৃদ্ধ অর্থলোভে সম্মত হইয়া নুরুদ্দীনের পরামর্শমত গর্দ্দভ দ্বারা সুরা আনয়ন করিল। তৎপরে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত নানাবিধ পানপাত্র ও বিবিধ ফল আনিয়া দিল। নুরুদ্দীন ও পারস্যসুন্দরী মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে সুরাপানে উভয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিলে, উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে গান আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সঙ্গীতশাস্ত্রে সম্যক নিপুণ ছিলেন, বিশেষ পারস্যসুন্দরীর কণ্ঠস্বর অতিশয় মধুর। তাহার সুললিত গান শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ এব্রাহিম একবারে গলিয়া গেল। এই সময়ে পারস্যসুন্দরী পানপাত্র সুরাপূর্ণ করিয়া এব্রাহিমকে তাহা পান করিতে অনুরোধ করিল। একে রমণী, তাহাতে সুন্দরী যুবতী, বৃদ্ধ তাহার অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারিল না, পানপাত্র হস্তে লইয়া তাহা নিঃশেষ করিল। তাহাতে একটু স্ফূর্ত্তি হওয়াতে পুনরায় স্বয়ং মদিরা ঢালিয়া পান করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইল। তখন পারস্যসুন্দরী হঠাৎ আলোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, “এব্রাহিম, তোমার এ কিরূপ বিবেচনা? এখানে এতগুলি ঝাড় লুণ্ঠন রহিয়াছে, তুমি একটী মাত্র জ্বালিয়া রাখিয়াছ? উঠ, অবশিষ্টগুলি জ্বালিয়া দাও, দেখি একটু

আলো হউক"। সুরাপানে তৎকালে এব্রাহিমের বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল; সে বলিল "তবে তুমি স্বয়ং ঐ গুলি জ্বালিয়া দাও। দেখিও যেন ৫০টার বেশী জ্বালা না হয়।" এই কথা শুনিয়া পারস্যসুন্দরী একে একে সমস্ত ঝাড়গুলি জ্বালিয়া দিলেন। তাহাতে আলোকমালা দ্বিপ্রহর নিশার অন্ধকারের প্রগাঢ়তাবশতঃ অতি মনোহর শোভা ধারণ করিল।

কালিফ হারুন অল রসিদ তৎকালে আপনার প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। তথা হইতে উদ্যান ও চিত্রপুরী বিশিষ্টরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। হঠাৎ তিনি একটী গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, উদ্যান আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রী জিয়াফরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই দিকে আসিয়া একবার উদ্যানের দিকে চাহিয়া দেখ। কিজন্য এই গভীর নিশায় সমস্ত আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছে?"

মন্ত্রী কোন রূপে নৃপতির ক্রোধ শান্তি করিবার জন্য সভয়ে উত্তর করিল, "মহারাজ, আমি এ বিষয়ের বিশেষ কারণ অবগত নহি। তবে এইমাত্র জানি যে কয়েক দিবস হইল এব্রাহিম বলিয়াছিল, মহারাজের উদ্যানে সে কতিপয় ধর্ম্মচারী যাজকের সেবা দিতে ইচ্ছা করে। আমি তাহাকে একপ্রকার অনুমতি দিয়া বলিয়াছিলাম 'তুমি স্বচ্ছন্দে সেবা দাওগে, আমি মহারাজের মত করিয়া দিব।' কিন্তু আমি তাহা মহারাজের গোচর করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

এই কথায় নৃপতি কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিলেন "চল, আমরা সামান্য নাগরিকের বেশ ধারণ করিয়া দেখিয়া আসি তাহারা কি করিতেছে?" পাছে মিথ্যা বাহির হইয়া পড়ে এইভয়ে অমাত্য প্রথমতঃ রাজাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু রাজার একান্ত অভিলাষ দেখিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। অনন্তর প্রধান খোজাকে সঙ্গে লইয়া রাজা ও মন্ত্রী রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। উদ্যানের নিকট আসিয়া দ্বার মুক্ত দেখিয়া তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রী ও খোজাকে উদ্যানে রাখিয়া, মহারাজ স্বয়ং নিঃশব্দে চিত্রপুরীর সোপানে আরোহণ করিয়া অর্দ্ধমুক্ত দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে কি হইতেছে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এব্রাহিম একটি পানপাত্র হস্তে লইয়া এক যুবতীকে বলিতেছে "সুন্দরি, সঙ্গীত ভিন্ন সুরাপান সুখের হয় না। অতএব আমি একটী গান করি, শ্রবণ কর।" নৃপতি এব্রাহিমকে অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সুরাবিরোধী বলিয়া জানিতেন। এক্ষণে তাহার এই অভদ্র আচরণ দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া নামিয়া আসিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন "এই কি তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠ মন্ত্রধারী যাজকগণ! এব্রাহিমের ব্যবহার দর্শনে আমি অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছি। সে যাহা হউক, এমন রূপবান্ পুরুষ ও রূপবতী রমণী আমি কুত্রাপি দেখি নাই। দণ্ডবিধানের পূর্ব্বে গোপনে একবার ইহাদের পরিচয় লওয়া আবশ্যক।" রাজা ও অমাত্যের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে এব্রাহিম একটী বাঁশী আনিয়া পারস্যসুন্দরীর হস্তে দেওয়াতে রমণী তাহাতে নিজ কণ্ঠস্বর মিলাইয়া এমন সুমিষ্ট সংগীত করিল যে শুনিয়া মহারাজের

কর্ণকুহর তৃপ্ত হইয়া গেল। রমণীর সঙ্গীতে সুলতান এরূপ পরিতুষ্ট হইলেন যে তিনি জিয়াফারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় সঙ্গীত শ্রবণ করা যায়? অমাত্য কহিলেন, "মহারাজ, এক্ষণে আপনি গৃহে প্রবেশ করিলেই, ভয়ে বৃদ্ধ এব্রাহিমের প্রাণবিয়োগ হইবে।" রাজা কহিলেন, "তজ্জন্যই আমার বিশেষ চিন্তা। আচ্ছা যতক্ষণ না আমি ফিরি, তোমরা দুইজনে এইস্থানে অপেক্ষা কর, আমি কোন উপায় উদ্ভাবন করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কৃত্রিম নদী খনন করিয়া মহারাজ উদ্যানের সহিত টাইগ্রীস নদী যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ নদীতে নানাবিধ উৎকৃষ্টজাতীয় মৎস্য বাস করিত। জালুকেরা তাহা ধরিবার জন্য অনেকবার অনুমতি প্রার্থনা করে, কিন্তু মহারাজ উহাতে জাল ফেলিতে একেবারে নিষেধ করিয়া দেন. অদ্য রাত্রিতে সুযোগ পাইয়া একজন জালুক গোপনে ঐ নদীতে জাল ফেলিয়া সবে কতিপয় মৎস্য ধরিয়াছে, এমন সময়ে মহারাজ তথায় উপস্থিত হইলেন। নৃপতির ছদ্মবেশসত্বেও ধীবর তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া "দারিদ্র্যনিবন্ধন এরূপ দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি" এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহারাজ কহিলেন "তোর কোন ভয় নাই, কয়টা মৎস্য ধরিয়াছিস্ দেখা।" আজ্ঞামাত্র সে মৎস্য আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা তাহার মধ্যে দুইটী বৃহৎ মৎস্য মনোনীত করিয়া নিজ স্কন্ধে লইলেন এবং ধীবরের সহিত নিজ বেশ পরিবর্তন করিয়া পুনরায় মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন। সেই বেশে মন্ত্রী বা খোজা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না দেখিয়া রাজা নিঃশঙ্কচিত্তে চিত্রপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন "সেখ এব্রাহিম, আমি করিম জেলে। তুমি আজ বন্ধু বান্ধবকে ভোজ দিতেছ শুনিয়া দুইটা টাটকা মৎস্য তোমার জন্য আনিয়াছি।" যুবক যুবতী মৎস্য দর্শনে এত প্রীত হইলেন, যে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ মৎস্য রন্ধনার্থ এব্রাহিমকে অনুরোধ করিলেন। সুরাপানে এব্রাহিম উত্থানশক্তি-রহিত; সুতরাং সে ধীবরবেশী রাজাকে মৎস্য রন্ধনার্থ অনুমতি করিল। আজ্ঞামত রাজা মৎস্য রন্ধন করিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহারা তিনজনে অতিশয় তৃপ্তির সহিত মৎস্য আহার করিল।

"আহারান্তে নুরুদ্দীন রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ধীবর, তুমি উত্তম রন্ধন করিয়াছ। পুরস্কার স্বরূপ এই থলিটি গ্রহণ কর। আমার পূর্ব্বের অবস্থা থাকিলে তোমাকে এরূপ পারিতোষিক দিতাম যে তোমাকে চিরকাল দুঃখ পাইতে হইত না। কিন্তু এক্ষণে আমার সে অবস্থা নাই, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাই লও।" নরপতি থলিয়াটী লইয়া দেখেন তন্মধ্যে ত্রিশটী স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। তিনি নুরুদ্দীনকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন "আপনার বদান্যতায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আমার আর একটী প্রার্থনা আছে তাহা পরিপূর্ণ করিলে কৃতার্থ হইব। আপনাদের নিকটে একটী বাঁশী রহিয়াছে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে এই রমণী বংশীবাদনে পটু। আমিও বংশীরব বড় ভালবাসি, আপনি যদি রমণীকে আর একবার বংশীবাদন করিতে অনুরোধ

করেন, তবে আমি অত্যন্ত বাধিত হই।” অনন্তর নুরুদ্দীনের অনুরোধে যুবতী পুনরায় বংশীবাদন আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া নরপতি যুবতীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে নুরুদ্দীনের এই স্বভাব ছিল, যে ব্যক্তি যাহার প্রশংসা করিত সে তাহাকে সেই বস্তু দান করিত। অদ্য সুরাপানে উন্মত্ততাবশতঃ নিজ বর্ত্তমান অবস্থা স্মৃতিপথ হইতে বিদূরিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে পূর্ব্ব উদারভাব সমুদায় বিকসিত হইয়াছে। সুতরাং নৃপতিকে পারস্যসুন্দরীর প্রশংসা করিতে শুনিয়া তিনি কহিলেন, “ধীবর, বোধ হইতেছে তুমি নিজে সঙ্গীতে পারদর্শী। যখন এই রমণী তোমাকে এতদূর প্রীত করিয়াছে তখন সে তোমারই—আমি ইহাকে উপহার দিলাম, গ্রহণ কর।” এই কথা শুনিয়া পারস্যনারী রোদনমুখী হইয়া বলিলেন, “নাথ, আমায় কি দোষে ত্যাগ করিলেন?” কিন্তু যুবক কোন উত্তর করিল না। এই সকল দেখিয়া রাজা সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন “মহাশয়, আপনার কার্য্য দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি আপনার ক্রীতদাসী এবং আপনি ইহার প্রভু।” যুবক কহিল “তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ। ইহার জন্য আমাকে যে কতকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা শুনিলে তুমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে।” এই বলিয়া তিনি পারস্যরমণীর ক্রয় হইতে তাবৎ বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া নৃপতি কহিলেন, “এক্ষণে আপনি কোথায় যাইবেন?” যুবক কহিলেন “ঈশ্বর যেখানে লইয়া যাইবেন।” রাজা কহিলেন “তবে এক কর্ম্ম করুন। বালসোরা নগরের নরপতির সহিত আমার বিশেষ প্রণয় আছে, আমি তাঁহাকে একখানি পত্র দিতেছি, সেইখানি দেখাইলে তিনি আপনাকে যথেষ্ট সমাদর করিবেন।” নুরুদ্দীন হাসিয়া কহিলেন “পরামর্শ মন্দ নহে। ধীবরের সহিত রাজ রাজড়ার বন্ধুত্ব। এমন কথা আর কখন শুনি নাই, এই প্রথম।” রাজা কহিলেন “ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। আমি ও বালসোরার রাজা উভয়ে বাল্যকালে এক পাঠশালায় পড়িতাম বলিয়া বিলক্ষণ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। বড় হইলেও সে প্রণয় নষ্ট হয় নাই, এইজন্য তিনি আমার কথার খাতির রাখেন।” এই কথা শুনিয়া নুরুদ্দীন ধীবরের পরামর্শ-মত কার্য্য করিতে সম্মত হইল। নরপতি সেই স্থানে বসিয়াই বালসোরার নরপতিকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন, “পত্র পাঠমাত্র পত্রবাহক নুরুদ্দীনকে তোমার রাজছত্র ও রাজসিংহাসন প্রদান করিবে, কোন মতে অন্যথা করিবে না।” অনন্তর পত্র শীল করিয়া নুরুদ্দীনকে দিয়া কহিলেন “তবে আপনি গাত্রোত্থান করুন, বিলম্ব করিলে আর জাহাজ পাইবেন না।” নুরুদ্দীন গমন করিলে পারস্যসুন্দরী অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন এবং এক পর্য্যঙ্কে মুখ লুক্কায়িত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

নুরুদ্দীনের গমনের কিঞ্চিৎ পরেই সেখ এব্রাহিম রাজাকে ধীবর বোধে কহিল “ওরে বেটা, তুই যে দুটো মাছ দিয়াছিস্, তার দাম জোর পাঁচ আনা; কিন্তু তুই তার এক তোড়া টাকা ও একটী ক্রীতদাসী পাইয়াছিস্। ইহার অর্দ্ধেক আমাকে দিতে হইবে, নইলে ছাড়িব না। আর যদি টাকার বদলে দাসীতে তোমার থাকে, তবে সে মর আমার, তোকে মোটা কতক পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।”

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে নৃপতি ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রী দ্বারা গায়কের আনাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং চারি জন পার্শ্বচর ভৃত্যও আনীত হইয়াছিল। চিত্রপুরী প্রবেশকালীন মহারাজ অমাত্যকে আদেশ করিয়া যান যে যখন তিনি জানালাতে আঘাত করিবেন অমনি যেন মন্ত্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন।

এব্রাহিমের কথা সমাপ্ত হইলে ধীবরবেশী নৃপতি উত্তর করিলেন, "দেখ এব্রাহিম, এই তোড়ার মধ্যে টাকা বা মোহর যাহা থাকুক, আমি তোমার সহিত অংশ করিয়া লইতে সম্মত আছি। কিন্তু এই ক্রীতদাসী আমার নিজস্ব, ইহার অংশের তুমি আশা করিও না। যদি তুমি এই বন্দোবস্তে রাজি না হও, তবে কিছুই পাবে না।" ধীবরের এইরূপ গর্ব্বিত উত্তর শ্রবণে এব্রাহিম ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে বেত্র আনয়ন করিতে গেল।

এই অবসরে নরপতি জানালায় আঘাত করায় মন্ত্রী ভৃত্যগণ সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যগণ ত্বরায় নৃপতিকে ধীবরবেশ পরিত্যাগ করাইয়া রাজবেশ পরিধান করাইল। নৃপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার কিঞ্চিৎ পরেই এব্রাহিম এক দীর্ঘ বেত্র হস্তে প্রবেশ করিয়া নিজ লক্ষ্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নৃপতিকে সিংহাসনে আসীন দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। নরপতি মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে কহিলেন "এব্রাহিম, কাহার অন্বেষণ করিতেছ ?"

নৃপতিই যে ধীবরের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এব্রাহিমের আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে নৃপতির পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। নৃপতি তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পারস্যসুন্দরীকে কহিলেন "পারস্যসুন্দরি, যাহা তুমি স্বচক্ষে দর্শন করিলে তাহাতে পুনরায় আমার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন অথবা আমা কর্ত্তৃক নুরুদ্দীন প্রদত্ত উপহারের অসদ্ব্যবহার হইবে না বলা অনাবশ্যক। বালসোরা নগরের সিংহাসন গ্রহণার্থ আমি নুরুদ্দীনকে পাঠাইয়াছি। সে সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ়রূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেই আমি তোমাকে তথায় প্রেরণ করিব। আপাততঃ তুমি আমার বাটীতেই থাকিবে. তথায় তোমার সম্মান রক্ষার কোন ত্রুটি হইবে না।" অনন্তর পারস্যসুন্দরী মহারাজের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল।

এদিকে নুরুদ্দীন নিরাপদে বালসোরায় উপস্থিত হইয়া একাকিক রাজসভায় গমন করিল। তৎকালে সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। নুরুদ্দীন সকলকে পশ্চাৎ করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া খলিফের পত্র রাজার হস্তে দিলেন। মহারাজ পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং তিন বার পত্র চুম্বন করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পত্র অমাত্য সাউএর হস্তে প্রদান করিলেন। সাউ পত্রপাঠ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "আপনি কি করিবেন স্থির করিয়াছেন ?" রাজা কহিলেন, "কি আর করিব; খলিফার যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে।" মন্ত্রী কহিলেন "এখন মুদ্রা ব্যতিরেকে পত্র আসিয়াছে, তখন পত্র দিবার অভিপ্রায় বুঝিতে

হইবে।" বোধ হয়, আমাদের নামে গ্লানি করাতে সুলতান যথোচিত দণ্ডবিধানের জন্যই এই পত্র প্রদান করিয়াছেন, নতুবা মহাশয়ের ইচ্ছা থাকিলে এতৎসহিত সনন্দও পাঠাইতেন।" কোন কথা নিজ স্বার্থের অনুকূল হইলে লোকে অগ্রে তাহাই করে। সুতরাং মন্ত্রীর কথা রাজার সঙ্গত বলিয়া বোধ হওয়াতে তিনি নুরুদ্দীনকে তদীয় হস্তে প্রদান করিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া প্রথমে এরূপ দারুণ প্রহার করিল যে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। নিষ্ঠুরহৃদয় বৃদ্ধ তাঁহাকে তদবস্থায় এক অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিল এবং কারারক্ষককে আদেশ করিল, ইহাকে প্রতিদিন আহারার্থ এক টুকরা রুটী ও এক গণ্ডূষমাত্র জল দিও।

কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নুরুদ্দীন এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "রে ধীবর, তোর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি কি মূর্খতাই প্রকাশ করিয়াছি। আমি যে তোর উপকার করিয়াছিলাম, তুই কি এইরূপে তাহার প্রতিশোধ দিলি? অথবা তোর অপরাধ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।" এদিকে তাঁহার চিরশত্রু তাঁহার প্রাণদণ্ড করাইবার জন্য নৃপতির নিকট তাঁহার বিস্তর কুৎসা ও গ্লানি করিল। তাহাতে ক্রোধপরবশ হইয়া নরপতি নুরুদ্দীনের শিরশ্ছেদের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র দুরাত্মা নুরুদ্দীনকে হীনবেশ পরিধান করাইয়া বধ্যভূমিতে উপস্থিত করিল। নগরবাসী যাবৎ লোক নুরুদ্দীনের অনুরক্ত ছিল, বিনা অপরাধে পিতৃশত্রুর কৌশলে নবীন যৌবনে নুরুদ্দীনের প্রাণদণ্ড হইবে শুনিয়া তাহারা যারপরনাই শোক প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ঘাতকদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু দুষ্ট মন্ত্রী স্বয়ং সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বধ্যভূমিতে আগমন করিয়াছে দেখিয়া প্রজাগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস করিল না। চিরশত্রুকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া নুরুদ্দীন কহিল, "এত দিনের পর তোমার আশাপূর্ণ হইল। কিন্তু ইহলোকে নিস্তার পাইলে বটে, বিচার দিবসে কিসে নিষ্কৃতি পাইবে তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ?" বৃদ্ধ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঘাতককে সাবধান করিয়া নরপতিকে সমাচার দিতে গেল।

এদিকে নুরুদ্দীন পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিল "তোমাদের মধ্যে যদি কেহ করুণহৃদয় থাক, এক অঞ্জলি জল দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও, তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।" তাহাতে কয়েকজন লোক জল আনিয়া দিল। নিষ্ঠুরচিত্ত মন্ত্রী রাজপ্রাসাদের গবাক্ষ হইতে এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘাতককে বলিতে লাগিল, "জল্লাদ, আর বিলম্ব কেন; শীঘ্র বধ কর।" এই নিষ্ঠুর বাণী শ্রবণ করিয়া দর্শকগণ হায় হায় করিয়া উঠিল, জল্লাদ খড়্গ উত্তোলন করিল, কেবল নরপতির আজ্ঞার অপেক্ষা রহিল; ঠিক এই সময়ে দৃষ্ট হইল কতিপয় অশ্বারোহী বেগে বধ্যভূমির দিকে আসিতেছে। তদ্দর্শনে মন্ত্রী কহিল "মহারাজ, আর বিলম্ব করিতেছেন কেন?" রাজা কহিলেন "একটু থাকুন, এই কয়েকজন অশ্বারোহী কি কারণে এত দ্রুতবেগে এদিকে আসিতেছে।

দেহে।” এইরূপে রুকদীনের শিরশ্ছেদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব পড়িয়া গেল; ইত্যবসরে অশ্বারোহীগণ সন্নিহিত হইল এবং দৃষ্ট হইল যে সুলতানের প্রধান অমাত্য জিয়াকর ইহাদিগের নেতা।

রুকদীন কালিকের নিকট হইতে পত্র আনয়ন করিবার পর সুলতান সমস্ত ব্যাপার কয়েক দিবস বিস্মৃত থাকেন। পরে একদিন হঠাৎ পারস্য-সুন্দরীকে দর্শন করায় সমস্ত ঘটনা তাঁহার স্মরণ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী জিয়াকরকে আহ্বান করাইয়া তাঁহার হস্তে সনন্দ দিয়া বলেন, “যত শীঘ্র সম্ভব বালসোরায় গমন কর। যদি সাউ মন্ত্রীর পরামর্শে রুকদীন নিহত হইয়া থাকে, তবে কালব্যাজ না করিয়া দুর্বৃত্ত মন্ত্রীকে ফাঁসি দিও। আর যদি সে জীবিত থাকে, তবে সাউ ও তত্রত্য রাজার সহিত তাহাকে এখানে আনয়ন করিও।”

মন্ত্রী বালসোরায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তত্রত্য নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বধ্যভূমিতে গমন পূর্ব্বক রুকদীনকে ঘাতক হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং যে রজ্জুতে রুকদীন আবদ্ধ ছিল, তদ্দ্বারা সাউ মন্ত্রীকে বন্ধন করিলেন। অনন্তর কালিকের আদেশানুসারে রুকদীন, সাউ ও বালসোরার অধিপতিকে সঙ্গে লইয়া জিয়াকর কালিকসমীপে উপস্থিত হইলেন। রুকদীনকে জীবিত দেখিয়া কালিক অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন এবং রুকদীনকে কহিলেন, যে দুর্ম্মতি তোমার এত নিগ্রহ করিয়াছে তাহাকে স্বহস্তে বধ কর। উদারমতি যুবক কহিলেন “সুলতান, যদিও ও ব্যক্তি আমার চিরবৈরী, তথাপি উহার শোণিতে নিজ হস্ত কলঙ্কিত করিতে আমি বাসনা করি না; আপনার যোজার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছি, ইচ্ছা করিলে এখনই তাহার বধাজ্ঞা দিতে পারেন। এই কথায় পরমপ্রীত হইয়া নরপতি ঘাতক দ্বারা বৃদ্ধের প্রাণদণ্ড করাইলেন। অনন্তর সুলতান রুকদীনকে বালসোরার সিংহাসন প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলে, যুবক কহিল “মহারাজ, বধ্যভূমিতে আমি শপথ করিয়াছি যে এ যাত্রা রক্ষা পাইলে, জীবনসত্ত্বে কদাচ বালসোরায় আসিব না। অতএব মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া ঐ বিষয়টী মার্জ্জনা করিতে হইবে। এক্ষণে আমার একান্ত বাসনা এইস্থানে থাকিয়া আপনার চরণসেবা করি।” নৃপতি তাহাকে আপনার একজন প্রিয় পারিষদ করিয়া লইলেন এবং পারস্যসুন্দরীকে তাঁহার করে প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজপ্রাসাদলব্ধ প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া দম্পতি পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর সুলতান বালসোরার অধিপতিকে সতর্ক করিয়া দিয়া স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পারস্য যুবরাজ বিদর ও সমুদ্রপতির দুহিতা জহরার উপন্যাস।

প্রাচীনকালে পারস্যরাজ্য অতীব বিস্তৃত ছিল। তথাকার অধিপতিগণ অধীনস্থ সামন্তরাজগণের প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন যে তাঁহারা আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় সম্রাটদিগের অনুবর্ত্তী থাকিতেন। উক্ত সম্রাটগণের অন্যতম অসংখ্য ধনিসিদ্ধ নানাদেশ জয় করিয়া অতিশয় প্রতাপের সহিত

রাজ্যশাসন করিতেন। প্রজাগণ তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং পরাজিত নৃপতিগণ তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও স্নেহ করিত। কিন্তু মনুষ্যের অদৃষ্টে সর্ব্বসুখ ঘটে না; শতাধিক মহিষীসত্বেও তিনি পুত্রমুখ দর্শনসুখে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে পৈতৃকসিংহাসন কে অধিকার করিবে এই চিন্তায় তিনি নিয়ত নিমগ্ন থাকিতেন। মনোরথসিদ্ধিমানসে তিনি নানা দৈবকার্য্য করিতেন, দীনদরিদ্রদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন, ধর্ম্মশীল সাধুদিগকে বৃত্তি দিতেন। দাসীব্যবসায়ীগণ যে কোন রমণীকে আনয়ন করিত, তদ্দ্বারা পুত্রলাভ হইবে এই প্রত্যাশায়, তিনি অতিরিক্ত মূল্য দিয়াও তাহাকে ক্রয় করিতেন।

একদিবস তিনি অমাত্যগণ সহিত সভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক নপুংসক আসিয়া সংবাদ দিল, এক দাসীবিক্রেতা মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করে। রাজা কহিলেন, তাহাকে আনয়ন কর, সভাভঙ্গের পর তাহার সহিত কথাবার্ত্তা হইবে। অনন্তর বণিক্ আসিয়া সভার একপার্শ্বে উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভাভঙ্গ হইলে নরপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন নারী আনয়ন করিয়াছ কিনা এবং সেই রমণী রূপবতী কিনা?" ব্যবসায়ী কহিল, "মহারাজ, আপনি অনেক দাসী ক্রয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাহাদের মধ্যে কেহই রূপে, গুণে বা সৌজন্যে ইহার তুলনীয়া হইবে না। তাহাকে দেখিতে পারেন।" নৃপতি তৎক্ষণাৎ রমণীকে আনিবার জন্য খোজাকে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র খোজা তাহাকে সভাগৃহে আনয়ন করিল। যুবতীর কমনীয় কান্তি অবলোকনে নৃপতির নয়ন মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি বণিক্কে কামিনীর মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক্ কহিল, "মহারাজ ইহাকে ক্রয় করিতে আমার সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পড়িয়াছে। এবং তিন বৎসরের পথ হইতে এখানে আনিতেও এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। সে যাহা হউক, আপনি উপহার স্বরূপ ইহাকে গ্রহণ করেন এই আমার ইচ্ছা।" রাজা কহিলেন "বণিক্দিগের নিকট আমি কদাচ উপহার লই না, বিদেশবাসী বণিকের ত কথাই নাই। আমি বোধ করি দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাইলে দাসীবিক্রয়ে তোমার কোন আপত্তি থাকিবে না।" বণিক্ কহিল "মহারাজ, উপহার স্বরূপ গ্রহণ করিলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইতাম। কিন্তু আপনার পুরস্কার অস্বীকার করা আমার উচিত নহে।" অনন্তর দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও একটী বহুমূল্য খেলাত দিয়া নরপতি বণিক্কে বিদায় দিলেন।

নরপতির আদেশে ক্রীতদাসী রাজান্তঃপুরে নীত হইল এবং বহুসংখ্যক যুবতী ও বৃদ্ধা পরিচারিকা তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল; রাজাজ্ঞানুসারে তাহারা রমণীকে স্নান করাইয়া বিচিত্র বসন ভূষণ পরিধান করাইল। পারস্যরাজের রাজধানী এক দ্বীপে সংস্থাপিত এবং তাঁহার প্রাসাদ সমুদ্রের উপকূলে নির্ম্মিত। যে গৃহ রমণীর বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, জলধি সাগরের তরঙ্গমালা নিয়ত তাহার পাদমূল ধৌত করিত।

একদিবস যুবতী মনোহর বেশভূষা করিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক গবাক্ষপথে সমুদ্রের তরঙ্গলীলা অবলোকন করিতেছে, এমন সময় নরপতি

তথায় আগমন করিলেন। রাজাকে সমাগত দেখিয়া রমণী বিস্ময় বা আহ্লাদের কোন চিহ্ন প্রদর্শন করিল না, যে ভাবে উপবিষ্ট ছিল সেই ভাবেই বসিয়া থাকিল। নরপতি বিবেচনা করিলেন, পূজনীয় ব্যক্তিগণকে কিরূপে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, যুবতী তদ্বিষয়ে কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। এই ভাবিয়া তিনি যুবতীর প্রতি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হইয়া, তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তিনি যুবতীর সন্নিহিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। যুবতী তাহাতে কোনরূপ বাধা দিল না। অনন্তর নরপতি যুবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, কোন্ দেশে তোমার জন্ম? তোমার পিতা মাতার নাম কি? আমি তোমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তুমিও, কি আমার প্রতি সেইরূপ? আমি বহুসংখ্যক সুন্দরী রমণী দর্শন করিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্য কদাচ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। প্রিয়ে, কি জন্য তুমি মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছ? কি জন্য আমার কথার প্রত্যুত্তর দিতেছ না? তোমাকে বিমর্ষভাবে থাকিতে দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। স্বদেশ, পিতামাতা বা বন্ধুবর্গের বিরহে কি তুমি এত কাতর হইয়াছ? পারস্যদেশীয় ভূপতি কি তোমার মনোদুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না?"

এই সমস্ত প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও যুবতী কোন কথা কহিল না, কেবল অধোদৃষ্টি হইয়া ভূতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রথম আলাপে অধিক উপরোধ করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া নরপতি রমণীকে আর কিছু না বলিয়া পরিচারিকাগণকে আহার দ্রব্য আনিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র দাসীগণ আহারের আয়োজন করিল। রাজা একত্র আহারার্থ যুবতীকে আহ্বান করিলেন। যুবতী গাত্রোত্থান করিয়া নরপতির নিকট আগমন করিল এবং তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিল, কিন্তু ভোজনকাল মধ্যে একটীও কথা কহিল না। নৃপতি যুবতীকে কথা কহাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সমস্ত অলঙ্কারাদি কি তোমার মনোনীত হইয়াছে? এই অট্টালিকা কি তোমার বাসের উপযুক্ত?" যুবতী কোন প্রশ্নেরই উত্তর না করায় নরপতির মনে এই সন্দেহ জন্মিল যে, হয়ত বা যুবতী বাক্‌শক্তিহীনা। কিন্তু আবার ভাবিলেন, "বিধাতা ইহাকে কামিনীকুলের গৌরব স্বরূপ সৃষ্টি করিয়া কি এক প্রধান গুণে বঞ্চিত করিবেন? যাহা হউক, আমি কদাচ ইহার প্রতি ভালবাসার অন্যথা করিব না।"

অনন্তর তিনি গোপনে পরিচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেহ কখন এই রমণীকে কথা কহিতে শুনিয়াছ?" তাহারা কহিল, "মহারাজ, আমরা অষ্টপ্রহর যুবতীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি বটে, কিন্তু কখনই ইহাকে কথা কহিতে শুনি নাই।" নৃপতি এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। হয়ত বা যুবতী বন্ধুবর্গের বিরহে কাতর হইয়া মনোদুঃখে কথা কহিতেছে না ভাবিয়া নরপতি যুবতীর হৃদয় হইতে সেই ক্লেশ অপনোদন করিবার অভিপ্রায়ে সঙ্গীতজ্ঞ সখীদিগকে বাদ্যযন্ত্র লইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র তাহারা নানাবিধ [illegible] সঙ্গীত আরম্ভ করিল। কিন্তু যুবতীর চিত্তবিকার দিতেই [illegible]

প্রীত হইল না। অনন্তর রাত্রি অধিক হইলে, নরপতি যুবতীর সহিত একত্র শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে নরপতি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিলেন। ক্রমে তিনি এই যুবতীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা তাহাকেই সমধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে যদিও নরপতি যুবতীর কথা শুনিতে পাইলেন না, তথাপি তৎপ্রতি তাঁহার প্রণয়ের অণুমাত্র লাঘব হইল না।

অনন্তর একদিবস নরপতি যুবতীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, "প্রেয়সি, যতদিন অবধি আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, ততদিন হইতে আমি যে কি সুখভোগ করিতেছি, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তোমার ইন্দুসন্নিভ বদনমণ্ডল মনে হইলে স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত আমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, সসাগরা ধরার আধিপত্য তো অতি সামান্য কথা। আমার একমাত্র অসুখ এই যে তোমার বচন সুধাপানে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না। অদ্যাপি যে আমি তোমার বিমর্ষভাব অপনয়ন করিতে পারিলাম না, এই আমার ক্ষোভ রহিল। প্রেমময়ি, আমার কথা রাখ, একবার একটী কথা কও, শুনিয়া আমি জীবন সার্থক করি।"

নৃপতির কথা সমাপ্ত হইলে, যুবতীর বিম্বাধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যের উদয় হইল। তদ্দর্শনে নৃপতির হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল, তিনি নিশ্বাস রোধ করিয়া যুবতীর বাক্যনিঃসরণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রমণী কহিল মহারাজ, আপনাকে বলিবার আমার এত বিষয় আছে যে কোন্‌টী প্রথমে বলিব স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করি এবং কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে সুখী ও চির-জীবী করুন। দ্বিতীয়তঃ, আপনাকে এক সুসংবাদ দি, যে আমি গর্ভবতী। এতদিন যে আপনার সহিত বাক্যালাপ করি নাই, তাহার কারণ এই যে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যতদিন না আমি অন্তর্ব্বত্নী হইব, ততদিন মৌনভাবে থাকিব। এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হই-য়াছে, এক্ষণে ঈশ্বর-কৃপায় এই গর্ভে একটী পুত্রসন্তান জন্মিলে আমার সকল আশা সুসিদ্ধ হয়।"

যুবতীর বাক্যশ্রবণে নরপতি স্নেহভরে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "অদ্য তোমা হইতে আমার দুইটী মনোরথ সিদ্ধ হইল, প্রথম তোমার বাক্যশ্রবণ, দ্বিতীয় পুত্রলাভ। আজ আমার যে কি আনন্দের দিন, তাহা কে বলিতে পারে?" এই কথা বলিয়া নরপতি সভায় গমন করিয়া উজীরকে আহ্বান করিলেন এবং দীনদরিদ্রকে প্রচুর অর্থদান করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর নৃপতি অতি ত্বরায় যুবতীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন "প্রেয়সি, এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে তুমি কি কারণে এপর্য্যন্ত এরূপ মৌনভাবধারণ করিয়াছিলে?" যুবতী কহিল, "মহারাজ, শুনেন, লিখি

রাণী ও বন্ধুবর্গ বিরহে কে না আর যৌবনভাববারণ করে; বিশেষ স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত হইলে কাহার মন না বিমর্ষ হয়? কত কত অভাগিনী এই স্বাধীনতা ধন হারাইয়া আত্মঘাতিনী হইয়া নিজ নিজ যন্ত্রণার অবসান করিয়াছে ভাবিলে, আমি যে অদ্যাপি আত্মহত্যা করি নাই, ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়।"

পারস্তপতি কহিলেন, "সত্য বটে, তোমার ন্যায় রূপগুণবতী বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে দাসত্ব অতিশয় কষ্টকর, কিন্তু ইহাও বোধ হয় যে রাজমহিষী হইতে পারিলে এরূপ দাসত্বকে দাসত্ববৎ অসুখকর বলিয়া অনুভব হয় না।"

যুবতী কহিল, "হীনবংশোদ্ভবা রমণীর পক্ষে স্বাধীনতা হারাইয়াও রাজমহিষী হওয়া গৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু মনে করুন যদি এই দাসী স্বীয় প্রভুর ন্যায় উচ্চকুলোদ্ভবা হয়, তবে তাহার কি দুরদৃষ্ট, তাহার কি কষ্ট।"

রাজা কহিলেন, "প্রিয়ে, তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে তুমি কোন রাজবংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছ। কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এরূপ রূপরাশিকে জন্মদান করিয়াছেন বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।"

রমণী কহিল "মহারাজ, আমার নাম গুল্‌নেয়ার। আমার পিতা একজন অতি পরাক্রান্ত সামুদ্রিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শালে নামক আমার এক ভ্রাতা তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন নিরাপদে রাজ্য করিবার পর অন্য একজন সামুদ্রিক প্রবল নরপতি ভ্রাতার রাজ্য আক্রমণ করে এবং অনায়াসেই তাহা অধিকার করিয়া লয়। আমার মাতা, আমি ও আমার ভ্রাতা তিন জনে কতিপয়মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী এক দুরাক্রম্য স্থানে আশ্রয় লইয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করি। এই স্থানে ভ্রাতা নিজ সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য গোপনে গোপনে বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই স্থানে অবস্থান কালে তিনি আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ, অদৃষ্টের কথা বলা যায় না, হয়ত আমি রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টায় কৃতকার্য্য না হইতে পারি। আমি নিজের জন্য তত চিন্তিত নহি, কিন্তু তোমার জন্য আমার বিশেষ ভাবনা। আমার ইচ্ছা, তুমি বিবাহ করিয়া একপ্রকার স্থায়ী হও; তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কিন্তু এই দুঃসময়ে কোন সামুদ্রিক ভূপতি তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। অতএব কোন পার্থিব নরপতিকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্য, তাহাতে কোন পার্থিব ভূপতিই তোমার পাণিগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইবে না।"

"ভ্রাতার এই প্রস্তাবে আমি অতিশয় কুপিত হইয়া কহিলাম, আমাদিগের বংশে কেহ কখন এরূপ হীনতা স্বীকার করে নাই, তবে কেন তুমি এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব করিতেছ? আমি জীবন সত্ত্বে কদাচ ইহাতে সম্মত হইব না। যদি আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বরং আমি জীবন ত্যাগ করিব, তথাপি পার্থিব নরপতিকে বিবাহ করিব না।"

"ভ্রাতা পুনশ্চ অনুরোধ করিবার উদ্যোগ করিলে আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, ভ্রাতাও আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। আমি [illegible] এক লম্ফে সমুদ্রগর্ভ হইতে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া পড়িলাম। এই

কালে আমি কিছু দিন অতি সতর্কতার সহিত বাস করিতে লাগিলাম। পরে এক দিন নিদ্রিতাবস্থায় কোন ব্যক্তি আমায় ধৃত করিয়া নিজ আলয়ে লইয়া গেল। সে আমার প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিল। কিন্তু কোন ক্রমে তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, সে আমাকে এক বণিকের নিকট বিক্রয় করিল। সেই বণিকটী অতিশয় ভদ্র এবং আমার সহিত অতি শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছে। সেই আমাকে মহারাজের নিকট বিক্রয় করিয়াছে।"

"মহারাজ, আপনার নিকট সরলভাবে বলিতে কি, যদি আপনি আমার প্রতি তাদৃশ স্নেহ প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে আমি এতদিনে এই গবাক্ষ হইতে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিতাম, এবং পুনরায় মাতা ও ভ্রাতার অন্বেষণে বাহির হইতাম। কিন্তু এক্ষণে গর্ভবতী হওয়াতে আমাকে সে বাসনা একবারে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট আমার প্রার্থনা যে আমাকে আর ক্রীতদাসী বলিয়া ভাবিবেন না।"

নরপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, আজ কি আশ্চর্য্য কথা আমায় শুনাইলে? এতদিন তুমি একথা প্রকাশ করিলে, আমি তোমার উন্নতবংশে জন্মের ও আমার সহিত যথাশাস্ত্র বিহিত পরিণয়ের কথা নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিতাম। যাহা হউক, অদ্যই একথা প্রজাবর্গমধ্যে প্রচারিত হইবে এবং তদুপলক্ষে নগর মধ্যে অপূর্ব্ব মহোৎসব হইবে। এক্ষণে জলমধ্যে মানবগণ কিরূপে প্রাণধারণ করে, তাহা বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর। এই বিষয় আমি অনেক বার শুনিয়াছি বটে, কিন্তু প্রতিবারেই উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছি।"

যুবতী বলিল, "মহারাজ, আপনারা পৃথিবীতলে যেরূপ স্বচ্ছন্দে বিহার করেন, আমরাও সেইরূপ সাগরগর্ভে অক্লেশে পর্য্যটন করি। আপনারা যেমন বায়ু দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করেন, তদ্রূপ আমরাও জলমধ্যে নিশ্বাস গ্রহণাদি করিয়া থাকি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জলে আমাদের বস্ত্র আর্দ্র হয় না। ডেভিডের পুত্র সলমনের মুদ্রা যে ভাষায় অঙ্কিত, আমরা সচরাচর সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি। আমরা জলমধ্যে স্বচ্ছন্দে চাহিয়া থাকিতে পারি এবং তথায় আমাদের দর্শনেরও কোন ব্যাঘাত হয় না। আপনারা রাত্রিকালে যেরূপ চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের আলোক অনুভব করেন, আমরাও সেইরূপ আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পৃথিবীতে যেরূপ নগর, গ্রাম, অট্টালিকা প্রভৃতি আছে, সমুদ্রমধ্যেও ঠিক সেইরূপ। সমুদ্র রত্নগর্ভ, সুতরাং আমাদিগের দেশে যেরূপ উৎকৃষ্টজাতীয় মণির প্রাচুর্য্য, পৃথিবীতে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষই গমনাগমনের জন্য পৃথিবীতে যেরূপ যানাদির প্রয়োজন তথায় সেরূপ নাই। আমরা কামচারী, ইচ্ছামত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারি। আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি। সামুদ্রিক স্ত্রীলোকগণ গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন প্রণালীতে ভক্তবিজাত[illegible] এবং বিভিন্ন প্রণালীতে তাহাদিগকে প্রসব করান হইয়া থাকে। আমিও সামুদ্রিক রমণী, সুতরাং পৃথিবীস্থ ধাত্রীদিগকে আমার তাদৃশ বিশ্বাস হয় না। যদি আপনি অনুমতি করেন, আমি আমার মাতাকে সংবাদ দিয়া এস্থানে আনয়ন করি।"

রাজা কহিলেন "প্রেয়সি, তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর। কিন্তু তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে যেন আমি সংবাদ পাই; কারণ তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে হইবে।" গুল্‌নেয়ার কহিলেন, "রাজন্, তাহার কিছুই আবশ্যক নাই, তাঁহারা নিমেষমধ্যেই এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আপনি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে গিয়া গবাক্ষ দেশে মুখ দিয়া থাকিলেই সমস্ত দেখিতে পাইবেন।"

অনন্তর নরপতি প্রস্থান করিলে, গুল্‌নেয়ার এক দাসীকে আহূতা করিয়া আগুন আনিতে বলিলেন। পরিচারিকা অগ্নি আনয়ন করিলে, মহিষী তাহাকে বিদায় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং একখণ্ড সুগন্ধ কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। কাষ্ঠ হইতে ধূম উদ্গম হইতে আরম্ভ হইবামাত্র গুল্‌নেয়ার কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। নরপতি পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মন্ত্রের অর্থবোধ করিতে পারিলেন না। মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতে সাগরবারি কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সমুদ্রের একাংশ বিদীর্ণ করিয়া হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুযুক্ত এক অতি সুন্দর পুরুষ নির্গত হইলেন। তাহার পশ্চাৎ গুল্‌নেয়ারের সদৃশ চারি পাঁচটী সুন্দরী যুবতীগণে পরিবৃত হইয়া এক পরিণতবয়স্কা রমণী দর্শন দিলেন।

গুল্‌নেয়ার দর্শনমাত্র চিনিলেন, যে যুবক তাঁহার ভ্রাতা, বৃদ্ধা তাঁহার মাতা এবং অন্য কয়েকটী তাঁহার আত্মীয়। তাঁহারা তীরে উত্তীর্ণ হইয়াই এক লম্ফে গবাক্ষ দ্বারে আরোহণ করিলেন এবং একে একে সকলে গুল্‌নেয়ারকে আলিঙ্গন করিলেন। গুল্‌নেয়ার সকলকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে গুল্‌নেয়ারের মাতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎসে, তুমি হঠাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। যাহা হউক এক্ষণে তুমি কি অবস্থায় আছ এবং ইতিপূর্ব্বেই বা কিরূপ ছিলে বলিয়া আমাদের সন্তোষ বিধান কর।"

গুল্‌নেয়ার মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মাতঃ, ভ্রাতার যে কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া আমি আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসি, এক্ষণে দৈববশে আমি কার্য্যতঃ সেই কথার অনুবর্ত্তী হইয়াছি।" অনন্তর তিনি নিজ ইতিহাস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন "এক্ষণে আমি পারস্যপতির ক্রীতদাসী।" শেষোক্ত কয়েকটী কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র তাঁহার ভ্রাতা কহিলেন, "ভগিনি, নিজ দোষেই তোমাকে এরূপ অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলেই এরূপ অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতে। যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে এই মুহূর্ত্তেই আমার সহিত আইস, আমি শত্রুহস্ত হইতে নিজ রাজ্য উদ্ধার করিয়াছি।"

পারস্যপতি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে এই কথা শুনিবামাত্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন "কি সর্ব্বনাশ, যদি প্রেয়সী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার বিরহে আমার আয়ু শেষ হইবে।"

গুল্‌নেয়ার ভ্রাতার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "ভ্রাতঃ, তোমার কথায় বোধ হইতেছে যে অদ্যাপি আমার প্রতি তোমার স্নেহের কোন ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তোমার কথায় কদাচ সম্মত হইতে পারি না। আমি এক্ষণে প্রবল পরাক্রান্ত এক নরপতির পরিণীতা সহধর্ম্মিণী। তিনি আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তিনি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক; সম্প্রতি তৎসহবাসে আমি গর্ভবতী হইয়াছি। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় আমার গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মে, তাহা হইলে নৃপতি আমার প্রতি আরো আসক্ত হইবেন। সুতরাং এমন অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আমার একান্ত অনুচিত। তাঁহার সহিত যাবজ্জীবন বাস করাই আমার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য।" মহিষীর এই কথা শ্রবণ করিয়া শালে নরপতি কহিলেন, "ভগিনি, পরাধীন অবস্থা অতিশয় কষ্টকর বিবেচনা করিয়াই আমি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন তুমি এই নরপতির প্রতি এরূপ অনুরক্তা হইয়াছ এবং তাঁহার সহবাসে থাকিলে সুখী বোধ কর, তখন তোমার এস্থানে অবস্থানে আমার কোন আপত্তি নাই। বরং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমরা দম্পতী পরম সুখে অবস্থান কর।" গুল্‌নেয়ারের মাতাও এই কথায় অনুমোদন করিলেন।

পারস্যপতি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর গুল্‌নেয়ারের আদেশক্রমে এক ভৃত্য নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিলে, রাজ্ঞী, স্বীয় ভ্রাতা ও মাতাকে আহারার্থ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, যে পারস্যপতির সহিত পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তদীয় গৃহে আহার করা সভ্যতাবিরুদ্ধ। এই চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র তাঁহাদের গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল, মুখ ও নাসারন্ধ্র হইতে অনলশিখা বহির্গত হইতে লাগিল এবং নয়নদ্বয় অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। পারস্যপতি এইরূপ আকস্মিক বিকার দর্শনে, অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। গুল্‌নেয়ার আত্মীয়বর্গের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা কিয়ৎক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্র আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি পারস্যপতির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "রাজন্, আপনি এই স্থান হইতেই আমার স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, আপনি একবার ঐ গৃহে চলুন। আমার আত্মীয়গণ আপনাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।" রাজা কহিলেন, "প্রেয়সি, তোমার আত্মীয়গণের সহিত আলাপ করিতে আমার একান্ত বাসনা; কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের মুখ ও নাসারন্ধ্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়াছি।" রাজ্ঞী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "মহারাজ, তাহাতে কোন শঙ্কা নাই। শুদ্ধ আপনাকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের যে নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, অগ্নিশিখা তাহারই চিহ্ন মাত্র।"

রাজ্ঞীর কথায় সাহসিক হইয়া নরপতি তাঁহার সহিত তথায় গমন করিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় হইবামাত্র রাজ্ঞীর আত্মীয়গণ তাঁহাকে

অভিবাদন করিলেন, ভূপতিও একে একে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর শাহে নরপতি পারস্যাধিরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে আমার ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আপনকার নিকট নিতান্ত বাধ্য। ভরসা করি আমার সহোদরাও কোন অংশে আপনার অযোগ্য পত্নী হইবে না।" রাজা কহিলেন, "আপনাদিগের প্রসাদে এইরূপ রমণীরত্ন লাভ করায় আমিও আপনাদিগের নিকট অল্প অনুগৃহীত নহি।" এইরূপ শিষ্টাচারের পর সকলেই একত্রে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে নরপতি তাঁহাদের সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, নরপতি স্বয়ং বিশ্রামার্থ তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে শয়ন করাইয়া আসিলেন।

পারস্যপতি সম্বন্ধীদিগকে সম্যক্ সমাদর করিবার জন্য প্রতিদিন মহাসমারোহে ভোজ দিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে ক্রমে রাজ্ঞীর প্রসবকাল সমাগত হইল। যথাসময়ে মহারাজ্ঞী নিরাপদে এক সুসন্তান প্রসব করিলেন। অচিরজাত কুমারকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া রাজ্ঞীর মাতা পারস্যপতির করে সমর্পণ করিলেন। নৃপতি দুর্লভ পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। পুত্রের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া রাজা তাহার নাম বেদর বা পূর্ণচন্দ্র রাখিলেন। পুত্রজন্মে হৃষ্ট হইয়া তিনি দরিদ্রদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিলেন, কারারুদ্ধগণের কারামোচন করিলেন এবং দাসদাসীদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। নগরমধ্যে সর্ব্বত্র উৎসব চলিতে লাগিল এবং প্রত্যেক মঠে নবজাত বালকের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ হইতে লাগিল।

এক দিবস পারস্যপতি, রাজ্ঞী, তাহার মাতা ও সহোদর এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ একত্র উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে ধাত্রী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। শাহে নরপতি ভাগিনেয়কে ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন এবং গৃহে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে ভ্রমণ করিয়া তিনি গবাক্ষ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইলেন এবং শিশুর সহিত সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইলেন।

আর পুত্রের দর্শন পাইবেন না মনে করিয়া পারস্যাধিরাজ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নযুগল দিয়া বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল, কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি শোকে এক প্রকার বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে রাজ্ঞী আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ, চিন্তা দূর করুন। পুত্র আপনার যেরূপ স্নেহের পাত্র আমারও সেইরূপ। কিন্তু দেখুন, এই ঘটনায় আমি কিছুমাত্র ভীত হই নাই। যদিও পুত্র আপনার ঔরসজাত বটে, কিন্তু আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতে তাহার জলে ও স্থলে সমভাবে বিচরণ করিবার শক্তি আছে।" রাজ্ঞীর মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গও রাজাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিল। কিন্তু তথাপি নৃপতির আশঙ্কা দূর হইল না।

অল্পকাল পরেই শাহে নরপতি ভাগিনেয়কে ক্রোড়ে লইয়া সমুদ্রগর্ভ

হইতে উত্থিত হইলেন এবং পুনরায় গৃহমধ্যে আগমন করিয়া নৃপতির চিন্তা দূর করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় আবাস হইতে আনীত এক বাক্স খুলিয়া তিনশত কপোত ডিম্বাকার হীরক বাহির করিয়া নৃপতিকে কহিলেন, "মহারাজ, যৎকালে আমার ভগিনী আমাদিগকে আহ্বান করেন, তৎকালে তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন অবগত না থাকায় রিক্ত হস্তেই আগমন করিয়াছিলাম, এজন্য আপনাকে কোনরূপ উপহার প্রদান করিতে পারি নাই। অতএব এক্ষণে আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই যৎসামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া বাধিত করুন।" নৃপতি কহিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার নিকট কোনরূপেই উপকৃত নহেন, বরং আপনার ভগিনীর সহিত পরিণয়ে সম্মতি প্রদান করিয়া আপনিই আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।" কিছুদিন পরে শালে নরপতি পারস্যাধিরাজের নিকট স্বদেশ গমনার্থ বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পারস্যপতি কহিলেন, "আমার এরূপ সাধ্য নাই যে আপনার রাজ্যে গমন করিয়া কিছুদিন আপনাদের সহবাসসুখ ভোগ করি, অতএব ভরসা করি আপনি আমাকে ও আপনার ভগিনীকে বহুদিন ভুলিয়া থাকিবেন না।" অনন্তর সকলে সাশ্রুনয়নে পরস্পর বিদায় লইলেন।

এদিকে রাজতনয় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যথাসময়ে তিনি উপযুক্ত শিক্ষকগণের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিবলে অল্পদিনেই সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিনয়, বিজ্ঞতা, বিদ্যা ও অন্যান্য সদ্‌গুণ দর্শনে পিতা মাতা পরম আনন্দিত হইলেন। পুত্রকে রাজ্যভারবহনোপযোগী গুণগ্রামে ভূষিত দেখিয়া বৃদ্ধ নরপতি রাজ্যশাসন হইতে অবসর লইবার মানস করিলেন। প্রজাবর্গ যুবরাজের অলৌকিক নম্রতা ও ক্ষমতা দর্শনে পূর্ব্বাবধিই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল, সুতরাং বৃদ্ধ নৃপতি তাঁহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র তাহারা একবাক্যে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিল। অনন্তর মহাসমারোহে নবীন ভূপতি সভামধ্যে নীত হইলে বৃদ্ধ নৃপতি স্বীয় মস্তক হইতে রাজমুকুট অপনয়ন করিয়া সানন্দ অন্তরে পুত্রের মস্তকে পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন এবং স্বয়ং অমাত্যবর্গের আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে অমাত্যগণ নবভূপালের নিকট বিশ্বস্ততা ও আজ্ঞাবর্ত্তিতার শপথ করিলে, প্রধান অমাত্য কতিপয় গুরুতর রাজকার্য্যে নবীন রাজার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তরুণবয়স্ক ভূপতি তদ্বিষয়ে এরূপ বুদ্ধি ও বিজ্ঞতার সহিত বিচার করিলেন যে তদ্দর্শনে সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তিই বিস্মিত হইয়া গেল। যথাসময়ে সভা ভঙ্গের আদেশ দিয়া নবভূপাল পিতার সহিত মাতৃভবনে গমন করিলেন। গুল্‌নেয়ার দূর হইতে পুত্রকে রাজবেশে সজ্জিত হইয়া আসিতে দেখিয়া বেগে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং স্নেহভরে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া "বৎস, দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে রাজ্য কর," এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একবৎসর কাল অতি সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিয়া বেদর পিতার অনুমতিক্রমে মৃগয়ার ছলে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার

প্রকৃত অভিপ্রায়, এই উপায়ে প্রজাগণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হয়েন। এই মানস সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিতে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল। রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার কিয়দ্দিবস পরেই বৃদ্ধ নরপতি উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তিনি এই পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। মৃত্যুকালে তিনি অমাত্যবর্গকে নিজ সমীপে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে পুত্রের প্রতি অনুরক্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন।

পিতৃশোকে রাজপুত্র একান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন; রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিয়ত নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, বন্ধু বান্ধব বা অমাত্যবর্গ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। প্রায় একমাস এইভাবে গত হইলে, এক দিবস প্রধান অমাত্য রাজপুত্রের গৃহে আগমন করিয়া তাঁহাকে নানা-প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তিনি পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ নরপতির মৃত্যুর এক বৎসর পরে শালে নৃপতি ভাগিনেয়ের রাজ-ধানীতে আগমন করিয়া তাঁহার ও তদীয় জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। এক দিবস আহারান্তে শালে নৃপতি ভগিনীর নিকট ভাগিনেয়ের গুণগান করিতে লাগিলেন। বেদর নিজ প্রশংসা শুনিলে অতিশয় লজ্জিত হইতেন। মাতুলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া নিদ্রা যাইবার ছলে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ভাগিনেয়ের গুণের প্রশংসা সমাপ্ত করিয়া মাতুল তাঁহার রূপেরও বিস্তর সুখ্যাতি করিলেন। অবশেষে ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগিনি, বেদর এক্ষণে উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অদ্যাপি তুমি কেন যে ইহার বিবাহের কোন উদ্যোগ করিতেছ না, বুঝিতে পারি-তেছি না।" গুল্নেয়ার কহিলেন, "ভাই, আমি ও কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তুমি এই বিষয় উত্থাপন করিয়া উত্তমই করিয়াছ। এক্ষণে বল দেখি কোথায় পুত্রের বিবাহ দেওয়া যায়? পুত্রের উপযুক্ত একটী পাত্রী সন্ধান করিবার ভার তোমারই উপর দিলাম।"

শালে নরপতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার সন্ধানে একটী পাত্রী আছে বটে, কিন্তু অগ্রে দেখ, বেদর নিদ্রিত কি জাগরিত, তৎপরে পাত্রীর কথা উল্লেখ করিব।" বেদর তৎকালে বাস্তবিক জাগরিত ছিলেন, কিন্তু এরূপ ভাবে শয়ান ছিলেন যে তাঁহার জননী তাঁহাকে নিদ্রিত মনে করিলেন। অনন্তর শালে নৃপতি কহিলেন "আমার ইচ্ছা নহে যে বেদর এই পাত্রীর বিষয় অবগত হয়; কারণ কখন কখন কন্যার রূপ গুণের কথা শ্রবণমাত্র হৃদয়ে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং এতদ্ব্যতীত এই বিবাহে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন আছে। এই বলিলেই তুমি সমস্ত বুঝিতে পারিবে এই কন্যাটি সমন্দালপতির কন্যা, নাম জহরা।" গুল্নেয়ার কহিল "কি, অদ্যাপি জহরার বিবাহ হয় নাই। যৎকালে আমি সমুদ্র ত্যাগ করিয়া আসি, তৎকালে তাহাকে আঠার মাসেরটী দেখিয়া আসি। তৎকালেই তাহার যেরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিয়াছিলাম তাহাতে বোধ হয় এক্ষণে সে পরম রূপবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তুমি বিঘ্নের কথা কি বলিতেছিলে?" শালে নৃপতি কহিলেন "ভগিনি, সমন্দালপতি অতিশয় গর্ব্বিত, তিনি আপনাকে

সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ও মান্ত ভূপতি মনে করেন। বোধ হয় তিনি এই প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইবেন না। যাহা হউক যাহাতে এই কার্য্য সমাধা হয়, তদ্বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, এইরূপ কথোপকথন সমাপ্ত হইলে রাজপুত্র নয়ন মার্জ্জন করিতে করিতে এরূপ ভাবে কপট নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন যেন তিনি বাস্তবিকই নিদ্রিত ছিলেন। কপট নিদ্রাকালে জহরার অলৌকিক রূপের কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রিদিন তাহারই বিষয় ধ্যান করিতে লাগিলেন।

পরদিবস মাতুল নিজরাজ্য প্রতিগমনের উদ্যোগ করিলেন। তিনি নিজ প্রণয়পাত্রীকে দেখিবার উদ্দেশে তদীয় রাজধানী গমনের মানস করিলেন। কিন্তু লজ্জায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং মাতুলের সহিত মৃগয়ায় গমন করিবার ছলে সে দিবস তাঁহার গমন নিবারণ করিলেন। পরদিন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া তিনি পথে মাতুলের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্ত দুই তিনবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনবারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে মৃগয়া আরব্ধ হইলে সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, রাজপুত্র একাকী এক সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং নবীন দূর্ব্বার উপর উপবিষ্ট হইয়া জহরার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার নেত্র হইতে অবিরল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

এদিকে শালে নরপতি ভাগিনেয়ের সন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে বেদর অধোবদনে উপবিষ্ট হইয়া অনতি উচ্চস্বরে কি বলিতেছেন, আর নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া ভাগিনেয়ের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাগিনেয় বলিতে লাগিল "হে সমন্দালপতি-তনয়ে, আমি তোমার বিষয় অতি সামান্ত মাত্র অবগত হইয়াছি, কিন্তু তাহাতেই আমি নিজ মন প্রাণ তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, এই মুহূর্ত্তেই তোমার নিকট উপস্থিত হই, কিন্তু কোথায় গেলে তোমার দর্শন পাইব, তাহা জানি না। এ অধীনের হৃদয় তোমারই চরণে সমর্পিত হইয়াছে, এজন্মে অন্ত কোন রমণী ইহাতে স্থান পাইবে না।"

এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া শালে নরপতি ভাগিনেয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বৎস, যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইতেছে তুমি সে দিবসের সমস্ত কথোপকথনই শ্রবণ করিয়াছ।" বেদর কহিলেন "হাঁ আমি সমস্তই শুনিয়াছি। আপনাকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার মানসেই আমি মৃগয়ার ছলে আপনার স্বদেশ গমনে বাধা দিয়াছি। এক্ষণে যদি আপনি আমার জীবন প্রার্থনা করেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার সেই রমণীর সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিউন। তাহার বিরহে জীবন ধারণ করা আমার পক্ষে একান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।" পারস্তপতিকে সঙ্গে লইয়া যাইবার বিষয়ে শালে নরপতি প্রথমতঃ অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুনয় বিনয়ে অবশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তিনি স্বীয় অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া ভাগিনেয়ের অঙ্গুলীতে

পরাইয়া দিয়া কহিলেন, “ইহার প্রভাবে সমুদ্রে তোমার কোন ভয় নাই। আমার সহিত আইস।” এই বলিয়া উভয়ে সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শালে নরপতি ভাগিনেয়ের সহিত নিজ রাজধানীতে উপনীত হইলেন। মাতামহীর গৃহে উপস্থিত হইয়া পারস্যপতি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধা বহুকাল পরে দৌহিত্রকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শালে নরপতি গোপনে মাতাকে ভাগিনেয়ের আগমন কারণ অবগত করাইলেন। তিনি কহিলেন “বৎস, তুমি বেদরের সাক্ষাতে জহরার কথা উল্লেখ করিয়া ভাল কর নাই। তুমি কি সমন্দালপতিকে জান না? তুমি কি এক মুহূর্ত্তের জন্য মনোমধ্যে এই কথা স্থান দাও, যে তাদৃশ গর্ব্বিত নরপতি এই প্রস্তাবে সম্মত হইবে?” শালে নৃপতি কহিলেন “মাতঃ, এ বিষয়ে আমার দোষ নাই, আমি বেদরকে নিদ্রিত বোধেই জহরার কথা উত্থাপন করি। যাহা হউক, এক্ষণে জহরার জন্য বেদরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে, যেরূপে হউক তাহার সহিত জহরার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিতেই হইবে। আমি ইচ্ছা করিতেছি, বহুমূল্য উপহারাদি সঙ্গে লইয়া স্বয়ং সমন্দালপতির নিকট গমন করিব। বোধ করি আমি স্বয়ং যাইলে, সমন্দালপতি অস্বীকার করিতে পারিবে না।”

পরদিন শালে নরপতি মহামূল্য রত্নপূর্ণ এক পাত্র সঙ্গে লইয়া কতিপয় সাহসিক ও সমরকুশল অনুচর সমভিব্যাহারে সমন্দালপতির নিকট গমন করিলেন। সমন্দালপতির তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ নিজ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনিও বিনীত ভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া মহার্ঘ রত্নশ্রেণি উপহার দিলেন। উপহার প্রাপ্ত হইয়া সমন্দালপতি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন “আপনি কি অভিপ্রায়ে এত আয়াস স্বীকার করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন। যদি সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে আমি আপনার অভিপ্রায় সাধনে কদাচ অবহেলা করিব না।” এই কথায় সাহস পাইয়া শালে নরপতি কহিলেন, মহারাজ, আপনি শুনিয়া থাকিবেন আমার ভগিনী গুল্নেয়ারের এক পুত্র আছে। সে এক্ষণে পারস্যরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তাহার যেমন দেবোপম আকৃতি, তেমনই দেবদুর্লভ গুণ। আমার ইচ্ছা আপনি আপনার কন্যা জহরার সহিত এই যুবকের বিবাহ দেন। আমি স্থির বলিতে পারি, এই যুবক কোন অংশে জহরার অযোগ্য বর নহে।”

শালে নরপতির এই কথা শুনিয়া সমন্দালাধিপতি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, “কি! নরাধম, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুই আমার নিকট তোর ভাগিনেয়ের সহিত আমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিস্। তুই জানিস্ না, তোতে আমাতে কত প্রভেদ? প্রহরীগণ কে কোথায় আছিস্, এই অসম্বদ্ধ-প্রলাপীর মস্তকচ্ছেদন কর।” আজ্ঞামাত্র ভৃত্যগণ শালে নরপতিকে ধরিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু শালে নরপতি অতিশয় বলবান্ ও তেজস্বী, তাহারা রাজাজ্ঞা সম্পাদনার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই তিনি পলাইয়া তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রায় এক সহস্র সৈনিক পুরুষ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সমন্দালপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলে, এই প্রকার বিপদ্

ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এই আশঙ্কা করিয়া শালে নরপতির মাতা উক্ত এক সহস্র সৈনিককে ইতিপূর্ব্বে প্রেরণ করেন। তাহারা তোরণ দ্বারে শালে নরপতিকে ক্রতপদে আগমন করিতে ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সশস্ত্র প্রহরীগণকে ধাবমান হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "রাজন্, ব্যাপার কি? আপনার কোন শঙ্কা নাই। আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে, আমরা প্রস্তুত আছি।" শালে নরপতি নিরাপদে নিজ সৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে তোরণ রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, এবং কতিপয় মাত্র অনুচরের সহিত প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসহায় সমন্দালপতিকে বন্ধন করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে জহরার সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কলহের সূত্রপাত দর্শন মাত্র জহরা গবাক্ষ পথে উপনীত হইয়া ইতিপূর্ব্বে মরুদ্বীপে পলায়ন করিয়াছিলেন।

এদিকে শালে নরপতির কতিপয় অনুচর—যাহারা তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা দর্শন মাত্রেই পলায়ন করিয়াছিল—তাঁহার মাতাকে সমস্ত সংবাদ দিল। পারস্যপতি বেদর সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সমস্ত বিপদের মূল জ্ঞান করিয়া লজ্জায় মাতামহীকে মুখ দেখাইতে না পারিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন এবং যে মরুদ্বীপে জহরা আশ্রয় লইয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া তিনি বিষণ্ণ মনে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক রমণীয় রমণী মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। রমণীকে দর্শন করিয়া তিনি মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই এই রমণী কুমারী জহরা হইবেন; বোধ হয় ইনি ভয়ে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। যাহা হউক, ইঁহাকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে স্বতই অনুরাগসঞ্চার হইতেছে।" অনন্তর রাজকুমারীর সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "এই জনশূন্য স্থানে আপনাকে একাকিনী দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে আপনি কোন বিপদে পতিত হইয়াছেন। আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। অনুগ্রহ করিয়া আমার সাহায্য গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হই।" জহরা অতি কাতর ভাবে কহিলেন, "মহাশয়, আপনি ঠিক অনুভব করিয়াছেন, বিপদে পড়িয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। আমি সমন্দালপতির কন্যা, আমার নাম জহরা। অদ্য হঠাৎ আমাদিগের বাটীতে বিষম কোলাহল শ্রবণ করিয়া ভৃত্যগণকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা কহিল কি কারণে বলিতে পারি না, শালে নরপতি বলপূর্ব্বক প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহারাজকে বন্ধন করিতেছে এবং যে কেহ প্রতিবন্ধক করিতেছে সকলকেই শমনভবনে প্রেরণ করিতেছে।" এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র আমি পিতৃভবন হইতে পলায়ন করিয়া এখানে আসিয়াছি।"

রমণীর কথা শুনিয়া বেদর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে তিনি প্রকৃত ঘটনা অবগত না হইয়াই মাতামহীর বাটী পরিত্যাগ করিয়া আড়ায় করিয়াছেন। কিন্তু সমন্দালপতি বন্দ হইয়াছে শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি, তোমার পিতার বন্দ হেতু আমরা

করিও না। শালে নরপতির অপর কোন অভিপ্রায় নাই। তিনি আমার মাতুল; আমার নাম বেদর। তোমার সহিত আমার পরিণয়ের প্রস্তাব করিবার জন্যই মাতুল মহাশয় তোমার পিতার নিকট গমন করেন। এক্ষণে তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেই সকল দিক রক্ষা হয়; তোমার পিতাও বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন এবং মাতুলেরও সম্মান রক্ষা হয়।" বেদর মনে করিয়াছিলেন যে পিতৃবন্ধন মোচনের প্রলোভন দেখাইলেই জহরা তাঁহার সহিত বিবাহের সম্মতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার আশা সফল হইল না; যুবতী পিতৃশত্রুর নাম শ্রবণমাত্র তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইলেন; যুবকের সমস্ত গুণই তাঁহার চক্ষে দোষ বলিয়া বোধ হইল; তাঁহার দেবদুর্লভ আকৃতি দৈত্যগণের ন্যায় ভীষণ দেখাইতে লাগিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে কদাচ এই ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিবেন না। কিন্তু এক্ষণে বেদরের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভের জন্য মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "আপনিই কি সেই বিখ্যাত সুন্দরী গুল্নেয়ারের পুত্র? আপনার দর্শনে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। পিতা যদি আপনাকে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি কদাচ এই সম্বন্ধে আপত্তি করিতেন না।" এই কথা বলিয়া তিনি বেদরের হস্ত গ্রহণ করিবার জন্য নিজ কর প্রসারণ করিলেন। বেদর আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিয়া যুবতীর কর ধারণ করিয়া যেমন চুম্বন করিতে যাইবেন, অমনি কুমারী জলাভাবে কুমারের মুখে থুথু দিয়া কহিলেন, "পাপিষ্ঠ, তুই নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া লোহিতবর্ণ চঞ্চু ও পদবিশিষ্ট শ্বেত পক্ষীর আকার ধারণ কর্।" এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিবামাত্র রাজপুত্র পক্ষীরূপ ধারণ করিলেন। পরে নিষ্ঠুরা রাজনন্দিনী এক দাসীকে আদেশ করিলেন যে এই পক্ষীটীকে মরুদ্বীপে ছাড়িয়া দিয়া আইস। আজ্ঞামাত্র দাসী পক্ষীটী লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "এমন সুন্দর রাজপুত্রের যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রাণ বিয়োগ হইবে ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, এবং স্বভাবতঃ সদয়হৃদয়া কুমারীও কালক্রমে এই নিষ্ঠুর আজ্ঞার জন্য অনুতাপ করিতে পারেন। অতএব ইহাকে মরুদ্বীপে না দিয়া এমন স্থানে রাখিয়া আসিব, যেখানে অনাহারে ইহার প্রাণবিয়োগ না হয়।" এই বলিয়াই পরিচারিকা ফলপুষ্প শোভিত ও নদ নদী পূর্ণ এক স্থানে পক্ষীটীকে রাখিয়া আসিল।

এদিকে শালে নরপতি প্রাসাদের কোন স্থানেই জহরাকে দেখিতে না পাইয়া সমন্দালপতিকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়াই অগ্রে তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বেদর কোথায়?" তাঁহার মাতা কহিলেন, "বৎস, তোমার বিপদের সংবাদ পাইয়া আমি তোমার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণে যৎকালে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সুযোগে তোমার ভাগিনেয় কোথায় গিয়াছে, কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। বোধ করি এস্থানে থাকিলে বিপদ্ ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় সে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া শালে নরপতি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং ভাগিনেয়ের অন্বেষণে নানাস্থানে লোক প্রেরণ

করিলেন; কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তৎপরে শালে নরপতি মাতার উপর স্বীয় রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করিয়া, নূতন রাজ্য রক্ষার জন্য স্বয়ং সমন্দাল দেশে গমন করিলেন।

এদিকে গুল্‌নেয়ার বহুদিন পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি ভৃত্যবর্গকে পুত্রের অন্বেষণে নানাস্থানে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ভ্রাতার রাজ্যে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু এই অভিপ্রায় কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। যে দিন শালে নরপতি সমন্দাল দেশে গমন করেন, সেইদিবস তিনি মাতার ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার মাতা তদীয় আগমন কারণ অনুমান করিলেন। তৎপরে বৃদ্ধা বেদরার আগমন অবধি পলায়ন পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা কন্যার নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন "বৎসে, তোমার পুত্রের অন্বেষণে লোক প্রেরিত হইয়াছে, ভরসা করি শীঘ্রই তাহার শুভ সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।" কিন্তু গুল্‌নেয়ার এই আশ্বাসবাক্যে কিছুমাত্র শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রিয় পুত্রের জন্য শোকাতুর হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন, "বৎসে, এক্ষণে ওরূপ কাতর হইলে সকল দিক্‌ নষ্ট হইবে। কে বলিতে পারে যে কালে তাহার সংবাদ পাওয়া যাইবে না? তুমি আমার পরামর্শ শুন। ত্বরায় পারস্যদেশে প্রতিগমন করিয়া রাজ্য মধ্যে প্রকাশ করিয়া দাও যে তোমার পুত্র বৃদ্ধা মাতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মাতুলালয়ে গমন করিয়াছে, অতি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ পারস্যরাজ্যে আর কোন রূপ বিশৃঙ্খল বা গোলযোগ ঘটিবে না।" মাতার কথা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া গুল্‌নেয়ার সেই দিনই পারস্যরাজ্যে পুনরাগমন করিয়া রাজ্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে বেদর মাতামহীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীর সাহায্যে স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজপুত্র বেদর পক্ষীর আকারে পরিণত ও জনশূন্য দ্বীপ মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া বিষাদে ও মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। কিছুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, এক ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। ব্যাধ জন্মাবচ্ছিন্নে কখন এরূপ সুন্দর পক্ষী দর্শন করে নাই, সুতরাং ইহার দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিবার আশায় স্বদেশস্থ নরপতিকে পক্ষীটি উপহার দিল। নরপতি সুন্দর পক্ষীটি পাইয়া ব্যাধকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিয়া পক্ষীটিকে এক সুবর্ণনির্ম্মিত পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। পরদিবস নরপতি পক্ষীটি আনিতে আদেশ করিলে ভৃত্যগণ নিবেদন করিল যে পক্ষী কল্য অবধি কিছুই আহার করে নাই। নরপতি স্বহস্তে পক্ষীকে আহার করাইবার জন্য খাদ্য দ্রব্য আনিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র বহুবিধ আহার সামগ্রী আনীত হইল। নরপতি যেমন বিহঙ্গমকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া স্বহস্তে বসাইলেন, অমনি সে উড়িয়া খাদ্য দ্রব্যের উপর বসিল এবং একবার এ পাত্রে একবার ও পাত্রে চঞ্চু প্রদান করিতে লাগিল। এই কৌতুক দেখিবার জন্য নৃপতি মহিষীকে আহ্বান করিলেন। রাজ্ঞী উপস্থিত হইয়া পক্ষীকে দেখিবামাত্র অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আবৃত করিলেন।

তদ্দর্শনে নরপতি অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "মহিষি, এখানে কতিপয় পরিচারিকা ও খোজারা ভিন্ন অন্য কেহই নাই, তবে কাহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইতেছ?" রাজ্ঞী কহিলেন "মহারাজ, ইনি বাস্তবিক পক্ষী নহেন, ইনি গুলনেয়ারের পুত্র বেদর ও পারস্যদেশের অধিপতি।" রাজা কহিলেন, "প্রিয়ে, তুমি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ।" রাজ্ঞী কহিলেন "মহারাজ, বাস্তবিক আমি আপনার সহিত রহস্য করিতেছি না। সমন্দালপতির দুহিতা এই যুবকের ঈদৃশ দুরবস্থা করিয়াছে।" এই বলিয়া, তিনি কিরূপে বেদর পক্ষীর আকারে পরিণত হইলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত মহারাজের নিকট বর্ণনা করিলেন। রাজপুত্রের দুর্গতির বিষয় শ্রবণ করিয়া দয়াপরবশ হইয়া নরপতি তাহাকে পুনরায় মনুষ্য দেহ দান করিবার জন্য ইন্দ্রজালকুশল রাজ্ঞীকে অনুরোধ করিলেন। রাজ্ঞী সম্মতা হইলেন এবং পক্ষীটিকে নিজ শয়ন গৃহে লইয়া গিয়া বারিপূর্ণ এক পাত্র আনয়ন করিলেন। অনন্তর মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পাত্রস্থ জল ফুটিতে লাগিল। রাজ্ঞী তাহার কিয়দংশ পক্ষীর গাত্রে সিঞ্চন করিয়া কহিলেন "এই মন্ত্রপূত জলের প্রভাবে এবং জগৎপাতা ঈশ্বরের অনুজ্ঞায় ঈশ্বর তোমাকে যে আকার দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আকৃতি ধারণ কর।" এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিবামাত্র পক্ষীর পরিবর্ত্তে এক পরম সুন্দর যুবক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিয়া নরপতির আনন্দের সীমা রহিল না। অনন্তর বেদর নিজ জীবনদাতা নরপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। উদারচেতা নরপতি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাজ্ঞীর সহিত একত্র আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। আহারান্তে নরপতি কহিলেন "এক্ষণে তোমার কি উপকার করিতে হইবে বল।" বেদর কহিলেন "মহারাজ, আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে যাবজ্জীবন আপনার নিকট অবস্থান করা আমার উচিত, কিন্তু আমার মাতা আমার অদর্শনে অতিশয় কাতর হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করা আমার বাসনা। যদি আপনি অর্ণবপোতারোহণে আমাকে স্বদেশে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।" নরপতি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, তৎক্ষণাৎ একখানি অর্ণবপোত সজ্জিত করিবার জন্য রাজকীয় পোতাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। যথাসময়ে যান সজ্জিত হইয়া আসিলে, বেদর, রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। দশ দিন জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে চলিল। একাদশ দিবসে বিষম বাত্যা উত্থিত হওয়াতে জাহাজ এক পর্ব্বতে লাগিয়া জলমগ্ন হইল। বেদর একখানি কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া অনুকূল প্রবাহবশে তীরের নিকট উপস্থিত হইলেন। কূলে উঠিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, মহিষাদি জন্তুগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এরূপ ভাবে তীরে দণ্ডায়মান হইল যেন কোন মতেই তাঁহাকে উঠিতে দিবে না। এই ব্যাপার দর্শনে তিনি অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন এবং বহু কষ্টে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পর্ব্বতের গুহামধ্যে আশ্রয় লইলেন। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আর্দ্র বস্ত্রাদি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেন।

রূপ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। ইন্দ্রজাল বিদ্যায় রাজ্ঞী অপেক্ষা আমার পারদর্শিতা অধিক, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন এবং সেই কারণেই আমাকে এত সম্মান করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি তোমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না।”

পরদিন যথাকালে রাজ্ঞী তথায় আসিয়া বেদরকে প্রার্থনা করিলে, বৃদ্ধ রাজ্ঞীর কর্ণে কর্ণে কহিল, “রাজ্ঞি, আমি আপনার কথায় প্রত্যয় করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে আপনার করে সমর্পণ করিতেছি। আমি ইহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি। অতএব ইহার প্রতি নিজ মায়াবল প্রয়োগ করিলে, আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইব।” রাজ্ঞী পূর্ব্বদিবসের ন্যায় পুনরায় শপথ করিয়া নিজ অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বেদর আশ্চর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পৈশাচিক গুণের কথা স্মরণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র মুগ্ধ হইলেন না। ইত্যবসরে আবদুল্লা বেদরকে রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজ্ঞী বেদরকে নিজ বামপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহাকে এই রাক্ষসীর করকবলিত দেখিয়া পথিমধ্যে নানা লোক নানা প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। যুবক মনে মনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

নিজ ভবনে উপস্থিত হইয়াই মায়াবিনী স্বয়ং অগ্রে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া সম্মানপ্রদর্শনার্থ বেদরের হস্ত ধরিয়া নামাইলেন। অনন্তর তাঁহাকে নিজ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া অবশেষে উভয়ে একত্রে আহার করিতে বসিলেন। রাজ্ঞী পানপাত্র সুরাপূর্ণ করিয়া অগ্রে পান করিলেন, পশ্চাৎ বেদরকে প্রদান করিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্ঞীর দশজন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে নানাযন্ত্রে স্বর সংযোগ করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে পানপাত্রও চলিতে লাগিল। ক্রমে সুরাপানে ও সঙ্গীত শ্রবণে বেদর এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে তিনি রাজ্ঞীর মায়াবলের কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া ঘন ঘন তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া মায়াবী পরিচারিকাগণকে গৃহান্তরে গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা প্রস্থান করিলে, মদমত্ত যুবকযুবতী একত্রে শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া উভয়ে স্নান ভোজন করিয়া দিবসের অবশিষ্ট অংশ পরস্পর কথোপকথনে অতিবাহিত করিলেন।

চল্লিশ দিন এইরূপ আমোদে অতিবাহিত হইল। চত্বারিংশৎ রাত্রিতে উভয়ে একত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, শয়নের কিঞ্চিৎ পরে কুহকিনী যুবরাজকে নিদ্রিত বোধে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; পারস্যপতি তৎকালে জাগরিত ছিলেন, কিন্তু মায়াবিনী উঠিয়া কি করে দেখিবার জন্য তিনি কপট নিদ্রার ভাণ করিয়া রহিলেন। পাপীয়সী একটি সিন্দুক খুলিয়া তন্মধ্য হইতে একটি বাক্স বাহির করিল। তাহা হইতে পীতবর্ণ একপ্রকার চূর্ণ লইয়া ভূমিতলে একটী রেখা অঙ্কিত করিবামাত্র গৃহমধ্যে একটী সুন্দর স্বচ্ছসলিলপূর্ণ নদী হইল। রাজ্ঞী একটা পাত্রে ময়দা লইয়া নদীর জল দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাখিতে লাগিল। পরে উক্ত ময়দায় অন্য একপ্রকার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে একখানি রুটী প্রস্তুত করিল এবং উহা আগুনে

মেকিয়া লইয়া গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়া আসিল। পরে কয়েকটী মন্ত্রোচ্চারণ করিবামাত্র নদী অকস্মাৎ অদৃশ্য হইল, মায়াবিনী রাজ্ঞীও ধীরে ধীরে আসিয়া বেদরের সহিত একত্রে শয়ন করিল।

এতাবৎকাল বেদর আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া বৃদ্ধ আবদুল্লাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রাজ্ঞীর আচরণদর্শনে তাঁহার মনোমধ্যে নানা শঙ্কা উদিত হইল। এই সময়ে আবদুল্লার সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক বোধে তিনি রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইয়া পরদিন আবদুল্লার আপণে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদর কহিলেন, "এত দিন রাজ্ঞী আমার সহিত অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন এবং এরূপ যত্ন করিতেন যে কখন তাঁহার উপর আমার কোন সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু কল্য রাত্রের ব্যাপার দর্শন করিয়া আমার মনে সাতিশয় সন্দেহ জন্মিয়াছে।" এই কথা বলিয়া পারম্পর্য্য গত রাত্রির সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। শ্রবণে বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "তোমার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। মায়াবিনী স্ত্রীলোকদিগের শপথেও কোন বিশ্বাস নাই। যাহা হউক, তোমার কোন ভয় নাই, আমি পাপীয়সীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবার উপায় বলিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ, বেদরের হস্তে দুই খণ্ড রুটী দিয়া বলিল, "কুহকিনী যে রুটী প্রস্তুত করিয়াছে, অবশ্যই তোমাকে তাহা আহার করিতে অনুরোধ করিবে; কিন্তু তুমি প্রাণান্তে তাহা ভক্ষণ করিও না, তৎপরিবর্ত্তে আমার প্রদত্ত একখানি রুটী খাইও, কিন্তু দেখিও রাজ্ঞী যেন জানিতে না পারে যে তুমি তাহার প্রদত্ত রুটীর পরিবর্ত্তে আমার দত্ত রুটী খাইতেছ। তৎপরে মায়াবিনী তোমাকে পশুর আকারে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য বিস্তর মন্ত্রাদি পাঠ করিবে। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া মনে মনে নিতান্ত দুঃখিত হইবে এবং হাস্য পরিহাস দ্বারা তোমার সংশয় অপনীত করিতে চেষ্টা করিবে। সেই অবসরে তুমি মদ্দত্ত অন্য একখানি রুটী খাইতে তাহাকে অনুরোধ করিও। সে কখনই তোমার অনুরোধ এড়াইতে পারিবে না। যেই সে ইহার কিয়দংশ আহার করিবে অমনি তুমি এক গণ্ডূষ জল তাহার মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিবে 'অমুক পশুর আকার ধারণ কর।' সে তৎক্ষণাৎ ঐ পশুর আকার ধারণ করিবে, অনন্তর পশুরূপিণী রাজ্ঞীকে আমার নিকট লইয়া আসিও; তৎপরে যাহা কর্ত্তব্য আমি উপদেশ দিব।"

বৃদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া বেদর অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া রাজ্ঞীর ভবনে গমন করিলেন। তৎকালে রাজ্ঞী উদ্যান মধ্যে বেদরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই অতিশয় আগ্রহের সহিত নিকটে আসিয়া কহিলেন "প্রিয় বেদর, বিচ্ছেদ দ্বারাই প্রণয়ীজনের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় এই যে একটি প্রবাদ আছে ইহা সম্পূর্ণ সত্য। যদি তুমি আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিতে আমি স্বয়ং তোমাকে আনিতে যাইতাম।" বেদরও সেইরূপ কপট অনুরাগ দেখাইয়া কহিলেন "প্রিয়ে, আমি যে প্রকারে বৃদ্ধ পিতৃব্যের নিকট বিদায় লইয়াছি তাহা কি বলিব। অনেক দিনের পর

আমাকে দেখিয়া তিনি আমাকে অন্য কোন মতে আসিতে দিবেন না আহারের জন্য বিস্তর দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়াছিলেন, আমি তন্মধ্য হইতে এই রুটিখানি আপনার জন্য আনিয়াছি, প্রণয়ীজনের এই উপহারটী গ্রহণ করিলে অধীন অত্যন্ত বাধিত হইবে।” এই বলিয়া পারস্যপতি কৌশলক্রমে একখানি বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া অপর খানি রাজ্ঞীকে প্রদান করিলেন।

রাজ্ঞী রুটীখানি হস্তে লইয়া কহিলেন, “আমি তোমার পিতৃব্যদত্ত রুটীখানি খাইতেছি, কিন্তু অগ্রে তোমাকে মদ্দত্ত রুটীখানি আহার করিতে হইবে।” পারস্যপতি পরমসাদরে রুটীখানি লইয়া তৎপরিবর্তে অতি চতুরতার সহিত বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রুটী বাহির করিয়া আহার করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন “প্রিয়ে, এরূপ সুস্বাদু রুটী আমি কখন খাই নাই।” এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা উদ্যান মধ্যবর্ত্তী এক ফোয়ারার নিকট উপস্থিত হইলে মায়াবিনী এক গণ্ডূষ জল রাজপুত্রের মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, “রে হতভাগ্য, তুই মানবদেহ ত্যাগ করিয়া এক চক্ষু অশ্বের রূপ ধারণ কর।” এই কথা বলিবার পরও বেদরের আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল না দেখিয়া রাজ্ঞীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি নিজ দোষ গোপনের জন্য কহিলেন “প্রিয় বেদর, তুমি ভীত হইও না, আমি পরিহাস করিতেছি মাত্র।” পারস্যপতি কহিলেন “আপনি যে রহস্য করিতেছেন তাহা অগ্রেই বুঝিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার পিতৃব্যদত্ত রুটী ভক্ষণ করুন।” রাজ্ঞী ঐ রুটীর কিয়দংশ ভক্ষণ করিবামাত্র বেদর এক অঞ্জলি জল তাহার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “পাপীয়সি মায়াবিনি, তুই নারীদেহ ত্যাগ করিয়া অশ্বীর রূপ ধারণ কর।” এই কথা বলিবামাত্র রাজ্ঞী এক সুন্দর অশ্বীর রূপ ধারণ করিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং রাজপুত্রের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজপুত্রের ইচ্ছা থাকিলেও দয়া প্রকাশের ক্ষমতা ছিল না। তিনি স্বয়ং এক অশ্বে আরোহণ করিয়া আবদুল্লার আপণাভিমুখে চলিলেন এবং সহিসকে এই অশ্বীটি ধরিয়া লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন।

আবদুল্লা দূর হইতে বেদরকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। পারস্যপতি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপকারী মিত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া বৃদ্ধের কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন। তৎপরে আবদুল্লা অশ্বীর মুখে লাগাম দিয়া কহিলেন “আপনার আর এ স্থানে অবস্থিতি করিবার আবশ্যক নাই। এই ঘোটকীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করুন। যদি কখন এই ঘোটকীটি পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কদাচ ইহার মুখ হইতে সবস্ত্র লাগামটী খুলিবেন না, এই কথাটি যেন স্মরণ থাকে।” রাজপুত্র বৃদ্ধের উপদেশ পালন করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া অভিপ্রেত প্রদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিন দিন পরে এক বিস্তীর্ণ নগরীতে উপস্থিত হইলে, এক বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “বৎস, তুমি কোন দেশ হইতে আসিতেছ?” তিনি বৃদ্ধের কথার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য অশ্বাকে দাঁড়াইলে এক [illegible]

সেই স্থানে আসিয়া যুটিল। সে ঘোটকীকে দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পারস্যপতি বৃদ্ধাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, বাছা, ঠিক তোমার এই ঘোটকীটির ন্যায় আমার পুত্রের একটী ঘোটকী ছিল; সম্প্রতি সেইটী মারা গিয়াছে। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এইটী বিক্রয় করিলে আমি অতিশয় বাধিত হইব।" পারস্যপতি কহিলেন, "কোন বিশেষ কারণে আমার এই ঘোটকীটী বিক্রয় করিবার যো নাই। সুতরাং আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম।" প্রাচীনা কহিল, "বাছা, তোমাকে আমার এই উপরোধটী রাখিতেই হইবে। তুমি এই অশ্বীটী বিক্রয় না করিলে, আমার ও আমার পুত্র উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইবে।" পারস্যপতি বৃদ্ধাকে হীনবেশা দেখিয়া মনে করিলেন, অতিরিক্ত মূল্য চাহিলে বৃদ্ধা তাহা দিতে পারিবে না, সুতরাং সহজেই নিরস্ত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিলে আমি অশ্বীটী বিক্রয় করিতে পারি।" বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ মুদ্রাপূর্ণ এক থলিয়া পারস্য-পতির হস্তে দিয়া কহিল, ইহা হইতে তোমার প্রাপ্য গণিয়া লও। রাজপুত্র বিষম বিপাকে পতিত হইয়া কহিলেন, "অয়ি বৃদ্ধে, আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম, বাস্তবিক আমি অশ্বীটী বিক্রয় করিব না।" পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া বলিল, "বৎস, এই নগরে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে কোনরূপে মিথ্যাকথন প্রমাণ হইলে মিথ্যাবাদীর প্রাণ দণ্ড হয়। অতএব তুমি যখন একবার অশ্বীটী বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছ, তখন তোমাকে বিক্রয় করিতেই হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে আর আপত্তি করিও না। করিলে তোমার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।" এই কথা শুনিয়া পারস্যপতি অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অগত্যা বৃদ্ধার হস্তে অশ্বীটী সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বৃদ্ধা অশ্বীটী পাইবামাত্র নিমেষমধ্যে তাহার লাগাম খুলিয়া লইল এবং পলক মধ্যে সন্নিহিত কূপ হইতে জল আনিয়া অশ্বার মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "বৎসে, তুমি পশুরূপ ত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক দেহ ধারণ কর।" এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে রাজ্ঞী পূর্ব্বদেহ ধারণ করিল। বেদর, লাবী রাজ্ঞীকে দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীনা তাঁহাকে না ধরিলে ভূতলে পতিত হইতেন। সে কন্যাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, বাঁশি বাজাইয়া এক ভীষণমূর্ত্তি দৈত্যকে আহ্বান করিল। দৈত্য বৃদ্ধার আদেশক্রমে লাবী রাজ্ঞী ও বেদরকে স্কন্ধে লইয়া নিমেষ মধ্যে মায়াময় নগরে রাখিয়া আসিল।

স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মায়াবিনী রাজ্ঞী বেদরকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "পাপিষ্ঠ, তুই ও তোর পিতৃব্য এই প্রকারে মৎকৃত উপ-কারের প্রতিদান করিয়াছিস্। আচ্ছা, আমি উভয়কেই ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।" এই বলিয়া পাপীয়সী বেদরকে পেচকের আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া এক দাসীর হস্তে অর্পণ করিল এবং তাহাকে কহিয়া দিল ইহাকে এক পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ এবং কদাচ কিঞ্চিৎ আহার দিও না। কৃপানুবর্ত্তী দাসী বেদরকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখিল বটে, কিন্তু তাহাকে প্রত্যহ আহার দিতে লাগিল। এবং আবদুল্লাকে সংবাদ দিল যে রাজ্ঞী

তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে পেচক রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে এবং তোমার বধ সাধনের উপায় অন্বেষণ করিতেছে।

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আবদুল্লা এক বংশীবাদন করিল, অমনি চারি পক্ষযুক্ত এক প্রকাণ্ড দৈত্য সম্মুখে আবির্ভূত হইল। বৃদ্ধ, দৈত্যকে কহিল "ত্বরিৎ, এই দণ্ডে লাবী রাজ্ঞীর প্রাসাদে গমন করিয়া যে কৃপালুহৃদয়া পরিচারিকার হস্তে পেচকাকৃতি বেদরের রক্ষা ভার অর্পিত আছে, তাহাকে পারস্তরাজ্যে গুল্নেয়ার রাজ্ঞীর নিকট লইয়া যাও। তিনি ঐ দাসীর মুখে স্বীয় তনয়ের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া তাহার উদ্ধার সাধনার্থ চেষ্টা করিবেন।" আদেশ প্রদানমাত্র দৈত্য তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল। গুল্নেয়ার পুত্রের সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ভ্রাতা শালে নরপতিকে সমস্ত অবগত করাইলেন। শালে নরপতি প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শূন্যমার্গে মায়াময় নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং তথায় অবতীর্ণ হইয়া নিমেষ মধ্যে লাবী রাজ্ঞী ও তাহার জননীর প্রাণ সংহার করিলেন। গুল্নেয়ার স্বয়ং ও ভ্রাতার সহিত মায়াময় নগরে গমন করিয়াছিলেন, যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে তিনি পিঞ্জর হইতে পেচকাকৃতি পুত্রকে বাহির করিয়া তাহার মুখে এক গণ্ডূষ বারি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "প্রিয়তম পুত্র, এই কুৎসিত পক্ষিরূপ ত্যাগ করিয়া স্বীয় মানবদেহ ধারণ কর।" এই কথা বলিবামাত্র বেদর নিজ দেহ ধারণ করিলে, গুল্নেয়ার স্নেহভরে প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তিনি বৃদ্ধ আবদুল্লাকে ডাকাইয়া কহিলেন "আমি আপনার নিকট দুমোচ্য ঋণে আবদ্ধ। কিসে আপনার উপকারের কিয়ৎ পরিমাণেও প্রতিদান করিতে পারি, তাহা আদেশ করিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হই।" বৃদ্ধ কহিল "আমি আপনার নিকট যে দয়াবতী দূতীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তিনি যদি আমার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন এবং যদি আমি তাঁহার সহিত পারস্থপতির রাজ্যে আশ্রয় পাই, তাহা হইলেই আমার আশা সফল হয়।" পরিচারিকা সম্মত হইলে, গুল্নেয়ার তৎক্ষণাৎ উভয়ের বিবাহ দিলেন।

এই বিবাহ উপলক্ষে বেদর ভূপতি নিজ পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিলে, গুল্নেয়ার ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, "অগ্রে পৃথিবী ও সমস্ত সমুদ্ররাজ্য অন্বেষণ করিয়া যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী কন্যা পাও, লইয়া আইস।" কিন্তু বেদর কহিলেন "মাতঃ, যে জহরার জন্য আমাকে এত বিপদে পড়িতে হইয়াছে, আমি তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।" গুল্নেয়ার কহিলেন, "বৎস, যখন জহরাকে বিবাহ করিতে তোমার একান্ত বাসনা, তখন তোমার ইচ্ছার প্রতিরোধ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। যদি জহরার পিতা এই বিবাহে সম্মতি দেন, তবে কোন আপত্তি নাই।" অনন্তর শালে নরপতি কৌশলে তৎক্ষণাৎ সমন্দালপতিকে তথায় আনয়ন করিলেন। শালে নরপতির সদ্ব্যবহারে সমন্দালপতি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র পারস্থপতি তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "পিতঃ, পারস্থপতি স্বয়ং আপনার নিকট আপনার কন্যারত্ন ভিক্ষা চাহিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করুন।" সমন্দালপতি সাদরে বেদরকে উত্থাপিত করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,

"বৎস, যদি আমার কন্যার সহিত পরিণয় হইলে তোমার জীবন রক্ষা হয়, তবে আমি স্বীকার করিতেছি তোমার আশা পূর্ণ করিব।" অনন্তর তিনি শালে নরপতির এক অনুচরকে বদরাকে আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। বদরা উপস্থিত হইলে, সমন্দালপতি কহিলেন, "বৎসে, আমি তোমার জন্য এক উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়াছি। তিনি বিশাল পারস্যরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর। তুমি এই বিবাহে অনুমোদন করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।" পিতৃবৎসলা কন্যা কহিল, "পিতঃ, আপনি যে অনুমতি করিতেছেন তাহা আমার শিরোধার্য্য। এক্ষণে আমি পারস্যপতির নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমার পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। পিতৃভক্তিই আমার ঐ সমস্ত দোষের মূল কারণ।"

অনন্তর পরম সমারোহে উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল, এবং সেই উৎসব উপলক্ষে লাবী রাজ্ঞী কর্তৃক পক্ষীরূপে পরিবর্ত্তিত রাজকীয় যুবক নিজ নিজ দেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পারস্যপতি ও তদীয় মাতাকে অশেষবিধ ধন্যবাদ করিয়া স্ব স্ব দেশে গমন করিল।

তৎপরে শালে নরপতি সমন্দালপতিকে তদীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। পারস্যপতির মাতা, গালনারী ও পত্নী সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন। [illegible] শালে নরপতি [illegible] করিয়া কিছুদিন ভাগিনেয়ের রাজধানীতে অবস্থান করিয়া পরে [illegible] সহিত সমুদ্র-রাজ্যে গমন করিলেন।

আবু আয়ুবের পুত্র গানেমের ইতিহাস।

অতি পূর্ব্বকালে ডামস্কস নগরে আবু আয়ুব নামে এক [illegible] ধনশালী বণিক বাস করিতেন। তিনি গানেম নামে একটি [illegible] পুত্র ও অলকলব (অর্থাৎ হৃদয়কালিকা) নামে এক পরমসুন্দরী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

এই সময়ে সিরিয়া রাজ্যের রাজধানী ডামস্কস্ নগরে জিনেবী উপাধি-ধারী মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তিনি [illegible] এবং জুবিদের আত্মীয় এইজন্য সম্রাট তাঁহাকে এই রাজধানী দান করেন।

আবু আয়ুবের মৃত্যুর অনেক দিবস পরে, গানেম মাতার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে দেখিল, কতকগুলি কাপড়ের গাঁইটের উপর "বোগ্দাদের জন্য" এই কয়টী কথা বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে। মাতাকে তাহার উহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, "বাছা, তোমার পিতা বোগ্দাদে গমন করিয়া তথায় ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবার মানসে উহা প্রস্তুত রাখিয়া-ছিলেন।" এই কথা শুনিয়া গানেম কহিলেন, "মা, যখন পিতা ঐ সমস্ত দ্রব্য বোগ্দাদে বিক্রয় করিবার মানস করিয়াছিলেন, তখন আমি বোগ্দাদে যাইয়া তথায় উহা বিক্রয় করিয়া আসিব।" তাঁহার মাতা কহিলেন, "বৎস, তুমি বালক, বিদেশ বা বাণিজ্য কাহাকে বলে কিছুই জান না। বিশেষ এ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় না।" কিন্তু গানেম বিদেশ দর্শন ও বিদেশীয়দিগের রীতি নীতি পরিজ্ঞানার্থ এরূপ উৎসুক হইয়াছিলেন, যে তাঁহার মাতা কোনরূপেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন

না। তিনি কর্ম্মক্ষম কতিপয় শাল ক্রয় করিয়া ও এক শত উষ্ট্র ভাড়া করিয়া আনিলেন। তৎপরে উক্ত গাঁইট সকল উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া বোগ্দাদ-গামী কতিপয় বণিকের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি নির্ব্বিঘ্নে বোগ্দাদ নগরে উপস্থিত হইয়া এক গুদামে বাণিজ্য দ্রব্যাদি রাখিয়া নিজ বাসার্থে একটী সুন্দর বাটী ভাড়া লইলেন।

অনন্তর একদিবস জানেম উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিয়া বিপণীতে গমন করিলেন। বণিকগণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার আনীত দ্রব্যাদি ক্রয় করিল, কেবল একটী গাঁইট রহিল। পর দিবস উহা বিক্রয়ের জন্ত বাজারে গিয়া দেখিলেন, সমস্ত দোকান বন্ধ। এক ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, একজন প্রধান বণিকের মৃত্যু হওয়াতে সকলেই তাঁহার সমাধিস্থলে গমন করিয়াছেন। কৌতুক দর্শনার্থ জানেমও তথায় গমন করিলেন। তৎকালে তথায় প্রেতের শুভোদ্দেশে উপাসনা হইতেছিল। তদন্তে মৃতদেহ বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধিতে নিহিত হইল। তৎপরে মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থ সমাগত সকলেই আহার করিতে বসিলেন। এই প্রকারে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া পাছে চোরে তাঁহার দ্রব্যাদি বাসা হইতে অপহরণ করে এই জন্ত জানেম অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভাবনায় তাঁহার ভাল রূপ আহার হইল না। পরে যখন শুনিলেন, যে অন্যান্য বণিকেরা অদ্য বাটী যাইবে না, তখন তিনি অন্যের অজ্ঞাতে নিজ বাসভবনোদ্দেশে একাকী বহির্গত হইলেন। তখন রাত্রি অধিক হওয়াতে নগরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল। নগর প্রবেশে সমর্থ না হইয়া তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে উপকণ্ঠস্থ এক গোরস্থানে ঘাসের উপর শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন একটা আলো সেই দিকে আসিতেছে। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তিনি নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। আলোক ক্রমে সন্নিহিত হইলে দেখিলেন, দাসবেশী তিন জন লোক এক সিন্দুক স্কন্ধে লইয়া সমাধিস্থলে আগমন করিল। তৎপরে তাহারা একটা কবর খনন করিয়া তন্মধ্যে সিন্দুক প্রোথিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

সিন্দুক মধ্যে বহুমূল্য রত্নাদি লুক্কায়িত থাকিতে পারে এই আশায় তিনি ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া সিন্দুকটী কবর হইতে বাহির করিলেন। কিন্তু তাহাতে তালা বন্ধ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরে একখণ্ড প্রস্তরের আঘাতে তালা ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। দেখিলেন, তন্মধ্যে এক পরম রূপবতী যুবতী শয়ান আছে। তাহার বদনে মৃত্যুচিহ্ন কিছুই নাই, বর্ণ কিছুমাত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই, যৌবনের লাবণ্য এখনও চল চল করিতেছে, অল্পে অল্পে নিশ্বাসও বহিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রমণীর চৈতন্য নাই। যুবক অতি যত্নের সহিত সুন্দরীকে সেই অযোগ্য বাসস্থান হইতে বাহিরে আনিলেন। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু স্পর্শে যুবতীর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা জন্মিল এবং মুখ হইতে কিঞ্চিৎ তরল পদার্থ নিঃসৃত হইল। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই যুবতী নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং জানেমের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই কতকগুলি স্ত্রীলোকের নাম ধরিয়া ডাকিতে

লাগিলেন। এই স্ত্রীলোকগুলি তাঁহার পরিচারিকা। কেহই প্রত্যুত্তর দিল না দেখিয়া যুবতী নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে তিনি অজ্ঞান ভূমিতে তৃণ-শয্যায় শয়ান আছেন। তদ্দর্শনে তিনি ভীত হইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ভীতচিত্ত দেখিয়া জানেম তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া যুবতী নিজ জীবনদাতাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন "মহাশয়, যখন অধিনীর প্রতি কৃপা করিয়া এতদূর উপকার করিয়াছেন, তখন আমাকে পুনরায় সিন্ধুকে পুরিয়া অশ্বতর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নিজ আলয়ে লইয়া চলুন। তথায় আমার ইতিহাস আপনাকে শ্রবণ করাইব।"

যুবতীর ইচ্ছামত জানেম তাঁহাকে পুনরায় সিন্দুক মধ্যে আবদ্ধ করিয়া অশ্বতর পৃষ্ঠে নিজ ভবনে আনয়ন করিলেন। এতদিন বিষয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় জানেমের হৃদয়ে প্রণয় চিন্তা উদিত হয় নাই। এক্ষণে যুবতীকে দর্শন করিয়া তাঁহার চিরসুপ্ত প্রণয়লিপ্সু কোমল প্রবৃত্তিগুলি জাগরিত হইয়া উঠিল। বাটী আসিয়া তিনি স্বহস্তে যুবতীকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া নিজ গৃহে বসাইলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন। যুবতীর অনুরোধে তাঁহাকে একত্রে আহার করিতে হইল। যুবতী প্রাণদাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য ইতিপূর্ব্বেই মুখাবরণ অপনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মলকান্তি বদনমণ্ডল অবলোকনে যুবকের প্রণয় আরো বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যুবতী এই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াও শঙ্কিত বা ভীত হইলেন না; কারণ যুবকের দেবনিন্দিত মূর্ত্তি অবলোকনে তাঁহারও হৃদয়ে স্নিগ্ধ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। আহারকালে বণিকনন্দন যুবতীর অবগুণ্ঠন প্রান্তে কয়েকটি স্বর্ণাক্ষর দেখিয়া উহা দেখিতে চাহিলে যুবতী অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন। যুবক তাহাতে "হে ভবিষ্যবক্তার পিতৃবংশীয় তুমি আমার এবং আমি তোমার" এই কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া যুবতীকে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন।

যুবতী কহিল, আমার নাম কেটনাব (হৃদয়মর্ম্মপীড়াদায়িনী)। কোন দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে এই কন্যাটীকে দেখিলে একদিন না একদিন দর্শকের অমঙ্গল ঘটিবে। সেই কারণেই আমার এই প্রকার নামকরণ হইয়াছিল বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই, যে মহারাজ হারুন অল রসিদের কেটনাব নামধারিণী এক প্রেয়সী আছে। অভাগিনী সেই রমণী।"

"আমি বাল্যকাল হইতে মহারাজের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হই, এবং তাঁহারই কৃপায় নানাবিধ শিল্প ও নানা শাস্ত্র শিক্ষা করি। আমার বিদ্যা-শিক্ষায় অনুরাগ ও আমার এই যৎসামান্য রূপ দর্শন করিয়া মহারাজ অতিশয় প্রীত হন এবং স্নেহের চিহ্নস্বরূপ আমাকে অনেক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করেন। মহিষী জোবেদী তদ্দর্শনে অতিশয় ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া আমার সর্ব্ব-নাশ করণে কৃতসঙ্কল্প হন। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমি বিশিষ্ট সতর্কতার সহিত তাঁহার দুরভিসন্ধিসাধনের সমস্ত উপায় বিফল করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলাম; কিন্তু অবশেষে আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম না। কতিপয় দিবস হইল, মহারাজ বিদ্রোহী সামন্তগণের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার

জন্ত মহারাজ বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন; রাজ্ঞী এই সুযোগ পাইয়া আমার এক পরিচারিকাকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়া তদ্দ্বারা আমার পানীয় সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দেন, সেই বিষের প্রভাবে আমি প্রায় ৭।৮ ঘন্টা অচৈতন্ত ছিলাম, তৎপরে যাহা যাহা ঘটে তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আমার জীবন আপনার হস্তে; কারণ যতদিন পর্য্যন্ত কালিফ প্রত্যাগমন না করেন, ততদিন রাজ্ঞীর হস্তে আমার বিলক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা; তিনি কোনরূপে আমার সন্ধান পাইলেই আমাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। এবং আপনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন জানিতে পারিলে রাজ্ঞী আপনারও বিশেষ অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন।”

এই কথা শুনিয়া জানেম অতিশয় সম্মানের সহিত কহিলেন, “ভদ্রে, আমার দ্বারা আপনার কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। যাহাতে আপনার এস্থানে অবস্থানের কথা কোন মতে প্রকাশ না হয়, আমি তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক হইব। আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমার কদাচ ত্রুটি হইবে না। তবে আপনার অলৌকিক রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আমি মনে মনে যে আপনাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি তাহা আর প্রতিগ্রহণ করিতে পারিব না; কারণ নিজ হৃদয়ের উপর কাহার কবে প্রভুত্ব হইয়া থাকে? জানেম নামে এক ব্যক্তি আপনাকে দেবীবৎ অর্চনা করে এই কথা স্মরণ রাখিলেই এ দাস কৃতার্থ হইবে।” অনন্তর কেটনাবের পরিচর্য্যার্থ জানেম দুইটী ক্রীতদাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং অশেষ প্রকারে তাঁহার চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস একত্র অবস্থানে উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল এবং অবশেষে কেটনাব জানেমের প্রতি নিজ অনুরাগ ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু প্রবল ধর্ম্মভয় তাঁহাকে সম্রাটের প্রতি অবিশ্বাসিনী হইতে দিল না।

এদিকে জোবেদী সিন্ধুক বাটী হইতে প্রেরণ করিয়া অবধি পরম কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। চিন্তায় সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। কি উপায়ে এই ব্যাপার মহারাজের নিকট লুক্কায়িত রাখিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে যে বৃদ্ধা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে লালন পালন করিয়াছিল, তাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল, “মহিষি, কাষ্ঠময় একটী শব প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পুরাতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া বাক্স মধ্যে সংস্থাপন করুন এবং এইরূপ প্রচার করিয়া দিন যে হঠাৎ কেটনাবের মৃত্যু হইয়াছে। তৎপরে ঐ শবপূর্ণ বাক্স কবরমধ্যে সমাহিত করিয়া তদুপরি একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করান এবং দাস দাসী প্রভৃতিকে আদেশ করুন যেন সকলে কেটনাবের অকাল মৃত্যুর জন্ত শোকবস্ত্র পরিধান করে। এবং আপনি স্বয়ংও শোকবস্ত্র পরিধান করুন। অনন্তর মহারাজ প্রত্যাগমন করিলে তিনি সকলকে কৃষ্ণবসনপরিহিত দেখিয়া অবশ্যই কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন আপনি বলিবেন যে হঠাৎ কেটনাবের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তিনি সহসা এ কথায় প্রত্যয় করিবেন না, পরন্তু ভাবিবেন আপনি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহার বধ সাধন করিয়াছেন। তখন আপনি পূর্ব্বোক্ত বাক্স কবর হইতে বাহির করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত শব দেখাইয়া তাঁহার বিশ্বাস

উৎপাদন করিতে পারিবেন।” বৃদ্ধার কথা শুনিয়া রাজ্ঞী অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে এক উৎকৃষ্ট হীরক পারিতোষিক দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার উপদেশমত কার্য্যের অনুষ্ঠানে সচেষ্ট হইলেন।

কেটনাবের মৃত্যু-সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল। ক্রমে ঐ সংবাদ জানেমের কর্ণগোচর হইলে তিনি কেটনাবের নিকট তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

তিন মাস পরে কালিফ বিদ্রোহী নরপতিকে পরাজিত করিয়া মহা সমারোহে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি কেটনাবকে এই সুখের সংবাদ দিয়া সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রথমেই অন্তঃপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু অন্তঃপুরমধ্যে সমস্ত পরিজনকে শোকবস্ত্র পরিহিত দেখিয়া স্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া গেলেন। পরে জোবেদীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও শোকবস্ত্র পরিধান করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজ্ঞী কহিলেন “মহারাজ, আপনার ক্রীতদাসী কেটনাবের অকালমৃত্যুতে সকলে ঈদৃশ বেশ ধারণ করিয়াছে।” এই কথা শ্রবণমাত্র নরপতি চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মন্ত্রী জিয়াফরের ক্রোড়ে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া তিনি কেটনাবের জন্য বিস্তর বিলাপ করিলেন।

অনন্তর স্বয়ং কেটনাবের সমাধিমন্দিরে গমন করিয়া মৃত প্রেয়সীর কবর অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। রোদন শোকহ্রাসকরণের মহৌষধি; কিয়ৎক্ষণ রোদন দ্বারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নরপতি কেটনাবের সদ্গতির জন্য যাজকদিগকে তদীয় সমাধির চতুর্দ্দিকে কোরাণ পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। এই ভাবে একমাস গত হইলে, এক দিবস নরপতি বিশ্রামলাভার্থ স্বীয় পর্য্যঙ্কে শয়ান আছেন, দুইজন পরিচারিকা তাঁহার শয্যার দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট আছে। নরপতিকে নিদ্রিতবোধে একজন অপরকে কহিল, “ভগিনি, এক অতি সুসংবাদ আছে, কেটনাব অদ্যাপি জীবিত আছেন।” এই কথা শ্রবণ করিয়া অপরা আহ্লাদে আত্মবিস্মৃত হইয়া উচ্চরবে কহিল, “সে কি! এ কথা কি সত্য?” তাহার তারস্বরে জাগরিত হইয়া কালিফ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি জন্য এরূপ উচ্চরবে কথা কহিয়া আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিলে?” দাসী কহিল “মহারাজ, কেটনাব জীবিত আছেন শুনিয়া আমি আহ্লাদে এইরূপ উচ্চধ্বনি করিয়াছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।” এই কথা শুনিয়া কালিফ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “এ সংবাদ কোথায় পাইলে?” অপরা দাসী কহিল, “মহারাজ, অদ্য কোন অপরিচিত ব্যক্তি আমার হস্তে এই লিপিখানি দিয়া কহিল, ইহা মহারাজকে দিও, যদিও ইহাতে নাম স্বাক্ষর নাই, কিন্তু হস্তাক্ষর দৃষ্টে আমি বুঝিতে পারিলাম ইহা কেটনাবের হস্তলিখিত। মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দিব এইরূপ মানস ছিল।”

নৃপতি অতিশয় আগ্রহের সহিত পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রে কেটনাব নিজ বিপদের কথা আমূলতঃ বর্ণনা করিয়া অবশেষে নিজের প্রতি জানেমের যত্ন ও সমাদরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যুবকের সহিত যুবতীর বহুদিন একত্র অবস্থান অতিশয় সন্দেহসূচক, পত্রপাঠে নৃপতির মনে অত্যন্ত ঈর্ষার উদ্রেক হওয়ায়, জানেমের উপর মহারাজের বিজাতীয় ক্রোধের

প্রকাশ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ জিয়াফর মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া জানেমের গৃহ ভূমিসাৎ করিতে আদেশ করিলেন এবং কেটনাব ও জানেমকে স্বীয় সমীপে ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

রাজনিদেশ প্রাপ্তিমাত্র জিয়াফর জানেমের বাসগৃহ সন্ধান করিয়া কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে তদুদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কেটনাব গবাক্ষ দ্বারা সশস্ত্র রাজসৈনিকগণকে দর্শন করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তৎপ্রেরিত পত্রের বিপরীত ফল জন্মিয়াছে। জানেমকে নৃপতির কোপানল হইতে আপাততঃ রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে কহিলেন, "প্রিয় জানেম, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। মহারাজ আমাদিগের বিনাশের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও সময় আছে, তুমি ভৃত্যের বেশ ধারণ করিয়া শীঘ্র পলায়ন কর। নতুবা বিপদ ঘটিবে। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলে আমি রক্ষা পাইতে পারিব।" এই আকস্মিক বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া জানেম কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে কেটনাবের প্রবর্ত্তনায় তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। ভৃত্যবেশ ধারণ করায় রাজানুচরগণ কেহই তাঁহাকে সন্দেহ করিল না। তিনি অনায়াসে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

মন্ত্রী জিয়াফর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে কেটনাবের গৃহে আগমন করিলেন। কেটনাব মন্ত্রীর পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন "মন্ত্রীবর, মহারাজ আমার প্রতি কি দণ্ডবিধান করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।" মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ তোমার কেশস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং তোমার কোন আশঙ্কা নাই। শুদ্ধ তোমাকে ও তোমার জীবনরক্ষিতা বণিককুমারকে রাজসমীপে গমন করিতে হইবে।" কেটনাব কহিল "আমি রাজসমক্ষে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সেই বণিক অদ্য একমাস হইল স্বীয় বিষয় কার্য্যোপলক্ষে ডামস্কস নগরে গিয়াছে। তাহার অর্থ ও সমস্ত দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার উপর সমর্পিত আছে। যাহাতে বণিকের ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি কোনরূপে নষ্ট না হয়, অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।" "আপনার আজ্ঞা সম্পাদিত হইবে" এই কথা বলিয়া জিয়াফর কেটনাবকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। আসিবার কালীন তিনি সমভিব্যাহারী পুলিসকর্ম্মচারীকে বলিয়া আসিলেন, বাটী মধ্যে জানেমের সন্ধান করিয়া পশ্চাৎ ইহা ভূমিসাৎ করিও। সৈনিকগণ অনেক অনুসন্ধানের পরও জানেমকে না পাইয়া বাটী সমভূমি করিল এবং মন্ত্রীকে সংবাদ দিল যে জানেমকে বাটী-মধ্যে কোথাও পাওয়া গেল না।

মহারাজ মন্ত্রীকে প্রত্যাগমন করিতে দর্শন করিয়া কহিলেন "কেমন, আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছ?" মন্ত্রী কহিলেন "আজ্ঞা হাঁ, কেটনাব দ্বারদেশে আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু জানেমকে কোথাও পাওয়া গেল না। কেটনাব কহিল, "তিনি বাজারাদি ডামস্কস নগরে গমন করিয়াছেন।" জানেমের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না শুনিয়া মহারাজ ক্রোধে অধীর হইয়া মসরুরকে আদেশ করিলেন "কেটনাবকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া

স্বর। নগররক্ষক অতিশয় অনিচ্ছার সহিত হতভাগিনী কেটমাবকে গাঢ়তিমিরা-চ্ছন্ন কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

অনন্তর নরপতি সিরিয়া দেশের অধিপতিকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন।

"প্রিয় ভ্রাতঃ,

ডামস্কস্ নগরবাসী জানেম নামক কোন এক বণিক্ কেটমাবনাম্নী আমার প্রণয়াস্পদ এক ক্রীতদাসীকে হরণ করিয়াছিল। অতএব তুমি তাহাকে ধৃত করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবে এবং উপর্য্যুপরি তিন দিবস তাহাকে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত করিবে। তৎপরে তাহাকে সমস্ত নগরমধ্যে প্রদক্ষিণ করাইবে এবং ঘোষণা করাইয়া দিবে যে, খালিফের প্রণয়পাত্রীকে অপহরণ করিলে এইরূপ দণ্ডবিধান হয়। নগরপ্রদক্ষিণ শেষ হইলে তাহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিবে। পরে তাহার বাটী সমভূমি করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে এবং তাহার পিতা মাতা ভগিনী প্রভৃতি যে কেহ থাকে তাহাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া ক্রমান্বয়ে তিনদিবস নগর মধ্যে প্রদক্ষিণ করাইবে এবং প্রচার করাইয়া দিবে যদি কোন নগরবাসী তাহাদিগকে সাহায্য করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে"।

সিরিয়াপতি জিনেবি স্বভাবতঃ অতিশয় দয়াসুহৃদয়; এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় কৃপারসে আর্দ্র হইয়া গেল। কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবার যো নাই. সুতরাং তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত নগরের শান্তিরক্ষক ও অন্যান্য কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে জানেমের ভবনোদ্দেশে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন।

জানেমের মাতা বহুকালাবধি পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া তাহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া শোকবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং নিজ বাটী মধ্যে এক সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া স্বীয় কন্যা এলকলবের সহিত দিবানিশি তথায় পুত্রের জন্য বিলাপ করিতেন। কিছুদিন এইভাবে গত হইলে, মহম্মদ জিনেবি জানেমের অনুসন্ধানে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, জানেমের মাতা অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, "মহারাজ, আমাদিগের পরিচ্ছদ দর্শনে আপনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। হায়, আমাদের কি এরূপ ভাগ্য যে পুনরায় পুত্রমুখ দর্শন করিতে পাইব; হা প্রিয়পুত্র!" বলিতে বলিতে শোকে বৃদ্ধার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বৃদ্ধার ব্যবহার দর্শনে জিনেবির দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তাহাদের শোক কৃত্রিম নহে। অথচ সম্রাটের সেই দারুণ অনুমতি পালন করিতেই হইবে। কিরূপে তিনি সেই নিষ্ঠুর কথা তাহাদিগকে শুনাইবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে কহিলেন, "এস্থান আপনাদের বাসের যোগ্য নহে, আমার সহিত আগমন করুন।" তাহারা বাটী হইতে বহির্গত হইবামাত্র নরপতি গ্রামবাসীদিগকে গৃহলুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত হইলে ভূপতি বাটী ভূমি-সাৎ করিবার জন্য অনুচরবর্গকে আদেশ দিয়া এলকলব ও তাহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন। তথায় আগমন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে সম্রাটের অনুমতি জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে

অশ্বলোমজাত বস্ত্র পরিধান করাইয়া নগর মধ্যে প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিলেন। তাঁহাদিগকে এইরূপ হীনবেশে নগ্নপদে ও মুক্তকেশে নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া নগরবাসী আবাল লোক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সমস্ত দিন এই ভাবে পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারা রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। আগমনমাত্র জননী ও কন্যা উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িলেন, রাজমহিষী ও তাঁহার সহচরীগণের যত্নে বহুক্ষণ পরে তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদিত হইল। চেতনা লাভ করিয়া জানেমের মাতা একজন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, বলিতে পার, কি অপরাধে আমাদের প্রতি এরূপ গুরু দণ্ডের আদেশ হইয়াছে?" দাসী কহিল "শুনিলাম আপনার পুত্র মহারাজ হারুন অল রসিদের প্রিয়পাত্রী ফেটনাবনাম্নী এক ক্রীতদাসীকে হরণ করিয়াছেন, সেই অপরাধে আপনাদিগের প্রতি এরূপ গুরুদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।" পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছে শ্রবণ করিয়া মাতার স্নেহময় হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল, তিনি নিজের সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ধন্য মাতৃস্নেহ!

তিন দিবস এই ভাবে তাহাদিগকে নগরমধ্যে প্রদক্ষিণ করাইয়া চতুর্থ দিবসে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল, যে কোন ব্যক্তি জানেমের আত্মীয়গনকে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে এবং অবশেষে তাহার মাংস কুক্কুরগণের খাদ্য হইবে। তৎপরে জানেমের মাতা ও ভগিনীকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা সমস্ত দিবস বিনা আহারে পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য অধিবাসীগণ তাঁহাদের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ আহার সামগ্রী ও দুই এক খানি বস্ত্র প্রদান করিল। সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। এবং ক্রমে আলিপো নগর পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহারা ইউফ্রেটীস নদী পার হইলেন এবং অবশেষে বোগদাদ নগরে উপস্থিত হইয়া জানেমের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্রাটের ভয়ে জানেম ইতিপূর্ব্বেই সেই নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মনোরথ সফল হইল না।

এদিকে মহারাজ হারুন অল রসিদ প্রজাগণের মনোগত ভাব অবগত হইবার মানসে যামিনীযোগে ছদ্মবেশে নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন, ফেটনার সেই অন্ধকারময় গৃহ হইতে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছে "হে হতভাগ্য জানেম, এক্ষণে তোমার কি দশা হইয়াছে? এই অভাগিনীকে আশ্রয় দিয়াই তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হায়, মহারাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাতে তুমি যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছ। হে নির্দ্দয় কালিফ! ঈশ্বরের সূক্ষ্ম বিচারে নিশ্চয়ই তোমাকে এই অবিচারের জন্য ফলভোগ করিতে হইবে।"

ফেটনাবের এই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতির নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল যে সে নিরপরাধা এবং তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া মসরুরকে আদেশ করিলেন "এই মুহূর্ত্তে ফেটনাবকে আমার সমক্ষে আনয়ন কর।" আজ্ঞামাত্র মসরুর তাহাকে রাজসমীপে আনয়ন করিল। নৃপতি তাহাকে

অভয়দান করিয়া কহিলেন, "কেটনাব, কোন্ ব্যক্তির প্রতি আমি অবিচার করিয়াছি তাহা অকুতোভয়ে প্রকাশ কর। আমি অবশ্যই তাঁহার প্রতি সুবিচার করিব।" মহারাজের বাক্যভঙ্গীতে সাহস প্রাপ্ত হইয়া কেটনাব কোন বিষয় গোপন না করিয়া, কিরূপে জানেম তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, কি প্রকারে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াও 'কেটনাব মহারাজের প্রিয়পাত্রী' এই কথা শ্রবণমাত্র জানেম একবারে তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিরূপে কেটনাব স্বয়ং তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াও নৃপতির অপেক্ষায় দুর্জয় প্রণয়প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎসমুদায় অকপট চিত্তে বিবৃত করিলেন।

স্বমুখে নিজ দোষ স্বীকার শ্রবণ করিলে, হয়ত অন্য ব্যক্তি মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত; কিন্তু উদারচেতা নরপতি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র রুষ্ট না হইয়া বরং কেটনাবের উপর পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "নগর মধ্যে প্রচার করিয়া দাও যে আমি জানেম নামক বণিকের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে সে স্বচ্ছন্দে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। সে ব্যক্তি আগমন করিলে আমি কেটনাবের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়াইব।" কিন্তু এই ঘোষণায় কোন ফল দর্শিল না, বহুকাল পর্য্যন্ত জানেমের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

অনন্তর কেটনাব স্বয়ং জানেমের অন্বেষণে যাইবার জন্য নরপতির অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি সম্মতি প্রদান করিলে, কেটনাব এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া অশ্বতরারোহণে বাহির হইলেন। তিনি নগরস্থ তাবৎ দেবালয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া যাজকদিগকে তাঁহার মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে কহিলেন এবং সন্ধ্যাকালে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন প্রভাতে পুনরায় সহস্র মুদ্রা লইয়া বাহির হইলেন এবং রত্নবণিক্‌দিগের বিপণীতে গমন করিয়া তত্রত্য রাজপুরুষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "শুনিয়াছি, আপনি নিজ আয়ের অধিকাংশ দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করেন। আমার ইচ্ছা দীন দুঃখীদিগকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করি, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করুন্।" রাজপুরুষ কেটনাবের বেশভূষা দর্শনে তাঁহাকে রাজান্তঃপুরচারিণী স্থির করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে, আমি আহ্লাদের সহিত আপনার আজ্ঞা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনি যদি স্বহস্তে বিতরণ করিতে মানস করেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে আগমন করুন্। কল্য দুইটী হীনবেশা দরিদ্র রমণীকে নগর মধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে নিজভবনে প্রেরণ করিয়াছি। তাহাদের আকার দর্শনে বোধ হয়, তাহারা ভদ্রবংশসম্ভূতা হইবেক। এই জন্য আমার স্ত্রী তাহাদিগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা হইয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কেটনাব রাজকর্মচারীর বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহার পত্নী কেটনাবের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কেটনাব কহিলেন, "আপনার স্বামীর প্রমুখাৎ শুনিলাম, দুইটী দরিদ্র রমণী আপনার গৃহে বাস করিতেছেন, আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" [illegible] গৃহকর্ত্রী তাঁহাকে উক্ত রমণীদ্বয়ের নিকট লইয়া গেলে কেটনাব

তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি আপনাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করিতে আসিয়াছি। এই নগরে আমার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি আছে। বোধ করি, আমার দ্বারা আপনাদের কোন উপকার হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া বর্ষীয়সী রমণী অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, ঈশ্বর এপর্য্যন্ত এই অভাগিনীগণকে একবারে পরিত্যাগ করেন নাই।" এই কথা শুনিয়া ফেটনাবের কোমল হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর ফেটনাব তাঁহাকে নিজ ইতিহাস বর্ণনা করিতে অনুরোধ করাতে তিনি কহিলেন, "শুনিলাম, ফেটনাব নামক মহারাজের এক প্রণয়পাত্রী আমাদের এই দুর্দ্দশার মূল।" এই কথা শুনিয়া ফেটনাবের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, কিন্তু তিনি প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া রমণীকে সমস্ত ইতিবৃত্ত অদ্যন্ত: বিবৃত করিতে কহিলেন। রমণী কহিল, "ফেটনাব নামক মহারাজের এক প্রণয়ভাজন রমণীকে হরণ করিবার অপরাধে আমার পুত্র গানেমের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় এবং সেই কারণেই সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আমাদিগকে সিরিয়াদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। তদবধি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে কল্য আমরা এই পাপ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" ফেটনাব কহিলেন, "মা, এই অভাগিনীর নামই ফেটনাব। আমারই জন্য গানেমের ও আপনাদিগের এই দুর্দ্দশা। বাস্তবিক গানেম নির্দ্দোষী, কেবল আমাদিগের অদৃষ্টদোষে এই সমস্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। আমি মহারাজের নিকট গানেমের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়াছি। তিনি তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমার সহিত তাহার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এক্ষণে ঈশ্বরকৃপায় গানেমের দর্শন পাইলেই আমাদের দুঃখরজনী বিগত হয়।" গানেমের অপরাধ মার্জ্জনা হইয়াছে শুনিয়া তাহার মাতা ও ভগিনীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে গৃহস্বামী আসিয়া কহিল, "ভদ্রে, অদ্য এক পীড়িত যুবক উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোগদাদের চিকিৎসালয়ে আনীত হয়। যুবকের মুখ দেখিয়া বোধ হইল সে ব্যক্তি আমার পরিচিত। কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, কারণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেই যুবক নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করে, কোন প্রত্যুত্তর দেয় না। ইহাতে দয়াপরতন্ত্র হইয়া আমি তাহাকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়াছি। সাধারণ চিকিৎসালয়ে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই এবং উপযুক্ত পথ্যও প্রদত্ত হয় না, সেখানে থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণসংশয় হইত।"

হয়ত বিধাতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ভাবিয়া ফেটনাব আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আমাকে সেই পীড়িত ব্যক্তির নিকট লইয়া চলুন, তাহাকে দেখিবার জন্য আমি অতিশয় উৎসুক হইয়াছি।" পীড়িত ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া ফেটনাব দেখিলেন, এক জীর্ণ শীর্ণ যুবক নয়ন মুদ্রিত করিয়া শয়ান আছে, তাহার দুইগণ্ড অশ্রুজলে অভিষিক্ত। দর্শনমাত্র তাঁহার বোধ হইল, এই ব্যক্তি গানেম, কিন্তু সহসা নিজ দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কম্পিতকণ্ঠস্বরে কহিলেন, "গানেম!" ফেটনাবের চিরপরিচিত সুমধুর কণ্ঠস্বর

শ্রবণ করিয়া যুবক চমকিত ভাবে নয়ন উন্মীলন করিল, এবং আপনার নয়নের পুত্তলিকাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া "কি আশ্চর্য্য দৈবের লীলা" এই কথা বলিয়া উদ্বেলিত হর্ষবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কেটনাব ও রাজকর্ম্মচারীর যত্নে অবিলম্বে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। রাজপুরুষ কেটনাবকে অপসৃত হইতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে জানেমের মাতা ও ভগিনী জানেমের পরিচিত কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেটনাব জানেমের গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া জানেমের মাতা পুত্রকে দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রাজপুরুষ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, এ অবস্থায় জানেমের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার মনে সহসা নানা ভাবের উদয় হইয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। এই কথায় মাতা বিরত হইলেন। অনন্তর কেটনাব ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কালিফকে এই সংবাদ দিবার জন্য সে দিবসের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কেটনাব যথাবিধি অভিবাদন করিয়া মহারাজকে তাবৎ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি কহিলেন, যুবক আরোগ্য লাভ করিলেই তাহাকে এবং তাহার মাতা ও ভগিনীকে আমার নিকট লইয়া আসিও।

রাজপুরুষের যত্নে জানেম দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস কেটনাব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কিরূপে তিনি মহারাজের সংশয় অপনোদন করিয়াছেন, মহারাজ জানেমের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কিরূপ ঘোষণা নগর মধ্যে প্রচার করাইয়া দিয়াছেন, তৎসমুদয় বিবৃত করিলেন। শুনিয়া যুবক যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। অনন্তর তাঁহার মাতা ও ভগিনী কিরূপে অবমানিত ও নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, কেটনাব তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া যুবক অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য একান্ত বাসনা প্রকাশ করাতে কেটনাব তাঁহাদিগের সহিত যুবকের সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। অনন্তর যুবক কেটনাবের অনুরোধে নিজ ইতিবৃত্ত আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "আমি এই নগর হইতে পলায়ন করিয়া এক ক্ষুদ্র গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করি। তথায় গিয়াই আমি দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হই। তত্রত্য কতিপয় দয়ালুহৃদয় কৃষক আমাকে সেবা শুশ্রূষা করে, পরে আমার আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আমাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে এই নগরের চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করে।" তৎপরে কেটনাবও নিজ ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন। অনন্তর কেটনাব তাঁহাদিগের জন্য উপযুক্ত পরিচ্ছদ ক্রয়ার্থ রাজপুরুষকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। রাজপুরুষ পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া আনিলে, এক দিবস [illegible] রাজমন্ত্রী আগমন করিয়া জানেম এবং তাঁহার মাতা ও ভগিনীকে [illegible] লইয়া যাইবার জন্য মহারাজের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। জানেম এক [illegible]-[illegible] আরোহণ করিয়া জিয়াফরের সহিত রাজসভায় গমন করিলেন, এবং তাঁহার মাতা ও ভগিনী অশ্বতরারোহণে কেটনাবের সহিত এক [illegible] দিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

জানেম রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি অভিবাদনাদির পর কতিপয় কবিতা রচনা করিয়া মহারাজের স্তুতিবাদ করিলেন; শুনিয়া তাবৎ সভ্যগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। অনন্তর মহারাজ তাঁহাকে ফেটনাবের সহিত সাক্ষাৎ অবধি তাবৎ ঘটনা বিবৃত করিতে আদেশ করিলেন। যুবক অকপট হৃদয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে নৃপতি তাঁহার উপর পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন এবং রাজসভায় যাবজ্জীবন উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। যুবক ইহাতে সম্মত হইলে মহারাজ তাঁহার উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। অনন্তর রাজমন্ত্রী ও জানেমকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি এলকলম্বের রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া কহিলেন, "সুন্দরি, তোমার প্রতি অজ্ঞানবশতঃ আমি যে অত্যাচার করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার পাণিগ্রহণ করিব। এতদ্দ্বারা জোবেদীর অপরাধের ও সমুচিত দণ্ডবিধান করা হইবে।" অনন্তর তিনি জানেমের মাতাকে কহিলেন, "ভদ্রে, তুমি অদ্যাপি যৌবনসীমা অতিক্রম কর নাই, আমার ইচ্ছা আমার প্রধান মন্ত্রীর সহিত তোমার বিবাহ হয়।" তিনি সম্মত হইলে, মহাসমারোহে তিন জনের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া সাহারজাদী কহিলেন "মহারাজ, অনুমতি করিলে আগামী রাত্রিতে এতদপেক্ষা মনোহর উপন্যাস আপনাকে শুনাইতে পারি।" ভারতবর্ষপতি সম্মত হইলে, পর রাত্রিতে অমাত্যদুহিতা নিম্নলিখিত প্রকারে গল্প আরম্ভ করিলেন।

যুবরাজ জেইন এলাস্‌মান ও দৈত্যপতির উপন্যাস।

একদা বালসোরা নগরে এক বিভবশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজাগণ তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। কিন্তু সন্তান অভাবে নৃপতি সাতিশয় দুঃখিত ছিলেন। তিনি সন্তান কামনায় রাজ্যস্থ ধর্ম্মযাজকগণকে বিস্তর অর্থ প্রদান করেন। তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে কালক্রমে নরপতির এক পুত্র জন্মিল। ভূপতি পুত্রের জেইন এলাস্‌মান অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি সদৃশ রূপবান্ নাম রাখিলেন। দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া বলিল, রাজপুত্র অতিশয় সাহসী ও দীর্ঘজীবী হইবে, কিন্তু তাঁহাকে নানা বিপদে পতিত হইতে হইবে।

দৈবজ্ঞগণ বিদায় হইয়া গেলে নরপতি পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার্থ সাক্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পুত্র ক্রমে বিবিধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ নরপতির মৃত্যু হইল, মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাজপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে অতিশয় কুক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র আমোদে লিপ্ত থাকিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই পিতৃসঞ্চিত অতুল বিভব নিঃশেষ হইয়া গেল। ক্রমে প্রজাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং রাজ্যমধ্যে অচিরাৎ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। তখন রাজমাতা এক দিবস পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার আসন্ন

বিপদের বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মাতার কথায় পুত্রের চৈতন্যো-দয় হইল। তিনি নিজ কুক্রিয়াসক্ত প্রিয়পাত্রগণকে অপসারিত করিয়া বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মন্ত্রীগণের হস্তে রাজকার্য্য নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু পৈতৃক সমস্ত ধন ব্যয়িত হওয়ায় অতিশয় মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এক দিবস রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সহাস্য বদনে তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া বলিল "জেইন, জগতের নিয়ম এই দুঃখের পর সুখ হইয়া থাকে। যদি তুমি নিজ দুরবস্থা দূর করিতে চাও, এই মুহূর্ত্তে কায়রো নগরে গমন কর, তথায় গমন করিলে অদৃষ্ট তোমার প্রতি পুনরায় সুপ্রসন্ন হইবে।"

প্রভাতে তিনি মাতাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। তিনি বলিলেন, "বৎস, অমূলক স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইও না।" কিন্তু এই স্বপ্নের প্রতি বালভূপতির এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি মাতার নিষেধ না শুনিয়া, অমাত্যবর্গের উপর রাজ্যভার নিক্ষেপ করিয়া একদিন রাত্রিকালে একাকী কায়রো নগরে যাত্রা করিলেন। পথে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি কায়রো নগরে এক দেবালয়দ্বারে উপনীত হইলেন। পথশ্রমে দেব-মন্দিরের দ্বারে শয়ন করিবামাত্র তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় পুনরায় স্বপ্নে দেখিলেন, পূর্ব্বদৃষ্ট বৃদ্ধ আসিয়া কহিতেছে "বৎস, তুমি কেবল আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া এত দূর আগমন করিয়াছ দেখিয়া আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই তোমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম। আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, তুমি প্রকৃত সাহসী বটে। এক্ষণে স্বগৃহে প্রতিগমন কর। তথায় তুমি প্রভূত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে।" বালসোরাপতি জাগরিত হইয়া মনে মনে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগি-লেন "হায়! আমি কি নির্ব্বোধ। স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিলাম। যাহাহউক আমি যে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, এই পরম লাভ। কারণ তাহা হইলে তাহারা আমার কত উপহাস করিত।"

অনন্তর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া জননীকে যাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। বুদ্ধিমতী মাতা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "বৎস, এই স্বপ্নভাব ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ কর, তাহা হইলেই তোমার আশা ফলবতী হইবে।"

বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া যুবক তৃতীয় বার স্বপ্ন দেখিলেন, সেই বৃদ্ধ আসিয়া বলিতেছে, "সাহসিক যুবক, তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। কল্য প্রাতে তোমার পিতার বাসগৃহ খনন করিলেই তন্মধ্যে প্রভূত স্বর্ণ প্রাপ্ত হইবে।" প্রভাতে জাগরিত হইয়া যুবক সর্ব্ব প্রথমে মাতাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলেন। মাতা নিষেধ করিলেও যুবক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া একাকী কুদ্দাল হস্তে পিতার বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ খনন করিয়া তিনি একখানি শ্বেতবর্ণ প্রস্তর দেখিলেন। ইহা উত্তোলন করিবামাত্র একটী দ্বার দেখিতে পাইলেন। দ্বার দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি এক আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দেখিলেন দ্বারের পার্শ্বে কতিপয় শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত সোপান রহিয়াছে। তদ্দ্বারা অবরোহণ করিয়া এক প্রশস্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন

দেখিলেন গৃহটী কাচনির্ম্মিত এবং তন্মধ্যে দশটি পাত্র সুবর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা লইয়া মাতাকে দেখাইলেন। মাতা তদ্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া পুত্রের সহিত ভূগর্ভস্থ গৃহমধ্যে আগমন করিলেন। গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ দর্শন করিতে করিতে গৃহের এক কোণে একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত চাবি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী গৃহের দ্বার মুক্ত করিলেন। এই গৃহের মধ্যস্থলে নয়টী সুবর্ণময় স্তম্ভ আছে; তন্মধ্যে আটটীর উপর আটটী হীরক নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহাদের আলোকে গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। নবম স্তম্ভের উপর একখানি শ্বেতবর্ণ সাটিন পাতিত রহিয়াছে তদুপরি এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে "বৎস, বহুকষ্টে এই কয়েকটী প্রতিমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। যদিও এই কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তি অতি সুন্দর বটে, কিন্তু নবমটীর সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। যদি তুমি সেইটী আহরণ করিতে মানস কর, তবে কায়রো নগরে গমন করিয়া মোবারিক নামক এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ কর। সে পূর্ব্বে আমার দাস ছিল; তাহাকে আত্ম-পরিচয় দিলে সে তোমার যথেষ্ট সমাদর করিবে এবং কোথায় ঐ নবম প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যাইবে, তাহারও সন্ধান বলিয়া দিবে।" ঐ কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া নবম প্রতিমূর্ত্তি লাভার্থ যুবকের অতিশয় আগ্রহ জন্মিল। তিনি মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কায়রো নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, মোবারিক তথাকার এক অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি; সুতরাং তাহার বাস-ভবন সন্ধান করিয়া লইতে কোন কষ্ট হইল না। নবভূপাল মোবারিকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধ কহিল, "আপনার জন্মের পূর্ব্বেই আমি আপনার পিতার কার্য্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অতএব আপনি যে মৃত বালসোরাপতির পুত্র তাহার এমন কোন প্রমাণ প্রদর্শন করুন, যাহাতে আমার প্রত্যয় জন্মিতে পারে।" ইহাতে যুবক তাঁহাকে ভূগর্ভস্থ গৃহের বিষয় অবগত করাইলেন এবং নিজের আগমন প্রয়োজনও ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে বৃদ্ধ যুবককে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন 'আপনি যে আমার প্রভুর পুত্র তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যাহাতে আপনার মনোরথসিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।' অনন্তর বৃদ্ধ সে দিবস নবভূপতির সম্মানার্থ মহাসমারোহে একটী ভোজ প্রদান করিলেন এবং ভৃত্যভাবে তাঁহার সেবা করিলেন। পর দিবস উভয়ে নানা অনুচর সমভি-ব্যাহারে উদ্দেশ্যসাধন মানসে যাত্রা করিলেন। বহুদেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এক রম্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় মোবারিক ভৃত্যদিগকে আনীত দ্রব্যাদি রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া এলানুমানকে সঙ্গে লইয়া এক হ্রদের তীরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন 'এই হ্রদ পার হইলেই যেখানে নবম প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়াছে সেই ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হইব। এক্ষণে সাহস অব-লম্বন কর।' যুবক কহিলেন, "এখানে কোনপ্রকার জলযান দেখিতেছি না, কিরূপে পার হইব?" বৃদ্ধ কহিল, "এখনি দৈত্যপতি প্রেরিত একখানি মায়া-ময় তরী আমাদিগকে লইতে আসিবে। নৌকায় আরোহণ করিয়া আর কোন কারণে কোন কথা কহিও না; কথা কহিলেই নৌকা জলমগ্ন হইবে।" বলিতে বলিতেই এক বিকটাকার দৈত্য একখানি নৌকা লইয়া আসিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে

তাহাদিগকে পর পারে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া তরীর সহিত অদৃশ্য হইয়া গেল। মোবারিক কহিল, "একণে আমরা পুনরায় কথা কহিতে পারি, এই দ্বীপ দৈত্য-পতির অধীন, এই দ্বীপের ন্যায় মনোরম স্থান জগতে আর নাই। দেখ, বৃক্ষগণ কেমন ফলভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে, নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে, নানাজাতীয় পক্ষিগণ কেমন সুমধুর স্বরে গান করিতেছে।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা মরকতময় প্রাসাদের সম্মুখীন হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া মোবারিক ভূতলে দুই খানি সুদীর্ঘ বস্ত্র পাতিয়া জেইনকে তদুপরি উপবেশন করিতে বলিয়া কহিলেন "একণে আমি ইন্দ্রজাল প্রভাবে দৈত্যপতিকে এখানে আনয়ন করিব। তিনি আবির্ভূত হইলে তুমি যথাবিধি অভিবাদনের পর বিনীতভাবে এই কথা বলিও 'দৈত্য-নাথ, আমার স্বর্গীয় পিতা আপনার একান্ত অনুগত ছিলেন, আপনি তাঁহাকে যেরূপ অনুগ্রহ করিতেন আমার প্রতিও সেই অনুগ্রহ করেন এই আমার প্রার্থনা। আমি নবম প্রতিমূর্ত্তি লাভের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে পরম বাধিত হইব।' কিন্তু সাবধান, যেন, এই বস্ত্রের উপর হইতে অপসৃত না হও।" এই উপদেশদানের কিয়ৎক্ষণ পরেই হঠাৎ বিদ্যুতালোকে তাহাদের নয়ন ঝলসিয়া উঠিল: ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল; সমস্ত দ্বীপ গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইল; প্রবলবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল; ঘন ঘন ভূকম্পে পৃথিবী যেন রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। ক্ষণকাল পরেই দৈত্যপতি এক সুন্দর পুরুষের আকারে আবির্ভূত হইলেন। নবভূপতি মোবারিকের উপদেশমত বিনীতভাবে নিজ অভিপ্রায় দৈত্যপতিকে নিবেদন করিলে তিনি কহিলেন, "বৎস, আমি ইতিপূর্ব্বেই তোমাকে স্নেহদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছি। আমিই তোমার পিতার দ্বারা সাটিনের উপর সেই কয়েকটী কথা লেখাইয়া রাখি। আমিই বৃদ্ধবেশে তোমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছি। আমি তোমার পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে আমি তোমাকে নবম প্রতিমূর্ত্তি দান করিব। একণে তুমি শপথ করিয়া বল, যে তুমি পঞ্চদশবর্ষীয়া এরূপ একটী বালিকা এই দ্বীপে আনয়ন করিবে, যে সতীত্বের আদর্শ, যে মনে মনেও কদাচ প্রণয়ের বিষয় চিন্তা করে নাই। তাহা হইলেই তোমার মনোরথ সফল হইবে। বালিকাটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী হওয়া চাই এবং এস্থানে আনয়ন কালে তুমি স্বয়ং মনে মনেও তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারিবে না।"

জেইন দৈত্যপতির কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন "প্রভো, কিরূপে আমি সতীত্ব পরীক্ষা করিয়া লইব?" দৈত্যপতি তাঁহাকে একখানি দর্পণ দিয়া কহিলেন "যদি কোন বালিকার প্রতিবিম্ব এই দর্পণে পতিত হইলেও দর্পণ ম্লান না হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছ থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও সেই বালিকা প্রণয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা।" অনন্তর জেইন দৈত্যপতির নিকট দর্পণ লইয়া পূর্ব্ববৎ হ্রদ পার হইয়া মোবারিকের সহিত কায়রো নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপরে তাঁহারা কিছুদিন কায়রো নগরে অবস্থান করিয়া তত্রত্য বৃহদংশের

পরম্পরা বাঁদী বালিকাকে পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কেহই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিল না। অনন্তর তাঁহারা নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ বোগ্দাদে গমন করিয়া এক উৎকৃষ্ট বাটী ভাড়া লইলেন। তথায় থাকিয়া তাঁহারা দরিদ্রগণকে বিস্তর অর্থ দান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাসভবনের নিকট এক অতি অহঙ্কারী ও পরশ্রীকাতর ধর্ম্মযাজক বাস করিত। সে জেইনের অসামান্য বদান্যতার কথা শুনিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং এক দিবস ঈশ্বরোপাসনার সময় দেবালয় মধ্যে সমাগত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ভ্রাতৃগণ, তোমরা জেইন নামক নবাগত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিও না। এই ব্যক্তি নিজ দেশে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সম্প্রতি প্রভূত অর্থ অপহরণ করিয়া স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে নৃপতিকে এই বিষয়ের সংবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।"

মোবারিক এই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে এই বক্তৃতা শ্রবণমাত্র ক্রতপদে ধর্ম্মযাজকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া কহিল "মহাশয়, মহারাজ জেইন আপনার গুণের কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। তিনি আপনার সহিত আলাপ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। এক্ষণে আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিলে, তিনি একান্ত বাধ্য হইবেন।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ, ধর্ম্মযাজকের হস্তে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল। অর্থলুব্ধ দুর্বৃদ্ধির সাদরে মোবারিক দত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া পরদিবস দেবমন্দিরে সমাগত ব্যক্তিবর্গকে কহিলেন "কল্য জেইন নামক আগন্তুক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। তাঁহার কতিপয় শত্রু তৎসম্বন্ধে আমাকে অলীক সংবাদ প্রদান করিয়াছিল। তিনি বালসোরা নগরের অধিপতি ও পরম ধার্ম্মিক।"

অনন্তর ধর্ম্মযাজক জেইনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। জেইন দুর্বৃদ্ধিকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন, তাঁহাকে নিজ বোগ্দাদবাসের কারণ অবগত করাইলেন। ধর্ম্মযাজক কহিল, "আপনি যেরূপ বালিকার অন্বেষণ করিতেছেন, আমার সন্ধানে সেইরূপ একটী কুমারী আছে। তাহার পিতা পূর্ব্বে মহারাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বোধ করি আপনার ন্যায় সুপাত্র পাইলে কন্যার বিবাহ দেওয়ায় তাঁহার কোন আপত্তি নাই।" অনন্তর ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে কন্যার পিতার নিকট লইয়া গিয়া কহিলেন "ইনি বালসোরা নগরের অধিপতি, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাসনা করেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ইনি কন্যাকে একবার দেখিতে চান। এ বিষয়ে আপনার মত কি?" বৃদ্ধ মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কন্যাকে জেইনের সমক্ষে আনয়ন করিলেন। বালিকার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া যুবক বিস্মিত হইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি দর্পণ বাহির করিয়া কন্যার সম্মুখে ধরিলেন। কন্যার প্রতিবিম্ব দর্পণে পতিত হইলেও দর্পণ কিঞ্চিন্মাত্র মলিন হইল না দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী সম্মত হইলেন। সেই দিনই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল। কিছুদিন বোগ্দাদে অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা কন্যা সমভিব্যাহারে পুনরায় কায়রো নগরে

গাত্রোত্থান করিলেন এবং তথা হইতে দৈত্যপতির নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে কন্যা কহিল, "আমার স্বামীর রাজত্ব আর কত দূর আছে ?" মোবারিক কহিল "ভদ্রে, আপনার নিকট প্রকৃত ঘটনা আর গোপন রাখা বৃথা। যুবরাজ দৈত্যপতিকে প্রদান করিবার জন্যই আপনার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা দৈত্যপতির নগরে উপস্থিত হইয়াছি; অবিলম্বেই আপনি দৈত্যনাথের করে সমর্পিত হইবেন; অতএব তদর্থ প্রস্তুত হউন।" এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ মাত্র অসহায়া বালিকা করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল এবং কহিল "কৃপা করিয়া অনাথা বালিকাকে রক্ষা করুন। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তোমাদিগকে ঈশ্বর সমীপে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।" কিন্তু যুবক বা বৃদ্ধ কেহ তাহার রোদনে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে দৈত্য-পতির করে সমর্পণ করিল। দৈত্যনাথ কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন "বৎস, আমি তোমার আচরণে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি স্বীয়রাজ্যে প্রতিগমন কর। তথায় সেই ভূগর্ভস্থ গৃহমধ্যে নবম প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। তোমার গমনের পূর্ব্বেই আমি দৈত্য দ্বারা সেই প্রতিমূর্ত্তি তথায় পাঠাইয়া দিব।" যুবক দৈত্যপতিকে ধন্যবাদ দিয়া মোবারিকের সহিত পুনরায় কায়রো নগরে আগমন করিলেন। তথায় কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করিয়া স্বীয় রাজধানী উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি নিয়ত নিজ পরিণীতা বালিকার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তিনিই তাহার সমস্ত দুর্দ্দশার মূল এই ভাবিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজধানীতে উপস্থিত হইলে বহুকালের পর তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রজাগণ আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। তিনি সর্ব্ব প্রথমে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলে পুত্র নবম প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া মাতা পুলকিতহৃদয়ে কহিলেন "আইস, বৎস, সেই প্রতিমূর্ত্তি দর্শনার্থ ভূগর্ভস্থ গৃহে গমন করি।" অনন্তর উভয়ে গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, হীরকময় প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে স্তম্ভোপরি কমনীয় রমণীমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। দর্শনমাত্র যুবক বালিকাকে চিনিতে পারিলেন। যুবতী কহিল, "রাজপুত্র, আমাকে দেখিয়া বোধ করি তুমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছ। তোমার আশাতরুর মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে; তুমি কত আশা করিয়াছিলে, বহুমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে একটী সামান্য বালিকা লাভে বোধ করি তোমার দারুণ মনস্তাপ হইতেছে।" যুবক কহিলেন "অমাত্যনন্দিনী, ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকে কিরূপ ভালবাসি এবং কতবার আমি নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে উপক্রম করিয়াছি। পৃথিবীর যাবতীয় হীরক একত্র করিলেও আমার চক্ষে তাহার মূল্য তোমার নিকট অতি সামান্য বোধ হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে ভীষণ বজ্রাঘাতে হঠাৎ ভূগর্ভস্থ গৃহ কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দৈত্যরাজ উপস্থিত হইয়া যেইনের মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভদ্রে, আপনার পুত্রের অসাধারণ জিতেন্দ্রিয়তা দর্শনে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছি। পৃথিবীর যাবতীয় রত্নের অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট।" অনন্তর তিনি যুবককে কহিলেন "বৎস,

সমুদায় প্রতিমূর্ত্তি হইতে উৎকৃষ্ট এই নবম প্রতিমূর্ত্তি আমার রক্ষা করিলাম, আমিও তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ উহা তোমাকে প্রদান করিলাম। যাব-জ্জীবন ইহাকে যত্নে রাখিও।” এই কথা বলিয়া দৈত্যপতি অন্তর্হিত হইলেন। সেই দিবসই নৃপতির সহিত অমাত্যকন্যার বিবাহ হইল। এবং দম্পতি পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এই গল্প শেষ করিয়া সাহারজাদী ভারতপতির আজ্ঞানুসারে পরদিবস নিম্নলিখিত উপন্যাসটী আরম্ভ করিলেন।

খোদাদাদ ও তাহার সহোদরগণ।

পুরাকালে হরন্ নগরে এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। প্রজা-গণ তাঁহাকে যেমন ভয় করিত, সেইরূপ ভক্তিও করিত। সুখের অন্যান্য সমস্ত কারণ সত্ত্বেও নরপতি একমাত্র পুত্রাভাবে অতিশয় অসুখী ছিলেন। পুত্র-কামনায় তিনি দিবা রজনী ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। একদা রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক শুভ্রকেশ ঋষি আবির্ভূত হইয়া কহিতেছেন, “তোমার উপাসনায় ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়াছেন। কল্য প্রাতে উদ্যানপালের নিকট হইতে একটী দাড়িম্ব আনয়ন করিয়া, তুমি যতগুলি পুত্র কামনা কর, ততগুলি বীজ ভক্ষণ করিও, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেক।” পরদিন নর-পতি স্বীয় পঞ্চাশৎ পত্নীতে পঞ্চাশৎ পুত্রজন্মের বাসনায় প্রীত মনে পঞ্চাশটী দাড়িম্ব বীজ ভক্ষণ করিলেন। একে একে তাঁহার সমস্ত মহিষী গর্ভবতী হইলেন, কিন্তু পিরোজী নাম্নী মহিষীর গর্ভলক্ষণ লক্ষিত না হওয়ায় নরপতি তাহার প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে এই দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য কহিলেন, “সকল রমণীর শরীরের অবস্থা সমান নহে, হয়ত পিরোজীর বাস্তবিক গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, কেবল বাহিরে কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব যদি আপনি একান্তই তাহার উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন, তাহাকে এক্ষণে বিনষ্ট না করিয়া আপনার ভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দিন।” নরপতি মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পিরোজীকে নিজ ভ্রাতা সমরের নিকট প্রেরণ করিলেন।

বাস্তবিক অমাত্যের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল, সমরের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই পিরোজীর সমস্ত গর্ভ লক্ষণ দৃষ্ট হইল। যথাকালে রাজ্ঞী এক পরম-সুন্দর সন্তান প্রসব করিলেন। সমর এই সুসংবাদ নরপতির নিকট প্রেরণ করিলে, তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া পুত্রের খোদাদাদ নাম রাখিতে কহিলেন এবং যাহাতে পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে উপেক্ষা না হয়, এই আদেশ করি-লেন। খোদাদাদ পিতৃব্যের রাজধানীতে অবস্থান করিয়া রীতিমত শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিনেই সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, বিশেষতঃ যুদ্ধবিদ্যায় এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিলেন, যে, তৎপ্রদেশে তাঁহার সমকক্ষ কেহই রহিল না।

এদিকে নরপতির অন্যান্য মহিষীগণও এক এক পুত্র প্রসব করিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল না। কালক্রমে নরপতির শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। খোদাদাদ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পাছচরণে

নিবেদন করিল, "মাতঃ! শুনিলাম আমার পিতা শত্রুগণের আক্রমণে একান্ত উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছেন। আমার একান্ত বাসনা, এই সময়ে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করি। যদিও তিনি আমাকে আহ্বান করেন নাই, আমার ইচ্ছা, প্রকৃত পরিচয় না দিয়া তাঁহার অধীনে সৈনিক-কার্য্য গ্রহণ করি এবং তাঁহার শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট প্রশংসা লাভ করি। পিতার অসময়ে এ স্থানে থাকিয়া এরূপ ভাবে জীবন ক্ষেপণে আমার একান্ত অনিচ্ছা।" মাতা, পুত্রের কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। পাছে পিতা বাধা দেন এই কারণে খোদাদাদ মৃগয়াচ্ছলে রণসজ্জায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি হরন্ নগরে উপস্থিত হইয়া নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভূপতি নবীন সৈনিকের পরম সুন্দরমূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পরিচয় ও আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। খোদাদাদ কহিলেন, "আমি কায়রোদেশীয় এক আমীরের পুত্র, দেশ দর্শন উপলক্ষে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। শুনিলাম আপনি প্রতিবেশী রাজগণের আক্রমণে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আমার বাসনা, সাধ্যানুসারে আপনার কিঞ্চিৎ সাহায্য করি।" নরপতি এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই যুবক নিজ বাহুবলে বিলক্ষণ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তিনি নরপতির একজন বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে রাজপুত্রগণের তত্ত্বাবধারক পদে নিযুক্ত হইলেন। অল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে প্রতিপত্তি লাভ করিতে দেখিয়া, রাজপুত্রগণ পূর্ব্বাবধি তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে দেখিয়া তাঁহাদিগের বিদ্বেষানল প্রচণ্ডবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া এই উপায় উদ্ভাবন করিলেন যে তাঁহারা খোদাদাদের অনুমতি লইয়া মৃগয়ার্থ গমন করিবেন, কিন্তু আর প্রত্যাগমন করিবেন না। নরপতি পুত্রগণের অদর্শনে দুঃখিত হইয়া খোদাদাদের দোষেই এই ঘটনা হইয়াছে স্থির করিয়া ক্রোধবশে তাহার প্রাণসংহার করিবেন। এইরূপে নিষ্কণ্টক হইয়া তাঁহারা পুনরায় পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

বাস্তবিক এই হিংসাপরবশ রাজপুত্রগণের আশাই ফলবতী হইল। মৃগয়ার্থ প্রস্থিত পুত্রগণের বহুদিন অদর্শনে নৃপতি খোদাদাদের প্রতি ক্রোধপরবশ হইয়া তাহাকে এই আদেশ করিলেন "যদি তুমি অমুক দিনের মধ্যে তাহাদিগের সন্ধান করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।" নৃপতির এই নিদারুণ আজ্ঞা শ্রবণমাত্র খোদাদাদ দুঃখিতহৃদয়ে সশঙ্কে তাহাদিগের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। বহুদেশ অনুসন্ধান করিয়াও তাহাদিগের কোন সংবাদ না পাইয়া হতাশহৃদয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে এক বিস্তৃত প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী এক কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সৌধের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সৌধের গবাক্ষদেশে আলুলায়িতকেশা ছিন্নবসন-পরিহিতা এক পরম সুন্দরী যুবতী উপবিষ্টা আছে। রমণী, যুবককে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কহিল "শীঘ্র এই ভয়ানক স্থান হইতে পলায়ন কর। এখানে নরমাংসলোলুপ এক রাক্ষসের বাস। সে যদ্যপি দেখিতেই উগ্রমূর্ত্তি

জন্য তাহাকে নিজ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে।” যুবক নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিল, “সুন্দরি, তুমি কে এবং কোথা হইতে এখানে আসিলে?” রমণী কহিল “আমি কায়রোদেশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দুহিতা। কল্য এই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে আমরা এই রাক্ষসের হস্তে পতিত হই। পাপিষ্ঠ আমার অনুচরবর্গকে নিহত করিয়া নিজ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অদ্য আমি তাহার আশাপূর্ণ না করিলে দুরাত্মা যে আমার উপর কিরূপ অত্যাচার করিবে তাহা বলিতে পারি না।” রমণীর কথা শেষ হইতে না হইতে সেই ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস এক তেজস্বী অশ্বারোহণে তথায় উপস্থিত হইল। যুবক ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া অসি উলঙ্গিত করিলেন। কিন্তু রাক্ষস তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে কহিল। নির্ভীক যুবক সে কথায় কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া বিপুল সাহসে রাক্ষসের উরুদেশে প্রচণ্ড প্রহার করিল। যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিয়া রাক্ষস তাহার যথার্থ নিজ প্রকাণ্ড অসি উত্তোলন করিল। কিন্তু রাজপুত্র বিচিত্র অশ্বচালনকৌশলে রাক্ষসের সে চেষ্টা বিফল করিলেন এবং দুরাত্মা দ্বিতীয়বার প্রহারের উদ্যম করিবার পূর্ব্বেই এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিলেন।

রমণী এতক্ষণ নিশ্বাস রোধ করিয়া উভয়ের তুমুল সংগ্রাম দর্শন করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রফুল্লহৃদয়ে বিজেতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “এই চাবি লইয়া আমাকে এই কারাগৃহ হইতে উদ্ধার কর।” যুবক সৌধের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে রমণী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অতুল সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। ইতিমধ্যে রোদনধ্বনি যুবকের কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি রমণীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী কহিল “যে সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তি ঐ পাপিষ্ঠের হস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহারা ঐ গৃহমধ্যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে। উহা তাহাদেরই রোদনধ্বনি।” অনন্তর সদয়হৃদয় খোদাদাদ সেই অন্ধকারময় গৃহে গমন করিয়া রমণীর সাহায্যে একে একে সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বাহিরে আসিয়া উক্ত বন্দীগণের মধ্যে, যাহাদিগের অন্বেষণে তিনি দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি একে একে সমস্ত ভ্রাতৃগণকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর খোদাদাদ অন্যান্য বন্দীগণকে বিদায় দিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এক্ষণে কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর, তোমাকে একাকিনী এস্থানে রাখিয়া যাওয়া আমাদের অনুচিত।” তখন রমণী কহিল, “মহাশয়, আমি পূর্ব্বে আপনাকে প্রকৃত পরিচয় দিই নাই। এক্ষণে আপনি আমার প্রাণ এবং রমণীর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং আপনার নিকট প্রকৃত পরিচয় গোপন করা কখনই উচিত নহে। আমি এক রাজার কন্যা। শত্রুগণ পিতার প্রাণসংহার করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করাতে আমি পলাইয়া আসিয়াছি।” অনন্তর খোদাদাদ রমণীকে তদীয় ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলে, রমণী এইরূপে আরম্ভ করিল।

“কোন এক দ্বীপে দরিয়াবার নামে একটী বিস্তৃত নগরী আছে। তথায়

ভূপতি ধন ও মানে গণ্যমান্য ছিলেন, কিন্তু সন্ততি অভাবে কোন সুখই তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি পুত্রেচ্ছায় নিয়ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। কালক্রমে তাঁহার পত্নীর গর্ভসঞ্চার হইল, কিন্তু সন্তানের পরিবর্ত্তে এক কন্যা জন্মিল। অভাগিনী সেই কন্যা। পিতা বিশেষ যত্ন সহকারে আমাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যে তাঁহার পরলোকান্তে আমিই তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হইব।

"একদা পিতা মৃগয়ার্থ গমন করিয়া এক বন্য গর্দ্দভের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া পিতা অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। অদূরে একটী আলোক দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, নিকটে গ্রাম পাওয়া যাইবে। অতএব প্রীতমনে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, এক কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য বহ্নিতে মাংস দগ্ধ করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে সুরাপান করিতেছে। নিকটে একটী পরম সুন্দরী রমণী বদ্ধাবস্থায় পতিত আছে এবং তাহার পার্শ্বে একটী শিশু পড়িয়া রোদন করিতেছে। সহসা দৈত্যকে আক্রমণ করিয়া রমণীকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে পিতা সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দৈত্য সুরাপানে বিহ্বল হইয়া রমণীকে কহিল 'সুন্দরি, এখনও আশা পূর্ণ কর, তাহা হইলে তুমি সকল বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইবে।' দৈত্যের অসঙ্গত প্রস্তাবে কুপিত হইয়া রমণী ক্রোধবিকম্পিতস্বরে কহিলেন 'পাপিষ্ঠ, তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তুচ্ছ জীবনের আশায় রমণীর সর্ব্বস্বধন সতীত্ব বিসর্জ্জন দিব?' রমণীর কথায় সুরোন্মত্ত অসুর ক্রোধভরে তাহার যথার্থ যেমন অসি উত্তোলন করিবে, অমনি পিতা অলক্ষিতে এক তীর ত্যাগ করিলেন। তীর দুরাত্মার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। পিতা রমণীর বন্ধন মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কিরূপে তিনি অসুরের হস্তে পতিত হইলেন? রমণী কহিল 'সমুদ্রতীরবাসী সারাসিন বংশীয় এক নরপতি আমার স্বামী। এই অসুর তাঁহার অধীনস্থ এক জন কর্ম্মচারী ছিল। পাপিষ্ঠ আমার প্রতি আসক্ত হইয়া আমাকে হরণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। এক দিবস আমাকে ও আমার পুত্রকে নির্জ্জনে পাইয়া বলপূর্ব্বক এই অরণ্যমধ্যে আনয়ন করিয়াছে। তদবধি আমি এই স্থানেই অবস্থান করিতেছি।'

"পিতা সে রাত্রি সেই কুটীরে বাস করিয়া পরদিন প্রাতে রমণী ও তাহার শিশুসন্তানকে সঙ্গে লইয়া নিজ রাজধানী উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে অনুচরবর্গের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা নির্ব্বিবাদে দুর্গিয়াবাদে উপস্থিত হইলেন। পিতা রমণীর পুত্রের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বালকও ক্রমে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। বালক ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিল এবং আমার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইয়া পিতার নিকটে তদ্বিষয়ের প্রস্তাব করিল। পিতা তাহাতে অসম্মত হইলে, অকৃতজ্ঞ যুবক ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার কতিপয় শত্রুর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। পিতার সিংহাসন অধিকার করিয়াই যুবক আমার গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বেই সেই পাপপুরী পরিত্যাগ করিয়া পিতার বিশ্বাসী মন্ত্রীর সাহায্যে এক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়াছিলাম।

আমি তথা হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া কোন দূর দেশে বাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। দুর্দৈববশতঃ জাহাজ জলমগ্ন হইল। আমি কোনরূপে রক্ষা পাইলাম। তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নিজ অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পশ্চাতে বহুসংখ্যক অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, কতিপয় সুসজ্জিত অশ্বারোহী সেই দিকে আগমন করিতেছে। অশ্বারোহীদিগের সেনাপতি আমার দুর্দশা-দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন 'আপনি আমার রাজধানীতে আগমন করুন। আমার মাতার গৃহে আপনি বাস করিবেন।' আমি তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সহিত গমন করিলাম এবং পথে আমার সমস্ত ইতিহাস তাঁহাকে শ্রবণ করাইলাম। বাটিতে উপস্থিত হইয়া নরপতি আমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন; যদিও আমি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম না, কিন্তু ঈদৃশ উপকারী মিত্রের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। শুভ দিনে শুভ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

"বিবাহের অল্পদিন পরেই আমার পতির প্রবল শত্রু জাজুইবারের অধিপতি রজনীযোগে স্বামীর রাজ্য আক্রমণ করিল। স্বামীর যুদ্ধের কোন আয়োজন ছিল না, সুতরাং সহজেই পরাস্ত হইলেন। স্বামী আমাকে সঙ্গে লইয়া অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া এক মৎস্যজীবীর নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে একখানি জাহাজ দেখিয়া, আমরা তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র জাহাজের আরোহী সশস্ত্র দস্যুগণ বলপূর্ব্বক আমাদের নৌকায় আগমন করিয়া আমার স্বামীকে বন্ধন করিল। তৎপরে আমাকে লইবার জন্য দস্যুগণ পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। বাক্‌বিতণ্ডা ক্রমে অস্ত্রযুদ্ধে পরিণত হইল। যুদ্ধে একে একে সমস্ত দস্যুগণ নিহত হইল, একজন মাত্র জীবিত রহিল। সেই ব্যক্তি কহিল 'এক্ষণে তোমাকে কায়রোবাসী আমার এক বন্ধুকে উপহার দিব।' পরে সেই পাপিষ্ঠ আমার স্বামীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া কায়রো নগর উদ্দেশে স্থলপথে যাত্রা করিল। কল্য এইস্থানে উপস্থিত হইয়া দস্যু অনুচরগণ সহিত নিহত হইলে, আমি এইস্থানে বন্দী হইয়াছি।"

খোদাদাদ রমণীর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন "এক্ষণে আপনি আমার সহিত আগমন করুন। আমার প্রভুর আলয়ে যাহাতে আপনি অতিশয় সম্মানের সহিত বাস করিতে পান, আমি তাহার সুবিধা করিয়া দিব। আর যদি আপনার মত হয় তবে আমি আপনার পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।" যুবতী এই শেষোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলে, সেই স্থানে তাঁহাদিগের বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। অনন্তর খোদাদাদ হরবু রাজ্যোদ্দেশে পত্নী ও ভ্রাতৃগণ সহিত যাত্রা করিলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃগণকে নিজ প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। এই কথা শুনিয়া অকৃতজ্ঞ রাজপুত্রগণের হৃদয়ে ঈর্ষানল পুনঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা খোদাদাদের নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া পিতৃরাজ্যে পলায়ন করিল। রাজা পুত্রগণকে দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া তাহাদের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পাপিষ্ঠগণ দৈত্য বা খোদাদাদ সম্বন্ধে কোন কথা

উদ্দেশ না করিয়া বলিলেন, নব নব দেশ ভ্রমণ করিতে তাঁহাদের বড় বিলম্ব হইয়াছে।

এদিকে খোদাদাদের পত্নী স্বামীর ক্ষত বিক্ষত দেহ ক্রোড়ে লইয়া রোদন-ধ্বনিতে সেই জনশূন্য প্রান্তরকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, "হে নিষ্ঠুর বিধাতঃ, তুমি কি অভাগিনীর কপালে এক মুহূর্তের জন্য সুখ লেখ নাই? হে অকৃতজ্ঞ রাজপুত্রগণ, তোমরা নরাকারে পিশাচ, তোমাদের হৃদয়ে দয়া বা কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই, নচেৎ তোমাদের জীবনদাতা ভ্রাতার বিনাশে কিরূপে তোমাদের প্রবৃত্তি হইল?" তৎকাল পর্য্যন্ত স্বামীর দেহ প্রাণবিযুক্ত হয় নাই দেখিয়া রমণী নিষ্ফল রোদন ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে চিকিৎসকের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে একজন চিকিৎসক সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, পতিদেহ পূর্ব্বস্থানে নাই। শিবিরমধ্যে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও কোথাও না পাওয়ায় বন্যজন্তুগণ উহা ভক্ষণ করিয়াছে নিশ্চয় করিয়া যুবতি অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ চিকিৎসকের কোমল হৃদয় রমণীর রোদন-ধ্বনিতে আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি অনুগ্রহ করিয়া, রমণীকে নিজ আলয়ে লইয়া গেলেন। তথায় যুবতীর প্রমুখাৎ তাঁহার পতিসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দুরাত্মা রাজপুত্রগণের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার জন্য, তেজস্বী বৃদ্ধ তেজস্বিনী বিধবাকে সঙ্গে লইয়া হরন্ নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

হরন্ নগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা শুনিলেন, "মহিষী পিরোজীর পুত্র খোদাদাদ বহুদিন অজ্ঞাতে পিতৃরাজ্যে বাস করিয়া এক্ষণে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন কেহ বলিতে পারে না। তাঁহার মাতা এই নগরে পুত্রের সন্ধানার্থ আগমন করাতে মহারাজ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। নানাস্থানে তাঁহার সন্ধান হইতেছে, কিন্তু তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। চিকিৎসক এই সুসংবাদে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহিষী পিরোজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস মহিষী দরিদ্রগণকে ধনদানমানসে এক দেবালয়ে প্রবেশ করিলে চিকিৎসকও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি রাজ্ঞীর একজন পরিচারককে কহিলেন, "ভাই, রাজ্ঞীর সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করিয়া দিতে পার? তাঁহাকে একটী গোপনীয় বিষয় অবগত করাইবার প্রয়োজন আছে।" দাস কহিল "যদি তুমি যুবরাজ খোদাদাদ সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পার, তবে আমি চেষ্টা করিতে পারি।" চিকিৎসক কহিল, "হাঁ! সেই সম্বন্ধেই বটে।" দাস কহিল, তবে তুমি আমাদিগের সহিত রাজ-প্রাসাদে আগমন কর, তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়া দাস রাজ্ঞীকে কহিল, এই অপরিচিত বৃদ্ধ খোদাদাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার মানসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করি-লেন। চিকিৎসক রাজ্ঞীর নিকট খোদাদাদের সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিলে মহিষী পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি নানাপ্রকার বিলাপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নরপতি

বনিয়েজীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া খোদাদাদের অকালমৃত্যু ও পুত্রগণের নৃশংস আচরণের বিষয় শ্রবণ করিলেন। নরপতি ক্রোধে কম্পিত দেহ হইয়া নরপতি প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া দুরাত্মা রাজপুত্রগণকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন এবং নগরমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একমাস রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন না। মন্ত্রী তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলে তিনি তাহাকে স্বীয় বধূকে (খোদাদাদের পত্নীকে) যথোচিত সম্মানসহকারে নিজ বাটীতে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র প্রধান উজির মহাসমারোহে রাজবধূকে প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। বধূ, শ্বশুর শাশুড়ীকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া খোদাদাদের শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী পুনরায় তাঁহাদিগের নিকট বিবৃত করিলেন।

অনন্তর নরপতি এক সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে মৃতপুত্রের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া উহার নিকট প্রকাশ্যরূপে মৃত পুত্রোদ্দেশে শোক করিতে লাগিলেন এবং আট দিবস নগরস্থ যাবৎ দেবালয়ে প্রেতের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আদেশ দিলেন। এবং এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে নবম দিবসে খোদাদাদের হত্যাকারী রাজপুত্রগণের প্রাণদণ্ড হইবে। নবম দিবসে তাহাদের বধার্থ সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, সন্নিহিত রাজগণ খোদাদাদের মৃত্যুতে সাহসী হইয়া বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে এবং প্রায় নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নরপতি এই অকস্মাৎ বিপৎপাতে পুত্রগণের প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া, নিজ সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিলেন। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া তুমুল যুদ্ধ চলিল, অবশেষে নরপতির পরাজয়ের উপক্রম হইল। শত্রুগণ তাঁহাকে অবরোধ করিয়া বন্দী করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় সমরাঙ্গনের এক প্রান্ত হইতে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী আগমন করিয়া নিমেষ-মধ্যে তাহাদিগের অধিকাংশকে রণশায়ী করিল, অবশিষ্ট কয়েকজন প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। নরপতি নবাগত অশ্বারোহীগণের উপর কিরূপ পরিতুষ্ট হইলেন তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, বিশেষতঃ তিনি তাহাদিগের নেতা নবীন যুবকের অদ্ভুত রণচাতুর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, যুবকও তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবক কহিলেন, "পিতঃ, আমাকে অদ্যাপি জীবিত দেখিয়া আপনি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। আপনার বিপদের সহায়তা করিবার জন্যই ঈশ্বর আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।" অনন্তর পিতাপুত্রে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে বনিয়েজীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিজ প্রিয়তমাকে দর্শন করিয়া খোদাদাদ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিরূপে তিনি কালের করালকবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন জিজ্ঞাসা করাতে খোদাদাদ কহিলেন, এক কৃষক অশ্বারোহণে দৈবক্রমে সেই পথে যাইতে যাইতে তাঁহাকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া নিজ বাটীতে লইয়া যায়। তথায় একপ্রকার বন্য ঔষধি ক্ষতস্থানে লিপ্ত করিয়া দেওয়াতে তিনি সত্বর আরোগ্য লাভ করেন। পরে তথা হইতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রবণ করিলেন যে নরপতি প্রতিবেশী রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। এইরূপ সত্য কতকগুলি বিশ্বাসী

সপ্রমাণ করিয়া তিনি নরপতির সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। নরপতি ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া উভয়কে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন "সেই বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডগণের অবশ্যই প্রাণদণ্ড করিতে হইবে?" উদারচেতা খোদাদাদ পিতৃচরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "পিতঃ, যদিও তাহারা অতি নৃশংস আচরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি তাহারা আপনার সন্তান। আমি ভ্রাতৃগণের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিলাম, প্রার্থনা করি, আপনিও তাহাদিগকে ক্ষমা করুন।" পুত্রের এই সৌজন্যপূর্ণ বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া নরপতির চক্ষে জল আসিল। তিনি সর্বজনসমক্ষে তাঁহাকে নিজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তৎপরে নিজ অপরাধী পুত্রগণের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিতে কহিলেন। তাহারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তথায় আনীত হইলে খোদাদাদ একে একে সকলের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া স্নেহভরে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার এই সুমহত্ত্বায় সমাগত জনগণ বার বার ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দুঃপ্রার্থিতের উপাখ্যান।

সম্রাট হারুণ অল রসিদের রাজত্বকালে বোগদাদ নগরে এক ধনাঢ্য বণিক বাস করিতেন। তাঁহার আবু হাসন নামক ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর আবু হাসন পৈতৃক বিপুল বিভব প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন, ভোগসুখে ব্যয় করিয়া অর্থের সার্থকতা করিবেন। পিতার কঠিন শাসনে যুবক এতদিন নিজ আশা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে স্বাধীন হইয়া যুবক চিরবাঞ্ছিত সেই মনোরথ পূর্ণ করিবার মানসে পৈতৃক বিভবের অর্দ্ধ দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং অবশিষ্ট আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিবেন, স্থির করিলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, উক্ত ভূসম্পত্তির উপস্বত্বে কোনক্রমেই হস্তক্ষেপ করিবেন না।

এইরূপ স্থির করিয়া, যুবক পৈতৃক ধন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, অর্দ্ধেক দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং অবশিষ্ট বিলাসভোগে ব্যয় করিবার মানসে বোগদাদবাসী কতিপয় সমবয়স্ক যুবকের সহিত বন্ধুতা করিলেন। তাঁহারা নিত্য নূতন নূতন আমোদ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন মহাসমারোহে ভোজ চলিতে লাগিল। বোগদাদবাসী প্রসিদ্ধ নর্তকীগণ নৃত্য গীত দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিল। সুরাপানে বিহ্বল হইয়া যামিনী কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না।

এইরূপ অপরিমিত ব্যয়ে যুবকের পিতৃধনের অর্দ্ধাংশ অল্পদিনেই নিঃশেষিত হইয়া গেল। তখন যুবকের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ভোজ প্রভৃতি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। তদর্শনে তাঁহার প্রমোদসহচর বন্ধুগণ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিল। বন্ধুগণের এইরূপ আচরণ দর্শনে যুবক সাতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজ মাতাকে মনোদুঃখ নিবেদন করিয়া কহিলেন, আমি আর একবার বন্ধুগণকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, তাহারা আমার অসময়ে সাহায্য করে কি না? অনন্তর তিনি বন্ধুগণের বাটীতে গমন করিয়া নিজ দুরবস্থা বিবৃত তাহাদিগকে

জ্ঞাত করাইলেন। তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিতেই পারিল না। বন্ধুগণের এই অকৃতজ্ঞতায় অতিশয় দুঃখিত হইয়া যুবক মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কদাচ সেই পাপিষ্ঠগণের মুখ দর্শন করিবেন না, এমন কি আর কখন বোগদাদবাসী কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিবেন না। প্রত্যহ একজন করিয়া বিদেশীকে আহার করাইয়া পরদিন বিদায় করিয়া দিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি প্রতিদিন বোগদাদের সেতুপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সন্ধ্যাকালে একজন বিদেশীয় অতিথি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আগন্তুকের সহিত আলাপ করিয়া শয়ন করিতেন এবং প্রভাতে বিদায়কালে তাহাকে বলিয়া দিতেন, "কোন বিশেষ কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে ইহজন্মে আপনার সহিত কুত্রাপি একত্র পান ভোজন করিব না।"

যুবক প্রতিদিন উক্ত নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। একদা সম্রাট হারুন অল রসিদ এক ক্রীতদাসের সহিত মোসল দেশীয় বণিকের বেশ ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বোগদাদের সেতুপরি দর্শন দিলেন। বণিক্ বোধে আবু হাসন তাঁহাকে অগ্রে নিজ প্রতিজ্ঞা অবগত করাইয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। নৃপতি যুবকের এরূপ অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইবার মানসে কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া হাসনের আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

যুবক নিজ অতিথি ও তাঁহার ভৃত্যকে বাটীতে আনয়ন করিয়া এক উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর যথাসময়ে আহার-সামগ্রী আনীত হইলে যুবক অতিথির সহিত একত্র আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে সুরাপান আরম্ভ হইল। নরপতি যুবকের মনের কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ মদ্যপান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যুবকও তাঁহার অনুরোধ অবহেলা করিলেন না। এইরূপ অধিক সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া যুবক অকপটে প্রতিজ্ঞার প্রকৃত কারণ নৃপতির নিকট ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর নরপতি কহিলেন "আপনার সদ্ব্যবহারে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। আপনার আতিথ্যগ্রহণে আমি আপনার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ হইলাম। এক্ষণে আপনার কি অভিলাষ অপূর্ণ আছে, আমার নিকট অকপটে প্রকাশ করুন। যদিও আমি সামান্য বণিক্ বটে, কিন্তু আমি বন্ধুগণের সাহায্যে বোধ করি আপনার কোন না কোন উপকার করিতে পারি।"

যুবক কহিলেন, "মহাশয়, আমার ধনে স্পৃহা নাই, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ আমার পর্য্যাপ্ত ধন আছে। মান বা কীর্ত্তি কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। তবে আমার এই একটী মাত্র ইচ্ছা আছে। বোগদাদের এই ভাগের বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক অতিশয় ভণ্ড, পরদ্বেষী ও পরনিন্দাকারী। এই মায়াবী ভণ্ড চারি জন ভণ্ড বৃদ্ধের সহিত মিলিত হইয়া নিরত লোকের কুৎসা করিয়া থাকে। তাহাদিগের অত্যাচারে প্রতিবেশীগণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আমার বাসনা এই যে যদি একদিনের জন্য আমি রাজসিংহাসনে বসিতে পাই, তবে এই কপটচারী ধর্ম্মযাজককে চারি শত ও অন্য চারিটী বৃদ্ধকে এক শত করিয়া বেত্রাঘাত করি।"

যুবকের এই অদ্ভুত বাসনার কথা শুনিয়া নৃপতি মনে করিলেন, এই [illegible]

"যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সুখের জন্য দুষ্ট দমন করিতে ইচ্ছুক হন, তিনিই সাধু। আপনার ইচ্ছা শ্লাঘ্য। বোধ করি, মহারাজ আপনার অভিপ্রায় অবগত হইলে, এক দিবসের জন্য আপনাকে রাজসিংহাসন দান করিতে আপত্তি করিবেন না। যাহা হউক, যাহাতে আপনার এই বাসনা চরিতার্থ হয়, আমি তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিব।"

এই কথা বলিয়া ছদ্মবেশী নরপতি কহিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে, একণে শয়ন করা যাউক।" যুবক কহিলেন "আমার এই মাত্র অনুরোধ, কল্য প্রভাতে যখন আপনি গমন করিবেন, তৎকালে যদি আমি জাগরিত না হই, তবে দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইবেন। একণে আসুন, শয়নের পূর্ব্বে অবশিষ্ট সুরাটুকু পান করা যাউক।" নরপতি স্বয়ং একপাত্র পান করিয়া অতি চতুরতার সহিত যুবকের অলক্ষিতে অপর পাত্রে এক প্রকার গুঁড়া মিশাইয়া উহা আবু হাসনের হস্তে প্রদান করিলেন। পান করিবামাত্র যুবকের গাঢ় নিদ্রাকর্ষণ হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক জানুদ্বয়ের উপর লম্বমান হইয়া পড়িল। তৎপরে নৃপতি দাসকে কহিলেন, এই ব্যক্তিকে স্কন্ধে তুলিয়া লও, এবং উহার বাটীটী বিশেষ করিয়া চিনিয়া লও, কারণ আমি যখন আদেশ করিব, তখন পুনরায় ইহাকে এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে।

আজ্ঞামাত্র দাস যুবককে স্কন্ধে লইয়া বাহির হইল, নরপতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহারা দ্বার রুদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইলেন। একটী গুপ্তদ্বার দিয়া প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নরপতি যুবককে নিজ বেশ পরিধান করাইবার জন্য শয্যা-গৃহের দাসগণকে আদেশ করিলেন। অনন্তর তিনি রাজপুরুষগণ ও পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "কল্য প্রভাতে যুবক জাগরিত হইলে তোমরা আমাকে যেরূপ সম্মান কর, ইহার প্রতিও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে। এই ব্যক্তি যাহা আদেশ করিবে, অবিচারিতচিত্তে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিবে। ইহাকে 'ধার্ম্মিকপালক' বলিয়া সম্বোধন করিবে। সংক্ষেপতঃ এরূপ ব্যবহার করিবে, যাহাতে এ ব্যক্তির মনে প্রতীতি জন্মে, সে বাস্তবিক সম্রাট্।"

অনন্তর তিনি প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "জিয়াফর, এই নিদ্রিত যুবককে কল্য রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইও না। এ ব্যক্তি যাহা যাহা আদেশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিও। যাহাকে যাহা দিতে কহিবে রাজকোষ নিঃশেষিত হইলেও তৎপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইও না।" 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মন্ত্রী বিদায় হইলে, নরপতি মসরুরকে বলিলেন, কল্য যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে আমাকে জাগরিত করিও।

পরদিন যথাকালে মসরুর নৃপতিকে জাগরিত করিলে, তিনি আবু হাসনের শয়ন-গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া যুবকের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজপুরুষগণ ও দুনর্তকীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নীরবে যুবকের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, তিনি একটী সুসজ্জিত প্রশস্ত গৃহমধ্যে শয়ান আছেন। গৃহের ভিত্তি ও ছাদ সুবর্ণমণ্ডিত এবং ভূতল বহুমূল্য কার্পেটে আবৃত। যে শয্যায় তিনি শয়ন করিয়া আছেন, তাহার আস্তরণপ্রান্তে মুক্তা ও হীরক

বলিয়া যুবক উঠিবার চেষ্টা করাতে মসরুর তাঁহার হস্ত ধরিয়া শয্যা হইতে তাঁহাকে উঠাইলেন। অমনি একবাক্যে রমণীমণ্ডলী মধুরস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। শুনিয়া যুবক বলিল "ঈশ্বরের কি অদ্ভুত লীলা, কল্য রজনীতে আমি আবু হাসন ছিলাম, অদ্য প্রাতে মহারাজাধিরাজ হইলাম।" অনন্তর একজন দাস তাঁহাকে সভারোহণের উপযোগী রাজবেশ পরাইয়া দিল। তৎপরে মসরুর তাঁহাকে রাজসভায় লইয়া গেল। আগমনমাত্র সভাসদগণ সকলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ দণ্ডায়মান হইল। তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজসভার শোভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; দেখিলেন রাজপুরুষগণ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে, অপর পার্শ্বে আমির ওমরাহগণ নিজ নিজ বেশের ঔজ্জ্বল্যে সভামণ্ডল আলোকিত করিতেছে।

এদিকে মহারাজ পূর্ব্ব গৃহ ত্যাগ করিয়া সভার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে পূর্ব্ববৎ অলক্ষিতভাবে যুবকের কৌতুকাবহ ভাবভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবক উপবিষ্ট হইলে প্রধান মন্ত্রী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন "ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, তিনি ইহলোকে আপনাকে পরম সুখী করেন এবং পরলোকে আপনাকে স্বর্গধামে লইয়া যান এবং আপনার শত্রুগণকে চিরকাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ করেন।" মন্ত্রীর এই স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া যুবকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, যে দৈবের প্রসাদে তিনি বাস্তবিকই মহারাজাধিরাজ হইয়াছেন। অনন্তর তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে কি করিতে হইবে? মন্ত্রী বলিলেন অগ্রে আমিরগণের অভিবাদন গ্রহণ করিতে হইবে। যুবক তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলে, ওমরাহগণ একে একে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মন্ত্রী রাজকার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় যুবকের গোচর করিলে, যুবক সুচারুরূপে তাহার মীমাংসা করিলেন। অনন্তর হাসন শান্তিরক্ষককে কহিলেন "বোগদাদনগরের অমুক অংশে যে একটী দেবমন্দির আছে, সেখানে এক ধর্ম্মযাজক ও অপর চারিটী বৃদ্ধ বাস করে। তাহাদিগকে অবিলম্বে বন্ধন করিয়া ধর্ম্মযাজককে চারি শত এবং প্রত্যেক বৃদ্ধকে এক শত করিয়া বেত্রাঘাত কর। অনন্তর তাহাদিগকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করাইয়া নগর মধ্যে প্রদক্ষিণ করাইও এবং ঘোষণা করিয়া দিও, 'যাহারা প্রতিবেশীদিগের মধ্যে পরস্পর কলহ বাধাইয়া দেয় এবং নিয়ত তাহাদের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহাদের এইরূপ দণ্ডবিধান হইয়া থাকে।' তৎপরে তাহাদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিও।" শান্তিরক্ষক "মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। রাজকার্য্য শেষ হইতে না হইতে শান্তিরক্ষক প্রত্যাগমন করিয়া নিবেদন করিল, নৃপতির আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছে এবং প্রমাণ স্বরূপ সেই স্থানের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি পত্র যুবকের হস্তে প্রদান করিল। অনন্তর যুবক মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন, "কোষাধ্যক্ষকে বল এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আবু হাসন নামক এতন্নগরবাসী এক ব্যক্তির মাতাকে দিয়া আসে।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ প্রতিপালন করিবার

বক্ত প্রস্থান করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে নিবেদন করিলেন, নৃপতির আজ্ঞা সম্পাদিত হইয়াছে। অনন্তর মসরুর সভাভঙ্গের সঙ্কেত করিবামাত্র সভাসদগণ যুবককে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তৎপরে যুবক পুনরায় অন্তঃপুরে আনীত হইলেন। আগমনমাত্র যুবতীগণ পুনরায় মধুরবাদ্যে তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। অনন্তর সুবর্ণময় পাত্রপূর্ণ নানাবিধ খাদ্য তথায় আনীত হইলে, যুবক আহারার্থ উপবেশন করিলেন। সাতজন যুবতী সাতখানি তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। যুবক একজনকে ব্যজন ও অপর ছয়জনকে আপনার উভয়পার্শ্বে বসাইয়া তাহাদিগকে একত্র আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথমতঃ যুবতীগণ আহার করিতে অসম্মত হইল, কিন্তু অবশেষে যুবকের বিশেষ অনুরোধে সম্মতি প্রদান করিল। আহারকালে যুবক রমণীগণের নাম জিজ্ঞাসা করায় প্রথমা কহিল, তাহার নাম শ্বেতগ্রীবা, অপর ছয়জনের নাম প্রবালাধরা, চন্দ্রলেখা, ভানুপ্রভা, নেত্রপ্রিয়া, চিত্তরঞ্জিনী, মঞ্জুহাসিনী। আহারান্তে মসরুর যুবককে অন্য এক প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। তথায় বিবিধ সুমিষ্ট ফল তাঁহার আহারার্থ আনীত হইল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী অপর সাতটী রমণী তাঁহাকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। যুবক তাহাদিগকে ব্যজন ত্যাগ করিয়া আহারার্থ অনুরোধ করিলেন, এবং একে একে সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তথা হইতে যুবক তৃতীয় প্রকোষ্ঠে সরবৎ পানার্থ নীত হইয়া দেখিলেন, তথায় আর সাতটী রমণী তাঁহাকে ব্যজন করিবার জন্য বিনীতভাবে দণ্ডায়মান আছে। কিয়ৎক্ষণ তথায় অতিবাহিত হইল। যুবক সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্য এক সুসজ্জিত গৃহে নীত হইলেন। তথায় অপর সাতটী রমণী তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান আছে। তাহাদিগের পার্শ্বে বিচিত্র টেবিলে বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত সাতটী পানপাত্র সুগন্ধমদ্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অন্য তিনটী প্রকোষ্ঠে যুবক সরবৎ ভিন্ন অন্য কোন পানীয় খান নাই; তাহার কারণ এই যে বোগ্দাদনগরে একটী প্রথা ছিল যে কি ইতর কি সম্ভ্রান্ত লোক কেহই দিবাভাগে সুরাপান করিত না। কেহ এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে সে সকলের হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইত।

যুবক পানার্থ উপবেশন করিয়া অনিমেষনয়নে তত্রত্য যুবতীগণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ সুন্দরী রমণী তিনি জন্মাবধি কদাচ দর্শন করেন নাই। তিনি বাদ্যকারীদিগকে বিরত হইতে আদেশ করিয়া সমীপবর্ত্তিনী এক যুবতীকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী কহিল, তাহার নাম মণিমালিনী। যুবক কহিল, "মণিমালিনি, এই পাত্র সুরাপূর্ণ করিয়া আমাকে দাও, তোমার হস্তে সুরা সমধিক প্রীতিপ্রদ হইবে।" আজ্ঞামাত্র রমণী একপাত্র সুরা যুবকের হস্তে প্রদান করিলে, যুবক কহিলেন "তোমার সম্মানার্থ আমি সুরাপান করিলাম, বোধ করি, আমার মঙ্গলার্থ একপাত্র সুরাপান করিতে তোমার কোন আপত্তি থাকিবে না।" যুবকের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া সুরাপান করিবার পূর্ব্বে রমণী বীণানিন্দিত স্বরে একটী সুমধুর গান করিলেন। শুনিয়া যুবকের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। অনন্তর যুবক দ্বিতীয়ার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, তাহার নাম

সুরধারিণী। যুবক প্রথমবার ন্যায় তাহাকেও সুরা ঢালিয়া দিতে ও অবশেষে স্বয়ং পান করিতে অনুরোধ করিলেন। যুবতীও প্রথমবার ন্যায় পানের পূর্ব্বে নিজ কোকিলকণ্ঠে একটী মধুর সঙ্গীত করিয়া যুবকের মন মোহিত করিল। এইরূপে যুবক সমস্ত রমণীর হস্ত হইতে সুরাপান করিলেন এবং সকলেই এক এক পাত্র সুরা পান করাইলেন। অবশেষে মণিমালিনী বিলক্ষণ চতুরতার সহিত এক পাত্র সুরায় পূর্ব্বোক্ত গুঁড়া মিশাইয়া যুবকের সম্মুখীন হইয়া কহিল, "মহারাজ, আমার অনুরোধে আপনাকে এই পাত্রটী পান করিতে হইবে এবং অদ্য প্রভাতে আমি যে সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করিতে হইবে। ভরসা করি সঙ্গীতটী আপনার শ্রবণের অযোগ্য হইবে না।" যুবক রমণীর হস্ত হইতে পানপাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে সঙ্গীত করিতে আদেশ করিলেন। যুবতী বীণাসংযোগে এরূপ সুস্বরে গান করিল, যুবক গানশ্রবণে মন্ত্রমুগ্ধবৎ যুবতীর মুখপানে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। গান সমাপ্ত হইলে যুবক প্রফুল্লহৃদয়ে যুবতীদত্ত পানপাত্র নিঃশেষ করিলেন। পানমাত্র যুবক ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে নরপতি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে তথায় আগমন করিয়া যুবককে স্বীয় পূর্ব্ববসনে পরিহিত করাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত দাস দ্বারা যুবকের বাটীতে প্রেরণ করিলেন এবং দাসকে আদেশ করিলেন, যেন সে যুবকের গৃহদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া আইসে।

প্রভাতে যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি দেখিলেন, নিজগৃহমধ্যে শয়ান আছেন। তিনি রাজপ্রাসাদস্থ রমণীগণের নামোল্লেখ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্নেহময়ী জননী দ্রুতগতি তথায় আসিয়া কহিলেন "বাছা, তুমি কাহাকে ডাকিতেছ? তোমার কি হইয়াছে?" মাতার কথা শুনিয়া যুবক গর্ব্বিতভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "ওগো বুদ্ধে, তুমি কাহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছ?" মাতা কহিলেন "সে কি বাছা, তুমি যে আমার পুত্র আবু হাসন। তুমি কি একবারে সব ভুলিয়া গেলে?" এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুবক কহিলেন "না, আমি তোমার পুত্র নহি; তুমি মিথ্যা-বাদিনী। আমি ধার্ম্মিকপালক হারুণ অল রসিদ।" পুত্রের প্রতি অপদেবতার দৃষ্টি হইয়াছে ভাবিয়া মাতা অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন "বাছা, চুপ্ কর, অমন কথা মুখে আনিও না। কেহ কোথা হইতে এই কথা শুনিলে মহাবিপদ্ ঘটিবে। তুমি এই দুঃখিনীর সন্তান আবু হাসন। দেখিতেছ না, তুমি যে গৃহে রহিয়াছ এই গৃহ তোমার, এই সমস্ত দ্রব্যাদি তোমার?" বৃদ্ধার কথা শুনিয়া যুবক প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন "হাঁ, ঠিক্ বটে। আমি তোমারই সন্তান। আমি ধার্ম্মিকপালক বোগদাদাধিপতি নহি।" পুত্র অপদেবতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল বোধে, মাতা আনন্দ প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে যুবক হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "পাপীয়সি মায়াবিনি, তুই আমাকে প্রতারণা করিতেছিস্, আমি কখন তোর পুত্র নহি। নিশ্চয়ই আমি ধার্ম্মিকপালক বোগদাদপতি।" এই কথায় পুনরায় রোদনমুখী হইয়া মাতা কহিলেন "বৎস, কি প্রলাপ বকিতেছ? ও কথা আর তুলিও না।

আইস, আমরা অন্য কথা কহি। কল্য নৃপতির আদেশে পাপিষ্ঠ ধর্ম্মযাজক ও তাহার সহচর চারি জন বৃদ্ধের যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ হইয়াছে। বহুসংখ্যক বেত্রাঘাত করিয়া শান্তিরক্ষক তাহাদিগকে সমস্ত নগরে প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিয়াছে। কল্য কোষাধ্যক্ষ আমাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছে।" বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া যুবকের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, কল্য তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও করিয়াছেন, সে সমস্ত কদাচ স্বপ্ন বা মায়া নহে; কারণ তাহা হইলে শান্তিরক্ষক কর্ত্তৃক ধর্ম্মযাজক ও তাহার সহচরগণের কিরূপে দণ্ড হইবে? এক সহস্র সুবর্ণমুদ্রাই বা কিরূপে তাহার মাতার হস্তগত হইবে? এই ভাবিয়া যুবক কহিলেন "তবে কদাচ আমি তোমার পুত্র নহি। কল্য আমারই আদেশে পাপমতি মঠধারী বৃদ্ধের দণ্ড হইয়াছে এবং আমিই তোমাকে সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছি। আর তুই আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিস্ না। করিলে মহাবিপদ্ ঘটিবে। আমি ধার্ম্মিক-পালক নরপতি।" কিন্তু এইরূপ ভয় প্রদর্শন করাতেও বৃদ্ধা নিবৃত্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করাতে যুবক মহাক্রুদ্ধ হইয়া নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিলেন "এখন বল মাগি, আমি কে?" স্নেহময়ী জননী তথাপি বলিতে লাগিলেন "বাছা, আমার পুত্র আবু হাসন।" হাসনের উন্মত্তবৎ চীৎকার ও তদীয় মাতার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতিবেশীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, যুবক মাতাকে প্রহার করিতে করিতে বলিতেছে "বল্, আমি ধার্ম্মিকপালক বোগ্দাদপতি।" এই ব্যাপার দর্শনে তাহারা স্থির করিল, আবু হাসন পাগল হইয়াছে। অনন্তর তাহারা নগরের উন্মত্তরক্ষককে সংবাদ দিল। উন্মত্তরক্ষক আসিয়া যুবককে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উন্মত্তাগারে লইয়া গেল। তথায় এক লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া কারাধ্যক্ষ তাহাকে প্রতিদিন পঞ্চাশ বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপ ক্রমাগত তিন সপ্তাহ কাল চলিল, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার মনের অবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। তাঁহার মাতা প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং যখনই তাঁহার মনের অবস্থার কথা উল্লেখ করিতেন, অমনি তিনি ক্রোধভরে সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

বহুদিন দারুণ প্রহার সহ্য করাতে ক্রমে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়া আসিল; স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদ্বয় প্রহারের কালিমায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। তিনি যে ধরণীশ্বর, এই বিশ্বাস অল্পে অল্পে তাঁহার মন হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন মাতা নিজ পুত্রকে প্রাত্যহিক দর্শন দিতে আসিলে, পুত্র তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া কহিল, "মা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি এক্ষণে নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াছি। এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনেই আমার এইরূপ মতিভ্রম ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। আপনি যে আমার মাতা, তদ্বিষয়ে আমার আর অণুমাত্র সংশয় নাই।"

পুত্রের উন্মত্ততা দূর হইয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কহিলেন, "বৎস, আমার বোধ হয় তোমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ এই যে, তুমি সে দিন রাত্রিতে যে বণিক্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলে সে তোমার গৃহের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া যায়, তদ্দ্বারা অপদেবতা প্রবেশ করিয়া তোমার এই অদ্ভুত মতিভ্রম জন্মাইয়া দেয়।" পুত্র কহিলেন "মা, আপনি ঠিক্ অনুভব করিয়াছেন। একণে আমার স্মরণ হইতেছে বটে যে আমি বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেও সেই দুষ্ট বণিক্ দ্বার রুদ্ধ করিয়া যায় নাই। সেই জন্যই আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর বৃদ্ধা কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া যুবককে পুনরায় স্বীয় গৃহে আনয়ন করিলেন।

বাটীতে থাকিয়া যুবক কিছুদিনের মধ্যে স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্ব নিয়মানুসারে প্রতিদিন এক এক জন অপরিচিত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লাগিলেন।

এক দিবস সন্ধ্যাকালে আবু হাসন কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বোগ্দাদের সেতুপার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মহারাজ হারুন্ অল রসিদ পূর্ব্বোক্ত মোসলদেশীয় বণিক্‌বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। এই বণিকের অসাবধানতাতেই মুক্ত দ্বার দিয়া অপদেবতা তাঁহার স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অনন্ত কষ্ট দিয়াছে এই ভাবনা যুবকের হৃদয়ে উদিত হওয়াতে, ভয়ে যুবকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি বণিকের দিকে পশ্চাৎ করিয়া অন্যমনে নদীর তরঙ্গ দর্শন করিতে লাগিলেন। নৃপতি যুবকের সহিত আরও কিঞ্চিৎ রঙ্গ করিবার মানসে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন "ভাই আবু হাসন, নমস্কার। এস আমরা পরস্পর আলিঙ্গন করি।" যুবক তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া রুক্ষভাবে কহিলেন "যাও, আমি তোমার নমস্কারও চাই না, তোমাকে আলিঙ্গন করিতেও চাই না। তুমি তোমার কার্য্যে যাও, আমি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করি না।" বণিক্‌বেশী নৃপতি কহিলেন "সে কি ভাই, তুমি কি আমাকে একবারে ভুলিয়া গিয়াছ? সে দিন রাত্রিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া কত আমোদ করিলে, আর আজ সকলই একবারে বিস্মৃত হইলে? আর একবার আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া চল।" যুবক কহিলেন "কি, তোমাকে পুনর্ব্বার নিমন্ত্রণ? তাহা কদাচ হইবে না। তোমার জন্য আমাকে যে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা অকথ্য।" কিরূপে তাঁহার জন্য যুবককে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, নৃপতি পুনঃ পুনঃ সেই বিষয় বর্ণন করিতে অনুরোধ করাতে, যুবক যাবৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশ দেখাইয়া কহিলেন "তুমিই আমার এই সমস্ত কষ্টের মূল; যদি তুমি সে দিবস প্রাতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে, তাহা হইলে আর অপদেবতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার এত দুর্দ্দশা করিতে পারিত না"। যুবকের পৃষ্ঠে প্রহারচিহ্ন দেখিয়া, নির্দ্দোষ আমোদের এইরূপ বিষম পরিণাম হইয়াছে ভাবিয়া নৃপতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি যুবককে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "ভাই, যাহা অদৃষ্টে ছিল ঘটিয়াছে। চল, একণে তোমার বাটীতে গিয়া পান ভোজন করা যাউক। ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে, কল্য এই সমস্ত কষ্ট সুখে পরিণত হইবে।"

বণিকের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া যুবক নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বণিককে নিজ বাটীতে দ্বিতীয় বার নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন।

বাটীতে আগমন করিয়া উভয়ে একত্র আহার করিলেন। আহারান্তে সুরাপান আরম্ভ হইল। যুবক সুরাপানে কিঞ্চিৎ মত্ত হইয়া উঠিলে নৃপতি কহিলেন "ভাই, তুমি কখন কাহারও প্রেমে পতিত হইয়াছ কি না?" যুবক সরল ভাবে কহিলেন "ভাই, এতাবৎকাল আমি সুরা ভিন্ন অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হই নাই। কিন্তু বলিতে কি, সে দিন স্বপ্নে যে নারী বীণাবাদন করিয়াছিল সেই আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে। বোধ করি সেইরূপ একটী নারী পাইলে আমি সুখে কালাতিপাত করিতে পারি। কিন্তু রাজান্তঃপুর ভিন্ন অন্যত্র সেরূপ রমণীরত্ন দুর্লভ, সুতরাং মাদৃশ ব্যক্তির সেই রত্নলাভের আশা দুরাশা মাত্র। এইজন্য আমি সে আশা ত্যাগ করিয়া একণে পুনরায় সুরানারীর প্রেমে আসক্ত হইয়াছি।" এইরূপ কথোপকথনের পর নৃপতি এক পাত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত গুঁড়া মিশাইয়া আবু হাসনকে কহিলেন "ভাই, তোমার মনোহারিণী সেই সুন্দরীর সম্মানার্থ এই পাত্রটী পান কর।" যুবক সহাস্যবদনে পাত্রটী নিঃশেষ করিলেন। পানমাত্র যুবক পূর্ব্ববৎ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তৎপরে ভৃত্য নরপতির আদেশে যুবককে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। আসিবারকালীন নৃপতি যুবকের গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিলেন। প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া কিঙ্কর নিদ্রিত যুবককে চতুর্থ প্রকোষ্ঠে খট্টোপরি সংস্থাপন করিল। পূর্ব্ববৎ যুবককে রাজবেশ পরিধান করাইয়া নৃপতি ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করিলেন, "যুবক জাগরিত হইলে তোমরা ইহাকে পূর্ব্ববৎ সম্মান করিও।"

পরদিন প্রভাতে নরপতি পূর্ব্ববৎ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে লুকায়িত হইয়া যুবকের নিদ্রা ভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুবকের নিদ্রাভঙ্গের উপক্রম দর্শনে যুবতীগণ মধুরস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। গান শ্রবণমাত্র যুবক নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি স্বপ্নদৃষ্ট সেই গৃহে শয়ান আছেন, সম্মুখে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট রমণীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পার্শ্বে করযোড়ে অন্যান্য পূর্ব্বপরিচিত অন্তঃপুরচারী কিঙ্করগণ বিনীতভাবে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করিতেছে। পুনরায় এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া যুবক অধর দংশন করিতে করিতে কহিলেন "হায়, অভাগার অদৃষ্টে কতই কষ্ট আছে। এই স্বপ্ন পূর্ব্ববৎ বেত্রাঘাত ও উন্মত্তকারাগারবাসের কষ্টে পরিণত হইবে। সেই দুরাত্মা বণিকই আমার সকল কষ্টের মূল, কল্য কত বিনয় করিয়া তাহাকে বলিলাম, যাইবার সময় দ্বার রুদ্ধ করিও; কিন্তু দুষ্টমতি বণিক্ আমার অনুরোধ অবহেলা করিয়া নিশ্চয়ই দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছে এবং সেই মুক্ত দ্বারে অপদেবতা প্রবেশ করিয়া পুনরায় আমার মতিভ্রম ঘটাইয়াছে। একণে আমি ঈশ্বরের হস্তে আত্মা সমর্পণ করিলাম, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।" এই বলিয়া যুবক পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিলে, চিত্তরঞ্জিনী অগ্রসর হইয়া কহিল "ধার্ম্মিকপালক, সূর্য্যদেব উদিতপ্রায়, আর নিদ্রা যাইবার সময় নাই।" যুবক কহিলেন, "সয়তান, আমার নিকট হইতে দূর হও।" অনন্তর নয়ন উন্মীলন করিয়া চিত্তরঞ্জিনীকে দেখিয়া বলিলেন "তুমি কাহাকে ধার্ম্মিকপালক বলিতেছ?" চতুরা যুবতী কহিল "মহারাজ, আমাদিগকে কি

আপনি পরীক্ষা করিতেছেন? আমরা যে আপনার চরণসেবিকা দাসী, আমরা কি আপনাকে বিস্মৃত হইতে পারি? এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবক গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপরে যাবতীয় রমণীগণ অগ্রসর হইয়া একে একে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। যুবক, যুবতীমণ্ডলীর মধ্যে সকলকেই চিনিতে পারিলেন, কিন্তু অপদেবতার দৃষ্টি হওয়াতেই তাঁহার এইরূপ মতিভ্রম ঘটিয়াছে এই সংস্কার যুবকের মনে বদ্ধমূল হইল। অনন্তর তিনি মণিমালিনী ও সুর-তারাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আমার দিব্য, সত্য করিয়া বল দেখি, আমি কে? যুবতীদ্বয় কহিল, সে কি মহারাজ, আমরা কি আপনার সহিত পরিহাস করিতে পারি? আপনি যে আমাদিগের প্রভু নন, এ ভ্রান্ত সংস্কার কিরূপে আপনার মনোমধ্যে উদিত হইল? যুবক কহিলেন "দেখ, সে দিবস তোমাদিগের সহিত সাক্ষাতের পর আমি যে সমস্ত অসৎ কার্য্য করিয়াছি ও তাহার যে ফল ভোগ করিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে অদ্যাপি হৃৎকম্প হয়।" রমণীদ্বয় কহিল "সে কি মহারাজ, আপনি ত বরাবর এখানেই আছেন? যুবক অঙ্গের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া কহিলেন, "যদি এতাবৎকাল এখানেই থাকিলাম, তবে আমার গাত্রে এত বেত্রাঘাতের চিহ্ন কোথা হইতে আসিল?" অনন্তর তিনি সন্নিহিত এক ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "আমার কানটা কামড়াও দেখি, আমি নিদ্রিত কি জাগরিত?" কিঙ্কর একপ সজোরে তাহার কর্ণ দংশন করিল যে যুবক যন্ত্রণার চীৎকার করিয়া উঠিল। এই-রূপে বহুক্ষণ প্রকৃত ঘটনা স্থির করিতে না পারিয়া ক্রমে বাস্তবিক যুবকের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিতে লাগিল। তিনি উন্মত্তবৎ এক লম্ফে রমণীগণের মধ্যে পড়িয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং একপ অঙ্গ ভঙ্গী করিতে লাগিলেন যে হারুণ অল্ রসিদ আর কোন রূপে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার উচ্চহাস্য বাদ্যাদির রব অতিক্রম করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "আবু হাসন, স্থির হও, হাসিতে হাসিতে আমার নাড়ী ছিঁড়িয়া গেল।"

আবু হাসন মোসলবেশীয় বণিককে তদবস্থায় দর্শন করিয়া সহজেই বুঝিতে পারিলেন, নৃপতি স্বয়ং বণিক্‌বেশে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তিনি সেই ভাব ব্যক্ত না করিয়া কহিলেন "বণিক্‌বর, তুমি আমায় স্থির হইতে কহিতেছ? কিন্তু তুমিই তো এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারের মূল এবং আমার ঈদৃশ দুর্দ্দশার কারণ। তোমার জন্যই আমি স্বীয় মাতাকে অপমান ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছি এবং তোমারই দোষে অবশেষে আমাকে উন্মত্তাগারে দারুণ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে।" নৃপতি কহিলেন "এক্ষণে তোমাকে এমন কোন পুরস্কার দেওয়া যাইবে, যাহাতে তুমি এই সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইতে পার। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তোমার প্রার্থনা অসঙ্গত না হইলে, আমি তাহা পূরণ করিব।"

অনন্তর নৃপতি এক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ আনাইয়া যুবককে দান করিলেন। যুবক কহিলেন, "আমার প্রথম প্রার্থনা এই যে, কি কারণে আপনি আমার মতিভ্রম জন্মাইয়া দেন তাহা প্রকাশ করেন।" নৃপতি কহিলেন "প্রজাগণের প্রকৃত ভাব পরিজ্ঞানের জন্য আমি মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে নগরমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকি। সেই ভাবে তোমার বাটীতে গমন করিয়া তোমার প্রমুখাৎ

শুনিলাম, তুমি এক দিনের জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে পারিলে দুরাত্মা ধর্ম্মযাজক ও তাহার সহচর বৃদ্ধ চতুষ্টয়কে সমুচিত দণ্ডবিধান কর। তোমার সেই আশা পূর্ণ করিবার জন্যই আমি তোমার সুরার সহিত একপ্রকার গুঁড়া মিশাইয়া দি, তাহার প্রভাবেই তুমি পানমাত্র ঘোর নিদ্রাভিভূত হও। নিদ্রাভঙ্গের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা তোমার অবিদিত নাই। তৎপরে পুনরায় সেই গুঁড়ার প্রভাবে নিদ্রিত হইলে, তোমাকে তোমার স্বীয় ভবনে রাখিয়া আসা হয়। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা প্রকাশ কর।"

যুবক কহিলেন "যখন নরপতি স্বয়ং আমার দুর্দ্দশার মূল, তখন তাহাতে আমার অনুমাত্র খেদ নাই। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে আপনি এরূপ আজ্ঞা প্রচার করুন, যাহাতে ইচ্ছা করিলেই আমি আপনার দর্শন পাই, কেহ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইতে না পারে।" যুবকের নিরতিশয় নিঃস্বার্থতা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সম্রাট রাজপুরেই যুবকের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তাহাকে নিজ সহচরপদে নিযুক্ত করিলেন এবং এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। অনন্তর যুবক স্বীয় ভবনে গমন করিয়া মাতাকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন।

মিষ্টভাষী আবু অল্প দিনের মধ্যেই আমোদপ্রিয় নরপতির অত্যন্ত স্নেহ-পাত্র হইয়া উঠিলেন। নৃপতি প্রধান মহিষী জোবেদীর নিকট যুবককে পরিচিত করিয়া দিলেন। এক দিবস জোবেদী নৃপতিকে কহিলেন "ধার্ম্মিক-পালক, বোধ করি তুমি লক্ষ্য কর নাই যে, যখনই আবু হাসন অন্তঃপুর মধ্যে আগমন করে, তখনই নুজাতুলের দিকে সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করে, নুজাতুলও তাহার প্রতি সানুরাগ কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া থাকে। সুতরাং আমার ইচ্ছা উভয়ের পরস্পর বিবাহ হউক।" নৃপতি কহিলেন "প্রিয়ে, আমি অনেক দিন হইতে আবু হাসনের নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে তাহার একটী বিবাহ দেওয়াইব। এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া সেই বিষয় পুনরায় আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। যাহা হউক, এই প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ অভিমত আছে। তুমি বিবাহের উদ্যোগ কর।"

অনন্তর মহাসমারোহে অন্তঃপুর মধ্যেই উভয়ের শুভ বিবাহ নিষ্পন্ন হইল। বর কন্যা, রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট হইতে প্রচুর উপহার প্রাপ্ত হই-লেন। বিবাহের পর আবু হাসনের পূর্ব্ব স্বভাব প্রত্যাবৃত্ত হইল, আমোদ আহ্লাদে অপরিমিত ব্যয় করাতে এক বৎসর মধ্যেই রাজদত্ত যাবৎ সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। কিরূপে নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, পতিপত্নী এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। অনেক চিন্তার পর আবু হাসন পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি; কিন্তু তদ্বিষয়ে তোমার সাহায্য আবশ্যক হইবে।" পতির আশ্বাসবাক্যে হৃষ্টচিত্ত হইয়া যুবতী কহিল "আমাকে যাহা করিতে আদেশ করিবে, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। এক্ষণে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের জন্য কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ প্রকাশ করিয়া আমার চিন্তা দূর কর।" যুবক কহিলেন "যে কৌশলে আমি অর্থোপার্জ্জনের অভিপ্রায় করিয়াছি তাহাতে রাজা ও রাজ্ঞীর সহিত কিঞ্চিৎ ধূর্ত্ততা খেলিতে

হইবেক। প্রথমতঃ আমি মৃতবৎ শয়ান থাকিব, তুমি এক শুভ্র বসনে আমার দেহ আচ্ছাদন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে রাজ্ঞীকে আমার মৃত্যুসংবাদ দিবে। রাজ্ঞী তোমাকে অতিশয় স্নেহ করেন। এই কথা শুনিলে নিশ্চয়ই তিনি যথোচিত সমারোহের সহিত আমাকে সমাহিত করিবার জন্য তোমাকে বিলক্ষণ অর্থদান করিবেন। তৎপরে তুমি মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে, আমি তোমার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ রাজার গোচর করিয়া কতকগুলি অর্থ সংগ্রহ করিব।" পত্নী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, যুবক মৃতবহনযোগ্য এক সিন্দুক মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবতী পতিদেহ শুভ্র বসনে আবৃত করিয়া বিধবার বেশে অশ্রুপূর্ণনয়নে রাজ্ঞীর নিকট গমন করিয়া স্বামীর অকালমৃত্যুর সংবাদ তাঁহার গোচর করিলেন। এই সংবাদে মহিষী প্রথমতঃ অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন, তৎপরে প্রিয় সহচরীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তাঁহাকে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। মুদ্রা হস্তে লইয়া যুবতী হৃষ্টচিত্তে স্বামীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে তৎসমস্ত প্রদান করিলেন। তৎপরে যুবতী মৃতবৎ শয়ন করিলেন এবং যুবক তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ নৃপতির গোচর করিয়া তাঁহার নিকট একশত স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর যুবক পত্নীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেন "এখনও আমাদের কার্য্য শেষ হয় নাই। রাজ্ঞী ও রাজা পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে অবশ্যই এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিবেন। সুতরাং যাহাতে আরও কিছুদিন তাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইতে না পারেন, এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে।"

এদিকে নরপতি রাজ্ঞীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজ্ঞী তৎকাল-পর্য্যন্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। ভূপতি রাজ্ঞীর সম্মুখীন হইয়া কহিলেন "তোমার প্রিয় সহচরী নানাগুণে ভূষিতা ছিল, সুতরাং তাহার আকস্মিক মৃত্যুতে কাতর হইবার কথা বটে। কিন্তু জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু ধ্রুব; অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য শোক না করিয়া যাহাতে তাহার পরকালে মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।" নরপতির কথায় অতিশয় বিস্মিত হইয়া মহিষী কহিলেন "মহারাজ, আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার প্রিয়সখী তো সুস্থ শরীরে আছেন। তাহার পতি আপনার প্রিয় বয়স্য ছিল, তাহার মৃত্যুতেই আমি শোক করিতেছি।" রাজ্ঞীর কথা শ্রবণ করিয়া নরপতি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং মসরুরের দিকে চাহিয়া কহিলেন "মসরুর, রাজ্ঞীর এই কথা শুনিয়া তোমার কি বোধ হয়? সময়ে সময়ে নারীগণের এরূপ মতিভ্রম ঘটে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মহিষী যদি সত্য সত্যই এরূপ হয় যে তুমি আবু হাসনের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছ, তবে শোক পরিত্যাগ কর। কারণ আমার প্রিয়বয়স্য সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে আছেন। এইমাত্র তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় পত্নীর অকালমৃত্যুতে কত শোক ও বিলাপ করিয়া গেলেন।" জোবেদী প্রথমে বিবেচনা করিলেন নৃপতি তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছেন, কিন্তু অবশেষে নিজ পক্ষ সমর্থনে নৃপতির দৃঢ়তা দর্শনে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন, নজাতুলের মৃত্যু হইয়াছে। তৎপরে তিনি [illegible]

করুণভাবে কহিলেন "রাজন্, এইমাত্র আমার প্রিয়সখীর স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ আমার গোচর করিয়া গেল। অতএব নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া আমি কিরূপে আপনার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি?"

এই কথায় কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া নৃপতি মসরুরকে কহিলেন "শীঘ্র দেখিয়া আইস, আবু হাসন ও তাহার পত্নী উভয়ের মধ্যে কাহার যথার্থ মৃত্যু হইয়াছে?" আজ্ঞামাত্র মসরুর আবু হাসনের বাসভবনাভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে আবু হাসন দূর হইতে মসরুরকে দর্শন করিয়া পত্নীকে মৃতবৎ শয়ন করিয়া থাকিতে কহিলেন এবং স্বয়ং তদীয় শিরোদেশে বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট রহিলেন। মসরুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে আবু হাসন কহিল "ভাই, প্রিয়া অকালে আমায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" চতুর দাস ধীরে ধীরে শবাচ্ছাদন কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া দেখিল, তন্মধ্যে বাস্তবিক নুজাতুলের মৃতদেহই রহিয়াছে। সে পূর্ব্ববৎ বস্ত্র দ্বারা শব আবৃত করিয়া আবু হাসনকে প্রবোধ দিবার জন্য কহিল "ঈশ্বরের আজ্ঞা কে লঙ্ঘন করিতে পারে? তিনি যাহার নিয়তি যেরূপ করিয়া দিয়াছেন তাহাই হইবে। অতএব ভাই, আর বৃথা শোক করিয়া কি করিবে?" অনন্তর কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া কহিল, 'স্ত্রীলোকদিগের কেমন স্বভাব, যাহা ধরিবে তাহা কখনই ছাড়িবে না। নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও তাহারা নিজ মত পরিবর্ত্তন করিবে না। কিরূপে, বলিতে পারি না, রাজ্ঞীর মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে যে তোমার মৃত্যু হইয়াছে। সেই অসঙ্গত মতের সমর্থনার্থ রাজ্ঞী মহারাজের সহিত ঘোর বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছেন। এই জন্যই প্রকৃত ঘটনা পরিদর্শন জন্য নরপতি আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া মসরুর প্রকৃত সংবাদ প্রদানার্থ রাজ্ঞীর অন্তঃপুরোদ্দেশে যাত্রা করিল এবং সহাস্য-বদনে নৃপতির সম্মুখীন হইয়া কহিল "মহারাজ, আপনার কথাই সত্য হইল; বাস্তবিক নুজাতুলেরই মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শোকে তদীয় পতি আমার নিকট কত বিলাপ করিল।" এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি কহিলেন "সুসংবাদ বটে; এক্ষণে আমি চিত্রশালার অধিপতি হইলাম। এই মাত্র রাজ্ঞী আমার সহিত বাজী রাখিয়াছেন যে যদি তাঁহার কথা মিথ্যা হয়, তবে চিত্রশালা আমার হইবে। রাজ্ঞী, এক্ষণে তোমার আর কিছু বলিবার আছে?" রাজ্ঞী সেইদিন স্বচক্ষে নুজাতুলকে পতিশোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়াছেন, সুতরাং তিনি দাসের কথায় অবিশ্বাস করিয়া কহিলেন, এই দাসকে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। আমি ধাত্রীকে আবু হাসনের বাসভবনে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি।" নৃপতি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ধাত্রী আবু হাসনের বাটীর অভিমুখে গমন করিল।

দূর হইতে ধাত্রীকে আসিতে দেখিয়া আবু হাসন শ্বেত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া মৃতবৎ শয়ন করিয়া রহিল এবং তদীয় পত্নী তাহার পাদমূলে উপবেশন করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বৃদ্ধা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিধবাবেশধারিণী যুবতীকে দর্শন করিয়া কহিল "সেই পাপিষ্ঠ দাস কি মিথ্যাবাদী! সে রাজ্ঞী ও রাজার নিকট তোমার মৃত্যুসংবাদ প্রদান করিয়া উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ বাধাইয়া দিয়াছে।" চতুরা বিধবা বাষ্পগদগদস্বরে

কহিল "যদি ঈশ্বরপ্রসাদাৎ তাহার কথা সত্য হইত, তাহা হইলে কি আমার এত বিষম হইত! তাহা হইলে আমাকে আর দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।" বৃদ্ধা পতিশোকবিধুরা যুবতীকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া দ্রুতগতি রাজ্ঞীর অভিরাভিমুখে গমন করিল এবং তদীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছে তৎসমুদায় অবিকল বর্ণনা করিল; তাহার বর্ণনা সমাপ্ত হইলে রাজ্ঞী প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন "পুনরায় মহারাজের সমক্ষে সমস্ত বিবৃত কর। তাঁহার বিশ্বাস হউক যে রমণীগণ জ্ঞানশূন্য বা মিথ্যাবাদিনী নহে। আর এই কৃষ্ণবর্ণ দাসকে পুনরায় ঐ বিষয় শ্রবণ করাও; ও, আমার মুখের উপর মিথ্যা কথা কহিতে ভীত হয় নাই।"

মসরুর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আশা করিয়াছিল যে তাহার কথা অবশ্যই সত্য বলিয়া সপ্রমাণীকৃত হইবে। কিন্তু তাহা না হওয়াতে সে নিজ সত্যবাদিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বৃদ্ধাকে কহিল "অয়ি অস্থিদন্তহীনা বৃদ্ধা, তুমি কোন্ সাহসে রাজা ও রাজ্ঞীর সমক্ষে মিথ্যা কথা কহিলে? আমি এই মাত্র দেখিয়া আসিলাম, নুজাতুলের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে এবং তাহার স্বামী পত্নীবিয়োগে শবের পার্শ্বে অধোমুখে উপবিষ্ট আছে।" দাসের কথায় অপমানিত বোধ করিয়া বৃদ্ধা ক্রোধভরে কহিল "অরে পাপিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ দাস, তুই স্বয়ং মিথ্যা বলিয়া আমার অপবাদ করিতেছিস্? তুই যদি সত্য কথা কহিতিস্, তবে এই সমস্ত বিবাদের মীমাংসা হইয়া যাইত।" এইরূপে উভয়ে উভয়ের নানা প্রকার কুৎসা করিতে লাগিল।

নরপতি এই অদ্ভুত ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আমরা চারি জনেই মিথ্যাবাদী হইতেছি। চল, আমরা সকলে একত্রে আবু হাসেনের বাটীতে গমন করিয়া প্রকৃত ঘটনা কি দেখিয়া আসি?" এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সকলেই আবু হাসেনের প্রকোষ্ঠাভিমুখে যাত্রা করিল।

আবু হাসন দূর হইতে চারি জনকে একত্র আসিতে দেখিয়া অনায়াসেই তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আইস, আমরা উভয়ে মৃতবৎ শয়ন করিয়া থাকি।" অনন্তর তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে সমস্ত দেহ শুভ্র বসনে আবৃত করিয়া গৃহের মধ্যভাগে শয়ন করিয়া রহিলেন। এদিকে রাজা ও মহিষী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়কে মৃত দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। তৎপরে রাজ্ঞী কহিলেন "হায়, পতিপ্রাণা প্রিয়সহচরী পতিশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" রাজা কহিলেন "আমার বোধ হয়, প্রিয়বয়স্য পত্নীবিয়োগে কাতর হইয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" রাজ্ঞী কহিলেন "ধাত্রীর কথায় স্পষ্টই প্রতীত হয় যে আবুহাসনই অগ্রে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।" এইরূপে পতি ও পত্নী এই উভয়ের মধ্যে কাহার অগ্রে মৃত্যু হইয়াছে এই বিষয় লইয়া রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ের ঘোর বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। অনন্তর নৃপতি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে

পারিবে, কাহার অগ্রে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব।” রাজার প্রতিজ্ঞা শেষ হইতে না হইতে আবু হাসন গাত্রোত্থান করিয়া কহিল “মহারাজ, আমিই এই পারিতোষিক পাইবার যোগ্য, কারণ আমারই অগ্রে মৃত্যু হইয়াছে।” কিয়ৎক্ষণ পরে মুজাতুল গাত্রোত্থান করিয়া রাজ্ঞীর চরণে নিপতিত হইল। প্রিয়সহচরী পুনর্জীবিত হইয়াছে দর্শন করিয়া রাজ্ঞীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কহিলেন “অয়ি দুর্বিনীতে, তোমার জন্য আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইয়াছে, কিন্তু জীবিত আছ দেখিয়া আমি তোমার যাবতীয় অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম।” এদিকে নৃপতি, আবু হাসনকে মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিয়াই রাজপ্রতিশ্রুত অর্থ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া নৃপতি উচ্চ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন “এ আবার কি নূতন কৌতুক? তুমি হাসাইয়া হাসাইয়া আমার নাড়ী ছিঁড়িয়া দিলে দেখিতেছি। যাহা হউক এরূপ নূতন রহস্য কি প্রকারে তোমার মনোমধ্যে উদিত হইল?” আবু হাসন বিনীতভাবে কহিল “মহারাজ, অত্যন্ত অমিতব্যয়ে আপনার প্রদত্ত সমুদায় অর্থ এত অল্পদিনে নিঃশেষ হওয়াতে, লজ্জায় আমি মহারাজের নিকট পুনরায় অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতে পারি নাই। অগত্যা অর্থসংগ্রহের জন্য আমাকে এই উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হউক।” রাজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন “আমার সঙ্গে আইস। তোমাদিগের স্ত্রীপুরুষকে প্রতিশ্রুত অর্থ দান করিতেছি।” রাজ্ঞী কহিলেন “মহারাজ, আপনার প্রিয়বয়স্যকে আপনি প্রতিশ্রুত অর্থ দান করুন। আমার প্রিয়সখীকে অর্থসাহায্য করিবার ভার আমার রহিল।” অনন্তর রাজ্ঞী মুজাতুলকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। এইরূপে আবু হাসন ও তাহার পত্নী রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিলেন।

আলাদিন বা অদ্ভুত প্রদীপের কাহিনী।

চীনদেশের কোন এক সমৃদ্ধিশালী নগরীতে মুস্তাফা নামক এক দরিদ্র দরজী বাস করিত। নিজ ব্যবসায়লব্ধ সামান্য অর্থে সে অতি কষ্টে পরিবার ও পুত্রের ভরণপোষণ করিত। তাহার পুত্র আলাদিন বাল্যকালে অতিশয় দুর্বৃত্ত ও অলস ছিল। দিবারাত্রি পথে পথে কতিপয় অলস বালকের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত, কদাচ পিতামাতার নিষেধ শুনিত না। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে এই সমস্ত দোষ অপগত হইবে এই আশায়, তাহার পিতা প্রথম প্রথম পুত্রকে কিছু বলিত না। কিন্তু তাহার এই আশা ফলবতী হইল না। পুত্র বাল্যকাল অতিক্রম করিলে, মুস্তাফা তাহাকে নিজ ব্যবসায় শিক্ষা করাইবার জন্য স্বীয় আপণে লইয়া গেল। কিন্তু সে অবকাশ পাইলেই আপণ হইতে পলায়ন করিত, সমস্ত দিনে আর প্রত্যাগমন করিত না। পিতা সর্ব্বদা পুত্রকে এই জন্য শাসন করিত, এমন কি কখন কখন প্রহার পর্য্যন্ত করিত; কিছুতেই পুত্রকে এই কুস্বভাব ত্যাগ করাইতে পারিল না। পুত্রের এই আচরণে বৃদ্ধ অতিশয় দুঃখিত হইল এবং তাহার মৃত্যুর পর পুত্র বা স্ত্রীর কি দশা হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া সঙ্কট রোগে আক্রান্ত হইল। বৃদ্ধ কোন প্রকারেই

এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না, অল্পদিনের মধ্যে এই রোগে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

আলাদিনের মাতা দেখিল, পুত্র কদাচ পিতার ব্যবসায় চালাইতে পারিবে না। এই জন্য বুদ্ধিমতী মাতা আপণ বিক্রয় করিয়া সেই টাকার সুদে ও সূত্র বয়নাদি দ্বারা যাহা কিছু পাইত তাহাতে কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল। পিতার মৃত্যুতে আলাদিন আরও দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল, ক্রমে তাহার চরিত্র সম্বন্ধেও নানা দোষ ঘটিতে লাগিল।

আলাদিনের পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, এক দিবস সে কোন প্রকাশ্য স্থলে ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময়ে আফ্রিকাদেশীয় কোন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ঐন্দ্রজালিক আলাদিনকে দর্শন করিয়া, তাহাকে গোপনে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি মুস্তাফার পুত্র?" যুবক কহিল "হাঁ, কিন্তু বহুদিন হইল আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র ঐন্দ্রজালিক স্নেহভরে যুবককে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "বৎস, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। দেশভ্রমণোপলক্ষে বহুদিন হইল আমি এই নগর ত্যাগ করিয়া যাই। বড় আশা করিয়াছিলাম ভ্রাতার শ্রীচরণ দর্শন করিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে সে আশা পূর্ণ করিতে দিলেন না। তোমার মুখে তোমার পিতার মুখের সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল, তুমি তাহার পুত্র হইবে।" এই বলিয়া মায়াবী ভ্রাতৃশোকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া যুবকের হস্তে কয়েকটী মুদ্রা প্রদান করিয়া কহিল, তোমার মাতাকে বলিও, সুবিধা হইলে কল্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

ঐন্দ্রজালিক প্রস্থান করিলে যুবক হৃষ্টচিত্তে মাতার হস্তে মুদ্রা কয়েকটী দিয়া কহিল, মা, আমার কি কাকা আছেন? বৃদ্ধা কহিল, "কই বাছা, আমার তাহা মনে হয় না। তবে তোমার পিতার এক ভ্রাতা ছিল বটে, কিন্তু বহু দিন হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" অনন্তর যুবক ঐন্দ্রজালিকের সহিত আলাপ সম্বন্ধে তাবৎ কথা মাতার গোচর করিল।

পর দিন পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্রজালিক পুনরায় আলাদিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে পূর্ব্ববৎ আলিঙ্গন করিয়া তাহার হস্তে দুইটী সুবর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক কহিল "বৎস, মুদ্রা দুইটী তোমার মাতাকে দিয়া কহিও, অদ্য সন্ধ্যাকালে আমি তাঁহার বাটীতে আহার করিব।" যুবক মাতাকে এই ব্যাপার অবগত করাইলে, বৃদ্ধা ঐন্দ্রজালিকের আহারের আয়োজন করিল। যথাকালে ঐন্দ্রজালিক উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিয়া, মুস্তাফা যে স্থানে সর্ব্বদা উপবেশন করিত সেই স্থানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে পুনঃ পুনঃ সেই স্থান চুম্বন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই স্থানের সম্মুখভাগে উপবেশন করিয়া মায়াবী কহিল, "ভগিনি, প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, আমি বিদেশ দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব, সিরিয়া, মিসর ও আফ্রিকা প্রভৃতি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি জন্মভূমি দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছি। বড় আশা ছিল ভ্রাতার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিব, কিন্তু অভাগার অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না।" বহুকালের পর

স্বামী সম্বন্ধে কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিধবা পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল দেখিয়া, মায়াবী সে বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া আলাদিনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৎস, তুমি এক্ষণে কি করিতেছ?" বৃদ্ধা কহিল, "ভাই, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ। অকালে স্বামীর মৃত্যু হইল; উপযুক্ত পুত্র কতিপয় দুশ্চরিত্র যুবকের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা কুকার্য্যে নিরত থাকে, ভ্রমক্রমেও একবার ভাবে না কিসে দুঃখ ঘুচিবে।" কপট পিতৃব্য এই কথা শুনিয়া কহিল "বাছা, বড় আক্ষেপের বিষয় যে তুমি কেমন পিতার এমন পুত্র হইয়াছ। তুমি নির্ব্বোধ নহ, যাহাতে পতিশোকাতুরা জননীর সাংসারিক কোন কষ্ট না থাকে, তোমার তাহা করা উচিত। আমি তোমাকে একখানি রেশমী বস্ত্রের দোকান করিয়া দিতেছি। তোমাকে উহা চালাইতে হইবে। বিবেচনা করিয়া চলিলে, তাহাতে যাহা লাভ হইবে, তদ্দ্বারা তোমাদের উভয়ের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। কল্য আমি তোমাকে এক সুট পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিব, তৎপরে দোকানের বিষয় স্থির করা যাইবে।" অনন্তর অন্যান্য কথার পর তিন জনে একত্র আহার করিলেন। আহারান্তে ঐন্দ্রজালিক বিদায় লইয়া গমন করিল।

পরদিন ঐন্দ্রজালিক কৃত্রিম ভ্রাতুষ্পুত্রকে একটী উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিলেন। মনোমত পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়া যুবকের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে কপট পিতৃব্যকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। অনন্তর মায়াবী ভ্রাতুষ্পুত্রকে নগরের যাবৎ দ্রষ্টব্য দর্শন করাইল এবং নগরস্থ যাবৎ বণিক্ ও ধর্ম্মযাজকের সহিত তাহার আলাপ করাইয়া দিল। তৎপরে তাহাকে নিজ বাসায় আনিয়া বহুবিধ সুস্বাদু দ্রব্য আহার করাইয়া, তাহাকে তাহার মাতার নিকট রাখিয়া আসিল। পুত্রের প্রতি ঐন্দ্রজালিকের এইরূপ স্নেহ দর্শন করিয়া, সে যে তাহার প্রকৃত পিতৃব্য তদ্বিষয়ে বৃদ্ধার মনে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না। বৃদ্ধা মায়াবীকে কহিল "ঈশ্বর সদয় হইয়া তোমার ন্যায় সহৃদ্ জুটাইয়া দিয়াছেন।" যাদুকর কহিল "আমি অদ্যাপি যে আলাদিনকে মৎপ্রতিশ্রুত রেশমী বস্ত্রের দোকান করিয়া দিতে পারি নাই, তজ্জন্য বিশেষ লজ্জিত আছি। কল্য শুক্রবার, সমুদায় দোকান বন্ধ থাকিবে, এই জন্য আমি কল্য নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিব না। পরশ্ব সমুদায় স্থির করিয়া দিব। কল্য আলাদিনকে নগরোপকণ্ঠস্থ উৎকৃষ্ট ২ উদ্যানগুলি দেখাইয়া আনিব; কিরূপে নগরবাসী বণিক্‌গণ শুক্রবার তথায় অতিবাহিত করে, বোধ করি, আলাদিন তাহা অবগত নহে।" এই বলিয়া ঐন্দ্রজালিক সে দিনের মত বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে যুবক কপটপিতৃব্যদত্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পিতৃব্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দূর হইতে মায়াবীকে আসিতে দেখিয়া যুবক উদ্যানদর্শনকৌতূহল চরিতার্থ করিবার মানসে ব্যগ্রচিত্তে মাতার নিকট বিদায় লইল।

উভয়ে ক্রমে নগরতোরণ পার হইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রত্যেক সৌধের সহিত এক একটী চমৎকার উদ্যান সংলগ্ন ছিল। উভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিতে

লাগিল। একটী উদ্যানদর্শন শেষ হইলেই অপরটীতে প্রবেশ করিতে লাগিল, তৎপরেই অন্য একটীতে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা নগর হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। ঐন্দ্রজালিক কোন গূঢ় অভিসন্ধি সাধনার্থ যুবককে দূরদেশে লইয়া যাইতেছিল। পাছে ঐ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া যুবক অভীষ্ট দেশে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আর অগ্রসর হইতে না চাহে, এইজন্য চতুর মায়াবী নানা গল্পে তাহার মন বিমোহিত করিতে লাগিল, কখন নানা সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করাইয়া তাহার মনস্তুষ্টি জন্মাইতে লাগিল, কখন বা উত্তমরূপে উদ্যানপর্য্যবেক্ষণচ্ছলে কোন বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া তাহার শ্রান্তিদূর করাইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা উদ্যানসীমা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখন আলাদিন কহিল, "কাকা, আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন? এখানে ত পর্ব্বত ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। আর অধিক দূর যাইলে আমি পথ চিনিয়া কোন ক্রমেই নগরে প্রতিগমন করিতে পারিব না।" মায়াবী কহিল "বৎস, তুমি যখন আমার সঙ্গে রহিয়াছ, তখন তোমার ভয় কি? আর কিয়দ্দূর যাইলেই আমরা একটী চমৎকার উদ্যান পাইব। সেরূপ মনোরম উদ্যান তুমি কখন জন্মাবচ্ছিন্নে দর্শন কর নাই।" উদ্যানদর্শনলালসায় যুবক দ্বিরুক্তি না করিয়া কপট পিতৃব্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে মায়াবী স্বীয় অভীষ্ট দেশে উপস্থিত হইল। তথায় দুইটী পর্ব্বত শির উন্নত করিয়া পথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ মায়াবী আফ্রিকা হইতে চীন রাজ্যে আসিবার আয়াস স্বীকার করিয়াছে, সেই অভিপ্রায়সিদ্ধির কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া ঐন্দ্রজালিক কহিল, "এই স্থানে আমি তোমাকে এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করাইব। মানবনয়ন কদাপি সেইরূপ ব্যাপার দেখে নাই। অগ্রে তুমি কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ সংগ্রহ কর।" আজ্ঞামাত্র যুবক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিল। মায়াবী চকমকীর আগুণে উক্ত কাষ্ঠ প্রজ্জলিত করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাহাতে এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য নিক্ষেপ করিল, অমনি অগ্নি হইতে প্রভূত ধূম উত্থিত হইল, ক্ষণবিলম্বে তত্রত্য ক্ষিতি বিদীর্ণ হইল এবং সম্মুখে পিত্তল নির্ম্মিত বেষ্টনযুক্ত একখণ্ড চতুষ্কোণ প্রস্তর দৃষ্ট হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আলাদিন ভীত হইয়া পলায়নের উপক্রম করাতে মায়াবী তাহার কর্ণমূলে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিল, "আমি তোমার উপকারার্থ এত দূর করিলাম, এক্ষণে তুমি পলায়ন করিয়া আমার সমস্ত শ্রম পণ্ড করিতে প্রয়াস পাইতেছ? আমার কথা শুন, আমি যাহা যাহা বলি, সাহস পূর্ব্বক তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলে তুমি কুবের সদৃশ জগতে অদ্বিতীয় ধনেশ্বর হইবে। এই যে সম্মুখে চতুষ্কোণ প্রস্তর দেখিতেছ, তুমি ভিন্ন কাহারও ইহা স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই। আমি তোমার অঙ্গুলিতে এই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিতেছি। তুমি ইহার প্রভাবে, তোমার পিতা ও পিতামহের নাম স্মরণ করিয়া প্রস্তর উত্তোলনের চেষ্টা কর, অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইবে।" কপট পিতৃব্যের আদেশক্রমে যুবক প্রস্তর তুলিবার যত্ন করিবামাত্র, প্রস্তর সহজেই উঠিল। প্রস্তরের নিম্নে একটী গহ্বর ও তন্মধ্যে চারি পাঁচটী সোপান দৃষ্ট হইল। মায়াবী কহিল "এই তহায়

অবতীর্ণ হইয়া একটী মুক্তদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তিনটী প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইবেক। প্রত্যেক গৃহেই স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাপূর্ণ পাত্র পাইবে। কিন্তু তুমি প্রাণান্তে তাহা স্পর্শ করিও না। প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তোমার বস্ত্রাদি দৃঢ়রূপে কটিদেশে বন্ধন করিও। তৎপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান যেন ভিত্তি স্পর্শ করিও না, কিংবা তোমার বস্ত্র যেন গৃহস্থিত কোন দ্রব্যের সহিত সংস্পৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে মৃত্যু নিশ্চয় জানিও। তৎপরে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া পঞ্চাশৎ সোপান অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক ঊর্দ্ধগৃহ প্রাপ্ত হইবে। দেখিবে, তন্মধ্যে কুলুঙ্গিতে একটী দীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া, তাহার সলিতা ও তৈল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে এবং প্রদীপ যত্নপূর্ব্বক বক্ষোদেশে রাখিয়া দিবে। সেই তৈল বাস্তবিক তৈল নহে, এক প্রকার তরল পদার্থ মাত্র, নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা শুষ্ক হইয়া যাইবেক। সুতরাং ইহাতে বস্ত্র মলিন হইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। আসিবারকালীন ইচ্ছা করিলে উদ্যান হইতে যত ইচ্ছা ফল আনিতে পার।”

স্বর্ণলোভে যুবক এই অসমসাহসিক কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত হইল। সে এক লম্ফে গহ্বর মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কপট পিতৃব্যের আদেশ মত চলিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক বৃক্ষে বিভিন্ন প্রকারের ফল দর্শন করিয়া যত পারিল সংগ্রহ করিয়া আপনার জামার জেব, বক্ষদেশের বস্ত্র পরিপূর্ণ করিল এবং দুই হস্তে দুই মুঠা লইল। এই ফলগুলি বাস্তবিক রত্ন, ফলাকারে বৃক্ষে ঝুলিতেছিল। দরিদ্র আলাদিন কস্মিনকালে রত্ন দর্শন করে নাই; সে কেবল ফলগুলির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উহা আহরণ করিয়াছিল।

এইরূপে ফলভরে অবনতকায় হইয়া যুবক অতিকষ্টে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক তথায় কপট পিতৃব্যকে দর্শন করিয়া কহিল, কাকা মহাশয়! আমাকে হাত ধরিয়া তুলুন। চতুর মায়াবী কহিল, “বাবা, প্রদীপটা আগে আমার হাতে দাও ওটা বড় ভারি, ওটা তোমার নিকট থাকিতে তোমাকে তুলিতে পারিব না।” “আলাদিন কহিল “আমার দুই হাত যোড়া, বিশেষ প্রদীপটা ফলগুলির অনেক নীচে রহিয়াছে, কিছুতেই এখন বাহির করিতে পারিতেছি না। অগ্রে আমাকে উপরে তুলুন, পরে আপনাকে প্রদীপ দিব।” ঐন্দ্রজালিক কহিল, “প্রদীপ অগ্রে আমার হস্তে না দিলে আমি তোমায় তুলিব না।” যুবক কহিল “আমাকে উপরে না তুলিলে আমি কোন প্রকারে প্রদীপ দিতে পারি না।” ঐন্দ্রজালিক প্রদীপ পাইবার আশায় এত আয়াস স্বীকার করিয়াছিল। সেই আশায় বঞ্চিত হইয়া মহাক্রোধে ইন্দ্রজাল-প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর দ্বারা গহ্বরদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিরাশহৃদয়ে আফ্রিকা-দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। আলাদিনের জীবন্তে সমাধি হইল।

কপট পিতৃব্যের এই অস্বাভাবিক আচরণ দর্শনে আলাদিন কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে আপনার বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “কাকা মহাশয়, আপনাকে প্রদীপ দিতেছি, আমাকে এই অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করুন।” কিন্তু মায়াবী পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিল, সুতরাং প্রতিধ্বনিই আলাদিনের কথার প্রত্যুত্তর দিল। পিতৃব্য কর্ত্তৃক

উদ্ধারের আশায় বঞ্চিত হইয়া যুবক পুনরায় আলোকময় উদ্যানে প্রতিগমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু গাঢ় অন্ধকার প্রযুক্ত সে আশাও পূর্ণ করিতে পারিল না। অবশেষে নিরাশহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে নিজ ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিল। বিনা আহারে দুই দিবস অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিবসে যুবক ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনার্থ করদ্বয় সংযুক্ত করিল। কৃতাঞ্জলিকরণে অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয় হস্ত দ্বারা ঘর্ষিত হইবামাত্র এক ভীষণ-মূর্ত্তি দৈত্য তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিল, "প্রভো, কি করিতে হইবে অনুমতি করুন। আমি ও আমার বন্ধুগণ এই অঙ্গুরীয়াধিকারীর দাস।" অন্য সময় হইলে, এই দৈত্যদর্শনে নিশ্চয়ই ভয়ে আলাদিনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না ; কিন্তু এই বিপদের সময় আলাদিন নির্ভীকচিত্তে কহিল "তুমি যে হও, আমাকে এই স্থান হইতে উদ্ধার কর।" এই কথা মুখ হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র গহ্বরদ্বার মুক্ত হইল ; এবং নিমেষমধ্যে সে পুনরায় গহ্বরের বাহিরে আনীত হইল। এই আকস্মিক উপায়ে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষিত হইয়া যুবক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। অতি কষ্টে পথ চিনিয়া বাটীতে উপস্থিত হইয়া যুবক মাতাকে কহিল "মা, তিন দিবস আমি জলস্পর্শ করি নাই। অগ্রে আমাকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান করুন।" যুবক মাতৃদত্ত আহার সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিল "মা, যে পাপিষ্ঠ উদ্যানপ্রদর্শনচ্ছলে আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল সে আমার পিতৃব্য নহে, পরম শত্রু। আমাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়েই সে আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, কেবল ঈশ্বরপ্রসাদে আমি রক্ষা পাইয়াছি।" এই বলিয়া যুবক যাবৎ বৃত্তান্ত মাতার গোচর করিল। অনন্তর মাতা ও পুত্র উভয়ে শয়ন করিল।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া যুবক মাতার নিকট আহারার্থ খাদ্য সামগ্রী প্রার্থনা করিলে বৃদ্ধা কহিল. "বাছা, ঘরে এমন খাবার কিছুই নাই যে তোমাকে দি।" যুবক কহিল "কল্য যে প্রদীপটা আনিয়াছি, সেইটি আমাকে দিন, বিক্রয় করিয়া কিছু আহার সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনি।" বৃদ্ধা প্রদীপটা আনিয়া কহিল "বাছা, এটা ময়লা হইয়া রহিয়াছে ; পরিষ্কার করিয়া দিলে ইহার কিছু মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে, অতএব অগ্রে মার্জ্জিত করিয়া দি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা যেমন বালুকা দ্বারা প্রদীপ ঘর্ষণ করিয়াছে, অমনি এক প্রকাণ্ড দৈত্য আবির্ভূত হইয়া বজ্রনিনাদে কহিল "আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন। আমি ও আমার বন্ধুগণ এই প্রদীপাধিকারীর দাস।" আলাদিনের মাতা ভীষণ-মূর্ত্তি দৈত্যকে দর্শন করিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বে একবার দৈত্যসাক্ষাৎকারে যুবকের কিঞ্চিৎ সাহস জন্মিয়াছিল ; সে প্রদীপটা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া কহিল. "আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি ; আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য আনিয়া দাও।" আজ্ঞামাত্র দৈত্য অন্তর্হিত হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে এক প্রকাণ্ড রৌপ্যথালে দ্বাদশটী রৌপ্যপাত্রপূর্ণ সুস্বাদু মাংস, কয়েক খানি তুষারধবল রুটী ও দুই বোতল উৎকৃষ্ট মদ্য আনয়ন করিল। তৎসমুদায় আলাদিনের সম্মুখে রাখিয়া দৈত্য পুনরায় অদৃশ্য হইল।

দৈত্য অন্তর্হিত হইলে, যুবক মাতার মুখে শীতল বারি সিঞ্চন করিয়া

তাঁহার চৈতন্ত সম্পাদন করিল এবং তাঁহাকে আহারার্থ অনুরোধ করিল। রৌপ্যময় থালে নানাবিধ সুগন্ধ মাংসদ্রব্য সজ্জিত দেখিয়া বৃদ্ধা কহিল “এ সমস্ত কোথা হইতে আসিল? নৃপতি কি আমাদের দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া এই সমস্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন?” যুবক কহিল “এখন সে কথায় কাজ নাই, আসুন অগ্রে আহার করা যাউক।” মাতা ও পুত্র পর্য্যাপ্ত আহার সম্পন্ন করিয়া পরদিনের জন্ত অবশিষ্ট খাদ্য রাখিয়া দিল। আহারান্তে যুবক মাতাকে খাদ্যাগমের বৃত্তান্ত সবিস্তারে শ্রবণ করাইল। মাতা কহিলেন “আমি ইতিপূর্ব্বে কখন শুনি নাই যে মনুষ্যের সহিত দৈত্যের সাক্ষাৎ হয়? যে দৈত্য তোমাকে গৃহ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, এ কি সেই দৈত্য?” যুবক কহিল “না, সে দৈত্য অঙ্গুরীয়ের দাস, এ দৈত্য প্রদীপের দাস। উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ।” বৃদ্ধা কহিল “বাছা, তবে ঐ প্রদীপটা আমার দৃষ্টির অন্তরে লইয়া যাও। হয় ওটা ফেলিয়া দাও, কিংবা বিক্রয় করিয়া ফেল এবং সেই আংটীটাও ফেলিয়া দাও। মানবগণের শত্রু দৈত্যগণের সহিত সম্বন্ধ থাকা ভাল নয়।” সুবুদ্ধি পুত্র কহিল, “মা, আমাকে ওরূপ অনুমতি করিবেন না। বিপদে পড়িলে ঐ দুইটীতে পরম উপকার হইবে। ঐ আংটীটা না থাকিলে আপনি আর আমাকে দেখিতে পাইতেন না, সেই গহ্বর মধ্যেই অনাহারে আমার প্রাণবিয়োগ হইত। আর ঐ প্রদীপের জন্তই সেই পাপিষ্ঠ মায়াবী এত আয়াস স্বীকার করিয়াছিল। আমি তাহার মুখে শুনিয়াছি, ঐ প্রদীপের প্রভাবে প্রদীপাধিকারী জগতে অতুল বিভবশালী হইতে পারে। পুত্রের যুক্তিযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া মাতা কহিলেন “তবে ওগুলি তোমারই নিকট রাখিয়া দাও। আমি বাছা ও সমস্ত দেখিতে পারিব না।”

তৎপরে যুবক মাতা ও নিজের আহার নির্ব্বাহার্থ প্রতিদিন দৈত্যদত্ত এক এক খানি রৌপ্যপাত্র বিক্রয় করিতে লাগিল। এক জন ধূর্ত্ত ইহুদী স্বল্প মূল্য দিয়া ঐ সমস্ত ক্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে সমুদায় পাত্র নিঃশেষ হইয়া আসিলে যুবক পুনরায় দৈত্যকে আহ্বান করিলেন এবং দৈত্য পূর্ব্ববৎ রৌপ্যপাত্রে আহার সামগ্রী আনিয়া দিল। এবারে যুবক রৌপ্যপাত্রগুলি একজন স্বর্ণকারকে বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ৭২ গুণ মূল্য প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং বিক্রয়লব্ধ মূল্যে মাতা ও পুত্রের বহুকাল আহার চলিল। ইতিমধ্যে যুবক আপনার পূর্ব্বসহচরগণের সহিত ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া নগরস্থ প্রধান প্রধান বণিকের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় তিনি বিষয় কার্য্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিলেন; মণিমুক্তাদি কি দরে বিক্রয় হয় দেখিয়া তিনি গহ্বরস্থ উদ্যান হইতে আনীত রত্নগুলি যে অমূল্য নিধি তাহা বুঝিতে পারিলেন।

এক দিবস যুবক নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এই ঘোষণা শ্রবণ করিলেন যে রাজকন্তা বেদ্রোল বৌদুরের স্নানাগারে গমনোপলক্ষে তাবৎ আপণ বন্ধ থাকিবেক। রাজকন্তাকে দর্শন করিবার মানসে যুবক গুপ্তভাবে স্নানাগারের দ্বারের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিলেন। যথাসময়ে রাজকন্তা সহচরীগণপরিবৃত হইয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। যুবতী তন্মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়াই মুখাবরণ মোচন করিলেন। যুবক তাঁহার নির্ম্মলকান্তি বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অন্তরাল হইতে বহুক্ষণ সুন্দরীর বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া যুবক গুপ্তভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় রমণীর নিকট রাখিয়া গেলেন।

গৃহে গমন করিয়া যুবক রাজদুহিতার চিন্তায় অতি বিষণ্ণ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুত্রের ভাবপরিবর্ত্তন দর্শনে মাতা তাহাকে এই বিষণ্ণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু যুবক প্রথমতঃ লজ্জায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া যুবক কহিলেন "রাজদুহিতা বেদ্রোল বৌদুরকে দর্শন করিয়া অবধি আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তাহাকে না পাইলে আমার জীবনরক্ষার কোন উপায় নাই। অতএব মাতঃ, আমার অনুরোধে আপনাকে একবার রাজ-সভায় গমন করিয়া নৃপতির নিকট তাহার কন্যার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা কহিলেন "বৎস, তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ? তুমি দরিদ্রের সন্তান, এরূপ উচ্চ আশা করিয়া কেন আমাকে অসুখী কর? রাজপুত্র ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইতে পারে না।" যুবক কহিলেন "মাতঃ, সকলি বুঝি; কিন্তু অশান্ত হৃদয়কে কোনরূপে এই ব্যাপার হইতে নিরস্ত করিতে পারিতেছি না। আপনি একবার রাজসভায় গমন করিয়া রাজার নিকট এই প্রস্তাব করুন, তৎপরে আমার ভাগ্যে যাহা থাকে ঘটিবে।" বৃদ্ধা কহিল "রাজসাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে অগ্রে নৃপতিকে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিতে হয়, নৃপতিকে উপহার দিবার যোগ্য তোমার কি আছে?" যুবক কহিলেন "আমি সেই গহ্বরস্থ উদ্যান হইতে যে সমস্ত ফল আনয়ন করিয়াছি, তাহা নৃপতিকে উপহার দিবার অযোগ্য নহে, কারণ ঐ সকল অমূল্য রত্ন।"

পুত্রের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া বৃদ্ধা সেই সমস্ত রত্নরাজি এক থালে সজ্জিত করিয়া উহা বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাজসভায় গমন করিল। অতিকষ্টে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা বস্ত্রাবৃত রত্নাদি লইয়া সভার একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। নৃপতি রাজকার্য্য সমাপ্ত করিয়া অন্তঃপুরে গমন করি-লেন; সুতরাং বৃদ্ধা নিজ প্রার্থনা রাজার গোচর করিতে অবসর পাইলেন না। বৃদ্ধা বাটীতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র যুবক ব্যগ্রচিত্তে তাঁহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন "অদ্য বিচারকার্য্যে নৃপতি এরূপ ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁহাকে তোমার মনোরথ জ্ঞাপন করিবার অবসর পাই নাই। কল্য তোমার আশা সুসিদ্ধ হইবে।" যুবক অগত্যা সে রাত্রির মত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরদিন যথাকালে বৃদ্ধা পুনরায় রাজসভায় গমন করিয়া দেখিলেন, সভার দ্বার রুদ্ধ। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, একদিন অন্তর সভা হইয়া থাকে। সেই সংবাদ দিয়া বৃদ্ধা সে দিনের মত পুত্রকে নিরস্ত করিলেন। পরদিন পুনরায় বৃদ্ধা রাজসভায় গমন করিলেন, কিন্তু সে দিনও রাজার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহস করিলেন না। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ছয় বার রাজসভায় যাতায়াত করিলেন, কিন্তু কোন বারেই মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর এক দিবস সভাভঙ্গের পর নৃপতি মন্ত্রীকে কহিলেন "কয়েক দিবস ধরিয়া এক বৃদ্ধা বস্ত্রাবৃত কোন দ্রব্য হস্তে লইয়া রাজসভায় গমনাগমন করিতেছে। আগামী সভাধিবেশনের দিন অগ্রে তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত করিও।" যথাসময়ে বৃদ্ধা উপস্থিত হইলে, মন্ত্রী অগ্রে তাহাকে রাজার সম্মুখে আনয়ন করাইয়া তাহার আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন "মহারাজ, আমি যে অসঙ্গত প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি অগ্রে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি; যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন, তবে গোপনে আপনাকে আমার অভিপ্রায় নিবেদন করিতে পারি।" কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নৃপতি কহিলেন "অকপটচিত্তে তোমার বক্তব্য প্রকাশ কর, তোমার কোন ভয় নাই।" অনন্তর নৃপতি সভাসদ্বর্গকে বিদায় করিয়া দিলে, কি উপায়ে আলাদিন রাজকন্যাকে দর্শন করিয়াছে, দেখিয়া অবধি রাজকন্যার পাণিগ্রহণার্থ কিরূপ উৎসুক হইয়াছে এবং কি জন্য বৃদ্ধ মাতাকে রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছে, বৃদ্ধা তৎসমুদায় বিবৃত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এক্ষণে এই অসঙ্গত প্রস্তাবে আপনি কোন অপরাধ না লইয়া আমাকে ও আমার পুত্রকে ক্ষমা করুন।" নৃপতি বৃদ্ধার কথায় কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "অয়ি বৃদ্ধে, তোমার হস্তে ও কি?" বৃদ্ধা বস্ত্রমুক্ত করিয়া রত্নরাজী রাজার সমক্ষে ধরিলেন। নৃপতি ঈদৃশ চমৎকার রত্ন কস্মিন্ কালে দর্শন করেন নাই। তিনি স্বহস্তে রত্নগুলি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, "মন্ত্রিবর, যে ব্যক্তি এরূপ বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়াছে, তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারা যায় কি না?" নৃপতির কথায় মন্ত্রী মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নিজপুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ দেন। পাছে উৎকৃষ্ট মণির লোভে নৃপতি উপহারদাতাকে কন্যা দান করেন, এই ভয়ে চতুর অমাত্য নৃপতির কর্ণে কর্ণে কহিলেন "মহারাজ, তিন মাস কাল অপেক্ষা করুন। যদি ইতিমধ্যে আমার পুত্র এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রত্নরাজি আপনাকে উপহার না দিতে পারে, তবে আপনি এই ব্যক্তির সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিবেন।" অমাত্যের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নরপতি বৃদ্ধাকে কহিলেন, "অয়ি বৃদ্ধে, তোমার পুত্রকে গিয়া কহ, এই সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। কিন্তু তাহাকে আরও তিন মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তৎপরে তুমি পুনরায় একবার এখানে আসিও।" নৃপতির কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা প্রফুল্লহৃদয়ে গৃহে প্রতিগমন করিয়া পুত্রকে কহিলেন "বৎস, তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, কেবল মন্ত্রী তাঁহার কর্ণে কর্ণে কি বলিয়া দেওয়াতে তিনি কহিলেন, তোমার পুত্রকে আরও তিন মাস অপেক্ষা করিতে হইবে।" একদিন নিজ আশা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া যুবক অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

এই ঘটনার দুইমাস পরে এক দিবস সন্ধ্যাকালে আলাদিনের মাতা তৈলক্রয়ার্থ গমন করিয়া শুনিলেন সেই রাত্রিতে মন্ত্রীপুত্রের সহিত রাজকন্যার পরিণয়-কার্য্য সম্পাদিত হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে এই দারুণ সংবাদ শ্রবণ করাইলেন। নৃপতির এই বিসদৃশ আচরণ দর্শনে যুবক অতিশয়

ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার মানসে প্রদীপ ঘর্ষণ পূর্ব্বক দৈত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "দৈত্যরাজ, অদ্য বরকন্যা একত্র শয়ন করিলে তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আসিও।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল।

এদিকে নৃপতির আবাসে মহাসমারোহ হইতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইলে, বর বাসরগৃহে আনীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহিষী স্বয়ং কন্যাকে বাসরগৃহে রাখিয়া স্বীয় মন্দিরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বরকন্যা প্রফুল্লহৃদয়ে এক শয্যায় শয়ন করিলেন। বরকন্যার শয়নের অব্যবহিত পরেই দৈত্যরাজ শয্যাসহ বরকন্যাকে নিমেষমধ্যে আলাদিনের বাটীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। আলাদিন দৈত্যকে কহিলেন, "বরকে বহির্গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ। তৎপরে কল্য প্রাতে পুনরায় আগমন করিও।" দৈত্যপতি বরকে আলাদিন নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করাইয়া, তাঁহার অঙ্গে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাকে শব্দহীন করিয়া রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

যদিও আলাদিন রাজকন্যার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বাধকন্যার প্রতি কোন অসদাচরণ করিলেন না। তিনি ভয়ে ম্রিয়মাণা রাজপুত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "রাজনন্দিনি, এখানে আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনার পিতা নিজ প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরের সহিত আপনার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন. তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল করিবার জন্যই আমাকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে; নতুবা আপনার প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে আমার অভিপ্রায় নাই।" এই কথা বলিয়া যুবক যুবতীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনী প্রভাত হইলে দৈত্যরাজ পুনরায় উপস্থিত হইলে আলাদিন বরকন্যাকে পুনরায় স্বস্থানে রাখিয়া আসিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। দৈত্যপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিয়া আসিল।

দৈত্যপতি বরকন্যাকে বাসরগৃহে আনয়ন করিবার কিঞ্চিৎ পরে, কন্যাকে রাত্রির শুভ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নৃপতি তথায় বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রীতনয় সমস্ত রাত্রি অনাবৃত দেহে থাকিয়া শীতে অর্দ্ধমৃত হইয়াছিলেন, নরপতির প্রবেশমাত্র ত্বরিতপদে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। নরপতি কন্যাকে রজনীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কন্যা বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট রহিলেন, পিতার কথায় কোন উত্তর দিলেন না। লজ্জায় কন্যা মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন ভাবিয়া, নরপতি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হয়ত বা কোন অপরিজ্ঞাত কারণে কন্যা মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছে এই সন্দেহ করিয়া, নৃপতি তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য মহিষীকে বাসর-গৃহে প্রেরণ করিলেন। মহিষী কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার বিষণ্ণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাতার নিকট রাত্রির সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাজ্ঞী সহাস্যবদনে কহিলেন "বৎসে, এই কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিও না; কারণ তাহা হইলে তাহারা তোমাকে উন্মত্ত ভাবিবে।" কন্যা কহিলেন "মাতঃ, আপনি আমার স্বামীকে

জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিবেন আমার কথা প্রকৃত কি না?" মহিষী কহিলেন "আচ্ছা, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু বোধ করি তাঁহার মুখে এই প্রকার ঘটনা শ্রবণ করিলেও আমার মনে প্রত্যয় জন্মিবে না।" অনন্তর তিনি নব জামাতাকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে চতুর মন্ত্রীতনয় তৎসমুদায় গোপন করিলেন। পরদিন পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় রাজধানীতে উৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু কন্যা পূর্ব্ব রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া কিছুতেই আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না।

রাত্রিকালে বরকন্যা পূর্ব্ববৎ একত্র শয়ন করিলেন। আলাদিনও পূর্ব্ববৎ দৈত্যকর্ত্তৃক তাহাদিগকে স্বভবনে আনয়ন করিয়া উভয়কে পৃথক্ করিয়া রাখিলেন এবং প্রভাতে তাহাদিগকে রাজবাটীতে প্রেরণ করিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরে নৃপতি কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে রাত্রির কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে দিবস সাশ্রুনয়নে পিতার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন "আপনি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন, আমার কথা সত্য কি না?" কন্যার মুখে এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া নৃপতি তথ্য জানিবার জন্য মন্ত্রীকে তদীয় তনয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রীতনয় পিতার নিকট কোন বিষয় গোপন না করিয়া কহিলেন "পিতঃ, রাজপুত্রী যাহা যাহা বলিয়াছেন সমুদায়ই সম্পূর্ণ সত্য। এক্ষণে যাহাতে এই বিবাহ ভঙ্গ হয়, আপনি তাহার চেষ্টা করুন, আর আমার এ কষ্ট সহ্য হয় না।" পুত্রের আগ্রহদর্শনে মন্ত্রীকে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। তিনি রাজার নিকট বিবাহভঙ্গের প্রস্তাব করাতে, নরপতি তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং বিবাহোপলক্ষে যে সমস্ত উৎসব হইয়াছিল তৎসমুদায় রহিত করিতে আদেশ দিলেন। নগর মধ্যে এই সংবাদ প্রচার হইলে, আলাদিন পরম আহ্লাদিত হইলেন।

তিন মাস অতীত হইলে আলাদিন মাতাকে পুনরায় রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। বৃদ্ধাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা নৃপতির স্মৃতিপথে উদিত হইল। আলাদিনের মাতার হীনবেশ দর্শন করিয়া তদীয় পুত্রকে কন্যাদানে নৃপতির ইচ্ছা ছিল না। কি বলিয়া এক্ষণে তাহাকে ফিরাইয়া দেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নরপতি মন্ত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন "কোন বহুমূল্য দ্রব্য পুনরায় উপহার দিতে আদেশ করুন। বৃদ্ধার পুত্র তাহা দিতে না পারিয়া স্বয়ং নিরস্ত হইবে।" মন্ত্রীর পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া নৃপতি কহিলেন, "অয়ি বৃদ্ধে, তোমার পুত্রকে চল্লিশ খান সুবর্ণ থাল পরিপূর্ণ করিয়া চল্লিশটী কৃষ্ণবর্ণ দাস দ্বারা পূর্ব্বপ্রদত্ত রত্নের ন্যায় উৎকৃষ্ট রত্নরাজী উপহার দিতে কহিও এবং বলিয়া দিও যেন প্রত্যেক দাসের অগ্রে অগ্রে এক এক জন শ্বেতকায় দাস আগমন করে। আমার এই নির্দেশ পালন করিলে আমি বিনা আপত্তিতে তাহার মনোরথ পূর্ণ করিব।" বৃদ্ধা প্রণাম করিয়া বাটীতে গমন করিয়া পুত্রকে নৃপতির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। আলাদিন তৎক্ষণাৎ দৈত্যকে স্মরণ করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গহ্বর হইতে রাজপ্রার্থিত রত্নরাজী আনয়ন করিয়া দৈত্যানীত দাসগণ দ্বারা তৎসমুদায় রাজবাটীতে প্রেরণ করিলেন। রাজমার্গ দিয়া গমনকালে

নগরবাসী যাবৎ ব্যক্তি উপহারের বিস্তর প্রশংসা করিল। অনন্তর নৃপতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া আলাদিনের সহিত কন্যার বিবাহ দান বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। মাতার মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আলাদিন দৈত্যানীত বিচিত্র বসন ভূষণ পরিধান করিয়া এবং তদ্দত্ত কতিপয় দাস দাসী সমভিব্যাহারে লইয়া অশ্বারোহণে রাজসাক্ষাৎকারে গমন করিলেন। গমনকালে তিনি দাস দ্বারা রাজপথে স্বর্ণমুদ্রা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই অসামান্য বদান্যতা দর্শন করিয়া নগরবাসীগণ তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজবাটীতে উপনীত হইবামাত্র, নরপতি স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া নিজসিংহাসনের একপার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর নরপতি জামাতাকে মহাসমারোহে আহার করাইলেন এবং সেই দিবসই কন্যাদানের প্রস্তাব করিলেন। আলাদিন কহিলেন "মহারাজ, যদিও আমি আপনার দুহিতার পাণিগ্রহণে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, তথাপি অগ্রে তাঁহার বাসের উপযোগী একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ না করিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি না। আপনার প্রাসাদের সমীপে কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, আমি কৃতার্থ হই।" নরপতি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিলে, যুবক সে দিনের জন্য ভবিষ্যৎ শ্বশুরের নিকট বিদায় লইলেন। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া যুবক পুনরায় দৈত্যকে আহ্বান করিলেন। দৈত্য আবির্ভূত হইলে যুবক কহিলেন "দৈত্যরাজ, রাজকন্যার বাসোপযোগী একটী বাটী রাজপ্রাসাদের সমক্ষে অদ্য রাত্রের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে। বাটীর প্রত্যেক পার্শ্বে ছয়টী করিয়া হীরকমণিমণ্ডিত গবাক্ষ থাকিবে। তাহার সম্মুখে প্রশস্ত অঙ্গন এবং পশ্চাতে একটী উৎকৃষ্ট উদ্যান থাকিবে। রাজবাটীতে যেরূপ বহুমূল্য দ্রব্যাদি ও বহুসংখ্যক দাস দাসী আছে, এই সৌধেও যেন সেইরূপ দ্রব্যাদি ও সেবক সেবিকার অভাব না থাকে।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া দৈত্যপতি অন্তর্হিত হইল এবং পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আগমন করিয়া কহিল "প্রভো, সৌধ সজ্জিত, দর্শনার্থ গমন করুন।" যুবক তৎক্ষণাৎ অট্টালিকা দর্শনে গমন করিলেন। অট্টালিকার শোভা দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন, তাহার কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অভাব নাই। তৎপরে প্রাঙ্গন হইতে সোপান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ কার্পেট দ্বারা আবৃত করিতে দৈত্যকে আদেশ দিয়া, যুবক স্বীয় ভবনে প্রতিগমন করিলেন।

এদিকে নৃপতির পরিচারকগণ প্রভাতে উঠিয়া সম্মুখে একটী সুন্দর অট্টালিকা দর্শনে অতিশয় আশ্চর্য্য হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ নৃপতিকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের সংবাদ প্রদান করিল। নরপতি মন্ত্রীর সহিত আগমন করিয়া সৌধের আশ্চর্য্য শোভা দর্শনে মোহিত হইলেন। মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ, ইন্দ্রজালপ্রভাব ভিন্ন এক রাত্রিতে এরূপ প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে না।" নৃপতি কহিলেন "যাহার এরূপ অতুল বিভব, তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। বোধ করি, তুমি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া জামাতার মায়াবী অপবাদ দিতেছ।" মন্ত্রী সহজেই নীরব হইলেন। ক্রমে সভাধিবেশনের সময় উপস্থিত হওয়াতে নরপতি রাজসভায় গমন করিলেন।

এদিকে আলাদিন মাতাকে বিচিত্র বসন পরিধান করাইয়া পরিচারিকা

পরিবৃত করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর স্বয়ং অভিনব বাটীতে আগমন করিলেন। রাজদুহিতার পরিচারিকাগণ অতিসমাদরে বৃদ্ধাকে অভ্যর্থনা করিল। বৃদ্ধা স্নেহভরে বধূকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই দিবসই বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল। কন্যা শতসংখ্যক পরিচারিকা পরিবৃত হইয়া স্বামীর ভবনে গমন করিলেন। যুবক যথোচিত সম্মানের সহিত কন্যাকে অভিনন্দন করিলেন। মহাসমারোহে আহারাদি সম্পন্ন হইল। আহারান্তে বাদ্যকরেরা সুমধুর বাদ্য করিয়া বরকন্যার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিল। যথাকালে বরকন্যা পরমানন্দে বাসরগৃহে শয়ন করিলেন।

পরদিবস যুবক শ্বশুরকে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন। আহারান্তে নৃপতি অমাত্যের সহিত সমস্ত গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ নব নব সজ্জায় সুসজ্জিত দেখিয়া নৃপতি চমৎকৃত হইয়া গেলেন, বিশেষতঃ চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক গবাক্ষের আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। একটী গবাক্ষ আদৌ সজ্জিত নহে দেখিয়া, নরপতি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক কহিলেন "এইটী মহাশয়কে সজ্জিত করিয়া দিতে হইবে বলিয়া আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এটী অসম্পূর্ণ রাখিয়াছি। আপনি নিজ রত্নাদি দ্বারা এইটী সজ্জিত করিয়া দিলে, দর্শনমাত্র আপনার শ্রীচরণ আমার স্মরণ হইবে, এই আমার অভিপ্রায়।" জামাতার কথা শ্রবণ করিয়া নরপতি তৎক্ষণাৎ নিজ মণিকারগণকে আহ্বান করিয়া গবাক্ষটী সজ্জিত করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এক মাসের মধ্যেও তাহারা গবাক্ষের অর্দ্ধেক সজ্জিত করিতে পারিল না। যুবক বিলক্ষণ জানিতেন যে একটী গবাক্ষ সজ্জিত করাও নরপতির সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে তিনি রাজপ্রেরিত মণিকারগণকে বিদায় করিয়া দিয়া দৈত্য দ্বারা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা সুসজ্জিত করিয়া লইলেন।

বিবাহের পর আলাদিন প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া নগরস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। গমনকালে তিনি রাজপথস্থিত দরিদ্রগণকে প্রচুর অর্থদান করিতেন। এইরূপ অসামান্য বদান্যতায় তিনি নগরবাসীগণের প্রচুর অনুরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি মৃগয়ার্থ গমন করিতেন, এবং তৎকালেও নিজ বদান্যতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

এই ভাবে কতিপয় বৎসর গত হইলে আফ্রিকাদেশীয় পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্রজালিক এক দিবস গণনা করিয়া দেখিলেন, আলাদিন গহ্বর মধ্যে বিনষ্ট না হইয়া প্রদীপের প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। নিজের বহুদিনের পরিশ্রমের ফল এক জন সামান্য দরজীর সন্তান ভোগ করিতেছে দেখিয়া, ঐন্দ্রজালিক ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া প্রাণপণে তাহার অনিষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। স্বীয় অভিষ্টসাধনোদ্দেশে তিনি অশ্বারোহণে চীনরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি অনায়াসেই আলাদিনের বাটীর সন্ধান পাইলেন। অনন্তর মায়াবী গণনা করিয়া দেখিলেন, প্রদীপ আলাদিনের বাটীর মধ্যেই থাকে, তিনি নিয়ত ইহা সঙ্গে সঙ্গে রাখেন না।

যৎকালে মায়াবী চীনরাজ্যে আগমন করে, তৎকালে আলাদিন মৃগয়া

উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করেন। এই সুযোগে প্রদীপটী আত্মসাৎ করিবার মানসে, মায়াবী কতকগুলি নূতন তাম্র প্রদীপ ক্রয় করিয়া সেইগুলি মস্তকে লইয়া নগর মধ্যে ফিরি করিতে বাহির হইল। "কেহ নূতন প্রদীপ লইয়া পুরাতন প্রদীপ বদল দিবে" এই কথা বলিতে বলিতে সে রাজপথে চলিল। তাহাকে পাগল নিশ্চয় করিয়া অনেক অলস বালক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাততালি দিতে দিতে চলিল। আলাদিনের বাটীর সমীপবর্ত্তী হইলে, রাজদুহিতা রাজমার্গের কোলাহলের কারণ জানিবার জন্য এক দাসীকে প্রেরণ করিলেন। দাসী হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলে, অপর এক পরিচারিকা কহিল "আমাদিগের কার্ণিসের উপর যে একটা পুরাতন প্রদীপ আছে, সেইটা বদলাইয়া একটা নূতন প্রদীপ আনিলে হয় না?" রাজদুহিতা আলাদিন কর্ত্তৃক রক্ষিত দীপের মহিমা অবগত ছিলেন না, সুতরাং দাসীর কথায় সম্মতি দিলেন। এক দাস দ্বারা প্রদীপ মায়াবীর নিকট প্রেরিত হইল। ঐন্দ্রজালিক প্রদীপ দর্শন মাত্র তাহার মহিমা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিল এবং দাসকে তৎপরিবর্ত্তে একটী নূতন প্রদীপ প্রদান করিল। অনন্তর এক নিভৃত স্থানে অবশিষ্ট প্রদীপগুলি ফেলিয়া দিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে নগরতোরণ পার হইয়া উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। তথায় দিবসের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিয়া গভীর রাত্রিকালে প্রদীপটী ঘর্ষণ করিল। ঘর্ষণ মাত্র দৈত্য দর্শন দিল। মায়াবী কহিল "তোমরা এই নগর মধ্যে যে অত্যুৎকৃষ্ট সৌধটী নির্ম্মাণ করিয়াছ, উহা যাবতীয় দ্রব্যাদি ও তন্মধ্যাস্থিত ব্যক্তিগণসহ আফ্রিকার অপর প্রান্তে সংস্থাপিত করিয়া আইস এবং তৎসঙ্গে আমাকেও লইয়া যাও।" আজ্ঞামাত্র দৈত্য আলাদিনের সৌধ মায়াবী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিল।

এদিকে নরপতি প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন পূর্ব্বস্থানে আলাদিনের বাটীর চিহ্নমাত্র নাই, কেবল প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। এই ব্যাপার দর্শনে নৃপতি সহসা নিজ নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার ভ্রান্তি নহে, বাস্তবিকই তথায় সৌধ নাই। তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ, আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে ইন্দ্রজালপ্রভাবে সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই ইন্দ্রজালপ্রভাবেই উহা পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছে।" কন্যার শোকে অধীর হইয়া নরপতি ক্রোধভরে কহিলেন "সেই পাপিষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক আলাদিন এক্ষণে কোথায়? অবিলম্বে ত্রিশ জন অশ্বারোহীকে প্রেরণ কর, সেই নরাধম প্রতারককে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া আমার নিকট লইয়া আসুক।" নৃপতির আদেশ প্রতিপালনার্থ তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহীগণ প্রেরিত হইল।

এদিকে আলাদিন প্রকৃত ঘটনা কিছুই অবগত না থাকাতে মৃগয়াস্থল হইতে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। নগর হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অশ্বারোহীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, রাজাদেশ জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত করিল। দর্শনমাত্র নরপতি ঘাতককে

আলাদিনের শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর নিরপরাধ যুবক বধ্যভূমিতে নীত হইলেন এবং তাঁহার বধের জন্য তাবৎ আয়োজন হইল। নিজ অসামান্য বদান্যতাগুণে যুবক, নগরবাসী তাবৎ লোকের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। অকারণে যুবকের প্রাণবধের আজ্ঞা হইয়াছে শুনিয়া, অধিবাসীগণ দলবদ্ধ হইয়া সশস্ত্রে বধ্যভূমিতে আগমন করিল এবং বধ্যভূমির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বলপূর্ব্বক আলাদিনকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনে নরপতি ভীত হইয়া মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে যুবকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিলেন। যুবক পুনরায় রাজসমীপে আনীত হইলে নৃপতি ক্রোধগম্ভীরস্বরে কহিলেন "অরে পাপিষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক, তুই কি মায়া প্রকাশের আর স্থান পাস্ নাই?" যুবক কহিলেন "মহারাজ, কিরূপে যে সৌধ অকস্মাৎ অদৃশ্য হইল, তাহা আমি কিছুমাত্র অবগত নহি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আর ৪০ দিন অপেক্ষা করুন। ইতিমধ্যে আমি সন্ধান লই।" যদি এই কয়েক দিনের মধ্যে আমি কোন অনুসন্ধান করিতে না পারি, তবে আপনি যেরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, আমি হৃষ্টচিত্তে তাহা গ্রহণ করিব।" নরপতি অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

নরপতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া যুবক কোথায় যাইবেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে দুরন্ত চিন্তায় তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল, সম্মুখে যে ব্যক্তিকে দেখেন, তাহাকেই নিজ বাটীর কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিন দিবস নগর মধ্যে এই ভাবে বাস করিয়া তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। বহুদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, নদী জলে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া সকল দুঃখের অবসান করিবার মানস করিলেন। কিন্তু আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে একবার ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য নদীতে অবতীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলেন। তত্রত্য তীর অতিশয় বন্ধুর ও পিচ্ছিল, সুতরাং পাদস্খলিত হইয়া পতিত হইলেন। নিশ্চয়ই তিনি গড়াইতে গড়াইতে নদী গর্ভে পতিত হইতেন কিন্তু একখানি সুদীর্ঘ প্রস্তর তাঁহাকে রক্ষা করিল। তিনি প্রস্তরটী সবলে ধরিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্রজালিকদত্ত অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয়ক প্রস্তরে আহত হইল। অমনি অঙ্গুরীয়কিঙ্কর দৈত্য আবির্ভূত হইয়া কহিল "প্রভো, ভৃত্যকে কি করিতে হইবে আদেশ করুন্।" গহ্বর মধ্যে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে এই দৈত্য একবার তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। পুনরায় জীবনদাতা দৈত্যকে দর্শন করিয়া যুবক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন "দৈত্যরাজ, আমার সেই সৌধ কোথায় আছে বলিয়া এবং তাহা স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর।" দৈত্য কহিল "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা আমার অসাধ্য; প্রদীপকিঙ্কর দৈত্য ভিন্ন আর কাহারও সৌধ পূর্ব্বস্থানে আনয়ন করিবার ক্ষমতা নাই।" আলাদিন কহিলেন, "তবে যে স্থানে সেই সৌধ সংস্থাপিত আছে, আমাকে তথায় লইয়া চল এবং রাজদুহিতা বেদ্রোল বৌদুরের গবাক্ষতলে আমাকে রাখিয়া আইস।" দৈত্য নিমেষমধ্যে আলাদিনের এই আদেশ সম্পাদন করিল।

রাত্রি অন্ধকারময় হইলেও আলাদিন অনায়াসেই আপন অট্টালিকা চিনিতে পারিলেন। গবাক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া যুবক সানন্দমনে নিজ দশাবিপর্য্যয়ের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। প্রভাতে পক্ষিগণের সুমধুর রবে জাগরিত হইয়া যুবক গবাক্ষের নিম্নে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। সে দিবস রাজকন্যা অতি প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পরিচারিকা আলাদিনকে পাদচারণ করিতে দেখিয়া নৃপদুহিতাকে সেই সুসংবাদ প্রদান করিল। রাজকন্যা ব্যগ্রচিত্তে গবাক্ষের নিকট আগমন করিয়া, প্রিয়পতিসন্দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন, অবিলম্বে সৌধমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন। অনন্তর যুবক পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা কর্ত্তৃক উন্মুক্ত একটি গুপ্ত দ্বার দিয়া বাটীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যুবকযুবতী উভয়ে উভয়ের দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন তাহা বর্ণনাতীত। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অনেকক্ষণ উভয়ে উভয়ের স্কন্ধ আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর যুবক কহিলেন "প্রেয়সি, সত্য করিয়া বল দেখি, আমার সেই পুরাতন প্রদীপটী কি করিয়াছ?" যুবতী কহিলেন "নাথ, দেখিতেছি সেই প্রদীপ হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, আমিই সেই সর্ব্বনাশের মূল।" এই বলিয়া যুবতী প্রদীপ বিনিময়ের কথা আমূলতঃ বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "যে দিন সেই প্রদীপটী বিনিময় করি, তাহার পরদিন অট্টালিকাসহ এই আফ্রিকা দেশে আনীত হই।" "আফ্রিকা" এই নাম শ্রবণমাত্র যুবক বুঝিলেন যে এই সমস্ত তাঁহার কপট পিতৃব্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অনন্তর যুবক কহিলেন "পাপিষ্ঠ, প্রদীপটী কোথায় রাখে বলিতে পার?" রাজদুহিতা কহিলেন "দুরাত্মা নিরন্তর উহা নিজ বক্ষঃস্থিত বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখে।" তৎপরে যুবক কহিলেন "প্রেয়সি, আমি তোমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি ইহাতে তুমি কিছু মনে করিও না। সেই পাপিষ্ঠ তোমার প্রতি কিরূপ আচরণ করে?" যুবতী কহিলেন "নাথ, সে কাটের কথা আর কহিও না। দুর্ম্মতি প্রতিদিন দিবাভাগে একবার করিয়া আসিয়া আমাকে তোমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইতে প্রবর্ত্তিত করে। সে বলে, 'নৃপতির আদেশে তোমার পতির শিরশ্ছেদন হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে পাইবার আর আশা নাই। তুমি এক্ষণে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার প্রতি অনুরাগী হও।' আমি তাহার কথায় কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া কেবল রোদন করি। সুতরাং পাপমতি আপন আশা পূর্ণ করিবার অবকাশ পায় না। বোধ করি তাহার অভিপ্রায়, কিছুদিন গত হইলে আমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তাহার প্রেমে আসক্ত হইব। নতুবা দুরাত্মা এতদিন বলপ্রয়োগ করিয়া আমার সতীত্বনাশের চেষ্টা করিত।"

অদ্যাপি যুবতীর সতীত্ব বিনষ্ট হয় নাই শুনিয়া যুবক আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন "এই পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। আমাকে একবার নগর মধ্যে গমন করিতে হইবেক। প্রত্যাগমন করিয়া তোমাকে সমস্ত অবগত করাইব। প্রত্যাগমনকালে আমার বেশ পরিবর্ত্তন দর্শনে তুমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইও না, দ্বারে করাঘাত

করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া দিও।” এই বলিয়া যুবক পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাটী হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

পথে এক কৃষকের সহিত নিজ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি চিকিৎসালয় হইতে এক প্রকার চূর্ণ দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইলেন। অনন্তর পুনরায় প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন “প্রিয়ে, অদ্য সেই পাপিষ্ঠ আসিলে সুন্দর বেশভূষা পরিধান করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিও এবং তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিতে করিতে ভাবভঙ্গীতে এইরূপ প্রকাশ করিও যেন তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ ও সম্প্রতি তাহার প্রেমাধিনী। তৎপরে তাহাকে একত্র পান ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়া কহিবে ‘আফ্রিকাদেশোৎপন্ন অত্যুৎকৃষ্ট সুরাপানে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে।’ তোমার প্রণয়লোলুপ সেই দুর্ব্বৃত্ত অবশ্যই সুরা আনয়নার্থ গমন করিবে। সেই অবকাশে তুমি এই গুঁড়া টুকু একপাত্রে রাখিয়া দিবে। মদ্য লইয়া আসিলে এই পরিচারিকাকে উক্ত পাত্রে সুরা ঢালিতে কহিবে। তাহার হস্ত হইতে একপাত্র সুরা স্বয়ং লইয়া উক্ত সুরাপূর্ণ পাত্র তাহাকে পান করিতে কহিবে। সে কখনই তোমার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিবে না। পানমাত্র পাপিষ্ঠ চূর্ণের প্রভাবে হতচেতন হইয়া পড়িবে।” বিপদ্‌কালে স্বভাবতঃ কোমল নারীহৃদয় পুরুষহৃদয় অপেক্ষা কঠিনতর হইয়া উঠে, তখন তাহারা দয়ামায়ায় বিসর্জ্জন দিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। রাজকন্যা বিপদে পতিত হইয়া আপাদিনের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকার করিলেন। অনন্তর যুবক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিবসের অবশিষ্ট ভাগ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া যাপন করিলেন।

এদিকে নৃপদুহিতা আফ্রিকা দেশে আনীত হইয়া অবধি পিতা মাতা ও পতির শোকে কেশ বিন্যাসাদি বিলাসসুখে মনোনিবেশ করেন নাই। অদ্য অতি যত্নে কবরী বন্ধন করিয়া ও নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া ঐন্দ্রজালিকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে মায়াবী উপস্থিত হইলে তাহার অভ্যর্থনার্থ যুবতী সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। যুবতীর অপূর্ব্ব বেশভূষা দর্শনে ঐন্দ্রজালিক মুগ্ধ হইয়া গেল। সে পর্য্যঙ্কের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলে, যুবতী তাহার প্রতি সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া মধুরস্বরে কহিলেন “অদ্য অকস্মাৎ আমার পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া আপনি বিস্মিত হইয়া থাকিবেন। আমি স্বভাবতঃ শোক তাপ ভালবাসি না। অদ্য অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম, পিতার যেরূপ স্বভাব তাহাতে নিশ্চয়ই আমার পতি এতদিনে তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছেন। তবে আর বৃথা বিলাপ করিয়া সকলদিক কেন নষ্ট করি। কর্ত্তব্যানুরোধে যতটুকু করিতে হয় তাহা করা হইয়াছে। এক্ষণে নিজ সুখের দিকে লক্ষ্য করা উচিত। সেই জন্যই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার এইরূপ বেশ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। অদ্য আপনার আহারের যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন করা গিয়াছে। কিন্তু আমার নিকট চীনদেশের মদ্য ভিন্ন অন্য প্রকার সুরা নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এদেশীয় কিঞ্চিৎ মদ্য আনিয়া দিলে অতিশয় বাধিত হইব।” অকস্মাৎ যুবতী যে তাহার প্রতি এতদূর প্রসন্ন হইবেন মায়াবী তাহা স্বপ্নেও

আসে নাই। সে যুবতীর অনুরোধ রক্ষার জন্য সুরানয়নার্থ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। সেই অবকাশে যুবতী একটী পাত্রে আলাদিন প্রদত্ত চূর্ণ রাখিয়া দিলেন। পরে ঐন্দ্রজালিক সুরা আনয়ন করিলে, উভয়ে একত্রে আহার করিতে বসিলেন। আহার করিতে করিতে যুবতী ঐন্দ্রজালিকের শুভোদ্দেশে তদানীত একপাত্র সুরা পান করিয়া কহিলেন "আপনাদের দেশীয় সুরা অতি উৎকৃষ্ট।" অনন্তর ঐন্দ্রজালিকও যুবতীর শুভকামনায় এক পাত্র সুরা পান করিল। এইরূপে প্রত্যেকেই দুই তিন পাত্র সুরা পান করিলেন। সুরাপ্রভাবে বিশেষতঃ যুবতীর বিলোল কটাক্ষপাতে ঐন্দ্রজালিকের মস্তক ঘুরিতে লাগিল; ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া, রমণীর পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকাকে সঙ্কেত করিবামাত্র সে আলাদিন দত্ত চূর্ণযুক্ত পাত্র সুরাপূর্ণ করিয়া যুবতীর হস্তে প্রদান করিল এবং অন্য একটী পাত্র শুদ্ধ সুরাপূর্ণ করিয়া ঐন্দ্রজালিকের হস্তে প্রদান করিল। যুবতী কহিলেন "আপনাদের দেশে কিরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ প্রথা আছে যে প্রেমিকদ্বয় প্রথম প্রণয়কালে পরস্পরের হস্ত হইতে সুরাপান করিয়া থাকে।" ঐন্দ্রজালিক কহিল "যদিও আমাদের দেশে একপ প্রথা প্রচলিত নাই, তথাপি এরূপ সুন্দর রীতি অনুকরণ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।" এই বলিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ হতভাগা মায়াবী বিষাক্ত সুরাপাত্র নিঃশেষ করিল। পানমাত্র তাহার নেত্র স্থিরভাব ধারণ করিল, হস্তপদাদি অবশ হইয়া আসিল; সে স্থিরভাবে শয্যার উপর পড়িয়া গেল।

আলাদিন এতক্ষণ গবাক্ষের নিম্নে শঙ্কাকুলহৃদয়ে পাদচারণ করিতেছিলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি রাজদুহিতার প্রকোষ্ঠমধ্যে আনীত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই আলাদিন রাজদুহিতা ও দাসদাসীগণকে বিদায় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং মৃত ঐন্দ্রজালিকের বক্ষঃস্থল হইতে প্রদীপ আত্মসাৎ করিয়া উহা ঘর্ষণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ দৈত্য দর্শন দিল। আলাদিন কহিলেন "দৈত্যরাজ, যে স্থান হইতে এই সৌধটী আনয়ন করিয়াছিলে, পুনরায় সেই স্থানে লইয়া চল।" আজ্ঞামাত্র দৈত্যরাজ অট্টালিকাটী পুনরায় পূর্ব্বস্থানে স্থাপিত করিয়া প্রস্থান করিল। পরদিন প্রভাতে নরপতি শয্যা হইতে উঠিয়া আলাদিনের বাটী পূর্ব্বস্থানে অবস্থিত রহিয়াছে দেখিয়া, পরম আহ্লাদিত হইয়া জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তৎসহিত কন্যার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া স্নেহভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কন্যা পিতার নিকট আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে মায়াবীর মৃতদেহ প্রদর্শন করাইলেন।

দ্বিতীয়বার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষিত হইয়াই যুবক নিরাপদ হইতে পারিলেন না। আর একবার তাঁহাকে এইরূপ বিষম বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবলে সেবারেও তিনি মুক্তিলাভ করেন। মৃত আফ্রিকাদেশীয় ঐন্দ্রজালিকের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। সেও, ভ্রাতার ন্যায় ইন্দ্রজালবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। যদিও উভয় ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিত, তথাপি বৎসরান্তে একবার করিয়া ইন্দ্রজালপ্রভাবে তাহারা পরস্পরের সংবাদ লইত। আলাদিন কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের মৃত্যুসাধনের কিছু দিন পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গণনা

করিয়া জানিতে পারিল, যে জ্যেষ্ঠ, আলাদিন নামক এক দরজীর তনয় কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হইয়াছে, এবং সেই ব্যক্তি ভ্রাতার বিদ্যার ফলভোগ করিতেছে। ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইবার মানসে কনিষ্ঠ চীনরাজ্যে আগমন করিয়া তত্রত্য ফেতিমা নাম্নী এক ধর্ম্মপরায়ণা নারীর নাম শুনিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। এইরূপ প্রবাদ ছিল, সোমবার ও শুক্রবার ভিন্ন অন্যবারে নিজ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া, ফেতিমা যাহার মস্তক স্পর্শ করে, তাহারই শিরঃপীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। ঐন্দ্রজালিক প্রথম দিন ফেতিমার সহিত আলাপ করিয়া, পরদিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় একাকী তাহার গৃহে প্রবেশ করিল এবং ছুরিকাহস্তে নিদ্রিত ফেতিমার বক্ষোদেশে বসিয়া কহিল, "চীৎকার করিলেই তোমাকে বধ করিব। আমার কথা শুনিলে তোমার কোন অনিষ্ট করিব না। তোমার বস্ত্রাদি আমাকে দাও এবং আমার মুখ এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়া দাও যেন আমাকে ঠিক তোমার মত দেখায়।" ভয়বিহ্বলা বৃদ্ধা মায়াবীর আদেশমত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিবামাত্র বিশ্বাসঘাতক তাহার প্রাণসংহার করিল। সে রাত্রি সে স্থানে অবস্থান করিয়া পাপিষ্ঠ অতি প্রত্যূষে নগরভ্রমণার্থ বাহির হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র শিরঃপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আলাদিনের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য রাজদুহিতা তাহাকে স্বীয় বাটীতে লইয়া আসিলেন। নানাবিধ কথোপ-কথনের পর রাজদুহিতা ছদ্মবেশী মায়াবীকে স্বীয় ভবনে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কপট ফেতিমা প্রথমে অনেক নাস্তিক আপত্তি করিয়া অবশেষে নৃপদুহিতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিল এবং একটী অতি নির্জ্জন গৃহ নিজ বাসার্থ মনোনীত করিয়া লইল। অনন্তর নৃপনন্দিনী মায়াবীকে তাঁহার সহিত একত্র আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। এ পর্য্যন্ত মায়াবী নিজ অবগুণ্ঠন মোচন করে নাই। আহারকালে বদন অবশ্যই অনাবৃত করিতে হইবে, পাছে তৎকালে রাজকন্যা তাহাকে পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারে এই ভয়ে মায়াবী কোনমতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে আহার করিয়া পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। রাজ-নন্দিনী কহিলেন "মাতঃ, এই বাটীর কোন অংশে কোন ন্যূনতা আছে কি না, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন।" পাপিষ্ঠ একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "এ বাটীর কোন অংশে কোন দোষ দেখিতেছি না, কেবল একটীমাত্র দ্রব্যের অভাব আছে। যদি এই প্রকোষ্ঠের মধ্যভাগে এক রকপক্ষীর অণ্ড দোদুল্যমান থাকিত তাহা হইলেই ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।" রাজনন্দিনী কহিলেন, "সে অণ্ড কোথায় পাওয়া যায়?" ফেতিমাবেশী ঐন্দ্রজালিক কহিল "তাহা ককেসস্ পর্ব্বতে পাওয়া যায়, এই সৌধনির্ম্মাতাকে বলিয়া দিলে সে আনিয়া দিতে পারে।" তৎপরে আলাদিন আগমন করিলে রাজতনয়া কিঞ্চিৎ ম্লানভাবে কহিলেন, "নাথ, ফেতিমানাম্নী এক ধার্ম্মিকা রমণী কহিলেন, রক পক্ষীর অণ্ড হইলেই এই সৌধটী ভুবনে অতুল শোভা ধারণ করে।" আলাদিন কহিলেন, "এর আর আশ্চর্য্য কি? আমি এখনি তাহা আনাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া আলাদিন দৈত্যকে আহ্বান করিয়া

কহিলেন, "দৈত্যরাজ, একটী রক পক্ষীর অণ্ড আনিয়া এই গৃহমধ্যে ঝুলাইয়া দিতে হইবে।" এই কয়টী কথা আলাদিনের মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র দৈত্য বিকট চীৎকার করিয়া কহিল, "অরে অকৃতজ্ঞ নরাধম, আমি ও আমার বন্ধুবর্গ তোর যে এত উপকার করিলাম, তুই কি তাহার এই প্রতিশোধ দিলি? তুই আমাদের প্রভুকে ঝুলাইতে চাহিস্। এখনি তোকে সবংশে বিনাশ করিতাম, কিন্তু দেখিতেছি ইহাতে তোর দোষ নাই। তোর চিরশত্রু সেই আফ্রিকাদেশীয় ঐন্দ্রজালিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোর নিধনসাধনের জন্য তোর পত্নীকে এই পরামর্শ দিয়াছে। সে ফেতিমা বেশে তোর গৃহে অবস্থান করিতেছে। তুই সাবধান থাকিস্।" এই কথা বলিয়া দৈত্য অন্তর্ধান হইল।

দৈত্যের ক্রোধগম্ভীর বজ্রনিনাদে আলাদিন ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন। তিনি পাপিষ্ঠ মায়াবীকে সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার জন্য প্রকৃত ঘটনা স্বীয় পত্নীকে অবগত না করাইয়া বিষম শিরঃপীড়ার ভান করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। স্বামীর রোগশান্তির জন্য রাজদুহিতা তৎক্ষণাৎ ফেতিমাবেশী মায়াবীকে তথায় আনয়ন করিলেন। দুর্মতি আলাদিনকে হত্যা করিবার মানসে নিজ কক্ষস্থিত লুক্কায়িত ছুরিকা দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। আলাদিনও দেখিতেছিলেন, পাপিষ্ঠ কি করে। সে নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র আলাদিন পাপিষ্ঠকে তদীয় দুরভিসন্ধিসাধনের অবকাশ না দিয়াই বামহস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং দক্ষিণহস্তে নিজ বক্ষঃস্থিত ছুরিকা আমূলতঃ তাহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পাপিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল।

"নাথ! কি করিলে কি করিলে," বলিয়া তাঁহার পত্নী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আলাদিন কহিলেন, "প্রিয়ে, তুমি যাহাকে ধার্ম্মিকা রমণী মনে করিয়াছ, সে ঘোর পাপাচারী ঐন্দ্রজালিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।" এই বলিয়া যুবক পত্নীর নিকট দৈত্যপ্রমুখাৎ শ্রুত তাবৎ ঘটনা বিবৃত করিলেন। এই ব্যাপারের পর আলাদিন আর কখন কোন বিপদে পতিত হন নাই। পুত্রহীন শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং জীবনের অবশিষ্ট অংশ পরমসুখে অতিবাহিত করেন।

হারুন অল রসিদের নগরভ্রমণ।

সাহারজাদী কহিল "মহারাজ, কখন কখন আমরা আহ্লাদে এরূপ বিহ্বল হইয়া উঠি যে, যে কোন ব্যক্তিকে আমাদের হর্ষের কারণ বিজ্ঞাপন করি; কখন বা এরূপ বিমর্ষ ভাব ধারণ করি যে, কোন ব্যক্তি আমাদের বিমর্ষ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠি।"

একদা সম্রাট হারুন অল রসিদ এইরূপ বিমর্ষ ভাবে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী জিয়াফর আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাট মন্ত্রীর দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন, অমাত্যের সহিত কোন বাক্যালাপ করিলেন না। নৃপতির অকস্মাৎ এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া অমাত্য কহিলেন "রাজন, আপনার এরূপ বিমর্ষ ভাবের

কারণ কি?" নরপতি কহিলেন "অমাত্যবর, কি কারণে আমার এইরূপ ভাবান্তর হইয়াছে কিছুই বলিতে পারি না। এক্ষণে কিরূপে এই বিমর্ষভাব অপগত হয়, তাহার কোন উপায় বলিতে পার?" মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ, আপনার এই নিয়ম আছে, রাজ্যমধ্যে শান্তিরক্ষা কিরূপ হইতেছে মধ্যে মধ্যে আপনি ছদ্মবেশে দর্শন করিয়া থাকেন। অদ্য নগর পরিদর্শনের দিন। বোধ করি এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, আপনার অন্তর হইতে বিমর্ষ ভাব অপগত হইতে পারে।" রাজা কহিলেন "মন্ত্রীবর, তুমি বেশ স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। তুমি শীঘ্র বেশ পরিবর্তন করিয়া আইস, আমি ইতিমধ্যে প্রস্তুত হই।"

অনন্তর ভূপাল ও মন্ত্রীবর বিদেশীয় বণিক্‌বেশে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। নগরোপকণ্ঠস্থ নদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহারা কোথাও অশান্তির চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। নদী পার হইয়া তাঁহারা নিয়মিত স্থান পর্য্যন্ত গমন করিলেন। প্রত্যাগমনকালে নগরের সেতূপরি দণ্ডায়মান এক অন্ধের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রাজা অন্ধের প্রতি কৃপালু হইয়া তাহাকে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। অর্থ প্রাপ্তিমাত্র অন্ধ, নৃপতিকে তাহার কর্ণমূলে মুষ্ট্যাঘাত করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিল। নরপতি প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু অবশেষে অন্ধের আগ্রহ দর্শনে তাহার প্রার্থনা সুসিদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। তথা হইতে কিয়দ্দূর আসিয়া নরপতি এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ শুনিবার জন্য মন্ত্রীকে কহিলেন "বৃদ্ধের নিকট পুনরায় গমন করিয়া তাহাকে আমার প্রকৃত নাম অবগত করাইয়া, কল্য বিকালে রাজসভায় যাইতে কহিও। তাহার নিকট এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ শুনিতে হইবে।" মন্ত্রী বৃদ্ধকে পুনরায় মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাহার হস্তে কয়েকটী টাকা দিয়া রাজাদেশ জ্ঞাপন করিল।

আরো কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা দেখিলেন, এক স্থানে অত্যন্ত জনতা হইয়াছে। জনতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন একটী সুবেশধারী যুবক একটী ঘোটকীকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছে, অশ্বীর পার্শ্বদ্বয় হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। এই নিষ্ঠুর আচরণের প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য নৃপতি জনতার প্রায় তাবৎ লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। সকলেই বলিল, যুবক প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে অশ্বীকে প্রহার করিয়া থাকে। প্রকৃত কারণ অবগত হইবার মানসে নরপতি মন্ত্রীর দ্বারা যুবককে পরদিন আহারান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইবার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

রাজবাটীর সন্নিহিত এক গলির নিকট আসিয়া নরপতি একটী নূতন নির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাটী কাহার। মন্ত্রী কহিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে এখানে বাটী দর্শন করেন নাই। তত্রত্য একজন প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি কহিল, গৃহস্বামীর নাম কোজিয়া-হোসেন, তাহার উপাধি আল্‌হাবল। সে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে রজ্জু প্রস্তুত করিয়া অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, সম্প্রতি অকস্মাৎ বিপুল বিভবের অধিকারী হইয়াছে। রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, এই ব্যক্তিকেও কল্য

অপরাহ্নে রাজসভায় গমন করিতে আদেশ কর। অমাত্য রাজনিদেশ প্রতিপালন করিলে, উভয়ে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিবস অপরাহ্নকর্তব্য উপাসনা সমাপন করিয়া নৃপতি নিজ প্রকোষ্ঠে আসীন আছেন, এমন সময় মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত অন্ধ, যুবক ও কোজিয়াহোসেনকে রাজসমীপে আনয়ন করিল। তাহারা যথাবিধি অভিবাদন করিয়া রাজসদনে দণ্ডায়মান হইলে, নৃপতি অন্ধকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্ধ কহিল তাহার নাম, বাবা আবদুল্লা। নৃপতি কহিলেন "বাবা আবদুল্লা, তোমার কল্যকার আচরণ অতিশয় অদ্ভুত। তুমি নিজ অসঙ্গত ব্যবহারে দাতৃগণকে যেরূপ বিরক্ত কর, তাহাতে তোমার বিলক্ষণ দণ্ড হওয়া উচিত। কি কারণে তুমি এরূপ অন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে দাতা প্রহার না করিলে তাহার দানগ্রহণ করিবে না? প্রকৃত কারণ আমার নিকট গোপন করিও না, অকপটে সমস্ত বিবৃত কর। মিথ্যা কথা কহিলে তোমার বিলক্ষণ দণ্ড হইবে।"

অন্ধ দ্বিতীয়বার নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া কহিল "ধার্ম্মিকপালক কল্য আপনাকে বিরক্ত করিবার জন্য আমার যে অপরাধ হইয়াছে তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। যদিও আমার পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার আপনার অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উহা আমার গুরু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্তমাত্র। আমি যে মহাপাতক করিয়াছি, যদি জগতের যাবৎ লোক আমাকে ক্রমান্বয়ে প্রহার করে, তথাপি তাহার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আমার ইতিহাস বর্ণনা করিলেই মহারাজ বুঝিতে পারিবেন, আমি কি ভয়ানক মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি।" এই বলিয়া অন্ধ নিজ ইতিবৃত্ত আরম্ভ করিল।

অন্ধকথিত তদীয় জীবনের ইতিবৃত্ত।

আমি বোগদাদ নগরে জন্মগ্রহণ করি। পিতা মাতার মৃত্যুর পর আমি যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হই। অন্যান্য যুবকের ন্যায় উহা অমিতব্যয়ে নিঃশেষিত না করিয়া আমি প্রভূত পরিশ্রম সহকারে উহা বর্দ্ধিত করিয়া তদ্দ্বারা ৮০টী উষ্ট্র ক্রয় করি। সেইগুলি বণিক্‌দিগকে ভাড়া দিয়া লব্ধ অর্থে আমি কিছুদিন পরমসুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করি।

একদা বালসোরা নগরে বণিক্‌দিগের মাল পঁহুছিয়া দিয়া প্রত্যাগমন কালে এক মাঠে উষ্ট্রগুলি ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় এক সন্ন্যাসী শ্রান্তিদূর করিবার মানসে আমার নিকট উপবেশন করিল। পরস্পর আলাপের পর উভয়ে স্ব স্ব খাদ্য বাহির করিয়া একত্র আহার করিলাম। আহারকালে সন্ন্যাসী কহিল "এই স্থানের অনতিদূরে এত ধন সঞ্চিত আছে, যে তোমার অশীতি উষ্ট্র বোঝাই করিয়া লইলেও তাহা নিঃশেষ হইবে না।" এই সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি প্রফুল্লচিত্তে কহিলাম "যোগিবর, সাংসারিক দ্রব্যে তোমার আস্থা নাই। আমাকে সেই স্থান দেখাইয়া দাও, আমি তোমাকে একটী উষ্ট্র দান করিব।"

আমার প্রবল ধনতৃষ্ণা দেখিয়া সন্ন্যাসী কহিল "তুমি যে প্রস্তাব করিতেছ তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। চল, আমরা উভয়ে যাবতি উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া,

পরে উভয়ে সমান অংশ করিয়া লইব। তুমি চল্লিশটী উষ্ট্র লইবে। আমারও চল্লিশটী থাকিবে। এই চল্লিশটী উষ্ট্রবাহিত অর্থে তুমি সহস্র উষ্ট্র ক্রয় করিতে পারিবে।" আমি অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কিন্তু সন্ন্যাসীও যে, আমার ন্যায় ধনবান্ হইবে, ইহা আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর সন্ন্যাসী আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া আমরা এরূপ সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে আসিয়া পড়িলাম যে তন্মধ্য দিয়া একটীর অধিক উষ্ট্র যাইতে পারে না। অতি কষ্টে গিরিসঙ্কট পার হইয়া আমরা উচ্চ পর্ব্বতাবলী বেষ্টিত এক প্রশস্ত ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসী কহিল, "আমরা অভীষ্ট দেশে আসিয়াছি, এক্ষণে তোমার উষ্ট্রদিগকে ভূতলে জানু পাতিয়া বসিবার সঙ্কেত কর। কারণ তাহা হইলে বোঝাই দিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।" আমি তাহার আদেশ প্রতিপালন করিলে, যোগীবর কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। অগ্নি হইতে ধূম উত্থিত হইয়া আকাশমার্গ আবৃত করিল। সন্ন্যাসী সেই ধূম অপসৃত করিয়া দিলে সেই পর্ব্বতময় প্রদেশে অদৃষ্টপূর্ব্ব একটী গহ্বর লক্ষিত হইল। গহ্বর দিয়া নানাবিধ মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ একটী অট্টালিকা আমার নয়নগোচর হইল। এই কৃত্রিম গুহামধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আমি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে স্বর্ণাদি বোঝাই দিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, সন্ন্যাসী স্বর্ণের দিকে তত লক্ষ্য না করিয়া কেবল রত্ন দ্বারা নিজ অংশের চল্লিশটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠ বোঝাই করিতে লাগিল। আমিও তাহার অনুকরণ করিলাম। বোঝাই শেষ হইলে সন্ন্যাসী স্বর্ণময় একপাত্র হইতে একটী কৌটা লইয়া নিজ বক্ষঃস্থলের বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

তৎপরে পূর্ব্বমত প্রণালী অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী গহ্বরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, তখন আর তথায় গৃহের চিহ্নমাত্র রহিল না। আমরা উষ্ট্র কয়েকটী লইয়া পুনরায় রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের নিকট বিদায় লইলাম। সন্ন্যাসী বালসোরা নগরের উদ্দেশে চলিল এবং আমি বোগদাদাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। কতিপয় পদ গমন করিয়া সন্ন্যাসীগৃহীত চল্লিশটী উষ্ট্রের জন্য আমার দারুণ মনস্তাপ হইতে লাগিল; আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম "এই সন্ন্যাসীতো ইচ্ছা করিলেই পূর্ব্বোক্ত ধনাগার হইতে তাবৎ ধন গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আমার সে সাধ্য নাই।" এই ভাবিয়া আমি আরও কয়েকটী উষ্ট্র সন্ন্যাসীর নিকট হইতে প্রতিগ্রহণ করিবার মানসে উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইলে আমি দ্রুতপদে তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলাম "ভাই, তুমি ঈশ্বরচিন্তায় জীবন ক্ষেপণ করিয়াছ, এতগুলি উষ্ট্র তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া কি কষ্ট তাহা তুমি অবগত নহ। অতএব আমার পরামর্শ শুন, উহার দশটী উষ্ট্র আমাকে প্রত্যর্পণ কর।" সন্ন্যাসী কহিল "হাঁ, তুমি ঠিক্ বলিয়াছ; যে দশটী ইচ্ছা বাছিয়া লও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" আমি দশটী উষ্ট্র লইয়া নিজ ৪০টীর সহিত পুনরায় অভীষ্ট পথে প্রস্থান করিলাম। সন্ন্যাসী যে এত সহজে উষ্ট্র দশটী দান করিবে, তাহা আমি একবারও ভাবি নাই; অনায়াসে দশটী

উষ্ট্র পাইয়া আমার দুরাশা আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আমি পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আর দশটী উষ্ট্র প্রার্থনা করিলাম। সন্ন্যাসী দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন দেখিয়া, আমি বিস্তর স্তব স্তুতি করিয়া অবশিষ্ট কয়েকটী উষ্ট্রও আত্মসাৎ করিলাম। তৎকালে সন্ন্যাসী এই মাত্র বলিল, "ভাই, ঈশ্বর যেরূপ ধন দান করিতে পারেন, সেইরূপ ধন গ্রহণ করিতেও পারেন।" যাহা হউক, আশিটী ধনপূর্ণ উষ্ট্র পাইয়াও আমার ধনতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইল না, ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি যেরূপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, আমার দুরাশাও সেইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উষ্ট্রগুলি লাভ হইলে পূর্ব্বোক্ত কৌটাটীর উপর আমার লোভ পড়িল। প্রার্থনা করিবামাত্র সন্ন্যাসী উহা আমার হস্তে প্রদান করিল। তন্মধ্যস্থ ঔষধের কি গুণ জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী কহিল, "উহা বাম নেত্রে লিপ্ত করিলে পৃথিবীর কোথায় কি ধন আছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহা দক্ষিণ চক্ষুতে লিপ্ত করিলে জন্মের মত অন্ধ হইতে হয়।" ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য আমি বামনেত্রে উহা লিপ্ত করিয়া দিবার জন্য সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করিলাম। সন্ন্যাসী আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে, আমি দেখিলাম সন্ন্যাসী যাহা বলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য; পৃথিবীর কত গুপ্ত স্থানে কত যে ধন রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যতক্ষণ আমি বামনেত্র দ্বারা দর্শন করিতেছিলাম, ততক্ষণ আমাকে দক্ষিণ নেত্র হস্ত দ্বারা আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ইহা অতি কষ্টকর বোধ করিয়া আমি তৎক্ষণে তাহাকে উক্ত নেত্রেও পূর্ব্বোক্ত ঔষধ লিপ্ত করিয়া দিতে কহিলাম। সন্ন্যাসী কহিল "আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু নিশ্চয় জানিও তাহা হইলে তোমাকে চক্ষুদ্বয়ে বঞ্চিত হইতে হইবে।" আমি ভাবিলাম ঔষধের বোধ করি কোন অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে, পাছে আমি তাহা জানিতে পারি এই ভয়ে সন্ন্যাসী আমাকে এইরূপ অলীক বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম "ভাই, আমার সহিত প্রতারণা কেন? এক দ্রব্যের কি সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটী গুণ থাকিতে পারে?" সন্ন্যাসী কহিল "আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে প্রতারণা করিতেছি না।" তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমার পূর্ব্ব সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিল; ভাবিলাম বুঝি বা দক্ষিণ নেত্রে ঔষধ লেপন করিলে পৃথিবীস্থ যাবৎ ধন আত্মসাৎ করিতে পারা যায়। এই ভাবিয়া আমি পুনরায় তাহাকে ঔষধ লেপনার্থ অনুরোধ করিলাম। বেগীনর কহিল, "তোমার এত উপকার করিয়া এক্ষণে কিরূপে তোমার অপকার করি? চক্ষুদ্বয় হারাইলে কি কষ্ট হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ।" আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সন্ন্যাসী সম্মত হইল। আমার দক্ষিণ নেত্রের চারিদিকে ঔষধ লেপন শেষ হইলে আমি নেত্র উন্মীলন করিলাম। কিন্তু আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, চারিদিক অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল।

তখন আমি বিলাপ করিতে করিতে কহিলাম "হায়, আমার নিজের দোষেই আমি চক্ষুদ্বয় হারাইলাম। এক্ষণে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার

চক্ষুটী আঘাত করিয়া দিলে অত্যন্ত ব্যথিত হই।” সন্ন্যাসী কহিল “রে হতভাগ্য, তোর যেমন গুণ তেমনি পুরস্কার হইয়াছে। এক্ষণে ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই তোর চক্ষু প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন না। তিনি তোকে এত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেন, কিন্তু তুই তাহার অনুপযুক্ত দেখিয়া তোর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া আমার দ্বারা অন্যকে তাহা দান করিলেন।” এই বলিয়া সন্ন্যাসী তথায় আমাকে একাকী ফেলিয়া উটগুলি লইয়া প্রস্থান করিল। আমি অসহায়ভাবে অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। পরদিন বোগদাদযাত্রী কতিপয় সার্থবাহ আমার প্রতি দয়াপরতন্ত্র হইয়া আমাকে বোগদাদে আনয়ন করিল। সেই অবধি আমি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি এবং নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রত্যেক দাতাকে প্রহার করিতে অনুরোধ করিয়া থাকি।

অন্ধের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া নৃপতি কহিলেন “তুমি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে, কিন্তু যখন তুমি আত্মাপরাধ বুঝিতে পারিয়াছ এবং এতকাল এই দুষ্কর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিতেছ, তখন ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন। অদ্যাবধি তোমাকে আর ভিক্ষা করিতে হইবে না। প্রতিদিন মন্ত্রীর নিকট হইতে চারিটী করিয়া টাকা লইয়া যাইও, বোধ করি, তাহাতে তোমার জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইবে।” অন্ধ নৃপতিকে প্রণিপাত করিয়া নিজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

অনন্তর নৃপতি সিদি নৌমানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “কল্য তোমার ঘোটকীকে কি জন্য ঐ প্রকার নিদারুণ প্রহার করিতেছিলে? শুনিলাম তুমি প্রতিদিন ঘোটকীকে ঐরূপ নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিয়া থাক। অবশ্যই ইহার কোন গুরুতর কারণ আছে; উহা বিবৃত করিবার জন্যই তুমি রাজ-সভায় আহূত হইয়াছ।” সিদি নৌমান প্রণিপাত করিয়া নিম্নলিখিত রূপে গল্প আরম্ভ করিলেন।

সিদি নৌমানের আত্ম বিবরণ।

মহারাজ, আমি যে পৈতৃক বিভব প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা আমার জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমার কোন বিষয়ের অসদ্ভাব নাই। সংসারী হইয়া সুখী হইবার মানসে আমি দারপরিগ্রহ করিলাম। কিন্তু বিধাতা আমার কপালে সুখ লিখেন নাই। বিবাহের দিন হইতেই পত্নী আমার সমস্ত অসুখের কারণ হইল।

রূপ ও গুণে লোক রমণীর বশীভূত হয়। পত্নীর রূপে আমি প্রীত হইলাম। কিন্তু তাঁহার গুণ অশেষ! তাঁহার গুণের কথা শুনিলে লোম-হর্ষণ হয়। বিবাহের পরদিবস পত্নী আমার ভবনে আগমন করিলে আমরা উভয়ে একত্রে আহার করিতে বসিলাম। প্রচলিত প্রথা অনুসারে আমি এক চামচ দ্বারা অন্ন আহার করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার পত্নী চামচের পরিবর্ত্তে একটী শলাকা দ্বারা একটী একটী করিয়া অন্ন মুখে তুলিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আমি পরিহাসচ্ছলে বলিলাম, “প্রিয়ে, তুমি কি আমার সাহায্যের জন্য একটী একটী করিয়া অন্ন মুখে তুলিতেছ? ঈশ্বর-

প্রসাদাৎ আমার যথেষ্ট অর্থ আছে, তোমার অত সাহায্য করিবার প্রয়োজন নাই।” পত্নী এই কথায় তুষ্ট বা রুষ্ট কিছুই হইল না। আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া একমনে পূর্ব্ববৎ আহার করিতে লাগিল। ইহাতে আমি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আবার ভাবিলাম, হয়ত পুরুষের সমক্ষে আহার করা অভ্যাস না থাকায় লজ্জাবশতঃ এত অল্প পরিমাণে আহার করিতেছে; আমি স্থানান্তরে গমন করিলে পর্য্যাপ্ত আহার করিবে। এই সমস্ত মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া আমি সে দিন বিরক্তির কোন চিহ্ন প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু যুবতী কদাচ এই অভ্যাস ত্যাগ করিল না, প্রতিদিনই এইরূপ অল্প আহার করিতে লাগিল। যেরূপ সামান্য আহারে মনুষ্য-জীবন কদাচ রক্ষিত হইতে পারে না, অতএব ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে আমার মনে এই সংস্কার জন্মিল। প্রকৃত কারণ অবগত হইবার জন্য আমি নিরন্ত সচেষ্ট রহিলাম।

একদা রাত্রিকালে, পত্নী আমাকে নিদ্রিত বোধ করিয়া ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইল। আমিও অলক্ষিতে তাহার অনুবর্ত্তী হইলাম। পত্নী বহির্দ্বার খুলিয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল, আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া পত্নী এক পিশাচীর সহিত একত্র হইয়া এক কবর খনন করিয়া তন্মধ্য হইতে একটী মৃতদেহ বাহির করিল। অনন্তর উভয়ে অতি আনন্দের সহিত শবমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। আহারকালে তাহারা কিরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল, দূরবর্ত্তী থাকায় তাহা আমার শ্রুতিগোচর হইল না। আহারান্তে তাহারা ভুক্তাবশিষ্ট পুনরায় কবর মধ্যে সমাহিত করিল। তদ্দর্শনে আমি দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলাম। ক্ষনবিলম্বে পত্নী আগমন করিয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ নিদ্রিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় আমার পার্শ্বে শয়ন করিল। পত্নীর পৈশাচিক বৃত্তি স্মরণ করিয়া তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে আমার ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। অতি কষ্টে সে রাত্রি তদবস্থায় যাপন করিয়া, কি উপায়ে পত্নীর এই পৈশাচিক প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিব তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে আহারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আহারকালে পত্নীকে পূর্ব্ববৎ অল্প আহার করিতে দেখিয়া আমি ধীরভাবে কহিলাম, “প্রিয়ে, শবের গলিত মাংস অপেক্ষা এই সমস্ত আহার দ্রব্য কি সুস্বাদু নহে?”

এই কথা শ্রবণমাত্র পিশাচী ক্রোধে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার নেত্রদ্বয় হইতে অনলশিখা বাহির হইতে লাগিল, বদন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সাপিনীর ন্যায় ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার ক্রোধমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। পাপীয়সী এক গণ্ডূষ মন্ত্রপূত জল আমার গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে কুক্কুরের আকারে পরিবর্ত্তিত করিল। আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াও পাপীয়সীর ক্রোধশান্তি হইল না। পিশাচী এক বেত্র হস্তে আমাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। সে দারুণ আঘাতে কেন যে আমার প্রাণবিয়োগ হইল না তাহা বলিতে পারি না। বহুক্ষণ বিষম প্রহার সহ্য করিয়াও আমার মৃত্যু হইল না দেখিয়া,

নিদারুণহৃদয়া পত্নী আমার বধসাধনোদ্দেশে বহির্দ্বার অর্দ্ধমুক্ত করিল; অভিপ্রায়, যেমন আমি তন্মধ্য দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিব, অমনি মুক্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাকে পেষণ করিয়া ফেলিবে। আমি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অতি সতর্কতার সহিত চেষ্টা বিফল করিয়া মুক্তপথে রাজমার্গে আসিয়া পড়িলাম। আমাকে দেখিয়া রাজপথস্থিত কতিপয় কুকুর আমার পশ্চাতে ধাবিল। আমি ভয়ে মাংসবিক্রেতার আপণে প্রবেশ করিলাম। সে ব্যক্তি অন্যান্য কুকুরকে তাড়াইয়া দিয়া সে দিনের মত আমাকে আশ্রয় দান করিল, কিন্তু কুকুরে স্পর্শ করিলে সমস্ত দ্রব্য অশুচি ও অস্পৃশ্য হইয়া যায় এই কুসংস্কার থাকায় সে পরদিন আমাকে তাড়াইয়া দিল। পুনরায় নিরাশ্রয় হইয়া আমি ঘুরিতে ঘুরিতে এক রুটিবিক্রেতার দোকানে আশ্রয় লইলাম। এই ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কুসংস্কার ছিল না; সে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিজ আলয়ে স্থান দিল, আমিও লাঙ্গুল নাড়িয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। ক্রমে সে ব্যক্তি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিল. যেখানেই যায় আমাকে সঙ্গে লইয়া যায়, প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আহার করিতে দেয়।

এক দিবস একটী স্ত্রীলোক রুটি ক্রয় করিয়া অন্যান্য টাকার সঙ্গে একটী মেকী টাকা দিল। প্রভু তাহা দেখিতে পাইয়া উহার পরিবর্ত্তে একটী খাঁটী টাকা দিতে কহিলেন। স্ত্রীলোকটী কহিল, ঐ টাকা মেকী নহে। এই কথা লইয়া বাদানুবাদ করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রভু কহিল, “এই টাকাটী যে মেকী তাহা আমার কুকুরেও বুঝিতে পারে।” এই বলিয়া প্রভু টাকা কয়েকটী আমার সমীপে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, “ইহার মধ্যে কোন্‌টী মেকী বাহির করিয়া দাও।” যদিও আমার রূপান্তর হইয়াছিল বটে, কিন্তু তন্নিবন্ধন আমার বুদ্ধির কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। আমি অনায়াসেই মেকী টাকাটী পদদ্বারা অন্যান্য টাকা হইতে পৃথক্ করিয়া দিলাম। কুকুরের এইরূপ অসাধারণ শক্তি দর্শনে প্রভু ও স্ত্রীলোকটী উভয়েই চমৎকৃত হইল। ক্রমে এই সংবাদ নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। পরীক্ষা করিবার জন্য প্রতিদিন শত শত লোক আসিতে লাগিল, আমিও তাহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, এক দিবস এক বৃদ্ধা ছয় খণ্ড রুটী ক্রয় করিয়া অন্য টাকার সহিত একটী মেকী টাকা দিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া দিলাম। তদ্দর্শনে বৃদ্ধা প্রভুর অসাক্ষাতে আমাকে তাহার অনুগমন করিতে সঙ্কেত করিয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। বৃদ্ধার আকার দর্শনে তাহার প্রতি আমার একটু ভক্তি জন্মিয়াছিল, কিন্তু সহসা অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া আমি তাহার অনুসরণ করিলাম না। বৃদ্ধা কিয়দ্দূর গমন করিয়া আমাকে পশ্চাতে না দেখিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং পূর্ব্ববৎ সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেল। সে বারে আমি প্রভুকে অন্যমনস্ক দেখিয়া একলম্ফে আপণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃদ্ধার সমীপবর্ত্তী হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া আমাকে সূচীকার্য্যনিরত এক সুন্দরী যুবতীর নিকট লইয়া গিয়া কহিল “বৎসে, অদ্য সেই রুটীবিক্রেতার বিখ্যাত

কুক্কুরীকে এই আনিয়াছি। ইহার গুণের কথা শুনিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল, এ বাস্তবিক মনুষ্য, ইন্দ্রজাল প্রভাবে কুক্কুরের আকারে পরিণত হইয়াছে। পরীক্ষার জন্য কৌশলক্রমে অদ্য তোমার নিকট লইয়া আসিয়াছি।” কন্যা কহিল, “মা, তোমার সংস্কার মিথ্যা নহে।” এই বলিয়া যুবতী মন্ত্রপূত-বারি মদীয় গাত্রে সিঞ্চন করিয়া আমাকে পুনরায় মনুষ্যাকারে পরিণত করিল।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমি জীবনদাত্রী রমণীকে প্রণাম করিয়া তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। অনন্তর আমি তাহাকে সংক্ষেপে নিজ ইতিহাস শ্রবণ করাইলাম। যুবতী কহিল “তোমার পত্নী ও আমি এক শিক্ষয়িত্রীর নিকট ইন্দ্রজালবিদ্যা শিক্ষা করিতাম। বাল্যকাল হইতেই তাহার কুসংসর্গে প্রবৃত্তি ছিল। এইজন্য আমি যত্নপূর্ব্বক তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতাম। সুতরাং তাহা কর্ত্তৃক যে এই অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে ইহাতে আমি কিঞ্চিন্মাত্র বিস্মিত হই নাই। এক্ষণে তাহার পাপের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে হইবে। তুমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, আমি আসিয়া তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি।”

কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতী প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, “আমি গণনা করিয়া দেখিলাম, তোমার পত্নী এক্ষণে গৃহে নাই, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। সে ভৃত্যগণের নিকট এইরূপ প্রচার করিয়া দিয়াছে যে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তুমি স্থানান্তরে গমন করিয়াছ। অতএব তুমি বাটীতে গিয়া তোমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ কর। হঠাৎ তোমাকে দর্শন করিলে সে ভয়ে তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে। এই অবসরে তুমি এই বোতলের জল তাহার অঙ্গে প্রক্ষেপ করিও। তাহা হইলেই এই জলের গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।” এই বলিয়া যুবতী মন্ত্রপূতজলপূর্ণ একটী বোতল আমার হস্তে প্রদান করিল। আমি যুবতী ও তাহার মাতার নিকট বিদায় লইয়া স্বগৃহে গমন করিলাম। আমার আগমনের কিঞ্চিৎ পরেই পিশাচী বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে দেখিয়া পাপীয়সী চীৎকার করিয়া আমার সমক্ষ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল। সেই সুযোগে আমি যুবতীপ্রদত্ত জল তাহার গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া যুবতীর উপদেশ মত কহিলাম, “তোমার পাপের পুরস্কার গ্রহণ কর।” এই কথা বলিবা-মাত্র আমিনী ঘোটকীর রূপ ধারণ করিল। তদবধি আমিনী আমার নিকট রহিয়াছে।

সিদি নোমানের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, “তোমার পত্নী এইরূপ দণ্ডের যোগ্য বটে, কিন্তু তাহার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। অদ্যাবধি তাহাকে আর পূর্ব্বমত প্রহার করিও না।”

তৎপরে নৃপতি কোজিয়া হোসেনকে তদীয় জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে কহিলেন। কোজিয়া এইরূপে নিজ জীবনী আরম্ভ করিল।

কোজিয়া হোসেন আল্‌হাব্বালের আত্মবিবরণ।

এই নগরে সাদ ও সাদী নামে দুইজন ভদ্র লোক বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে সাদী অতিশয় ধনাঢ্য এবং সাদ মধ্যবিত্ত। অবস্থাগত প্রভেদ সত্ত্বে

এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্ব আছে। সাদীর বিশ্বাস, যদ্দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে এরূপ ধন প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্য কদাচ সুখী হইতে পারে না। সাদের মত, ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাঁহার বিবেচনায় যে পরিমাণ অর্থ দ্বারা সংসারের অভাব দূর হইতে পারে, তাহা পাইলেই মনুষ্যের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। উভয় বন্ধুতে কেবল এই বিষয়ে মতভেদ ছিল, আর কখন কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হয় নাই।

একদিবস কথাপ্রসঙ্গে সাদী কহিলেন, "দরিদ্রগণের দরিদ্রতার প্রধান কারণ এই যে তাহারা একবারে এত ধন প্রাপ্ত হয় না যাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান অভাব দূরীভূত হয়। যদি তাহারা একবার কিঞ্চিৎ ধন প্রাপ্ত হয় এবং অপব্যয় না করিয়া তাহা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে, তবে কালে তাহারা ধনবান্ হইতে পারে।" সাদ কহিলেন "মনুষ্য যে কি কারণে ধনবান্ হইয়া উঠে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। প্রভূত অর্থ দ্বারা অতিশয় সতর্কতার সহিত বাণিজ্য করিয়াও লোকে সমস্ত জীবনে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারে নাই, অতি দরিদ্র ব্যক্তি কোন আকস্মিক কারণে তাহার শত গুণ অর্থসংগ্রহ করিয়াছে।" সাদী কহিলেন "ভাই, তর্কের দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে না। আমি একজন শ্রমজীবী দরিদ্রকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব, সে ব্যক্তি ধনবান্ হইতে পারে কি না?

এইরূপ বাদানুবাদের কয়েক দিবস পরে দুই বন্ধুতে যাইতে যাইতে আমাকে দেখিতে পাইল। উভয়ে আমার সন্নিহিত হইয়া, আমার নাম ও ব্যবসায় কিরূপ চলিতেছে, এতদ্দ্বারা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম "মহাশয়, আজি কালি যে দিন পড়িয়াছে ইহাতে পেটের ভাত যোটাই ভার, তাহাতে আর সঞ্চয় করিব কি? তবে এই দড়ীর ব্যবসায় দ্বারা যাহা লাভ হয় তদ্দ্বারা অতি কষ্টে দিনপাত করি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সাদী কহিল, "যদি আমি তোমাকে দুইশত স্বর্ণমুদ্রা দান করি, তাহা হইলে তুমি কি তাহার সদ্ব্যবহার কর? উহা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়া ধনবান্ হইতে চেষ্টা কর?" আমি কহিলাম "মহাশয়, আপনার ভাব ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে আপনি আমার ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির সহিত উপহাস করিবার লোক নহেন। আপনি যত টাকার কথা কি বলিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প টাকা পাইলে উহা ব্যবসায়ে খাটাইয়া আমি অচিরাৎ একজন অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিতে পারি।"

অনন্তর দয়ালুহৃদয় সাদী দুই শত স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটী তোড়া আমার হস্তে দিয়া বন্ধুর সহিত চলিয়া গেলেন। এত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া আমার যে কিরূপ আহ্লাদ হইল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। এত অর্থ কোথায় রাখিব আমার এই ভাবনা হইল। আমি পাগড়ী সাজিবার ছলে বাটীতে গিয়া দশটী স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি পাগড়ী মধ্যে জড়াইয়া মস্তকে বান্ধিলাম। এই ব্যাপার আমার পত্নী বা অন্য কেহ জানিতে পারিল না। তৎপরে আমি ঐ দশটী মুদ্রায় কিঞ্চিৎ শোণ ক্রয় করিয়া মাংসক্রয়ের জন্য মাংসবিক্রেতার আপণে গমন করিলাম। আমিষবারকালীন একটা চিল আমার মাংসের উপর ছোঁ মারিল। আমি দৃঢ়রূপে মাংস ধরিয়াছিলাম, সুতরাং চিলটী

সহজে মাংস লইতে পারিল না। প্রথম উদ্যমে বিফল হইয়া চিলটা ক্ষান্ত হইল না, সবলে মাংস ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ চিলটার সহিত টানাটানি করিতে করিতে আমার পাগড়ী খুলিয়া গিয়া মাটীতে পড়িল, অমনি চিলটা মাংস ত্যাগ করিয়া নিমেষমধ্যে অর্থপূর্ণ পাগড়ী লইয়া শূন্যমার্গে উড়িল। তদ্দর্শনে আমি এরূপ চীৎকার করিয়া উঠিলাম যে তত্রত্য যাবৎ লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পাগড়ী ফেলিয়া দিবার জন্য তাহারা সকলে চিলকে তাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল, চিলটা পাগড়ী লইয়া কোথায় উড়িয়া গেল আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। আমি অতি দুঃখিতহৃদয়ে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। আমার হিতৈষী বন্ধু সেই অর্থদাতা আসিলে আমি তাঁহাকে কি বলিব, তিনি কদাচ এই অসম্ভব ঘটনা বিশ্বাস করিবেন না, এই ভাবিয়া আমি আরও ম্রিয়মাণ হইলাম, কিন্তু অন্য উপায় না দেখিয়া আমি পুনরায় রজ্জু প্রস্তুত করণের ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম। আমি পত্নীর নিকট নিজ বিপদের কথা প্রকাশ করিলাম। ক্রমে দুই এক জন প্রতিবেশী এই সংবাদ শুনিল। আমার এত অর্থ থাকা কদাচ সম্ভব নয় বিবেচনা করিয়া সকলেই আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল।

এই ঘটনার ছয় মাস পরে পুনরায় সেই দুই বন্ধু আমার ব্যবসায়ের স্থান দিয়া যাইতে যাইতে মৎসম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সাদী কহিলেন, "বোধ করি এতদিনে হোসেনের অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে, এখন আর আমরা তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিব না।" ইতিমধ্যে সাদ দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন "ভাই, বোধ করি তোমার আশা ফলবতী হইল না। কারণ, আমি দূর হইতে যাহা দেখিতেছি তাহাতে হোসেনের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে বোধ হয় না, তাহার সেই জীর্ণ মলিন বস্ত্র, সেই বিষণ্ণ ভাব।" অনন্তর আমার সন্নিহিত হইয়া সাদ কহিলেন, "হোসেন, বোধ করি তুমি সেই দুই শত স্বর্ণমুদ্রা ব্যবসায়ে খাটাইয়া বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়াছ?" আমি অতি দুঃখিত ভাবে মুদ্রা কিরূপে নষ্ট হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলাম। আমার কথা শুনিয়া সাদী উপহাস করিয়া কহিলেন, "হাঁ বুঝিয়াছি, অপব্যয়ে সমস্ত টাকা নষ্ট করিয়া এক্ষণে এই অসম্বদ্ধ গল্প দ্বারা আমাদিগকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করিতেছ।" কিন্তু সাদ আমার কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন "চিলে টাকা লইয়া যায় এরূপ আমি অনেক শুনিয়াছি, সুতরাং এই ব্যক্তির কথা প্রকৃত হইলেও হইতে পারে।" সাদের কথায় সাদী আমাকে পুনরায় দুই শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইতে কহিলেন।

তাঁহারা প্রস্থান করিলে আমি দশটী মুদ্রা বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্ট কয়েকটী তুষীর আধার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। তৎকালে আমার পত্নী বাটীতে ছিলেন না, সুতরাং তিনি এই বিষয় কিছুতেই জানিতে পারিলেন না। আমি সেই কয়টী টাকা লইয়া কিছু শণ ও খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য বাজারে গমন করিলাম।

এদিকে আমার পত্নী বাটী আসিয়া মাটীমাটি লইয়া তৎপরিবর্ত্তে এক

ব্যক্তিকে জালা শুদ্ধ ভূষী প্রদান করিলেন, সুতরাং মুদ্রাগুলিও তাহার সঙ্গে মাটীমাটীবিক্রেতার হস্তগত হইল। আমি বাটী আসিয়া ভূষীর জালা না দেখিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জালা কোথায়? তিনি কহিলেন, পয়সার অসদ্ভাবপ্রযুক্ত এই মাত্র আমি জালাশুদ্ধ ভূষী এক মাটীমাটী-বিক্রেতাকে দিয়া মাটী লইয়াছি। এই কথা শ্রবণমাত্র আমি শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। পত্নী আমার রোদনের কারণ অবগত হইয়া নানা প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নিষ্ফল আক্ষেপে সময় ক্ষেপণ না করিয়া আমি পূর্ব্ববৎ নিজ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু কিরূপে সাদীকে মুখ দেখাইব এই ভাবনা সর্ব্বদা আমার মনে জাগরূক রহিল। এদিকে সাদ ও সাদী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিলম্ব করিতেছিলেন। যখনই সাদ আসিবার কথা উত্থাপন করিতেন, সাদী কহিতেন "আর কিছুদিন পরে যাইলে হোসেনকে আরও ধনী দেখিব।" সাদ কহিতেন "তোমার আশা যে পূর্ণ হইবে আমার এমন বোধ হয় না। অধিক আশা কিছু নহে, কারণ তাহা পূর্ণ না হইলে অধিক মনস্তাপ পাইতে হয়।" সাদী কহিতেন "প্রতিদিন ত আর চিলে পাগড়ী লইয়া যাইতে পারে না।" সাদ বলিতেন "অন্য কোন ঘটনা ঘটিতে পারে।" অনন্তর একদিবস উভয় বন্ধুতে এই বিষয় লইয়া বহুক্ষণ তর্ক করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে দূর হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া একবার ভাবিলাম, পলায়ন করি। বলিতে পারি না কি কারণে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেন অতি আগ্রহের সহিত একমনে নিজ কার্য্য দেখিতে লাগিলাম; তাঁহারা আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করিলেন। তখন অগত্যা ভদ্রতার অনুরোধে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে হইল। অধোদৃষ্টি হইয়া আমি পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা তাঁহাদের নিকট বিবৃত করিয়া কহিলাম "আপনারা বলিতে পারেন বটে, কেন আমি জালার ভিতর এত অর্থ লুক্কায়িত রাখিলাম। কিন্তু বহুকাল জালা এক স্থানে থাকায় আমি অগ্রে এরূপ বুঝিতে পারি নাই যে সেই দিনই জালাটি স্থানান্তরিত হইবে। পত্নীকে পূর্ব্ব হইতে এই বিষয় কেন অবগত করিয়া রাখি নাই, বোধ করি আপনারা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না।" কারণ, এরূপ দুর্ঘটনা যে ঘটিবে তাহা কেহই অনুমান করিতে পারে না।" অনন্তর আমি সাদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "মহাশয়, আপনার দানপ্রতিগ্রহ করিয়া যে আমি ঐশ্বর্য্যশালী হই, বোধ করি তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। ধনবান্ হওয়া আমার অদৃষ্টে নাই; আপনি বৃথা চেষ্টা করিয়া কি করিবেন? আপনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।" সাদী কহিলেন "দুই শত স্বর্ণমুদ্রার জন্য আমি দুঃখিত নহি; তবে এই দুঃখ যে তোমার পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে এতগুলি অর্থ দান করিলে তাহার বিশেষ উপকার হইত।" অনন্তর তিনি সাদকে কহিলেন "ভাই, আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি নিজ পক্ষ-সমর্থনের জন্য এই ব্যক্তি দ্বারাই পরীক্ষা করিতে পার। কিন্তু ইহাতে এরূপ বিবেচনা করিও না যে আমি পূর্ব্ব মত ত্যাগ করিয়াছি।"

সাদ একখণ্ড সীসা সেই স্থানে প্রাপ্ত হইয়া উহা আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, "তুমি এই সীসাটী যত্ন পূর্ব্বক রাখিও; কালে ইহা দ্বারাই তুমি প্রকৃত ধনের অধিপতি হইতে পারিবে।" এই কথা শুনিয়া সাদী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। আমিও মনে মনে বিরক্ত হইলাম বটে, কিন্তু উপকারী ভদ্র লোকের পাছে অপমান হয় এইজন্য উহা গ্রহণ করিলাম। উভয় বন্ধুকে প্রস্থান করিলে আমি পুনরায় স্বীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। সন্ধ্যাকালে বাটী আসিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ঐ সীসাটী ঠক করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল; আমি উহা কুড়াইয়া গৃহের এক কোণে ফেলিয়া রাখিলাম।

দৈবক্রমে সেই রাত্রিতেই আমার প্রতিবেশী এক ধীবরের জাল সারিবার জন্য একখণ্ড সীসার প্রয়োজন হইল। রাত্রিকালে দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহুক সীসার জন্য তাহার পত্নীকে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে পাঠাইয়া দিল। তাহার পত্নী অনেক বাটীতে সন্ধান করিয়া কোথাও সীসা না পাইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। তাহার স্বামী বলিল, বোধ করি তুমি সকল বাটীতে যাও নাই। সে কহিল, অনেক দূর বলিয়া কেবল হোসেনের বাটীতে যাওয়া হয় নাই, তদ্ভিন্ন সকল বাটীতেই সন্ধান করিয়াছি। তাহার স্বামী কহিল, "তুমি একবার হোসেনের বাটী দেখিয়া আইস। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেখানে পাওয়া যাইবে।" ধীবরের স্ত্রী কহিল "হোসেনের বাটীতে আবার কবে কোন জিনিস পাওয়া গিয়াছে, বৃথা কষ্ট করিয়া কেন অতদূর যাইব?" পত্নীর অবাধ্যতায় অতিশয় বিরক্ত হইয়া ধীবর কহিল "তোমাকে অবশ্যই যাইতে হইবে।" স্বামীর কথা অবহেলা করিতে না পারিয়া পত্নী অতি অসন্তুষ্টচিত্তে বাটী হইতে বহির্গত হইল। আমার বাটীতে করাঘাত করিয়া নিজ প্রার্থনা নিবেদন করিবামাত্র আমার আদেশে মদীয় পত্নী পূর্ব্বোক্ত সীসাটি ধীবরপত্নীকে দিল। এরূপ কষ্ট বৃথা হইল না দেখিয়া ধীবরপত্নী অতি হৃষ্টচিত্তে কহিল, "আজ তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিলে, কল্য আমার স্বামী প্রথম জালক্ষেপণে যতগুলি মৎস্য পাইবে সব তোমাকে দিব।"

সীসা প্রাপ্ত হইয়া ধীবর, পত্নীর অঙ্গীকার পালনে সম্মত হইল। পরদিন প্রথম জাল ক্ষেপণে একটী মাত্র মৎস্য পড়িল। কিন্তু মৎস্যটি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হস্ত এবং প্রস্থেও তাহার ন্যূন নহে।

গত রাত্রের প্রতিজ্ঞানুসারে জালুক মৎস্যটী আনয়ন করিয়া উহা গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে বিস্তর অনুরোধ করিল। "আমি মৎস্যের লোভে সীসা দিই নাই, শুদ্ধ তোমার উপকারার্থে দিয়াছিলাম" ইত্যাদি অনেক বাহিক সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া আমি অবশেষে উহা গ্রহণ করিলাম।

ঐ মৎস্য বানাইতে বানাইতে আমার পত্নী তাহার উদর মধ্যে একটী বৃহৎ হীরক প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আমার জন্মাবচ্ছিন্নে কখন হীরক দেখি নাই সুতরাং আমার পত্নী ঐ হীরককে কাচ বোধ করিয়া ক্রীড়া করিবার জন্য উহা আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে দিলেন। বালক উহা পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল।

সন্ধ্যাকালে ঐ হীরক হইতে জ্যোতিঃ বাহির হইতে দেখিয়া বালকেরা উহা লইয়া মহা গোলযোগ আরম্ভ করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরকটী আমায় দেখাইয়া কহিল "প্রদীপের অন্তরালে লইয়া গেলে ঐ

হইতে আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে থাকে।” হীরকটী বালকের হস্ত হইতে লইয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বালকের কথা সত্য বটে। এই কাচ খণ্ডটী কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করায় আমার পত্নী কহিলেন, উহা ধীবরদত্ত মৎস্যের উদর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমিও বুঝিতে পারিলাম না যে উহা হীরক। বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিবার জন্য আমি পত্নীকে প্রদীপ নির্ব্বাণ করিতে কহিলাম। দীপ নির্ব্বাণ করিলে দেখিলাম উহা হইতে এরূপ জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল যে গৃহে প্রদীপের কিছুই আবশ্যকতা রহিল না। সুতরাং প্রদীপের পরিবর্ত্তে হীরকের আলোকই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তখন আমি বলিলাম “সাদপ্রদত্ত সীসা হইতে আমার তেলের খরচ বাঁচিয়া গেল।”

হীরক দ্বারা প্রদীপের কার্য্য হইতেছে দেখিয়া বালকেরা আনন্দে এরূপ কোলাহল করিতে লাগিল যে তাহাতে প্রতিবেশীগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল। আমরা স্ত্রীপুরুষে উক্ত গোলযোগ নিবারণ করিতে গিয়া উহা আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলাম। ফলতঃ যতক্ষণ না বালকগণ নিদ্রিত হইল ত . . ক্ষণ কোলাহল থামিল না।

আমাদিগের বাটীর পার্শ্বে এক ধনাঢ্য ইহুদী বাস করিতেন। তিনি রত্ন বিক্রয় দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। গত রাত্রিতে বালকগণের কোলাহলে তাঁহার নিদ্রার অতিশয় ব্যাঘাত হওয়ায় প্রভাতে তাঁহার পত্নী আমার স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, “কন্যা কি জন্য তোমরা অত গোলমাল করিয়া আমাদের নিদ্রার অসুখ জন্মাইয়াছিলে?” আমার স্ত্রী তাঁহাকে হীরকখণ্ড দেখাইয়া কহিলেন, “কন্যা এই কাচ খণ্ড হইতে আলোক নির্গত হইতে দেখিয়া বালকগণ আহ্লাদে ঐরূপ কোলাহল করিয়াছিল।” ইহুদীপত্নী রত্নপরীক্ষায় সম্যক্ নিপুণা ছিলেন, তিনি উহা দর্শনমাত্র হীরক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া কহিলেন “হাঁ, ইহা কাচই বটে, তবে সাধারণতঃ যে কাচ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা একটু উজ্জ্বল। আমার এইরূপ একটী কাচ আছে, তাহা আমি বক্ষঃস্থলে পরিধান করিয়া থাকি। যদি তুমি এইটী বিক্রয় কর তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।” আপনাদিগের খেলাইবার জিনিস বিক্রয় হইবে শুনিয়া বালকেরা মহাক্রন্দন জুড়িল। সুতরাং আমার পত্নী বিক্রয়ে অসম্মত হইলেন। ইহুদীপত্নী যাইবারকালে আমার স্ত্রীর কাণে কাণে বলিয়া গেলেন আমাকে সংবাদ না দিয়া এই কাচটী বিক্রয় করিও না।”

প্রভাতে ইহুদী নিজ দোকানে গমন করিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী আমার . . . হইতে বাহির হইয়া অগ্রে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে . . . বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন এবং তাহার ওজন, সৌন্দর্য্য, ঔজ্জ্বল্য . . . সমস্ত তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিয়া ইহুদী, পত্নীকে . . . লেন, “প্রথমে অতি অল্প দর দিবে এবং ক্রমে দর চড়াইবে। কিন্তু . . . র জন্য যেন হীরকটী হাত ছাড়া না হয়, যে কোন মূল্যে ইহা হস্তগত . . . তে হইবে।”

ইহুদীপত্নী বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অগ্রে আমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া কহিলেন "আমি বিংশতি স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি আমাকে ঐ কাচখানি দাও।" সামান্য কাচের জন্য এত টাকা দিতে স্বীকার করিলেও আমার পত্নী কহিলেন "আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারি না।" তাহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়াই আমার পত্নী কহিলেন "কুড়িটি মোহর লইয়া সেই কাচখানা দিবে?" আমি হঠাৎ এই কথায় কোন প্রত্যুত্তর দিলাম না। সাদ যে বলিয়াছিল এই সামান্য সীসা দ্বারাই তুমি বিভবশালী হইয়া উঠিবে, সেই কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। মূল্যের অল্পত্ব নিবন্ধন কোন প্রত্যুত্তর করিতেছি না ভাবিয়া ইহুদীপত্নী পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রা দিতে স্বীকার করিল। হঠাৎ কুড়ি হইতে পঞ্চাশ মোহরের দর উঠিল দেখিয়া আমি হীরকটী হস্তে লইয়া কহিলাম, দর অতি অল্প হইয়াছে। চতুরা ইহুদীপত্নী কহিল "আচ্ছা একশত মোহর দিব। কিন্তু বলিতে পারি না আমার স্বামী এত টাকা দিতে স্বীকার করিবেন কি না?" এত শীঘ্র একশত মোহর দর উঠিল দেখিয়া আমি কহিলাম "লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার এক পয়সা কম মূল্যে ইহা বিক্রয় করিব না। তুমি প্রতিবাসী বলিয়া এক স্বল্পদরে দিতে চাহিতেছি। অন্য জহুরীর নিকট এতদপেক্ষা বেশী মূল্য পাওয়া যায়।"

ইহুদীপত্নী পঞ্চাশ হাজার মোহর পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না। তৎপরে তিনি বলিলেন, আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি অধিক দর দিতে পারি না। অদ্য রাত্রিতে তিনি বাটী আসিবেন, সুতরাং অদ্যকার দিনটা অপেক্ষা করিয়া থাক। আমি সম্মত হইলে ইহুদীপত্নী স্বীয় ভবনে গমন করিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে ইহুদী স্বয়ং আসিয়া হীরকটী দেখিতে চাহিলেন, তখনও রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, সুতরাং তখনও হীরকের জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল। রত্নবণিক্ অনেকক্ষণ ধরিয়া উহা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন "আমি সত্তর হাজার মোহর দিতেছি, এটী আমাকে দাও।" আমি বলিলাম "কেন বার বার বিরক্ত করেন? আপনার স্ত্রীকে ত বলিয়াই দিয়াছি যে লক্ষ মোহরের এক কড়া কড়ি কম হইলেও উহা ছাড়িব না।" আমার দৃঢ়পণ দর্শনে অবশেষে ইহুদী ঐ মূল্যদানে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন "অদ্য আমার নিকট অত টাকা নাই। কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" আমি স্বীকৃত হইলাম।

পরদিন প্রভাতে ইহুদী প্রতিশ্রুত অর্থ আনিয়া দিয়া হীরক লইয়া প্রস্থান করিল। সহসা বিপুল বিভব প্রাপ্ত হইয়া আমার যে কি আনন্দ হইল তাহা মহারাজ বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারেন। আমি ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। যদি আমি সাদের বাটী চিনিতাম তাহা হইলে সে দিন নিশ্চয়ই তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া নিজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম এবং সাদীকে যথেষ্ট সম্মান করিতাম।

তৎপরে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম কিরূপে অর্থের সদ্ব্যবহার করি। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম নিজ পূর্ব্ব ব্যবসায়ের উন্নতি করাই উচিত। পরদিন আমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অগ্রিম বেতন দিয়া কতিপয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সূত্র নির্ম্মাতাকে নিযুক্ত করিলাম। আমি নির্দ্দিষ্ট তাহাদের বেতন দিতে

লাগিলাম, তাহারাও সন্তুষ্টচিত্তে আমার কার্য্য করিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমার ব্যবসায় সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। ব্যবসায়ের লাভ হইতে আমি একটী প্রকাণ্ড পুরাতন বাটী ক্রয় করিলাম। পরে তাহা ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে মহারাজ কল্য যে অট্টালিকা দেখিয়া আসিয়াছেন সেই বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছি। যদিও উহা দেখিতে সুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে আমার প্রয়োজনীয় গুদাম ও বাসগৃহ ভিন্ন অন্য বিলাস গৃহাদি আদৌ নাই।

নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিবার কিছুদিন পরে সাদ ও সাদী আমার সংবাদ লইবার জন্য পুনরায় আমার পূর্ব্ব ব্যবসায় স্থানে আগমন করিলেন। তথায় আমাকে বা আমার পূর্ব্ব ব্যবসায়ের কোন চিহ্ন না দেখিয়া তাঁহারা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে আমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল "এক্ষণে হোসেন একজন প্রধান বণিক হইয়া উঠিয়াছে, সম্প্রতি হোসেনের পরিবর্ত্তে তাহার নাম কোজিয়া হোসেন আল্‌হাব্বাল অর্থাৎ রজ্জুবিক্রেতা বণিক্ হোসেন হইয়াছে। সে যে বাটী করিয়াছে তাহা একখানি প্রাসাদ বলিলেও হয়।" অনন্তর তাঁহারা আমার নূতন বাটীর পথ দেখাইয়া দিলে উভয় বন্ধুতে আসিতে আসিতে মৎসম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; সাদী কহিলেন "হোসেন যে অত্যন্ত ধনাঢ্য হইয়াছে ইহাতে আমি কিছুমাত্র অসুখী নহি। কিন্তু সে যে মিথ্যা করিয়া আমার নিকট হইতে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া লইল, ইহাতে আমি তাহার উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছি। কারণ তাহার সেই টাকা নিশ্চয়ই নষ্ট হয় নাই, তাহাই ব্যবসায়ে খাটাইয়া ধনবান্ হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক একখণ্ড সীসা দ্বারা তো লোক ধনবান্ হইতে পারে না।" সাদ কহিলেন "তুমি তো ঐরূপই মনে কর। কিন্তু আমার বিশ্বাস সেই সামান্য সীসাই তাহার প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের মূল। যাহা হউক তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে।"

অনন্তর তাঁহারা আমার বাটীতে উপস্থিত হইলে দ্বারবান্ তাঁহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন করিল। দর্শনমাত্র আমি তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া তাঁহাদের চরণে নিপতিত হইতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তাঁহারা বাধা দিয়া আমাকে নিরস্ত করিলেন। তৎপরে নানা কথার পর তাঁহারা আমার অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বর্ণনা করিলাম। কিন্তু সাদী সে কথায় প্রত্যয় করিলেন না। তৎপরে তাঁহারা গৃহগমনের প্রস্তাব করিলে, আমি কহিলাম "মহাশয়গণ, আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। অদ্য আপনাদিগকে এই অধীনের বাটীতে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন করিতে হইবে। আমি মধ্যে মধ্যে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যে ক্ষুদ্র বাটীটী ক্রয় করিয়াছি, কল্য জলপথে আপনাদিগকে সেই খানে লইয়া যাইব এবং কল্যই মদীয় অশ্বে আরোহণ করাইয়া আপনাদিগকে স্থলপথে পুনরায় এখানে আনয়ন করিব।" তাঁহারা সম্মত হইলে আমি একজন ভৃত্য দ্বারা তাঁহাদের বাটীতে এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম যে তাঁহারা দুই দিবস বাটী বহিবেন না।

অনন্তর আমি ভৃত্যদিগকে আহারের উদ্যোগ করিতে অনুমতি দিয়া তাঁহাদিগকে অপর গৃহগুলি দেখাইয়া আসিলাম। উভয়ে গৃহগুলির

পাটী দর্শনে পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর আহার প্রস্তুত হইলে তিন জনে একত্র আহার করিলাম। আহারান্তে নর্ত্তকী ও গায়কগণ নৃত্য ও গীত দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিল। তৎপরে তাঁহারা শয়ন করিলে আমিও শয়ন করিতে গেলাম। পরদিবস প্রত্যূষে আমরা একখানি উৎকৃষ্ট পাল্কী করিয়া অভিপ্রেত দেশে গমন করিলাম। স্থানটী অতি মনোরম, সম্মুখে নদী কল কল শব্দে বহিতেছে, পার্শ্বে নানা জাতীয় ফল পুষ্পে শোভিত একটী উদ্যান বাটীর শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, উদ্যান মধ্যে কলধ্বনি বিহঙ্গমগণ সুস্বরে গান করিয়া শ্রোতাগণের মনোহরণ করিতেছে; বন্ধুদ্বয় সৌধদর্শনে অতিশয় প্রীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া উভয় বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আমি একটী কুঞ্জবনে প্রবেশ করিলাম। তথায় এক পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া আমরা নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে আমার পুত্রদ্বয় একটী পাখীর বাসা লইবার জন্য একজন দাসকে বৃক্ষে উঠিতে কহিল। পাখীর কুলায়টী একখানি বস্ত্রের উপর রচিত দেখিয়া দাস বস্ত্রসমেত নীড়টী পাড়িয়া আনিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য আমার হস্তে প্রদান করিল। বস্ত্রখানি দেখিবামাত্র আমি বুঝিলাম উহা আমার সেই চিরনষ্ট পাগড়ী। আমি আমার মহোপকারী অতিথিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "মহাশয়, যে দিন আমার সহিত আপনারা প্রথম সাক্ষাৎ করেন, সে দিন আমার মস্তকে কিরূপ পাগড়ী ছিল স্মরণ হয় কি?" তাঁহারা কহিলেন "বিশেষ মনে হয় না।" আমি কহিলাম "অদ্য ঈশ্বর কৃপায় উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। চীলটী ইহা অপহরণ করিয়া আনিয়া এই দেখুন তদুপরি একটী বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে।" সাদ কহিলেন "যদি ঐ বাসা মধ্যে একশত নব্বুইটী মোহর পাওয়া যায়, তবে তোমার কথায় প্রত্যয় হইতে পারে।" আমি কহিলাম "বাসাটি যেরূপ ভারি ঠেকিতেছে, তাহাতে বোধ হয় মোহর কয়েকটীও ইহার মধ্যে আছে।" তৎপরে ঐ বস্ত্রমধ্যে সন্ধান করিতে করিতে একশত নব্বুইটী মোহর পাইয়া আমরা তিন জনেই সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। আমি সাদীকে কহিলাম "বোধ করি, এক্ষণে আপনার বিশ্বাস হইয়াছে যে আমি আপনাকে প্রতারণা করি নাই।" সাদী কহিলেন "এ দুই শত মোহর যে অপহৃত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিশ্বাস হইল, কিন্তু অবশিষ্ট দুই শত মুদ্রা তোমার ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়াছ।" আমি কহিলাম "মহাশয়, যখন মিথ্যা বলিয়া আমার কোন লাভ নাই তখন কেন মিথ্যা বলিব?" সাদ কহিল "যাহাহউক, সাদী যাহাই কেন মনে করুন না, এক্ষণে তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি সেই সীসার গুণে হইয়াছে।" সাদী কহিলেন, কেবল অর্থ দ্বারাই অর্থ লাভ হয় আমি এখনও এ মত পরিত্যাগ করিতে পারি না।

এইরূপ বাদানুবাদ শেষ হইলে আমরা আহারাদি সমাপন করিয়া অপরাহ্নে তিনটী অশ্বে আরোহণ করিয়া রাত্রিকালে বোগদাদে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভৃত্যগণের অসাবধানতাবশতঃ অশ্বগণের আহারার্থ শস্য সংগৃহীত হয় নাই; অনেক রাত্রিতে দোকানও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে রাত্রিতে শস্য পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। আমি এক দাসকে শস্যের সন্ধানে পাঠাই-

লাম। সে কোথাও গম না পাইয়া জালাসমেত কিছু ভূষী ক্রয় করিয়া আনিল। ভৃত্য বাটীতে আসিয়া ভূষী মধ্যে ছিন্নবস্ত্রাবৃত কোন এক প্রকার গুরু সামগ্রী অনুভব করিয়া জালাসমেত ভূষী আমার নিকট আনয়ন করিল। জালা দেখিবামাত্র আমি জানিতে পারিলাম, যে জালায় আমি সাদীপ্রদত্ত মোহরগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম এ সেই জালা। তন্মধ্যে বস্ত্রে বদ্ধ মোহরগুলি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আমার আহ্লাদের সীমা রহিল না। আমি অতিথিদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া সমস্ত অবগত করাইলাম এবং তাঁহাদের বিশ্বাসার্থ জালাটী আমার পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম, কিন্তু মুদ্রাপ্রাপ্তির সংবাদ কিছুই বলিয়া দিলাম না। পত্নী জালা দেখিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, মুদ্রাসমেত এই জালাটীই তিনি সাজিমাটীবিক্রেতাকে দিয়াছিলেন। তখন সাদী নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া সাদকে কহিলেন "ভাই, আমার এতদিনে বিশ্বাস জন্মিল যে শুদ্ধ অর্থ দ্বারাই লোক ধনবান্ হইতে পারে না; কখন কখন অতি সামান্য উপায়েও লোকে ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে। অদ্য আমি তোমার নিকট পরাভব স্বীকার করিলাম, এতদিনে আমার ভ্রম ঘুচিল।" তৎপরে আমি উক্ত বন্ধুদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "আপনারা প্রত্যর্পণের আশায় আমাকে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন নাই, সুতরাং মহাশয়দিগকে উহা ফিরাইয়া দেওয়া আমার ভদ্রোচিত ব্যবহার হয় না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদাৎ আমার যে সম্পত্তি আছে তাহাতে ঐ মুদ্রা লইতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি আপনারা অনুমতি করেন, তবে দীনদরিদ্রদিগকে উহা বিতরণ করি।" এই প্রস্তাবে তাঁহারা উভয়ে সম্মত হইলেন। অনন্তর উভয় বন্ধু সে রাত্রি আমার ভবনে অতিবাহিত করিয়া পরদিন আমাকে তাঁহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। তদবধি আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাটীতে গমনাগমন করিয়া থাকি।

নৃপতি এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে হোসেনের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিতেছিলেন তাহার ইতিহাস শেষ হইলে নরপতি কহিলেন, "হোসেন, তোমার ইতিহাসের ন্যায় অদ্ভুত বিবরণ আমি বহু দিন শ্রবণ করি নাই। ঈশ্বর যেরূপ অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে প্রভূত ধনের অধিপতি করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিও। তুমি মৎস্যের উদর হইতে যে হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তাহা ক্রয় করিয়া আমি স্বীয় ভাণ্ডারে রাখিয়াছি; সাদ ও সাদীকে আনাইয়া তাহাদিগকে উহা দেখাইয়া আমি তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিব। আর আমার ধনাধ্যক্ষকে বল তোমার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত হীরকের সহিত রাখিয়া দেয়।"

অনন্তর নৃপতির অনুমতি লইয়া কোজিয়া হোসেন, সিদি নোমান এবং বাবা আবদুল্লা প্রফুল্লহৃদয়ে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

আলিবাবা ও এক দাসীকর্ত্তৃক চল্লিশ জন দস্যুবধ।

সাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ, আপনার রাজ্যের প্রান্তভাগে পারস্যদেশে একটী নগর আছে, তথায় কাসিম ও আলিবাবা নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর, পৈতৃক যে সামান্য বিষয় ছিল উক্ত ভ্রাতায় তাহা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইলেন।

কাসিম এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তদীয় পূর্ব্বস্বামীর ভাবৎ ভূসম্পত্তি ও নানাদ্রব্যপূর্ণ একখানি দোকান প্রাপ্ত হইয়া সেই নগরের এক জন ধনাঢ্য বণিকমধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আলিবাবা যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার কোন সম্পত্তি ছিল না; সুতরাং নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া তাঁহাকে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইত। তিনি প্রতিদিন তিনটী গর্দ্দভ দ্বারা কাঠ বহন করিয়া নগরে আনিতেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে সামান্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে স্ত্রী-পুত্রগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত।

এক দিবস আলিবাবার কাষ্টকাটা প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় তিনি দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে প্রভূত ধূলি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়াছে এবং ক্রমে সেই ধূলি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি বিশেষ যত্নসহকারে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। যদিও সেস্থানে কদাচ দস্যুভয় ছিল না, কিন্তু অরণ্যমধ্যে সশস্ত্র অশ্বারোহী দেখিয়া যুবকের মনে সহসা এই সন্দেহ জন্মিল যে ইহারা দস্যু হইবেক। তৎকালে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া আলিবাবা নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং পত্রমধ্যে দেহ আবৃত করিয়া অশ্বারোহীগণের কার্য্যাবলী দর্শন করিতে লাগিলেন। যেস্থানে বৃক্ষটী শির উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান ছিল তাহারই পার্শ্বে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত সংস্থিত ছিল, পর্ব্বতটী এমনি ঢালু যে তাহাতে আরোহণ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।

অশ্বারোহীগণ ক্রমশঃ ঐ পর্ব্বতের পাদমূলে আগমন করিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। আলিবাবা দেখিলেন, তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশ জন, এবং তাহাদের আকার প্রকার দর্শনে তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে তাহারা দস্যু। বাস্তবিক যুবকের সন্দেহ অমূলক নহে; কারণ তাহারা দূরবর্ত্তী প্রদেশে দস্যুবৃত্তি করিত; এই স্থানটী তাহাদের আড্ডা, সকলে এই স্থানে মিলিত হইয়া কোথায় দস্যুবৃত্তি করিবে তাহার পরামর্শ করিত। দস্যুগণ অশ্বগুলিকে বন্ধন করিয়া অশ্বগণের পৃষ্ঠ হইতে এক একটী ভারি ব্যাগ নামাইয়া লইল; যুবকের অনুমান হইল ঐ ব্যাগগুলি টাকায় পরিপূর্ণ।

যে দস্যুটী যুবকের অতি নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তাহার আকার দর্শনে যুবকের বোধ হইল এই ব্যক্তিই দস্যুগণের অধিনেতা। দস্যুপতি টাকার তোড়া স্কন্ধে লইয়া, যুবক যে বৃক্ষে লুক্কায়িত ছিল তাহার তলে আসিল এবং কতকগুলি লতা ও গুল্ম সরাইয়া বলিল "তিল খোল।" এই কয়েকটী কথা যুবক স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। দস্যুপতি কর্ত্তৃক এই কয়টী কথা উচ্চারিত হইবামাত্র সহসা একটী দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। দস্যুগণ মুক্তপথে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার আপনাআপনি পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইয়া গেল।

দস্যুগণ বহুক্ষণ পর্ব্বত মধ্যে অবস্থান করিয়া পরিশেষে বাহির হইল। সকলে বাহির হইলে দস্যুপতি কহিল "তিল বন্ধ কর" অমনি দ্বার পুনর্ব্বার রুদ্ধ হইল। যুবক বৃক্ষ হইতে এই কয়টী কথাও স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। অনন্তর দস্যুগণ নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বপথে প্রস্থান করিল। তাহারা

দৃষ্টিপথের অতীত হইলে যুবক স্বীয় বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। দস্যুপতি কথিত বাক্যগুলি তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল, সুতরাং শঙ্কিতহৃদয়ে ধীরে ধীরে গুপ্তদ্বারের সন্নিহিত হইয়া তিনি যেমন "তিল খোল" বলিয়াছেন, অমনি দ্বারটী উদ্ঘাটিত হইল। যুবকের সংস্কার ছিল, পর্ব্বতের গুহা গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইবেক; কিন্তু যুবক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পর্ব্বত-মধ্যে অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই, গৃহটী দিব্য প্রশস্ত ও আলোকময়। গৃহমধ্যে নানাবিধ খাদ্য, বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য সঞ্চিত রহিয়াছে, স্থানে স্থানে স্তূপাকারে টাকা ও মোহর রাশা রহিয়াছে, কোথাও বা চর্ম্মের তোড়ায় মোহর ও টাকা বাঁধা আছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া যুবকের বোধ হইল, এই স্থানে বহু শতাব্দী ধরিয়া দস্যুগণ অর্থ সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে, দুই চারি বৎসরে কখন এত অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে না। যুবক গৃহদর্শনে অধিক সময়ক্ষেপ না করিয়া নিজ গর্দ্দভত্রয়ের পৃষ্ঠে মোহরের তোড়া বোঝাই করিয়া তদুপরি কতকগুলি কাষ্ঠ চাপা দিলেন এবং পূর্ব্বমত প্রভাবে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বাহিরে আসিয়া "তিল বন্ধ কর" বলিয়া উহা রুদ্ধ করিলেন।

অনন্তর আলিবাবা গর্দ্দভগুলি লইয়া বাটী আসিলেন। বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া যুবক তোড়া গুলি গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া লইলেন। এত গুলি তোড়া দেখিয়া, তাঁহার পত্নী ভাবিলেন হয়ত স্বামী চুরি করিয়া আনিয়াছেন। এইরূপ আশঙ্কা মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র ধর্ম্মভীরু রমণী স্বামীর দুর্বৃত্তির জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় যুবক অর্থাগমের ইতিহাস যথাযথ বর্ণনা করিয়া তাঁহার শঙ্কা দূর করিলেন। সরলা যুবতী অর্থগুলি গণিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া যুবক হাসিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, তুমি কি পাগল হইয়াছ? সমস্ত দিন রাত্রি গণিলেও তুমি শেষ করিতে পারিবে না। আইস, এক গর্ত্তমধ্যে এই গুলি পুতিয়া রাখা যাউক।" যুবতী কহিলেন, "তবে একটু অপেক্ষা কর, আমি দিদির কাছ থেকে একটী কেল চাহিয়া আনিয়া এই গুলা একবার মাপিয়া দেখি।" যুবক কহিলেন, "দেখিও, যেন এই কথা প্রকাশ না হয়।" অনন্তর যুবতী কাসিমের বাটীতে গমন করিয়া কহিল "দিদি, আমাকে একবার তোমার কেলটা দিতে পার, আমি এখনি ফিরাইয়া দিয়া যাব।" কাসিমের পত্নী স্বভাবতঃ অতিশয় ধূর্ত্তা ও পরশ্রীকাতরা; আলিবাবা কিরূপ শস্য মাপিবে জানিবার জন্য চতুরা রমণী কেলের ভিতর একটু মোম লাগাইয়া উহা তদীয় পত্নীর হস্তে প্রদান করিল। যুবতী কেল আনিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত মোহর মাপিল এবং শীঘ্র শীঘ্র উহা ফিরাইয়া দিবার জন্য কেল বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া কাসিমের পত্নীকে উহা দিয়া আসিল, কেলের তোলে যে একটী মোহর আটকিয়া গিয়াছিল ব্যস্ততাবশতঃ তাহা দেখিতে পাইল না। কাসিমের পত্নী কেলে একটী মোহর লাগিয়া রহিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল। হিংসায় তাহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতে লাগিল; সে মনে মনে কহিতে লাগিল "আলিবাবা মোহর মাপে! পাপিষ্ঠ এত টাকা কোথায় পাইল?" তৎকালে কাসিম দোকানে ছিল; সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করিবে না; স্বামীকে এই সংবাদ

শুনাইবার জন্য সে এত অস্থির হইয়া উঠিল যে এই সময় টুকু তাহার শতাব্দী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সন্ধ্যাকালে কাসিম বাটিতে প্রত্যাগমন করিলে, তদীয় পত্নী সর্ব্বাগ্রে তাহাকে কহিল, "কাসিম, তুমি মনে কর তুমি অতিশয় ধনবান্; কিন্তু আলিবাবার ধনের সহিত তুলনা করিলে তুমি অতি দীনহীন। সে মোহর গণনা করিবার সময় না পাইয়া উহা মাপিয়া থাকে।" এই বলিয়া কি উপায়ে সে এই সমাচার পাইল তাহা স্বামীকে অবগত করাইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যের সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রীত হওয়া দূরে থাকুক কাসিমের হৃদয়ে হিংসানল জলিয়া উঠিল। ঈর্ষ্যায় সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই ভ্রাতৃবৎসল কাসিম অগ্রে কনিষ্ঠের বাটিতে গমন করিল এবং আলিবাবাকে আহ্বান করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে এত অর্থ তাহার হস্তগত হইল। আলিবাবা প্রথমে কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু কাসিম মেকের কথা উল্লেখ করায় কনিষ্ঠ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পত্নীর অসাবধানতায় সমস্ত প্রকাশ হইয়াছে। আর গোপন করা নিষ্প্রয়োজন বোধে যুবক, ভ্রাতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। কাসিম কিঞ্চিৎ রুক্ষভাবে বলিল, "যে স্থানে এই গুপ্ত ধনাগার অবস্থিত আছে তাহার সমস্ত খবর আমি চাহি। যদি তুমি তাহা না বল, আমি এখনি নগরের শান্তিরক্ষককে এই বিষয়ের সংবাদ দিব।"

আলিবাবা স্বভাবতঃ অতি ভদ্রলোক। তিনি ভ্রাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অকপটে সমস্ত সংবাদ কহিলেন এবং কিরূপে ধনাগারের দ্বার মুক্ত ও বন্ধ হয় তাহাও বলিয়া দিলেন। এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া কাসিম গৃহে প্রতিগমন করিল এবং পরদিন কতকগুলি গৰ্দ্দভ সংগ্রহ করিয়া গুপ্ত ধনাগারের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পর্ব্বতসমীপে উপস্থিত হইয়া আলিবাবা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিবামাত্র ধনাগারের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। কাসিম আনন্দিতচিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইয়া গেল। গৃহমধ্যে রাশি রাশি অর্থ দর্শন করিয়া কাসিমের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, সে যত পারিল টাকার তোড়া গৃহের দ্বারে আনিয়া ফেলিল। এই প্রচুর অর্থ লইয়া কি করিবে, অর্থলোভী কাসিম মনে মনে সেই সমস্ত কল্পনা করিতে লাগিল। নানাবিধ চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়ায়, আলিবাবা কথিত "তিল খোল" কথাটী বিস্মৃত হইয়া সে বলিল "যব খোল", কিন্তু এই কথায় দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ রহিল দেখিয়া কাসিমের অতিশয় বিস্ময় জন্মিল, সে নানাবিধ শস্যের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, কিন্তু 'তিল' এই কথাটী কোন ক্রমেই তাহার মনে হইল না।

এই ঘটনায় কাসিমের বুদ্ধিলোপ হইয়া গেল, যতই সে "তিল" এই কথাটি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহার স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল এবং ক্রমে এইরূপ বোধ হইল যেন সে জন্মাবচ্ছিন্নে ঐ কথাটী শোনে নাই। ভয়ে ও দুঃখে বিহ্বল হইয়া কাসিম টাকার তোড়াগুলি দূরে নিক্ষেপ করিল এবং উন্মত্তের ন্যায় গুহামধ্যে দ্রুত পদচারণ করিতে লাগিল, স্তূপাকৃতি অর্থে আর তাহার মন আকৃষ্ট করিতে পারিল না।

এদিকে দস্যুগণ দিবা দ্বিপ্রহর কালে সেই গুপ্ত ধনাগারের নিকট আসিয়া তাহার দ্বারে দশটী সুসজ্জিত গর্দ্দভ দর্শনে অতিশয় আশ্চর্য্য হইল। তাহারা অগ্রে গর্দ্দভগণকে গভীর অরণ্যমধ্যে তাড়াইয়া দিয়া গর্দ্দভস্বামীর অনুসন্ধানার্থ আপনাদিগের কতিপয় সঙ্গীকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিল এবং দস্যুপতি স্বয়ং অবশিষ্ট দস্যুগণের সহিত সশস্ত্র হইয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দ্বার উন্মুক্ত করিল। গুহার অভ্যন্তর হইতে অশ্বগণের খুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাসিম বুঝিল দস্যুগণ আগমন করিয়াছে। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল যে বিনা চেষ্টায় দস্যুগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে না, অন্ততঃ একবার পলায়নের জন্য চেষ্টা করিবে। এইরূপ স্থির করিয়া কাসিম দ্বারের পার্শ্বে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান হইল, ইচ্ছা ইহারা যেমন দ্বার খুলিবে অমনি হঠাৎ দ্রুতবেগে মুক্তদ্বার দিয়া দৌড়াইয়া পলাইবে। যেমন দস্যুপতি কর্ত্তৃক উচ্চারিত বাক্যের প্রভাবে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল অমনি কাসিম প্রভূতবলে অগ্রগামী দস্যুপতিকে ভূতলশায়ী করিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। কিন্তু দস্যুপতির সহচরগণের আক্রমণ হইতে নিরস্ত্র কাসিম আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, তাহাদের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে অবশেষেই কাসিমের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইল।

অনন্তর দস্যুগণ কাসিম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তোড়াগুলি যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়া, কিরূপে কাসিম গুহামধ্যে প্রবেশ করিল তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক তর্কের পর তাহারা স্থির করিল, পর্ব্বতের উপর দিয়া শত্রু প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এই উন্নত স্থান হইতে কিরূপে নামিল, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। তৎপরে যদি অন্য কেহ পূর্ব্বোক্তরূপে গুহায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার মানসে তাহারা কাসিমের দেহ চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া গুহার চতুষ্কোণে রাখিয়া দিল। এদিকে কাসিমের পত্নী সন্ধ্যা অবধি স্বামীর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিয়া তিনি আসিলেন না দেখিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর আলিবাবার নিকট গমন করিয়া তাহাকে সমস্ত সংবাদ বিদিত করাইল। আলিবাবা কহিলেন, "তজ্জন্য বিশেষ চিন্তার আবশ্যক নাই। বোধ করি, রাত্রি অধিক না হইলে নগরে প্রত্যাগমন করিলে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বোধ করিয়া, দাদা এত বিলম্ব করিতেছেন।" এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কাসিমের পত্নী গৃহে গমন করিল। কিন্তু যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল ততই তাহার দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল দেখিয়া সে অশ্রুপূর্ণনয়নে পুনরায় আলিবাবার বাটীতে গমন করিল। অবশ্যই কোন বিপদ ঘটিয়াছে বিবেচনা করিয়া আলিবাবা আপনার গর্দ্দভ তিনটী লইয়া কাষ্ঠ কাটিবার ছলে ভ্রাতার অন্বেষণে বাহির হইলেন। পর্ব্বতসমীপে উপস্থিত হইয়া শোণিতচিহ্ন দেখিয়া আলিবাবার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি সভয়ে দ্বারমুক্ত করিলেন। গুহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি খণ্ডে বিভক্ত ভ্রাতার মৃতদেহ দর্শনে ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভ্রাতৃভক্ত আলিবাবা ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তদীয় দেহ এক গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বোঝাই দিলেন এবং অবশিষ্ট দুইটীর পৃষ্ঠে কতকগুলি মোহরের তোড়া বোঝাই করিয়া সন্ধ্যার পর বাটীতে আগমন করিলেন।

স্বর্ণের তোড়া গৃহে রাখিয়া এবং সংক্ষেপে পত্নীকে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া আলিবাবা মৃতদেহবাহী গর্দ্দভটিকে কাসিমের বাটীতে লইয়া গেল। কাসিমের বাটীতে মার্জ্জিয়ানা নামে এক অতি চতুরা দাসী ছিল; তাহার ন্যায় প্রখরবুদ্ধিশালিনী ধূর্ত্তা রমণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আলিবাবা তাহাকে বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি অগ্রে সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার গোচর করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে এই বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিতে হইবে, কারণ এ সংবাদ প্রচার হইলে আমাদের সকলেরই বিপদের আশঙ্কা আছে। তুমি তোমার প্রভুপত্নীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" কাসিমের পত্নী উপস্থিত হইলে, আলিবাবা সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন "দেখ ভগিনি, আমি এক্ষণে যাহা বলি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। যে বিপদ ঘটিয়াছে তাহা নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, এক্ষণে যাহাতে তাহার আনুষঙ্গিক অন্য বিপদ না ঘটিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তোমার মনের শান্তি প্রদানের জন্য আমি এই একমাত্র উপায় দেখিতেছি যে তুমি আমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হও; ইহাতে যে আমার পত্নী কোন আপত্তি করিবেন সে সন্দেহ করিও না। যদি তুমি এই প্রস্তাবে সম্মত হও, তবে আমার প্রতিবেশীগণের মধ্যে প্রচার করিয়া দি যে তোমার অকস্মাৎ সহজ মৃত্যু হইয়াছে এবং কৌশলে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করি। মার্জ্জিয়ানা এ সমস্ত কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ আছে, তাহার সাহায্যে আমরা অনায়াসেই লোকের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিব।"

কাসিমের বিধবা উপায়ান্তর না দেখিয়া নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া আলিবাবার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিল। অনন্তর ধূর্ত্তা মার্জ্জিয়ানা এক ঔষধালয়ে গিয়া অতি সাংঘাতিক রোগের ঔষধ প্রার্থনা করিল। ঔষধবিক্রেতা জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যারাম কাহার?" দাসী কপট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আমার প্রভু সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; তাঁহার কথা কহিবার শক্তি নাই, আহার ত্যাগ হইয়াছে।" পরদিন পুনরায় সেই ঔষধবিক্রেতার নিকট এরূপ এক প্রকার ঔষধ চাহিল যাহা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। কাসিম কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করায় ধূর্ত্তা রোদনমুখী হইয়া কহিল "বুঝি প্রভু এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন না।" এদিকে আলিবাবা ও তাহার পত্নী সমস্ত দিন কাসিমের বাটীতে যাতায়াত করায়, সন্ধ্যাকালে ভয়ানক কান্নাগোল শুনিয়া প্রতিবেশীরা বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, সকলেই স্থির করিল কোন কঠিন রোগে কাসিমের মৃত্যু হইয়াছে। পরদিন অতি প্রত্যুষে মার্জ্জিয়ানা নিকটবর্ত্তী এক বৃদ্ধ মুচির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া কহিল "বাবা মুস্তাফা, সেলাই করিবার উপযুক্ত তাবৎ অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া আমার সহিত আইস। কিন্তু অমুক স্থান হইতে তোমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া লইয়া যাইব, তুমি তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবে না।" চক্ষে কাপড় বাঁধার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া মার্জ্জিয়ানা পুনরায় তাহার হস্তে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল। দুই একবার মোহর দুইটির দিকে চাহিয়া দরিদ্র মুস্তাফা দাসীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। দাসী নিরূপিত স্থানে

তাহার নেত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া দিয়া কহিল "শীঘ্র এই চারিখণ্ড শব একত্র সেলাই করিয়া দাও। কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় তোমাকে একটী মোহর দিব, কিন্তু দেখিও যেন একথা প্রকাশ না হয়।"

মুস্তাফা তৎক্ষণাৎ সেলাই করিতে বসিল। সেলাই শেষ হইলে দাসী পুনরায় তাহার চক্ষে বস্ত্র বন্ধন করিয়া তাহাকে পূর্ব্ব স্থানে রাখিয়া আসিল। তৎপরে মার্জ্জিয়ানা উষ্ণ জল দ্বারা শবে যে শোণিত লিপ্ত ছিল তাহা কালন করিল। অনন্তর শব সিন্দুকমধ্যে আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্যরূপে উহা সমাহিত করিল, কেহ কোন সন্দেহ করিল না। কাসিমের সমাধির তিন চারি দিন পরে আলিবাবা ভ্রাতৃজায়ার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং কাসিমের বাটীতে আসিয়া বাস করিলেন। আলিবাবার পুত্র এই সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে তিনি তাহাকে কাসিমের দোকান অর্পণ করিলেন।

এদিকে দস্যুগণ কতিপয় দিবস পরে গুহামধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল, কাসিমের মৃতদেহ তথা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক মোহরের তোড়া অপহৃত হইয়াছে। ইহাতে তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে মৃত কাসিম ব্যতীত অন্য আর এক ব্যক্তিও তাহাদের ধনাগারপ্রবেশের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং কাসিমের ন্যায় এই ব্যক্তিকেও শমনসদনে প্রেরণ করিবার জন্য দস্যুগণ একত্র সমবেত হইল। দস্যুপতি কহিল "যত-দিন না আমরা শত্রুকে সংহার করিতে পারিতেছি ততদিন আমরা সুস্থ হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে আমাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও চতুর তিনি পথিকবেশে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৌশলে শত্রুর সন্ধান লইয়া আসুন। কিন্তু পাছে মিথ্যা সংবাদ দিয়া তিনি আমাদের সকলকে বৃথা কষ্ট দেন, সেইটী নিবারণ করিবার জন্য আমার বিবে-চনায় অগ্রে তাঁহার প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, যদি তিনি উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য্য হয়েন তবে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে।"

দস্যুপতির বাক্য শেষ হইতে না হইতে একজন দস্যু বলিয়া উঠিল, "আমি যাইতে স্বীকৃত আছি এবং এই হিতকারী কার্য্যে যদি আমার জীবনান্ত হয় তাহাতেও আমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি।" অন্যান্য দস্যুগণ এই ব্যক্তির সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিল এবং সে সকলের সম্মতিক্রমে ছদ্মবেশে রাত্রিকালে অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশে যাত্রা করিল। অতি প্রত্যুষে নগরে প্রবেশ করিয়া সে পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মকার মুস্তাফার দোকানে উপস্থিত হইল। সে বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহাশয়, এখনও রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, অন্ধ অন্ধকার রহিয়াছে। আপনার যে বয়স তাহাতে এ সময়ে আপনি কি দেখিতে পাইবেন যে এত সকালে দোকান খুলিয়াছেন?" বৃদ্ধ কহিল, "তুমি বোধ হয় আমায় চেন না; আমার চক্ষু এখনও দিব্য সতেজ আছে। আমি সে দিন ইহা অপেক্ষা অন্ধকারময় স্থানে শব সেলাই করিয়া আসিয়াছি।"

এত অল্পক্ষণের মধ্যে ও অল্প আয়াসে দস্যু যে নিজ অভীষ্টবিষয়ের সন্ধান পাইবে তাহা কদাচ মনে ভাবে নাই। সে এক্ষণে কপট বিস্ময় প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিল, "মৃতদেহ! সে কি? বোধ করি আপনি শবাচ্ছাদনের কথা বলিতেছেন?" বহুদর্শী মুস্তফা কহিল "হাঁ, তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি;

তুমি এতৎসম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ বাহির করিয়া লইতে চাও; কিন্তু আর এতৎসম্বন্ধীয় এক অক্ষরও আমার নিকট শুনিতে পাইবে না।” দস্যু মুস্তফার হস্তে একটী সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া কহিল, “মহাশয়, আমি এতৎসম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে চাহি না, কেবল কোন স্থানে বা কাহার বাটীতে এবং কাহার আদেশে আপনি মৃতদেহ সেলাই করিয়াছিলেন আমি কেবল ইহাই জানিতে বাসনা করি। মুস্তাফা কহিল “আমার ইচ্ছা থাকিলেও আমার সাধ্য নাই যে তোমার আশা পূর্ণ করি। কারণ এই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক স্থান হইতে আমার নয়নদ্বয় বস্ত্রাবৃত করিয়া আমাকে এক বাটীতে লইয়া যায় এবং সেলাই কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় তথা হইতে আমাকে সেইরূপ নয়নবদ্ধ করিয়া পূর্ব্ব স্থানে রাখিয়া যায়।”

দস্যু কহিল, “বোধ করি পূর্ব্ব স্থানে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ নয়নবদ্ধ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে, আপনি পূর্ব্বসংস্কারপ্রভাবে পূর্ব্ব বাটীতে উপস্থিত হইতে পারিবেন। আমার সহিত একবার সেই স্থানে চলুন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আপনার এই আয়াসস্বীকারের পুরস্কার স্বরূপ আর একটী স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করুন।” এই বলিয়া দস্যু পুনরায় একটী মোহর মুস্তাফার হস্তে প্রদান করিল। অর্থলোভী মুস্তাফা অনেক চিন্তার পর দস্যুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দোকান ছাড়িয়া উঠিল। যে স্থানে মার্জ্জিয়ানা তাহার নয়নদ্বয় বস্ত্রাবৃত করিয়াছিল সেই স্থানে আসিয়া মুস্তাফা কহিল “এই স্থানে আমার চক্ষে বস্ত্রবন্ধন করা হইয়াছিল।” দস্যু সেই স্থানে নিজ রুমাল দ্বারা মুস্তাফার নয়নদ্বয় আবৃত করিল। মুস্তাফা চলিতে আরম্ভ করিল এবং ঠিক কাসিমের বাটীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, “বোধ করি এই বাটী পর্য্যন্ত আমি সে বার আসিয়াছিলাম।” দস্যু মুস্তাফার অজ্ঞাতে কাসিমের বাটীতে একটী খড়ির দাগ দিয়া কহিল “এ বাটী কাহার আপনি জানেন?” চর্ম্মকার কহিল “আমার বাস এ পাড়ায় নহে, বলিতে পারি না এ বাটী কাহার।” অনন্তর দস্যু মুস্তাফার নিকট বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিল। মুস্তাফাও নিজ দোকানে গমন করিল।

দস্যু ও মুস্তাফা প্রস্থান করিলে পর মার্জ্জিয়ানা কোন গৃহকার্য্যোপলক্ষে সেই দিকে আসিয়া উক্ত খড়ীর দাগ দেখিয়া ভাবিল “কোন ব্যক্তি কি আমোদ করিয়া এই দাগ দিয়াছে অথবা ইহার কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে? যাহা হউক সাবধানের বিনাশ নাই।” এই বলিয়া সেই চতুরা পরিচারিকা সমীপবর্ত্তী কয়েকটী বাটীতে ঠিক সেইরূপ খড়ির দাগ দিয়া নিজ কার্য্যে প্রস্থান করিল, প্রভু বা প্রভুপত্নীর নিকট এ কথার কোন উল্লেখ করিল না।

এদিকে দস্যুগণ তাহাদের প্রেরিত সঙ্গীর মুখে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শত্রুর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দস্যুপতি কহিল “শত্রু জীবিত থাকিতে আমাদের আনন্দ প্রকাশ করা অনুচিৎ। আইস, অদ্যই তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করা যাউক। কিন্তু একত্রে সকলে নগরপ্রবেশ করিলে নগরবাসীদিগের সন্দেহ হইতে পারে, সুতরাং সকলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমন করিয়া অমুক স্থানে একত্র মিলিত হওয়া যাইবে। আমাদিগের সংবাদদাতা আজ আমার সহিত গমন করিবে।”

সকলেই দস্যুপতির প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। অনন্তর যথাসময়ে অন্যান্য দস্যুগণ নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইল, সর্ব্বশেষে দস্যুপতি সংবাদদাতা দস্যুর সহিত তথায় দর্শন দিল। সংবাদদাতা দস্যু মার্জ্জিয়ানাকৃত খড়ির দাগযুক্ত প্রথমবাটী দেখিয়া বলিল, এই বাটীতে আমাদের শত্রুর বাস, কিন্তু দস্যুপতি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিল, দ্বিতীয় বাটীতেও ঠিক সেই প্রকার খড়ির চিহ্ন রহিয়াছে, তদ্দর্শনে দস্যুপতি সংবাদদাতাকে উহা প্রদর্শন করিলেন। সংবাদদাতা একটীমাত্র বাটীর দ্বারে খড়ির দাগ দিয়াছিল, এক্ষণে দুইটী গৃহে খড়ির দাগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, কোন্ বাটীতে শত্রুর বাস তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না। ক্রমে অগ্রসর হইয়া দস্যুপতি দেখিল, আরও চারি পাঁচটী বাটীতে উক্তরূপ খড়ির চিহ্ন রহিয়াছে, সুতরাং কোনটীতে প্রকৃত শত্রু অবস্থিত করিতেছে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া দস্যুপতি দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া সহচরগণকে পুনরায় বনমধ্যে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন।

অরণ্যমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া দস্যুপতি সহকারীগণকে প্রত্যাগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিলে সকলের বিচারে সংবাদদাতার প্রাণদণ্ড বিধান করা যুক্তিযুক্ত হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্যের মস্তক দেহবিচ্যুত করা হইল। তৎপরে অপর একজন সাহসিক দস্যু শত্রুর সন্ধান করিবার ভার হইল। সে ব্যক্তি প্রথম দস্যুর ন্যায় মুস্তাফাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া পূর্ব্ব উপায়ে আলিবাবার বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং অন্যান্য বাটী হইতে সেইটী চিনিয়া লইবার জন্য দ্বারের এক নিভৃত স্থলে একটী সূক্ষ্ম লোহিতচিহ্ন প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু মার্জ্জিয়ানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অত্যের অদৃশ্য সূক্ষ্ম চিহ্নটী অদৃষ্ট রহিল না। সে পূর্ব্ববৎ সন্নিহিত অপর কয়েকটী বাটীতে সেইরূপ সূক্ষ্ম লোহিত চিহ্ন প্রদান করিয়া আসিল। সুতরাং দস্যুগণ সেই রাত্রিতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ সমুদায় বাটীতে লাল দাগ দেখিয়া প্রকৃত বাটী স্থির করিতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়া স্বস্থানে গমন করিল এবং পূর্ব্ববৎ দ্বিতীয় সংবাদদাতার প্রাণদণ্ড হইল।

শত্রুর কিছুমাত্র অনিষ্ট না হইয়া ক্রমে দস্যুগণের নিজের দলক্ষয় হইতেছে দেখিয়া দস্যুপতি স্বয়ং শত্রুর বাসস্থান নির্দ্ধারণের জন্য বাহির হইল এবং পূর্ব্ববৎ মুস্তাফার সাহায্যে আলিবাবার বাটীর দ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। অন্যান্য দস্যুর ন্যায় দস্যুপতি দ্বারে কোন চিহ্ন প্রদান না করিয়া বহুক্ষণ সেই স্থানে পাদচারণ করিয়া বাটীটী বিলক্ষণ করিয়া চিনিয়া লইল। তৎপরে অরণ্যে প্রত্যাগমন করিয়া সঙ্গীদিগকে কহিল "আমি বাটীটী এরূপ চিনিয়া আসিয়াছি যে আর ভ্রম হইবেক না। এক্ষণে কোন ছলে দিবাভাগে শত্রুর বাটীতে আশ্রয় লইয়া রাত্রিতে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবেক এবং সেই জন্য আমি এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি।" এই বলিয়া দস্যুপতি তাহাদিগকে সেই উপায়ের কথা শ্রবণ করাইল। সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। অনন্তর দস্যুপতির আদেশক্রমে তাহারা ঊনচত্বারিংশটী গর্দ্দভ ও আটত্রিশটী মশক নগর হইতে ক্রয় করিয়া আনিল। একটীমাত্র মশক তাহারা তৈল দ্বারা পরিপূর্ণ করিল, অপরগুলি খালি রহিল। খালি মশক-

গুলির ভিতর এক এক জন সশস্ত্র দস্যু প্রবেশ করিল এবং দস্যুপতি সেই গুলি গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া স্বয়ং তৈলবিক্রেতার বেশে নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে দস্যুপতি গর্দ্দভগুলির সহিত আলিবাবার বাটীতে সেই রাত্রির মত আতিথ্য স্বীকার করিল। আলিবাবা অতিথির যথেষ্ট সমাদর করিলেন; তাহার গর্দ্দভগুলি নিজ গোশালায় রাখিয়া দিলেন, এবং তাহার আহারের জন্য মার্জ্জিয়ানাকে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে কহিলেন। আহারাদি প্রস্তুত হইলে, আলিবাবা স্বয়ং বসিয়া থাকিয়া অতিথিকে আহার করাইলেন। আহারান্তে দস্যুপতি নিজ গর্দ্দভগণকে দেখিবার ছলে গোশালায় প্রবেশ করিয়া সহকারী দস্যুগণকে কহিয়া আসিল "যখন আমি লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিব, তৎক্ষণাৎ তোমরা নিজ নিজ ছুরিকা দ্বারা মশক ভেদ করিয়া বাহির হইবে।" এদিকে আলিবাবা অতিথির নিকট বিদায় লইয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া মার্জ্জিয়ানাকে কহিলেন "কল্য প্রাতে আমি স্নানাগারে গমন করিব; আমার স্নানবস্ত্র আবদাল্লার হস্তে দিও এবং একটু সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিও।" এই কথা বলিয়া আলিবাবা শয়নার্থ গমন করিলেন। দস্যুপতি আপন সহচরদিগকে আদেশ দিয়া প্রত্যাগমন করিলে, মার্জ্জিয়ানা তাহাকে তাহার শয়নার্থ নিরূপিত গৃহে রাখিয়া আসিল। অনন্তর দাসী প্রভুর নিমিত্ত সুরুয়া প্রস্তুত করিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করিয়া দেখিল, তৈলাভাবে দীপ নির্ব্বাণ হইতেছে; এইরূপ বিপদে পড়িয়া মার্জ্জিয়ানা দাস আবদাল্লাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। সে কহিল, "গোশালায় মশকে করিয়া তেল রহিয়াছে, একটু ঢালিয়া আন না?" দাসী তৎক্ষণাৎ ভাঁড় লইয়া গোশালায় প্রবেশ করিল। যেমন সে প্রথম মশকের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অমনি তন্মধ্যস্থিত দস্যু মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "সময় হইয়াছে কি?" অন্য স্ত্রীলোক হইলে, এইরূপ অন্ধকারময় গৃহে তৈলের মোসকের ভিতর অপরিচিত মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিত, কিন্তু মার্জ্জিয়ানা অনেক পুরুষ অপেক্ষা প্রখরতর বুদ্ধিশালিনী। সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে তাহার প্রভুর সমূহ বিপদ উপস্থিত এবং নিজ প্রতিভাবলে এই বিপদ প্রতীকারের এক উপায় উদ্ভাবন করিল। সে পুরুষের স্বরের অনুকরণ করিয়া কহিল "কিঞ্চিৎ পরে।" তৎপরে দাসী ক্রমান্বয়ে সমস্ত মশকের নিকট গমন করিল, প্রত্যেক মশক হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল, দাসীও প্রত্যেক দস্যুকে পূর্ব্ববৎ প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। অবশেষে সে প্রকৃত তৈলপূর্ণ মশকের নিকট উপস্থিত হইয়া গণনা করিয়া দেখিল, তৈলবিক্রেতাবেশী দস্যুকে লইয়া আটত্রিশ জন দস্যু তাহার প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর সে সুরুয়া রন্ধনের ছলে অগ্নিতে এক প্রকাণ্ড কড়া চড়াইয়া একটা মশকের তাবৎ তৈল জ্বাল দিতে লাগিল। তৈল ফুটিয়া উঠিলে চতুরা দাসী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেই তপ্ত তৈল প্রত্যেক মশকমধ্যে ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া দিয়া তদভ্যন্তরবর্ত্তী তাবৎ দস্যুকে নীরবে দগ্ধ করিয়া ফেলিল, বাটীর কেহ কিছু জানিতে পারিল না। অনন্তর সে রন্ধনশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া অগ্নি ও দীপ নির্ব্বাণ করিল এবং পশ্চাৎ কি ঘটনা হয় তাহা অবলোকন করিবার মানসে জানালায় মুখ দিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অপেক্ষা করিতে না করিতে দস্যুপতি জাগরিত হইয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; সেই গভীর নিস্তব্ধ লোষ্ট্রগুলি মশকে পড়িয়া বিপরীত শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি সহচরগণ কোনরূপ উত্তর দিল না দেখিয়া দস্যুপতি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে আরও দুই তিন বার দেখিয়া ইষ্টক ক্ষেপণ করিল, কিন্তু কে তাহার সঙ্কেতের প্রত্যুত্তর দিবে? দস্যুপতি এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে সশঙ্কচিত্তে গোশালামধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশমাত্র গৃহ হইতে তপ্ত তৈলের গন্ধসহ এক বিকট দুর্গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল; সে সভয়ে প্রথম মশকের সন্নিহিত হইয়া দেখিল, তাহার সহকারী মহানিদ্রাসুখসম্ভোগ করিতেছে, অতি দুঃখিতহৃদয়ে সে দ্বিতীয় মশকের নিকট গমন করিয়া দেখিল তন্মধ্যস্থিত সহকারীরও সেই-রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে; ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত মশক পরিদর্শন করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া, উদ্যান-প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পলায়ন করিল। পুনরায় নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলে মার্জ্জিয়ানা আনন্দিত মনে শয়ন করিল।

আলিবাবা রাত্রির ঘটনা কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। তিনি প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। স্নানাগার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তৈলবিক্রেতা তৈলের মশকগুলি লইয়া যায় নাই দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মার্জ্জিয়ানাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মার্জ্জিয়ানা কহিল "অনুগ্রহ করিয়া মশকগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সমস্ত জানিতে পারি-বেন।" আলিবাবা অগ্রসর হইয়া মশকমধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক তন্মধ্যে এক-জন মনুষ্য দেখিয়া, ভয়ে চীৎকার করিয়া দুই এক পদ পশ্চাৎ হটিয়া আসি-লেন। মার্জ্জিয়ানা কহিলেন "ভয় নাই, ও ব্যক্তি হইতে আর অনিষ্ট আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই। ও ব্যক্তি আপনার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে আর উহার অনিষ্টসাধনের ক্ষমতা নাই, কারণ ও ব্যক্তি এক্ষণে শবা-কারে পরিণত হইয়াছে।" তৎপরে মার্জ্জিয়ানা গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। আলিবাবা নিজ জীবনদাত্রীকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন "আমি তোমার এই উপকার কদাচ বিস্মৃত হইব না। সম্প্রতি ইহার প্রতিদান স্বরূপ আমি তোমার দাসত্ব মোচন করিলাম এবং আমার মৃত্যু-কালে এই উপকারের সম্পূর্ণ পুরস্কার দিয়া যাইব।" অনন্তর আলিবাবা গোপনে উদ্যানমধ্যে একটী বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে দস্যুগণের মৃত-দেহ সমাহিত করিলেন।

এদিকে দস্যুপতি অরণ্যে প্রত্যাগত হইয়া সহচরগণের বিনাশে অনেক বিলাপ করিয়া অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিল, "অগ্রে এই অনিষ্টের প্রতিশোধ লইয়া আমার এই দুঃখাগ্নি নির্ব্বাপিত করিব। পশ্চাৎ এই অতুল বিভবের একজন উত্তরাধিকারী মনোনীত করিব; যে বিভব আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ও আমরা বহুৎ এত আয়াসে সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা যে আমি জীবিত থাকিতে আলিবাবা সম্ভোগ করিবে তাহা কদাচ হইবে না। যে কার্য্য সাধন করিতে গিয়া আমার সমস্ত সহচর নিহত হইয়াছে আমি সেই শত্রুবধকার্য্য একাকী সুসম্পন্ন করিব।" প্রতিহিংসা দস্যুপতির হৃদয়ে হইতে শোককে অপসারিত

করিয়া দিল। সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া দস্যুপতি পরদিন একজন ভদ্রলোকের বেশে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বাসা ভাড়া করিল এবং আলিবাবা কর্ত্তৃক দস্যুরত্নের কথা প্রকাশ হইয়াছে কিনা তাহার সন্ধান লইতে লাগিল; কিন্তু তদ্বিষয়ের কোন কথা কোথাও শুনিতে পাইল না। অনন্তর দস্যুপতি অরণ্য হইতে নানাবিধ বাণিজ্যোপযোগী বস্ত্রাদি আনয়ন করিয়া কাসিমের দোকানের ঠিক সম্মুখে একখানি দোকান খুলিল। আলিবাবার পুত্র এক্ষণে কাসিমের দোকানের অধিকারী, সুতরাং দস্যুপতির সহিত তাহার সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল, ক্রমে উভয়ের সাতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিল। অবশেষে যখন দস্যুপতি জানিতে পারিল যে তাহার বন্ধু আলিবাবার পুত্র, তখন চতুর দস্যুপতি এই বন্ধুতা দ্বারা শত্রুবিনাশের মানস করিয়া যাহাতে এই প্রণয় কিছুকাল স্থায়ী হয় তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল; সে মধ্যে মধ্যে আলিবাবার পুত্রকে উপহার প্রদান করিত এবং প্রায়ই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিত।

আলিবাবার পুত্র পিতার সম্মতিক্রমে এক দিবস সন্ধ্যাকালে কোজিয়া হোসেনকে (দস্যুপতি এক্ষণে এই কৃত্রিম নামে বণিকগণের নিকট পরিচিত হইয়াছিল) নিমন্ত্রণ করিয়া পিতৃভবনে আনয়ন করিলেন। আলিবাবা অতিথিকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর কোজিয়া হোসেন বিদায় প্রার্থনা করিলে আলিবাবা কহিলেন "সে কি মহাশয়, আহারাদি না করিয়া কি যাওয়া হয়?" হোসেন কহিল "মহাশয়, আপনার বাটীতে আহার করিব এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আমার এই একটী নিয়ম আছে যে আমি লবণযুক্ত ব্যঞ্জন ভক্ষণ করি না। সুতরাং আপনার বাটীতে আমার আহার করা কিরূপে সম্ভবে?" আলিবাবা কহিলেন "যদি শুদ্ধ এই কারণে এখানে খাইতে আপনার আপত্তি থাকে, তবে ইহা অতি তুচ্ছ কারণ। আমি এখনি পাচিকাকে আদেশ করিতেছি যে আপনার খাদ্যে লবণ না দেয়।" এই কথা বলিয়া আলিবাবা মার্জ্জিয়ানাকে কহিলেন যে নবাগত অতিথির ব্যঞ্জনে যেন লবণ না দেওয়া হয়। লবণ খায় না এরূপ ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য মার্জ্জিয়ানার অতিশয় কৌতুহল জন্মিল; সে রন্ধনাদি শেষ করিয়া এক গুপ্ত স্থান হইতে অতিথিকে বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ দর্শনের পরেই চতুরা দাসী দস্যুপতিকে চিনিতে পারিল, হোসেনের ছদ্মবেশ দাসীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে প্রতারিত করিতে পারিল না। দস্যুপতি বলিয়া চিনিবামাত্র দাসী আরও মনোযোগসহকারে অতিথির পরিচ্ছদাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং কিঞ্চিৎ পরেই দেখিতে পাইল যে দস্যুপতির বস্ত্রমধ্যে একখানি ছোরা লুক্কায়িত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে দাসী মনে মনে বলিতে লাগিল, "এতক্ষণে আমি ইহার লবণ না খাইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম, পাপিষ্ঠ আমার প্রভুকে হত্যা করিবার মানস করিয়াছে, এইজন্য তাঁহার 'নেমক' খাইবে না। কিন্তু আমি জীবিত থাকিতে তাহার আশা পূর্ণ হইতে দিব না।"

যথাসময়ে তিন জনের একত্র আহারাদি সম্পন্ন হইলে, মদ্য ও মদ্যপাত্র তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দাস ও দাসী আহারার্থ বিদায় লইল। দস্যুপতি

তৎকালে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল “সুরাপান করাইয়া পিতাপুত্র উভয়কে উন্মত্ত করিব। পুত্র আমার কোন অপরাধ করে নাই, সুতরাং তাহার প্রাণবধ করিব না। কিন্তু যৎকালে আমি তাহার চিরশত্রুর হৃদয়ে ছুরিকা [illegible] করাইয়া দিব, তৎকালে সে কোনরূপে প্রতিবন্ধক না করিতে পারে এই অভিপ্রায়েই তাহাকে সুরাপান করাইয়া উত্থানশক্তি রহিত করিতে হইবে। এক্ষণে দাসদাসীগণ সকলেই আহার করিতে গিয়াছে। সুতরাং এমন সুযোগ নষ্ট করা হইবে না।” মার্জ্জিয়ানা বাস্তবিক আহার করিতে যায় নাই। সে দস্যুপতির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করিয়া এবং তৎকাল প্রচলিত প্রথা অনুসারে কটিদেশে ছুরিকা বন্ধন করিয়া অতিথির মনোরঞ্জন ছলে তথায় দর্শন দিল, দাস বাদ্যকরের বেশে আগমন করিল। নৃত্যকার্য্যে মার্জ্জিয়ানার নৈপুণ্য দেশবিখ্যাত ছিল। সুতরাং দাসী অনায়াসেই প্রভুর অনুমতি প্রাপ্ত হইল। সে নানা বিলাস ও বিভ্রমের সহিত অনেক ক্ষণ নৃত্য করিয়া অতিথির মনস্তুষ্টি করিল এবং অবশেষে ছুরিকা চালনের কৌশল প্রদর্শনার্থ কটিতট হইতে উহা বাহির করিল। তাহার অদ্ভুত কৌশলদর্শনে দর্শকত্রয় বিস্তর প্রশংসা করিল: তৎপরে মার্জ্জিয়ানা দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা ও বাম হস্তে বাদ্য লইয়া নর্ত্তকীগণের প্রথানুসারে প্রথমে আলিবাবার নিকট উপস্থিত হইল, আলিবাবা তাহার বাদ্যোপরি একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। তৎপরে তদীয় পুত্রের নিকট গমন করিলে তিনিও একটী সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। অবশেষে দস্যুপতির সম্মুখীন হইবামাত্র সে নিজ তোড়া হইতে যেমন টাকা বাহির করিবে অমনি দাসী বিপুল সাহসের সহিত তদীয় হৃদয়ে সেই শাণিত ছুরিকা আমূলতঃ প্রবেশ করাইয়া দিল। অস্ত্র বাহির করিয়া লইবামাত্র বিষম বেগে শোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, দস্যুপতি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

এই হত্যাব্যাপার দর্শনে আলিবাবা ও তাঁহার পুত্র “পাপীয়সী রাক্ষসী কি করিলি, আমার বংশে চুরপনেয় কলঙ্ক দিলি?” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মার্জ্জিয়ানা ধীরভাবে কহিল “আমি আপনার কুলে কালি দিই নাই, আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছি মাত্র।” এই বলিয়া দাসী তাহার বস্ত্রের কিয়দংশ উত্তোলন করিয়া তন্মধ্য হইতে লুক্কায়িত ছুরিকা দেখাইয়া দিল এবং হোসেনের প্রকৃত নাম ও পরিচয় দিল। শুনিয়া আলিবাবা, পুত্রের ও নিজের জীবনদাত্রী দাসীর উপর পরম প্রীত হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে নিজ পুত্রের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।

ভ্রাতার মৃতদেহ আনয়নের পর অবধি আলিবাবা আর গুপ্ত ধনাগারে গমন করেন নাই। সাঁইত্রিশ জন দস্যু ও দস্যুপতি স্বয়ং মার্জ্জিয়ানার কৌশলে নিহত হইবার পরও এক বৎসর তিনি তথায় যাইতে সাহস করেন নাই; কারণ চল্লিশ জনের অবশিষ্ট দুই জন অদ্যাপি জীবিত আছে, তাঁহার এইরূপ সংস্কার ছিল। বনমধ্যে গমন করিলে তাহারা কোন অনিষ্ট করিতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি এত দিন ধনলোভ সম্বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এত দিনের মধ্যেও দস্যুদ্বয় তাঁহার অনিষ্টসাধনের আর কোন চেষ্টা করিল না দেখিয়া তিনি একদিবস সাহস করিয়া বনমধ্যে গমন করিলেন। ধনাগারে

বাহিরের পথ কণ্টকাকীর্ণ ও অপরিষ্কার হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, বহুকাল হইতে তথায় মনুষ্যসমাগম নাই। ইহাতে সাহসিক হইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ধনাগারের যে বস্তু যেখানে ছিল তাহা ঠিক সেইখানেই আছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া তিনি সহজেই অনুমান করিলেন যে অবশিষ্ট দুই জন দস্যু কোন কারণে অবশ্যই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। সুতরাং আলিবাবা এই অতুল বিভবের একমাত্র অধিকারী হইলেন। আলিবাবার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র পিতার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রটী শিক্ষা করিয়া এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। এইরূপে এই আলিবাবার বংশীয়গণ এই ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া পরম সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিল।

বোগদাদ দেশীয় বণিক আলিকোজিয়ার ইতিবৃত্ত।

সাহারজাদী কহিলেন, সম্রাট হারুন অল রসিদের রাজত্ব কালে বোগদাদ নগরে আলিকোজিয়া নামে এক মধ্যশ্রেণীর বণিক্ বাস করিতেন; তাঁহার স্ত্রী বা কন্যাপুত্র কেহই ছিল না। একদা তিনি উপর্য্যুপরি ক্রমান্বয়ে তিন রাত্রি স্বপ্ন দেখিলেন এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া মক্কাতীর্থে না যাওয়াতে অতি রুক্ষভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে।

এইরূপ স্বপ্নদর্শনে আলির মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল, সুতরাং মক্কাতীর্থ গমন যে মানবমাত্রেরই পক্ষে কর্ত্তব্য তাহা তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল; কেবল যাহাদিগের উপর বিশ্বাস করিয়া দোকান ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রক্ষণের ভার দিয়া যাইতে পারেন এরূপ অভিভাবক বা বিশ্বাসী ভৃত্যের অভাবে তিনি মক্কাদর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে পুনঃ পুনঃ স্বপ্নদর্শনে তাঁহার মনে আশঙ্কা জন্মিল, আর বিলম্ব করিলে কোন ভয়ানক বিপদ ঘটিতে পারে। অতএব তিনি পূর্ব্ব অভাবসত্ত্বেও মক্কাগমনের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন, মক্কানগরে বিক্রীত হইতে পারে এরূপ দ্রব্যাদি রাখিয়া দোকানের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; নিজ বাটী এক ব্যক্তিকে ভাড়া দিলেন। দ্রব্যাদি বিক্রয়লব্ধ তাবৎ অর্থ সঙ্গে লইয়া যাওয়া কষ্টকর ও তাহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে বিবেচনা করিয়া, আলি পাথেয়স্বরূপ কতক টাকা সঙ্গে রাখিয়া অবশিষ্ট এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা একটী জালার মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখে কতকগুলি জলপাই চাপা দিলেন এবং জালাটি নিজ এক বন্ধুর বাটীতে লইয়া গিয়া তাহাকে উহা রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বন্ধু কহিলেন, "ভাই, তুমি একটী জলপাইয়ের জালা আমার নিকট রাখিবে, তাহার জন্য আবার অনুরোধ কি? এই আমার গুদামের চাবি লও, যেখানে ইচ্ছা গুদামের মধ্যে জালাটি স্বহস্তে রাখিয়া আইস। মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিলে পুনরায় জালাটী লইয়া যাইও।" বন্ধুর কথায় পরম প্রীত হইয়া আলি গুদামের ভিতর জলপায়ের জালাটী রাখিয়া আসিল।

অনন্তর কোজিয়া নির্ব্বিঘ্নে মক্কাতীর্থে গমন করিয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ মন্দির দর্শন করিলেন। তীর্থস্থানে কর্ত্তব্য যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিয়া অবশেষে

তিনি আনীত দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া গেলেন। দুই জন বণিক্ সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার চমৎকার চমৎকার দ্রব্য বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য গমনে ক্ষান্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিল, অবশেষে যাইবার সময় একজন বণিক্ সঙ্গী অপর বণিক্‌কে বলিতে লাগিল, "যদি এই ব্যবসায়ী কায়রো নগরে এই সকল দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত, তাহা হইলে বিলক্ষণ লাভ করিতে পারিত।" এই কথা অর্থ-লোভী আলির কর্ণে প্রবেশ করিল। মিসর দেশের সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া পূর্ব্বাবধি তদ্দেশদর্শনে তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, এক্ষণে আবার লাভের আশা পাইয়া তিনি কায়রো নগরে যাইবার কল্পনা করিলেন। মক্কার বাজারে নিজ আনীত দ্রব্যাদি বিক্রয় না করিয়া তিনি তৎসমস্ত লইয়া কায়রো নগরে গমন করিলেন। সেই সমুদয় তথায় বিক্রয় করিয়া বাস্তবিক তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইল। তৎপরে আলিকোজিয়া কায়রো হইতে ডামস্কস নগরে যাত্রা করিলেন; পথে তিনি পুণ্যধাম জেরুজেলামের পবিত্র মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। ডামস্কস নগরের বহু নদী, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ও বিচিত্র উদ্যান দর্শন করিয়া আলি অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তথা হইতে আলিকোজিয়া আলিপো নগরে গমন করিলেন এবং তথায় কিছুদিন অতি-বাহিত করিয়া ইউফ্রেটিস নদী পার হইয়া মোসল নগরে গমন করিলেন। যে সমস্ত পারসীক বণিকের সহিত আলি আলিপো হইতে মোসাল নগরো-দ্দেশে যাত্রা করেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিল। তাঁহা-দিগের সহিত আলি সিরাজ নগরে গমন করিলেন এবং তথা হইতে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তিনি পুনরায় উক্ত পারসীক বন্ধুগণের সহিত সিরাজনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সমস্ত দেশদর্শনে প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল; সুতরাং আলি বহুদিন জন্মভূমির অদর্শনে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। তিনি বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া বোগ্দাদনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে যে বণিকের নিকট আলি জলপাই বলিয়া একজালা মোহর রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি এতদিন পর্য্যন্ত সেই জালায় একবারও হস্তক্ষেপ করেন নাই। যৎকালে আলি সিরাজ হইতে বোগ্দাদোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন ঠিক সেই সময়ে এক দিবস আহার করিতে করিতে তাঁহার বনিতা জলপাই খাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। বণিক্ কহিলেন, "জলপাইয়ের কথায় মনে পড়িল, অদ্য সাত বৎসর হইল আলিকোজিয়া মক্কা যাইবার সময় আমার নিকট একজালা জলপাই গচ্ছিত রাখিয়া যায়। কিন্তু সেই অবধি তাহার কোন সংবাদ নাই, মধ্যে শুনিয়াছিলাম সে ব্যক্তি মিসর দেশে গমন করিয়াছে; বোধ করি এতদিনে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, নতুবা সংবাদ পাওয়া যাইত। আমাকে একটা আলো ও একটা পাত্র দাও দেখি, যদি সেই জল-পাইগুলা খাইবার যোগ্য থাকে, তবে এখনি আনয়ন করিতেছি।" তাঁহার পত্নী কহিলেন "নাথ, এ ঘৃণিত কার্য্য কদাচ করিবেন না; গচ্ছিত দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করা পরম অধর্ম। আলির যে মৃত্যু হইয়াছে তাহার কোন নিশ্চয় নাই। যদি সে ব্যক্তি কল্য প্রত্যাগমন করিয়া নিজ জলপাইয়ের জালার

আনিবেন এবং আপনি তাঁহাকে পূর্ব্বাবস্থায় জালাটী প্রত্যর্পণ করিতে না পারেন, তবে আপনার অপযশ রাখিতে স্থান থাকিবে না। আমার বোধ হয় জলপাই রাখিবার আবশ্যকতা নাই, বিশেষ আলির জলপাই এতদিনে নিশ্চয় পচিয়া গিয়াছে। সুতরাং বৃথা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া কেন অপকার্য্য করিবেন?” পত্নীর এই সদুপদেশে বণিক্ কর্ণপাত করিলেন না। তিনি একটী আলো ও একটী পাত্র লইয়া একাকী গুদামে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, জালার উপরকার জলপাইগুলি সমস্ত পচিয়া গিয়াছে। ভিতরের জলপাই কিরূপ আছে দেখিবার জন্য যেমন জালাটী একটু অবনত করিয়াছেন, অমনি তন্মধ্য হইতে জলপাইয়ের পরিবর্ত্তে অতিমধুর রব করিতে করিতে হেমাঙ্গিনী মুদ্রা আবির্ভূত হইয়া বণিকের মনোহরণ করিল। তিনি আস্তে ব্যস্তে মোহরগুলি পুনরায় জালার মধ্যে রাখিয়া পত্নীকে আসিয়া বলিলেন যে বাস্তবিক জলপাইগুলি পচিয়া গিয়াছে। পাপমতি বণিক পরদিবস বাজারে গমন করিয়া কতকগুলি জলপাই ক্রয় করিয়া আনিল এবং জালা হইতে মোহরগুলি আত্মসাৎ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন জলপাইগুলি রাখিয়া জালার মুখ পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া রাখিল।

এই ব্যাপারের প্রায় এক মাস পরে আলিকোজিয়া বোগদাদে প্রত্যাগমন করিয়া অগ্রে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বহুদিনের পর সাক্ষাৎ হওয়াতে বন্ধু অতি সমাদরের সহিত আলির অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর আলি নিজ জলপাইয়ের জালা প্রার্থনা করায় কপট বন্ধু কহিলেন “ভাই, তুমি জালাটী যেখানে রাখিয়া গিয়াছ উহা সেইখানেই আছে, আমি উহাতে হাতও দিই নাই। এই গুদামের চাবি লইয়া স্বয়ং উহা বাহির করিয়া আন।” আলিকোজিয়া বন্ধুর ভদ্রতা দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া জালাটী বাটীতে লইয়া গেলেন। তিনি টাকাগুলি বাহির করিবার জন্য জালার মধ্যে হস্ত প্রদান করিয়া দেখেন টাকা হাতে ঠেকে না। ইহাতে অতিশয় বিস্মিত হইয়া আলি জালাটী উপুড় করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু হায়! তন্মধ্যে মোহর কোথায়? কেবল রাশীকৃত জলপাই রহিয়াছে। এই ব্যাপারদর্শনে অর্থলোভী আলির মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; তিনি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, “হে ঈশ্বর, আমি যাহাকে অতি বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া জানিতাম, তাহার এইরূপ বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আচরণ।”

আলি তৎক্ষণাৎ বন্ধুর বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, “ভাই, আমি জলপাইয়ের মধ্যে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর দেখিতেছি না। বোধ করি হঠাৎ আবশ্যক হওয়াতে তুমি তাহা নিজ ব্যবসায়ে লাগাইয়াছ?” বণিক্ কহিলেন, “সে কি ভাই, তোমার উহাতে মোহর ছিল আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ অবগত নহি। তুমি স্বয়ং উহা রাখিয়া গিয়াছ এবং স্বয়ংই উহা বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছ। আমি উহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করি নাই।”

আলি প্রথমে সহজে মোহর আদায় করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বণিক্ কিছুতেই স্বীকার করিল না যে সে মোহর লইয়াছে। অবশেষে আলি কাজীর নিকট বন্ধুর নামে অভিযোগ করিলেন। কাজী আলিকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাক্ষী বা অন্য কোন প্রমাণ আছে কি না? আলি কহিলেন, বন্ধু অতিশয় বিশ্বাসী বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ছিল, বন্ধুর দ্বারা যে একার্য্য হইবে তাহা তিনি কদাচ মনে করেন নাই এই জন্য এই বিষয় আর কাহাকেও অবগত করান নাই। প্রতিবাদী এই জবাব দিল, যে সে মোহরের বিষয় আদৌ অবগত নহে; সে এই কথা শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছে। অনন্তর বণিক্ অম্লানবদনে শপথ করিয়া বলিল, যে সে মোহরের বিষয় কিছুই জানে না। সুতরাং প্রমাণ অভাবে, কাজী মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিয়া দিল। বিচার অন্যায় হইল বলিয়া আলি অনেক চীৎকার করিলেন এবং অবশেষে সম্রাটের নিকট আপিল করিবেন এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কাজী তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

এত পরিশ্রমের ধন সহজে পরহস্তগত হইবে ইহা আলির অসহ্য বোধ হইল; তিনি কাজীর অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য এক খানি আবেদনপত্র লিখিয়া যৎকালে সম্রাট হারুণ অল রসিদ উপাসনা মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করেন সেই সময়ে তদীয় এক কর্মচারীর হস্তে প্রদান করিলেন। সম্রাট বাটীতে আগমন করিয়া আলির আবেদনপত্র দর্শন করিয়া তাহাকে পরদিন আসিতে আদেশ করিলেন।

সেই দিবস সন্ধ্যাকালে নরপতি, মন্ত্রী ও খোজার সহিত ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। এক পথে যাইতে যাইতে তিনি একটী বাটীতে বালকগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রালোকে দেখিলেন দশ বারটী বালক একত্র মিলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী সুন্দর বালক অন্যান্য বালককে বলিতেছে "আইস, ভাই, আজ কাজীকাজী খেলি। আমি কাজী হব। আলিকোজিয়া, ও যে তাহার মোহর চুরি করিয়াছে তাহাদিগকে আমার কাছে আন।" বালকের কথা শুনিয়া নরপতির পূর্ব্বোক্ত আবেদনের কথা স্মরণ হইল। তিনি কৌতুকদর্শনমানসে সেই স্থানে একটী প্রস্তরের উপর উপবেশন করিয়া বালকটীকে দেখিতে লাগিলেন। বালকের নয়ন হইতে যে অদ্ভুত জ্যোতি বাহির হইতেছিল তাহাতে নরপতির বোধ হইল বালকটী অসামান্য বুদ্ধিমান্ হইবে। এদিকে কাজীবেশী বালক আজ্ঞা করিবামাত্র অন্য দুই জন বালক আলি ও তদীয় বন্ধু সাজিয়া তথায় আসিল। কৃত্রিম কাজী গম্ভীরস্বরে আলিবেশী বালককে কহিল, "তুমি এই বণিকের নিকট কি চাও?" আলিরূপী বালক অভিবাদন করিয়া প্রকৃত আলিকোজিয়া কাজীর সমক্ষে যাহা যাহা বলিয়াছিল সমস্ত জ্ঞাপন করিল। অনন্তর এই বালককাজী আলির বন্ধুরূপী বালককে কহিল "তোমার এবিষয়ে বলিবার কি আছে?" সেও প্রকৃত বণিক্ যাহা বলিয়াছিল তৎসমুদায় জ্ঞাপন করিয়া শপথ করিবার উদ্যোগ করিলে, বালককাজী কহিল "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর; অগ্রে সেই জলপাইপূর্ণ জালাটী আনয়ন কর।" তৎক্ষণাৎ আলিকোজিয়াবেশী বালক জালা আনয়ন করিতে গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ঠিক যেন একটী জালা আনিয়া কাজীর সম্মুখে ধরিল। কাজীরূপীবালক সেই কাল্পনিক জালা হইতে একটী জলপাই লইয়া যেন আস্বাদন করিল। তৎপরে কাজীবেশীবালক কহিল এই জলপাইগুলি দিব্য সুস্বাদু; কিন্তু আলি অদ্য সাত বৎসর হইল

জালার মধ্যে জলপাই রাখিয়া গিয়াছে ; জলপাই বোধ করি কখন এত দিন ভাল থাকিতে পারে না। যাহা হউক এই বিষয়ে দুই জন জলপাইবিক্রেতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।" এই কথা বলিবামাত্র দুই জন বালক জলপাইব্যবসায়ী সাজিয়া আসিল। তাহারা যেন বাস্তবিক জলপাই আস্বাদন করিয়া কহিল, "এ জলপাই এই বৎসরের।" কাজীবেশীবালক কহিল "সে কি ? আলিকোজিয়া বলিতেছে সাত বৎসর হইল সে এই জলপাই উক্ত জালার মধ্যে রাখিয়াছে।" ব্যবসায়ীবেশী বালকদ্বয় বলিল "সাত বৎসর জলপাই কিছুতেই থাকে না। বিশেষ যত্ন করিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত রাখা যায় তৎপরে তাহা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠে। কিন্তু এই জলপাই সম্বন্ধে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, এই বোগ্দাদ্ নগরে এমন কোন জলপাই-ব্যবসায়ী নাই যে ইহাকে এ বৎসরের না বলিবে।" প্রতিবাদী বালক এই কথার প্রত্যুত্তর দিতে উদ্যত হইতেছে দেখিয়া কাজী কহিলেন "বণিক্, তুমি চোর, অতএব তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।" অমনি অন্যান্য বালকে করতালি দিয়া উঠিল এবং দোষী বালককে ফাঁসি দিবার জন্য স্থানান্তরে লইয়া গেল।

নরপতি বালকের অদ্ভুত বিচারশক্তি দর্শনে অবাক হইয়া রহিলেন। তিনি মন্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অমাত্য কহিলেন "মহারাজ, এই অল্প বয়সে বালকের এইরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি।" নরপতি কহিলেন "কল্য প্রকৃত আলিকোজিয়ার নালিশের দিন ধার্য্য আছে। আমার বোধে ঐ মোকদ্দমায় এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার আর সম্ভবে না। অতএব তুমি এই বাটী বিশেষ করিয়া চিনিয়া রাখ। কল্য এই বালক দ্বারা উক্ত মোকদ্দমার বিচার করাইতে হইবে। যে কাজী উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিল, তাহাকেও এমন দিও যেন সে কল্য হাজির থাকে, সে এই বালকের বিচারদর্শনে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। আলিকোজিয়াকে জলপাই সমেত জালাটী রাজসভায় লইয়া যাইতে কহিও এবং দুইজন জলপাইব্যবসায়ী যেন রাজসভায় উপস্থিত থাকে।" এই আদেশ প্রদান করিয়া নরপতি স্বীয় প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিবস মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত কাজিবেশী বালকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া গৃহস্বামীর সন্ধান করিলেন। কিন্তু তৎকালে গৃহস্বামী বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না, অতএব মন্ত্রী গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার কয়টী পুত্র ? গৃহস্বামিনী কহিলেন, "তাঁহার তিন পুত্র।" এই বলিয়া তিনি বালকগণকে তথায় আহ্বান করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন "তোমাদের মধ্যে কাল কে কাজী সাজিয়াছিল ?" জ্যেষ্ঠ কহিল সেইই কাজী সাজিয়াছিল। অনন্তর মন্ত্রী গৃহকর্ত্রীকে নৃপতির আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রীর কথায় ভীত হইয়া জননী রাজাদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মন্ত্রী কহিলেন, আপনার কোন ভয় নাই, কারণ পশ্চাৎ অবগত হইবেন, আমি একণে এই মাত্র বলিতে পারি যে আপনার পুত্র রাজপ্রসাদ লইয়া আগমন করিবে।" পুত্র রাজপ্রসাদ লাভ করিবে শুনিয়া জননীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি পুত্রকে একটী পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরাইয়া মন্ত্রীর সহিত তাহাকে রাজসভায় প্রেরণ করিলেন।

বালক রাজসভায় আনীত হইলে, নরপতি তাহাকে কিঞ্চিৎ ভীত দেখিয়া তাহার মনে সাহস উৎপাদন করিবার নিমিত্ত কহিলেন "আমার নিকট এস, কাল তুমি কাজী হইয়াছিলে? কাল তুমি যে বিচার করিয়াছ তাহাতে আমি বড় খুসী হইয়াছি।" রাজার এই কোমল সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া বালকের কিঞ্চিৎ সাহস হইল। নৃপতি পুনরায় কহিলেন "আজ সত্যের আলিকোজিয়া ও সেই বণিক্ এখনি আসিবে। তোমাকে তাহার মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবে। তুমি আমার কাছে বস।" অনন্তর নৃপতি সিংহাসনোপরি নিজ পার্শ্বে বালককে উপবেশন করাইয়া বাদী প্রতিবাদীকে অগ্রসর হইতে কহিলেন। বাদী ও প্রতিবাদী নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিলে পর যখন বণিক্ শপথ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল, বালক কহিল, "এখনও শপথ করিবার সময় হয় নাই, অগ্রে জালাটী দেখা আবশ্যক।" তৎক্ষণাৎ জালাটী নৃপতির চরণতলে স্থাপিত হইল। নৃপতি জালা হইতে একটী জলপাই লইয়া স্বয়ং আস্বাদন করিয়া রাজসভায় আনীত বোগদাদদেশীয় দুই জন জলপাইব্যবসায়ীকে আস্বাদন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা জলপাই আস্বাদন করিয়া কহিল, "এ জলপাই অতি উত্তম ও এ বৎসর উৎপন্ন হইয়াছে।" বণিক্দ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী তাহার প্রত্যুত্তর দিতে প্রস্তুত হইলে, বালক সাহস করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিতে পারিল না, নৃপতির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "মহারাজ, আমরা খেলা ঘরে চোর বনিকের ফাঁসি দিবার হুকুম দিয়াছি বটে, কিন্তু একণে সত্য সত্য ফাঁসির হুকুম দিতে আমার সাহস হয় না।" অনন্তর বণিক্ বাস্তবিক দোষী সপ্রমাণ হইল দেখিয়া নৃপতি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বণিক্ নিজ দোষ স্বীকার করিয়া কোথায় মোহরগুলি লুকায়িত আছে তাহা ব্যক্ত করিল। মোহরগুলি পুনরায় আলিকোজিয়াকে দেওয়া হইল।

বিচারকার্য্য শেষ হইলে ভারবান্ নরপতি কাজীকে কহিলেন, "কিরূপে সূক্ষ্ম বিচার করিতে হয় এই বালকের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা কর।" অনন্তর তিনি বালককে আলিঙ্গন করিয়া পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে শত মুদ্রা প্রদান করিয়া বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

অত্যাশ্চর্য্য মায়াময় ঘোটক।

সাহারজাদী কহিলেন, বোধ করি মহারাজের অবিদিত নাই যে অতি প্রাচীন কাল হইতে পারস্যরাজ্যে নববর্ষারম্ভ দিনে অতি সমারোহে বসন্তোৎসব হইতে থাকে। যদিও এই উৎসব প্রাচীন পৌত্তলিকগণ কর্তৃক প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল এবং ইহার অনেক অংশই কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রদীপ্ত প্রমাণ, তথাপি পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম বহু চেষ্টাতেও এই চিরপ্রচলিত উৎসবকে সমাজ হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। দীন দুঃখী পর্য্যন্ত এই উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে রাজবাটীর সমক্ষে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে; নানা দেশ বিদেশের লোক এই স্থানে সমাগত হইয়া স্বীয় স্বীয় শিল্প কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজসরকার হইতে প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

একদা এই উৎসব প্রসঙ্গে সমাগত শিল্পীগণকে তাহাদিগের গুণানুসারে পুরস্কার প্রদান করিয়া নরপতি প্রাসাদগমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে একজন ভারতবাসী একটী সুসজ্জিত কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘোটক লইয়া রাজসমীপে আগমন করিল; অশ্বটী এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে দেখিলে প্রকৃত অশ্ব বলিয়া বোধ হয়। ভারতবাসী নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজ, যদিও আমি সকলের পশ্চাতে রাজসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, তথাপি আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এরূপ চমৎকার পদার্থ আপনি কোথাও দেখেন নাই।" রাজা কহিলেন "এই অশ্বের এমন কোন আশ্চর্য্য গুণ দেখা যাইতেছে না যাহাতে চমৎকৃত হওয়া যায়। তবে শিল্পী স্বভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া অপর কোন শিল্পী চেষ্টা করিলে যে এরূপ করিতে পারে না তাহা আমার বোধ হয় না।"

ভারতবাসী কহিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে অশ্বের বাহ্যিক আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিতেছি না। এই অশ্ব পুষ্পকরথের ন্যায় বিদ্যুৎগতিতে শূন্যমার্গে আরোহণ করিতে পারে; অশ্বকে চালাইবার একটী কৌশল আছে, যে ব্যক্তি আমার নিকট উক্ত কৌশলটী শিক্ষা করিবে সেই এই অশ্বে আরোহণ করিয়া যথা ইচ্ছা তথায় গমনাগমন করিতে পারিবে।" নৃপতি অশ্বের এই অসাধারণ গুণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন করিতে চাহিলে, ভারতবাসী এক লম্ফে অশ্বে আরোহণ করিয়া কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে আদেশ করুন।" নৃপতি কহিলেন, "সিরাজ নগরের পাঁচ ক্রোশ দূরে ঐ যে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখর দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ পর্ব্বতের নিকট গমন করিয়া আমাদিগের বিশ্বাস কারণ পর্ব্বতমূলে যে তালবৃক্ষ আছে তাহার একটী পত্র কাটিয়া আন।"

নরপতির বাক্য শেষ হইতে না হইতে ভারতবাসী অশ্বের গ্রীবাদেশস্থ একটী প্রেক ঘুরাইল, অমনি সেই পক্ষীরাজ তীরবেগে শূন্যমার্গে উঠিতে আরম্ভ করিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে এত উচ্চে উঠিল যে অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ব্যক্তিগণও আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নৃপতি ও অমাত্যগণ বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং দর্শকগণ আনন্দে করতালি প্রদান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দৃষ্ট হইল, ভারতবাসী একটী তালপত্র হস্তে লইয়া শূন্যপথে আগমন করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া দর্শকগণ পুনর্ব্বার আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। তৎপরে ভারতবাসী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া নৃপতিকে প্রণাম করিয়া তালপত্রটী তদীয় পাদমূলে অর্পণ করিল।

অশ্বের অদ্ভুত ক্ষমতাদর্শনে নরপতি ভারতবাসীকে ইহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; সে কহিল "মহারাজ, আপনি অশ্বের গুণ পরীক্ষা করিয়া যেরূপ প্রীত হইয়াছেন, বোধ করি ইহার বিক্রয়ের নিয়ম শুনিলে তত সন্তুষ্ট হইবেন না। অশ্বের আবিষ্কর্ত্তার নিকট হইতে আমি ইহা মূল্য দিয়া ক্রয় করি নাই, আমি অশ্বের বিনিময়ে তাহাকে স্বীয় একমাত্র দুহিতা অর্পণ করিয়াছি এবং অশ্বদানকালে সেই ব্যক্তি আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে যে আমি কদাচ মূল্য লইয়া ইহা বিক্রয় করিতে পারিব না; তবে কোনরূপ

বিনিময় লইয়া অশ্ব দিবার আমার ক্ষমতা আছে।” নরপতি এই কথা শুনিয়া কহিলেন, “আমার এই বিশাল রাজ্যমধ্যে বৃহৎসংখ্যক সমৃদ্ধিশালী নগরী আছে অশ্বের বিনিময়ে তুমি ইহাদের মধ্যে যেটী লইতে চাহ, আমি সেইটী দিতে প্রস্তুত আছি।” ভারতবাসী কহিল, “মহারাজ, যদি আপনি আমাকে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি অশ্বটী দিতে পারি। আমি মনে মনে সংকল্প করিয়াছি যে কেবল রাজকন্যার বিনিময়ে অশ্বটী দিব।”

ভারতবাসীর এই দুরাকাঙ্ক্ষাদর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। যুবরাজ ফিরোজ সাহা এই কথায় অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নরপতি অশ্বলোভে এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি কন্যাদান করিয়াও অশ্ব লইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সহসা এই বিষয়ে মত দিবেন কি না এই বিষয় স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ইতস্তত: করিতে লাগিলেন।

নরপতিকে সংশয়দোলায়িতচিত্ত বোধ করিয়া যুবরাজ অগ্রসর হইয়া কহিলেন “পিতঃ, আপনি এই অসম্বদ্ধপ্রলাপীর অসঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করিতে অস্বীকার না করিয়া কেন ইতস্ততঃ করিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এ অতি সামান্য ব্যক্তি, ইহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে আমাদের উন্নতকুলে দুরপনেয় কলঙ্ক ঘটিবে।” নরপতি কহিলেন “বৎস, তুমি যাহা বলিলে আমি সে সকলই বুঝি, কিন্তু এই অশ্বটী জগতে দুর্লভ, যদি অন্য কোন নরপতি ভারতবাসীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া অশ্বটী গ্রহণ করে, তবে আমার যৎপরোনাস্তি কষ্ট বোধ হইবে। তাহা বলিয়া যে অশ্বের পরিবর্তে একজন সামান্য ব্যক্তিকে কন্যাদান করিব, তাহা কখন হইতে পারে না; তবে অন্য কোনরূপে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া অশ্বটী লওয়া আমার অভিপ্রায়। যাহা হউক, তুমি অগ্রে অশ্বটী পরীক্ষা করিয়া দেখ; পশ্চাৎ যাহা কর্তব্য করা যাইবে।”

নৃপতির কথার ভাবে ভারতবাসীর বিশ্বাস হইল যে নরপতি অশ্বের বিনিময়ে কন্যা দানে এক প্রকার সম্মত আছেন; যদিও যুবরাজ আপাততঃ এই প্রস্তাবের বিষম প্রতিপক্ষ, হয়ত কালে তাঁহার মত পরিবর্তন হইতে পারে এই আশায় ভারতবাসী যুবরাজকে অশ্বে আরোহণ করাইবার জন্য ঘোটকটী তাঁহার সম্মুখে ধরিল, কিন্তু যুবরাজ ভারতবাসীর সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া এক লম্ফে অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং যে পেরেক ঘুরাইয়া ভারতবাসীকে শূন্যমার্গে গমন করিতে দেখিয়াছিলেন সেইটী ঘুরাইলেন। তৎক্ষণাৎ অশ্ব তড়িৎবেগে আকাশমার্গে উত্থিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তখন ভারতবাসী নৃপতির চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিল “মহারাজ, এবিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই; কি উপায়ে আমি অশ্বকে উর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়াছিলাম দেখিয়া যুবরাজ আমার উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই গমন করিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে অশ্বকে পূর্বস্থলে প্রত্যাবৃত্ত করিতে হয় তিনি তাহার সন্ধান জানেন না। সুতরাং এই ঘটনায় নানা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তজ্জন্য আমি দায়ী নহি। যেরূপ বেগে অশ্ব শূন্যমার্গে উঠিত হইয়াছে তাহাকে অন্য উপদেশ দিবার সময়

ছিল না। পারস্যাধিপতি ভারতবাসীর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র রাজপুত্র যে বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়াছেন মনে মনে ইহা বুঝিতে পারিয়া, সে যে শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে অবতরণের কোন উপায় বলিয়া দেয় নাই তজ্জন্য তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ভারতবাসী কহিল, "মহারাজ! আপনি ত স্বচক্ষে দেখিলেন, যুবরাজ যেপ্রকার দ্রুত গমনে চলিয়া গেলেন আমি তাঁহাকে কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইলাম না। অতএব এ বিষয়ে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এবং রাজপুত্র স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে ঐ অশ্বের অপর কর্ণটী মর্দ্দন করিলেও করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি অনায়াসে নীচে নামিয়া আসিতে পারিবেন, অতএব আপনি তজ্জন্য এতাদৃশ কাতর হইবেন না।" পারস্যাধিপতি বলিলেন, "এক্ষণে তোমার কোন কথাতেই আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, যদিস্যাৎ যুবরাজ তিন দিবসের মধ্যে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, অথবা তিনি যে জীবিত আছেন তাহারও কোন সঠিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমার প্রাণদণ্ড করাইব।" ইহা বলিয়া মহীপাল তৎ-ক্ষণাৎ স্বীয় কর্ম্মচারিগণকে ডাকিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়া আপনি দুঃখিতান্তঃকরণে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরদিন তিনি দেশদেশান্তরে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কেহই রাজকুমারের সুসংবাদ আনিতে পারিল না। ইহাতে পারস্যাধিপতি অত্যন্ত দুঃখিত ও ম্রিয়মাণ হইলেন। অতঃপর তিনি ভারতবাসীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজকুমার অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এতাদৃশ ঊর্দ্ধে উঠিলেন যে, ভূমণ্ডলস্থ কোনপদার্থই আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ভূতলে অবতরণ করিবার মানসে অশ্বকর্ণটী বারম্বার ঘুরাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তুরঙ্গম নীচে না নামিয়া আরো ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল দেখিয়া, ভূপাল-তনয়, যদিও, "অগ্রে অবতরণের কৌশল জ্ঞাত হইয়া না আসায় কি অবিবেচনার কার্য্যই হইয়াছে" মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতেই ভীত হইলেন না। পরে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অশ্বটীর অপর একটী কর্ণ দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে করিলেন যে এইটিই বোধ হয় অবতরণের উপায়। তখন তিনি উহা ঘুরাইবামাত্র অশ্বটী ক্রমশঃ ধীরে ধীরে নিম্নে নামিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে সন্ধ্যা হইয়াছিল বলিয়া রাজপুত্র যে কোথায় যাইতেছেন তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময়ে দেখিলেন যে, ঘোটকটী এক বৃহৎ অট্টালিকার ছাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, এটী রাজ-অট্টালিকা, ইহার চারিদিক আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু অট্টালিকায় কোন লোক জন দেখিতে পাইলেন না, বা কাহারও কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি বিদেশী লোক; দৈব-ক্রমে এখানে উপস্থিত হইয়াছি; আত্মপরিচয় প্রদান করিলে বোধ হয়

কখন কেহ আমার প্রতি অত্যাচার করিবে না।” সোপান দ্বারা অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন একটী কক্ষ মধ্যে কতিপয় কৃষ্ণবর্ণ খোজা নিকোষ অসি-হস্তে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের দেখিয়া সহজেই বুঝিলেন যে তাহারা কোন রাজ্ঞী বা রাজদুহিতার অন্তঃপুররক্ষক। অনন্তর পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে অনেকগুলি পর্য্যঙ্ক পতিত আছে, কিন্তু একখানি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। তিনি সহজেই অনুমান করিলেন যে সর্ব্বোচ্চ পর্য্যঙ্কে রাজ্ঞী বা রাজদুহিতা শয়ন করিয়া আছেন এবং অপরগুলিতে তাঁহার পরিচারিকাগণ নিদ্রা যাইতেছে। যুবক নিঃশব্দে সর্ব্বোচ্চ পর্য্যঙ্কের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক পরমাসুন্দরী যুবতী তদুপরি নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রাবেশে আলুথালু কেশপাশ যুবতীর বদনোপরি পতিত হইয়া নৈশপবনভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, যেন শরচ্চন্দ্র এক একবার ঘন মেঘে আবৃত হইতেছে; আবার মেঘনির্ম্মুক্ত হইয়া নিজ সুবিমল সুধা জগতে ঢালিয়া দিতেছে। তেজস্বী যুবরাজ রমণীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “হে বিধাতঃ, অবশেষে কি আমাকে স্বাধীনতাধন পর্য্যন্ত হারাইতে হইল? যখন এই নয়নপদ্ম বিকসিত হইবে, নিশ্চয়ই তখন আমার মানসমধুপ প্রেম-সুধা আশে আর এ স্থান ত্যাগ করিতে পারিব না! কিন্তু তথাপি প্রথম হইতে সাবধান হইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতেছি, অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে, এ স্থান ত্যাগ করি-বার আমার সাধ্য নাই।”

এইরূপ চিন্তা করিয়া যুবরাজ ভূতলে জানুদ্বয় সংস্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে যুবতীর অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন। সুনয়না নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, সম্মুখে এক পরম সুন্দর যুবক ভূতলে পতিতজানু হইয়া উপবিষ্ট আছেন। যুবককে সহসা দর্শন করিয়া যুবতী অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু ভয় বা ক্রোধের কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। তদ্দর্শনে সাহসিক হইয়া যুবক যথাবিধি অভিবাদনপুরঃসর বলিলেন, “রাজনন্দিনি, কোন বিস্ময়জনক দৈবঘটনাবশতঃ অদ্য পারস্যপতির তনয় তোমার পাদমূলে অনুগ্রহ প্রার্থনায় উপবিষ্ট আছে। কল্য যে বসন্তোৎসবে পুরস্কার বিতরণের পিতার সাহায্য করিতেছিল, অদ্য দুর্দ্দৈববশতঃ তাহাকে নিজ জীবনরক্ষার জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইতেছে। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে তুমি আশ্রয়দানে কদাচ বিমুখ হইবে না, কারণ এমন সুকুমার দেহ কদাচ দয়াশূন্য হইতে পারে না।”

যে যুবতীকে সম্বোধন করিয়া যুবরাজ ফিরোজ সাহা এই কথা বলিলেন, তিনি বঙ্গদেশাধিপতির জ্যেষ্ঠ কন্যা। নৃপতি কন্যার গ্রাম্যসুখসম্ভোগের জন্য রাজধানী হইতে কিয়দ্দূরে এবাটীটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। যুবরাজের কথা শেষ হইলে, যুবতী মধুরস্বরে কহিলেন, “রাজপুত্র, সাহস অবলম্বন কর। তুমি অসভ্যগণের রাজ্যে আগমন কর নাই। যেমন পারস্যদেশে সভ্যতা, আতিথেয়তা, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি গুণরাজি মনুষ্যবৃন্দকে অলঙ্কৃত করে, সেইরূপ বঙ্গদেশের পূর্ব্বোক্ত গুণাবলী মানবহৃদয়ে বিরাজ করে। কল্য আমার বাটী জানিয়া নহে, এখানকার যে বাটীতে তুমি আতিথ্য স্বীকার করিবে সেইখানেই

তুমি পরমসমাদরে গৃহীত হইবে।” যুবরাজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া যুবতী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, “কিরূপে তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দূরদেশে আগমন করিলে এবং কি মন্ত্রবলেই বা তুমি প্রহরীগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া আমার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশলাভ করিলে তাহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে। কিন্তু তোমার শুষ্ক বদন দেখিয়া বোধ হইতেছে সমস্ত দিবস তোমার আহারাদি হয় নাই, অগ্রে আহারাদি কর, পশ্চাৎ তোমার নিকট ঐ ইতিহাস শ্রবণ করা যাইবে।”

যুবক যুবতীর কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যেই রাজনন্দিনীর পরিচারিকাগণ জাগরিত হইল। তাহারা একণে যুবতীর আদেশক্রমে যুবককে অন্য এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে উপবেশন করাইয়া তদীয় আহার প্রস্তুত করিতে গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে আহার প্রস্তুত হইলে যুবরাজ আহার করিয়া একাকী সেই গৃহে শয়ন করিলেন।

এদিকে বঙ্গেশদুহিতা যুবরাজ ফিরোজ সাহের মধুর আলাপে, তাঁহার সদাচরণে ও তাঁহার দেবদুর্লভ আকৃতি দর্শনে মনে মনে তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিলেন। যতক্ষণ না পরিচারিকাগণ প্রত্যাগমন করিল, ততক্ষণ তিনি নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, কেবল যুবরাজের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহারা আসিলে আগন্তুকসম্বন্ধে তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল “রাজনন্দিনি, আপনার মত কি বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, যদি মহারাজ এই যুবকের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আপনার ন্যায় সৌভাগ্যবতী রমণী জগতে আর নাই।”

পরিচারিকাগণের কথা শ্রবণ করিয়া যুবতী মনে মনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহ্যিক একটু কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “অয়ি অসম্বদ্ধপ্রলাপিনিগণ, কি পাগলের ন্যায় বকিতেছ, যাও শোও গে এবং আমাকে একটু শুইতে দাও।”

যাহার হৃদয়ে প্রথম প্রণয়ের বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেই নিজ প্রেমিকের মনস্তুষ্টির জন্য বেশবিন্যাসে মনোনিবেশ করে।” বঙ্গেশনন্দিনী পারসীক যুবরাজের প্রতি অনুরাগিনী হইয়া, তদীয় মনোহরণের জন্য, পরদিন প্রভাতে বহুক্ষণ বেশবিন্যাসে ক্ষেপণ করিলেন; বহুবার দর্পণে নিজ মুখ দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে, যুবরাজের একণে অবসর আছে কিনা জানিবার জন্য যুবতী তাঁহার নিকট এক দাসী প্রেরণ করিলেন। দাসী প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, যুবরাজ আপনার নিকট স্বয়ং আসিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আপনি যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহার অন্যথা করা উচিত না বলিয়া তিনি আর আসিলেন না; আপনার সাক্ষাৎকারের প্রার্থনায় অপেক্ষা করিতেছেন।

অনন্তর যুবতী গৃহে গমন করিলেন। তথা উভয়ের কিয়ৎক্ষণ মিষ্টালাপ হইল। তৎপরে যুবতী কহিলেন, “যুবরাজ, কল্য রাত্রিতে আমি নিজ শয়নগৃহে তোমার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিতাম; কিন্তু যে গৃহে আমার বিনা অনুমতিতেও প্রধান খোজার প্রবেশাধিকার আছে বলিয়া আমি এই গৃহ তোমার

শয়নার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। আমার অনুমতিব্যতিরেকে এখানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। এক্ষণে কি অদ্ভুত উপায়ে আমি তোমার দর্শনসুখলাভ করিলাম তাহা বিবৃত করিলে, আমি অতিশয় বাধিত হই।” যুবরাজ তখন বসন্তোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার এই অট্টালিকার ছাদে অবতরণ পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। আত্মবিবরণ সমাপ্ত করিয়া যুবরাজ কহিলেন “হে সুন্দরি, এক্ষণে তোমার বাটীতে আশ্রয় লওয়াতে আমি তোমার দাস মধ্যে পরিগণিত হইলাম; নিজ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে প্রদান করিবার জন্য হৃদয় ভিন্ন আমার আর কিছুই সম্বল নাই; কিন্তু সেই হৃদয়ই বা কোথায়? দর্শনমাত্র তুমি উহা অপহরণ করিয়াছ। যাহা হউক, আমি আমার হৃদয় ফিরিয়া চাহি না, উহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে তোমারই হইল।”

যুবতী এই কথায় কিছুমাত্র বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, “নৃপনন্দন, যদি আমার আশ্রয়ে তুমি আপনাকে বাস্তবিক দাসের ন্যায় জ্ঞান করিতে তাহা হইলে আমি বিশেষ দুঃখিত হইতাম, কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি তুমি শুদ্ধ ভদ্রতার অনুরোধে ঐরূপ বলিয়াছ; পারস্যরাজ্যে তোমার যেরূপ স্বাধীনতা আছে এখানেও তোমার সেইরূপ স্বাধীনতা আছে। আর তোমার হৃদয় অপহরণ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। যদি উহা তোমার হইত, তাহা হইলে উহা চুরি করিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তুমি এতদিন উহা কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া যে রাখিয়াছ তাহা আমার বোধ হয় না। অতএব কেন আমি তোমাকে অন্য রমণীর নিকট অপরাধী করিব?” অদ্যাপি অন্য কোন রমণী তাঁহার হৃদয়ের অধিকারিণী হন নাই, যুবক এই কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে এক দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত। যুবক যুবতী তৎক্ষণাৎ আহার করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়ে একত্রে আহার করিতে বসিলেন; আহারকালে গায়কীগণ সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ বিধান করিতে লাগিল।

আহারান্তে যুবক যুবতী অন্য এক প্রকোষ্ঠে এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া সম্মুখবর্ত্তী উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যুবক উদ্যানের বিস্তর প্রশংসা করিলে যুবতী কহিলেন, “আমার পিতার উদ্যানের সহিত তুলনা করিলে ইহা অতি সামান্য। সেরূপ চমৎকার উদ্যান কদাচ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। যখন তুমি দৈবক্রমে আমাদের দেশে আসিয়া পড়িয়াছ, তখন নিঃসন্দেহই তুমি আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে।”

যুবতীর এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে যদি এরূপ রূপগুণান্বিত যুবককে দর্শন করিয়া পিতা তাঁহাকে কন্যা দান করেন। কিন্তু রাজপুত্র কহিলেন, “সুন্দরি, এ অবস্থায় তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। আমার পদমর্য্যাদার উপযোগী ভৃত্যাদি সমভিব্যাহারে না লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার আমার বিশেষ আপত্তি আছে।”

যুবতী কহিলেন “উপযুক্ত ভৃত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য যত অর্থ আবশ্যক সমুদায় আমি দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি একবার অনুমতি করিলেই হয়।” যুবতীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া যুবক তাঁহার প্রতি আরও অনুরক্ত

হইলেন, কিন্তু তথাপি নিজ সম্মানরক্ষার জন্য যাহা কর্ত্তব্য প্রণয়ের অনুরোধে তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। তিনি কহিলেন, “রাজপুত্রি, তোমার এই শেষোক্ত প্রস্তাবে আমি অতিশয় বাধিত হইলাম। কিন্তু আমি এক্ষণে অধিক দিন এখানে থাকিতে পারিতেছি না। আমার অদর্শনে আমার পিতা কত যে কাতর হইয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। এ সময়ে এস্থানে অবস্থান করা আমার নিতান্ত অনুচিত। আমি এস্থানে কিছুদিন বিলম্ব করিলে হয়ত পুত্রবৎসল পিতা আমার শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব অনুমতি কর, আমি এক্ষণে একবার দর্শন দিয়া পিতার জীবন রক্ষা করিয়া আসি। পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া রাজপুত্রের ন্যায় তোমার পিতার রাজ্যে আগমন করিয়া তাঁহার নিকট তোমার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিব, ভরসা করি তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করিতে কোন আপত্তি করিবেন না।”

যুবতী যুবরাজের এই ন্যায়সঙ্গত বাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। কিন্তু পাছে যুবরাজ তাঁহাকে বিস্মৃত হন এই ভয়ে তাঁহাকে আরও কয়েক দিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়া বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার অবগত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যুবতীর মনোগত অভিপ্রায় এই যে কিছু দিন তথায় অবস্থান করিলে যুবক তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া আর স্বদেশ-গমনের নামোল্লেখ করিবেন না। যাহাহউক, যুবরাজ উপকারিণী রাজনন্দিনীর অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। যুবরাজের হৃদয় হইতে স্বদেশ-চিন্তা বিদূরিত করিবার জন্য যুবতী দিবারাত্রি নানাবিধ আমোদ ও উৎসবে তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখিতেন, কখন বা উভয়ে উদ্যানমধ্যে মৃগ শীকার করিতেন। শীকার শেষ হইলে উভয়ে উদ্যান মধ্যে উপবেশন করিয়া বঙ্গ ও পারস্য রাজ্যের শোভা সমৃদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। একদা এইরূপ কথোপকথনকালে যুবতী কথার ভাবে প্রকাশ করিলেন যে যুবরাজের সহিত পারস্যরাজদর্শনে গমন করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তৎকালে যুবরাজ সাহস করিয়া তাঁহাকে উক্ত বিষয়ে অনুরোধ করিতে পারিলেন না; তিনি বিবেচনা করিলেন, আর কিছু দিন একত্র বাস করিলে যুবতীর এই বাসনা এত প্রবল হইবে যে তিনি তখন আর কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবেন না। বাস্তবিক যুবকের আশাই ফলবতী হইল; দুই মাস পরে যুবক উক্তরূপ প্রস্তাব করিলে যুবতী তাঁহার কথায় কোনরূপ প্রত্যুত্তর না দিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। মৌন সম্মতিলক্ষণ বুঝিয়া, যুবক এক দিন রজনী প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যুবতীকে পূর্ব্বোক্ত মায়াময় অশ্বে আরো-হণ করাইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া পারস্য উদ্দেশে আকাশমার্গে যাত্রা করিলেন। যুবক এরূপ নিপুণতার সহিত অশ্ব চালাইলেন যে সার্দ্ধ দ্বিঘটিকার মধ্যে তিনি পারস্যরাজের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। অপরিচিত যুবতী সমভিব্যাহারে সহসা পিতৃভবনে গমন করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া তিনি রাজধানীর সন্নিহিত পিতার এক গ্রাম্যভবনে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় আহারাদি সমাপন করিয়া, তিনি বৃদ্ধ গৃহরক্ষকের উপর রাজপুত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া পিতৃদর্শনে যাত্রা করিলেন। গমনকালে নগরবাসী

যাবৎ লোক তাঁহার আগমনে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। যৎকালে তিনি পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে নৃপতি দরবার করিতেছিলেন, সভাস্থ যাবৎ ব্যক্তিরই কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান, কারণ যুবরাজের অদর্শনের দিবস হইতে রাজা যাবতীয় সভাসদ্‌কে শোকবস্ত্র পরিধান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যুবরাজকে দর্শন করিয়া নৃপতি স্নেহভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি অতি আগ্রহের সহিত পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ঘোটক কোথায়?"

যুবরাজ ঘোটকেরই কথাপ্রসঙ্গে নিজ সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "আমার সেই পরম উপকারিণী বঙ্গেশদুহিতা এক্ষণে আমাদিগের পুরোপকণ্ঠস্থ সৌধে অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে অগ্রেই বলিয়াছি, আমার সহিত তাঁহার বিবাহবিষয়ে আপনি অসম্মতি প্রদর্শন করিবেন না।"

নৃপতি কহিলেন, "বৎস, শুদ্ধ যে আমি এই বিবাহে সম্মতি প্রদান করিব তাহা নহে। আমি ভাবী বধূমাতা আনয়নার্থ স্বয়ং গমন করিব এবং তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করিয়া অদ্যই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিব।" অনন্তর নরপতি শোকপ্রকাশের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র উৎসব করিবার জন্য নগরবাসীগণকে আদেশ করিলেন এবং সেই ভারতবাসীকে কারামুক্ত করিয়া কহিলেন "তোমার অশ্ব লইয়া প্রস্থান কর, আমার সম্মুখে আসিও না। তোমার যে প্রাণদণ্ড হইল না, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান কর।"

ভারতবাসী নৃপতির সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া তাহার কারামোচনকারী রাজপুরুষগণের নিকট সংবাদ পাইল যে যুবরাজ ফিরোজ সা এক পরম সুন্দরী রাজকন্যার সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছেন; সেই রাজনন্দিনী এক্ষণে অমুক বাটীতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিবার জন্য নৃপতি স্বয়ং সেই বাটীতে গমন করিতেছেন। পাপমতি ভারতবাসী এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অতি দ্রুতপদে গমন করিয়া নৃপতি ও তাঁহার অমাত্যগণ অভীষ্ট বাটীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তথায় পঁহুছিল। পাপিষ্ঠ সৌধরক্ষককে কহিল, "নৃপতির আদেশে আমি বঙ্গেশদুহিতাকে সেই আশ্চর্য্য ঘোটকে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি; নৃপতি, অমাত্য ও নগরবাসীগণের সহিত আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

সৌধরক্ষক ভারতবাসীকে চিনিত এবং সে যে কারারুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। এক্ষণে ভারতবাসী কারামুক্ত হইয়াছে দেখিয়া সৌধরক্ষক তাহার কথায় অবিশ্বাস করিল না। সে ভারতবাসীকে রাজদুহিতার সমীপে লইয়া গেল। যুবরাজ তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছেন শুনিয়া বঙ্গেশদুহিতা নিঃসংশয়চিত্তে ভারতবাসীর সমভিব্যাহারে গমন করিতে স্বীকার করিলেন। নিজ ধূর্ত্ততা সফল হইল দেখিয়া পাপিষ্ঠ মহানন্দচিত্তে যুবতীকে অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বয়ং তৎপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক অশ্ব শূন্যমার্গে উত্থাপিত করিল।

ঠিক এই সময়ে নৃপতি সভ্যমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, যুবরাজ ফিরোজ সা তাঁহার অগ্রে অগ্রে আগমন করিলেন। ভারতবাসীর বিবেচনায় নৃপতি তাঁহার সহিত যে অন্যায় আচরণ করিয়া-

[illegible] তাহার পর্য্যাপ্ত প্রতিশোধ লইবার মানসে, দুরাত্মা শিকার সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে শূন্যমার্গে দুই একবার ভ্রমণ করিতে লাগিল। নৃপতি এই ব্যাপার দর্শনে বিশেষতঃ শত্রুকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে অক্ষম হওয়ায় হৃদয়ে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। যুবরাজের হৃদয়ে যে কি বিষম ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? তিনি শত্রুকে তিরস্কার করিবেন, কি যুবতীর অসহায় অবস্থার দুঃখ প্রকাশ করিবেন, অথবা নিজ অসাবধানতার জন্য জীবনের সুখের একমাত্র আস্পদ সেই প্রণয়িনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, ইত্যবসরে দুর্মতি যুবতীকে লইয়া দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল। নৃপতি অপমানে মৃতপ্রায় হইয়া বিষণ্ণবদনে প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন। যুবরাজ কোন্ দিকে যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্তমনে নিরাশহৃদয়ে সেই গ্রাম্যসৌধের অভিমুখে গমন করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া সৌধরক্ষক তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে নিজ অতিবিশ্বাসরূপ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। উদারচেতা যুবক কহিলেন "তোমার অপরাধ কি? আমার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে ত্বরায় আমাকে এক ফকিরের বেশ আনিয়া দাও।" সেই স্থানের অনতিদূরে কতিপয় ফকির বাস করিত; ইহাদের একজনের সহিত সৌধরক্ষকের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল; সৌধরক্ষক তাহার নিকট গমন করিয়া বলিল, "ভাই, এক অতি সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ কোন কারণে নৃপতির কোপে পতিত হইয়াছেন; তিনি পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে বাসনা করেন। যদি তুমি কৃপা করিয়া তোমার এক প্রস্থ পরিচ্ছদ প্রদান কর, তবে তিনি ছদ্মবেশে সহজে পলায়ন করিতে পারেন।" এই কথা শুনিয়া ফকির তৎক্ষণাৎ এক প্রস্থ পরিচ্ছদ সৌধরক্ষকের হস্তে প্রদান করিল। সে উহা যুবরাজকে আনিয়া দিল। যুবরাজ ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া পাথেয়ের জন্য কতকগুলি মণি মুক্তা সঙ্গে লইয়া যুবতীর অন্বেষণে বাহির হইলেন। কোন্ দিকে কোন্ পথে যাইলে তাহার সন্ধান হইবে কিছুই জানেন না; অথচ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহার দর্শন না পাইলে ফিরিব না।

এদিকে ভারতবাসী অতিদক্ষতার সহিত অশ্ব চালনা করিয়া সেই দিন কাশ্মীরদেশের এক অরণ্যমধ্যে এক জলাশয়ের সন্নিকটে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। উভয়েই পথশ্রমে বিশেষতঃ ক্ষুধাতৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছিল। ভারতবাসী যুবতীকে জলাশয়ের পার্শ্বে একাকিনী রাখিয়া খাদ্যান্বেষণে বাহির হইল। পাপিষ্ঠ স্থানান্তরে গমন করিয়াছে দেখিয়া যুবতী একবার ভাবিলেন, এই সময়ে কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত হই, কিন্তু ক্ষুধায় এরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে চরণ চলিল না। পলায়নের চেষ্টা বিফল হইলে, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রথমে সাহস ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সতীত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব, অবশেষে বরং প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিব তথাপি সতীত্ব বিনষ্ট হইতে দিব না। তৎপরে ভারতবাসী ফলমূলাদি লইয়া প্রত্যাগমন করিলে, যুবতী আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ হইলেন।

আহারান্তে পাপাশয় নিজ কুৎসিত অভিপ্রায় যুবতীর গোচর করিলে, ধর্ম্মপরায়ণা যুবতী তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি তিরস্কারে অভিভূত বা মধুর বচনে বশীভূত হইবার লোক নহে। সে প্রথমে যুবতীকে নানা ভয় প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া বলপ্রকাশের উপক্রম করিল; যুবতী তাহার আক্রমণ নিষ্ফল করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে কাশ্মীরপতি অনুচরগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ সেই বনমধ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রমণীর রোদনধ্বনিশ্রবণে শব্দ লক্ষ্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নৃপতি ভারতবাসীকে তাহার নাম ও রমণীর রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পাপিষ্ঠ অবলীলাক্রমে বলিল "এই রমণী আমার পত্নী; পত্নীর প্রতি স্বামীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা, অন্যের তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই।" যুবতী বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন "মহাশয়, আপনি যে হউন, অসহায়া রাজনন্দিনীর প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। বোধ করি, ঈশ্বর আমার সাহায্যার্থই আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি এই পাপিষ্ঠের পত্নী নহি; পারস্যরাজের পুত্রের সহিত আমার পরিণয় স্থির হইয়াছে। এ ব্যক্তি একজন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক। এই মায়াময় অশ্বে আরোহণ করাইয়া আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর বাটী হইতে আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়াছে।"

যুবতীর অশ্রুসিক্ত সুন্দর বদন যুবকের নিকট যেমন ফলোপদায়ক হয়, আর কিছুই তেমন ফলপ্রদ হয় না। নবযৌবনা বঙ্গেশদুহিতার মুখকমল অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিবামাত্র তাঁহার কথায় তরুণবয়স্ক কাশ্মীররাজের সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। তিনি ভারতবাসীর কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া অনুচরগণকে তাহার শিরশ্ছেদ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ভারতবাসী কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াই যুবতীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, সুতরাং আত্মরক্ষার্থ তাহার নিকট অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না। এই কারণে রাজানুচরগণ সহজেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিল।

অনন্তর কাশ্মীররাজ যুবতীকে নিজ ভবনে আনিয়া স্বীয় অন্তঃপুরের একাংশ তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যার্থ বহুসংখ্যক পরিচারিকা নিযুক্ত হইল। নবীন ভূপতির এইরূপ সদাচরণে যুবতী পরম পুলকিত হইলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কিন্তু ভূপতি যে এ দিকে তাঁহার সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহা সরলহৃদয়া অবলা কিছুই জানিতে পারে নাই। তরুণ ভূপতি যুবতীর মনোহর রূপে মুগ্ধ হইয়া পরদিন তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন, এই অভিপ্রায়ে নগর মধ্যে উৎসব করিবার জন্য ঘোষণা প্রদান করিলেন। প্রভাতে তুমুল বাদ্যধ্বনিতে যুবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নরপতি স্বয়ং উৎসবের কারণ তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র যুবরাজগতপ্রাণা যুবতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্যসঞ্চার হইলে যুবতী মনে মনে স্থির করিলেন, জীবনসত্ত্বে কদাচ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন না। আপাততঃ এই বিবাহ স্থগিত করিবার জন্য যুবতী এইরূপ ভান

করিলেন, যেন মূর্চ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে; তিনি উন্মত্তের ন্যায় নানা প্রকার প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন এবং একবার নৃপতিকে দংশন করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবমান হইলেন। যুবতীর এই আকস্মিক রোগে ভূপতি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। নৃপতি ভৃত্যগণের প্রতি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। যুবতী কি অবস্থায় আছেন, নৃপতি মধ্যে মধ্যে তাহার সংবাদ লইতে লাগিলেন, কিন্তু যুবতীর পীড়ার হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে প্রতিবারে এই সংবাদ আসিতে লাগিল।

পরদিবস ভূপতি রাজবাটীর যাবৎ চিকিৎসকগণকে একত্র আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে যুবতীর উন্মাদরোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "বায়ুরোগ নানাপ্রকার আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি আরাম হইতে পারে, অপরগুলি অচিকিৎস্য। রাজদুহিতা কোন প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহাকে না দেখিলে নির্ণয় করা যায় না।" রাজচিকিৎসকগণকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য নৃপতি খোজাগণকে আদেশ করিলেন।

এদিক রাজদুহিতা দেখিলেন, যদি বৈদ্যগণ একবার তাঁহার নাড়ী দেখেন, তাহা হইলে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন। এইজন্য বৈদ্যগণ তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র তিনি বিকট চিৎকার করিয়া এমনি উন্মত্তভাবে তাঁহাদিগের দিকে ধাবমান হইলেন যে বোধ হইল যেন তিনি তাহাদিগকে পাইলে দন্ত দ্বারা তাহাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং কোন চিকিৎসকই তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না। কোন কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর নাড়ী না দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন; যুবতী সেই ঔষধপানে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু কাল্পনিক পীড়ার ঔষধে কি ফল দর্শিবে? রোগ যেমন তেমনি রহিল।

স্বদেশস্থ চিকিৎসকগণ দ্বারা রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না দেখিয়া ভূপতি দেশে দেশে প্রচার করিয়া দিলেন, যে কোন ব্যক্তি রাজকন্যার রোগ আরাম করিতে পারিবেন, তিনি প্রচুর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন। নানা দেশ হইতে কত শত বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসক আসিলেন, কিন্তু পীড়াশান্তি করা দূরে থাকুক কেহই রোগীর নিকট যাইতে পারিলেন না।

এদিকে পারসীক যুবক ফকিরের বেশে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন, বঙ্গেশ-দুহিতা কাশ্মীররাজের সহিত বিবাহ হইবার দিনেই বিষম উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, কেহই তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিতেছে না। "বঙ্গেশ দুহিতা" এই কথাটি শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিরাশহৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশা জন্মিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাসীবেশে কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া, কিরূপে যুবতী নৃপতির হস্তগত হন, কিরূপেই বা ভারতবাসী নিহত হন সমুদায় শ্রবণ করিলেন। বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে প্রেয়সীর সন্ধান পাইয়া যুবকের যে কি আনন্দ হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। নিজ প্রণয়িনীকে কাশ্মীররাজের হস্ত হইতে কৌশলে উদ্ধার করিবার মানসে তিনি বৈদ্যের বেশ ধারণ করিয়া রাজবাটীতে দর্শন দিলেন। ভূপতি তাঁহার আগমনের অভিপ্রায় অব-

গত হইয়া কহিলেন, "রমণী বৈদ্যের বর্ণনমাত্র এরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেন যে কেহই সাহস করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না।" যুবতীর পীড়া প্রকৃত কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য যুবরাজ রোগীর অজ্ঞাতে তাঁহাকে একবার দেখিতে চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে নীত হইয়া তিনি ভিত্তিস্থিত এক ছিদ্র দ্বারা দেখিলেন, যুবতী এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া নিজ দুঃখের কাহিনীপূর্ণ একটী গান গাইতেছে। দেখিবামাত্র যুবক বুঝিলেন, যুবতীর পীড়া কৃত্রিম। অতএব তিনি অনুচরগণকে বিদায় করিয়া একাকী যুবতীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে সামান্য চিকিৎসক বোধ করিয়া রাজনন্দিনী পূর্ব্ববৎ বিকট চীৎকার করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে আসিলেন, তিনি সন্নিহিত হইবামাত্র যুবরাজ অন্যের শ্রবণযোগ্য অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "রাজনন্দিনি, আমি চিকিৎসক নহি, আমি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীফিরোজ সা, তোমার উদ্ধারার্থ চিকিৎসকবেশে এখানে আসিয়াছি।" এই কথা শ্রবণমাত্র যুবতী কিয়ৎক্ষণ যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল। অনন্তর যুবক, যুবতীর আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে তাঁহার গোচর কহিলেন, যুবতীও নিজ ইতিহাস যুবককে শ্রবণ করাইলেন। যুবরাজ কহিলেন, সেই মায়াময় অশ্বটী এখন কোথায় বলিতে পার? যুবতী কহিলেন, "তাহা আমি নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মহারাজ আমার মুখে অশ্বের গুণ শ্রবণ করিয়া উহা যে নিজ ভাণ্ডারে রাখেন নাই, তাহা আমার বোধ হয় না।" যুবরাজ কহিলেন, "আমারও বোধ হয় উহা নৃপতির ভাণ্ডারজাত হইয়াছে।" আমার ইচ্ছা, তোমাকে পুনরায় উহাতে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাই।" কি উপায়ে এই কার্য্য সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে এই বিষয়ে উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে কল্য যৎকালে কাশ্মীরপতি বৈদ্যবেশী যুবরাজের সহিত যুবতীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তৎকালে যুবতী সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া অতি সম্মানের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবেন, কিন্তু তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না।

পরদিন নৃপতি যুবতীর গৃহে প্রবেশ করিলে, যুবতী পূর্ব্বপরামর্শমত তাঁহার অভ্যর্থনার্থ তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়াতে, নৃপতির বিশ্বাস হইল এই বৈদ্যের ন্যায় বিচক্ষণ চিকিৎসক জগতে দুর্লভ। যুবতীর রোগের এত শীঘ্র উপশম হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেখান হইতে যাইবার সময় যুবরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবতী এত দূরদেশোৎপন্না হইয়াও একাকিনী কিরূপে এখানে আসিলেন? যুবরাজের এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় এই যে প্রসঙ্গক্রমে নরপতি মায়াময় ঘোটকটী কোথায় প্রকাশ করিবেন। নরভূপাল তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া যুবতীলাভের সমস্ত ইতিহাস তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "সেই অদ্ভুত মায়াময় অশ্বটী আমি পরম যত্নে ভাণ্ডারমধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছি।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া [illegible] কহিলেন, "মহারাজ, আপনার ইতিহাস শ্রবণে আমার বিশ্বাস [illegible]য়েছে, [illegible] এক নূতন প্রণালীতে চিকিৎসা না করিলে, যুবতী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না। আপনি যে

মায়াময় অশ্বের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহার সংস্পর্শে ইন্দ্রজাল রাজকন্যার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে, আমি এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের বিষয় অবগত আছি, উহার ধূমপ্রয়োগ করিলে ইন্দ্রজালপ্রভাব যুবতীর দেহ হইতে অন্তর্হিত হইবে। যদি আপনার কৌতুক দেখিবার মানস থাকে, তবে আপনার বাটীর সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণে নগরবাসীগণকে আহ্বান করুন ও সেই অশ্বটী আনয়ন করুন, আমি সকলের সাক্ষাতে যুবতীকে নীরোগ করিয়া দিব।"

ভূপতি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, পরদিন রাজবাটীর সম্মুখে ভয়ানক জনতা হইল। অশ্বও ভাণ্ডার হইতে আনীত হইয়া তথায় রক্ষিত হইল। তৎপরে নরপতি জনমধ্যে দর্শন দিলে বৈদ্যরাজ যুবতীকে পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দিলেন এবং অশ্বের দুই পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিপূর্ণ ভাণ্ড বাঁধিয়া দিলেন এবং তন্মধ্যে এক প্রকার সুরভি গন্ধদ্রব্য প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ অগ্নি হইতে প্রভূত ধূম নির্গত হইয়া যুবতী ও অশ্বকে এইরূপ আচ্ছন্ন করিল যে দর্শকবৃন্দ আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সেই সুযোগে যুবরাজ যুবতীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ঘোটক লইয়া শূন্যমার্গে আরোহণ করিলেন এবং যাইবার কালে কাশ্মীররাজকে বলিয়া গেলেন, "কাশ্মীরপতি, যদি কখন কোন শরণাগতা রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে চাও, তবে অগ্রে তাহার সম্মতি লইও।"

যুবরাজ সেই দিন পারস্যরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পিতৃভবনের ঠিক মধ্যস্থলে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পারস্যপতি সেই দিন হইতেই পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে পরম সমারোহে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। তৎপরে পারস্যপতি এই বিবাহে অনুমোদন করিবার জন্য বঙ্গপতির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বঙ্গপতি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সরলহৃদয়ে ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

যুবরাজ আমেদ ও দানবী পরীবানুর ইতিহাস।

সাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ, আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এক জন অতি পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত অতি প্রতাপের সহিত এই বিশাল ভারতরাজ্য শাসন করেন। তাঁহার অশেষ-গুণান্বিত তিন পুত্র ও পরম রূপবতী এক ভ্রাতুষ্কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হোসেন, মধ্যমের নাম আলি, কনিষ্ঠের নাম আমেদ এবং ভ্রাতুষ্কন্যার নাম নুরুন্নিহার।

নুরুন্নিহারের পিতা নৃপতির কনিষ্ঠ সহোদর; কন্যাজন্মের কিছুদিন পরে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। নৃপতি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; সুতরাং তিনি ভ্রাতুষ্কন্যার লালনপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। বালিকা ক্রমে পরম রূপবতী যুবতী হইয়া উঠিল, তাঁহার অলৌকিক রূপ ও অসাধারণ গুণের কথা দেশবিদেশে বিখ্যাত হইল।

নৃপতির অভিপ্রায় ছিল, কন্যা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সন্নিহিত কোন এক রাজকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। কিন্তু ক্রমে জানিতে পারিলেন, যে তাঁহার তিন পুত্রই নুরুন্নিহারের পাণিগ্রহণের জন্য একান্ত

উৎসুক, তিন জনই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। এই বিষয় লইয়া পুত্রগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইবার সম্ভাবনা দৃষ্টে নৃপতি এই সংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি প্রত্যেক পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া এই প্রণয় ত্যাগ করিবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। তৎপরে নৃপতি পুত্রগণকে একত্র আহ্বান করিয়া কহিলেন "আমি এই ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য তোমাদের প্রত্যেককেই পৃথক্ পৃথক্ অনেক উপদেশ দিয়াছি। তোমরা সেই উপদেশবাক্য শ্রবণ কর নাই। যদিও আমার এরূপ ক্ষমতা আছে বটে যে, আমি তোমাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা কন্যাদান করিতে পারি, কিন্তু পাছে তাহাতে কাহারও প্রতি অন্যায় করা হয় এইজন্য আমি সে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে চাহি না। যাহাতে কাহারও প্রতি অন্যায় না হয় সেই জন্য আমি এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। তোমরা তিন জনে পৃথক্ পৃথক্ তিনটী দেশে গমন কর, তথায় আত্মপরিচয় না দিয়া নিজ ক্ষমতা ও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া জগতে যে সমস্ত দুর্লভ বস্তু, সেই সকল সংগ্রহ করিতে চেষ্টা কর। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও অদ্ভুত বস্তু আনয়ন করিতে পারিবেন, তিনিই নুরুন্নিহারের পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। আমি তোমাদের পাথেয় ও অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যের মূল্য স্বরূপ তোমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু টাকা দিব।"

রাজকুমারত্রয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নৃপতিপ্রতিশ্রুত অর্থ সঙ্গে লইয়া তিন জনে একত্রে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। প্রথম পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, প্রধান পথ সেই স্থানে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন দিকে গমন করিয়াছে। তিন ভাই তিন পথে যাইবার মানসে সে দিন সেই পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিলেন। রাত্রিকালে আহারের পর তিন সহোদরে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন, যে তাঁহারা একবৎসর কাল বিদেশে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় এই পান্থনিবাসে একত্র সম্মিলিত হইবেন। যদি আসিতে কাহার অগ্র পশ্চাৎ হয় তবে যিনি অগ্রে আসিবেন তিনি অপর কয়েক জনের জন্য অপেক্ষা করিবেন। তাহার পরদিন প্রভাতে ভ্রাতৃত্রয় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া তিনজনে তিন পথ অবলম্বন করিলেন।

জ্যেষ্ঠ হোসেন বিশনগর রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধির বিষয় ইতিপূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছিলেন; অতএব তিনি যে পথ ভারতসমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছে তাহা আশ্রয় করিলেন। ক্রমাগত তিনমাস কাল নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে তিনি উক্ত রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ হইয়াছে। রাজধানীর শোভাসমৃদ্ধি দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। রাজধানী চারি অংশে বিভক্ত, সর্ব্ব মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। সে স্থানের আপণগৃহগুলি এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তত্রত্য নগরবাসীগণ সকলেই সমৃদ্ধিশালী, কারণ কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেরই অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার, এবং তাহাদের কৃষ্ণ অঙ্গে পীতবর্ণ অলঙ্কারের আভা পতিত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইত। তথায় আর একটী আশ্চর্য্য দেখিলেন যে তত্রত্য যাবৎ লোকই গোলাপ ফুলের অত্যন্ত প্রিয়, কি ভদ্র কি ইতর সকলেই হয় একটী গোলাপের

তোড়া হস্তে করিয়া আছে, না হয় একছড়া গোলাপের মালা পরিধান করিয়া আছে।

সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করাতে রাজকুমার অতিশয় ক্লান্ত হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার মানসে এক বণিকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। বণিক্ যথেষ্ট সমাদর করিয়া তাঁহাকে নিজ আপণমধ্যে বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ তথায় উপবিষ্ট আছেন এমন সময় একজন ফিরিওয়ালা একখানি কার্পেট হস্তে লইয়া বলিতে বলিতে যাইতেছে যে ত্রিশ মুদ্রা পাইলে সে কার্পেট-খানি বিক্রয় করে। রাজকুমার তাহাকে ডাকিয়া কার্পেটখানি সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন "সাধারণতঃ যেরূপ কার্পেট হইয়া থাকে, এখানি তাহা অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে, তবে ইহার এত মূল্য কি জন্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" সে ব্যক্তি রাজকুমার হোসেনকে বণিক্ বিবেচনা করিয়া কহিল "মহাশয়, ইহা অসম্ভব মূল্য বোধ করিতেছেন? তবে একথা শুনিলে বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন যে চল্লিশ টাকার কমে ইহা ছাড়িতে নিষেধ আছে এবং নগদ টাকা হস্তে না পাইলে বিক্রয় করিবার হুকুম নাই।" রাজকুমার কহিলেন "তবে বোধ হয় এই কার্পেটের কোন অদ্ভুত গুণ আছে।" সে ব্যক্তি কহিল "আপনি ঠিক্ অনুমান করিয়াছেন। ইহাতে উপবেশন করিয়া যে স্থানে যাইতে মানস করিবেন, নিমিষমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন।"

রাজকুমার অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যলাভের আশায় এতদূরে আসিয়াছেন। এত অল্প দিনে বিনাক্লেশে তাহা মিলাইয়া দিলেন এবং অন্য অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইল না দেখিয়া বাহকগণের প্রতি শ্রীকমলে কহিলেন, "তুমি যেরূপ বলিতেছ যদি এই কার্পেট সেইরূপ গুণ থাকে, তবে ইহার মূল্যস্বরূপ চল্লিশ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি এবং এতদ্ব্যতীত তোমাকেও যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিব।" সে ব্যক্তি কহিল "আপনি যখন উক্ত মূল্যে কার্পেট ক্রয় করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন এই দোকানের পশ্চাদ্ভাগে চলুন, আপনাকে এই কার্পেটের গুণের চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদর্শন করি। বোধ করি, মূল্য আপনার সঙ্গে নাই, চলুন, মূল্য আনিবার জন্য এই কার্পেটে আরোহণ করিয়া আপনার বাসায় যাই। এই আসন বিস্তৃত করিয়া আমরা উভয়ে ইহাতে উপবেশন করিব এবং উভয়েই একমনে আপনার নিবাসে যাইব এইরূপ মানস করিব; ইহাতে যদি আমরা নিমেষমধ্যে অভীষ্ট স্থানে যাইতে না পারি, তবে আপনি আসন ক্রয় করিতে বাধ্য নহেন।"

রাজকুমার বণিকের অনুমতি লইয়া তাঁহার আপণের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি ভূতলে আসন বিস্তৃত করিল। উভয়ে তদুপরি উপবেশন করিয়া যেমন অভিলষিত প্রদেশে যাইবার মানস করিয়াছেন, অমনি মুহূর্ত্ত-মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার হোসেন সামান্য কার্পেটের অদ্ভুত শক্তি দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া আসন ক্রয় করিয়া সে ব্যক্তিকে প্রতিশ্রুত মূল্য ও পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

অভীষ্টসিদ্ধি হইলেও যুবরাজ স্বদেশগমনের কোন উদ্যোগ করিলেন না, কারণ ভ্রাতৃগণের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা ছিল যে, এক বৎসর অতীত হইলে

তাঁহারা তিনজনে অগ্রে পূর্ব্বোক্ত পান্থালয়ে একত্র মিলিত হইয়া পশ্চাৎ পিতৃদর্শনে যাইবেন। এক্ষণে যাইলে বহুদিন সহোদরগণের অপেক্ষায় একাকী পান্থনিবাসে বাস করিতে হইবে। এই জন্য তিনি এক বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাস বিশনগরদর্শনে অতিবাহিত করিবেন মানস করিলেন। প্রতিদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া যুবরাজ তত্রত্য অধিবাসী-গণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইতে লাগিলেন; রাজকুমার বিদেশী বণিক্ বলিয়া তথায় পরিচিত ছিলেন. এই জন্য যখনই ভিন্নদেশীয় বণিক্‌দিগের সহিত কথোপকথনের প্রয়োজন হইত তখনই নৃপতি তাঁহাকে আহ্বান করিতেন; এইরূপে মধ্যে মধ্যে রাজসভায় গমন করাতে তিনি তত্রত্য রাজ্যশাসনপ্রণালীও অনেক জানিতে পারিলেন। এইরূপে এক-বৎসর অতিবাহিত হইলে রাজকুমার শূন্যমার্গবিহারী পূর্ব্বোক্ত আসনে আরোহণ করিয়া যে পান্থালয়ে ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল, তথায় আগমন করিলেন। তৎকাল পর্য্যন্ত অন্য কোন ভ্রাতা আগমন করেন নাই, এই জন্য তিনি তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ হোসেনের মধ্যম ভ্রাতা কুমার আলি পারস্যাভিমুখে গমন করিবার মানসে একদল সার্থবাহের সহিত সম্মিলিত হইলেন। চারি মাস পর্য্যটনের পর তাঁহারা পারস্যরাজ্যের তৎকালিক রাজধানী সিরাজনগরে উপস্থিত হই-লেন। সমভিব্যাহারী বণিকগণকে তিনি রত্নবিক্রেতা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত এক বাটীতে বাস করিলেন। যে দিবস তাঁহারা পারস্য রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, তাহার পরদিন প্রভাতে কুমার আলি রত্নবণিক্‌গণের বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক আপণেই স্তূপাকারে বিবিধ রত্ন সজ্জা রহিয়াছে; তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-লেন, যখন বাহিরে এত রাশি রাশি রত্ন রহিয়াছে, না জানি গৃহমধ্যে কত রত্নই আছে। অনন্তর তিনি পথ হইতে নিকটবর্ত্তী একস্থানে নিলাম দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, একজন দালালের মধ্যে হস্তিদন্তনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র নল নিলামের অধ্যক্ষের হস্তে রহিয়াছে এবং ত্রিশ মুদ্রা উহার দর দেওয়া হই-য়াছে। কুমার আলি সন্নিহিত এক বণিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন. "মহাশয়, যিনি এই সামান্য হাতীর দাঁতের নলটীর ত্রিশ টাকা দাম চাহিতেছেন তিনি কি পাগল?" বণিক্ কহিলেন "যদি ঐ ক্ষুদ্র নলের দাম ত্রিশ টাকা চাহেন তবে পাগল বই আর কি? কিন্তু আমি এই ব্যক্তিকে একজন চতুর ও বিচক্ষণ লোক বলিয়া জানি। অবশ্য ইহার ভিতর কোন কারণ আছে, নতুবা এই সামান্য নলের দাম ত্রিশ টাকা কেন চাহিবে?" এই বলিয়া বণিক্ সে ব্যক্তিকে নিকটে ডাকিয়া এরূপ সামান্য বস্তুর এরূপ অসম্ভব দর দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল "মহাশয়, এই নলের একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে, ইহাদের দুই মুখে দুই খানি কাচ আছে। এই কাচদ্বয়ের একখানি দিয়া দেখিলে, জগতের যে কোন বস্তু দেখিতে বাসনা করেন, তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবেন।" নলের এই অলৌকিক গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য কুমার আলি নলের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় পিতাকে দর্শন করিবার মানস করিলেন, অমনি দেখিলেন, পিতা সুস্থশরীরে অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত

হইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তৎপরে কুমার নিজ প্রেমাস্পদী কুন্তা নুরুন্নিহারকে দর্শন করিবার মানস করিলেন, অমনি দেখিলেন, সুন্দরী নিজ সখীগণে বেষ্টিত হইয়া প্রফুল্লমনে বেশবিন্যাস করিতেছেন।

আর অধিক পরীক্ষা করা বাহুল্যমাত্র এই বিবেচনা করিয়া কুমার চল্লিশ টাকায় ঐ অত্যাশ্চর্য্য নলটী ক্রয় করিলেন। এই ঘটনার পরে কিছুদিন সিরাজ নগরে বাস করিয়া কুমার প্রতিদিন রাজসভায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তত্রত্য রাজনীতিবিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করিলেন। অবশেষে এক বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত পান্থালয়ে আগমন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ উপস্থিত হন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল।

কনিষ্ঠ রাজকুমার সমরকন্দ নগরে গমন করিলেন। একদিন তিনি এক বণিকের আপণে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শুনিলেন এক ব্যক্তি একটি আপেলের ত্রিশ টাকা মূল্য চাহিতেছে। কুমার আমেদ সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু, তোমার আপেলের এমন কি অদ্ভুত গুণ আছে যে লোকে ঐরূপ অসঙ্গত মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিবে?" সে ব্যক্তি কহিল "মহাশয়, কোন বিশেষ গুণ না থাকিলেই বা আমি অত অধিক মূল্য চাহিতে সাহস করিব কেন? যদি আপনি ইহার গুণের কথা একবার শোনেন, তবে আপনিই স্বীকার করিবেন যে ইহা অমূল্য নিধি। ইহার আঘ্রাণে যাবতীয় পীড়া মুহূর্ত্ত মধ্যে উপশমপ্রাপ্ত হয়, এমন কি মৃত্যুশয্যায় শয়ান মুমূর্ষু রোগীও একবার মাত্র ইহার অমৃতময় আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইলে, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া ক্ষণকালের মধ্যে পূর্ব্ব বলিষ্ঠ ও সুস্থ দেহ প্রাপ্ত হয়।" কুমার কহিলেন, "তুমি যাহা বলিলে তাহা যদি যথার্থ হয়, তবে আপেলটী যে অমূল্য ধন তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহা হইলে আমি তোমার প্রার্থিত মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিতে পারি। কিন্তু তোমার মুখের কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি?" সে ব্যক্তি কহিল "আপনি অত্রত্য তাবৎ বণিক্‌কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারাও সকলেই এই বিষয়ের কিছু কিছু অবগত আছে। আপনার প্রত্যয়ের জন্য বোধ করি একথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আপেলটী অত্রত্য কোন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের বহু যত্নের ও বহু পরিশ্রমের ফল; তিনি নানা প্রকার বন্য ঔষধি একত্র করিয়া আপেলের আকারে এই অমৃতময় ফলটি নির্ম্মাণ করেন। তিনি নিজ জীবিত-কালে অনেক অনেক দুশ্চিকিৎস্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই ফল দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। সম্প্রতি হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় বিধবা নাবালক পুত্রগণের ভরণপোষণার্থ এই অমূল্য পদার্থটী বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন।

উভয়কে এইরূপ কথোপকথন করিতে দেখিয়া সেই স্থানে বহুলোকের সমাগম হইল। জনতার মধ্যে অনেকেই বলিলেন, আপেলবিক্রেতার কথা প্রকৃত বটে। এক ব্যক্তি কহিল, তাহার এক বন্ধু মুমূর্ষুদশাগ্রস্ত হইয়াছে, যদি আপেলের গুণ পরীক্ষা করিতে হয় আমার সঙ্গে আসুন। কুমার আমেদ এই কথা শুনিয়া আপেলবিক্রেতাকে কহিলেন "যদি এই পরীক্ষায় তোমার কথা সপ্রমাণ হয়, তবে আমি চল্লিশ টাকা দিয়া ঐ আপেলটি

কিনিতে প্রস্তুত আছি। চল, ঐ ব্যক্তির সহিত গমন করিয়া আপেলের গুণ পরীক্ষা করিয়া আসি?" আপেলবিক্রেতা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে উভয়ে পরীক্ষার্থ পূর্ব্বোলিখিত মৃত্যুশয্যায় শয়ান ব্যক্তির বাটীতে গমন করিল। আপেলের আঘ্রাণ প্রাপ্তিমাত্র মুমূর্ষুব্যক্তি উঠিয়া বসিল এবং এক ঘণ্টা পরে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সুস্থ হইয়া উঠিল দেখিয়া কুমার প্রতিশ্রুত মুদ্রা প্রদান করিয়া ঐ অত্যাশ্চর্য্য আপেলটী ক্রয় করিলেন। তৎপরে তিনি কিছুদিন সমরকণ্ডে অতিবাহিত করিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে সারদা নামক মনোরম পার্ব্বতীয় প্রদেশ দর্শন করিয়া আসিলেন। অনন্তর যথা-সময়ে পূর্ব্বোক্ত পান্থালয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

এতদিন প্রত্যেক ভ্রাতাই মনে করিতেন যে, তিনি যে দ্রব্য পাইয়াছেন তাহাই অত্যাশ্চর্য্য এবং সেই জন্য নুরুন্নিহার তাঁহারই হইবেন। এক্ষণে তিন সহোদরে একত্র হইয়া, কে কি বস্তু আনিয়াছে, তাহার গুণই বা কি, এবং প্রত্যেকের আনীত দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের বিবেচনায় কে নুরুন্নিহারলাভের যোগ্য, এই সমস্ত বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে জ্যেষ্ঠ কুমার হোসেন কহিলেন "ভ্রাতৃদ্বয়, আমি বিশনগর রাজ্যে গমন করিয়া অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যের মধ্যে ঐ কার্পেট খানি আনয়ন করিয়াছি। যদিও উহা বাহ্যিক দেখিতে একখানি সামান্য কার্পেট মাত্র, তথাপি উহার গুণ অসাধারণ। ইহাতে উপবেশন করিয়া যে স্থানে যাইতে মানস করা যায়, নিমেষমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই আসনে আরোহণ করিয়াই আমি ও আমার ভৃত্য তিন মাসের পথ এক দণ্ডের মধ্যে আসিয়াছি। যখনই তোমরা ইহার গুণের চাক্ষুষ প্রমাণ চাহিবে, আমি তখনই তাহা দেখাইতে পারি। এক্ষণে তোমরা কে কি আনিয়াছ প্রকাশ কর।"

তৎপরে মধ্যম কুমার আলি কহিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি আসনের যেরূপ গুণের কথা কহিলে, কার্পেটের সেইরূপ গুণ থাকিলে, উহা জগতের মধ্যে একটী সুদুর্লভ বস্তু হইবে তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তোমাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে আমি যে দ্রব্যটী আনিয়াছি তাহাও জগতে অতি দুর্লভ। এই যে গজদন্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্র নলটী দেখিতেছ ইহার গুণ অতি আশ্চর্য্য। ইহার এক পার্শ্ব দিয়া দেখিলে, জগতের যে বস্তু দেখিবার ইচ্ছা করা যায় তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। আমি তোমাকে শুদ্ধ আমার কথার উপর নির্ভর করিতে বলিতেছি না, তুমি এক বার স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখ।" এই বলিয়া কুমার আলি নলটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে প্রদান করিলেন।

যুবরাজ হোসেন, কুমার আলির উপদেশানুসারে নলের একপার্শ্বে দৃষ্টি-যোজনা করিয়া কুমার নুরুন্নিহারকে দেখিবার বাসনা করিলেন। কুমার আলি ও আমেদ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা হোসেনের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল দেখিয়া অন্য ভ্রাতৃদ্বয় অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন, হোসেনের মুখে বিস্ময়চিহ্নের সহিত গভীর বিষাদের লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। হঠাৎ এইরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে যুবরাজ হোসেন কহিলেন "ভ্রাতৃদ্বয়, আমাদের

সমস্ত শ্রম বিফল হইল। নুরুন্নিহারের আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রাণপক্ষী তাঁহার নশ্বর দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া যাইবে। আমি দেখিলাম তাঁহার সহচরীগণ ও প্রহরী খোজাগণ মৃত্যুশয্যার চারিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। তোমরা একবার শেষ দেখা দেখিয়া যাও। এই বলিয়া যুবরাজ নলটী অপর দুই ভ্রাতার হস্তে প্রদান করিলেন। তাঁহারা উভয়ে ক্রমান্বয়ে সেই শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিলেন।

অনন্তর কুমার আমেদ নিজ বক্ষঃস্থল হইতে পূর্ব্বোক্ত আপেলটী ভ্রাতৃগণকে দেখাইয়া কহিলেন, "যেরূপ দেখিলাম তাহাতে অতি শীঘ্রই রাজকুমারীর প্রাণবিয়োগ হইবে। কিন্তু যদি এখনও আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহার জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে। এই আপেলটির এইরূপ আশ্চর্য্য গুণ যে ইহা আঘ্রাণমাত্র যে কোন রোগ আরোগ্য হয়, এমন কি যে রোগীর মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, সেও ইহার আঘ্রাণ প্রাপ্তিমাত্র পুনরায় সম্পূর্ণ সুস্থকায় হইয়া উঠিয়াছে।"

কুমার আমেদের কথা শ্রবণ করিয়া যুবরাজ হোসেন কহিলেন, "তবে আর বৃথা বিলম্বের প্রয়োজন কি? আইস, আমরা এই মুহূর্ত্তেই আসনে আরোহণ করিয়া নুরুন্নিহারের গৃহে উপস্থিত হই।" তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃত্রয় আসনে উপবেশন করিয়া সকলেই নুরুন্নিহারের গৃহে উপস্থিত হইবার মানস করিলেন। অমনি আসন শূন্যপথে উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদিগকে অভিপ্রেত স্থানে লইয়া গেল। সহসা তিন জন লোককে গৃহমধ্যে দর্শন করিয়া গৃহস্থিত ব্যক্তিগণ চকিত হইয়া উঠিল; অপরিচিত ব্যক্তিগণ অনধিকারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল বিবেচনা করিয়া খোজাগণ তাঁহাদের বধের জন্য অসি উত্তোলিত করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

সর্ব্বাগ্রে কুমার আমেদ আসন হইতে উত্থিত হইয়া কুমারী নুরুন্নিহারের শয্যাপ্রান্তে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আপেলটী তাঁহার নাসিকার নিকট ধারণ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরেই রাজকুমারী নয়ন উন্মীলন করিলেন, উভয় পার্শ্বে শিরঃ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, একবার চারিদিকে চাহিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং দাসীগণকে প্রভাতে পরিধান করিবার যোগ্য বস্ত্র আনিতে আদেশ করিলেন। যুবতীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে তিনি গভীর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সখীগণ তাঁহার ভ্রমদূর করিল; তাহারা বলিল যে তিনি পিতৃব্যপুত্রগণের কৃপায় আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলেন। তখন যুবতী তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং জীবনদাতা আমেদের নিকট অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর রাজপুত্রগণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পিতৃসাক্ষাৎকারে গমন করিলেন।

সুলতান ইতিপূর্ব্বে প্রধান খোজার প্রমুখাৎ পুত্রগণের আগমনবার্ত্তা ও নুরুন্নিহারের অদ্ভুত উপায়ে রোগমুক্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রগণকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রগণ পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া, যিনি যে দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন তিনি সেই দ্রব্যের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া তাহা পিতার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং

আনীত দ্রব্যগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বিচারে কে নূরন্নিহারকে পাইবার উপযুক্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন।

নৃপতি অবহিতচিত্তে পুত্রগণের কথা শ্রবণ করিয়া এবং রাজকুমারীর রোগশান্তিবিষয়ে পুত্রগণ কর্ত্তৃক আনীত দ্রব্যত্রয়ের কার্য্যকারিতা মনে মনে সম্যক্ আলোচনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন "বৎসগণ, যদি আমার বিবেচনায় তোমাদের মধ্যে একজন অপর দুইজন অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত হইত, তাহা হইলে আমি আহ্লাদের সহিত এতক্ষণ তাহার নাম প্রকাশ করিতাম। তোমরা প্রত্যেকেই যে সমস্ত দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছ, তাহা জগতে দুর্লভ বটে, কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে অর্থাৎ নূরন্নিহারের রোগনিবারণে প্রত্যেক বস্তুর যেরূপ কার্য্যকারিতার কথা শুনিলাম, তাহাতে উহাদের মধ্যে গুণসম্বন্ধে কোন ইতরবিশেষ দেখিতে পাইলাম না। আমেদের আপেল আঘ্রাণ করিয়া নূরন্নিহারের রোগমুক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আলির নলটী না থাকিলে, তোমরা কিরূপে জানিতে যে কুমারী পীড়িতা হইয়াছেন? আবার হোসেনের আসন না থাকিলে শুদ্ধ পীড়ার সংবাদ পাইয়াই বা কি লাভ হইত? এই সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া আমার বোধ হয়, যে এই উপায়ে নূরন্নিহারের বর মনোনীত করিতে গেলে কাহারও না কাহারও প্রতি অন্যায় করা হয়। সুতরাং অন্য কোন অভিনব উপায় উদ্ভাবনা করা আবশ্যক। আমি একটী উপায় স্থির করিয়াছি, কল্য প্রভাতে তোমরা প্রত্যেকে এক একটী ধনুক ও এক একটী তীর লইয়া নগরপ্রাকারের বহির্ভাগে মাঠে যাইও, যাহার তীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে পড়িবে, নূরন্নিহারকে তাহারই হস্তে সমর্পণ করিব।" পুত্রগণ কেহই পিতার যুক্তিযুক্ত বাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

পরদিবস যথাসময়ে পুত্রগণ সজ্জিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট মাঠে গমন করিল, সুলতান সর্ব্বাগ্রে জ্যেষ্ঠপুত্রকে তীরত্যাগ করিতে কহিলেন, তৎপরে মধ্যম শরক্ষেপণ করিলেন, এবং সর্ব্বশেষে কনিষ্ঠ বাণক্ষেপণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা মধ্যমের শর কিঞ্চিৎ দূরে পড়িল, কিন্তু কনিষ্ঠের তীর যে কোথায় পড়িল কেহ স্থির করিতে পারিল না। বহুসংখ্যক ভৃত্য এবং অবশেষে কুমার আমেদ স্বয়ং তাঁহার অন্বেষণে গমন করিলেন, কিন্তু সকলের চেষ্টাই বিফল হইল, তীর কোথাও পাওয়া গেল না। যদিও ইহা বিলক্ষণ সম্ভব যে কুমার আমেদের তীরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে পড়িয়াছে তথাপি তাহা পাওয়া গেল না বলিয়া সুলতান মধ্যমপুত্রকে কন্যাদান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে মহাসমারোহে আলির সহিত নূরন্নিহারের বিবাহ হইয়া গেল।

যুবরাজ হোসেন নূরন্নিহারকে আন্তরিক ভালবাসিতেন, হৃদয়ের পুত্তলী অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী হইবে, এই চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। চিরকাল যাহার প্রেমের আশায় মুগ্ধ ছিলেন, সহসা সে পরের হইল দেখিয়া যুবকের হৃদয়ে বিষম নৈরাশ্যের উদয় হইল এবং ক্রমে সেই নৈরাশ্য বৈরাগ্যে পরিণত হইল। হোসেন রাজ্যের আশা ত্যাগ করিয়া নবীন বয়সে সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরোপাসনায় অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ

করিবার মানসে ফকিরি অবলম্বন করিলেন এবং তদনন্তর এক বিখ্যাত ফকিরের শিষ্য হইলেন।

কুমার আমেদও মনের দুঃখে আলি ও নুরন্নিহারের বিবাহে যোগদান করিলেন না। তিনি একাকী সেই তীরের সন্ধানে বাহির হইলেন; তিনি ক্রমাগত সম্মুখভাগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে উভয় পার্শ্বেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সম্মুখে এক উচ্চ পর্ব্বত আবির্ভূত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। পর্ব্বতটি নগর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া যুবক দেখিলেন, তাঁহার সেই তীর পর্ব্বত-গাত্রে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিরূপে তীর এত দূরে আসিল, তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন কুমার মনে মনে বলিতে লাগিলেন "হয়ত, অদৃষ্ট আমার সুপ্রসন্ন হইল; যাহাকে আমি চিরসুখী হইব মনে করিয়াছিলাম, হয়ত তদপেক্ষা অধিক সুখভোগ আমার ভাগ্যে আছে জানাইবার জন্য বিধাতা এই লীলা করিলেন।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে এক গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া কুমার একটী লৌহদ্বার দর্শনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে গুহার অভ্যন্তর নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবেক, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে অন্ধকারের সম্পর্ক নাই, চারিদিক দিব্য আলোকময় এবং সম্মুখে একটী অতি সুন্দর অট্টালিকা রহিয়াছে। যুবক অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় নানা অলঙ্কারভূষিতা এক পরম সুন্দরী যুবতী সখীগণসমভিব্যাহারে সৌধদ্বারে দর্শন দিলেন। যুবক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিবার উপক্রম করিতেছেন, দেখিয়া রমণী হস্তসঙ্কেতে নিষেধ করিয়া কহিলেন "কুমার আমেদ, আসিতে আজ্ঞা হউক।"

অপরিচিত যুবতী কিরূপে তাঁহার নাম অবগত হইল, কুমার তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না! তিনি যুবতীর চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে, আমার অসভ্যতা ক্ষমা করিবেন, কিন্তু দুরন্ত কৌতূহল আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য করিতেছে যে আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও কি প্রকারে আমার নাম জানিলেন।" যুবতী কহিলেন, অগ্রে বাটীর মধ্যে আগমন করুন, পশ্চাৎ সমস্ত বলিব।

যুবক, যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া এক প্রশস্ত সুসজ্জিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। যুবতী স্বয়ং এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া যুবককে পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। যুবক উপবিষ্ট হইলে যুবতী কহিলেন, কুমার, আমি অপরিচিত হইয়াও কিরূপে তোমার নাম ধাম অবগত হইলাম, ইহাতে তুমি আশ্চর্য্য হইয়াছ। আমি তোমার বিস্ময় দূর করিতেছি। বোধ করি, তোমার অবিদিত নাই, এই পৃথিবীতে অনেক দৈত্যের বাস। আমি এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যের কন্যা, আমার নাম পরিবানু। তোমাদের রাজাধিরাজের ইতিহাস, তোমাদের পিতৃব্য-দুহিতার প্রতি তোমাদের সকলের আসক্তি, যেজন্য তোমাদের এক বৎসর কাল বিদেশ বাস হইয়াছে, তৎসমুদায় আমি বিশেষরূপ অবগত আছি। আমিই সেই সর্ব্বরোগহর কৃত্রিম আপেল, সেই বিশ্বপ্রদর্শক দূরবীক্ষণ

নির্ম্মিত নয় এবং সেই সর্ব্বত্রোগামী কার্পেটি তোমাদের তিন ভ্রাতার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করি। অধিক কি, তৎসংক্রান্ত কোন বিষয় আমার অবিদিত নাই। সে দিবস যৎকালে তোমরা নুরুন্নিহারলাভের জন্য তীর ত্যাগ কর, তৎকালে আমি অদৃশ্যভাবে তথায় উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখিলাম, তোমার তীর হোসেনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তীর অপেক্ষাও অল্প দূরে যাইবে, এইজন্য আমি স্বহস্তে সেই তীর ধরিয়া তাহাতে বিপুল বেগ প্রয়োগ করিলাম, তজ্জন্যই তীর পর্ব্বতগাত্রে বিদ্ধ হইয়াছে। আমার এত আয়াস স্বীকার করিবার অভিপ্রায় এই যে নুরুন্নিহার তোমার উপযুক্ত পত্নী নহে, তুমি তদপেক্ষা কোন উচ্চ শ্রেণীর রমণীকে বিবাহ করিবার যোগ্য। এক্ষণে তোমার প্রকৃত যোগ্যতার ফল ভোগ বা ত্যাগ করা তোমার হস্তে নির্ভর করিতেছে।”

যুবতীর কথার ভাবে, কটাক্ষের ভঙ্গীতে, এবং লজ্জায় আরক্তিম কপোলদ্বয় দর্শনে, যুবক তাঁহার মানাগত অভিপ্রায় সহজেই বুঝিতে পারিলেন। চতুর যুবক কহিলেন “যদি আপনার চরণসেবক দাস হইয়াও আমি আপনার সহবাসে থাকিতে পাই, তাহা হইলে স্বর্গসুখ আমার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়।” যুবকের কথায় প্রীত হইয়া যুবতী কহিলেন, “কুমার, পিতা মাতা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনি আপনার প্রভু। আপনাকে আমার দাস হইতে হইবে না, বরং আমিই দাসীভাবে নিযুক্ত আপনার চরণ সেবা করিব, আপনি আমার অতুল বিভব ও অনন্যসাধারণ উপর তুল্যরূপে আধিপত্য করিবেন।” যুবক, যুবতীর করতল চুম্বন করিয়া কহিলেন “প্রেয়সি, তুমি অদ্য হইতে আমার হৃদয়েশ্বরী হইলে; জীবনসত্বে আর কোন রমণী এখানে স্থান পাইবে না।” যুবতী কহিলেন, “নাথ, মনুষ্যগণের মধ্যে বিবাহের যেরূপ আড়ম্বর ও মন্ত্র পাঠাদি আছে, দৈত্যগণের মধ্যে তাহার কিছুই নাই; মৌখিক কথাই যথেষ্ট; কিন্তু তথাপি আমাদিগের বিবাহবন্ধন মানবগণের বিবাহ অপেক্ষা অনেক দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী।

অনন্তর নবপরিণীত দম্পতী একত্র আহারাদি করিয়া সমস্ত গৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। যুবক গৃহের শোভা ও তন্মধ্যস্থিত মহার্ঘ দ্রব্যরাজী দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে, যুবকযুবতী একত্রে শয়ন করিয়া পরমানন্দে রজনী অতিবাহিত করিলেন। বিবাহের পর কয়েক দিবস নানা উৎসব হইতে লাগিল, নিত্য নূতন নূতন নৃত্য, নূতন নূতন বাদ্য, নূতন নূতন ভোজ্যভোজন চলিতে লাগিল। যুবতীর ইচ্ছা, নানা প্রলোভন প্রদর্শনে যুবককে এরূপ মোহিত করিয়া রাখেন যে তিনি আর স্বদেশগমনের ইচ্ছা প্রকাশ না করেন। বাস্তবিক যুবতীর আশা ফলবতী হইল; কুমার আমেদ ক্রমে যুবতীর প্রেমে এরূপ আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, সেই কোমল প্রণয়বন্ধন ছেদ করা দূরে থাকুক, ঈষৎ পরিমাণে শিথিল করিবার ইচ্ছাও কদাচ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল না।

বিবাহের প্রায় ছয় মাস পরে কুমার আমেদ পিতৃদর্শনে উৎসুক হইয়া স্বদেশগমনার্থ যুবতীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রমণী মনে করিলেন, পিতৃদর্শনচ্ছলে যুবক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। এই জন্য তিনি

[illegible]লেন, "নাথ, দাসী কোন্ অপরাধে তোমার পদে অপরাধিনী যে তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিবার মানস করিয়াছ ?" যুবক কহিলেন, "বহুদিন পিতাকে দর্শন করি নাই বলিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার অতিশয় উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, এইজন্য স্বদেশগমনার্থ তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; নতুবা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব, ইহা কি কখন সম্ভব হয় ? যাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি [illegible] তাহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব ? যাহা হউক, যদি এই প্রস্তাবে তোমার [illegible] মনোবেদনা হইয়া থাকে, তবে তাহা অজ্ঞানকৃত বোধ করিয়া আমার অপরাধ [illegible] হইও না, আমি আর কখন এইরূপ প্রস্তাব করিয়া তোমার মনে ক্লেশ দিব না।" যুবকের এইরূপ প্রণয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবতী অতিশয় আহ্লাদিত [illegible]লেন।

এদিকে সুলতান দুই পুত্রের [illegible] পরিত্যক্তৃক, আলির বিবাহে কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ অনুভব করিতে পা[illegible]লেন না। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ফকিরী ব্রত গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হই[illegible]বে জন্য বিস্তর উপদেশ দিলেন, কিন্তু যুবকের নবীন উৎসাহপূর্ণ হৃদয়কে [illegible] সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে পারিলেন না। তৎপরে আমেদের [illegible] নানা দেশে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোথাও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সর্ব্বকনিষ্ঠ আমেদ বৃদ্ধের অতি প্রিয় ছিল, সুতরাং তাহার বিয়োগে নৃপতি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি নিয়ত [illegible] [illegible] পরামর্শ করিতেন, কি উপায়ে পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এক দিবস [illegible] কহিলেন, নিজ নগরে এক বিখ্যাত ইন্দ্রজালনিপুণ বৃদ্ধা বাস করেন, [illegible]হাকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ করি সে ইন্দ্রজালপ্রভাবে কুমারের সন্ধান [illegible] [illegible] দিতে পারে। নৃপতি বৃদ্ধাকে ডাকাইয়া আনাইয়া তাহাকে পুত্রের [illegible] গণনা করিতে কহিলেন এবং গণনা সফল হইলে [illegible] [illegible] প্রদান করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। বৃদ্ধা সে দিনের মত [illegible] লইয়া পরদিন আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আমি অনেক গণনা করিয়াও আপনার পুত্র কোথায় কি অবস্থায় আছেন, স্থির করিতে পারিলাম না। কেবল এই মাত্র জানিতে পারিয়াছি যে আপনার পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন।" নৃপতি এই সংবাদেও কতক আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে কুমার আমেদ মধ্যে মধ্যে যুবতীর নিকট সুলতানের অপত্যস্নেহের কথা উল্লেখ করিতেন, ইচ্ছা যদি এই কথা শুনিয়া যুবতী তাঁহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে অনুমতি করেন। যুবতী দেখিলেন, যুবক বাস্তবিক তাঁহার প্রতি বড় অনুরক্ত হইয়াছেন, আর এরূপ আশঙ্কা নাই যে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। অতএব যুবকের পিতৃদর্শনবাসনায় আর প্রতিবন্ধক দেওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া তিনি তাঁহাকে স্বদেশগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন যেন দানবীর সহিত বিবাহ অথবা তাহার বাসস্থানের কথা নৃপতির কর্ণগোচর না হয়।

অনন্তর যুবক বিংশতি অশ্বারোহীসমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে পিতৃদর্শনে যাত্রা করিলেন। নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরবাসীগণ মহা সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল এবং রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন

করিল। নৃপতি বহুদিনের পর পুত্রকে দর্শন করিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "বৎস, বহুদিন তোমার সন্ধান না পাওয়ায় আমার বোধ হইয়াছিল যে তুমি প্রকবিহারলাভে নিরাশ হইয়া আত্মহত্যাই বা করিয়াছ।"

পুত্র কহিলেন, "পিতঃ, আপনি একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, অন্য এক ব্যক্তি প্রণয়পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিতেছে, ইহা কোন্ প্রণয়ী স্বচক্ষে দেখিতে পারে? আমি যদি সে অপমান সহ্য করিয়া বিবাহ রাত্রিতে উপস্থিত থাকিতাম, তবে লোকে আমাকে কি বলিত? সে যাহা হউক, আমি তৎকালে নগর পরিত্যাগ করিয়া আমার তীরের সন্ধানে বাহির হইলাম। বহুদূর গমন করিয়াও যখন তীর পাইলাম না, তখন একবার মনে করিলাম ফিরিয়া যাই, কিন্তু কে যেন বলপূর্ব্বক আমাকে নিবৃত্ত হইতে দিল না। আমি অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে নগরের চারি ক্রোশ দূরে এক পর্ব্বত সমীপে উপনীত হইয়া দেখি, পর্ব্বতগাত্রে উক্ত শর বিদ্ধ রহিয়াছে। তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা কোন গোপনীয় কারণে আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না; তবে এই মাত্র বলিতে পারি আমি এক্ষণে পরমসুখে আছি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উক্ত গুপ্ত বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করিবেন না। আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যাইব।" পিতা পুত্রকে উক্ত গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন না, তিনি এই মাত্র বলিলেন, "বৎস, যেখানে থাক, সুখে থাকিলেই আমার সুখ। কিন্তু স্মরণ থাকে, যেন বৃদ্ধ পিতা তোমাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত আছেন, বহুদিন তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিও না।"

তিন দিবস পিতৃভবনে বাস করিয়া চতুর্থ দিবসে যুবক, যুবতীকে দর্শন দিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন ও সংশয় অপনোদন করিলেন। যুবকের প্রণয় বাহ্যিক বা কৃত্রিম নহে দেখিয়া যুবতী তাঁহার প্রতি আরও অনুরক্ত হইলেন।

মাসাবধি পিতৃভবন হইতে আসিয়াও কুমার আর পিতৃদর্শনে নামোল্লেখ করেন না দেখিয়া যুবতী এক দিবস ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক কহিলেন, "পাছে তোমার মনে কষ্ট হয় এই জন্য আমি ও কথার উল্লেখ করি নাই। যখন তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া অনুমতি দিবে, তখন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।" যুবতী কহিলেন, "নাথ, তুমি যে আমাকে পর পর ভাব, ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হই। অদ্যাবধি তোমার স্বেচ্ছানুসারে পিতৃদর্শনে গমন করিতে, আমার কোন আপত্তি নাই।" পরদিন যুবক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মহার্ঘ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পূর্ব্ববৎ বিংশতি অশ্বারোহীর সহিত স্বদেশযাত্রা করিলেন; সুলতানও পূর্ব্ববৎ সমাদর করিয়া পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে যুবক প্রতিমাসে একবার করিয়া পিতৃদর্শনে আগমন করিতেন, কিন্তু প্রতিবারই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিতেন।

কুমারের ঐশ্বর্য্যদর্শনে কয়েক জন মৎসরী অমাত্য নৃপতির নিকট তাঁহার নামে কুৎসা আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল, "কুমার কোথায় অবস্থান করেন, তাহার তাহাতে সন্ধান লওয়া বিশেষ আবশ্যক। কুমার যেরূপ ধন জন আনয়ন

করিতেছেন এবং প্রতিবারেই যেরূপ নূতন নূতন ঐশ্বর্য্যচিহ্ন প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন তাহাতে বোধ হয়, তিনি অচিরাৎ রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া আপনার সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিবেন।”

পুত্রবৎসল পিতা প্রথমে এই কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তাহারা কহিল, “মহারাজ, নুরন্নিহারকে কুমার আলির হস্তে সমর্পণ করায়, কুমার আমেদ মনে মনে পূর্ব্বাবধি আপনার উপর অসন্তুষ্ট আছেন; সুতরাং তিনি যে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন ইহা অসম্ভব নহে।” তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতির মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি অমাত্যবর্গের নিকট সে ভাব ব্যক্ত করিলেন না। তিনি ইন্দ্রজাল-নিপুণা পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধাকে গোপনে আহ্বান করিয়া তাহাকে পুত্রের বাসস্থান অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন।

মায়াবিনী ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল, কুমার আমেদ, নগরের অনতিদূরবর্ত্তী এক পর্ব্বতের নিকট নিজ তীর পুনঃপ্রাপ্ত হন; তথা হইতে তিনি কোথায় যান তাহা কেহ অবগত নহে। এক্ষণে বৃদ্ধা বাঞ্ছাবেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পর্ব্বতের এক গুহামধ্যে গুপ্তভাবে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কুমার আমেদ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি কোথায় যান বৃদ্ধা একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু হঠাৎ কুমার অনুচরবর্গ সহ অদৃশ্য হইয়া গেলেন, বৃদ্ধা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

সেই পর্ব্বত মনুষ্যের দুরারোহ, সুতরাং বৃদ্ধা স্থির করিল, হয় কুমার কোন গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অথবা কোন দৈত্যের ভূগর্ভস্থ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপ স্থির করিয়া বৃদ্ধা গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার কোন চিহ্ন পাইল না। আমেদ যে লৌহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা দৈত্য-কন্যার প্রভাবে মানবনয়নের অগোচর। সুতরাং বিফলপ্রযত্ন হইয়া বৃদ্ধা রাজপ্রাসাদে প্রতিগমন করিয়া নৃপতিকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল এবং কহিল “আমাকে কিঞ্চিৎ সময় দিলে, আমি সমস্ত সংবাদ আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু কি উপায়ে আমি কুমারের সন্ধান করিব তাহা মহারাজের গোচর করিব না।” সুলতান এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বৃদ্ধাকে উৎসাহ দিবার জন্য তাহাকে একটী বহুমূল্য হীরক পারিতোষিক দিলেন।

বৃদ্ধা শুনিয়াছিল কুমার প্রতিমাসে এক একবার রাজসাক্ষাৎকারে আগমন করে। যে দিবস কুমারের আসিবার সম্ভাবনা, তাহার পূর্ব্বদিন বৃদ্ধা পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতের একস্থানে শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন কুমার সুসজ্জিত হইয়া পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা পর্ব্বতের গাত্রে মস্তক রাখিয়া রাস্তার উপর শয়ন করিয়াছে। তাঁহার বোধ হইল, বৃদ্ধা দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। এইজন্য দয়ার্দ্র হইয়া যুবক বৃদ্ধার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে এরূপ স্থানে একাকিনী পড়িয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়াবিনী কাতরনয়নে যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, “কল্য এই পথে যাইতে যাইতে আমার উৎকট জ্বর হইয়াছে; সেই অবধি এই স্থানে এই ভাবে পড়িয়া আছি, আমার বাটী এখান হইতে অনেক দূর এবং

এস্থানে চিকিৎসা হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই।” যুবক কহিলেন, “যদি তুমি আমার বাটিতে যাইতে স্বীকার কর, তবে আমার এক অনুচর তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে পারে। আমার বাটী এখান হইতে অধিক দূর নহে এবং তথায় তোমার রীতিমত চিকিৎসা হইবারও সম্ভাবনা আছে।” বৃদ্ধার মনোগত অভিপ্রায় যুবকের বাসস্থান দর্শন করা, সুতরাং সে সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইল।

বৃদ্ধাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্ত যুবক দুই জন অশ্বারোহীকে আদেশ করিলেন। তাহারা মায়াবিনীকে ধীরে ধীরে দৈত্যকন্তার বাটী লইয়া চলিল, যুবকও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কুমার পত্নীকে আহ্বান করিয়া বৃদ্ধাকে চিকিৎসা করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। যুবতী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধার বদন নিরীক্ষণ করিয়া দুইজন পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া ইহার যথোচিত সেবা শুশ্রূষা কর। পরিচারিকাদ্বয় তাঁহার আদেশ পালনে ব্যস্ত হইলে, যুবতী যুবকের কর্ণে কর্ণে কহিলেন, “নাথ, এই বৃদ্ধার সমুদায়ই ছল দেখিয়া বোধ হইতেছে, এ বাস্তবিক পীড়িত নহে, আমার আশঙ্কা হইতেছে কোন ব্যক্তি তোমার অনিষ্ট-সাধনোদ্দেশে ইহাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্ত তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। ঈশ্বর প্রসাদে আমি সকলের সকল যত্ন বিফল করিব, শত্রু তোমার কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না।” যুবক নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিলেন, “প্রিয়ে, আমি জ্ঞানপূর্ব্বক কাহারও কখন অনিষ্ট করি নাই এবং করিতে বাসনাও করি নাই, সুতরাং আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে কেহ আমার অনিষ্টচেষ্টা করিবে না।” এই বলিয়া যুবক যুবতীর নিকট বিদায় লইয়া পিতৃদর্শনে যাত্রা করিলেন।

এদিকে পরিচারিকাদ্বয় বৃদ্ধাকে এক সুসজ্জিত গৃহে লইয়া গিয়া এক উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইল, তৎপরে একজন দাসী বাহির হইয়া গেল এবং ক্ষণকাল বিলম্বে একটী সুন্দর কাচপাত্রে কিয়ৎপরিমাণ তরল পদার্থ আনিয়া বৃদ্ধাকে কহিল, “এই টুকু পান কর। ইহা সিংহোৎসের জল, এই সর্ব্ব-প্রকার জ্বরের মহৌষধি; ইহা পান করিলে এক ঘন্টার মধ্যে তোমার সমস্ত কষ্টের লাঘব হইবে।”

বৃদ্ধার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে কি উপায়ে পলায়ন করিবে সে তাহার সন্ধান করিতেছিল। সুতরাং দাসীগণের আনীত ঔষধ সে আগ্রহের সহিত পান করিল, কিন্তু পানমাত্র ইহাতে উপকার হয় না শুনিয়া অগত্যা তাহাকে এক ঘন্টা কাল তথায় অপেক্ষা করিতে হইল। দাসীগণ তাহাকে ঔষধ পান করাইয়া স্থানান্তরে গমন করিল। তাহারা ঠিক এক ঘন্টা পরে আসিয়া দেখে, বৃদ্ধা গমনের জন্ত প্রস্তুত হইয়া শয্যায় বসিয়া আছে। দাসী-গণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বৃদ্ধা কহিল “কি চমৎকার ঔষধ, পানমাত্র জ্বরটা আর কোথায় গেল? আমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি। তোমাদের প্রভু-পত্নীর নিকট আমায় লইয়া চল, তাঁকে প্রণাম করিয়া বিদায় হই।” দাসীগণ বৃদ্ধাকে সুবর্ণসিংহাসনারূঢ়া পরীবালার নিকট উপস্থিত করিল। তিনি বৃদ্ধার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, “বাছা, তুমি যে এত [illegible]

আরোগ্য লাভ করিয়াছ ইহাতে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমাকে অধিকক্ষণ এখানে বিলম্ব করিতে অনুরোধ করি না। তবে যখন একবার দৈবাৎ এখানে আসিয়া পড়িয়াছ তখন আমার বাড়িটী সমস্ত দেখিয়া যাও।"

অনন্তর উক্ত দাসীদ্বয় বৃদ্ধাকে তাবৎ বাটী প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিল, এবং সমস্ত গৃহ কিরূপ সজ্জিত তাহা দেখাইল। বাটীর শোভা ও গৃহস্থিত বহুমূল্য দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া বৃদ্ধা চমৎকৃত হইল। অনন্তর সে দাসীদ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিল সেই পথেই বাহির হইল। বাহির হইয়াই ফিরিয়া দেখে আর সে লৌহদ্বারও নাই এবং পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশের কোন গুহাদিও নাই। সে স্থানে আর অপেক্ষা করা বৃথা বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধা দ্রুতপদে রাজসমীপে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়া কহিল, "মহারাজ, বোধ করি পুত্রের এইরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া আপনি অতিশয় প্রীতি অনুভব করিতেছেন, কিন্তু আমার মনোমধ্যে এই আশঙ্কা হইতেছে, পাছে কুমার লোভপরায়ণ দৈত্যকন্যার প্রবর্ত্তনায় আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। আমার বিবেচনায় যাহাতে এইরূপ ঘটনা না ঘটে, অগ্রে তাহার জন্য সাবধান হওয়া উচিত।"

অমাত্যগণের বাক্য শ্রবণ অবধি নৃপতির হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে মায়াবিনী বৃদ্ধার কথায় উহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কর্ত্তব্য-নিরূপণের জন্য তিনি অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদের গোচর করিলেন এবং কি উপায়ে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে, জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যবর্গের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন, "কুমার এক্ষণে রাজ-সভায় উপস্থিত আছেন, আপাততঃ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক কারারুদ্ধ করা উচিত। তৎপরে তাঁহার প্রাণদণ্ড না করিয়া যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না।"

এই প্রস্তাব বৃদ্ধার মনোনীত না হওয়ায় সে নৃপতির অনুমতি লইয়া বলিল, "যে প্রস্তাব করা হইল, আমার বিবেচনায় উহাতে বিপরীত ফল ফলিবে। যদিও আপনারা ইচ্ছা করিলে কুমারকে সহজেই কারারুদ্ধ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহার নিয়ত অনুচরের কি করিবেন? তাহা-দিগকে অবরোধ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাহারা সকলেই দৈত্য, আক্রমণমাত্র তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং দৈত্যকন্যাকে তাহার স্বামীর অবরোধের সংবাদ দিবে। দানবী অবশ্যই ইহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া দলবল সহ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে আসিবে এবং নিমিষ মধ্যে সমস্ত নগর মরু-ভূমি করিয়া চলিয়া যাইবে। অতএব আমার বিবেচনায় এমন কোন উপায় করিলে ভাল হয়, যাহাতে আমেদ ও দৈত্যকন্যা বুঝিতে না পারে যে আপনারা তাহাদের দুরভিসন্ধি নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, অথচ তাহাতে আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। আমার বোধ হয়, যদি মহারাজ কুমারকে অনুরোধ করিয়া বলেন, 'বৎস, দৈত্যগণ অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন, তাহারা যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে। আমার অমুক দ্রব্যের বিশেষ আবশ্যক, যদি তুমি তোমার পত্নীর দ্বারা আমাকে সেই বস্তু আনিয়া দিতে পার, তবে আমার

বিশেষ উপকার হয়।' তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। কারণ কুমার অবশ্যই পিতার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিবেন। তৎপরে দৈবশক্তিশালী দৈত্যগণও যাহা দিতে সক্ষম নহে, এমন কোন বস্তু চাহিলেই কুমার উহা দিতে না পারিয়া লজ্জায় আর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না; সেই পাতালপুরীতে দৈত্যকন্যার সহবাসে তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহা হইতে আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না। সর্ব্বপ্রথমে এমন একটী শিবির প্রার্থনা করুন, যাহা অনায়াসে মুষ্টিমধ্যে যাইতে পারে, কিন্তু যাহা যুদ্ধক্ষেত্রে সন্নিবেশিত করিলে তন্মধ্যে আপনার সমস্ত সৈন্যগণের সমাবেশ হয়।" বৃদ্ধার প্রস্তাবে সকলেই অনুমোদন করিল।

পর দিবস কুমার আমেদ রাজসভায় উপস্থিত হইলে, নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস, শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম যে তুমি এক দৈত্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া অতুল বিভবের অধিপতি হইয়াছ। এরূপ সুসংবাদ এতদিন পিতার গোপন রাখা তোমার উচিত হয় নাই। সে যাহা হউক, শুনিয়াছি দৈত্যগণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, তাহারা স্বীয় ক্ষমতাপ্রভাবে অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে। বৎস, তোমার পত্নী দ্বারা আমার একটী উপকার করিয়া দিতে হইবে। বোধ করি তোমার অবিদিত নাই যে যুদ্ধকালে শিবির লইয়া যাইতে দারুণ অসুবিধা ও প্রচুর অর্থব্যয় হয়। যদি তুমি তোমার পত্নীকে অনুরোধ করিয়া তদ্দ্বারা এমন একটী শিবির প্রস্তুত করাইয়া দাও, যাহা অনায়াসে মুষ্টিমধ্যে যাইতে পারে অথচ যাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত সৈন্যের সমাবেশ হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।"

পিতা যে এরূপ অসম্ভব বস্তু তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবেন, ইহা তিনি কদাচ মনে ভাবেন নাই; সুতরাং তাঁহার এই অসঙ্গত প্রার্থনায় যুবক অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। আবার এই বস্তুর জন্য স্ত্রীকে অনুরোধ করিতে হইবে এই ভাবিয়া একটু বিরক্তও হইলেন। সুতরাং তিনি পত্নীকে অনুরোধ করিতে প্রথমে অস্বীকার করিলেন; কিন্তু নৃপতির পীড়াপীড়িতে অবশেষে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল।

পত্নীর নিকট গমন করিবামাত্র, চতুরা কামিনী তাঁহার বদনে অসন্তোষের চিহ্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক প্রথমে প্রকৃত বিষয় গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে যুবতীর অনুরোধে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিতে হইল। যুবকের কথা শুনিয়া যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "নাথ, এই সামান্য বিষয় আমার নিকট প্রার্থনা করিতে তুমি এত সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? অনন্তর যুবতী কোষাধ্যক্ষ রমণীকে আহ্বান করিয়া উক্তগুণশালী একটী শিবির আনয়ন করিতে কহিলেন, রমণী আজ্ঞামাত্র অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটী শিবির আনিয়া উপস্থিত করিল। যুবক ভাবিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছেন। যুবতী স্বামীর মনের ভাব বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "নাথ, তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তোমার সহিত রহস্য করিতেছি? যুবরাজ, এই ক্ষুদ্র শিবিরটী আমাদের প্রাঙ্গণে খাটাইয়া মনের সংশয় অপনোদন কর।" আজ্ঞা-

দ্বারা কোষাধ্যক্ষ হুরজিহান শিবিরটী অঙ্গনমধ্যে সন্নিবেশিত করিল। যুবক সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই ক্ষুদ্র তাম্বুটী এক প্রশস্ত তাম্বুর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার শিখরদেশ ছাদ স্পর্শ করিয়াছে। তৎপরে হুরজিহান পুনরায় শিবিরটী অঙ্গুষ্ঠ আকারে পরিণত করিয়া যুবকের হস্তে প্রদান করিল, এবং বলিয়া দিল, তাম্বুটীর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে প্রয়োজনানুসারে ইহার আকার বর্দ্ধিত বা হ্রস্ব করা হইতে পারে।

কুমার শিবির লইয়া সেই দিনই পিতৃরাজ্যে গমন করিলেন, এবং সানন্দে উহা পিতৃচরণে উপহার দিলেন। নৃপতি মনে করিয়াছিলেন, যুবক কদাচ এই অসম্ভব দ্রব্যদানে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু শিবিরের আকার ও গুণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া বাহিরে অতিশয় হর্ষপ্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে অতিশয় কুপিত হইলেন। পরীর [illegible] তাঁহার আশঙ্কা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। কি উপায়ে শীঘ্র অভীষ্টসিদ্ধি হইবে সেই বিষয়ে যুক্তি করিবার জন্য নরপতি পুনরায় সেই মায়াবিনীকে আহ্বান করিলেন।

পরদিবস নৃপতি মায়াবিনীর পরামর্শে যুবককে কহিলেন, "বৎস, এই শিবির প্রাপ্ত হইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা কথায় কি জানাইব? এক্ষণে আমার আর একটী প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে। শুনিয়াছি, সিংহোৎসের জল সর্ব্বরোগহর; তোমাকে সেই উৎসের কিঞ্চিৎ জল আনিয়া দিতে হইবে।" দ্বিতীয়বার যুবতীর নিকট অনুরোধ করিতে হইবে ভাবিয়া কুমার মনে মনে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু পিতৃসমক্ষে অসন্তোষের কোন চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না।

কুমার দেবরাজ্যে উপস্থিত হইয়া যুবতীকে পিতার দ্বিতীয় প্রার্থনার কথা বিজ্ঞাপন করিলেন। যুবতী কহিলেন "নাথ, বুঝিয়াছি, তোমার বিনাশ-সাধনের জন্য পুনরায় সেই পাপীয়সী মায়াবিনীর পরামর্শে তোমাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন. এই কার্য্যে বিষম বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। সিংহোৎস এক [illegible] দুর্গের মধ্যে অবস্থিত; চারিটী উগ্রমূর্ত্তি সিংহ দুর্গের দ্বার রক্ষা করিতেছে। পর্য্যায়ক্রমে দুইটী নিদ্রা যায় এবং অপর দুইটী প্রহরীর কার্য্য করে। কিন্তু তজ্জন্য তুমি ভীত হইও না, আমি এরূপ উপায় করিয়া দিব যে তুমি নিরাপদে তথায় প্রবেশ করিয়া বারি আনয়ন করিতে পারিবে।

এই সময়ে পরীবানু সূচীকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার নিকট অনেকগুলি সূতার গুলি ছিল। যুবতী কুমারের হস্তে একটী গুলি প্রদান করিয়া কহিলেন, "ভৃত্যগণকে দুইটী অশ্ব সজ্জিত করিতে কহ; একটীতে তুমি স্বয়ং আরোহণ করিবে এবং সদ্যোনিহত মেষ চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অপরটীর পৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। আর বারি আনয়নার্থ একটী পাত্র সংগ্রহ করিয়া লইও। কল্য প্রভাতে একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া অপরটী নিজ সঙ্গে লইয়া যাইও। লৌহদ্বারের বহির্ভাগে গমন করিয়া এই গুলিটী ছুঁড়িয়া দিবে। গুলিটী গড়াইতে গড়াইতে ঠিক তোমার অভীষ্ট দেশে গিয়া থামিবে। তুমি সূত্রের অনুসরণ করিয়া কেশরি-রক্ষিত এক প্রকাণ্ড তোরণদ্বারে উপনীত হইবে। প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত

সিংহদ্বয় ভীষণ গর্জনে অপর দুইটী সিংহকে জাগরিত করিবে। কিন্তু তুমি কেশরীদর্শনে ভীত হইও না, প্রত্যেক সিংহকে এক এক খণ্ড মেষমাংস প্রদান করিও। সিংহগণ মেষভক্ষণে প্রবৃত্ত হইবে, সেই অবসরে তুমি ত্বরিতগমনে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পাত্র উৎসজলে পূর্ণ করিয়া লইয়া অতি দ্রুতপদে প্রত্যাগমন করিবে, সিংহগণ তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না।”

পরদিন প্রভাতে কুমার অভীষ্টসাধনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি যুবতীর পরামর্শমত সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন; দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক সিংহকে এক এক খণ্ড মেষমাংস প্রদান করিয়া নির্ভীকহৃদয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উৎস হইতে জল লইয়া দুর্গ হইতে বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখেন, দুইটী সিংহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। কুমার তাহাদের বধের জন্য কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলেন। কিন্তু সিংহদ্বয় লাঙ্গুল ও মস্তক কম্পিত করিয়া এরূপ ভাব ব্যক্ত করিল, যে তাহারা তাঁহার অনিষ্ট করিতে আসিতেছে না, কেবল তাঁহার অনুগমন করিবে। যুবক অসি পুনরায় কোষ মধ্যে সংস্থাপন করিলে একটী সিংহ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল এবং অপরটী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। এই ভাবে তিনি পিতৃনগরে প্রবেশ করিলেন। নগরবাসীগণ সিংহদর্শনে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎপরে সিংহদ্বয় পুনরায় স্বস্থানে গমন করিল।

যুবক সিংহোৎসের জল পিতাকে প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন। নৃপতি মায়াবিনীর মুখে ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, সিংহোৎস অতি ভয়ানক স্থান। পুত্র সেই ভীষণ স্থান হইতেও রক্ষা পাইল দেখিয়া নৃপতির আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। কিরূপে কুমার সেই দ্বিতীয় যমপুরী হইতে অক্ষতদেহে প্রত্যাগমন করিলেন, নরপতি পুত্রকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

এক্ষণে কি উপায়ে যুবকের বিনাশ সাধিত হইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য নৃপতি পুনরায় বৃদ্ধাকে আহ্বান করিলেন। বৃদ্ধা কহিল, “এবারে যে উপায় বলিয়া দিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই কুমারের প্রাণ বিনষ্ট হইবে।” এই বলিয়া বৃদ্ধা, নরপতিকে সেই উপায়টী বলিয়া দিল।

পরদিবস নৃপতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস, আমার শেষ প্রার্থনা এই যে, একহস্তপরিমিত যে একটী মনুষ্যের বিংশতিহস্তপরিমিত শ্মশ্রু আছে এবং যে ব্যক্তি স্কন্ধোপরি পাঁচশত পৌণ্ড ওজনের একটী লৌহমুদ্গর লইয়া ভ্রমণ করে, তাহাকে একবার আমার সভায় আনয়ন করিতে হইবে।” যুবক এরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু নৃপতির একান্ত অনুরোধে অবশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

তিনি দৈত্যপুরে প্রত্যাগমন করিয়া যুবতীকে নৃপতির তৃতীয় প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। যুবতী কহিলেন, “নাথ, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আজ্ঞা সম্পাদিত হইয়াছে, সিংহোৎস গমন করাই অতীব দুষ্কর; যখন নির্ব্বিঘ্নে সে কার্য্য সমাধা হইয়াছে, তখন আর চিন্তা কি? নৃপতি যে ব্যক্তিকে চাহিয়াছেন তিনি আমারই জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাঁহার নাম দৈবার। তাঁহার ন্যায় কোপনস্বভাব জগতে দ্বিতীয় নাই, অতি সামান্য কারণে তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া

উঠেন। কিন্তু তিনি জগতের মধ্যে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করেন। আমি অনুরোধ করিলে, নিশ্চয়ই তিনি একবার সুলতানের সভায় গমন করিবেন। আমি এখনি তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিতেছি। তুমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হও যেন তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভীত হইও না।”

অনন্তর যুবতী সুবর্ণময় পাত্রে অগ্নি আনয়ন করিবার জন্য এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন। অগ্নি আনীত হইলে, যুবতী সুবর্ণনির্ম্মিত এক বাক্স হইতে কিঞ্চিৎ গন্ধদ্রব্য বাহির করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নি হইতে প্রভূত ধূম নির্গত হইয়া দিঘণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। কিঞ্চিৎ পরে এক খর্ব্বাকার বৃদ্ধ পুরুষ প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড স্কন্ধে করিয়া যুবকের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কুমার শ্যালককে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন, শৈবার তাঁহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ব্যক্তি কে? যুবতী কহিলেন, “ইনি আমার স্বামী, ভারতপতির পুত্র। ইঁহার পিতা আপনাকে একবার দেখিতে চাহেন বলিয়া আমি আপনাকে স্মরণ করিয়াছি।” শৈবার ভগিনীপতির দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “আপনার অনুরোধ আমি শীঘ্রমাত্র পালন করিব। কোথায় যাইতে হইবে, আদেশ করুন, আমি এই ক্ষণেই আপনার সহিত যাইতেছি।” রমণী কহিলেন, “অদ্য বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, কল্য অতি প্রত্যূষে উভয়ে যাত্রা করিবেন। ইতিমধ্যে পিতা পুত্রের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমুদায় আপনাকে অবগত করাইব।”

পরদিন কুমার শ্যালককে সঙ্গে লইয়া পিতৃরাজ্যে গমন করিলেন। শৈবারের বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বণিকগণ ভয়ে দোকান বন্ধ করিল এবং অন্যান্য অধিবাসীগণ দ্বার বন্ধ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে লাগিল। শৈবার রাজসভায় প্রবেশ করিলে সভাসদ্‌গণ প্রাণভয়ে সভা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, নৃপতি একাকী সভামধ্যে উপবিষ্ট রহিলেন। শৈবার নৃপতির সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, “আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছিলেন?” সুলতান সেই কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া মুখ হস্ত দ্বারা নয়নদ্বয় আবৃত করিলেন। নৃপতির এইরূপ অভদ্র আচরণে মহাক্রুদ্ধ হইয়া, “পাপিষ্ঠ, আর মুখ দর্শন করিবে না” এই কথা বলিয়া স্কন্ধস্থিত লৌহদণ্ডের বিষম প্রহারে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিলেন। তৎপরে তিনি নৃপতির তোষামোদকারী সেই মৎসরী অমাত্যবর্গ এবং পাপীয়সী মায়াবিনীকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া কুমার আমেদকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার ভগিনী রাজমহিষী হইলেন। কুমার আলি ও তাঁহার পত্নী নুরন্নিহার আমেদের বিপক্ষতাচরণে লিপ্ত ছিলেন না, এইজন্য কুমার তাঁহাদিগকে একটী বিস্তৃত প্রদেশের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। জ্যেষ্ঠ হোসেন ঈশ্বরোপাসনাতেই জীবন ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন; আর সংসারে প্রবেশ করিলেন না।

কনিষ্ঠা ভগিনীর ঐশ্বর্য্যাসহিষ্ণু ভগিনীদ্বয়ের কথা।

সাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ, একদা খসরু সা নামে এক অতি সাহসী নরপতি পারস্য রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রজনীযোগে তিনি

মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতেন এবং অনেক ব্যক্তি অনেক বিপদে পতিত হন, কিন্তু নিজ প্রচুর সাহসের গুণে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। অদ্য আমি এক রাত্রির বিবরণ মহারাজের নিকট বর্ণনা করিব, ভরসা করি, উহা আপনার অপ্রীতিকর হইবে না।

পিতার পরলোকান্তে তদীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরে, নরপতি খসরু সা, প্রজাগণের আচার ব্যবহার পরিজ্ঞানার্থ একদা রজনীযোগে প্রধান অমাত্যের সহিত ছদ্মবেশে বাহির হইলেন। নগরের যে অংশে সামান্য লোকের বসতি সেই অংশে গমন করিয়া এক বাটীতে রমণীগণের উচ্চ কণ্ঠরব শ্রবণ করিয়া নরপতি সেই বাটীর দ্বারদেশে গমন করিয়া কপাটের এক ছিদ্র দ্বারা দেখিলেন, তিন সহোদরায় একত্র হইয়া, কাহার কি সাধ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠা কহিল, "ভাই, আমার ইচ্ছা করে আমি সুলতানের রুটীওয়ালার স্ত্রী হই, তাহা হইলে একবার মনের সাধ মিটাইয়া সেই সুস্বাদু রাজভোগ্য রুটী খাইয়া জন্ম সার্থক করি।" দ্বিতীয়া কহিল, "আমার ইচ্ছা করে, সুলতানের পাচকের পত্নী হই। তাহা হইলে বিবিধ সুস্বাদু মাংস ভোজন করিয়া নারীজন্ম সফল করি।" তিন সহোদরার মধ্যে কনিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও নানা গুণে ভূষিতা। সে বলিল, "ভাই, আমার আশা অতি উচ্চ, যখন শুদ্ধ সাধের কথা হইতেছে তখন আশা অল্পই বা করিব কেন? আমার ইচ্ছা করে, সুলতানের পত্নী হই, এবং তাঁহার ঔরসে আমার যে পুত্র হইবে, তাহার কেশ যেন কতক সুবর্ণময় ও কতক রজতময় হয়, সে কাঁদিলে যেন মুক্তা পড়ে এবং হাসিলে লোহিতবর্ণ ওষ্ঠাধর যেন বিকাশোন্মুখ গোলাপ কোরকের ন্যায় দেখায়।"

সহোদরাত্রয়ের এই অদ্ভুত অভিলাষের কথা শ্রবণ করিয়া নরপতি মনে মনে সংকল্প করিলেন, তাহাদের আশা পূর্ণ করিবেন। নৃপতি অমাত্যকে নিজ অভিপ্রায় অবগত না করাইয়া এইমাত্র বলিলেন, "কল্য, এই তিন সহোদরাকে সভায় লইয়া যাইও।"

পরদিন যথাকালে ভগিনীত্রয় রাজসভায় আনীত হইলে, নরপতি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কল্য রাত্রিতে তোমাদের কাহার কি সাধ এই সম্বন্ধে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, আমার নিকট অবিকল বর্ণনা কর। মিথ্যা কহিও না।" নৃপতির এই অভাবনীয় প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া রমণীগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল; হয় ত বা নৃপতি সেই সমস্ত কথাবার্ত্তায় অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, এই ভয়ে তাহাদের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। নরপতি তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "তোমাদের কোন শঙ্কা নাই। দণ্ড বিধার অভিপ্রায়ে তোমাদিগকে এখানে আহ্বান করা হয় নাই। আমি তোমাদের প্রত্যেকের অভিলাষের কথা শুনিয়াছি। যিনি আমার পত্নী হইতে অভিলাষ করিয়াছেন, অদ্যই তাহার আশা পূর্ণ করিব। অন্য দুই জনের সাধও অপূর্ণ থাকিবে না।"

নৃপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে কনিষ্ঠা ভূতলে পতিতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "মহারাজ, আমরা পরিহাসচ্ছলে ঐরূপ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছি; নতুবা আমাদের কি অত উচ্চ আশা সম্ভব? রাজ-

হউক, মহারাজ, কৃপা করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।” নৃপতি কহিলেন, “আমি সে সমস্ত আপত্তি শুনিতে চাহি না।”

অনন্তর সেই দিনই নরপতি স্বয়ং কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠাকে স্বীয় রুটীওয়ালার সহিত বিবাহ দিলেন, মধ্যমাকে রাজকীয় পাচকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।

সহসা কনিষ্ঠার অবস্থার সহিত নিজ নিজ অবস্থার এতদূর প্রভেদ হইল দেখিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয় কনিষ্ঠার প্রতি অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল; এবং উভয়ে তাহার অনিষ্টসাধনে স্থির সংকল্প করিল। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহারা সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা স্বকার্য্যসাধনমানসে মধ্যে মধ্যে মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাপ্রকারে মৌখিক স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিল। পদবৃদ্ধিসহকারে কনিষ্ঠার অভিমান বৃদ্ধি হয় নাই; তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় সরলা; ক্রূরস্বভাবা ভগিনীগণের হৃদয় যে গরলময় তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই; অতএব তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিতেন।

বিবাহের কিছু দিন পরে রাজ্ঞীর গর্ভসঞ্চার হইল দেখিয়া রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না; সমস্ত রাজ্যমধ্যে উৎসব হইতে লাগিল। রাজ্ঞীর ভগিনীদ্বয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই শুভ সংবাদে কৃত্রিম আনন্দপ্রকাশ করিয়া কহিল, “ভগিনী, আমাদের নিতান্ত বাসনা, প্রসবকালে আমরা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করি।” মহিষী কহিলেন, “যদি আমার উপর এ কার্য্যের ভারার্পণ হয়, তবে নিশ্চয় জানিও তোমরা ভিন্ন আর কেহই এ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে না; কারণ তোমাদের অপেক্ষা আমার নিকট আত্মীয় আর কে আছে? কিন্তু নরপতি যদি স্বয়ং কোন বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে আমি কোন কথা বলিতে পারিব না। তবে যদি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে পারিব।”

অনন্তর রাজকীয় প্রধান পাচক ও প্রধান রুটিওয়ালা প্রধান প্রধান অমাত্যগণের সাহায্যে উক্ত বিষয় নৃপতির গোচর করিলেন। নৃপতি সহসা এই বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া অগ্রে রাজ্ঞীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিষী পূর্ব্বাবধি ভগিনীগণের নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং মহারাজ এই কথার উল্লেখ করিবামাত্র রাজ্ঞী তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। পাপীয়সীগণের মনকামনা সিদ্ধ হইল। তাহারা কটিচিত্তে রাজবাটিতে অবস্থান করিয়া যে পাপানুষ্ঠানের অভিপ্রায় করিয়াছিল, তাহারই সুবিধা করিতে লাগিল।

যথাকালে রাজ্ঞী এক পরম সুন্দর সন্তান প্রসব করিলেন, কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর অলৌকিক রূপমাধুর্য্য দর্শনেও সেই পাপিষ্ঠাগণের কঠিন হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। তাহারা শিশুটিকে ছিন্ন বস্ত্রে আবৃত করিয়া একটি ঝুড়িতে শোয়াইল এবং প্রসব-গৃহের নিম্ন দিয়া যে একটী প্রকাণ্ড নর্দ্দামা ছিল, তাহার প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া এইরূপ রটনা করিয়া দিল যে, রাজ্ঞী একটী মৃত কুক্কুর প্রসব করিয়াছেন। এই কুসংবাদ অবগ

করিয়া নৃপতি মহাক্রোধে নিরপরাধা মহিষীর শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলেন, কিন্তু প্রধান অমাত্য তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন যে, প্রকৃতির লীলা বিচিত্র, তাহাতে মনুষ্যের কোন হাত নাই।

নর্দ্দামা রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া নৃপতির প্রমোদকাননের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঝুড়িটী ভাসিতে ভাসিতে উদ্যান মধ্যে আসিয়া পড়িল। দৈবক্রমে সেই সময়ে উদ্যানাধ্যক্ষ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। একটী ঝুড়ী ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি উহা ধরিয়া আনিবার জন্য উদ্যানপালকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য ঝুড়িটী উপরে আনয়ন করিলে, উদ্যানাধ্যক্ষ সবিস্ময়ে দেখিলেন, তন্মধ্যে একটী পরমসুন্দর সদ্যঃপ্রসূত শিশু শুইয়া খেলা করিতেছে। উদ্যানাধ্যক্ষ অপুত্রক, তিনি অতি প্রীতমনে শিশুটীকে স্বীয় পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন; বন্ধ্যা পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইল। উদ্যানাধ্যক্ষ যদিও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, যে রাজ্ঞীর প্রসবগৃহ হইতে শিশুটীকে কেহ ভাসাইয়া দিয়াছে, তথাপি তিনি এই বিষয় লইয়া কোন আন্দোলন করিলেন না।

পর বৎসর রাজ্ঞীর আর একটী সন্তান হইল। নিষ্ঠুর ভগিনীদ্বয় পূর্ব্ববৎ সেটীকেও ভাসাইয়া দিল এবং শিশুটীও পূর্ব্ববৎ উদ্যানাধ্যক্ষের হস্তগত হইল। এবারে পাপীয়সীগণ প্রচার করিল যে রাজ্ঞী একটী মৃত বিড়াল-শিশু প্রসব করিয়াছেন। সে বারেও প্রধান অমাত্য নিজ যুক্তিবলে নৃপতিকে পত্নীহত্যা মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত করিলেন।

তৃতীয় বারে রাজ্ঞী একটী কন্যা প্রসব করিলেন। হিতৈষিণী ভগিনীগণ রাজ্ঞীকে পুনঃ পুনঃ পুত্ররত্নে বঞ্চিত করিয়াও পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহাকে পতিসহবাসসুখে বঞ্চিত করিয়া পথের ভিখারিণী করিবার জন্য তাহারা কন্যাটীকেও বিসর্জ্জন দিল, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় কন্যাটীও পূর্ব্ববৎ অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা পাইল। এবারে প্রধান অমাত্য শত শত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াও নৃপতির ক্রোধ নিবারণ করিতে পারিলেন না। যদিও তাঁহার কপালে অভাগিনী মহিষীর প্রাণদণ্ড হইল না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যেরূপ কঠিন দণ্ড হইল, তাহা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর। নৃপতি কহিলেন "এই ঘৃণিত রমণী আমার সম্পূর্ণ অযোগ্য; এ আর কিছুদিন এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই পিশাচাদি দ্বারা প্রাসাদ পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। অমাত্যবর, আমি তোমার অনুরোধে তাহার জীবন রক্ষা করিলাম। কিন্তু তাহার যেরূপ দণ্ডবিধান করিতেছি, তাহা অপেক্ষা মরণ বরং প্রার্থনীয়। তুমি এখনি একটী কাষ্ঠময় পিঞ্জর উপাসনা মন্দিরের সম্মুখে স্থাপন করিতে আদেশ কর। পাপিষ্ঠাকে মলিন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করাইয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ। যে কোন ব্যক্তি উপাসনার্থ মন্দিরে যাইবে, সেই তাহার বদনে থুথু দিয়া যাইবে। যদি কেহ এই আদেশ অমান্য করে, তাহারও উহার ন্যায় দুর্দ্দশা হইবে।"

নৃপতির ভাবভঙ্গীদর্শনে কেহই এই অন্যায় আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। সংসারের নিয়মানুসারে আপাততঃ অধর্ম্মের জয় হইল; ঈর্ষ্যাকলুষহৃদয়া পাপীয়সীদ্বয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, নবীন যৌবনে জানকীর বনবাস হইল, শরতের চন্দ্রিকা নিবিড় মেঘে আবৃত হইল। কিন্তু

রাহিণী অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত এই দারুণ অপমান সহ্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজকন্যা ও রাজতনয়দ্বয়, উদ্যানাধ্যক্ষ ও তাঁহার পত্নীর যত্নে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। উদ্যানাধ্যক্ষ জ্যেষ্ঠ কুমারের বাহমন নাম রাখিলেন, কনিষ্ঠের নাম রহিল পার্বিজ এবং কন্যা পরিজাদী নামে অভিহিত হইল। বয়োবৃদ্ধিসহকারে তিন জনেরই জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিন জনেই নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত ভগিনীও অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া অশ্বচালনে দক্ষতা লাভ করিল এবং একত্র ধনু-র্বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া এই উভয় বিদ্যাতেই বিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইল। উদ্যানাধ্যক্ষ কুমার কুমারীগণের প্রতিপালনে যেরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল দেখিয়া, তাঁহাদিগের অবস্থানের জন্য নগরের অনতিদূরে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মৃগয়ার্থ তৎপার্শ্বে একটী ক্রীড়াকানন প্রস্তুত করাইলেন।

বৃদ্ধ বয়সে শান্তিসুখভোগ করিবার মানসে উদ্যানাধ্যক্ষ চাকরি ত্যাগ করিয়া নূতন বাটিতে অবস্থান করিবার জন্য গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। নূতন আলয়ে উঠিয়া আসিবার পাঁচ ছয় মাস পরেই বৃদ্ধের হঠাৎ মৃত্যু হইল; কুমারী ও কুমারদ্বয়কে তাহাদের প্রকৃত জন্ম বিবরণ বলিয়া যাইবার সময় হইল না। সুতরাং উদ্যানাধ্যক্ষকেই নিজ পিতা মনে করিয়া তাহারা যথারীতি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিল। উদ্যানাধ্যক্ষ যে প্রভূত ঐশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছিল, তাহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট রহিল; রাজকার্য্যাদি দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার প্রয়াস পাইল না।

একদা দুই ভ্রাতায় মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে, এক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বিনী সন্ন্যাসিনী নমাজ পাঠ করিবার জন্য তাহাদিগের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। নমাজ পাঠ শেষ হইলে, পরিজাদীর আদেশে দুই জন পরিচারিকা সন্ন্যাসি-নীকে সমস্ত উদ্যান ও বাটী দেখাইয়া আনিল। অনন্তর পরিজাদী বৃদ্ধাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আহারার্থ অনুরোধ করিলেন। আহারকালে কুমারী নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, বাটীটী তাঁহার মনোনীত হইয়াছে কিনা? বৃদ্ধা কহিলেন "বৎসে, ইহাতে তিনটী বস্তুর অভাব আছে, সেই তিনটী থাকিলেই ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।" কুমারী কহিলেন, "মাতঃ, সেই তিনটী বস্তু কি এবং কোথায় পাওয়া যায় বলুন, আমি সেই তিনটী আনাইতে সবিশেষ চেষ্টা করিব।" বৃদ্ধা কহিলেন, "প্রথম, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পক্ষী; এই অলৌকিক পক্ষীর নাম বুলবুলহেজার; ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে সমীপবর্ত্তী তাবৎ সঙ্গীতক্ষম পক্ষী ইহার নিকট আকৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ; ইহার পত্র হইতে অবিরল বিবিধ মধুর ধ্বনি নির্গত হইতেছে। তৃতীয়, স্বর্ণবর্ণ জল; ইহার এক বিন্দু কোন পাত্রে রাখিলে, অমনি উহা বাড়িয়া পাত্র পরিপূর্ণ হয় এবং তৎপরে পাত্রের মধ্য-স্থলে কৃত্রিম উৎসের আকারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুনর্ব্বার পাত্রমধ্যে পতিত হয়, কিন্তু কদাচ পাত্র ছাপাইয়া যায় না। এই তিনটি বস্তুই এই রাজ্যের প্রান্ত-ভাগে ভারতবর্ষের সীমান্ত স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমার বাটীর পার্শ্বে

দিয়া যে পথ গিয়াছে ঐ পথে ক্রমাগত বিংশতি দিবস অশ্বচালনা করিলে যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তথায় যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত তিন দ্রব্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পথ দেখাইয়া দিবেন।” এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিনী বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

কিরূপে উক্ত অদ্ভুত সামগ্রীত্রয় লাভ হইবে পরিজাদী এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। অন্যান্য দিন ভগিনী সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন, তাঁহাদের দর্শনে কত আহ্লাদ প্রকাশ করেন, অদ্য তিনি অধোবদনে কি চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া কুমারদ্বয় ব্যগ্রভাবে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিজাদী প্রথমে সমস্ত গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃগণের অনুরোধে অবশেষে তাঁহাকে সন্ন্যাসিনীসম্বন্ধীয় তাবৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইল।

উক্ত অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যলাভে ভগিনীর একান্ত আগ্রহ দর্শনে কুমার বামন কহিলেন, “ভগিনী, যখন তুমি ঐ সমস্ত দ্রব্যলাভে একান্ত উৎসুক হইয়াছ, তখন আমি স্বয়ং উহা আনয়ন করিবার জন্য গমন করিব। কল্য প্রাতেই আমি তোমার মনোরথসিদ্ধির জন্য যাত্রা করিব।” জ্যেষ্ঠের এই কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ কহিলেন, “আপনি আমাদিগের একমাত্র সহায়, আপনার এতদিন বিদেশে থাকা উচিত হয় না; অতএব আপনি ঐ সংকল্প ত্যাগ করুন। আমিই উক্ত দ্রব্যত্রয়ের সন্ধানে যাত্রা করি।” কিন্তু কুমার বামন কিছুতেই নিজ সংকল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। দূরদেশগমনার্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে দিবসের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে কুমার বামন অশ্বারোহণপূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভগিনীর নিকট বিদায় লইতেছেন, এমন সময় পরিজাদী সহসা বলিয়া উঠিলেন “ভাই, তুমি ঘোড়া হইতে নাম, তোমার যাওয়া হবে না। অদ্ভুত বস্তু লাভের ঔৎসুক্যে আমার মন এমনি মোহিত হইয়াছিল যে আমি একবারও ভাবি নাই যে পথে তোমার আপদ্ বিপদ্ ঘটিতে পারে। আমি সামান্য দ্রব্যের লোভে কি ভ্রাতৃরত্ন হারাইব?”

সহসা ভগিনী এইরূপ ভীত হইয়া উঠিলেন দেখিয়া, কুমার বামন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “ভগিনী, যখন আমি সংকল্প করিয়া বাহির হইয়াছি তখন কিছুতেই বিনিবৃত্ত হইব না। তুমি অকারণ ভয় পাইও না, আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব। পথে আমার কোন আপদ্ বিপদ্ ঘটিল কি না জানিবার জন্য আমার ছুরিকাখানি তোমাকে দিলাম। যতদিন ইহা উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় থাকিবে, ততদিন জানিও আমি কুশলে আছি। কিন্তু যদি কোন দিন দেখ, ইহা হইতে শোণিত বিন্দু পতিত হইতেছে, তবে নিশ্চয় জানিও আমার মৃত্যু হইয়াছে।” এই কথা বলিয়া কুমার বামন, ভ্রাতা ও ভগিনীর নিকট বিদায় লইয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি সাধনার্থ গন্তব্যপথে গমন করিলেন। অবিশ্রান্ত বিংশতি দিবস অশ্বচালনা করিয়া অবশেষে পথের পার্শ্বে বৃক্ষতলে এক বিকটমূর্ত্তি বৃদ্ধকে দর্শন করিলেন। তাঁহার শুভ্র জ্রূযুগল নাসিকার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, শ্বেত শ্মশ্রু

তাহা স্পর্শ করিয়াছে; শুভ্র কেশ মৃত্তিকাকে চুম্বন করিতেছে; হস্তপাদের নখ অতি দীর্ঘ; বোধ হয় ইহজন্মে উহা একবারও কাটা হয় নাই; সর্ব্বাঙ্গ এক খানি মাদুরে আবৃত। এই বৃদ্ধ একজন সন্ন্যাসী, বহুকাল সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

কুমার বামন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বৃদ্ধ প্রত্যভিবাদন করিয়া কি বলিল, যুবক কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সন্ন্যাসীর কথা তাঁহার সুদীর্ঘ গোঁপে আটকাইয়া অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যুবক একখানি কাঁচি লইয়া বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহাশয়, আপনার সহিত আমার বিশেষ কথা আছে, কিন্তু আপনার দীর্ঘ গোঁপের জন্য আপনার কোন কথাই বুঝিতে পারিতেছি না; অনুমতি করেন তো আপনার গোঁপগুলি কাটিয়া ফেলি।" বৃদ্ধ কোন আপত্তি করিলেন না দেখিয়া যুবক তাঁহার গোঁপ ছাঁটিয়া দিলেন। অনন্তর যুবক তাঁহাকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া কোন্ পথে যাইলে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবকের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বৃদ্ধের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল; তিনি কিয়ৎক্ষণ অধোদৃষ্টি হইয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি যে পথের অনুসন্ধান করিতেছ, তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি বটে, কিন্তু যে কার্য্য সাধনোদ্দেশে তুমি যাইতেছ তাহা অতি দুষ্কর। তোমা অপেক্ষা অধিকতর সাহসিক কত কত বীর এই কার্য্য সাধনার্থ গমন করিয়াছে, কিন্তু আর প্রত্যাগমন করে নাই। অতএব আমার পরামর্শ শুন, তুমি এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও।" কিন্তু যুবক কোন রূপেই নিবৃত্ত হইলেন না, পথ দেখাইয়া দিবার জন্য সন্ন্যাসীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যুবকের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া সন্ন্যাসী পথ বলিয়া দিতে সম্মত হইলেন। তিনি যুবককে একটি লাটিম দিয়া কহিলেন "এই লাটিমটী সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিয়া ইহার পশ্চাৎ অশ্বচালনা কর। লাটিমটী একটী পর্ব্বতের সম্মুখে থামিবে, সেই স্থানে তুমি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইও। রাশি অশ্বের গ্রীবায় সংলগ্ন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অশ্ব ছাড়িয়া দিও, অশ্ব কোথাও পলায়ন করিবে না, তুমি প্রত্যাগমন করিয়া দেখিবে অশ্ব পূর্ব্বস্থানেই দণ্ডায়মান আছে। পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিয়া তোমার উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দেখিতে পাইবে এবং চারিদিক হইতে তুমুল চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইয়া তোমার কর্ণকুহরকে বধির করিয়া তুলিবে, তোমাকে উৎসাহহীন করিবার জন্য তোমার উপর প্রচুর গালিবর্ষণ হইবে, যাহাতে তুমি শিখর-দেশে আরোহণ করিতে না পার, তজ্জন্য নানা বিদ্রূপবাদ ও শ্লেষপ্রাসোক্তি তোমার কর্ণকুহরকে আকুল করিবে। কিন্তু তুমি সেই কলরবে ভীত বা সেই বিদ্রূপবাদে বিরক্ত হইও না এবং প্রমাদেও অধোভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিও না। যে মুহূর্ত্তে তুমি নিম্নে দৃষ্টিপাত করিবে, নিশ্চয় জানিও সেই মুহূর্ত্তে তুমি কৃষ্ণ প্রস্তরাকারে পরিণত হইবে। কত কত বীর পুরুষ যে এইরূপে প্রস্তরাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সংখ্যা করা অসাধ্য। যদি তুমি এই সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া শিখরদেশে আরোহণ করিতে পার, তবে দেখিবে তথায় এক পিঞ্জরে বাক্শক্তিসম্পন্ন পক্ষী আছে;

না।” অভিলষিত দ্রব্য সম্মুখে দর্শন করিয়া যুবতীর সাহস দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণপরে শিখরদেশে উঠিয়াই অগ্রে পিঞ্জরটী হস্তে লইয়া পক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এইবার তোমাকে পাইয়াছি, আর পলাইতে পারিবে না।”

তৎপরে যুবতী কর্ণের আবরক কার্পাস খুলিয়া ফেলিলে, পক্ষী কহিল, “মহাশয়ে, তুমি মনে করিও না, আমি তোমার অনিষ্ট কামনা করিয়াছি, শুদ্ধ স্বাধীনতারক্ষার্থ আমি তোমাকে ঐরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছিলাম। নতুবা অন্য লোকের পরিবর্ত্তে তুমি আমার প্রভু হওয়াতে আমি বরং সন্তুষ্ট হইয়াছি। অদ্যাবধি আমি তোমার দাস হইলাম; তুমি যাহা আদেশ করিবে, আমি অবিচারিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। আমি তোমার সম্বন্ধে এক কথা জানি, যে তুমি স্বয়ং তাহা জান না। এবং ভরসা করি আমার দ্বারা এক দিন তোমার বিশেষ উপকার হইবে। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ কর।” যুবতী কহিলেন “তোমার নিকট আমার অনেকগুলি প্রার্থনীয় আছে। সম্প্রতি স্বর্ণবর্ণ জল ও সঙ্গীতকর বৃক্ষ কোথায় পাওয়া যায় বল।” পক্ষী তৎক্ষণাৎ সেই দুইটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। উক্ত স্থানদ্বয় তথা হইতে অধিক দূর নহে। যুবতী একটী রৌপ্যপাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ কাঞ্চনবর্ণ বারি ও সঙ্গীতকর বৃক্ষের একটী ক্ষুদ্র শাখা আনয়ন করিলেন। মুসলমানসন্ন্যাসিনীকথিত দ্রব্যত্রয় প্রাপ্ত হইয়া পারিজাদী কহিলেন, “বিহগবর, তোমার নিকট আমার আর একটী প্রার্থনীয় আছে। তোমার জন্য আমার দুই ভ্রাতা আগমন করিয়া প্রস্তরাকারে পরিণত হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে পুনরায় স্বদেশে লইয়া যাইতে বাসনা করি। অতএব তাহাদিগকে পূর্ব্ব আকার প্রদান কর।”

পক্ষী যুবতীর এই প্রার্থনা পূরণ করিতে বিস্তর আপত্তি করিল। যুবতী কহিলেন, “তুমি এই মাত্র কহিলে, তুমি আমার দাস। তুমি জান, তোমার জীবনমরণ আমার হস্তে?” পক্ষী কহিল, “সত্য বটে, আমি তোমার অধীন, কিন্তু তুমি যাহা আদেশ করিতেছ তাহা অতীব কঠিন। যাহা হউক, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। ঐ যে জলপাত্রটী দেখিতেছ উহা হইতে কিঞ্চিৎ বারি গ্রহণ কর; যখন পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইবে, সেই সময়ে ঐ জল বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণ প্রস্তরগুলিতে সিঞ্চন করিও; তাহা হইলেই তোমার ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রাপ্ত হইবে।”

যুবতী অবতরণকালে পক্ষীর উপদেশানুসারে প্রত্যেক প্রস্তরে জলপাত্রস্থ বারিসিঞ্চন করিতে লাগিলেন এবং এক একটী প্রস্তর তৎক্ষণাৎ মনুষ্যের আকার ধারণ করিতে লাগিল, এবং তাঁহাদিগের অশ্বগণও নিজ নিজ পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে পর্ব্বতস্থ যাবতীয় কৃষ্ণ প্রস্তর মনুষ্যাকার ধারণ করিলে, তাহাদের মধ্যে যুবতীর নিজ ভ্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করিয়া স্নেহভরে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ভাই, তোমরা এখানে কি করিতেছিলে?” তাঁহারা কহিলেন, তাঁহারা গভীর নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। যুবতী কহিলেন, “আমি না থাকিলে, এই নিদ্রা পাপ পুণ্যের বিচারদিন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আর ভঙ্গ হইত না।” অনন্তর পারিজাদী, কিরূপে

তাঁহারা প্রস্তরাকারে পরিণত হন এবং কিরূপেই বা পুনরায় পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন, তৎসমুদায় বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ জীবনদাত্রী যুবতীর নিকট নিজ নিজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর সকলে স্বীয় স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বদেশগমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। সকলের অনুরোধে তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্রী যুবতী তাঁহাদের অধিনেত্রী হইলেন। তাঁহারা সকলেই পথপ্রদর্শক পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন। তাঁহারা ঋষির আশ্রমসন্নিধানে গমন করিলেন, কিন্তু সেই তপস্বীকে আর দেখিতে পাইলেন না, তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই তিনি এই নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে সকলে স্ব স্ব দেশে গমন করিলেন, যুবতী নিজ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত নিজ ভবনে গমন করিলেন।

পরিজাদী বৈঠকখানার সম্মুখবর্ত্তী উদ্যানে পিঞ্জরটী সংস্থাপিত করিলেন। নানাজাতীয় কলকণ্ঠ পক্ষী তথায় আগমন করিয়া সুমধুর গানে শ্রোতাগণের মনোহরণ করিতে লাগিল। বাটীর অনতিদূরে সেই সঙ্গীতকারী বৃক্ষের শাখা রোপিত হইল। উহা অচিরাৎ বৃক্ষের আকার ধারণ করিল এবং তাহা হইতে যুগপৎ নানা বাদ্যের তানলয় বিশুদ্ধ মধুর ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল। যুবতী একটী মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সুরম্য চতুষ্কোণ জলাধারে কাঞ্চনবর্ণ বারি সংস্থাপন করিলেন, দেখিলেন ক্ষণকাল-মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে বুদ্বুদ উত্থিত হইতে আরম্ভ করিল, ক্রমে জলাধারটি পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং জল উৎসাকারে চত্বারিংশতি হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুনরায় উক্ত জলাধারে পতিত হইতে লাগিল, এক বিন্দুও জল জলাধারের বাহিরে পড়িল না।

এই অত্যাশ্চর্য্যের সংবাদ অল্পদিনের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে আসিতে লাগিল।

কুমারদ্বয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা মৃগয়ার্থ গমন করিয়া তাঁহারা শুনিলেন, নরপতি স্বয়ং সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিবেন। পাছে সুলতানের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় এই জন্য উভয় ভ্রাতা সে পথ ত্যাগ করিয়া অন্য বনে যাইবার মানসে যে পথ অবলম্বন করিলেন, দৈবক্রমে নরপতিও সেই পথে আগমন করিতেছিলেন। পথটী অতি সঙ্কীর্ণ, সুতরাং নরপতিকে দূরে দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যাগমন বা পার্শ্ব আশ্রয় করিবার সুবিধা হইল না। সহজেই তাঁহাদিগকে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া নৃপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে হইল। পরম সুন্দর যুবকদ্বয়কে দর্শন করিয়া নরপতি হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, হৃদয় যেন স্নেহরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল, সর্ব্বদেহে কে যেন অমৃত সিঞ্চন করিয়া দিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া বহুক্ষণ একদৃষ্টে যুবকদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে চকিতভাবে দৃষ্টি প্রত্যাহার করিয়া লইয়া তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমারদ্বয় কহিলেন, তাঁহারা নরপতির মৃত উদ্যানাধ্যক্ষের পুত্র, নগরের অনতিদূরে তাঁহাদিগের

হাস। নৃপতি কহিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের বেশ দর্শনে বোধ হইতেছে তোমরা মৃগয়ার্থ বাহির হইয়াছ; আমার সহিত একত্র মৃগয়া করিতে স্বীকার করিলে অতিশয় আহ্লাদিত হই।"

যুবকদ্বয় নৃপতির ইচ্ছানুসারে স্বীয় অশ্বে পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতে তাঁহারা বহুবিধ মৃগয়ার্থ পশু দেখিতে পাইলেন। কুমার বামন এক সিংহের অনুসরণ করিলেন এবং কুমার পার্ব্বিজ এক ভল্লুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বচালনা করিলেন। উভয়েই অসীম সাহসে ও বিচিত্র শিক্ষার গুণে নিমেষমধ্যে উক্ত ভীষণ জন্তুদ্বয়কে সংহার করিলেন। এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া কুমার বামন এক ঋক্ষের এবং কুমার পার্ব্বিজ এক সিংহের অনুসরণ করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকেও শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা পুনরায় অন্য পশুকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া নৃপতি নিবারণ করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, দেখিতেছি তোমরা অচিরাৎ আমার বন মৃগশূন্য করিয়া ফেলিবে। অদ্যাবধি তোমাদের জীবন আমার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, কারণ তোমাদের অসীম সাহস একদিন না একদিন আমার প্রয়োজনে লাগিতে পারে। সেই জীবনে পাছে কোন অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কায় আমি অদ্য তোমাদিগকে মৃগয়া হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি।"

অনন্তর নৃপতি যুবকদ্বয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে, যুবকদ্বয় বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ, অদ্য আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আমাদিগের একটী কনিষ্ঠা ভগিনী আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমরা কোন কাজ করি না, তিনিও আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু করেন না।" নরপতি কহিলেন, "তোমাদের এরূপ আশ্চর্য্য সৌভ্রাত্রের কথা শুনিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। কল্য যৎকালে মৃগয়া করিতে আসিবে, তৎকালে এ বিষয়ে তোমাদিগের ভগিনীর কি মত জিজ্ঞাসা করিয়া আসিও।" কিন্তু যুবকদ্বয় উপর্য্যুপরি দুই দিন ভগিনীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইলেন। নরপতি তাঁহাদের উপর এমনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে ইহাতে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া তৃতীয় দিবসে তাঁহাদের স্মরণার্থ তাঁহাদের অঙ্গমধ্যে তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ বর্ত্তুল প্রদান করিলেন। যুবকদ্বয় বাটী আসিয়া যেমন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে যাইবেন অমনি সেই তিনটী স্বর্ণগোলক মর্ম্মর প্রস্তরময় হর্ম্ম্যতলে আহত হইয়া মধুর নিক্কণ উত্থাপিত করিয়া রাজাদেশ তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ভগিনীকে রাজাভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন। তিনি পক্ষীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পক্ষী কহিল, "আপনার ভ্রাতৃদ্বয় অবশ্য সুলতানের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, এবং আসিবার কালে তাঁহাকে প্রতিনিমন্ত্রণ করিয়া আসিবেন।" যুবতী কহিলেন "নৃপতি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাটীতে পদার্পণ করেন, তবে আমি কি তাঁহার সাক্ষাতে বাহির হইব?" পক্ষী কহিল, "হাঁ, তাঁহার সাক্ষাতে বাহির হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না।"

পরদিবস যুবকদ্বয় নৃপতিকে ভগিনীর অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলে, তিনি

সে দিন মৃগয়াভঙ্গ করিতে আদেশ দিয়া যুবকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরবাসীগণ যুবকদ্বয়ের দেবদুর্লভ আকৃতি দর্শন করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল "যদি ঈশ্বরপ্রসাদে নৃপতির এমনি দুইটি সন্তান হইত, তাহা হইলে আর কি সুখের দিন হইত? যদি অভাগিনী মহিষী পুত্র প্রসব করিতেন, তাহা হইলে তাহারা এত দিনে এইরূপ বয়স প্রাপ্ত হইত।"

নরপতি যুবকদ্বয়কে প্রাসাদে আনয়ন করিয়া সর্ব্বাগ্রে সমস্ত প্রকোষ্ঠ দর্শন করাইয়া আনিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের সহিত একত্র আহার করিতে বসিলেন। আহারকালে নানা শাস্ত্রালাপ হইতে লাগিল; যুবকদ্বয় এরূপ বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সহিত নৃপতির প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন যে নরপতি তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। শাস্ত্রালাপের পর, গায়ক ও নর্ত্তকগণ গানবাদ্যদ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল দেখিয়া যুবকদ্বয় নৃপতির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি কহিলেন "অদ্য অগত্যা তোমাদিগকে যাইতে অনুমতি দিলাম, কিন্তু তোমরা মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতে বিস্মৃত হইও না। তোমাদিগকে দেখিলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হই।" যুবকদ্বয় কহিলেন "রাজন্, আমাদিগের বলিতে সাহস হয় না, যেদিন আপনি পুনরায় মৃগয়ার্থ গমন করিবেন, সেই দিন যদি দয়া করিয়া অধীনদিগের বাটীতে একবার পদার্পণ করেন, তবে আমরা কৃতার্থ হই। শুনিয়াছি, নৃপতিরা কুটীরেও গমন করিয়া থাকেন, সেই বিবেচনায় দাসগণের কুটীর পবিত্র করিলে তাহারা পরম অনুগৃহীত হইবে। আমাদিগের ভগিনী আপনাকে এইজন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।" নৃপতি কহিলেন "তোমাদিগের ভগিনীর যেরূপ গুণের কথা শুনিয়াছি, তাহাতে তাঁহার উপর আমার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছে এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার হৃদয় উৎসুক হইয়াছে। যে স্থানে তোমাদিগের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, পরশ্ব প্রাতে আমি সেই স্থানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিব। তোমরা পথপ্রদর্শক হইয়া আমাকে লইয়া যাইও।"

কুমারদ্বয় বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভগিনীকে এই সুসংবাদ প্রদান করিলে, তিনি বলিলেন, "যদি নৃপতি অনুগ্রহ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার উপযুক্ত আহারের আয়োজন করা উচিত। বোধ করি বিহগরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিবে, কোন্ দ্রব্য নৃপতির উপাদেয় হইবে।" এই বলিয়া, কুমারী একাকিনী পক্ষীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে এই বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পক্ষী কহিল, "মহাভাগে, তোমার পাকদক্ষ পাচকগণ অবশ্যই উৎকৃষ্টরূপ রন্ধন করিতে পারে, সে বিষয়ে আমার উপদেশ দেওয়া বৃথা। কিন্তু মুক্তা দিয়া সসার বণ্ট করিয়া সর্ব্বাগ্রে উহা নৃপতিকে আহার করিতে দিও।"

যুবতী পক্ষীর কথায় চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "মুক্তা দিয়া সসার বণ্ট, এ কিরূপ আহার? নৃপতি মুক্তার রন্ধন দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে পারেন বটে, কিন্তু মুক্তা কিরূপে আহার করিবেন? আর এত মুক্তাই বা আমি

কোথায় পাইব ?” পক্ষী কহিল, “সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি যাহা উপদেশ দিয়েছি তাহাতে বিঘ্ন করিও না, তাহাতে ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না। আর মুক্তার জন্য চিন্তা কি ? কল্য প্রত্যুষে তোমার উদ্যানের প্রথম বৃক্ষের দক্ষিণপার্শ্বের মৃত্তিকা খনন করাইও, তন্মধ্যে প্রচুর মুক্তা প্রাপ্ত হইবে।”

পক্ষীর উপদেশানুসারে কুমারী পরদিন অতি প্রত্যুষে উদ্যানপালকে সঙ্গে লইয়া প্রথম বৃক্ষের তলে গমন করিলেন। বৃক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র একটী স্বর্ণময় বাক্স দৃষ্ট হইল। যুবতী বাক্স খুলিয়া দেখিলেন, উহা নারিকেল মুক্তায় পরিপূর্ণ। তিনি বাক্সটী লইয়া আসিতেছেন এমন সময় ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তাগুলি দেখাইয়া, পক্ষীর সহিত কথোপকথন হইতে মুক্তালাভের কথা পর্য্যন্ত যাবৎ বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন। অনন্তর কুমারী প্রধান পাচককে আহ্বান করিয়া তাহাকে মুক্তা দিয়া সসার খণ্ড করিতে আদেশ দিলেন। পাচক শুনিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যুবতী পাচকের বিস্ময় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, “যদিও আমি বিশেষ অবগত আছি এরূপ খাদ্য ইতিপূর্ব্বে মনুষ্যে কখন আহার করে নাই, তথাপি কোন বিশেষ প্রয়োজন-বশতঃ আমি তোমাকে ইহা প্রস্তুত করিতে কহিতেছি। তুমি এই মুক্তাগুলি লইয়া, যেরূপ আদেশ করিলাম, সেইরূপ কর।” পাচক মুক্তা লইয়া প্রস্থান করিল।

পরদিবস প্রত্যুষে ভ্রাতৃদ্বয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মৃগয়া করিয়া নৃপতি যুবকদ্বয়ের অভিব্যাহারে তাঁহাদিগের বাটীতে গমন করিলেন। নৃপতির আগমনমাত্র কুমারী তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। যুবতীর সুকোমল গঠন, অলৌকিক লাবণ্য ও মুখমণ্ডলের মধুরতা দর্শন করিয়া নৃপতির হৃদয় সহসা স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি কহিলেন “ভ্রাতার উপযুক্ত ভগিনী বটে ; ভ্রাতৃদ্বয় এরূপ ভগিনীর সম্মতি লইয়া যে কার্য্য করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? অগ্রে বাটীটী পরিদর্শন করি, পরে আমি ইহার সহিত আলাপ করিব।” কুমারী কহিলেন, “মহারাজ, আমাদের বাড়ী সামান্য গ্রাম্যবাটীমাত্র, রাজ-ধানীর সৌধের সহিত কি ইহার তুলনা হয় ? আপনার প্রাসাদের ত কথাই নাই।” রাজা সস্নেহে কহিলেন “বাছা, আমি বাহিরে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ইহাতো একটী প্রকাণ্ড বাটী বলিয়া বোধ হইয়াছে। কিন্তু সমুদায় না দেখিলে বাটীর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।” তৎপরে কুমারী নরপতিকে সমস্ত প্রকোষ্ঠ প্রদর্শন করাইয়া আনিলেন। রাজা প্রশস্ত গৃহগুলি ও তন্মধ্যস্থিত সজ্জার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। যে প্রণালীতে দ্রব্যগুলি সজ্জিত আছে, তাহা, তাঁহার বিবেচনায়, সংস্থাপয়িতার সুরুচির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমস্ত গৃহদর্শন শেষ হইলে রাজা কহিলেন ‘বৎসে, এরূপ সুন্দর গ্রাম্যবাটী পাইলে আমিও প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করি। এক্ষণে চল, তোমার উদ্যান দেখিয়া আসি।”

যুবতী প্রথমে নৃপতিকে কাঞ্চনবর্ণজলক্ষেপী উৎসসমীপে লইয়া গেলেন।

রাজা জলের বর্ণ অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জল কোথা হইতে আসিতেছে, ইহার উৎপত্তি স্থান কোথায় এবং কি উপায়েই বা ইহা উদ্যানমধ্যে আনীত হইতেছে?" যুবতী কহিলেন, "ইহার অন্য উৎপত্তি স্থান নাই, ইহার মূল এই মণ্যরপ্রস্তরময় জলাধার।" রাজা শুনিয়া কহিলেন, "এরূপ আশ্চর্য্য আমি জন্মাবধি কখন দেখি নাই।"

তৎপরে তাঁহারা সঙ্গীতকারী বৃক্ষগণের উপস্থিত হইলেন। বহুবিধ বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজা বাদ্যকরদিগকে দেখিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দূরে বা নিকটে কাহাকেও না দেখিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদৃশ্য বাদ্যকরগণ ভূগর্ভে না শূন্যে? যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এই যে সম্মুখে বৃক্ষটী দেখিতেছেন ইহা হইতেই এই মধুর ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে, মানববাদ্যকরকর্ত্তৃক এই বাদ্য বাদিত হইতেছে না।" নৃপতি পুনরায় আর একটী অদ্ভুত দ্রব্য দর্শন করিয়া কহিলেন "বাছা, সত্য করিয়া বল দেখি, এই দুইটী বস্তু কি স্বয়ং এই উদ্যানে জন্মিয়াছে, অথবা তুমি কোন দেশ হইতে ইহা আনয়ন করিয়াছ?" যুবতী কহিলেন, "মহারাজ, এতদ্ভিন্ন উদ্যানে আর একটী অদ্ভুত বস্তু আছে, সেটী বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পক্ষী; এই তিনটীর আনিবার বৃত্তান্ত অতি দীর্ঘ, আপনি যৎকালে শ্রান্তি দূর করিবেন, তৎকালে ইহা বর্ণনা করিয়া আপনার কৌতূহল নিবারণ করিব।"

অনন্তর নৃপতি মধুরগীতি পক্ষীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নানা জাতীয় মধুরকণ্ঠ পক্ষী তথায় শ্রবণবিমোহন সঙ্গীত করিতেছে। নৃপতি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যুবতী কহিলেন, "এই পক্ষীর অসাধারণ এই একটি গুণ যে সন্নিহিত যাবৎ কলকণ্ঠ পক্ষী ইহার নিকটে আকৃষ্ট হয়। আপনি কর্ণদ্বয় অবহিত করিলে শুনিতে পাইবেন যে এই পক্ষীর কণ্ঠস্বর অন্যান্য সকল পক্ষী অপেক্ষা সমধিক মধুর।" অনন্তর কুমারী পক্ষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পক্ষিবর, নৃপতি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা কর।" যুবতীর কথায় পক্ষী গান হইতে বিরত হইল, অমনি অন্যান্য পক্ষীও নিস্তব্ধ হইল। পক্ষী কহিল, "মহারাজের জয় হউক, ঈশ্বর কৃপায় তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া সুখে রাজ্যপালন করুন।" বৈটকখানার গবাক্ষে পক্ষীর পিঞ্জর সংস্থাপিত ছিল; যে সময়ে নৃপতি তথায় পক্ষীদর্শনে আগমন করেন, সেই সময়ে আহারের আয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং নৃপতি আহারার্থ উপবেশন করিয়া পক্ষীকে কহিলেন, "তোমার আশীর্ব্বাদের জন্য তোমাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি নিশ্চয়ই পক্ষীগণের রাজা, তোমার মঙ্গল হউক।"

সুলতান সর্ব্বপ্রথমে শসার ঘণ্ট দেখিয়া যেমন উহা খাইতে যাইবেন অমনি দেখিলেন উহা মুক্তা দিয়া পাক করা হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নৃপতি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "এ আবার কি অভিনব সৃষ্টি? মুক্তা কি পাক করিলে মানবগণের আহারোপযোগী হয়?" এই বলিয়া তিনি কুমারী ও কুমারদ্বয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তদ্দর্শনে পক্ষী কহিল, "মহারাজ, যদিবা মৃত কুক্কুরশিশু, বিড়ালশিশু, কাষ্ঠখণ্ড প্রসূত

করিয়াছেন, যদি একথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তবে মুক্তা দিয়া শসার বটে দেখিয়া এত আশ্চর্য্য হইলেন কেন?" পক্ষীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া রাজা কহিলেন, "সূতিকাগৃহবর্ত্তিনী রমণীগণের কথায় আমার ঐরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।" পক্ষী কহিল, "সত্য বটে, তাঁহারা মহিষীর সহোদরা; কিন্তু তাঁহারা রাজ্ঞীর অতুল ঐশ্বর্য্য, অসীম পদমর্য্যাদা দর্শনে দ্বেষবতী হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য আপনাকে প্রতারণা করিয়াছে। তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেই সমুদায় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। সম্মুখে যে ভ্রাতৃদ্বয় ও ভগিনীকে দেখিতেছেন, ইহারা আপনার পুত্র ও কন্যা; উদ্যানাধ্যক্ষ ইহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া বহুযত্নে লালন পালন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করান।"

পক্ষীর কথায় নৃপতি সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 'বিহগরাজ, তোমার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই যুবকদ্বয় ও যুবতীকে দর্শন করিয়া অবধি কে যেন আমার হৃদয়-দ্বারে প্রহার করিয়া আমাকে এই কথা বলিয়া দিতেছে; ইহাদিগকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয়তন্ত্রী যেন বাজিয়া উঠে, সর্ব্বশরীরে যেন অমৃতরসে সিক্ত হয়। এস বৎসগণ, আলিঙ্গনদানে পিতার সন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল কর।" নৃপতি আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পুত্রকন্যাকে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, এক্ষণে তোমরা আমার পরম হিতৈষী উদ্যানাধ্যক্ষের পুত্র নহ; তোমরা আমার নিজের পুত্রকন্যা, এই মনে করিয়া একবার আমার সমক্ষে পরস্পরকে আলিঙ্গন কর, দেখিয়া আমি চক্ষু সার্থক করি।" পিতার আদেশে ভ্রাতা ভগিনীতে অভিনবভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর পিতার অনুরোধে সকলে একত্র আহার করিলেন। আহারান্তে নরপতি কহিলেন "বৎসগণ, অদ্য তোমাদের পিতৃদর্শন হইল, কল্য তোমাদের দুঃখিনী মাতার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।"

এই বলিয়া নরপতি একাকী রাজধানীতে গমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে মহিষীর ভগিনীদ্বয়কে অবরোধ করিবার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন। তাহারা অচিরেই ধৃত হইল, প্রত্যেককে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হইল এবং অবশেষে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া তাহাদের পাপ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হইল। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইল।

তৎপরে নরপতি অমাত্যবর্গসমভিব্যাহারে পরব্রহ্মে উপাসনামন্দিরাভিমুখে গমন করিয়া মহিষীর কাষ্ঠপিঞ্জরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নরপতি মহিষীর দুরবস্থাদর্শনে অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে মহিষীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি তোমার প্রতি যে অমানুষিক নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক, সমুদায় সহ্য করিতে পার, বিশেষ তোমার সহিষ্ণুতা অসাধারণ; অতএব যদি কৃপা করিয়া অধীনকে ক্ষমা কর, তবে বিশেষ বাধিত হই। যাহাদিগের প্রতারণায় ভুলিয়া আমি এই নৃশংস আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এইমাত্র তাহাদের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে রাজ্ঞীরূপে রাজের গৃহে উদিত হইয়া,

পতিপুত্রকন্যা লইয়া পরম সুখে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন কর।" নৃপতি বহুজন সমক্ষে এই কথা প্রকাশ করায় রাজ্ঞীর কষ্টের অনেক লাঘব বোধ হইল।

পরদিন প্রভাতে রাজা ও রাজ্ঞী অমাত্যবর্গসমভিব্যাহারে পুত্রকন্যা আনয়ন করিবার জন্য উদ্যানাধ্যক্ষের ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নৃপতি কহিলেন, "রাজ্ঞি, তোমার অপরূপ পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে আলিঙ্গন কর।" এই সময়ে দর্শকগণ সকলেই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যে পুত্রকন্যার জন্য বহুকাল দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাদের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্ঞীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর উদ্যানাধ্যক্ষের বাটীতে মহাসমারোহে ভোজ প্রদত্ত হইল। আহারান্তে নরপতি মহিষীকে পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত দ্রব্যত্রয় প্রদর্শন করাইলেন। তৎপরে নৃপতি পুত্রকন্যাগণকে লইয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে নৃপতি স্বয়ং চলিলেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় দুই পুত্র চলিলেন. পশ্চাতে রাজ্ঞী ও কুমারী আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ বহির্গত অধিবাসীগণে রাজপথ সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। সেই দিবস সন্ধ্যাকালে নগর মধ্যে মহা আনন্দোৎসব হইতে লাগিল, প্রতিগৃহ দীপমালায় সজ্জিত হওয়ায় নগরী যেন আনন্দে হাসিতে লাগিল।

ভারতপতি সাহারজাদীর অলোকসামান্য স্মরণশক্তির অনেক প্রশংসা করিলেন। ক্রমাগত একাধিক সহস্র রজনী এইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ অনুভব করিয়া নৃপতির প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ কোমল ভাব ধারণ করিল এবং স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যে বিজাতীয় ঘৃণা ও বিষম অবিশ্বাস ছিল, তাহাও অনেক অংশ হ্রাস হইল। সাহারজাদী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, নারী জাতির উপকারার্থে স্বীয় প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ইত্যাদি স্মরণ করিয়া নৃপতি তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইলেন। তিনি তাঁহাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে, তোমার গুণে আমার বিষম ক্রোধের শান্তি হইল, অদ্যাবধি আমি নারীহত্যা হইতে বিরত হইলাম, অদ্য হইতে সেই আসুরিক নিয়ম রহিত হইল। আমি তোমাকে আমার প্রধানা মহিষী করিলাম। আমার বিবেচনায় তুমি রমণীকুলের উদ্ধারকর্ত্রী, তোমার কৃপায় তাহাদিগকে আর আমার ক্রোধাগ্নিতে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতে হইবে না।" সাহারজাদী নরপতিকে প্রণিপাত ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া অশেষপ্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রী উজীর নৃপতির মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। নগরমধ্যে এই বার্ত্তা প্রচারিত হইলে, নগরবাসীগণ অমাত্যদুহিতাকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ।

Printed by B, P, Majumdar. at the B. P. M's Press,
22/2, Jhamapooker Lane, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

নূতন সংস্করণ আরব্য উপন্যাস, মুদ্রাযন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন, প্রকাশিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য গ্রাহকদিগের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বীতরাগ হইয়া অপরাধ মার্জ্জনা করেন। এই সংস্করণে অতিরিক্ত বারখানি বৃহৎ ও অত্যুৎকৃষ্ট ছবি প্রদত্ত হইল। এক্ষণ হইতে সহরে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।৶০ আনা এবং বিদেশে ডাক মাশুল সমেত ॥০ আনা নির্দ্ধারিত হইল। একত্রে ৬ কিংবা ১২ খানা লইলে বিদেশে ।৵১০ হিঃ দেওয়া যায়। যাঁহারা বিদেশ হইতে আরব্য উপন্যাস চাহিয়া পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন ডভটন কলেজের প্রোফেসার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্, প্রণীত লিখিয়া দেন।

সচিত্র বৃহৎ প্রকৃতিবোধ অভিধান।

[ধাতুমালা ১২০ পৃষ্ঠা এবং অভিধান ও পরিশিষ্ট ১১৮৩, একুনে ১৩০৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।]

মূল্য মফঃস্বলে মায় ডাক মাশুল (বিলাতী কাপড়ে বাঁধা) ২।৶০ টাকা। কাগজে বাঁধা মায় ডাক মাশুল ২৲ টাকা। ইহাতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দের অর্থ, ধাতু, প্রত্যয় ও বুৎপত্তি, লিঙ্গ, পরিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র ধাতুমালা ও তাহাদের রূপ এবং প্রাচীন ও আধুনিক বিখ্যাত গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ এপর্য্যন্ত এরূপ সুলভ ও উৎকৃষ্ট অভিধান মুদ্রিত হয় নাই। সন ১২৯১ সালের ২৬ মাঘের "বঙ্গবাসী" সমালোচনা দেখুন।

এখানে পাঠশালা হইতে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িবার পাঠ্যপুস্তক এবং বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত নানাবিধ নাটক, কাব্য, নভেল ও উপন্যাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। আরব্য উপন্যাসের পৃষ্ঠে মুদ্রিত আশুবাবুর সঙ্কলিত অর্থপুস্তক সকলে পাইকারদিগকে যথেষ্ট কমিসন দেওয়া যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও উপরোক্ত পুস্তক এবং অন্যান্য পুস্তকে পাইকার, শিক্ষক প্রভৃতি পুস্তক-বিক্রেতাদিগকে রীতিমত কমিসন দেওয়া গিয়া থাকে।